দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ

অর্থাৎ

যে সকল আইন ও আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডরপ্রভৃতি

ইং ১৭৯৩ সাল লাং ১৮৪৩ সাল

হইয়াছে তাহা।

শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেবকর্ত্তৃক সংগৃহীত।

দ্বিতীয় বালম।

শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে মুদ্রিত হইল।

১৮৪৩ সাল।

নির্ঘণ্ট।

চতুর্থ অধ্যায়।

সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মূল নিয়ম। সালিস। রেজিষ্টরী করণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

আপীল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ডিক্রী জারী।

সপ্তম অধ্যায়।

সদর দেওয়ানী আদালত।

আপেণ্ডিক্স।

পাট্টার বিষয়ি বিধান।

পত্তনি তালুক।

ক্রোক করণের বিষয়ি বিধান।

আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুলর অর্ডরের খোলাসা।

চতুর্থ অধ্যায়।

সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মূল নিয়ম। সালিস। রেজিষ্টরী করণ।

১ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। কালেক্টর সাহেবের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার।

১। যে সকল আইনের দ্বারা মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের বিষয়ে সরাসরী নালিশ কি দাওয়া শুনিতে এবং তাহা কালেকটর সাহেবকে বিচারের নিমিত্ত সোপর্দ্দ করিতে দেওয়ানীর জজ সাহেবেরদের প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রদ হইল।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ২ ধা।—১ পৃষ্ঠা।

২। ইহার পর উক্ত প্রকার দাওয়ার জাবেতামত নালিশ না হইলে দেওয়ানীর জজ সাহেবেরা তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন না।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৩ ধা।—১ পৃষ্ঠা।

৩। এই আইন জারী হওনের সময়ে সেই প্রকার যে সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকে তাহা কালেক্টর সাহেবেরদের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে পাঠান যাইবেক।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৫ ধা।—১ পৃষ্ঠা।

৪। নিষ্কর ভূমির ভোগবান ব্যক্তিরা আপনারদের রাইযতের নামে খাজানার বাবৎ যে সরাসরী নালিশ করে তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা বিচার হইবেক এবং দেওয়ানী আদালত তাহার বিচার করিতে পারেন না।—৮৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—১ পৃষ্ঠা।

৫। মালগুজারেরা আপন২ জমীদারীর সরবরাহ কার্য্যে যে পাটওয়ারী এবং এদেশীয় অন্য২ গোমাশ্তা নিযুক্ত করিয়া থাকেন্ তাহারদের নামে ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩৭ ধারানুসারে যে সরাসরী নালিশ হয় তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেব বিচার করিবেন।—৯৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১ পৃষ্ঠা।

৬। অন্যায়েতে মালগুজারী তহসীল করণেতে যে ক্ষতি হয় তাহার নালিশ ইহার পূর্ব্বে যে বিধি ও নিষেধানুসারে জিলার জজ সাহেবের দ্বারা বিচার হইত সেইমতে ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক।—১৮৩৩ সালের ১৫ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—২ পৃষ্ঠা।

৭। এই প্রকার সকল সরাসরী নালিশ কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিতে হইবেক এবং তাঁহার করা নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত আপীল না হইলে তাহা চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু যদি আপীলের এই হেতু হয় যে ঐ মোকদ্দমাতে আইন খাটে না তবে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের এই ক্ষমতা আছে যে সরাসরী ফয়সলার তারিখের পর এক মাসের মধ্যে ঐ আপীল গ্রাহ্য করেন্। এবং যদি ঐ আইন না খাটিবার লিখিত হেতুর প্রমাণ না হয় তবে কমিস্যনর সাহেব খরচাসমেত তাহা ডিসমিস করিবেন। যদি তিনি এইমত বোধ করেন্ যে আইনানুসারে ঐ মোকদ্দমা সরাসরী নালিশের মত শুনিবার যোগ্য নহে তবে ঐ বেদাঁড়া ফয়সলা অন্যথা করিয়া আইনের হুকুমানুসারে যেমত আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় সেইমত হুকুম করিবেন।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৪ ধা।—২ পৃষ্ঠা।

৮। ঐ প্রকার সরাসরী মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেব সম্পত্তি ক্রোক করণের হুকুম দিলে যদি সেই হুকুমের বাধকতা হয় তবে কালেক্টর সাহেব সেই বাধকতার মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন্। কিন্তু যদি ঐ বাধকতা কর্ম্মে কিছু দাঙ্গা হয় তবে সেই মোকদ্দমার বিচার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা হইবেক।—৬১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—২ পৃষ্ঠা।

৯। ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে মোকদ্দমার সময়ে২ রিপোর্ট করণের বিষয়ে এবং সেই আইনসম্পর্কীয় সকল কর্ম্ম করণেতে কালেক্টর সাহেব রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের এবং সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের উপদেশানুযায়ি কার্য্য করিবেন।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৮ ধা।—২ পৃষ্ঠা।

১০। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবকে অর্পণহওয়া ক্ষমতানুসারে কালেক্টরের আসিষ্টাণ্ট সাহেব কার্য্য করিবেন না। সেইরূপ ক্ষমতা পাইলে কালেক্টর সাহেব যে মোকদ্দমা তাঁহারদিগকে অর্পণ করেন্ তাঁহারা তাহার নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু তাঁহারদের ফয়সলা কালেক্টর সাহেবেরা পুনর্দৃষ্টি করিবেন এবং তাহার উপর আপীল সর্ব্ব শেষে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ২১ ধা।—৩ পৃষ্ঠা।

১১। যে সমস্ত ফয়সলা অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টরেরদের দ্বারা করা যাইতেছে তাহা তাঁহারদের উপর কর্ত্তৃত্বকারি চিহ্নিত সাহেবেরা বিবেচনাপূর্ব্বক অর্থাৎ কখন২ বাহুল্যরূপে এবং কখন২ অল্পতারূপে পুনর্দৃষ্টি করিবেন।—১৮৪০ সালের ২৮ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডর।—৩ পৃষ্ঠা।

১২। কালেক্টর সাহেব আপনার অধীন ডেপুটী কালেক্টরের মাসিক কৈফিয়ৎ তহকীক করিলে মধ্যে২ কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র তলব করিয়া পুনর্দৃষ্টি করিবেন কিন্তু আপীল হইয়াছে কেবল এই কারণে পুনর্ব্বিচার করিতে হইবেক না।—১৮৪২ সালের ২৯ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—৩ পৃষ্ঠা।

১৩। মালগুজারীর বাকী হওনের বা তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের পর এক বৎসরের মধ্যে যদি নালিশ কিম্বা দরখাস্ত না করা যায় তবে কালেক্টর সাহেব তাহা গ্রাহ্য করিবেন না।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২০ ধা। ৩ প্র।—৩ পৃষ্ঠা।

১৪। যে পাট্টাদার প্রজা বা রাইয়তের স্থানে ভূম্যধিকারী এবং ইজারদারের বাকী মালগুজারী পাওনা থাকে তাহারদিগকে ও তাহারদের মালজামিনদিগকে কয়েদ করণের বিষয়ে এবং নালিশের সরাসরী তজবীজ করণের বিষয়ে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারাতে যে বিধি আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে অল্প দিনের অর্থাৎ সন হালের মধ্যে অথবা তাহা সমাপ্ত হওনের পরেই যে বাকী পড়ে কেবল এমত মালগুজারীর বাকীর বিষয়ে খাটে। কিন্তু যে মালগুজারীর বাকী পড়নের সময়অবধি তাহার বাবৎ নালিশ করণের সময়পর্য্যন্ত বারো মাসহইতে অধিক কাল অতীত হইয়া থাকে সেই বাকীর দাওয়ার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরীমতে হইবেক না। পরন্তু এইরূপ নিষেধ থাকিতেও যে বাকী বারো মাসহইতে অধিক কালের হয় তাহার বন্দোবস্ত ও নিকাশ করিতে জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব ভাল বুঝিলে সেই মত বাকী নিকাশ ও বন্দোবস্ত করিতে পারেন্।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ১ প্র।—৪ পৃষ্ঠা।

১৫। সরাসরীমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে কালেক্টর সাহেবেরা যে ক্ষমতা পাইয়াছেন তাহা এইপর্য্যন্ত সম্পর্ক রাখিবেক যে মালগুজারীর দাওয়া উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব২ বৎসরে যে মালগুজারী দেওয়া গিয়া থাকে তাহার মতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্। কিন্তু বেশী মালগুজারীর লেখা কোন প্রকৃত একরারের দ্বারা প্রমাণ না হইলে ঐ বেশী খাজানার কোন দাওয়া গ্রাহ্য হইবেক না।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১০ ধা।—৪ পৃষ্ঠা।

১৬। যে ব্যক্তির বাকী খাজানা পাওনা থাকে সেই ব্যক্তি বাকীদারের সম্পত্তি ক্রোক করাইতে পারে অথবা তাহাকে কয়েদ করাইতে পারে এই দুই উপায়ের যাহা সুগম বোধ হয় তাহা করিতে পারে।—৫১৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪ পৃষ্ঠা।

১৭। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে যে সরাসরী নালিশ হয় তাহা যত অল্প সংখ্যা টাকার হউক তাহা কালেক্টর সাহেব নামঞ্জুর করিতে পারেন্ না।—৫১৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪ পৃষ্ঠা।

১৮। যে কোন ভূম্যধিকারী ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১২। ১৩। ১৪ ধারার লিখিত হুকুম মতাচরণ না করিয়া উক্তমত সরাসরী মোকদ্দমা করেন্ ঐ মোকদ্দমা ননসুট হইবেক। যদ্যপি তিনি কোন রাইয়তকে বেদখল করেন্ কিম্বা তাহার সম্পত্তি ক্রোক করেন্ তবে ঐ বেআইনী কার্য্যের নিমিত্তে জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেন।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ১৫ ধা।—৪ পৃষ্ঠা।

২ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করণের আশ্বাস দেওন।

১৯। যদি কেহ বাকী মালগুজারী পাইবার নিমিত্ত সরাসরী তজবীজের পরিবর্ত্তে জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে মনস্থ করে তবে দাওয়ার সংখ্যা দৃষ্টে মুনসেফদিগের নিকটে বা জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে জাবেতামত নালিশ করিতে পারে। এবং জিলার জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে বাকী মালগুজারীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের বাবৎ যে সকল নালিশ সরাসরীরূপে বিচার হইতে পারে তাহার জাবেতামত নালিশ করিতে উভয় বিবাদিকে আশ্বাস দেন্।—১৮২১ সা। ২ আ। ৪ ধা।—৫ পৃষ্ঠা।

২০। বাকী মালগুজারীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের বাবৎ সরাসরী নালিশ না করিয়া জাবেতামত নালিশ করিতে আশ্বাস দিবার নিমিত্ত হুকুম হইল যে এই প্রকার যে দাওয়ার নালিশ সরাসরীমতে হইবার যোগ্য তাহা জাবেতামত উপস্থিত হইলে তাহার আরজী চলিত আইনের নিরূপিত মূল্যের সিকী মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক। কিন্তু সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করণের নিমিত্ত যে জাবেতামত নালিশ হয় তাহাতে এ হুকুম খাটিবেক না কিন্তু ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয়ে আইনে যে সাধারণ হুকুম আছে তদনুসারে মাসুল দিতে হইবেক অর্থাৎ সম্পূর্ণ ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে হইবেক।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৮ ধা।—৫ পৃষ্ঠা।

২১। বাকী মালগুজারীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের বাবৎ যে নালিশ হয় তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে কালেক্টর সাহেব সরাসরীমতে বিচার করিতে পারেন্ এবং জাবেতামত মোকদ্দমার ন্যায় মুনসেফ তাহা বিচার করিতে পারেন্। মুনসেফের আদালতে নালিশ হইলে তাহার আরজী সিকী মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।—৭১৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—৫ পৃষ্ঠা।

২২। যে রাইয়ত ও পাট্টাদার প্রজা অন্যায়রূপে তহসীলের বাবৎ নালিশ করে এবং যে জমীদার ও অন্যেরা আপনারদের হক পাওনার বাবৎ নালিশ করে ঐ দুই প্রকার নালিশের বিষয়ে উক্ত ২১ নম্বরী বিধান খাটে।—৭১৪ নম্বরী আইনের অর্থ। —৫ পৃষ্ঠা।

২৩। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারা যেমন বাকী মালগুজারীর বিষয়ে খাটে তেমন মালগুজারী অন্যায়েতে তহসীল করণের বিষয়েও খাটে এবং ঐ প্রকার দাওয়ার জাবেতামত মোকদ্দমা হইলে তাহা মুনসেফেরা সামান্যতঃ সিকী মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লইতে পারেন্।—১৮৪২ সালের ১৮ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—৬ পৃষ্ঠা।

২৪। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারানুসারে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়

তাহাতে উকীলের সম্পূর্ণ রসুম আমানৎ করিতে হইবেক এবং সওয়াল জওয়াব দাখিল করিতে হইবেক এবং জাবেতামত মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণের যে সকল দাঁড়া আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবেক। ঐ ৮ ধারার দ্বারা পূর্ব্বের আইনের এইমাত্র বিশেষ হইয়াছে যে ইষ্টাম্পের মাসুলের চারি অংশের তিন অংশ সরকার ত্যাগ করিয়াছেন। —৯৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।—৬ পৃষ্ঠা।

২৫। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা সর্ব্বপ্রকারে জাবেতামত মোকদ্দমার ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক অতএব মোকদ্দমার আরজী সম্পূর্ণ মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গেলে যেরূপ হইত সেইরূপে মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া সওয়ালজওয়াব এবং অন্যান্য কাগজপত্র ইষ্টাম্প কাগজে কিম্বা শাদা কাগজে লিখিতে হইবেক।—১০০১ নম্বরী আইনের অর্থ।—৬ পৃষ্ঠা।

২৬। বাকী খাজানার বাবৎ কোন দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইলে ফরিয়াদীর এমত প্রমাণ দিতে হইবেক যে আমি ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারানুসারে কার্য্য করিয়াছি। সেই বিষয়ে ফরিয়াদী যে প্রকার প্রমাণ দর্শাইতে পারে সেই প্রকার প্রমাণ বিচারক লইবেন।—৮৮৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—৬ পৃষ্ঠা।

২৭। মালগুজারীর বাকীর বাবৎ যেং নালিশ জাবেতামত হয় তাহা মুনসেফ গ্রাহ্য ও বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ এবং যে পেটাও রাইয়ত কি অন্য ব্যক্তি আপনারদের মালের ক্রোক ও আপনারদিগকে কয়েদের নিবারণের ইচ্ছা করিয়া নালিশ করে কিম্বা ঐ ক্রোক ও কয়েদের নিমিত্ত ক্ষতির দাওয়া করে ঐ মত দাওয়া মুনসেফ গ্রাহ্য ও বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্। এমত মোকদ্দমায় মুনসেফেরা ক্ষতির টাকা দেওয়াইতে পারেন্।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১১ ধা।—৬ পৃষ্ঠা।

৩ সারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। গ্রেফ্তারীর হুকুম।

২৮। জমীদার ও তালুকদার ও ভূম্যধিকারি ও ইজারদারপ্রভৃতির সাধ্য আছে যে তাঁহারদিগের কাহারু মালগুজারীর বাকীর দাওয়া কোন মফঃসল তালুকদার রাইয়তপ্রভৃতির উপর থাকিলে যদি সেই বাকী টাকা মাল ক্রোক করণের দ্বারা আদায় করিতে না পারেন্ তবে সেই বাকীদার অথবা তাহার মালজামিনের স্থানে সেই বাকী তলব করিলে অথবা সেই বাকীদার অথবা মালজামিন পলাইতে উদ্যত হইলে তাহাকে তলব না করিয়া ঐ পলায়নোন্মুখ বাকীদার কি মালজামিনকে নীচের লিখিতমতে কয়েদ করিতে পারেন্। —১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।—৭ পৃষ্ঠা।

২৯। অযোগ্য ভূম্যধিকারির জমীদারীর ও সাধারণ জমীদারীর সরবরাহকার এবং কালেক্টর সাহেবেরা ও সরকারী যেং আমলারা কোন কারণে ভূমি ক্রোক করিয়া রাখেন্ অথবা সরকারের তরফে খাসতহসীলে থাকা ভূমির তহসীল করেন্ তাঁহারা এবং ঐ প্রকার সরবরাহকার ও কালেক্টর সাহেব ও অন্য সরকারী আমলারদের গোমাশ্তা উপরের উক্ত মতে মালগুজারীর বাকীর বাবৎ সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন্ এবং এই আইনের সকল ধারা তাঁহারদের বিষয়ে খাটিবেক।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৯ ধা।—৭ পৃষ্ঠা।

৩০। উপরের ২৮ নম্বরী বিধিতে "ভূমির ইজারদার" এ কথার সাধারণমতে অর্থ করিতে হইবেক অতএব সর্ব্বপ্রকার দর ইজারদার মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে।—২৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—৭ পৃষ্ঠা।

৩১। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারা যেরূপে ভূম্যধিকারী ও ভূমির ইজারদারের বিষয়ে খাটে সেইরূপে যে ব্যক্তিরা বন্ধকী খতক্রমে ভূমির ভোগবান হইয়াছে

তাহারদের বিষয়েও খাটিবেক এবং তাহারাও বাকী খাজানার নিমিত্তে সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে।—৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—৭ পৃষ্ঠা।

৩২। মালগুজারীর বাকীর নিমিত্ত সরাসরী মোকদ্দমা করণের বিষয়ে যে সকল বিধি নিরূপিত আছে তাহা যেমত মালগুজারীর ভূমির বিষয়ে খাটে সেইমত লাখেরাজ ভূমির বিষয়েও খাটিবেক।—৩১৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—৭ পৃষ্ঠা।

৩৩। যে গ্রামবাসি ব্যক্তিরদের এইমাত্র পরস্পর সম্পর্ক আছে যে তাহারা এক স্থানে বাস করে কিন্তু সাধারণে ভূমি চাসবাস করে না এমত গ্রামবাসি ব্যক্তিরদের নামে কোন জমীদার বাকী খাজানার নিমিত্ত একি সরাসরী নালিশ করিতে পারেন্ না।—৮৬০ নম্বরী আইনের অর্থ।—৭ পৃষ্ঠা।

৩৪। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার সকল বিধি যেমত বাকীদার রাইয়তের বিষয়ে খাটে সেই মত তাহার মালজামিনের বিষয়েও খাটিবেক। কিন্তু যে ব্যক্তির নিমিত্ত কেহ হাজিরজামিন হইয়াছে সেই ব্যক্তি পলায়ন না করিলে ঐ হাজিরজামিনের বিষয়ে সেই ধারার বিধি খাটে না। যদি বাকীদার পলায়ন করে তবে তাহার স্থানে পাওনা টাকার বিষয়ে মালজামিন যেরূপ দায়ী সেইরূপ হাজিরজামিনও দায়ী এবং হাজিরজামিনের নামেও নালিশ হইতে পারে।—৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।—৮ পৃষ্ঠা।

৩৫। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারানুসারে ভূমির ফসল ক্রোক হইলে যদি রাইয়তেরা সেই ক্রোক বরখাস্ত করে তবে জমীদার অথবা তাঁহার গোমাশ্তা রাইয়তের-দের নামে যে নালিশ করেন্ তাহার সরাসরীমতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক।—৫০৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—৮ পৃষ্ঠা।

৩৬। যে সরাসরী মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা যায় তাহা জাবেতামত মোকদ্দমার ন্যায় নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত তিনি মুনসেফের নিকটে অর্পণ করিতে পারেন্ না।—৮৭৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—৮ পৃষ্ঠা।

৩৭। জাবেতামত মোকদ্দমা হইলে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে আরজী লিখিতে হইত তাহার সিকী মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে সরাসরী মোকদ্দমার আরজী লিখিত হইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল হইতে পারে। কিন্তু যদি মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার অথবা রাইয়ত নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য নিতান্ত দিতে না পারে তবে কালেক্টর সাহেব উচিত বুঝিলে ।।০ আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে তাঁহারদের আরজী গ্রাহ্য করিতে পারেন্।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৭ ধা।—৮ পৃষ্ঠা।

৩৮। বাকীদারকে গ্রেপ্তার করণের আরজীর মধ্যে বাকীদার ও তাহার মালজামিনের নাম ও নিবাস ও যে মহালের বাবৎ মালগুজারীর দাওয়া হয় তাহার নাম ও সেই মহালের সালিয়ানা জমা ও সন হালের নিরূপিত কিস্তীং যত টাকার দাওয়া হয় তাহার সংখ্যা ও মালগুজারীকরণিয়া ব্যক্তি কি তাহার মালজামিনের স্থানে যত টাকা উসুল হইয়াছে এবং যত টাকা বাকী আছে তাহার সংখ্যা লেখা থাকিবেক। এবং সেই বাকী টাকা বাকীদার কিম্বা তাহার মালজামিনের স্থানে তলব হইয়াছে কি না ও যদি তলব হইয়া থাকে তাহাতে সে কি করিল তাহা আরজীতে লেখা থাকিবেক।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।—৮ পৃষ্ঠা।

৩৯। মালগুজারীর বাকীপাওনিয়া ভূম্যধিকারী বা ইজারদার আপনার দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করিবেক।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।—৯ পৃষ্ঠা।

৪০। ইহার পূর্ব্বে মুনসেফেরদের প্রতি এই হুকুম ছিল যে বাকীদারকে গ্রেপ্তার কর-ণের বিষয়ে তাঁহারদের নিকটে জমীদারেরা দরখাস্ত করিলে তাঁহারা সেই বাকীদারকে গ্রেপ্তার করিবেন কিন্তু সেই ব্যবহার এক্ষণে নিষেধ হইল।—১৮৩২ সালের ১৩ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—৯ পৃষ্ঠা।

৪১। গ্রেপ্তার করণের ঐ দরখাস্ত আদালতের বৈঠক থাকিতে কি না থাকিতে ভূম্যধিকারী আপনি কিম্বা কোন মোকররী উকীলের দ্বারা কালেক্টর সাহেবকে দিতে পারেন্। ঐ দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল হইলে তিনি বাকীদারকে গ্রেস্তার করণের নিমিত্ত দস্তক পাঠাইবেন এবং যদি সেই বাকীদার ঐ টাকা ৬০ দণ্ডের মধ্যে না দেয় তবে সেই দস্তক জারী হইবেক। এবং দস্তকবহনিয়া পেয়াদা আসামীকে কালেক্টর সাহেবের নিকটে পঁহুছাইবেক। কিন্তু আসামী যদি নিরূপিত কালাপেক্ষা অধিক কালের দরখাস্ত লিখিয়া দেয় এবং যদি ফরিয়াদী ঐ দরখাস্তের পৃষ্ঠে আপনার মঞ্জুরীর দস্তখৎ করে তবে দস্তক জারী করা বিলম্ব হইবেক। ফরিয়াদী যদি রাজীনামা লিখিয়া দেয় তবে সেই দস্তক জারী মৌকুফ হইবেক। ঐ দস্তক জারী করণেতে দুই জনের অধিক পেয়াদা কখন পাঠান যাইবেক না কিন্তু যদি আসামী পলায়নোন্মুখ হয় তবে তাহা নিবারণার্থ দুই জনের অধিক পেয়াদা পাঠান যাইতে পারে এবং তাহারা নিরূপিত তলবানা পাইবেক।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৩ প্র।—৯ পৃষ্ঠা।

৪২। ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ ধারাতে যে এত্তেলা দেওনের হুকুম আছে তাহা ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার নির্দিষ্ট সরাসরী হুকুমের বিষয়ে খাটে না। —৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।—৯ পৃষ্ঠা।

৪৩। এইরূপ বাকী টাকাপাওনিয়া ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি যে জিলার মধ্যে ভূমি থাকে কিম্বা যে জিলার মধ্যে বাকীদার বাস করে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে আপন ইচ্ছামতে দরখাস্ত করিতে পারিবেক। এবং যে জিলার মধ্যে বাকীদারের বসত নাই সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত হইলে তিনি বাকীদারের নিবাসের জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে দস্তক পাঠাইবেন। তাহাতে যদি বাকীদার গ্রেস্তার হয় তবে পেয়াদার সঙ্গে তাহাকে এলাকার কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। যদি বাকীদার রূপোশ হয় এবং দস্তক তাহার উপর জারী হইতে না পারে তবে জারী করণের উপযুক্ত তদবীর ও উপায় করা গিয়াছিল ইহা কালেক্টর সাহেবের হুদোধের নিমিত্ত দস্তকের পেয়াদার জোবানবন্দী নাজিরের রিটর্ণ অর্থাৎ কৈফিয়তের সঙ্গে পাঠান যাইবেক।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৯ ধা।—১০ পৃষ্ঠা।

৪৪। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬ প্রকরণে বাকীদার রাইয়তেরদের গ্রেস্তার ও কয়েদ করণের বিষয়ে যে সরাসরী হুকুম আছে তাহা নিমকপোখ্তানীর এলাকাদার প্রজাবর্গের উপর নিমকপোখ্তানীর কালে জারী হইবেক না। ঐ নিমকপোখ্তানীর কালে তাহারদের স্থানে বাকী পাইবার বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ১৯ ধারায় যেমত লেখা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবেক।—১৮০১ সা। ৯ আ। ২ ধা।—১০ পৃষ্ঠা।

৪ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা।

৪৫। কোন সরাসরী নালিশের আরজী এই আইনের হুকুমানুসারে কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি সেই আরজীর পৃষ্ঠে নামঞ্জুর করণের হুকুম লিখিয়া ও জাবেতামত নালিশ করিতে হুকুম করিয়া ফরিয়াদীকে তাহা ফিরিয়া দিতে পারেন্। এবং দেওয়ানী আদালতের কার্য্যকারকেরদের কর্ত্তব্য যে ঐ দাওয়ার প্রথমতঃ জাবেতামত নালিশ হইলে যেমত ঐ নালিশের আরজী গ্রহণ করিতেন সেইমতে গ্রহণ করেন্। —১৮৩১ সা। ৮ আ। ৯ ধা। ১ প্র।—১০ পৃষ্ঠা।

৪৬। রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে কালেক্টর সাহেবের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইলে তিনি এইমত নালিশ গ্রাহ্য করিতে কালেক্টর সাহেবকে

হুকুম দিতে পারেন্ এবং তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করণের বিষয় মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া যেমত উচিত বোধ করেন্ সেইমত তাঁহাকে হুকুম দিতে পারেন্।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৯ ধা। ২ প্র।—১১ পৃষ্ঠা।

৪৭। কালেক্টর সাহেবের নথীতে যে সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহা তিনি জিলার আদালতে অর্পণ করিতে পারেন্ না। যখন কালেক্টর সাহেব মালগুজারীর বাকীর বাবৎ কোন সরাসরী নালিশ নামঞ্জুর করেন্ তখন তাঁহার উচিত যে আইনমত অবিকল কার্য্য করেন্ এবং নামঞ্জুর করণের হুকুম ঐ দরখাস্তের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দেন্। তাহাতে যদি সেই মোকদ্দমা মুনসেফের বিচার করণের যোগ্য হয় তবে ফরিয়াদী জাবেতামত নালিশ করিয়া ঐ দরখাস্ত মুনসেফকে দিতে পারিবেক নতুবা জজ সাহেবকে দিবেক এবং তিনি তাহা প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করিবেন।—১৮৩৫ সালের ২৭ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—১১ পৃষ্ঠা।

৫ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের মোকদ্দমা। সরাসরী বিচার ও ফয়সলা।

৪৮। জাবেতামত দস্তক জারী হওনের পর যদি নাজির এইমত রিটর্ণ অর্থাৎ কৈফিয়ৎ লেখে যে আসামীকে পাওয়া গেল না তবে ফরিয়াদী কালেক্টর সাহেবের নিকটে এই মত দরখাস্ত করিতে পারে যে মোকদ্দমার তজবীজ এক মাসপর্য্যন্ত মৌকুফ রাখিয়া পুনর্ব্বার এক দস্তক পাঠাইয়া আসামীকে গ্রেফ্তার করণের উদ্যোগ হয় এবং মাসের শেষে যদি আসামী হাজির না হয় তবে ইশ্তিহার দেওয়াইয়া তাহার মিয়াদ অতীত হইলে মোকদ্দমার তজবীজ হয়। অথবা মোকদ্দমার তজবীজ মৌকুফ না করিয়া ১৫ রোজ মিয়াদে এই মজমুনে ইশ্তিহারনামা লট্কান যায় যে ইশ্তিহারনামার মিয়াদ অতীত হইলে আসামী হাজির হউক কি না হউক সরাসরী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক ও আসামী হাজির না হইলে ফরিয়াদীর দস্তাবেজ দেখিয়া ও সাক্ষ্য লইয়া মোকদ্দমার একতরফা তজবীজ হইবেক।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ৩ প্র।—১১ পৃষ্ঠা।

৪৯। এই প্রকার সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করণেতে কালেক্টর সাহেব এই আইনের লিখিতমত কার্য্য করিবেন। এবং যে২ বিষয়ে এই আইনে কোন হুকুম লেখা নাই সেই২ বিষয়ে ঐ প্রকার সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি দেওয়ানী আদালতে হইবার নিমিত্ত যে২ হুকুম আছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন। এবং উভয় পক্ষীয় লোকদিগকে ও সাক্ষিরদিগকে হাজির করাইবার বিষয় এবং নিষ্পত্তির হুকুম জারী করণের বিষয়ব্যতিরেকে অন্য যে সকল হুকুম দেওয়া আবশ্যক হয় তাহার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের যে ক্ষমতা আছে কালেক্টর সাহেবেরও সেই ক্ষমতা থাকিবেক।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৪ ধা।—১১ পৃষ্ঠা।

৫০। যখন বাকীদারকে কালেক্টর সাহেবের নিকটে পঁহুছান গেল তখন সেই সাহেব সেই আসামীর স্থানে দাওয়ার জওয়াব তলব করিবেন। তাহাতে যদি ঐ দাওয়া সম্যক্ কিম্বা তন্মধ্যের কিছু মিথ্যা এইমত জওয়াব আসামী দেয় তবে দাখিলাদিগর কাগজপত্র এবং উভয়ের হিসাবকিতাব দৃষ্টে সরাসরী বিচার হইবেক। তাহাতে ভূম্যধিকারী ও ইজারদার কালেক্টর সাহেবের নিকটে এই সরাসরী মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার কারণ যাহাকে বিহিত বুঝে তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারে।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র।—১২ পৃষ্ঠা।

৫১। এই মত সরাসরী মোকদ্দমার উভয় বিবাদিরা আপন২ পক্ষের সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্ত যে কোন লোককে মোখ্তার কি উকীল কি প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত করা উচিত বোধ করে তাহাকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া নিযুক্ত করিতে পারে। মেহনতানার

বিষয়ে ঐ মোখ্তার কি উকীল মওক্কেলের সঙ্গে আপোসে বন্দোবস্ত করিবেক। কিন্তু যে ব্যক্তির পরাজয় হয় কালেক্টর সাহেব যে মেহনতানা উপযুক্ত বুঝেন্ তাহাহইতে অধিক তাহারে দিবার হুকুম করিবেন না।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৬ ধা।—১২ পৃষ্ঠা।

[সরাসরী মোকদ্দমাতে মোখ্তারনামা ও ওকালৎনামার ইষ্টাম্পের কাগজের বিষয়ে ২ অধ্যায়ের ৪৭৪ নম্বরী বিধান দেখ।]

৫২। যদ্যপিও জমীদার বা তালুকদার কি ইজারদার কি অন্য ভূম্যধিকারী আসামীকে পাট্টা না দিয়া থাকেন এবং তাহার স্থানে কবুলিয়ৎ না লইয়া থাকেন্ তথাপি ঐ জমীদারপ্রভৃতি আপনার গ্রামের হিসাবকিতাব রীতিমত রাখা গিয়াছে এমত প্রমাণ দিলে ঐ হিসাবের দ্বারা অথবা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষির দ্বারা যদি এইমত সাব্যস্ত করে যে দাবীর টাকা আসামীর স্থানে নিতান্ত পাওনা আছে তবে ঐ জমীদারপ্রভৃতি বাকী টাকার বাবৎ ডিক্রী পাইবার যোগ্য হইবেন।—১৭৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২ পৃষ্ঠা।

৫৩। রাইয়ত যদি কবুলিয়ৎ না লিখিয়া দিয়া থাকে তথাপি জমীদার ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে তাহার নামে নালিশ করিতে পারেন এবং আদালতের এই ক্ষমতা আছে যে দাখিলা এবং উভয় বিবাদির হিসাবকিতাব তজবীজ করিয়া যাহা প্রকৃত ও ওয়াজিবী দেনা প্রমাণ হয় ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে তাহার ডিক্রী করেন্।—৩৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২ পৃষ্ঠা।

৫৪। এইমত সরাসরী মোকদ্দমার ফরিয়াদী ও আসামীর নালিশ ও জওয়াব ব্যতিরেকে অন্য সওয়াল জওয়াবের আবশ্যক নাই কিন্তু তাহারা শুধরা নালিশী আরজী কি শুধরা জওয়াব কি বেওরা জ্ঞাপনার্থ অন্য কোন কাগজ দাখিল করিতে চাহিলে তাহা করিতে পারে।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৭ ধা।—১২ পৃষ্ঠা।

৫৫। এই প্রকার সরাসরী মোকদ্দমার যে দলীলদস্তাবেজ দরপেশ হয় তাহার নিমিত্ত কিম্বা উভয় পক্ষের যে সাক্ষী তলব করা যায় তাহার নিমিত্ত ইষ্টাম্পের কোন রসুম লওয়া যাইবেক না এবং ঐ দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিবার ও সাক্ষী তলব করিবার দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৮ ধা।—১৩ পৃষ্ঠা।

৫৬। কালেক্টর সাহেব আপনার জিলার মধ্যে যে কোন স্থানে যান্ সেই স্থানে এই প্রকার সরাসরী মোকদ্দমা শ্রবণ ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্। কিন্তু তাহা কোন কাছারীতে কিম্বা সকল লোকের সমাগমের অন্য স্থানে এবং উভয় পক্ষ কি তাহারদের উকীল হাজির থাকিলে তাহারদের সাক্ষাৎ করিতে হইবেক।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৯ ধা।—১৩ পৃষ্ঠা।

৫৭। যদি বাকীদার গ্রেফ্তার হয় এবং দাওয়ার সম্যক্ কি কতক মিথ্যা বলে তবে ঐ সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত হাজির থাকিবার কারণ মাতবর জামিন দিতে চাহিলে কালেক্টর সাহেব তাহা লইবেন।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৬ ধা। ২ প্র। —১৩ পৃষ্ঠা।

৫৮। যদি ঐ সরাসরী মোকদ্দমা তহকীক করিয়া কালেক্টর সাহেবের এইমত বোধ হয় যে সেই বাকী টাকা কি তাহার অধিকাংশ আসামীর দেনা অযথার্থ কিম্বা ফরিয়াদী জানিয়া শুনিয়া অসঙ্গত নালিশ করিয়াছে তবে তিনি সেই আসামীকে ছাড়িয়া দিবেন এবং তাহাকে ক্ষতি পূরণের টাকা ও সম্যক্ খরচাও দেওয়াইবেন। কিন্তু যদি এমত প্রমাণ হয় যে আসামীর ঐ বাকী টাকা কি তাহার অধিকাংশ নিতান্ত দেনা তবে যাবৎ সে আসামী ঐ বাকী টাকা ও সুদ ও নালিশী খরচা না দেয় অথবা যাবৎ তাহার খালাস করণের বিষয়ে ফরিয়াদী দরখাস্ত না করে তাবৎ ঐ আসামীকে কালেক্টর সাহেব শক্ত কয়েদে রাখিবেন। আসামী কয়েদ হইলে কালেক্টর সাহেবের বিবেচনাক্রমে যত খোরাকী দেওয়া উচিত বোধ হয় অর্থাৎ দিন প্রতি চারি আনার অধিক ও এক আনার ন্যূন না হয় আসামীকে এইমত খোরাকী ফরিয়াদী দিবেক।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৫ প্র।—১৩ পৃষ্ঠা।

৫৯। এইরূপ সরাসরী মোকদ্দমাতে কত মালগুজারীর যথার্থরূপে দাওয়া হইতে পারে তাহা নির্ণয়করণার্থ যদি সরেজমীনে তদারককরণের নিমিত্ত আমীন পাঠান উচিত বোধ হয়, তবে ১৭৯৩ সালের ৭ আইনানুসারে সেইরূপ আমীন পাঠাইতে কালেক্টর সাহেবের নিষেধ নাহি।—২৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৪ পৃষ্ঠা।

৬০। মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের নালিশ অতিবাহুল্য হওয়াপ্রযুক্ত যদি কালেক্টর সাহেব কর্ত্তব্য বোধ করেন্ তবে সেই এলাকার কমিস্যনর সাহেবের অনুমতিক্রমে এমত কোন দাওয়া সেই জিলার তহসীলদারের নিকটে তদন্ত ও রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত পাঠাইতে পারেন্ এবং এই প্রকার মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে সমর্পণ হইবার বিষয়ে ১৮২৪ সালের ১৪ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে যেসকল হুকুম দেওয়া গিয়াছিল সেই সকল হুকুমমতে তহসীলদারেরা আপন২ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৩ ধা।—১৪ পৃষ্ঠা।

৬ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। কালেক্টর সাহেবের ফয়সলা জারীকরণ।

৬১। যে মোকদ্দমাতে বিশেষ টাকা কিম্বা কোন খরচার কি ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার বিষয়ে ফয়সলা হয় সেই ফয়সলা জারী করণের বিষয়ে ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণে যে২ হুকুম আছে তাহা এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগের করা ফয়সলাতে খাটিবেক।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ২০ ধা।—১৪ পৃষ্ঠা।

৬২। নিরূপিত কতক টাকা কিম্বা খরচা অথবা ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়াইবার অর্থে কালেক্টর সাহেব যে২ ফয়সলা করেন্ মালগুজারীর বাকী আদায় করণের কারণ যেরূপ করা যায় সেইরূপে কালেক্টর সাহেব ঐ ফয়সলা জারী করিবেন।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ৩ প্র।—১৪ পৃষ্ঠা।

৬৩। যে সকল আইনের দ্বারা বাকী মালগুজারীর সরাসরী ডিক্রী জারীকরণার্থ বাকীদারের তালুক বা অন্য প্রকার ভূমি নীলাম করিতে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম আছে এবং সেইরূপ সরাসরী ফয়সলা জারীকরণার্থ ভূমি নীলাম করিতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি নিষেধ আছে তাহা রদ হইল। এই বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা ছিল তাহা কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে।—১৮৩৫ সা। ৮ আ। ১ ধা।—১৫ পৃষ্ঠা।

৬৪। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণ কিম্বা ২৩ ধারার ৬ প্রকরণ অথবা ২৫ ধারার অনুসারে বাকী মালগুজারী বা খাজানা আদায়ের নিমিত্ত যে ভূমি নীলাম হয় তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে হইবেক এবং কালেক্টর সাহেব কি ডেপুটী কালেক্টর ঐ নীলাম করিবেন এবং নীলামের নিরূপিত দিনের ১০ দিন পূর্ব্বে ইশ্‌তিহারের দ্বারা তাহা সকল লোককে জানাইতে হইবেক।—১৮৩৫ সা। ৮ আ। ২ ধা।—১৫ পৃষ্ঠা।

৬৫। যদি কালেক্টর সাহেব আপনার করা সরাসরী ফয়সলাক্রমে কোন রাইয়তের ভূমি ক্রোক করাইয়া থাকেন্ তবে জজ সাহেব তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন্ না যেহেতুক কালেক্টর সাহেব জজ সাহেবের অধীন নহেন্। এবং যদি সরকারী মালগুজারী উসুল করিবার নিমিত্ত সমস্ত মহাল ক্রোক হইয়া থাকে অথবা খাসতহসীলে থাকে তবে জজ সাহেব সেই মহালের সরবরাহ কার্য্যে হাত দিতে পারেন্ না।—১১৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৫ পৃষ্ঠা।

৬৬। বাকী খাজানার নিমিত্ত যে সরাসরী ডিক্রী হয় তাহা ডিক্রীর তারিখের পর বারো বৎসরের মধ্যে জারী করণের দরখাস্ত হইতে পারে।—১২৬৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৫ পৃষ্ঠা।

৬৭। কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ঐ মোকদ্দমার বিচার হওনের সময়ে জজ সাহেব ঐ সরাসরী ফয়সলা জারী স্থগিত করিতে পারেন্ না।—৭৩৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৫ পৃষ্ঠা।

৬৮। যদি কালেক্টর সাহেব আপনার সরাসরী ফয়সলা জারীকরণার্থ সম্পত্তি নীলাম করিতে উদ্যত হন্ এবং যদি বাদি প্রতিবাদিছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ঐ সম্পত্তির উপর দাওয়া করে এবং ঐ দাওয়া সাব্যস্তকরণার্থে ঐ ব্যক্তি জাবেতামত মোকদ্দমা করে তবে তাহার নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ জজ সাহেব ঐ নীলাম স্থগিত করিতে পারেন্। —১১৮১ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৬ পৃষ্ঠা।

৬৯। এইরূপ সরাসরী মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেব যে ফয়সলা করেন্ তাহা জারী করিতে তাঁহাকে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে অতএব বাকীদারকে কয়েদ ও খালাস করণের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব যে হুকুম দেন্ তাহা জজ সাহেবের দ্বারা দিবার আবশ্যক নাই। কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানা পাইলেই দেওয়ানী জেলরক্ষক ঐ আসামীকে কয়েদ বা খালাস করিবেন।—১৮৩৩ সালের ৪ জানুআরির সরকুলর অর্ডর।—১৬ পৃষ্ঠা।

৭০। বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব যে সরাসরী ফয়সলা করেন্ তাহা জারীকরণক্রমে যদি বাকীদার কয়েদ হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে দরখাস্ত করিয়া আপনার যোত্রহীনতার প্রমাণ করে তবে কালেক্টর সাহেব তাহাকে ঐ আইনক্রমে খালাস করিতে পারেন্।—৭৮৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৬ পৃষ্ঠা।

৭ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্ত জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিতকরণ।

[১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৪ ধারা (এই অধ্যায়ের ৭ নম্বরী বিধান) দেখ।]

৭১। যে কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের সরাসরী ফয়সলাতে সম্মত না হয় সেই ব্যক্তি জিলার কি শহরের দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত সেই মোকদ্দমার নালিশ করিতে পারে এবং ঐ মোকদ্দমার নালিশ দাখিল করণের সময়ে ঐ সরাসরী নিষ্পত্তির রুবকারী নালিশী আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ১০ ধা। —১৬ পৃষ্ঠা।

৭২। এইরূপ সরাসরী মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেব যে ফয়সলা করেন্ তাহা অন্যথাকরণার্থ জাবেতামত যে মোকদ্দমা হয় তাহা দেওয়ানী আদালতের সরাসরীরূপে হওয়া নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত আপীলের ন্যায় বোধ করা যাইবেক। অতএব এইমত মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেব কি সরকারী অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের বাদি কি প্রতিবাদি হওনের প্রয়োজন নাই।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ২ প্র।—১৬ পৃষ্ঠা।

৭৩। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৫ প্রকরণানুসারে যাহারা মালগুজারীর বাকীর বিষয়ে কয়েদ হয় তাহারা যে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির দ্বারা কয়েদ হইয়া থাকে তাহারদিগের নামে জাবেতামত নালিশ করিতে পারে এবং সেই দাওয়া যদি প্রমাণ না হয় তবে যত ক্ষতি হইয়াছিল তাহার নিশা খরচাসমেত কয়েদকরণিয়ারদের স্থানহইতে তাহারদিগকে দেওয়ান যাইবেক। যদি কয়েদহইতে খালাস হইবার নিমিত্ত তাহারা তলবী টাকা দিয়া পশ্চাৎ জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করে এবং এইমত সাব্যস্ত করে যে তৎসময়ে সেই টাকা দিবার দায় তাহারদের শিরে সঙ্গত ছিল না তবে যত টাকা তাহারা দিয়াছিল তাহা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদসমেত এবং সম্পূর্ণ খরচা ও ক্ষতি তাহারা ফিরিয়া পাইবেক।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৬ ধা।—১৭ পৃষ্ঠা।

৭৪। ভূম্যধিকারি ও ইজারদার মালগুজারীর বাকীর নিমিত্ত সরাসরী নালিশ করিলে যদি কালেক্টর সাহেব সরাসরী বিচারক্রমে তাহা অগ্রাহ্য করেন্ তবে ঐ ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি ঐ দাওয়ার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত নালিশ করিতে পারে। এবং যদি তথায় প্রমাণ হয় যে সরাসরী বিচারকালীন তাহারদের যে দাওয়া অগ্রাহ্য হইয়াছিল তাহা সঙ্গত বটে তবে তাহারদের যত ক্ষতি হইয়া থাকে এবং ঐ দুইবার বিচারমুখে যে খরচা লাগিয়া থাকে তাহা এবং মালগুজারীর বাকী টাকা সুদসমেত পাইবেক।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৭ ধা।—১৭ পৃষ্ঠা।

৭৫। মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব যে সরাসরী ফয়সলা করেন্ তাহার উপর জাবেতামত নালিশ উপস্থিত হইলে ঐ ফয়সলা যাহার প্রতিকূলে হইয়া থাকে তাহাকে ঐ ফয়সলা দিবার কি দিতে চাহিবার তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে নালিশ করিতে হইবেক।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৬ ধা।—১৭ পৃষ্ঠা।

৭৬। ১৮৩১ সালের ৮ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে বিচারকেরা যে সকল সরাসরী ফয়সলা করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ আইনের ৬ ধারার বিধি খাটিবেক অর্থাৎ ঐ বিচারকেরদের করা সকল সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্তে জাবেতামত সমস্ত মোকদ্দমা ঐ আইন জারীহওনের পর এক বৎসরের মধ্যে করিতে হয়।—১৮৪১ সালের ১৬ জুলাইর আইনের অর্থ।—১৭ পৃষ্ঠা।

৭৭। উক্ত ৬ ধারায় জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করণের নিমিত্ত যে এক বৎসর মিয়াদ নিরূপিত আছে তাহা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ ও ১১ প্রকরণের নিয়মানুসারে হিসাব করিতে হইবেক।—১০২৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৭ পৃষ্ঠা।

৭৮। ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩১ ধারার ২ প্রকরণের এবং ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৯ ধারার যেং ভাগে লেখে যে কালেক্টর সাহেবের সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্ত জাবেতামত কোন মোকদ্দমা সদর আমীন বা মুনসেফেরদের বিচার্য্য নহে এবং তাঁহারদিগকে অর্পণ হইতে পারে না তাহা রদ হইল।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ২ ধা।—১৭ পৃষ্ঠা।

৭৯। ভূমির মালগুজারীর বিষয়ে কালেক্টর সাহেবেরা যে সরাসরী ফয়সলা করেন্ তাহা অন্যথা করণের নিমিত্ত জাবেতামত মোকদ্দমা হইলে তাহার মূল্য বুঝিয়া তাহা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিকটে উপস্থিত করা যাইতে পারে।—১৮৩১ সা। ৭ আ। ১০ ধা।—১৮ পৃষ্ঠা।

৮০। কালেক্টর সাহেবের ঐরূপ সরাসরী ফয়সলা অন্যথাকরণার্থ জাবেতামত মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবের সরাসরী বিচারসম্পর্কীয় সমস্ত কাগজ তলব হইবেক এবং ঐ মোকদ্দমা মিসিলের শামিল রাখা যাইবেক।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩১ ধা। ১ প্র।—১৮ পৃষ্ঠা।

৮১। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে মালগুজারীর বাকীর বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের যে সরাসরী ফয়সলা হয় তাহা অন্যথাকরণার্থ আপীল হইলে তাহার দরখাস্ত সম্পূর্ণ মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—১৮ পৃষ্ঠা।

৮ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। বাকীদার পাট্টাদার প্রজা ও তাহার মালজামিনের উপর অন্য জিলায় হুকুম জারীকরণ।

৮২। যে কোন মফঃসলী তালুকদার কি কট্‌কিনাদার কিম্বা যোতদার কি অন্য মালগুজারীকরণিয়া কি তাহারদিগের মালজামিনের স্থানে মালগুজারীর বাকী পাওনা থাকে

যদি সে ব্যক্তি তাহা তলবের সময়ে না দেয় এবং যে ভূমির বাবৎ বাকীর দাওয়া হয় সেই ভূমি যে জিলাতে থাকে তদ্ভিন্ন অন্য জিলায় যদি বাকীদার বাস করে তবে ঐ জমীদার প্রভৃতির ক্ষমতা আছে যে ঐ বাকীদার যে জিলার মধ্যে বাস করে তাহাকে গ্রেস্তার করণের নিমিত্ত সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে আরজী দেয়। কালেক্টর সাহেব ঐরূপ আরজী পাইলে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৩ প্রকরণের বয়ানমতে লেখা দস্তক জারী করিবার হুকুম দিবেন।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।—১৮ পৃষ্ঠা।

৮৩। ঐ আরজীর মধ্যে এই২ বিষয় লিখিতে হইবেক অর্থাৎ বাকীদার ও তাহার মালজামিনের নাম ও তাহার নিবাস এবং যে মহালের বাবৎ বাকীর দাওয়া হয় তাহার নাম ও সে মহালের সালিয়ানা জমা ও বৎসরের নিরূপিত কিস্তি২ যত টাকা দিতে হয় তাহার সংখ্যা ও যত টাকা উসুল হইয়া থাকে ও যত টাকা বাকী আছে তাহার সংখ্যা ও বাকী টাকা তলব হইয়াছিল কি না ও যদি তলব হইয়া থাকে তবে তাহাতে বাকীদার কি করিলেক।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।—১৯ পৃষ্ঠা।

৮৪। যদ্যপি বাকীদার অথবা তাহার মালজামিনকে ঐ কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে পাওয়া যায় ও গ্রেস্তার হইয়া তলবী টাকা না দেয় ও কালেক্টর সাহেবের নিকটে তাহাকে হাজির করা যায় ও যে জিলার মধ্যে ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে তাহাকে না পাঠাওনের কোন হেতু দেখাইতে না পারে অথবা সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে হাজির হইবার মাতবর জামিন না দিতে পারে তবে সেই বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে মজকুরী পেয়াদা মহসিল দিয়া সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের হজুরে তাহাকে পাঠান যাইবেক এবং মোকদ্দমার সম্পূর্ণ কৈফিয়ৎ তাহার সঙ্গে পাঠাইতে হইবেক। যে ব্যক্তি গ্রেস্তার হয় সেই ব্যক্তি যদি ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে না পাঠান যাওনের উপযুক্ত হেতু জানায় কিম্বা তাঁহার নিকটে হাজির হইবার মাতবর জামিন দেয় তবে কেবল গ্রেস্তারী আরজী ও সেই মোকদ্দমার মোতালক সমস্ত কাগজ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৩ প্র।—১৯ পৃষ্ঠা।

৮৫। যে ভূমির বাবৎ মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সেই ভূমি যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে ঐ বাকীদার আপনি কিম্বা তাহার মালজামিন যদি হাজির হয় কিম্বা পাঠান যায় তবে কালেক্টর সাহেবের নিজ এলাকার মধ্যে ঐ বাকীদার গ্রেস্তার হইলে তিনি যেমতাচরণ করিতেন সেইমত আচরণ করিবেন।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র।—২০ পৃষ্ঠা।

৯ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। এক বিষয়ের মোকদ্দমা একি আদালতে সোপর্দ্দকরণ।

৮৬। যদি জজ সাহেবের কর্ণগোচর হয় যে এই আইনানুসারে যে কোন বিষয় বিচার্য্য হয় তাহার সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা আপনার আদালতে কিম্বা আপনার তাবে কোন আদালতে উপস্থিত আছে এবং সেই বিষয়সম্পর্কীয় নালিশ পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে হইয়াছে তবে জজ সাহেব সেই মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবার হুকুম দিবেন এবং কালেক্টর সাহেব সেই দুই নালিশ নিষ্পত্তি করিবেন।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৪ ধা।—২০ পৃষ্ঠা।

৮৭। উক্ত ১৪ ধারাতে "একি বিষয়সম্পর্কীয়" এই কথার এই অর্থ করিতে হইবেক যে দুই মোকদ্দমার নালিশের হেত একি।—১০০১ নম্বরী আইনের অর্থ।—২০ পৃষ্ঠা।

৮৮। যদি কালেক্টর সাহেবের কর্ণগোচর হয় যে যে বিষয়সম্পর্কীয় নালিশ আপ-

নার নিকটে উপস্থিত আছে সেই বিষয়সম্পর্কীয় জাবেতামত নালিশ পূর্ব্বে জজ সাহেবের আদালতে হইয়াছে তবে তিনি ঐ মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিয়া তাহার রোয়দাদ জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং জজ সাহেব উভয় মোকদ্দমা আপনি নিষ্পত্তি করিবেন কি তাঁহার অধীন কোন আদালতে বিচারের নিমিত্ত পাঠাইবেন।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৫ ধা।—২০ পৃষ্ঠা।

৮৯। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারার হুকুম সদর দেওয়ানী আদালতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না কেবল জিলা ও শহরের আদালতে ও তাঁহার অধীন আদালতে খাটে।—১২৫২ নম্বরী আইনের অর্থ।—২০ পৃষ্ঠা।

৯০। জজ সাহেবের ও তাঁহার অধীন আদালতের বিচারকের কর্ত্তব্য যে এই আইনানুসারে বিচার্য্য এক বিষয়ের সমস্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে সাধ্যপর্য্যন্ত একি আদালতে পাঠান্। অধীন আদালতের কর্ত্তব্য যে মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা আপন২ আদালতে উপস্থিত হইলে যদি তাঁহারা জ্ঞাত হন্ যে সেই বিষয়সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা অন্য আদালতে উপস্থিত আছে কি কালেটক্‌র সাহেবের নিকটে সরাসরী নালিশমতে উপস্থিত আছে তবে সে মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিয়া নথী জজ সাহেবের নিকটে পাঠান্।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৬ ধা।—২১ পৃষ্ঠা।

৯১। এই আইনানুসারে যে বিষয়ের আপীল হয় যদি জ্ঞাত হওয়া যায় যে ঐ বিষয়সম্পর্কীয় অন্য কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে তবে সেই মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব হইয়া পড়া যাইবেক এবং আপীলের মুখে যে ফয়সলা হয় সেই ফয়সলা আপীল না হওয়া সেই বিষয়সম্পর্কীয় অন্য সকল মোকদ্দমাতেও খাটিবেক। এই মত হইলে উভয় পক্ষকে এমত সম্বাদ দিতে হইবেক যে তাহারা স্বয়ং অথবা তাহারদের উকীল হাজির হইয়া প্রত্যেক মোকদ্দমা চালায়।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৭ ধা।—২১ পৃষ্ঠা।

৯২। এইরূপে পূর্ব্বে জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াপ্রযুক্ত কালেক্টর সাহেব যে সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে অর্পণ করেন্ তাহা স্বতন্ত্র করিয়া নম্বর বিলী হইবেক এবং যদ্যপি দুই মোকদ্দমার ডিক্রী এক কালে হয় তথাপি প্রত্যেক মোকদ্দমা আলাহিদা মোকদ্দমার ন্যায় বোধ করিয়া ডিক্রী করিতে হইবেক।—১০০১ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১ পৃষ্ঠা।

৯৩। ঐ ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে যে মোকদ্দমা অধস্থ দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হয় তাহা জাবেতামত দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায় বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক এবং বিচার হইবেক।—৯৫১ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১ পৃষ্ঠা।

১০ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। বাকী রাজস্বের নিমিত্ত ভূমি ক্রোক করিতে জমীদারেরদের ক্ষমতা।

৯৪। যখন কোন কট্‌কিনাদার কি যোতদারপ্রভৃতি ধরা পড়িয়া অব্যাজে বাকী টাকা না দেয় ও সেই নিমিত্ত কয়েদ হয় তখন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সাধ্য আছে যে যাবৎ সেই বাকী টাকা সুদসমেত উসুল না হয় তাবৎ ঐ কট্‌কিনাদারের ভূমি ক্রোক করেন্ এবং নিজ আমলার দ্বারা তাহার সরবরাহ করেন্। কিন্তু ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি ভূমি এইরূপে ক্রোক করিলে চাসীপ্রভৃতি ক্ষুদ্র২ প্রজা যত মালগুজারী বাকীদারকে দিত তাহার বেশী তলব করিবেন না। যদি সেই বাকীদার বাকী টাকা সুদসমেত সেই সনের মধ্যে দেয় তবে তৎক্ষণাৎ সেই ক্রোক বরখাস্ত হইবেক এবং ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি

ভূমি ক্রোক থাকিবাপর্য্যন্তের আয়ব্যয়ের প্রকৃতপ্রস্তাবের হিসাব তাহাকে দিবেন।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৬ প্র।—২১ পৃষ্ঠা।

৯৫। বাকীদারের উপর দস্তক জারী না হইলে তাহার ভূমি এইরূপে ক্রোক হইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে এবং বাকীদারের উপর দস্তক জারী না হইলে সরাসরী বিচারক্রমে ফয়সলা হইতে পারে কি না এই বিষয়ে আইনের মধ্যে কিছু নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে প্রজারা ও জমীদারের পেটার এলাকাদারেরা রুপোশ হইয়া হুকুম এড়াইয়া থাকে কেননা তাহারা ভরসা করে যে দস্তকের মিয়াদের মধ্যে ধরা না পড়িলে জমীদারের সরাসরী নালিশ বিফল হইবেক এবং তাহার জাবেতামত মোকদ্দমা করিতেই হইবেক। এই সকল ব্যাঘাত নিবারণের নিমিত্তে নীচের লিখিত হুকুম হইতেছে।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ১ প্র।—২২ পৃষ্ঠা।

৯৬। এক্ষণকার আইনমতে জমীদার বা তালুকদার অথবা ইজারদার বকেয়া টাকা আসামীর স্থানে তলব করিলে বা না করিলে তাহার নামে সরাসরীমতে নালিশ করিয়া দস্তক জারী কারাইতে পারেন্। এক্ষণে হুকুম হইল যে ঐ ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি তালুকদার লোকের কি ইজারদারদিগের কিম্বা অন্য যাহারা জমীদার ও প্রজা লোকের মধ্যেতে অধিকারের দখীলকার থাকে তাহারদিগের কাহারু নামে বাকীর নিমিত্তে সরাসরী নালিশ করণের পর আসামী গ্রেপ্তার হইলে বা না হইলে আপন তরফহইতে ভূমি ক্রোক করণের ও প্রজা লোকের স্থানে খাজানা তহসীল করণের নিমিত্ত সাজাওল পাঠাইতে পারিবেন। কিন্তু সরাসরী মোকদ্দমাতে যে মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় তাহা যদি ক্রোককরণের তারিখের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ এক মাস বাকী না ছিল এবং যদি ঐ তলবী টাকা এক মাসের সমুদয় কিস্তির তুল্য না হয় তবে জমীদার সেইরূপ সাজাওল পাঠাইতে পারেন্ না।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ২ প্র।—২২ পৃষ্ঠা।

৯৭। যে তালুকদার বা ইজারদার কি যাহারা জমীদার ও প্রজা লোকের মধ্যেতে অধিকারের দখীলকার থাকে তাহারদের নামে জমীদার ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারানুসারে সরাসরী নালিশ না করিলে আপনার তরফহইতে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারানুসারে সাজাওল পাঠাইয়া প্রজা লোকের ভূমি ক্রোক করিতে ও তাহারদের স্থানে খাজানা উসুল করিতে পারে না।—৪৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২ পৃষ্ঠা।

১১ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। পেটাও প্রজারদের পাট্টা রদ করিতে এবং তাহারদিগকে বেদখল করিতে জমীদারেরদের অধিকার।

৯৮। যদি বাকীদারের কিম্বা মালজামিনের স্থানে অথবা তাহারদের ভূমি ক্রোককরণের দ্বারা মালগুজারীর বাকী সেই সনের ভিতরে উসুল না হয় তবে জমীদার বা ইজারদার কি অন্য ভূম্যধিকারী আগামি সন আরম্ভহইতে বাকীদারের সংক্রান্ত ভূমির বন্দোবস্ত অপর যেমতে করণ বিহিত বোধ হয় সেই মতেই করিতে পারেন্ কিন্তু তন্মধ্যের স্বত্ববানসকলের স্বত্ব বহাল রাখিতে হইবেক। যদি সেই বাকীদার কেবল এক সনের জন্যে কট্‌কিনাদার থাকে তবে সুতরাং তদধিক মুদ্দতে কট্‌কিনা রাখিবার দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তু যদি পাট্টার মিয়াদ গত না হইয়া থাকে তথাপি যদ্যপি সেই ব্যক্তি নিরূপিত মালগুজারী না দেওয়াতে তাহার করার বিচলিত হইয়াছে তবে জমীদার তাহার পাট্টা বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন্। যদ্যপি বাকীদার মফঃসলী তালুকদার হয় অথবা প্রকারান্তরের ভূমির ভোগবান হয় এবং যদি তাহার সনদক্রমে কিম্বা দেশীয় ব্যবহারানুসারে তাহার ভূমি বিক্রয় হইতে পারে তবে জমীদার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া মালগুজারীর বাকী উসুলের নিমিত্ত সেই ভূমি

বিক্রয় করাইতে পারেন্। যদি বাকীদার কেবল এইমত পাট্টাই প্রজা হয় যে যাবৎ মালগুজারী করে কেবল তাবৎ সেই ভূমিতে তাহার স্বত্ত্ব আছে এবং সেই ভূমিতে যদি তাহার কোন স্বত্ত্বাধিকার কি হস্তান্তর করিবার স্বত্ত্ব না থাকে তবে সেই যে বাকীদার প্রজা করারের অন্যথা করিয়াছে তাহার হস্তহইতে সেই ভূমি জমীদার ছাড়াইয়া লইতে পারেন্।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৭ প্র।—২৩ পৃষ্ঠা।

৯৯। ইহাতে ভূম্যধিকারী ও ইজারদার (এই প্রকরণের লিখিত হস্তান্তর হইবার যোগ্য ভূমি বিক্রয় করাইবার কারণছাড়া) অপর সকল বিষয়ে আদালতে দরখাস্ত না করিয়া আপনার শক্ত্যনুসারে কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু যদি তাহারা কিম্বা তাহারদের আমলারা আপনারদিগের শক্তির বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করে এবং তাহাতে পাট্টাদিগর কাগজপত্রের অনুসারে কিম্বা তথাকার আদ্যোপান্তের দাঁড়াক্রমে প্রজারদের কোন স্বত্ত্ব লোপ হয় তবে তাহার নিশার দায় সেই জমীদারের শিরে পড়িবেক। ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদির স্বত্ত্ব নির্ণয়করণার্থ এই আইনের কোন প্রকারে অভিপ্রায় নহে ইহার অভিপ্রায় কেবল বাকীদারদিগের স্থানে মালগুজারী উসুলের নিয়ম ধার্য্য করণ। তাহাতে যদি কাহারু স্বত্ত্ব লোপ হয় তবে তাহার উচিত যে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে আপন স্বত্ত্ব পাইবার জন্য এবং ক্ষতি ও খরচার দাওয়ার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৭ প্র।—২৪ পৃষ্ঠা।

১০০। উক্ত আইনের ১৫ ধারানুসারে যে বৎসরের খাজানা পাওনা থাকে সেই বৎসরের শেষে বাকীদার ইজারদার বাকী টাকা না দিলে আপনার ভূমিহইতে ছাড়ান যাইতে পারে। এবং ভূম্যধিকারী দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত না করিয়া ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে ঐ বাকীদার রাইয়তের ভূমি ছাড়াইয়া লইতে পারেন্ কিন্তু ইহাতে কিছু জবরদস্তী করিতে হইবেক না জবরদস্তী করিলে সেই বিষয় ১৮৪০ সালের ৪ আইনের বিধির মধ্যে পড়িবেক।—৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৪ পৃষ্ঠা।

১০১। দেওয়ানী আদালতে বিনা দরখাস্তে পাট্টাদার রাইয়তের ভূমি ছাড়াইয়া লইতে ভূম্যধিকারিদিগকে উক্ত আইনক্রমে যে শক্তি দেওয়া গেল তাহাতে অনেক অন্যায়াচরণ হইতে লাগিল তদ্বিষয়ে সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল তাঁহারা পশ্চাৎ লিখিত হুকুম ও বিধান করিলেন "সদর আদালত ঐ প্রকরণের যে এমত অর্থ তাহা কদাচ স্বীকার করিতে পারেন্ না যেহেতুক ঐ প্রকরণে কেবল এইমাত্র হুকুম আছে যে ভূম্যধিকারী দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত না করিয়া আপনার বাকীদার প্রজার ভূমি ছাড়াইয়া লইতে পারেন্ কিন্তু ঐ প্রজা আমি বাকীদার নহি কহিয়া আপনার ভূমি ত্যাগ না করণের ঝুঁকী আপনার শিরে লইলে যাহা২ কর্ত্তব্য তাহার বিষয়ে ঐ প্রকরণে কিছু লেখা নাই। সেইমত গতিকে যাহা কর্ত্তব্য তাহা ঐ প্রকরণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নির্দ্ধার্য্য করিতে হইবেক এবং সদর আদালত নিশ্চয় বোধ করেন্ যে এমত হইলে অর্থাৎ রাইয়ত আপনার ভূমি ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলে ভূম্যধিকারির উচিত যে আইনমতে যে উপায় আছে তদনুসারে ঐ ভূমি ক্রোক করেন্ অথবা ঐ রাইয়তের নামে জাবেতামত কিম্বা সরাসরীমতে নালিশ করেন্। ফলতঃ সদর আদালত বোধ করেন্ যে ঐ প্রকরণ যেপর্য্যন্ত এই প্রকার মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেইপর্য্যন্ত তাহার অভিপ্রায় যে অন্যান্য দাওয়াদারেরদের ন্যায় জমীদারেরদের আপন২ যথার্থ যে পাওনা থাকে তাহা নির্ব্বিরোধ উপায়ের দ্বারা আদায়করণের যে অধিকার আছে তাহা স্পষ্টরূপে জানান যায় এবং সাধারণ নিয়মানুসারে এবং দেশের দস্তুরমতে ভূম্যধিকারিরদের ইহার পূর্ব্বে যে শক্তি ছিল তাহাছাড়া নূতন শক্তি অর্পণ করা ঐ প্রকরণের অভিপ্রায় ছিল না বরং তাহার অভিপ্রায় এই ছিল যে জমীদারেরদের এমত মনঃপ্রত্যয় জন্মে যে তাঁহারদের ক্ষমতানুসারে যথার্থ ও নির্বিরোধরূপে কার্য্য করিলে তাঁহারদের অপরাধির মধ্যে গণ্য হওনের ভয় না থাকে এবং তৎপ্রযুক্ত আপন২ যথার্থ পাওনা টাকা আদায় করিতে জমীদারেরদিগকে সাহস দেওয়া

যায় এবং রাইয়তেরদের অন্যায় প্রতিবন্ধকতা নিবারণ হয়”।—১১৩ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।—২৪ পৃষ্ঠা।

১০২। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৫ প্রকরণানুসারে বাকী খাজানার নিমিত্ত যে ফয়সলা হয় তাহার টাকা যদি বাকীদার রাইয়ত অথবা তাহার মালজামিনকে কয়েদ করণের দ্বারা অথবা ঐ ১৫ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে তাহার ভূমি ক্রোককরণের দ্বারা সেই বৎসরের মধ্যে আদায় না হয় তবে যে বৎসরের খাজানার বিষয়ে ফয়সলা হইয়াছিল সেই বৎসরের শেষ হইলে ঐ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিয়া যে খাজানার বিষয়ের ফয়সলা হইয়াছিল তাহার সম্পর্কীয় আসামীর তালুক কি অন্য হস্তান্তর করণের যোগ্য ভূমি বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় হইতে পারে। কিন্তু জজ সাহেবের উচিত নহে যে খাজানার বাকীর এজহার পাইলে তাহার বিষয়ে তজবীজ না করিয়া ভূমি নীলামকরণের নিমিত্ত বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে দরখাস্ত করেন্। —১২৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৫ পৃষ্ঠা।

১০৩। বাকী খাজানার বিষয়ে ডিক্রী হইলে ফরিয়াদী ডিক্রীহওয়া এলাকা আপন তরফহইতে অসিদ্ধ করিয়া এলাকাদারের তাহা ছাড়া করিয়া লইতে পারে। কিন্তু যে টাকা বাকী পড়িয়াছে তাহা যদি পত্তনি তালুক অথবা যে তালুক বিক্রয়হওনের যোগ্য এমত তালুকের বাকী না হয় তবে কোন সরাসরী ফয়সলার দ্বারা বাকীদারের স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইতে পারে না। যদি জমীদার অথবা ফরিয়াদী বাকীদারের অন্য কোন তালুক অথবা সম্পত্তি নীলাম করিতে চাহেন্ তবে তাহার পক্ষে সরাসরী ফয়সলা হইলেও জাবেতামত নালিশ করিতেই হইবেক।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ৪ প্র।—২৫ পৃষ্ঠা।

১২ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। বাকী খাজানার নিমিত্তে খোদকস্তা রাইয়তেরদের পাট্টা বাতিল করিতে ভূম্যধিকারিরদের ক্ষমতা।

১০৪। এই ধারার ২ ও ৪ প্রকরণেতে বাকীদারদিগের এলাকা ক্রোক এবং অসিদ্ধ হওনের বিষয়ে যে সকল নিয়মের প্রসঙ্গ হইল তাহা কেবল জমীদার ও প্রজার মধ্যেতে হওয়া তালুক ও ইজারা ও অন্যান্য এলাকার সহিত সম্পর্ক রাখে। খোদকস্তা প্রজা লোকের ও প্রাচীননিবাসি চাসি লোকের সহিত সম্পর্ক রাখে না। ঐ খোদকস্তা প্রজালোক এবং প্রাচীন নিবাসি চাসিরদের স্থানে যে বাকীর দাওয়া হয় সেই বাকীর নিমিত্ত বৎসরের মধ্যে আসামীর ফসলওগয়রহ ক্রোক করিতে এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করাইতে জমীদারের ক্ষমতা আছে। যদি সাল আখেরীতে খোদকস্তা প্রজা লোকের কি প্রাচীন নিবাসি চাসি লোকের মধ্যে কাহারু শিরে খাজান বাকী থাকে তবে জমীদারপ্রভৃতি সরাসরীমতে নালিশ করিয়া দস্তক জারী করাইতে পারেন্। যদি আসামী হাজির না হয় অথবা গ্রেপ্তার হইতে পারে না তবে এই ধারার ৩ প্রকরণের নিয়মমতাচরণ করা যাইবেক। এবং যদি দাওয়াদার বৎসরের মধ্যে বাকীর সরাসরীমতে ডিক্রী পাইয়া তাহা জারী না করিয়া থাকে তবে সেই ডিক্রী বাকীর বিষয়ে মাতবর প্রমাণ জ্ঞান হইবেক। যদি আদালতে বাকী সাবুদ হয় এবং তাহা অবিলম্বে আদায় না হয় তবে দাওয়াদার আখেরী সালেতে ঐ ভূমির এলাকার যে প্রকার বিলী বন্দোবস্ত করিতে চাহে সেইরূপে করিতে পারে।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ৫ প্র।—২৬ পৃষ্ঠা।

১০৫। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৪ এবং ৫ প্রকরণানুসারে যদি ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি সরাসরী অথবা জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা ইহা সাব্যস্ত না করিয়া থাকেন্ যে খাজানা নিতান্ত বাকী আছে তবে তিনি কোন পাট্টাদার রাইয়তের পাট্টা অসিদ্ধ করিতে পারেন্ না। খোদকস্তা রাইয়তেরদের শক্তি আছে যে ভূমিহইতে বেদখলহওনের

পূর্ব্বে যে টাকা তাহারদের স্থানে পাওনা আছে জমীদার কহেন সেই টাকা তাহারা অব্যাজে আদালতে দাখিল করিতে পারে।—১২০৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৬ পৃষ্ঠা।

১০৬। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৫ প্রকরণে এমত লেখা আছে যে রীত্যনুসারে কার্য্য না করিলে খোদকস্তা রাইয়তেরদিগকে উত্তাক্ত বা বেদখল করিলে তাহা বেআইনী হয় তাহাতে সুতরাং বোধ হয় যে জমীদার খোদকস্তা রাইয়তকে বেআইনীরূপে বেদখল করিলে তাহার অবশ্য কোন প্রতিকারের উপায় থাকিবেক। সেই প্রতিকার জজ সাহেব করিবেন এবং বেদখলহওয়া রাইয়ত তাঁহার নিকটে সরাসরী নালিশ করিলে তিনি এইমত হুকুম দিবেন যে ঐ রাইয়তকে পুনরায় সেই ভূমি ফিরিয়া দিতে হইবেক এবং ভূম্যধিকারী আইনমত কার্য্য না করণপর্য্যন্ত সেই ভূমি ঐ রাইয়তের দখলে থাকিবেক। ঐরূপ অন্যায় কর্ম্মের প্রতিকারকরণের যে ক্ষমতা ইহার পূর্ব্বে জজ সাহেবের ছিল তাহা এক্ষণে কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে অতএব তিনি সেইরূপ কার্য্য করিবেন। কিন্তু যদি বেদখলহওনেতে কোন জবরদস্তী কর্ম্ম হইয়া থাকে তবে তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচার্য্য হইবেক।—১৮৩৩ সালের ১৫ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—২৬ পৃষ্ঠা।

১০৭। কালেক্টর সাহেব যদি সরাসরীমতে এমত ফয়সলা করেন্ যে খোদকস্তা রাইয়তের স্থানে খাজানা বাকী আছে এবং বাকীদার বলিয়া সেই ব্যক্তিকে বেদখল করিতে হইবেক তবে ঐ খোদকস্তা রাইয়ত সেই ফয়সলা অন্যথাকরণার্থ জিলার আদালতে অথবা মুনসেফের আদালতে জাবেতামত মোকদ্দমা করিলে যত খাজানার বিষয়ে বিবাদ হইতেছে তত টাকা মোকদ্দমার মূল্য জ্ঞান করিতে হইবেক অর্থাৎ আদৌ যত টাকার বাবৎ সরাসরী নালিশ হইয়াছিল তাহা।—৮৬২ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৬ পৃষ্ঠা।

১০৮। যে২ ভূমি প্রজা বা রাইয়ত দখল করিতে আপনার অধিকার আছে বোধ করে এমত ভূমিহইতে ভূম্যধিকারী তাহাকে বেদখল করিতে পারে কি না এই বিষয়ে যে সকল বিরোধ হয় তাহা ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন অথবা ১৮১৯ সালের ৮ আইনের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক।—৪৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৭ পৃষ্ঠা।

[১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন ১৮৪০ সালের ৪ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে তাহা আপেণ্ডিক্সের মধ্যে দেওয়া গিয়াছে। উক্ত ১০৮ নম্বরী বিধান ঐ প্রকার বিরোধের কেবল সরাসরীমতে নিষ্পত্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং তাহাতে জাবেতামত মোকদ্দমাকরণের কোন নিষেধ নাই। উক্ত সকল বিধানের বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ আইন বিশেষরূপে বিবেচনা করিতে হইবেক।]

১৩ ধারা।

ভূম্যধিকারিরদের ক্ষমতার কিয়ি সাধারণ বিধি।

১০৯। ভূম্যধিকারি ও প্রজারদের স্বত্বাধিকারের সংক্রান্তের মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইলে জজ সাহেব উভয়তঃহওয়া একরার লিখনাদিদৃষ্টে কিম্বা শরা কি শাস্ত্রমতে অথবা আইনক্রমে কিম্বা আদ্যোপান্তের চলন দাঁড়ানুসারে সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। আদালতে দরখাস্ত না করিয়া ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি আপনার রাইয়তেরদিগকে মালগুজারীর হিসাব নিষ্পত্তির কারণ কিম্বা ভূমি মাপিবার নিমিত্ত কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্ট হেতুতে ডাকাইয়া আনিতে পারে। যদি রাইয়ত হাজির না হয় তবে দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণ হইলে তাহারদের সকল খরচা ও ক্ষতিদেওনের দণ্ড হইবেক। কিন্তু যদি ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহারদের আমলারা আপনারদের সাধ্যের বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করে তবে দেওয়ানী আদালতে তাহা সাব্যস্ত হইলে তাহারদের শিরে সমস্ত ক্ষতি ও খরচা দিবার দায় পড়িবেক ও তাহারদের জরীমানা করা যাইবেক।—১৭৯৯ সা। ৭ আ।১৫ ধা। ৮ প্র।—২৭ পৃষ্ঠা।

১৪ ধারা।

ক্রোককরণের বিরুদ্ধে সরালরী মোকদ্দমা।

১১০। যে কোন প্রকার রাইয়ত মালজামিন না দিয়া থাকে তাহার খাজানা বাকী পড়িলে যদি তাহার জিনিসপত্র ক্রোক হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি কহে যে আমার স্থানে কিছু খাজানা বাকী নাই এবং ক্রোকহওনের পর পাঁচ দিবসের মধ্যে আদালতের সাহেবের কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অথবা পরগনার কাজীর কিম্বা মুনসেফের কিম্বা ক্রোককরণিয়ার সাক্ষাৎ মাতবর জামিনসহিত এই মজমুনে এক একরারনামা লিখিয়া দেয় যে এই একরারনামার তারিখহইতে ১৫ পনের দিবসের মধ্যে এই মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিব এবং বিচারানুসারে যত টাকা আমার শিরে বাকী সাব্যস্ত হয় তাহা সুদ ও খরচাসমেত দিব তবে ক্রোককরণিয়ার কর্ত্তব্য যে ঐ জিনিসপত্র ক্রোককরা ক্ষান্ত হইয়া যাহার জিনিস তাহাকে ফিরিয়া দেয়।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৫ ধা।—২৮ পৃষ্ঠা।

১১১। যদি বাকীদার মিয়াদের মধ্যে একরারনামা না লিখিয়া দেয় তবে ক্রোককরণিয়ার ক্ষমতা আছে যে ঐ বাকী টাকা খরচাসমেত শোধ না হইলে ঐ ক্রোকী জিনিস বিক্রয় করে। যদি বাকীদার একরারনামা লিখিয়া দিয়া নিয়মিত দিবসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ না করে তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি বাকী টাকা মালজামিনের স্থানে তলব করিবেক। যদি জামিনদার ঐ টাকা তৎক্ষণাৎ না দেয় তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি জামিনদারের ও বাকীদারের কিম্বা এই দুই জনের মধ্যে এক জনের অস্থাবর বস্তু ক্রোক করিয়া বিক্রয় করাইতে পারিবেক কিন্তু লাঙ্গলইত্যাদি চাসবাসের সরঞ্জাম বিক্রয় করিতে পারিবেক না।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৫ ধা।—২৮ পৃষ্ঠা।

১১২। যে কোন রাইয়ত খাজানার বিষয়ে মালজামিন দিয়া থাকে তাহার খাজানা বাকী পড়িলে যদি তাহার জিনিস বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোক করা যায় এবং যদি রাইয়ত কহে যে আমার স্থানে কিছু খাজানা বাকী নাই এবং যদি মালজামিন ক্রোকহওনের পর পাঁচ দিবসের মধ্যে জজ সাহেবের কিম্বা কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পরগনার কাজীর কি,মুনসেফের কিম্বা ক্রোককরণিয়ার সাক্ষাৎ দুই জন সাক্ষির সাক্ষ্য প্রমাণে এক একরারনামা এই মজমুনে লিখিয়া দেয় যে আমি কিম্বা বাকীদার এই একরারনামার তারিখহইতে পনের দিবসের মধ্যে এই মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিব ও বিচারানুসারে আমার কি বাকীদারের শিরে বাকীর যত টাকা দেনা ঠাহরে তাহা সুদ ও খরচাসমেত দিব তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ জিনিস ক্রোককরাতে ক্ষান্ত হয়।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৬ ধা।—২৮ পৃষ্ঠা।

১১৩। যদি মালজামিন মিয়াদের মধ্যে এই একরারনামা লিখিয়া না দেয় এবং যদি নীলামের দিবসের পূর্ব্বে ঐ বাকী টাকা খরচাসমেত না দেওয়া যায় তবে ঐ জিনিস নীলাম হইবেক। যদি মালজামিন একরারনামা লিখিয়া দিয়া নিয়মিত দিবসের মধ্যে নালিশ না করে তবে ক্রোককরণিয়া মালজামিনের স্থানে বাকী টাকা পুনর্ব্বার তলব করিবেক তাহাতে যদি ঐ বাকী টাকা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় তবে ঐ ক্রোক করণিয়া ঐ বাকীদার এবং তাহার মালজামিন কিম্বা এই দুই জনের মধ্যে এক জনের জিনিসপত্র ক্রোক করিয়া বিক্রয় করিবেক কিন্তু লাঙ্গলইত্যাদি চাসের সরঞ্জাম বিক্রয় হইবেক না। যদি মালজামিন স্থানান্তরে থাকে এবং বাকীদার নির্ণীতমতে একরারনামা লিখিয়া দিয়া অন্য জামিন দেয় তবে ক্রোককরণিয়া জিনিস ক্রোককরাতে ক্ষান্ত হইবেক এবং উপরের ধারার লিখিতমতে কার্য্য করা যাইবেক।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৬ ধা।—২৯ পৃষ্ঠা।

১১৪। যদ্যপি বাকীদার এবং তাহার মালজামিন একরারনামার লিখিত মিয়াদের

মধ্যে নালিশ করিতে ত্রুটি করিলে সাধারণ রীত্যনুসারে তাহারদের সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় হইবেক তথাপি ঐ সম্পত্তি বেআইনমতে নীলাম হইলে যদি ক্ষতি হয় তবে সেই ক্ষতির টাকা পাইবার নিমিত্ত তাহারা সরাসরীমতে নালিশ করিতে পারে।—৪২১ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৯ পৃষ্ঠা।

১১৫। খাজানার বাকীর নিমিত্ত সম্পত্তি ক্রোক হইলে জামিন লইবার যে ক্ষমতা মুনসেফদিগকে দেওয়া গিয়াছিল সেই ক্ষমতা ১৮৩৯ সালের ১ আইনানুসারে রহিত হইয়াছে।—১২৫৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৯ পৃষ্ঠা।

১১৬। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারা মতান্তর হইয়া হুকুম হইল যে যে বাকীদারের জিনিস ক্রোক হয় সেই ব্যক্তি যদি সমুদয় টাকার উপর আপত্তি না করিয়া কেবল কতক অংশের উপর আপত্তি করে তবে সেই কতক অংশ টাকা দিয়া অবশিষ্ট আপত্তির নিমিত্তে মালজামিন দিলে তাহার জিনিস ক্রোকহইতে খালাস হইবেক।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১২ ধা।—২৯ পৃষ্ঠা।

১১৭। যে তহসীলদার ও সাজাওল ও অন্যান্য রাজস্বের আমলারা সরকারের তরফে মালগুজারীর টাকা আদায়করণের কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদের বিষয়ে ঐ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারা খাটিবেক।—১৮১৮ সালের ২৮ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—৩০ পৃষ্ঠা।

১১৮। যে বাকীদারের জিনিসপত্র ক্রোক হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদ্যপিও মালজামিন দিতে না পারে তথাপি ঐ বাকী টাকা তাহার স্থানে পাওনা ছিল কি না এই বিষয়ে সেই ব্যক্তি ক্রোককরণিয়ার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে এবং আদালতের বিচারে যদি এইমত বোধ হয় যে ঐ জিনিস অনর্থক ক্রোক ও নীলাম হইয়াছে তবে তাহাতে তাহার যে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা সেই বাকীদার বুঝিয়া পাইবেক।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৭ ধা।—৩০ পৃষ্ঠা।

১১৯। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ এবং ১৭ ধারানুসারে নালিশ হইলে যদি ফরিয়াদী জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে না চাহে তবে সেই নালিশ সরাসরীমতে হইবেক।—১৮১৬ সালের ১২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—৩০ পৃষ্ঠা।

১২০। বেআইনী নীলামের দ্বারা যে ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতির তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে ১৭ ধারার লিখিত প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক।—৪৬৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩০ পৃষ্ঠা।

১২১। ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের ৬ ধারার বিধি ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৭ ধারার লিখিত প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে খাটিবেক অর্থাৎ বেআইনীমতে যদি জিনিস ক্রোক হয় তবে ক্ষতিগ্রস্ত রাইয়তের ক্রোকের দ্বারা যে দ্রব্যের নোকসান হইয়াছে তাহার মূল্য এবং আরো তত্তুল্য টাকা ক্ষতিপূরণ বলিয়া তাহাকে দেওয়ান যাইবেক।—৩২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩১ পৃষ্ঠা।

১২২। বাকীদার অথবা তাহার মালজামিনছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোকহওয়া সম্পত্তির উপর দাওয়া করে তবে সেই ব্যক্তি জামিন দিয়া ঐ সম্পত্তি খালাস করিয়া লইতে পারিবেক না এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে তাহার দাওয়ার তজবীজ হইতে পারে না।—৩৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩১ পৃষ্ঠা।

১২৩। বাকীদার কিম্বা তাহার মালজামিনছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি সেই ক্রোকহওয়া সম্পত্তির উপর দাওয়া করে তবে সেই দাওয়া ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারানুসারে জাবেতামত মোকদ্দমাক্রমে তজবীজ হইবেক।—৩৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩১ পৃষ্ঠা।

১২৪। নিষ্কর ভূম্যধিকারিরা ভূমি ক্রোক করিলে সেই ক্রোক বরখাস্ত করণের জন্যে অথবা তাহারা বেআইনীমতে ক্রোক করিলে যে ক্ষতি হয় তাহা পাইবার জন্যে রাইয়-

তেরা যে নালিশ করে তাহা কালেক্টর সাহেব বিচার করিবেন।—১১২ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩১ পৃষ্ঠা।

১২৫। ১৮১২ সালের ৫ আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা হয় তাহার বিচার ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে সরাসরীমতে হইবেক।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২০ ধা।—৩১ পৃষ্ঠা।

১৫ ধারা।

টাকা কি কাগজপত্র পাইবার বিষয়ে গোমাশ্তারদের নামে সরাসরী নালিশ।

১২৬। যদি কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার আপনার সদর বা মফঃসল গোমাশ্তার স্থানে তাহার হস্তে কর্ম্ম থাকনের কালে নগদ টাকার বিষয়ে কিম্বা হিসাবের নিকাশের দাওয়া থাকে কিম্বা সেই আমলা অপদস্থ হইলে সেই টাকা বা হিসাব চাহিলে যদি সেই ব্যক্তি তাহা না দেয় তবে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি তৎক্ষণাৎ এই আইনের ১৫ ধারার লিখিত যে হুকুম বাকী উসুলের কারণ বাকীদারদিগকে আটক ও কয়েদ করাইবার অর্থে চলে সেই হুকুমানুসারে ঐ গোমাশ্তাকে আটক ও কয়েদকরণের বিষয়ে সরাসরীমতে নালিশ করিতে পারে ও আদালতের সাহেবেরা যেরূপে বাকীদারদিগের স্থানে বাকী উসুলকারণ সহায়তা করেন্ সেইমত এই বিষয়ে সহকারী হইবেন।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২০ ধা।—৩২ পৃষ্ঠা।

১২৭। এই প্রকারে গোমাশ্তার স্থানে টাকা বা হিসাব বুঝিয়া দিতে সরাসরীমতে যে নালিশ হয় তাহার বিষয়ে দ্বাদশ মাস মিয়াদের নিয়ম থাকিবেক।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ২ প্র।— ৩২ পৃষ্ঠা।

[এই বিষয়ের অতিরিক্ত কথা ৯৪৬ নম্বরী আইনের অর্থেতে লেখা আছে। এই অধ্যায়ের ৫ নম্বরী বিধান দেখ।]

১৬ ধারা।

নীলের বাবৎ সরাসরী মোকদ্দমা। কোন প্রজা উৎপন্ন নীল আপন কবুলিয়তের অন্যমতে বিক্রয় না করিবার উপায়।

১২৮। যদি কোন জন কোন রাইয়তকে নিরূপিত কতক ভূমিতে নীলের কৃষিকার্য্য করিবার ও ভূমির উৎপন্ন নীল তাহার নিকটে পঁহুছাইয়া দিবার করারে কবুলিয়ৎ লিখিয়া লইয়া টাকা দাদন করে তবে সেই ভূমির উৎপন্ন নীলগাছেতে ঐ ব্যক্তি স্বত্বাধিকারী বোধ হইবেক এবং এই আইনের পশ্চাৎ যেরূপ লেখা আছে সেই প্রকারে ভূমির উৎপন্ন রক্ষণের এবং কবুলিয়তের করার সকল পূরা করাইবার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ২ ধা।— ৩২ পৃষ্ঠা।

১২৯। নীলকুঠীর যে মালিক নীলের দাদন দিয়াছিলেন তৎপরে ঐ কুঠীর যে ব্যক্তি মালিক হয় সেই ব্যক্তি তাহার স্থলে আছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক এবং ঐ দাদনী টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত সাবেক মালিক যে উদ্যোগ করিতে পারিত নূতন মালিকও সেইরূপ উদ্যোগ করিতে পারিবেক।—৫৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩২ পৃষ্ঠা।

১৩০। যদি কোন লোক উপরের লিখনমতে কবুলিয়ৎ লইয়া টাকা দাদন করণের পরে বুঝে যে ঐ কবুলিয়তের আসামী ঐ ভূমির উৎপন্ন অন্য জনকে দেওনের দ্বারা ঐ নিরূপিত নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে উদ্যত আছে অথবা ঐ ভূমির উৎপন্ন অন্য জনকে দিতে অঙ্গীকার করিয়াছে তবে দাদনদেওনিয়া ব্যক্তি তথাকার জজ সাহেবের নিকটে নালিশের আরজী দিতে পারেন এবং তিনি আসল কবুলিয়ৎ ঐ আরজীর সহিত দাখিল করিবেন এবং সেই আরজীতে ইহা লিখিবেন যে যে আসামীর নামে নালিশ করিতেছি সেই আসামী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ও যথার্থরূপে ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ১ প্র।—৩৩ পৃষ্ঠা।

১৩১। ঐ আরজী এবং কবুলিয়ৎ দাখিল হইবামাত্র এক তলবচিঠী নাজিরের নিকট-হইতে পাঠান যাইবেক এবং তাহাতে এই হুকুম লেখা যাইবেক যে ঐ আসামী স্বয়ং কিম্বা তাহার মোখ্তার ঐ তলবচিঠীর লিখিত মিয়াদের মধ্যে হাজির হইয়া ঐ নালিশের জওয়াব দেয় সেই মিয়াদ কুড়ি দিনের অধিক হইবেক না।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।—৩৩ পৃষ্ঠা।

১৩২। ঐ আসামীকে চলিত আইনানুসারে তলব করিতে হইবেক অর্থাৎ এক জন পেয়াদার দ্বারা তাহার উপর এত্তেলানামা জারী করিতে হইবেক।—৫৬৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩৩ পৃষ্ঠা।

১৩৩। যে ব্যক্তিকে ঐ তলবচিঠী জারী করিবার নিমিত্ত পাঠান যায় তাহার প্রতি হুকুম হইবেক যে ঐ আসামী যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের কাছারীতে কিম্বা অনেক লোকের সমাগমের অন্য কোন স্থানে ঐ তলবচিঠীর এক নকল লট্‌কাইয়া দেয় এবং যে ভূমির বিষয়েতে নালিশ হয় সেই ভূমির উপর এক বাঁশগাড়ি করে। ইহা করণের দ্বারা ঐ দাওয়ার বিষয় বিলক্ষণরূপে এইমত প্রচার করা যাইবেক যে অন্য যে কোন জন ঐ দাও-য়ার প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহে কিম্বা আপনি ঐ নালিশের পূর্ব্বে ঐ ভূমির উৎপন্নের অধিকারী হইয়া থাকনের কথা প্রমাণ করিতে চাহে সেই জন স্বয়ং অথবা তাহার মো-খ্তার তাহা করণার্থ আদালতে হাজির হয়। যদি ঐ তৃতীয় ব্যক্তি সরাসরী নিষ্পত্তির পূর্ব্বে হাজির না হয় তবে তাহার সেই হাজির না হওয়া কোন নিদর্শনপত্রের দ্বারা ঐ ভূমির উৎপন্নেতে অধিকারী হওয়ার প্রতিবন্ধক বোধ হইবেক কিন্তু সেই ব্যক্তি জাবেতামত না-লিশ করিতে পারে।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।—৩৩ পৃষ্ঠা।

১৩৪। যে জন তলবচিঠী জারী করিতে যায় সে যদি আসামীর দেখা না পায় তথাপি উপরের লিখনমতে ঐ দাওয়ার প্রচার করিবেক। যদি ঐ আসামী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ নালিশের জওয়াব দিবার কারণ হাজির না হয় এবং ফরিয়াদীর দাওয়ার প্রতিবন্ধকতার আর কোন দাওয়া উপস্থিত না হয় তবে জজ সাহেব ফরিয়াদীর দাওয়ার এবং অন্যান্য কথার সত্যতা জানিবার জন্যে সাক্ষিদিগের বাক্য শুনিয়া আসামী হাজির হইলে যেমত করিতেন সেইমত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৪ প্র। ৩৪ পৃষ্ঠা।

১৩৫। ঐ মিয়াদের মধ্যে যদি আসামী কি তাহার মোখ্তার হাজির হয় এবং কবু-লিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে তবে তাহার প্রমাণ লইতে হইবেক। যদি এইমত প্রমাণ হয় যে ঐ কবুলিয়ৎ স্বেচ্ছাক্রমে লিখিয়া দেওয়া গিয়াছিল এবং কোন তৃতীয় ব্যক্তি ফরিয়াদীহইতে আপন কোন বলবৎ দাওয়া প্রমাণ করিতে না পারে তবে ফরিয়াদীর সেই ভূমির উৎপন্ন পাওনের সরাসরী হুকুম হইবেক। যদি আসামী ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করে এবং আপন করা করারের পূরা না করণের কোন মাতবর হেতু জানা-ইতে না পারে তবে তাহাতে এইরূপ নিষ্পত্তি করা যাইবেক।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।—৩৪ পৃষ্ঠা।

১৩৬। যদি ইহা প্রমাণ হয় যে আসামী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেয় নাই কিম্বা যদি বোধ হয় যে ঐ নালিশ কেবল ঝকড়া ও উপদ্রবের নিমিত্তে উপস্থিত হইয়াছে এবং ঐ দাওয়া অমূলক কিম্বা ফরিয়াদীর আদালতে নালিশ করণের কোন উপযুক্ত কারণ ছিল না তবে ঐ মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক এবং ফরিয়াদী তাহার সকল খরচা দিবেক এবং আসামী ঐ নালিশেতে যে দুঃখ ও ক্লেশ পাইয়া থাকে তাহার বদলে যত টাকা উপ-যুক্ত বুঝেন্ তত টাকা জজ সাহেব দেওয়াইবেন।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৬ প্র। —৩৪ পৃষ্ঠা।

১৩৭। যদ্যপি কোন চলিত আইনানুসারে রাইয়ত কোন ব্যক্তির সঙ্গে করার করিয়া থাকে এবং নীলের কৃষি করিতে এবং তাহা ঐ ব্যক্তিকে দিতে একরার করিয়া থাকে

এবং ঐ ব্যক্তি রাইয়তকে দাদন দিয়া থাকে তাহাতে যদি তৃতীয় ব্যক্তি ঐ লেখাপড়া ও দাদনের বিষয় জ্ঞাত থাকিয়া তাহা অন্যথা করিবার নিমিত্তে রাইয়তকে ভুলাইয়া কুপরামর্শ দেয় তবে দাদনকরণিয়া ব্যক্তির ক্ষমতা আছে যে রাইয়তের নামে এবং কুপরামর্শ দেওনিয়ার নামে অথবা উভয়ের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া নিজের যত ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা খরচাসমেত উভয়ের স্থানে কিম্বা এক জনের স্থানে পাইবার নিমিত্ত ডিক্রী লয়।—১৮৩৬ সা। ১০ আ। ৩ ধা।—৩৪ পৃষ্ঠা।

১৩৮। যদি রাইয়ত সি নামক নীলকুঠীর কর্ত্তার নামে নালিশ করে যে তিনি জবরদস্তী করিয়া আমার নীলগাছ কাটিয়া লইয়া যাইতেছেন এবং আরো কহে যে বি নামক অন্য নীলকুঠীর কর্ত্তার স্থানে দাদন লইয়া তাঁহাকে দিবার কারণ নীলগাছ উৎপন্ন করিয়াছি এবং যদি ঐ সি কহেন যে আমি রাইয়তকে দাদন দিয়াছিলাম এবং আমার কারণ সে নীলগাছ উৎপন্ন করিয়াছে এবং রাইয়ত তাহা স্বীকার না করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত বোধ করিতে হইবেক যে ঐ বিবাদি গাছ রাইয়তের দখলে আছে এবং সে আপন ইচ্ছামতে সি অথবা বিকে দিতে পারে। এবং সেই গাছ জবরদস্তী করিয়া কাটিয়া লইয়া যাইতে সিকে নিষেধ করিতে পারেন্ সি ১৮২৩ সালের ৬ আইন এবং ১৮৩৬ সালের ১০ আইনানুসারে ঐ রাইয়তের নামে অথবা বির নামে নালিশ করিতে পারেন্ এবং যদি ঐ সি জামিন দেন্ তবে সরাসরী তহকীকক্রমে সেই গাছ কাটিয়া লইয়া যাইতে পারেন্।—১৩৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩৫ পৃষ্ঠা।

১৩৯। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কেবল আপনার কর্জা টাকা উসুল করণের নিমিত্তে কিম্বা চলিত আইনানুসারে তাহার সঙ্গে যে করার হইয়াছিল তাহা পূরা করাইবার নিমিত্ত কোন কর্ম্ম করিয়া থাকে তবে এই ধারাক্রমে তাহার উপর কোন নালিশ হইতে পারে না।—১৮৩৬ সা। ১০ আ। ৩ ধা।—৩৫ পৃষ্ঠা।

১৪০। ১৮২৩ সালের ৬ আইন অথবা এই আইনানুসারে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে যদি আদালত আবশ্যক বোধ করেন্ তবে আসামী ও ফরিয়াদীর উভয়ের জোবানবন্দী লইতে পারেন্ এবং যদি আসামীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে তাহার যে খরচ হইয়াছে ও যে সময়ের নোকসান হইয়াছে তাহাকে পোষাইয়া দিবার হুকুম করিতে পারেন্।—১৮৩৬ সা। ১০ আ। ৪ ধা।—৩৫ পৃষ্ঠা।

১৪১। যদি বিচারের সময়ে ইহা জানা যায় যে আসামী কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে ঐ ভূমির উৎপন্ন দিবার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে তবে সেই তৃতীয় ব্যক্তিকে স্বয়ং বা তাহার উকীলকে হাজির হইতে তলব হইবেক। এবং যদি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে ঐ তৃতীয় ব্যক্তি ঐ ভূমির উৎপন্ন পাইবার নিমিত্ত আর এক তুল্য কবুলিয়ৎ উপস্থিত করে তবে জজ সাহেব সরাসরীমতে তজবীজ করিয়া ইহা নিশ্চয় করিবেন যে ঐ২ ব্যক্তির মধ্যে সেই ভূমির উৎপন্নেতে কাহার অধিকার হয় কি না ও যদি হয় তবে তাহারদের মধ্যে কাহার অধিকার প্রথম ও অন্যহইতে ন্যায্য। কিন্তু ১৮১২ সালের ২০ আইনের অনুসারে যে কবুলিয়তের রেজিষ্টরী হইয়া থাকে সেই কবুলিয়ৎ অধিক মান্য হইবেক। পরে সেই ব্যক্তিরদের মধ্যে যাহার যে উপযুক্ত হয় তাহার পক্ষে তাহার ডিক্রী করা যাইবেক।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৭ প্র।—৩৫ পৃষ্ঠা।

১৪২। এই ধারার লিখিত হুকুমানুসারে যে আসামী হাজির হয় সে জেলখানায় কয়েদ হইবেক না এবং মোকদ্দমার জওয়াব তাহার স্থানে লইতে এবং সেই জওয়াব স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার নিমিত্ত যে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় তাহার উত্তর লইতে যে কালের আবশ্যক হয় তাহার অধিক কাল আসামীকে সেখানে রাখা যাইবেক না।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৮ প্র।—৩৬ পৃষ্ঠা।

১৪৩। নীলকুঠীর কর্ত্তা সাহেবেরা জমীদার কি ভূম্যধিকারী নহেন্ অতএব তাঁহারা রাইয়তেরদিগকে তলব করিতে পারেন্ না কিম্বা জোর করিয়া তাহারদিগকে হাজির করাইতে পারেন্ না। ৩৯৪ নম্বরী আইনের অর্থ। ৩৬ পৃষ্ঠা।

১৭ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। সরাসরী তজবীজ যেরূপে এবং যাহার দ্বারা করা যাইবেক তাহা।

১৪৪। এই আইনানুসারে যে সরাসরী তজবীজ হয় তাহা মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত সরাসরী মোকদ্দমার নিমিত্ত যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই নিয়মানুসারে করা যাইবেক। তাহা জজ সাহেব কিম্বা কালেক্টর সাহেবের দ্বারা তজবীজ হইবেক। যদি কালেক্টর সাহেবের নিকটে সেই মোকদ্দমা সমর্পণ করা যায় তবে তিনি তাহা আপনি নিষ্পত্তি করিবেন এবং এই আইনমত সেইরূপ যে কোন মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেব নিষ্পত্তি করেন্ তাহার উপর কোন আপীল হইতে পারিবেক না। কিন্তু নীলের কৃষি ও তাহা দাখিল করিয়া দিবার কবুলিয়তের দ্বারা কোন ব্যক্তি দাওয়া করিলে সেই দাওয়া যদি সরাসরী বিচারক্রমে নিরর্থক করা যায় কিম্বা যদি সেই ব্যক্তি ঐ নিষ্পত্তিতে অসম্মত হয় তবে কবুলিয়তের লিখিত দণ্ডের টাকা পাইবার কারণ এবং আপনার অন্য যে পাওনা ন্যায্য বুঝে তাহাও পাইবার কারণ জাবেতামত নালিশ করিতে পারে।— ১৮২৩ সা। ৬ আ। ৬ ধা।—৩৬ পৃষ্ঠা।

১৪৫। খাজানার বাবৎ সরাসরী নালিশকরণের বিষয়ে ১৮০৫ সালের ২ আইনে যে বিধি আছে সেই বিধি ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুসারে নীলের দাদন ফিরিয়া পাইবার বাবৎ যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহার বিষয়েও খাটিবেক।—৫৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩৬ পৃষ্ঠা।

১৪৬। নীলের কবুলিয়তের বিষয়ে যে সরাসরী নালিশ হয় তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে আদৌ কালেক্টর সাহেবের বিচার্য্য নহে কিন্তু উক্তমতে ৬ ধারানুসারে জজ সাহেব সেই মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের প্রতি সোপর্দ্দ করিতে পারেন্ তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমা ঐ ধারার লিখিতমতে বিচার হইবেক।—১৮৩৫ সালের ২০ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—৩৬ পৃষ্ঠা।

১৪৭। ১৮২৩ সালের ৬ আইন অথবা এই আইনের বিধির অনুসারে জাবেতামত অথবা সরাসরী যে কোন মোকদ্দমা জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হয় তিনি তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্ত তাহা প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনকে তাঁহারদের ক্ষমতা বুঝিয়া সমর্পণ করিতে পারেন্। এবং ঐ মোকদ্দমা যে২ নিয়মানুসারে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের দ্বারা বিচার ও নিষ্পত্তি হইত সেই২ নিয়মানুসারে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক এবং কোন আইনে ইহার নিষেধ থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না।—১৮৩৬ সা। ১০ আ। ৫ ধা।—৩৭ পৃষ্ঠা।

১৪৮। কোন সরাসরী মোকদ্দমা ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুসারে উপস্থিত হইলে যদি নিষ্পত্তি হওনের নিমিত্ত তাহা ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের ৫ ধারানুসারে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনের প্রতি সোপর্দ্দ হয় তবে ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে তাঁহার ফয়সলার উপর আপীল হইতে পারিবেক না।—১৩৫৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩৭ পৃষ্ঠা।

১৪৯। সদর আদালত চলিত আইনের ভাব বুঝিয়া স্থির করিয়াছেন যে ১৮২৩ সালের ৬ আইন এবং ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে জাবেতামতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই মোকদ্দমার মুল্য বা সংখ্যা যদি ৩০০ টাকার অধিক না হয় এবং যদি তাহাতে কোন ব্রিটনীয় প্রজা অথবা বিদেশীয় ইউরোপীয় লোক অথবা আমেরিকীয় লোক বাদী বা প্রতিবাদী না হন তবে মুনসেফেরা অন্যান্য মোকদ্দমা আইনমতে যেরূপ বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ সেইরূপেও ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্।—১০৯২ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩৭ পৃষ্ঠা।

১৮ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে উৎপন্ন নীল কাটিয়া লইয়া যাওন।

১৫০। সরাসরী বিচারের সময়ে যদি জানা যায় যে ভূমিতে হওয়া নীলগাছ কাটিবার যোগ্য হইয়াছে এবং তাহা কাটা না গেলে তাহার হানি হইবেক তবে উভয় বিবাদির মধ্যে যদি এক জন ইহা স্বীকার করে যে সরাসরী বিচারপূর্ব্বক অন্য পক্ষে ডিক্রী হইলে তাহাকে ঐ গাছের পরিবর্ত্তে উপযুক্ত টাকা আমি দিব তবে সেই গাছ তাহাকে দিবার হুকুম জজ সাহেব দিতে পারেন্। এবং জজ সাহেব সেই ভূমির আন্দাজী উৎপন্ন কত এবং সেই নীলগাছেতে নীল করিলে আন্দাজী মূল্য কত হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া সেই পরিবর্ত্তের টাকার সংখ্যা স্থির করিবেন এবং এইরূপে স্থিরহওয়া টাকার সংখ্যা রুবকারীতে লেখা যাইবেক।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৯ প্র।—৩৭ পৃষ্ঠা।

১৫১। যদি নীলগাছ পাইবার বিষয়ে দরখাস্ত হয় এবং যদি ৯ প্রকরণানুসারে উভয় বিবাদির কোন ব্যক্তির প্রতি ঐ নীলগাছদেওনের হুকুম হয় তবে সেই ব্যক্তির উচিত যে ঐ নীলগাছ কাটিয়া লইয়া যাওনের পূর্ব্বে এই বিষয়ের মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে সেই আদালতে হুদ্বোধজনক জামিনী এই মজমূনে দাখিল করে যে ঐ নীলগাছের বিষয়ে অন্য ব্যক্তির স্বত্ব প্রমাণ হইলে কি ঐ জমীর উপস্বত্বেতে অপর ব্যক্তির স্বত্ব বলবৎ হইলে অথবা তাহার মালগুজারী বাকী থাকিলে আমি তাহার দায়ী হইব।—১৮৩৬ সা। ১০ আ। ২ ধা।—৩৮ পৃষ্ঠা।

১৫২। নীলগাছ পাইবার বিষয়ে যাহারা নালিশ করে তাহারা উক্ত আইনের ৩ ধারার ৯ প্রকরণানুসারে করার লিখিয়া দিলে সেই করার সরাসরী ফয়সলাক্রমে জারী করা যাইতে পারে। ঐ সরাসরী ফয়সলার মধ্যে এমত হুকুম লিখিতে হইবেক যে পরাজিত ব্যক্তির একরারে যত টাকা লেখা থাকে তাহা সেই ব্যক্তি দিবেক। যদ্যপি সেই টাকা না দেওয়া যায় তবে সরাসরী ফয়সলা জারী করিবার নিমিত্ত যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই হুকুমানুসারে তাহা উসুল হইবেক।—৫১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩৮ পৃষ্ঠা।

১৯ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। ফসল লইয়া যাইবার নিবারণকরণের ক্ষমতা।

১৫৩। নিরূপিত কোন ক্ষেতের উৎপন্ন যাহার পাইবার অর্থে সরাসরী ফয়সলা হয় সেই ব্যক্তি ঐ ক্ষেতে চৌকী দেওয়াইতে পারে এবং সেই গাছ কাটিবার ও লইয়া যাইবার নিবারণ করিতে পারে। যদি কেহ সেই গাছ কাটিতে কি লইয়া যাইতে উদ্যত হয় তবে সেই ব্যক্তি নিকটবর্ত্তি দারোগার নিকটে যাইয়া ঐ গাছ স্থানান্তরকরণের নিবারণের বিষয়ে সাহায্য চাহিতে পারে এবং ঐ দারোগার কর্ত্তব্য যে সেই বিষয়ের ডিক্রী দেখিলে যথাসাধ্য সে ব্যক্তির সাহায্য করে।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা। ১ প্র। —৩৮ পৃষ্ঠা।

১৫৪। খাজানার নিমিত্তে জমীদারকে ভূমির ফসল ক্রোক করিতে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে উপরের প্রকরণের দ্বারা তাহার কিছু হানি না হইবার কারণ হুকুম হইতেছে যে উপরের উক্ত যে নীলকুঠীর কর্ত্তা সাহেবের পক্ষে ফয়সলা হইয়াছে যে ক্ষেতহইতে নীলগাছ কাটিয়া লয় সেই ক্ষেতের বাকী খাজানার বিষয়ে ঐ নীলকুঠীর সাহেব এবং ঐ ক্ষেতের প্রজা এই দুই জন দায়ী হইবেক।—১৮২৩ সা।৬ আ। ৪ ধা। ২ প্র।—৩৮ পৃষ্ঠা।

২০ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। সরাসরী কি জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা কবুলিয়তের লিখিত নিয়ম পূর্ণ না করণের প্রতিকার।

১৫৫। যে প্রজা নীলের কৃষি করণের এবং তাহা দাখিল করণের নিমিত্ত দাদন লইয়া কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া থাকে সেই প্রজা যদি সেই ভূমির কৃষি করিতে ত্রুটি করে কিম্বা কৃষি করিয়াও আপনার কবুলিয়তের নিয়ম পূর্ণ করিতে ত্রুটি করে কিম্বা অন্য কোন জনকে সেই নীলগাছ বিক্রয় করে কি দেয় তবে নীলকুঠীর কর্ত্তা আদালতে তাহার নামে জাবেতা অথবা সরাসরীমতে নালিশ করিতে পারে।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ১ প্র।—৩৯ পৃষ্ঠা।

১৫৬। যদি সরাসরীমতে নালিশ হয় এবং ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে আসামী যত টাকা দাদন লইয়াছিল তাহা ও তাহার সুদ ও আদালতের খরচা দিবেক।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ২ প্র।—৩৯ পৃষ্ঠা।

১৫৭। কিন্তু ঐ নীলকুঠীর কর্ত্তা সাহেব আপনার চাকরের দ্বারা ঐ ভূমির কৃষি করাইতে পারেন্ না এবং রাইয়তকে আপনার করা কবুলিয়ৎঅনুসারে কার্য্য করাইতে পোলীসের সহায়তা চাহিতে পারেন্ না। ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারাতে যেরূপ হুকুম আছে তাহাছাড়া অন্য প্রকার তাহার প্রতিকার হইতে পারে না।—৩৮৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩৯ পৃষ্ঠা।

১৫৮। যদি কোন প্রবঞ্চনা কি অন্যায় কার্য্য করা প্রমাণ না হয় এবং যদি কবুলিয়তের লিখিত নিয়ম পূর্ণ করণের ত্রুটি দৈবঘটনাপ্রযুক্ত হইয়াছে বোধ হয় তবে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া ব্যক্তির উপর যে দণ্ডের হুকুম করা যাইবেক তাহার সংখ্যা সুদসমেত দাদনের তিনগুণের অধিক হইবেক না।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ৪ প্র।—৩৯পৃষ্ঠা।

১৫৯। ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণে এইমত হুকুম আছে যে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া ব্যক্তি যদি আপনার একরার মত কার্য্য না করে তবে তাহার ঊর্দ্ধসংখ্যক দাদনী টাকার সুদসমেত তিনগুণ দণ্ড হইতে পারে। আলাহাবাদের জজ সাহেব ঐ আইনের তাৎপর্য্যের বিষয়ে এই জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ দণ্ড কেবল দাদনী টাকার তিনগুণ হইবেক কি দাদনী টাকার তিনগুণ এবং তদতিরিক্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের সময়ে যে সুদ হইয়া থাকে তাহাসুদ্ধ হইতে পারে। সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে আইনের অর্থ এই যে কেবল দাদনী টাকার তিনগুণ দণ্ড হইতে পারে।—১৮৪১ সালের ২২ অক্টোবরের আইনের অর্থ।—৩৯ পৃষ্ঠা।

১৬০। যে লোকেরা নীলের ক্ষেতে গরুপ্রভৃতি ছাড়িয়া দেয় কি অন্য কোন প্রকারেতে নীলগাছের হানি করে তাহারদের দোষ সাব্যস্ত হইলে ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে জরীমানা ও কয়েদ থাকার হুকুম দিতে পারেন তাহারা ঐ জরীমানা ও কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক।—১৮৩০ সা। ৫ আ। ৪ ধা।—৪০ পৃষ্ঠা।

২১ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। ইষ্টাম্প।

১৬১। নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহার ফসল দাখিল করিয়া দিবার যে কবুলিয়ৎ লেখা যায় তাহা যদি ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবার কারণ যত টাকা দেওয়া গিয়া থাকে তত টাকার তমঃসুক লিখিবার নিমিত্ত নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় তবে তাহার ইষ্টাম্প উপযুক্ত নহে এমত আপত্তি হইতে পারিবেক না।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৭ ধা।—৪০ পৃষ্ঠা।

১৬২। যদি বৎসরে২ দাদন লইয়া পাঁচ অথবা দশ বৎসর পর্য্যন্ত নীলের কৃষি করিতে কোন রাইয়ত কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেয় এবং তত টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্প-কাগজে লেখা উচিত তত টাকার ইষ্টাম্প কাগজে সেই কবুলিয়ৎ লেখা যায় তবে ইষ্টাম্পের বিষয়ে কোন আপত্তি হইতে পারে না।—৮৭৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪০ পৃষ্ঠা।

১৬৩। নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহা দাখিল করিবার কারণ যে কবুলিয়ৎ লেখা যায় তাহা একহইতে অধিক জনেতে লিখিয়া দেওয়াতে কিম্বা সেই কবুলিয়তের নিয়মিত কার্য্য একহইতে অধিকহওয়াতেও আপত্তি হইবেক না। কিন্তু ইহা কর্ত্তব্য যে প্রত্যেকের কার্য্য তাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা যায় এবং দাদনীর যত২ টাকা দেওয়ার কথা তাহাতে লেখা যায় সেই সমুদয় টাকার তমঃসুকের কারণ যত মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজ লাগে তত মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে তাহা লেখা যায়।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৮ ধা।—৪০ পৃষ্ঠা।

২২ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। রাইয়ত যেরূপে আপনার কবুলিয়তের বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে পারে তাহা।

১৬৪। যে ব্যক্তি নীলগাছের ক্ষেত করিবার নিমিত্ত দাদন লইয়া কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে তাহার কবুলিয়তের মিয়াদ পূর্ণ হইলে যদি সেই ব্যক্তি হিসাবকিতাব চুকাইয়া বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে চাহে এবং যদি নীলকুঠীর কর্ত্তা তাহার হিসাব নিষ্পত্তি করিতে অসম্মত হন্ তবে সেই ব্যক্তি জজ সাহেবের নিকটে আরজী দাখিল করিতে পারে এবং জজ সাহেব ঐ উভয় পক্ষীয় লোক কিম্বা তাহারদের মোখ্তারের সম্মুখে সেই বিষয়ের তজবীজ করিবেন। যদি এই মত প্রমাণ হয় যে কবুলিয়তের মিয়াদ পূর্ণ হইয়াছে এবং আরজীকরণিয়ার স্থানে কিছু টাকা বাকী নাই অথবা যদি বাকী থাকিলে ঐ ব্যক্তি আদালতে তাহা দাখিল করিতে প্রস্তুত হয় তবে জজ সাহেব তাহাকে ঐ কবুলিয়তের বন্ধনহইতে মুক্ত করিবেন এবং ঐ নীলকুঠীর কর্ত্তা কি তাহার গোমাশ্তাকে ঐ টাকা দিবেন।—১৮৩০ সা। ৫ আ। ৫ ধা। ১ প্র।—৪১ পৃষ্ঠা।

১৬৫। যদি নীলকুঠীর কর্ত্তা সরাসরী বিচারক্রমে যে টাকা বাকী থাকে তাহা লইতে অসম্মত হন্ তবে জজ সাহেব সেই টাকা আরজীকরণিয়াকে ফিরিয়া দিবেন এবং নীলকুঠীর কর্ত্তা তাহার জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহার প্রতিকার পাইতে পারেন্।—১৮৩০ সা। ৫ আ। ৫ ধা। ২ প্র।—৪১ পৃষ্ঠা।

১৬৬। যদি রাইয়ত আপন কবুলিয়তের মিয়াদ পূর্ণ হওনের পূর্ব্বে নীলকুঠীর কর্ত্তার সঙ্গে আপন হিসাবকিতাব চুকাইতে দরখাস্ত করে তবে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণানুসারে জজ সাহেব সেই নালিশ সরাসরীমতে শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ না।—১১৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।— ৪১ পৃষ্ঠা।

১৬৭। যে ব্যক্তি নীলের কৃষি করণের বিষয়ে পুনরায় কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিতে কবুল না করে এবং আপন বন্ধনহইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৫ ধারানুসারে সরাসরী নালিশ করে তাহার ঐ নালিশ কেবল জজ সাহেব বিচার করিতে পারেন্ এবং রাজস্বের কর্ম্মকারকের নিকটে তাহা অর্পণ হইতে পারে না।—১৮৩৫ সালের ২০ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—৪১ পৃষ্ঠা।

১৬৮। রাইয়তের কবুলিয়তের মিয়াদ পূর্ণ না হইলে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৫ ধারানুসারে সেই ব্যক্তি আপনার হিসাবকিতাব চুকাইবার দাওয়া করিতে পারে না। যদ্যপি সেই ব্যক্তি কহে যে নীলকুঠীর কর্ত্তার স্থানে আমার নীলগাছের বাবৎ পাওনা আছে এবং সাহেব তাহা দিতে চাহেন্ না তবে তাহার বিষয়ে জাবেতামত নালিশ করিতে হইবেক। ৯৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪১ পৃষ্ঠা।

২৩ ধারা।

সরকারী কার্য্যকারকেরদের টাকা তসরুফকরণের সরাসরী তজবীজ।

[এই ধারার বিষয়ি সমস্ত আইন প্রথম বালমের ২ অধ্যায়ের ৫ ধারাতে লেখা আছে।]

২৪ ধারা।

মুৎফরক্কা মোকদ্দমা। ভূম্যধিকারির অযোগ্যতার রিপোর্ট হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

১৬৯। যদি কালেক্টর সাহেব কোন ভূম্যধিকারির বিষয়ে এমত রিপোর্ট করেন্ যে সে অপ্রাপ্তব্যবহার এবং যদি সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহার পক্ষে কেহ কহে যে সে ব্যক্তি অপ্রাপ্তব্যবহার নহে তবে সেই ভূম্যধিকারী জিলার জজ সাহেবের নিকটে এক দরখাস্ত করিতে পারে এবং জজ সাহেব তাহা সদর আদালতে পাঠাইবেন। পরে সদর দেওয়ানী আদালত এক হুকুমনামা সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে এই মজমুনে পাঠাইবেন যে ঐ ভূম্যধিকারিকে আদালতে হাজির করাইয়া যে তিন জন মাতবর সাক্ষী সেই ভূম্যধিকারির বিস্তারিত জানে তাহারদের প্রমাণ এবং অন্য২ প্রমাণের দ্বারা ঐ ভূম্যধিকারির বয়স নির্ণয় করেন্। পরে জজ সাহেব এইরূপে যাহা অবগত হইয়াছেন তাহা আপনার বিবেচিত বেওরাসমেত সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন এবং সদর দেওয়ানী আদালত সেই ভূম্যধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার বটে কি না ইহা নিষ্পত্তি করিবেন এবং তাঁহারদের ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক। পরে সদর আদালত ঐ নিষ্পত্তিপত্রের নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন এবং ঐ শ্রীযুত সেই ভূম্যধিকারির ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের এতমামের তলে আসিবার কি না আসিবার হুকুম দিবেন —১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ২ প্র।—৪২ পৃষ্ঠা।

১৭০। যদি কোন ভূম্যধিকারী বাতুল কিম্বা জড় কিম্বা শরীরাদির অন্য দোষপ্রযুক্ত অযোগ্য বোধ হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তাহার এক বেওরা কৈফিয়ৎ জিলার দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম করিবেন এবং জজ সাহেব সেই কৈফিয়তের নকল সদর আদালতে পাঠাইবেন। পরে সদর আদালত জজ সাহেবকে এই মজমুনে এক পরওয়ানা দিবেন যে ঐ জমীদারকে আদালতে হাজির করাইয়া দৃষ্টিক্রমে তাহার আহ্বাল সত্য জানেন্ এবং তিন জন মাতবর সাক্ষির স্থানে তাহার বিষয়ের প্রমাণ লন্। পরে জজ সাহেব সেই বিষয়ের রোয়দাদ আপনার বিবেচিত কৈফিয়ৎ সমেত সদর আদালতে পাঠাইবেন এবং সদর আদালত সেই ভূম্যধিকারির অযোগ্যতা প্রকৃত কি না ইহা নিষ্পত্তি করিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে জানাইবেন এবং ঐ শ্রীযুত সেই নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারির ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এতমামের তলে আসিবার কি না আসিবার অর্থে হুকুম দিবেন।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।—৪৩ পৃষ্ঠা।

১৭১। যে ভূম্যধিকারিরা আজন্ম জড় নহে কিন্তু পশ্চাৎ বাতুল হইয়া অযোগ্য বোধ হয় ঐ ভূম্যধিকারিরা প্রতিবৎসরে একবার এবং আবশ্যক বোধ হইলে ততোধিকবার জজ সাহেবের নিকটে হাজির হইবেক তাহাতে জজ সাহেব জানিতে পারিবেন যে সেই ব্যক্তি সুস্থ হইয়াছে কি না। এবং যে কালে ঐ ভূম্যধিকারির আহ্বালদৃষ্টে তাহার অযোগ্যতার হেতু দূর হইয়াছে বোধ হয় সে কালে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার সম্বাদ বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া সদর আদালতে পাঠান্ এবং সদর আদালতের সাহেবেরা ঐ

ভূম্যধিকারির অযোগ্যতা দূর হইয়াছে কি না ইহা নিষ্পত্তি করিবেন এবং আপনারদের নিষ্পত্তির সম্বাদ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিবেন এবং ঐ শ্রীযুত সেই নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারিকে আপন ভূমির ভার অর্পণ করিবার কি না করিবার অর্থে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে হুকুম দিবেন।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ৫ প্র।—৪৩ পৃষ্ঠা।

১৭২। যে ভূম্যধিকারী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকরণের লিখিত হেতুপ্রযুক্ত অযোগ্য বোধ হইয়া থাকে সে যদি আপনার অযোগ্যতার হেতু দূর হইয়াছে জানে তবে জিলার জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত দিতে পারে এবং জজ সাহেব তাহা সদর আদালতে পাঠাইবেন এবং সদর আদালত সেই ভূম্যধিকারির আহ্বাল তহকীক করিতে এবং তাহার বিষয়ে প্রমাণ লইতে জজ সাহেবকে হুকুম দিবেন। পরে জজ সাহেব সেই বিষয়ের রিপোর্ট সদর আদালতে পাঠাইবেন এবং সদর আদালত অযোগ্যতা দূর হইয়াছে বা না হইয়াছে ইহা নিষ্পত্তি করিবেন এবং সেই নিষ্পত্তির সম্বাদ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিবেন এবং ঐ শ্রীযুত ঐ নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারিকে আপনার ভূমির কার্য্যের ভার অর্পণ করিবার কি না করিবার হুকুম দিবেন।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ৬ প্র।—৪৪ পৃষ্ঠা।

২৫ ধারা।

মুৎফরক্কা মোকদ্দমা। নাবালকেরদের অধ্যক্ষ নিযুক্তকরণ।

১৭৩। যদি সাধারণ জমীদারীর কোন জমীদারের মৃত্যু হয় এবং তাহার উত্তরাধিকারী অল্পবয়স্ক কিম্বা বাতুল কি আজন্ম অজ্ঞান এবং সেই মৃত ব্যক্তি মরণের পূর্ব্বে কাহাকেও অধ্যক্ষ না করিয়া থাকে এবং যদি জিলার জজ সাহেব তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ কালেক্টর সাহেবের দ্বারা পান্ কিম্বা সেই মৃতের বংশের হিতার্থী যে কেহ থাকে সেই ব্যক্তি যদি এই মত জানায় যে মৃত ব্যক্তির নিকট কুটুম্ব জমীদারীর সরবরাহ করণের যোগ্য কেহ নাই তবে জজ সাহেবের উচিত যে সেই বিষয়ের তহকীক করেন্ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট জনেককে উত্তরাধিকারির অধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত করেন্ এবং এইরূপ সকল বিষয়ের বেওরা কৈফিয়ৎ সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্।—১৮০০ সা। ১ আ। ১ ধা।—৪৪ পৃষ্ঠা।

১৭৪। উক্ত আইনের দ্বারা জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে যে সাধারণ জমীদারীর মালগুজারী একেবারে সরকারে দাখিল হয় এইমত জমীদারীর যদি নাবালক এক জন অংশী হয় এবং অন্যান্য সকল অংশিরা অযোগ্য না হয় তবে তিনি ঐ নাবালকের এক জন অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করেন্ এবং সেই বিষয়েতে সদর আদালতের সর্ব্বদা কর্ত্তৃত্ব থাকিবেক।—৩১০ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪৪ পৃষ্ঠা।

১৭৫। কিন্তু সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধির এমত অভিপ্রায় নহে যে যে সাধারণ জমীদারীর মালগুজারী একেবারে সরকারে দাখিল হয় কেবল এমত জমীদারীর নাবালক উত্তরাধিকারির বিষয়ে তাহা খাটে। অতএব যে তালুকের খাজানা সরকারে দাখিল না হইয়া জমীদার এবং অন্যেরদের নিকটে দাখিল হয় এইমত তালুকের নাবালক উত্তরাধিকারির অধ্যক্ষতা কর্ম্মে জনেককে নিযুক্ত করিতে সদর আদালত জজ সাহেবকে অনুমতি করিয়াছেন।—৯১২ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪৪ পৃষ্ঠা।

১৭৬। নাবালকের জমীদারী যদি সাধারণে থাকে তবে জিলার জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে নাবালকের মাতার দরখাস্ত পাইলে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে এক জন অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করেন্ এবং সদর আদালতে ঐ ব্যক্তি মঞ্জুর হইবার নিমিত্ত তাহার এক রিপোর্ট করেন্।—৬৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪৫ পৃষ্ঠা।

১৭৭। ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে যে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয় তাহার বিষয়ের রিপোর্ট বিশেষ নক্শামতে সদর আদালতে দিতে হইবেক।—১৮৩২ সালের ১৪ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—৪৫ পৃষ্ঠা।

১৭৮। জজ সাহেব যাহারদিগকে অধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত করেন্ তাহারদের বিষয়ে যদি কেহ অসম্মত হয় তবে সেই ব্যক্তির সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিতে হইবেক।—৫৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪৫ পৃষ্ঠা।

১৭৯। যখন সদর দেওয়ানী আদালত কোন নাবালকের অধ্যক্ষকে মঞ্জুর করিয়াছেন তখন ঐ নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়াপর্য্যন্ত সদর আদালতের অনুমতিবিনা ঐ অধ্যক্ষ তগীর হইতে পারে না।—৬৬৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪৫ পৃষ্ঠা।

১৮০। কোন নাবালক কন্যার এক জন অধ্যক্ষ ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং জজ সাহেব ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পরে সেই কন্যা জজ সাহেবের এবং আপনার অধ্যক্ষের অজ্ঞাতসারে গোপনে বিবাহ করিল এবং জজ সাহেবের নিকটে এই দরখাস্ত দিল যে আমি যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছি এবং স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ করিয়াছি। তাহাতে সদর আদালত ঐ বিবাহ মঞ্জুর করিলেন এবং স্বামী জজ সাহেবের হুকুম না মানাতে দণ্ডের যোগ্য নহে এমত হুকুম করিলেন।—৬৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪৬ পৃষ্ঠা।

১৮১। নাবালকের অধ্যক্ষ তাহার স্থলাভিষিক্ত অতএব যদি সরবরাহকারের দ্বারা জমীদারীর সরবরাহ হয় তবে তাহার উৎপন্নের যে অংশ নাবালকের হয় তাহা ঐ অধ্যক্ষ লইতে পারে এবং নাবালকের সম্পত্তির ব্যয়ের বিষয়ে জজ সাহেব হাত দিতে পারেন্ না।—৬৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ।— ৪৬ পৃষ্ঠা।

১৮২। ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া অধ্যক্ষ অথবা সরবরাহকারকে নাবালকের যে জমীদারী অর্পণ হইয়াছে সেই জমীদারীর সরবরাহ কার্য্য তাহারা আপনারদের বুদ্ধি সাধ্যপর্য্যন্ত করিবেক।—৬৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪৬ পৃষ্ঠা।

১৮৩। জিলার জজ সাহেব আপন আদালতের ওয়ার্ডসের জমীদারীর হিসাব রাখিবার নিমিত্ত আমলা নিযুক্ত করিতে পারেন্ না—৬৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪৬ পৃষ্ঠা।

১৮৪। সাধারণ জমীদারীর অধিকারিরদের মধ্যে এক কি ততোধিক জন নাবালকী কি অন্য কারণে আপনার কার্য্য করিতে অযোগ্য হইলে তাহারদের অধ্যক্ষ তাহারদের সকল কর্ম্মের সরবরাহ করিবেক এবং ঐ অধ্যক্ষ যে ব্যক্তিরদের স্থলাভিষিক্ত তাহারা আপনারদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতাপ.. হইলে যে২ কর্ম্ম করিত ঐ অধ্যক্ষেরা সেই২ কর্ম্ম করিতে পারিবেক।—১৮০৫ সা। ১৭ আ। ৫ ধা।—৪৬ পৃষ্ঠা।

১৮৫। ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে যে সকল অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয় তাহারদের হিসাবকিতাব তজবীজহওনের নিমিত্ত তাহা দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিতে জিলার জজ সাহেব হুকুম দিতে পারেন্ না। নাবালকের সম্পত্তির সরবরাহ কার্য্যের বিষয়ে জিলার জজ সাহেব হাত দিতে পারেন্ না। কিন্তু ঐ অধ্যক্ষের বিষয়ে যদি বিশ্বাসযোগ্য এমত এজহার দেওয়া যায় যে সেই ব্যক্তি মন্দাচরণপ্রযুক্ত সেই কর্ম্মের অযোগ্য তবে জজ সাহেব সেই বিষয় তদন্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ অধ্যক্ষকে তগীর করণের উদ্যোগ করিতে পারেন্। তদন্ত করিলে যদি দৃষ্ট হয় যে ঐ অধ্যক্ষ কিছু সম্পত্তি কি টাকা তসরুফ করিয়াছে তবে তাহা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত জাবেতামত নালিশ না হইলে জজ সাহেব তাহাতে হাত দিতে পারেন্ না।—৭২০ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪৭ পৃষ্ঠা।

১৮৬। বধির ও মূক ব্যক্তির যে অধ্যক্ষ ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত হয় সেই অধ্যক্ষের এইমত ক্ষমতা নাহি যে ঐ নাবালকের তরফে মোখ্তার নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনমতে আপীল করণের অনুমতি পাইবার জন্য দরখাস্ত করে।—১২৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪৭ পৃষ্ঠা।

১৮৭। নাবালকের পিতার জীবদ্দশায় তাহার নামে যে নালিশ হইয়াছিল তাহার জওয়াব দিতে ঐ নাবালক আদালতের মোকররী এক জন উকীলকে নিযুক্ত করিতে পারে না। যদি ঐ নাবালকের কোন কুটুম্ব নাই তবে জজ স্নাহেব তাহার এক জন অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐরূপ নিযুক্তহওয়া অধ্যক্ষ নাবালকের মোকদ্দমার জওয়াব দিবার নিমিত্ত উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেক।—৩৯৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪৭ পৃষ্ঠা।

১৮৮। জজ সাহেব যাহারদের কৃতিত্ত্ব ও সুপ্রতিষ্ঠিততা আছে ও যাহারদিগকে বিশ্বাস যোগ্য বোধ করেন্ তাহারদিগকে অধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু শাস্ত্রের ও শরার মতে যে কেহ নাবালক ভূম্যধিকারির উত্তরাধিকারী থাকে কিম্বা তাহার মরণানন্তর তাহার লভ্যপ্রাপক হইতে পারে এমত ব্যক্তিকে অধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না।—১৮০০ সা। ১ আ। ২ ধা।—৪৭ পৃষ্ঠা।

১৮৯। যদি মৃত ভূম্যধিকারিগণের আত্মীয় কেহ নাবালকের অধ্যক্ষতা ভার বিনা-বেতনে গ্রহণ করিতে না চাহে এবং যদি অধ্যক্ষকে কিছু বেতন দিবার আবশ্যক থাকে তবে জজ সাহেব বিষয় বুঝিয়া সেই বেতন নির্দ্দিষ্ট করিবেন।—১৮০০ সা। ১ আ। ৩ ধা।—৪৭ পৃষ্ঠা।

১৯০। যাহারা এই আইনানুসারে অধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহারা জজ সাহেবের মোহরে ও দস্তখতে সনদ পাইবেক। এবং যত কাল ঐ অধ্যক্ষতা ভার তাহারদের প্রতি থাকে তত কাল হাজির হইবার বিষয়ে তাহারা জামিন দিবেক এবং আইনের মধ্যে যে একরারের পাঠ লেখা আছে সেইমত একরার লিখিয়া দিবেক। ১৮০০ সা। ১ আ। ৪ ধা।—৪৮ পৃষ্ঠা।

১৯১। অধ্যক্ষতা ভার ত্যাগ করণের পর অথবা নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত হওনের তারিখের পর বারো বৎসর অতীত না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ একরারনামা আদালতের সিরিশ্তায় থাকিবেক কিন্তু নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদি ঐ একরার ফিরিয়া দিতে স্বীকার করে তবে তাহা অধ্যক্ষকে ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারে।—৯৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪৮ পৃষ্ঠা।

১৯২। যাহারা এই আইনানুসারে অধ্যক্ষতা ভারে নিযুক্ত হয় তাহারা নাবালকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেক এবং তাহাকে গুণাভ্যাস ও সুনীতি শিক্ষা করাইবেক এবং সাধারণ জমীদারীর সরবরাহকার নিযুক্ত করণের বিষয়ে আপনার সম্মতি অসম্মতি দিবেক এবং সেই সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে জমীদারীর যত টাকা লাভ হয় তাহার মোট-হইতে সকল অংশির জনাজাতি অংশাংশক্রমে যাহা নাবালকের অর্শে তাহা তাহার অধ্যক্ষকে বুঝাইয়া দেয়।—১৮০০ সা। ১ আ। ৫ ধা।—৪৮ পৃষ্ঠা।

১৯৩। এই আইনানুসারে সরবরাহকারের হস্তে যে জমীদারী রাখা যায় সেই জমীদারী সরকারী মালগুজারীর বিষয়ে দায়ী থাকিবেক এবং ঐ জমীদারীর মালগুজারী বাকী পড়িলে তাহা নীলামে বিক্রয় হইবার যোগ্য হইবেক। — ১৮০০ সা। ১ আ। ৬ ধা।—৪৮ পৃষ্ঠা।

১৯৪। এই আইনের মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন জিলার জজ সাহেবের করা কোন কর্ম্মের দ্বারা যদি কেহ আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে সেই ব্যক্তি আপনার নালিশের আরজী সেই জজ সাহেবের নিকটে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে দিতে পারে। জজ সাহেবের নিকটে আরজী দেওয়া গেলে তাঁহার উচিত যে ঐ আরজী এবং মোকদ্দমার রোয়দাদ সদর আদালতে পাঠান্ এবং সদর আদালত তাঁহার হুকুম বহাল রাখিবেন অথবা তাহা রদ করিবেন। এই মত সকল মোকদ্দমায় সদর আদালত যে হুকুম দেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইবেক। এই ধারানুসারে যে রোয়দাদী কাগজপত্র সদর আদালতে পাঠান যায় তাহা ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা করিয়া পাঠাইতে হইবেক।—১৮০০ সা। ১ আ। ৭ ধা।—৪৯ পৃষ্ঠা।

২৬ ধারা।

মুৎফরক্কা মোকদ্দমা। বিবাদি মহাশের সরবরাহকার নিযুক্তকরণ।

১৯৫। সাধারণ ভূমিসকলের অংশিদিগের পরস্পর বিরোধ বিসম্বাদ হওয়াতে ঐ অংশিদিগের ক্ষতি এবং মালগুজারী তহসীলের বিশৃঙ্খল হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে সরকারী রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের মধ্যে কেহ কিম্বা ভূমির অংশিদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে যদি জিলা ও শহরের জজ সাহেবের মধ্যবর্ত্তি হওনের বিশিষ্ট কারণ দর্শাইয়া দরখাস্ত করে তবে ঐ জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে এক জন কৃতকর্ম্মা ব্যক্তির স্থানে জামিন লইয়া তাহাকে ঐ সাধারণ ভূমির সরবরাহ কার্য্য করিতে নিযুক্ত করেন্। যে সরবরাহকার এইরূপে জজ সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হয় তাহার বিষয়ে যদি রাজস্বের কর্ম্মকারক কি সাধারণ ভূমির অংশিদিগের মধ্যে কেহ কোন ওজর-করেন্ তবে তাঁহারা আপনারদের ওজরসম্বলিত আরজী আপীল আদালতের জজ সাহে-বের নিকটে দাখিল করিবেন এবং ঐ আদালতের জজ সাহেব জিলার জজ সাহেবের নিযুক্ত করা সরবরাহকারকে বহাল রাখিবেন কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ ভূমির সর-বরাহ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২৬ ধা।—৪৯ পৃষ্ঠা।

১৯৬। উক্ত আইনানুসারে যদি বিশিষ্ট হেতু দর্শান যায় তবে জজ সাহেব সাধারণ জমীদারীর সমুদয় ক্রোক করিতে পারেন্ কিন্তু ঐ জমীদারীর এক অংশ ক্রোক করিতে পারেন্ না। কিন্তু যে হেতু দর্শান যায় তাহা বিশিষ্ট কি না এই বিষয়ে জজ সাহেব যাহা নিষ্পত্তি করেন্ তাহার উপর আপীল হইতে পারে।—৭১৭ নম্বরী আইনের অর্থ। —৪৯ পৃষ্ঠা।

১৯৭। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার বিধি মফঃসলী তালুকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না।—১২৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—৪৯ পৃষ্ঠা।

১৯৮। এইরূপে সরবরাহকার নিযুক্ত করণের আবশ্যক হইলে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে প্রথমতঃ সেই বংশের কোন এক ব্যক্তিকে কিম্বা অংশিদিগের কোন মিত্রকে সেই কর্ম্মের ভার বিনাবেতন গ্রহণে লওয়াইতে উদ্যোগ করেন্। কিন্তু যদি সেই সরবরাহ-কারকে বেতন না দিলেই নয় তবে জজ সাহেব প্রত্যেক মোকদ্দমার বিশেষ ভাব বুঝিয়া বেতন নির্দ্দিষ্ট করিবেন। যে সরবরাহকার এইমতে নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি সেই ভূমির সরকারী মালগুজারী দাখিল করিয়া এবং আপনি যে বেতন লইবার হুকুম পাইয়াছে তাহা লইয়া ঐ ভূমির অবশিষ্ট প্রাপ্তি অংশিদিগের জনাজাতকে বুঝাইয়া দিবেক।—১১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—৫০ পৃষ্ঠা।

১৯৯। সেই প্রকার সরবরাহকার নিযুক্ত করিতে হইলে জজ সাহেব অতিসাবধান হইয়া জমীদারীর পরিমাণ ও উৎপন্ন যথাসাধ্য বুঝিয়া সরবরাহ করণের খরচের নিয়ম করিবেন এবং কোন বেজায় বেতনের অনুমতি দিবেন না।—১৪২ নম্বরী আইনের অর্থ। —৫০ পৃষ্ঠা।

২০০। যে ব্যক্তি এইরূপে সরবরাহ কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহাকে মোখ্তারের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং আপন মওক্কেলের উপকারের নিমিত্ত কার্য্য করিবার ঝুঁকী তাহার উপর থাকিবেক এবং তাহার প্রতি অর্পিত কর্ম্ম বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করিতে সে দায়ী হইবেক। ঐ সরবরাহকারের স্থানে যে "উপযুক্ত জামিন" লইবার হুকুম আছে তাহার এইমত তাৎপর্য্য নহে যে সেই ব্যক্তি কেবল হাজিরজামিন দিবেক কিন্তু সরবরাহ-কার যে টাকা উসুল করে তাহার বিশ্বাসযোগ্য হিসাব দেওনের বিষয়ে মালজামিন দিবেক এবং জমীদারীর পরিমাণ বুঝিয়া মালজামিনী নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক।—১৪২ নম্বরী আই-নের অর্থ।—৫০ পৃষ্ঠা।

২০১। যে সরবরাহকার এমতে নিযুক্ত হয় তাহার কর্ম্মকার্য্যের দ্বারা যদি রাজস্বের কর্ম্মকারক সাহেব কিম্বা অংশিদিগের মধ্যে কেহ নারাজ হন্ তবে তাঁহারা সেই বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া সরবরাহকারের তগীর হওনের দরখাস্ত জিলা বা শহরের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করিতে পারেন্। সেই দরখাস্ত পাইয়া জজ সাহেব যে হুকুম দেন্ তাহাতে যদি তাঁহারা নারাজ হন্ তবে তাঁহারা আপনারদের ওজরের আরজী আপীল আদালতে দিতে পারেন্ এবং আপীল আদালতের সাহেবেরা ঐ সরবরাহকারকে তগীর বা বহাল করিবেন।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২৭ ধা।—৫০ পৃষ্ঠা

২০২। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ও ২৭ ধারার বিধি নীচের লিখিত প্রকারে শুধরা গেল।—১৮২৭ সা। ৫ আ। ২ ধা।—৫১ পৃষ্ঠা।

[ঐ২ শুধরা বিধি প্রথম বালমের তৃতীয় অধ্যায়ের ১১১ এবং ১১২ নম্বরী বিধিতে লিখিত আছে।]

২৭ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। নানা সুবাতে সুদের হার।

[বাঙ্গালা বেহার এবং উড়িষ্যা।]

২০৩। ২০৪। দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব নীচের লিখিত নিরিখঅনুসারে সুদের ডিক্রী করিবেন। বাঙ্গালা ও বেহার ও কটক ছাড়া উড়িষ্যা দেশে যদি ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চ তারিখের পূর্ব্বের কর্জ হয় সেই কর্জ সিক্কা ১০০২ টাকার অধিক না হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ৩৵ বৎসরে ৩৭॥০ দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ২ ধা। ১। ২ প্র।—৫১ পৃষ্ঠা।

২০৫। সেই কর্জ সিক্কা ১০০২ টাকার অধিক হইলে তাহার শত তঙ্কায় মাসে ২ টাকা বৎসরে ২৪ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ২ ধা। ৩ প্র। —৫১ পৃষ্ঠা।

২০৬। ২০৭। যদি ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পর এবং ১৭৯৩ সালের ১ জানু-আরি তারিখের পূর্ব্বের ঐ কর্জ হইয়া থাকে তবে ১০০ টাকার অধিক না হইলে তাহার সুদ শতকরা মাসে ২ টাকা বৎসরে ২৪ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিতে হইবেক।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ১। ২ প্র।—৫১ পৃষ্ঠা।

২০৮। সেই কর্জ সিক্কা ১০০ টাকার অধিক হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ১ টাকা বৎসরে ১২ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিতে হইবেক।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।— ৫১ পৃষ্ঠা।

২০৯। যদি ১৭৯৩ সালের ১ জানুআরি তারিখের কিম্বা তাহার পরের কর্জ হয় তবে সেই কর্জের সুদ শত তঙ্কায় মাসে ১ টাকা বৎসরে ১২ টাকার অধিক দিতে ও লইতে ডিক্রী করা যাইবেক না।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৪ ধা।—৫১ পৃষ্ঠা।

[কটক।]

২১০। ২১১। জিলা কটকে ও পরগনা পটাসপুর ও কুমারদিচর ও বগরাই পরগনাতে যদি ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখের পূর্ব্বের কর্জ হইয়া থাকে তবে সেই কর্জ সিক্কা ১০০ টাকার অধিক না হইলে জজ সাহেব শত তঙ্কায় মাসে ২॥০ টাকা বৎসরে ৩০ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন। সেই কর্জ সিক্কা ১০০ টাকার অধিক হইলে তা-হার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ২ টাকা বৎসরে ২৪ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৯ ধা। ১। ২ প্র।—৫২ পৃষ্ঠা।

২১২। যদি ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখের পরের কর্জ হয় তবে শত তঙ্কায় বৎসরে ১২ টাকার অধিক দিতে ও লইতে জজ সাহেবেরা ডিক্রী করিবেন না।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৯ ধা। ৩ প্র। — ৫২ পৃষ্ঠা।

২১৩। ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখের পর যে খত অথবা একরার দেওয়া ও লওয়া যায় তাহাতে যদি বৎসরে ১২ টাকার অধিক সুদ লেখা থাকে তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ খত অথবা একরারের উপর কিছু সুদ না দেওয়ান্।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৯ ধা। ৪ প্র।—৫২ পৃষ্ঠা।

২৮ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। সুদ ও ওয়াসিলাতের বিষয়ি সাধারণ বিধি।

২১৪। ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ২ ও ৩ ও ৪ ধারার লিখিত মোকদ্দমায় যদি মহাজন ও খাতকেতে উভয়ের ইচ্ছায় অল্প নিরিখের সুদ ধার্য্য হয় তবে সেই নিরিখঅপেক্ষা অধিক সুদ দিতে ও লইতে আদালত হুকুম করিবেন না।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৫ ধা।—৫২ পৃষ্ঠা।

২১৫। কোন আদালতের জজ সাহেব সাধুখাতকী হিসাব নিষ্পত্তিমুখে যে সুদ দেনা ও পাওনা হয় সেই সুদের সুদ দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না। কিন্তু সাধু ও খাতক উভয়ের স্বেচ্ছায় যদি হিসাব নিষ্পত্তিক্রমে সুদের বাকী আসলে চড়াইয়া পূর্ব্বের খত ফিরিয়া নয়া খত লইয়া থাকে তবে তাহার প্রতি এই হুকুম চলিবেক না।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৭ ধা।—৫২ পৃষ্ঠা।

২১৬। যদি সাধু ও খাতক এই আইনের নিরূপিত নিরিখছাড়া অধিক সুদের নিরিখ খত অথবা একরারে লেখে তবে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা কিছু সুদের ডিক্রী করিবেন না।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৮ ধা।—৫২ পৃষ্ঠা।

২১৭। অনর্থক আপীল নিবারণকরণের জন্য যে আপীল আদালত অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী বহাল রাখেন্ সেই ডিক্রীর সংখ্যার উপর সেই ডিক্রীর তারিখহইতে শতকরা ১ টাকার হারে সুদসমেত ডিক্রী করিবেন এবং আপীল অনর্থক দৃষ্ট হইলে আপেলান্টের জরীমানা করিবেন।—১৭৯৬ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।—৫৩ পৃষ্ঠা।

২১৮। কিন্তু মুৎফরককা মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে আপেলান্টের জরীমানা করিতে পারেন্ না। যেহেতুক ঐ ধারা মুৎফরককা আপীলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না।—১১৩৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—৫৩ পৃষ্ঠা।

২১৯। উক্ত ২১৭ নম্বরী বিধান সকল আপীল আদালতের বিষয়ে খাটে অর্থাৎ জিলা ও শহরের জজ অথবা প্রধান সদর আমীন অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল নিষ্পত্তি করণের সময়ে সেই আইনের সেই ধারানুসারে কার্য্য না করিলে নয়। তাঁহারা সুদের সম্পূর্ণ নিরিখহইতে অল্প সুদের ডিক্রী করিতে পারেন্ না।—১৮৩৫ সালের ২ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডর।—৫৩ পৃষ্ঠা।

২২০। যদ্যপি এমত প্রমাণ হয় যে সুদের বিষয়ের হুকুম এড়াইবার নিমিত্ত আসলের মধ্যহইতে ডিসকৌন্ট অর্থাৎ ধরাট অথবা অন্য কোন প্রকারে কিছু কর্ত্তন করিয়া লওয়া গিয়া থাকে তবে ফরিয়াদীর সেই মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক এবং আসামীর খরচা ফরিয়াদীর স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৯ ধা।—৫৩ পৃষ্ঠা।

২২১। ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের বিধি কেবল টাকা কর্জের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।—৪৮৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—৫৩ পৃষ্ঠা।

২২২। ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারার মতের সহিত রেস্পাণ্ডেন্সিয়া অথবা বিমার কর্জের কিছু এলাকা নাই। তাহার ব্যাজ নিয়মক্রমে কিম্বা যে স্থানে যে দাঁড়া থাকে তদনুসারে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিতে হইবেক।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ১২ ধা।—৫৩ পৃষ্ঠা।

২২৩। খত অথবা অন্য কোন নিদর্শনপত্রক্রমে কর্জ দেওয়া গেলে সাধু খাতক উভ-

য়ের ইচ্ছাক্রমে বৎসরে শতকরা ১২ টাকা সুদের হার প্রায়ই লেখা গিয়া থাকে সেই খত-প্রভৃতিক্রমে নালিশ হইলে তাহার মধ্যের লিখিত সুদের হারানুসারে সুদের ডিক্রী করিতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—৫৪ পৃষ্ঠা।

২২৪। কিন্তু ভূমির ওয়াসিলাৎ ধরিয়া ডিক্রী করিতে হইলে অথবা সাধু খাতকের মধ্যে যে গতিকে সুদের বিষয়ে কোন বিশেষ করার না থাকে সেই গতিকে ডিক্রী করিতে হইলে দেওয়ানী আদালত সুদের হারের বিষয়ে যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ করেন্ সেইমত ডিক্রী করিবেন কিন্তু সালিয়ানা ১২ টাকার সুদের অধিকের ডিক্রী করিবেন না।—১৮৩৭ সালের ৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—৫৪ পৃষ্ঠা।

২২৫। কিন্তু উক্ত ২২৩ ও ২২৪ নম্বরী বিধানের দ্বারা ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারার কিছু ব্যতিক্রম হয় নাই।—১৮৩৭ সালের ৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—৫৪ পৃষ্ঠা।

২২৬। ২২৭। প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমায় আসল টাকা ও সুদের বিষয়ে দাওয়া হইলে এবং তাহার ডিক্রী হইলে আদালতের কর্ত্তব্য যে যে তারিখে কর্জ লইয়াছিল অথবা যে তারিখে টাকা পাওনা হইল সেই তারিখঅবধি ডিক্রীর তারিখপর্য্যন্ত সুদসমেত আসল টাকার ডিক্রী করেন্ এবং পরিশোধ না হওনের তারিখপর্য্যন্ত ঐ টাকার উপর সুদের ডিক্রী করেন্ কিন্তু যদি ঐ সুদ আসল টাকাঅপেক্ষা অধিক হইয়াছে তবে আসল টাকার তুল্য সুদ ধরিয়া ডিক্রী করিবেন। পরন্তু ১৮২৩ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর বর্জিত থাকিল।—১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।—৫৪ পৃষ্ঠা।

২২৮। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চ তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফার এক ভাগের অর্থ বুঝিতে ভ্রম হইয়াছে অর্থাৎ ঐ দফার মধ্যম ভাগে "পরিশোধ না হওনের তারিখপর্য্যন্ত ঐ টাকার উপর সুদের হুকুম দিবেন" এই যে কথা লেখা আছে তাহার মধ্যে "ঐ টাকা" এই কথাতে কোন্ টাকা বুঝায়। অতএব কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ঐ কথার এই অর্থ করিয়াছেন যে যে আসল টাকা এবং আদালতে নিরূপিত অমুক তারিখঅবধি অমুক তারিখপর্য্যন্তের সুদ আদালতের সাহেব ডিক্রীতে লিখিবার হুকুম পাইয়াছেন সুদসুদ্ধ সেই আসল টাকা ঐ কথাতে বুঝায়।—১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—৫৪ পৃষ্ঠা।

২২৯। যদি ঐ ডিক্রীর উপর আপীল হইলে তাহা বহাল থাকে তবে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে ঐ ডিক্রীর তারিখঅবধি টাকা পরিশোধ না হওনের তারিখ-পর্য্যন্ত যে আসল টাকা ও সুদ ও খরচার হুকুম আসল ডিক্রীতে হইয়াছিল তাহার মোট টাকার উপর সুদ দিবার ডিক্রী করিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।—৫৫ পৃষ্ঠা।

২৩০। যদি সেই দাওয়া অধস্থ আদালতে ডিসমিস হইয়া আপীল আদালতে ডিক্রী হয় তবে অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তি হওনের তারিখপর্য্যন্ত সুদের হিসাব করিতে হইবেক এবং ঐ আসল টাকা ও সুদ ও খরচা এই মোট টাকার উপর দেনা পরিশোধ না হওনের তারিখপর্য্যন্ত সুদ দিবার হুকুম করিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।—৫৫ পৃষ্ঠা।

২৩১। টাকার কি ভূমির কি অন্য প্রকার সম্পত্তির বিষয়ে দাওয়া হইলে প্রত্যেক গতিকে মোকদ্দমার খরচার উপর সুদ দিবার হুকুম ডিক্রীতে লিখিতে হইবেক।—১০৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—৫৫ পৃষ্ঠা।

২৩২। যখন মোকদ্দমার খরচা ডিক্রীর মধ্যে লেখা যায় তখন ডিক্রীকরণিয়া আদালত যে বিষয়ের ডিক্রী করেন্ ঐ খরচা সেই বিষয়ের এক অংশ হয় এবং তাহার উপর আদালতের ডিক্রীর তারিখঅবধি সুদ চলিবেক।—৭১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—৫৫ পৃষ্ঠা।

২৩৩। যে খরচার ডিক্রী হয় তাহার উপর ডিক্রীর তারিখঅবধি টাকা না দেওনের তারিখপর্য্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া সুদ দেওনের হুকুম হইতে পারে।—১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।—৫৫ পৃষ্ঠা।

২৩৪। কোন ফরিয়াদী যদি কোন দেনার আসল টাকার বাবৎ নালিশ করিয়া আরজীর মধ্যে সুদের বিষয়ে দাওয়া না করিয়া থাকে তবে বোধ করিতে হইবেক যে নালিশ করণের পূর্ব্বে ঐ দেনার উপর যত সুদ জমিয়াছিল তাহা ফরিয়াদী ছাড়িয়া দিয়াছে। অতএব আসল টাকার বাবৎ ডিক্রী পাইলে পর সেই ব্যক্তি সুদের বাবৎ পুনরায় নালিশ করিতে পারে না যেহেতুক তাহা হইলে মোকদ্দমার হেতু দুই অংশ করা হয় এবং তাহা আইনের নিয়ম ও আদালতের ব্যবহারের বিরুদ্ধ। এবং যদি কোন ভূমির বা অন্য স্থাবর সম্পত্তির মালিকী স্বত্বের বাবৎ নালিশ হয় এবং নালিশকরণের পূর্ব্বে যে ওয়াসিলাৎ পাওনা হইল সেই ওয়াসিলাতের বাবৎ যদি আরজীতে দাওয়া না করা যায় তবে সেই ওয়াসিলাৎ ফরিয়াদী ছাড়িয়া দিয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক।—১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরকুলর অর্ডর।—৫৫ পৃষ্ঠা।

২৩৫। যদি কোন কর্জ বা টাকা কোন লিখিত নিদর্শনপত্রদ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে দিবার অঙ্গীকার হয় তবে ঐ কর্জ বা টাকা যে সময়ে দেয় হইল সেই সময়অবধি তাহার উপর সুদ দিতে আদালত ডিক্রী করিতে পারেন্। যদি বিনামিয়াদী কোন টাকা দেয় হয় তবে যে সময়অবধি ঐ টাকা খাতকের নিকটে দাওয়া হইয়া তাহাকে লিখনের দ্বারা ইহা জ্ঞাত করা গেল যে অদ্যঅবধি টাকা না দেওনের তারিখপর্য্যন্ত সুদ চলিবেক সেই সময়অবধি সুদ দিতে আদালত ডিক্রী করিবেন। যে সকল গতিকে এক্ষণে আইনানুসারে সুদ দেয় হয় সেই সকল গতিকে সুদ দিতে হইবেক।—১৮৩৯ সা। ৩২ আ।—৫৬ পৃষ্ঠা।

২৯ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। যে২ স্থলে আসল টাকাহইতে সুদ অধিক হয় তাহা।

২৩৬। যে কর্জের সুদ আসলহইতে অধিক হয় সেই সুদ (এই আইনের ১২ ধারার লিখিত বিষয়ছাড়া বিষয়ান্তরে) দিতে ও লইতে আদালত ডিক্রী করিবেন না।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৬ ধা।—৫৬ পৃষ্ঠা।

২৩৭। কিন্তু যদি নালিশ উপস্থিত হওনের পর সুদের বৃদ্ধি হওয়াপ্রযুক্ত তাহা আসল টাকাহইতে অধিক হইয়াছে এবং ঐ সুদের ঐ প্রকার বৃদ্ধি ফরিয়াদীর গতিক্রিয়াপ্রযুক্ত হয় নাই তবে ঐ ৬ ধারার নিষেধ সেই স্থলে খাটিবেক না।—৩৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—৫৬ পৃষ্ঠা।

৩০ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। ডিক্রীর মধ্যে সুদ কি ওয়াসিলাৎ দেওনের হুকুম লিখন।

২৩৮। যে টাকার উপর সুদ চলিতে পারে এমত টাকার বাবৎ ডিক্রী হইলে ঐ ডিক্রীর মধ্যে এমত লেখা উচিত যে ঐ ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওয়াপর্য্যন্ত তাহার উপর সুদ চলিবেক। যদ্যপি ডিক্রীতে এমত কোন বিশেষ হুকুম না লেখা গিয়া থাকে তবে ডিক্রীকরণিয়া আদালতের এমত সাধ্য আছে যে ঐ সুদ পাইবার নিমিত্ত ডিক্রীদারকে পুনরায় নালিশ করিতে হুকুম না দিয়া ডিক্রীর তারিখঅবধি যত সুদ জমিয়াছে তাহা দিবার হুকুম তৎপরে কোন সময়ে করিতে পারেন্। এবং ভূমি সম্পত্তির ডিক্রী হইলে সেই ভূমির উপর ডিক্রী জারী না হওয়াপর্য্যন্ত যাহা উৎপন্ন হয় তাহা দিবার বিষয়ে দেওয়ানী আদালত সেইরূপ হুকুম করিতে পারেন্।—১৮২৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—৫৬ পৃষ্ঠা।

২৩৯। মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের পর এবং তাহা উপস্থিত থাকনের সময়ে যে ওয়াসিলাৎ এবং সুদ জমে তাহা দিবার বিষয়ে যদ্যপি আদালত আপন ডিক্রীর মধ্যে হুকুম লিখিতে ত্রুটি করিয়া থাকেন্ তবে ডিক্রীদার সেই বিষয়ে পুনরায় নালিশ না করিয়া ঐ ডিক্রী সংশোধন করিবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করিতে পারে। ঐ দরখাস্ত করণের যে মিয়াদ আইনে নিরূপিত আছে যদি ফরিয়াদী সেই মিয়াদের মধ্যে দরখাস্ত করে তবে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে মুৎফরক্কা আরজী লেখা যায় সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। কিন্তু যদি ঐ মিয়াদ অতীত হইলে পর দরখাস্ত দেওয়া যায় তবে ১৮২৫ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের এবং ৪৯০ নম্বরী আইনের অর্থের অনুসারে ঐ দরখাস্ত সম্পূর্ণ মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—৫৭ পৃষ্ঠা।

২৪০। ডিক্রীহওয়া যে টাকার উপর সুদ চলিতে পারে এমত টাকার ডিক্রীর বিষয়ে ১৮২৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরে বিধান হইল যে ঐ ডিক্রীতে এমত হুকুম লিখিতে হইবেক যে ডিক্রী চূড়ান্তরূপে জারী না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ টাকার উপর সুদ চলিবেক। যদ্যপি ডিক্রীর মধ্যে এমত হুকুম না লেখা গিয়া থাকে তবে ডিক্রীকরণিয়া আদালত ঐ সুদ পাইবার নিমিত্ত ডিক্রীদারকে নূতন নালিশ করিতে হুকুম না দিয়া তাহার স্থানে সরাসরী দরখাস্ত পাইয়া এবং সেই বিষয় উত্তমরূপে তহকীক করিয়া এবং পক্ষান্তর ব্যক্তির ওজর শুনিয়া ডিক্রী হওনের তারিখের পর যত কাল গত হইয়াছে অথবা সেই কালের মধ্যে যত কাল যথার্থ বোধ হয় তত কালের নিমিত্ত ঐ আসল টাকার উপর সুদ দিবার হুকুম করিতে পারেন্। ভূমি সম্পত্তির ওয়াসিলাতের বিষয়েও সেইরূপ বিধান খাটিবেক। প্রথমত উপস্থিত বা আপীলী মোকদ্দমায় যে টাকার ডিক্রী হয় তাহার উপর সুদের হিসাব করণের বিধি ১৮৩৫ সালের ২ অক্টোবরের এবং ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের এবং ১৮৩৭ সালের ৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরে পাওয়া যাইবেক [শেষোক্ত সরক্যুলর অর্ডর পশ্চিম দেশে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল]।—১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—৫৭ পৃষ্ঠা।

৩১ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। বন্ধক দেওন।

২৪১। ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পূর্ব্বে যে মহাজন কোন খাতকের স্থাবর বন্ধক লইয়া কর্জ দিয়া সেই স্থাবরের উৎপন্ন ভোগ করিয়া থাকে উভয়ের সম্মতিক্রমে যদি এদেশের পূর্ব্ব দাঁড়ামতে সুদহইতে তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিয়া থাকে তবে তাহা বহাল থাকিবেক। ঐ তারিখের পর অন্যান্য খতের উপর যেরূপ সুদ দেওয়া যায় স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গেলে তাহার উপর সেইরূপ সুদ দেওয়া যাইবেক এবং তাহার অধিক দেওয়া ও লওয়া যাইবেক না। এবং স্থাবর বন্ধকী কর্জ যদি সুদসমেত সেই স্থাবরের উপস্বত্বের দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে খাতকের দ্বারা শোধ হইয়া থাকে তবে সেই বন্ধকী খত অকর্ম্মণ্য হইয়া সেই কর্জের দায়হইতে খাতক মুক্ত হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ১০ ধা।—৫৭ পৃষ্ঠা।

২৪২। যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন বন্ধকী স্থাবরের উপস্বত্ব পাইয়া থাকে তবে মহাজন বন্ধকদেওনিয়া খাতককে তাহার আদ্যোপান্তের জমাখরচের হিসাব দিবেক এবং তাহা সত্যতার প্রমাণার্থ সুকৃতি করিবেক কিম্বা ধর্ম্মতঃ নিয়মপত্র লিখিয়া দিবেক। বন্ধকদেওনিয়া খাতক সেই হিসাবপত্র বিবেচনা করিতে পারিবেক এবং তাহা দৃষ্টি করিয়া যে আপত্তি করে তাহা মিটাইবার নিমিত্ত জজ সাহেব উভয় পক্ষের সাক্ষ্য লইয়া হিসাব নিষ্পত্তি করিবেন।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ১১ ধা।—৫৮ পৃষ্ঠা।

২৪৩। ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ১০ এবং ১১ ধারানুসারে যে সকল নালিশ আ-

দালতে উপস্থিত হয় তাহা জাবেতামত মোকদ্দমার বিধানানুসারে নিষ্পত্তি হইবেক।—২৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—৫৮ পৃষ্ঠা।

২৪৪। আইনের মধ্যে এইমত কোন হুকুম নাই যে কর্জের বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ১০ এবং ১১ ধারাতে যে বিধি আছে সেই বিধিসম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে হয়।—৮৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।—৫৮ পৃষ্ঠা।

৩২ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। বয়বলওফা কি কটকোবালাক্রমে বিক্রয়হওয়া ভূমি।

২৪৫। অনেক কালাবধি পদ্য আছে যে লোকেরা আপনারদের ভূমি বন্ধক দিয়া এমত কটে কর্জ লয় যে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সুদসমেত আসল অথবা কেবল আসল টাকা শোধ না করিলে বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক। এইরূপ বিক্রয়ের নাম বেহারে বয়বলওফা বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে কটকোবালা। এবং বারম্বার এইমত হইয়াছে যে এই কটক্রমে বন্ধকলওনিয়া মহাজন ঐ বিক্রয় সিদ্ধকরণার্থ এবং সেই ভূমি সম্পত্তি দখল পাইবার বাসনায় বন্ধকদেওনিয়া খাতক নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কর্জ শোধিতে উদ্যত হইলে তাহা লইতে চাহে না অথবা খাতক সে টাকা দিতে উদ্যত ছিল ইহা স্বীকার করে না। এমত গতিকে টাকা দিতে উদ্যত হইবার প্রমাণ যোগান খাতকের শিরে থাকে এবং তাহা যোগাইতে না পারিলে বন্ধক দেওয়া ভূমি বন্ধকলওনিয়া মহাজনের হস্তে পড়ে। অতএব এমত বন্ধকদেওনিয়া খাতকেরদের রক্ষার্থে এমত এক দাঁড়া ধার্য্যকরণ আবশ্যক হয় যে ঐ খাতক নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কর্জা টাকা শোধিতে উদ্যত ছিল মহাজনেরা তাহা লয় নাই ইহার প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে দিতে পারে। অতএব উপরের লিখিত গতিকে এবং অন্যায় না হইতে পারিবার নিমিত্ত নীচের লিখিত বিধান নির্দ্দিষ্ট হইল।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ১ ধা।—৫৯ পৃষ্ঠা।

৩৩ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। বয়বলওফার কটক্রমে ভূমি বিক্রয় হইলে বন্ধকদেওনিয়া খাতক আপনার বন্ধকদেওয়া ভূমি যেরূপে উদ্ধার করিতে পারে তাহা।

২৪৬। যদি কেহ বয়বলওফা কটক্রমে ভূমি বন্ধক দিয়া কর্জ লয় এবং তদনুসারে সেই কর্জ শোধ দিয়া সেই ভূমি উদ্ধার করিতে চাহে তবে তাহার উচিত যে নিরূপিত মিয়াদ পূর্ণ হইবার দিনে সুদসমেত আসল কর্জা টাকা স্বয়ং মহাজনকে দেয় অথবা দেওয়ানী আদালতে আমানৎ রাখে এবং জজ সাহেবের স্থানে তাহার এক রসীদ লয় এবং বন্ধকলওনিয়া মহাজনের স্থানে দিতে গেলে এমত উপায় করিতে হইবেক যে খাতক সেই টাকা দিতে উদ্যত ছিল ইহা ঐ মহাজন না মানিলে তাহার প্রমাণ হইতে পারে। জজ সাহেব আমানতী টাকা পাইলে তাহার সম্বাদ বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে দিবেন এবং ঐ মহাজন বয়বলওফার কটের কওয়ালা ফিরিয়া দিলে সেই আমানতী টাকা পাইবেক এবং ঐ মহাজনের স্থানে জজ সাহেব এক বিদায়পত্র লইয়া আপন দফতরে রাখিবেন। যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন ঐ ভূমি ভোগ না করিয়া থাকে তবে খাতক শতকরা ১২ টাকার হারে সুদসুদ্ধ আসল টাকা আমানৎ করিবেক। যদ্যপি বন্ধকলওনিয়া মহাজন ভূমি ভোগ করিয়া থাকে তবে বন্ধকদেওনিয়া খাতক কেবল আসল টাকা আমানৎ করিবেক এবং বন্ধকলওনিয়া মহাজন ভোগকালের উৎপন্নের নিকাশী জমা খরচ দাখিল করিলে সুদের বিষয় নিষ্পত্তি হইবেক। বন্ধকদেওনিয়া খাতক এইরূপে টাকা আমানৎ করিলে ভূমি উদ্ধার করিবার অধিকার তাহার থাকিবেক এবং যদি ঐ ভূমি বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দখলে থাকে তবে খাতক সেই ভূমি ছাড়াইয়া লইবার দাওয়া করিতে পারে এবং পশ্চাৎ তাহার সুদের নিষ্পত্তি পাইবেক। যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক দেনা টাকার অপেক্ষা কম আমানৎ করিয়া এমত জানায় যে

বন্ধকলওনিয়া মহাজন ভূমির উপস্বত্বের দ্বারা যাহা পাইয়াছে তাহা বাদে তাহার আসল কি সুদের আর কিছু পাওনা হইবেক না তবে জজ সাহেব ঐ কম সংখ্যার টাকা আমানৎ রাখিবেন এবং বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে তাহার সম্বাদ দিবেন। যদ্যপি মহাজন সেই সংখ্যাঅপেক্ষা অধিক টাকা আপনার পাওনা না কহে কিম্বা বিচারমুখে এমত সাব্যস্ত হয় যে সেই কম টাকাঅপেক্ষা মহাজনের অধিক পাওনা নাই তবে সেই ভূমি উদ্ধার করিয়া লইবার অধিকার সর্ব্বতোভাবে খাতকের আছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। কিন্তু তাহার স্থানে যত টাকা পাওনা আছে সে সমুদয় পরিশোধ না করিলে ঐ খাতক সেই ভূমির দখল পাইতে পারিবেক না।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ২ ধা।—৬০ পৃষ্ঠা।

২৪৭। যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন বয়বলওফা কটক্রমে ভূমি ভোগ করিয়া থাকে এবং তাহার আয়ব্যয়ের হিসাব নিষ্পত্তি করিবার আবশ্যক হয় তবে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনে বন্ধকী কর্জের বিষয়ে মহাজনের দখলে ভূমি থাকিবার সময়ে উৎপন্নের জমা খরচ দিবার যে হুকুম আছে সেই হুকুমানুসারে ভূমির উৎপন্নের বিষয়ে হিসাবের নিকাশ দিবেক। কিন্তু বন্ধকী ভূমির উপস্বত্বের দ্বারা সুদসমেত আসল কর্জা টাকা শোধ পড়িলে সেই ভূমি উদ্ধার হইবার যে হুকুম ঐ আইনের ১০ ধারায় আছে সেই হুকুম এই আইনের লিখিত কটে বিক্রীত ভূমিতে খাটিবেক না।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ৩ ধা।—৬০ পৃষ্ঠা।

২৪৮। বয়বলওফা কটক্রমের কর্জা টাকা শোধের কারণ কেহ বরাতী টাঁপ দিতে চাহিলে তাহা বন্ধকলওনিয়া মহাজন স্বীকার না করিলে বলবৎ হইবেক না। স্বীকার করিলে তাহার প্রমাণস্বরূপ কটকওয়ালা ফিরিয়া দিবেক অথবা আপনার পাওনা টাকার শোধ পড়িবার রসীদ দিবেক।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ৪ ধা।—৬০ পৃষ্ঠা।

২৪৯। এই আইনের লিখিত হুকুম অসঙ্গত সুদছাড়া অপর যে একরার উভয়তঃ মহাজন ও খাতকের আপোসে হইয়া থাকে তাহার বিষয়ে খাটিবেক না। উভয়তঃ স্বত্বের বিষয়ে বিরোধ হইলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি দেওয়ানী আদালতে হইবেক।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ৫ ধা।—৬০ পৃষ্ঠা।

২৫০। ১৭৯৮ সালের ১ আইনের বিধির অতিরিক্ত হুকুম হইল যে বন্ধকলওনিয়া মহাজন যদি খত লিখিয়া দেওনের সময়ে কিম্বা ভূমি বিক্রয় সিদ্ধহওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ বন্ধকী ভূমির দখল পাইয়া থাকে তবে যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক সুদছাড়া কেবল আসল কর্জা টাকা শোধ দেয় বা শোধ করিতে উদ্যত হয় তবে ঐ বন্ধকদেওনিয়া খাতক আপন ভূমিতে দখল পাইতে পারিবেক। এবং যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন ঐ ভূমি ভোগদখল না করিয়া থাকে তবে উপরের ধারার লিখিতমতে ঐ আসল টাকা ওয়াজিবী সুদসমেত মহাজনকে দিলে অথবা প্রকৃতার্থে তাহা দিতে উদ্যত হইলে ঐ বন্ধকদেওনিয়া খাতক আপন ভূমিতে দখল পাইতে পারিবেক অর্থাৎ বন্ধকলওনিয়া মহাজন যে সময়ে ঐ ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আদালতে দরখাস্ত করে সেই সময়অবধি এক বৎসরের মধ্যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক উক্ত প্রকারে কর্জা টাকা দিতে উদ্যত হইলে ভূমিতে তাহার অধিকার থাকিবেক। কিন্তু ঐ বন্ধকদেওনিয়া খাতকের এমত প্রমাণ দিতে হইবেক যে আমি সুদসমেত ঐ আসল কর্জা টাকা দিতে মহাজনের নিকটে লইয়া গিয়াছিলাম অথবা ঐ ভূমির বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধহওনের পূর্ব্বে ঐ কর্জা টাকা আদালতে আমানৎ করিতে হইবেক। এবং ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারার লিখিত যেং নিয়ম ভূমি বন্ধকের তমঃসুক বাতিলকরণের নির্ণীত মিয়াদের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা এই আইনের ৮ ধারার নির্ণীত মিয়াদের বিষয়েও খাটিবেক।—১৮০৬ সা। ১৭ আ। ৭ ধা।—৬১ পৃষ্ঠা।

২৫১। যদ্যপি বন্ধকদেওনিয়া খাতক অথবা তাহার প্রতিনিধি বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দখলে যে ভূমি আছে তাহা উদ্ধার করিতে চাহিয়া ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারা এবং ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ধারার বিধির অনুসারে সুদসমেত বা সুদছাড়া কর্জা টাকা আদালতে আমানৎ করে তবে বন্ধকলওনিয়া মাহাজনকে ঐ ভূমি ফিরিয়া দিতে যে

এত্তেলানামা দেওয়া যায় তাহা এক বৎসর মিয়াদের পর দিবার আবশ্যক নাই কিন্তু ঐ মহাজন সদর মোকামহইতে যত দূরে বাস করে তাহা বুঝিয়া উপযুক্ত মিয়াদ ধার্য্য করিতে হইবেক।—৯৭৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—৬১ পৃষ্ঠা।

২৫২। ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারানুসারে যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক আসল কর্জা টাকা আমানৎ করে তবে সেই ব্যক্তি সরাসরীমতে আপন ভূমি ফিরিয়া পাইতে পারে এবং মহাজনের দখলে ঐ ভূমি থাকনসময়ে তাহার আয়ব্যয়ের হিসাবদৃষ্টে তৎপরে সুদের হিসাব নিষ্পত্তি হইবেক।—৩৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—৬১ পৃষ্ঠা।

২৫৩। যদি বন্ধকদেওনিয়া কহে যে আসল কর্জা টাকা ভূমির উপস্বত্বহইতে শোধ হইয়াছে এবং যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন তাহা স্বীকার না করে তবে সেই বিষয়ের জাবেতামত মোকদ্দমা বিনা সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে না।—৩৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—৬২ পৃষ্ঠা।

২৫৪। যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক সেই কথা পুনর্ব্বার কহে এবং কেবল আপনার ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত আসল টাকা আমানৎ করে তবে আমানৎহওয়া টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত বন্ধকলওনিয়া মহাজনের নামে তৎপরে নালিশ করিতে পারে এবং যদি ঐ খাতক এমত প্রমাণ দিতে পারে যে সেই টাকা আমার দেনা ছিল না তবে সেই টাকা খরচাসমেত ফিরিয়া পাইতে পারিবেক।—৩৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—৬২ পৃষ্ঠা।

২৫৫। বন্ধকদেওনিয়া খাতক সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত যে নালিশ করে তাহার ইষ্টাম্পের মাসুলের সংখ্যা বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যানুসারে নির্ণয় করিতে হইবেক এবং যত টাকায় ঐ সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল তাহার সংখ্যানুসারে নির্ণয় করিতে হইবেক না।—৯৫৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—৬২ পৃষ্ঠা।

৩৪ ধারা।

আইনের মুল নিয়ম। বয়বলওফাক্রমে ভূমি বিক্রয় হইলে যে প্রকারে বন্ধকলওনিয়া মহাজন বিক্রয় সিদ্ধ করিয়া বন্ধকী ভূমির দখল পাইতে পারে তাহা।

২৫৬। বয়বলওফা কটক্রমে ভূমি বন্ধক দেওয়া গেলে যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন খতের লিখিত মিয়াদ অতীত হইলে ঐ ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ করিয়া আপনি ভোগদখল করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহার উচিত যে ঐ কর্জা টাকার তলব করিলে পর জিলার জজ সাহেবের নিকটে ঐ ভূমি বিক্রয় সিদ্ধহওনের এক দরখাস্ত দেয়। তাহাতে জজ সাহেব ঐ দরখাস্তের এক নকল যত অরায় হইতে পারে বন্ধকদেওনিয়া খাতকের নিকটে পাঠাইবেন এবং তাহার নামে এই মজমুনে এক পরওয়ানা দিবেন যে উপরের ধারার নির্ণীতমতে যদি সেই ব্যক্তি এক বৎসরের মধ্যে কর্জা টাকা না দেয় তবে ঐ ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক এবং বন্ধকলওনিয়া মহাজনের তাহাতে সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার হইবেক।—১৮০৬ সা। ১৭ আ। ৮ ধা।—৬৩ পৃষ্ঠা।

২৫৭। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার এইমাত্র তাৎপর্য্য যে ঐ করারের অনুসারে পাওনা টাকা সুদসুদ্ধ বা সুদছাড়া যাবৎ বন্ধকলওনিয়া মহাজন দাওয়া না করে তাবৎ ঐ ভূমির বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক না। যদ্যপি বন্ধকদেওনিয়া খাতক এত্তেলা পাইবার পর এক বৎসরের মধ্যে কর্জা টাকা শোধ না করে তবে বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক।—১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—৬৩ পৃষ্ঠা।

২৫৮। বয়বলওফা কটক্রমে কর্জের বিষয়ে জিলার জজ সাহেবের এইমাত্র কর্ত্তব্য যে বন্ধকদেওনিয়া খাতকের উপর পরওয়ানা জারী করেন্ এবং ঐ বন্ধকদেওনিয়া খাতক যত টাকা দাখিল করে তাহা বন্ধকলওনিয়া মহাজন লইতে চাহিলে তাহাকে দেন্ এবং ঐ পরওয়ানা জারীহওনের প্রমাণ লন্ এবং বন্ধকলওনিয়া মহাজন সেই টাকা লইতে না চা-

ছিলে বন্ধকদেওনিয়া খাতককে তাহা ফিরিয়া দেন্।—১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—৬৩ পৃষ্ঠা।

২৫৯। কিন্তু ঐ আইনের বিধির এমত তাৎপর্য্য নহে যে ঐ বন্ধকদেওনিয়া খাতকের নিকটে ঐ পরওয়ানা পঁহুছনের পর এক বৎসরের মধ্যে ঐ দাবীর টাকা তাহার না দিলে নহে এবং যদি সেই ব্যক্তি সেই টাকা না দেয় তবে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের নিকটে যে ভূমি বন্ধক ছিল বৎসর অতীত হইবামাত্র সেই ব্যক্তি সেই ভূমিতে সরাসরীমতে দখল পাইবেক।—১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—৬৩ পৃষ্ঠা।

২৬০। বন্ধকদেওনিয়া খাতককে ভূমিহইতে বেদখল করিতে এবং সেই ভূমিতে বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে দখল দেওয়াইতে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের দ্বারা জজ সাহেবের কোন ক্ষমতা নাই।—১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—৬৩ পৃষ্ঠা।

২৬১। ঐ ১৮০৬ সালের ১৭ আইন যে বিষয়ে লেখে সেই বিষয়ে কোন সরাসরী তহকীক করিবার হুকুম নাই। যদ্যপি আইনের সেইমত অর্থ করা যায় তবে যে কোন ব্যক্তি অন্যের উপর দাওয়া করে সেই দাওয়ার বিষয়ে কোন তজবীজ বা প্রমাণ না হইলেও এবং সেই অন্য ব্যক্তি ঐ একরার স্বীকার না করিলেও তাহার অনেক টাকা দিতে হইত অথবা কএক বৎসরপর্য্যন্ত আপনার ভূমিহইতে বেদখল থাকিতে হইত।—১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—৬৩ পৃষ্ঠা।

২৬২। কিন্তু যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক দাবীর টাকা না দেয় তবে তাহা না দেওনের দায় তাহার শিরে পড়িবেক এবং যদি পরে প্রমাণ হয় যে ঐ কর্জ যথার্থ ও মাতবর ছিল এবং দাবীর টাকার কোন অংশ তাহার স্থানে পাওনা ছিল তবে সেই বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক এবং ঐ বন্ধকদেওনিয়া খাতকের নামে নালিশ হইলে সেই ব্যক্তি আপনার ভূমিহইতে বেদখল হইবেক।—১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—৬৪ পৃষ্ঠা।

২৬৩। অতএব এমত গতিকে জজ সাহেব সরাসরীমতে তহকীক্ করিতে পারেন্ না।—১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—৬৪ পৃষ্ঠা।

২৬৪। যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন ভূমির দখল না পাইয়া থাকে তবে জজ সাহেবের উচিত যে তাহার দাওয়াঅনুসারে বন্ধকদেওনিয়া খাতকের স্থানে আসল টাকা ও সুদ তলব করেন্।—১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—৬৪ পৃষ্ঠা।

২৬৫। যে ব্যক্তি বয়বলওফাক্রমে টাকা কর্জ করিয়া আপনার ভূমির দখল বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে দিয়াছিল এবং বিক্রয় সিদ্ধ হওনের পূর্ব্বে আসল টাকা ফিরিয়া দিয়াছিল এমত খাতকের বিষয়ে এই সরকুলর অর্ডর খাটে না। কিন্তু সেই গতিকে খাতক ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারানুসারে আপনার ভূমির দখল বিনানালিশে সরাসরীমতে ফিরিয়া পাইতে পারে।—১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—৬৪ পৃষ্ঠা।

[এই অধ্যায়ের ২৫২ নম্বরী বিধান দেখ।]

২৬৬। কোন জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের এমত ব্যবহার আছে যে বন্ধকের এবং বয়বলওফার বিক্রয়ের মোকদ্দমাতে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের বিধির অনুসারে তাঁহারা সরাসরীমতে যে রুবকার করেন্ তাহাতে বন্ধকী সম্পত্তির উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ অতীত হইলে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দরখাস্তমাত্র পাইয়া ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে এমত ডিক্রী করেন্। এবং যে২ বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দমাবিনা নিষ্পত্তি হইতে পারে না সেই বিষয়ে জজ সাহেব সরাসরী রুবকারীতে আপনার মত জানাইয়া থাকেন্। এই ব্যবহার অত্যন্ত অনুচিত যেহেতুক এতদ্দেশীয় যে বিচারকেরদের দ্বারা এই প্রকার মোকদ্দমা বারম্বার বিচার হইয়া থাকে তাঁহারা বোধ করেন্ যে বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে জজ সাহেব এই প্রকার কহাতে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হওয়া না হওয়ার বিষয়ে আমারদের তজবীজ করিবার ক্ষমতা নাই এবং জজ সাহেব যে সরাসরী রুবকার করিয়াছিলেন তাহামাত্র দেখিয়া বন্ধকী ভূমির দখল দেওয়ান্। জজ সাহেবেরদের এইমাত্র কর্ত্তব্য যে ১৮১৩ সালের ২২ জুলাই তারিখের সরকুলর অর্ডরের অনুসারে সরাসরী তহ-

কীক করণের সময়ে যাহা২ হইল তাহা আপনার রুবকারীতে লেখেন্।—১৮৩৪ সালের ১৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—৬৫ পৃষ্ঠা।

২৬৭। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার বিধির অনুসারে যে ভূমি মহাজনকে বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল সেই ভূমি যদ্যপি মিয়াদ অতীত হওনের সময়ে উদ্ধার না হইয়া থাকে তথাপি যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক কহে যে মহাজন সেই ভূমির দখল পাইতে পারে না তবে আদালতের হুকুমক্রমে ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে সেই ভূমির দখল দেওয়ান যাইতে পারে না। সরাসরী বিচারক্রমে বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে ঐ ভূমির দখল দেওয়াইতে জজ সাহেবের ক্ষমতা নাই জাবেতামত মোকদ্দমাবিনা সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দখল পাইতে পারে না।—৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।— ৬৫ পৃষ্ঠা।

২৬৮। বন্ধকলওনিয়া মহাজন বন্ধকী ভূমির দখল না পাইবার কোন কারণ দর্শাইতে যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতককে হুকুম করা যায় এবং যদি খাতক কহে যে মহাজনের সেই ভূমি পাইবার অধিকার নাই তবে সেই অধিকারের বিষয় ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ৫ ধারার নিরূপিতমত বিনা অন্যমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে না।—৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।—৬৫ পৃষ্ঠা।

২৬৯। যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা করে তবে যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই আদালত ঐ বন্ধকী ব্যাপার গোড়াঅবধি বেআইনী ছিল কি না এই বিষয়ের তজবীজ করিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারেন্।—১১৪০ নম্বরী আইনের অর্থ।—৬৫ পৃষ্ঠা।

২৭০। যদ্যপি এইমত প্রমাণ হয় যে বন্ধকদেওনিয়া খাতককে রীতিমতে সম্বাদ দেওয়া যায় নাই তবে বন্ধকলওনিয়া মহাজন ননসুট হইবেক এবং তৎপরে বন্ধকদেওনিয়া খাতককে রীতিমতে সম্বাদ দিবার বিষয়ে সে দরখাস্ত করিতে পারে।—১১৪০ নম্বরী আইনের অর্থ।—৬৫ পৃষ্ঠা।

২৭১। আইনে হুকুম নাই যে বন্ধকী খতের নকল বন্ধকদেওনিয়া খাতককে দেওয়া যায়। কেবল বন্ধকলওনিয়া মহাজন নিয়মিত সম্বাদ দেওনের বিষয়ে জজ সাহেবের নিকটে সে দরখাস্ত করে তাহার এক নকল খাতককে দিলেই হইবেক।—৬৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।— ৬৫ পৃষ্ঠা।

২৭২। বন্ধকলওনিয়া মহাজন বন্ধকী খতক্রমে যে দাওয়া করে তাহা যদি খাতক স্বীকার না করে তবে ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজন খতের মিয়াদ অতীত হইলে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারামতে বিক্রয় সিদ্ধ হওনার্থ দরখাস্ত না করিলে বন্ধকী ভূমির দখল পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারে না।—১০৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—৬৫ পৃষ্ঠা।

২৭৩। বয়বলওফাক্রমে বন্ধকহওয়া সম্পত্তির উদ্ধারের নিমিত্ত যে এক বৎসর মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা খাতককে যে পরওয়ানা দেওয়া যায় সেই পরওয়ানার তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক।—২৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—৬৫ পৃষ্ঠা।

২৭৪। কিন্তু ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার নিরূপিত যে এত্তেলা পরওয়ানার সঙ্গে বন্ধকদেওনিয়া খাতককে কি তাহার প্রতিনিধি ব্যক্তিকে দিতে হয় সেই এত্তেলা পরওয়ানা যে দিবসে পাঠাইবার হুকুম হয় সেই দিবসে যদি পাঠান না যায় তবে যে দিবসে প্রকৃতপ্রস্তাবে পাঠান যায় সেই দিবস তাহার তারিখ লিখিতে হইবেক এবং বন্ধকী ভূমি উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যে এক বৎসর মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ঐ তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক।—১৮১৭ সালের ৯ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।—৬৬ পৃষ্ঠা।

২৭৫। উত্তর কালে এই প্রকার এত্তেলা দিতে হইলে জজ সাহেব ঐ অর্ডরে বিশেষ মনোযোগ করিবেন এবং ঐ প্রকার সম্বাদের পরওয়ানা পাঠাইবার অনাবশ্যক কোন বিলম্ব না হয় এনিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হইবেন।—১৮১৭ সালের ৯ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।—৬৬ পৃষ্ঠা।

২৭৬। বিক্রয় সিদ্ধকরণার্থ বন্ধকলওনিয়া মহাজন যে দরখাস্ত দেয় তাহার এক নকল ঐ পরওয়ানার সঙ্গে বন্ধকদেওনিয়া খাতকের নিকটে অবশ্য পাঠাইতে হইবেক। বন্ধক-লওনিয়া মহাজনের উচিত যে ঐ দরখাস্ত দাখিল করিলে যে পেয়াদার দ্বারা ঐ পরওয়ানা পক্ষান্তর ব্যক্তির উপর জারী হইবেক তাহার তলবানা আমানৎ করে।—১৪৪ নম্বরী আই-নের অর্থ।—৬৬ পৃষ্ঠা।

২৭৭। যদ্যপি ঐ বন্ধকী সম্পত্তি বয়বলওফা কটক্রমে বন্ধক দেওয়া গিয়া থাকে এবং যদি কর্জা টাকা শোধ না করা যায় তবে ঐ মহাজন উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারিলে কেবল ঐ বন্ধকী বিষয়ের দখল পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারে। তাহার এমত সাধ্য নাই যে আপনার যেমত উপকার বোধ হয় সেইমতে ইচ্ছাক্রমে হয় টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত কিম্বা বন্ধকী ভূমির দখল পাইবার নিমিত্ত নালিশ করে।—৮৯৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—৬৬ পৃষ্ঠা।

৩৫ ধারা।

আইনের মুল নিয়ম। সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব।

২৭৮। যখন কোন হিন্দু বা মুসলমান উত্তরাধিকারপত্র অর্থাৎ উইল লিখনের দ্বারা আপন ধনাধিকারের ব্যাপার চালাইবার অর্থে কাহাকেও অধ্যক্ষ নির্দিষ্ট করিয়া মরে এবং তাহার উত্তরাধিকারী অযোগ্য ভূম্যধিকারী না হয় তবে ঐরূপে নিযুক্ত হওয়া অধ্য-ক্ষেরা দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে না জানাইয়া ঐ উইলঅনুসারে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি স্বহস্তে লইতে ও তাহার অধ্যক্ষতা করিতে পারিবেক। এবং যদি ঐ অধ্যক্ষের-দের নামে জাবেতামত কেহ নালিশ না করে তবে দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু সেইরূপে অধ্যক্ষেরদের নামে নালিশ হইলে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা ঐ নালিশ লইয়া আইনানুসারে এবং পণ্ডিতের স্থানে যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা এবং কাজীর নিকটে শরার ফতওয়া লইয়া ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ২ ধা।—৬৭ পৃষ্ঠা।

২৭৯। যদি কোন জিলা আদালতের ব্যাপ্য হিন্দু কিম্বা মুসলমান কি অন্য জাতির কেহ উত্তরাধিকারপত্র অর্থাৎ উইল না করিয়া মরে এবং তাহার পুত্র অথবা অন্য উত্তরা-ধিকারী থাকে এবং সেই উত্তরাধিকারিকে শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে সেই মৃত ব্যক্তির ধনাধিকার অর্শে তবে সেই উত্তরাধিকারী যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ধনাধিকারের কর্ম্ম চালাইবার যোগ্য হয় তবে সেই ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগেরে না জানাইয়া অবিরোধে ও বিনাজোরে সেই সম্পত্তির ভোগদখল করিতে পারে। যদ্যপি ঐ উত্তরাধিকারী বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় অথবা অযোগ্য হয় এবং কোর্ট ওয়ার্ডসের অব্যাপ্য হয় তবে তাহার সংসারের অধ্যক্ষ অথবা তাহার যে অভিভাবক অর্থাৎ নিকট কুটুম্ব দেশা-চারক্রমে অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করিতে ক্ষমতা রাখে সেই ব্যক্তি আদালতের সাহেব-দিগকে না জানাইয়া বিনাবিরোধে ও বিনাজোরে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির দখল লইতে পারে। এবং দেওয়ানী আদালতে ঐ বিষয়ের রীতিমতে নালিশ না হইলে জজ সাহেব সেই বিষয়ে হস্ত নিক্ষেপ করিতে পারেন্ না।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৩ ধা।—৬৭ পৃষ্ঠা।

২৮০। যদি কেহ উত্তরাধিকারপত্র অর্থাৎ উইল না লিখিয়া মরে এবং তাহার উত্তরা-ধিকারী এক জনের অধিক থাকে এবং তাহারা আপোসে সর্ব্বসম্মতিতে এক জন সর-বরাহকারকে নির্দ্দিষ্ট করে তবে তাহারা সেই সম্পত্তির ভোগদখল করিতে পারে। এবং এক জন উত্তরাধিকারির গতিকে যেরূপ হুকুম হইল সেইরূপে এই স্থলেও জাবেতামত নালিশ না হইলে দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই বিষয়ে হস্ত নিক্ষেপ করিতে পারেন্ না।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৪ ধা।—৬৮ পৃষ্ঠা।

২৮১। কিন্তু যদি সেই মৃত ব্যক্তির ধনাধিকারের অনেক দাওয়াদার থাকে ও তাহারা তদ্বিষয়ে বিরোধ করে এবং যদি তাহার জনেক কি জনকএক ঐ সম্পত্তির দখল করে এবং বেদখলহওয়া ব্যক্তি যদি জাবেতামত নালিশ করে তবে জজ সাহেবের উচিত যে সেই মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইবেক তাহা মানিবার কারণ দখীলকার ব্যক্তিরদের স্থানে জামিন লন্। এবং যদি তাহারা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে জামিন না দেয় তবে ফরিয়াদীর স্থানে তদনুসারে জামিন লইয়া সেই সম্পত্তির দখল তাহাকে দেওয়ান্। তৎকালে জজ সাহেব এই মত জানাইবেন যে সম্পত্তির সেইরূপ দখল দেওয়াইবাতে অন্য স্বত্ববানদিগের স্বত্ব লোপ হইবেক না কেবল বিচার প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বত্বলাভার্থে এবং সেই সম্পত্তির অধ্যক্ষতা কর্ম্ম চালাইবার কারণ এইমত দখল দেওয়ান গেল।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৪ ধা।—৬৮পৃষ্ঠা।

২৮২। যদি মৃত ব্যক্তির ধনাধিকারের দাওয়াদারেরদের মধ্যে কেহ উপরের ধারার মতে জামিন দিতে না পারে এবং যদি মৃত ব্যক্তির ভূমি সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করিতে কাহারো ক্ষমতা নাই অথবা কেহ অধ্যক্ষতা করিতে না চাহে তবে জজ সাহেবের উচিত যে প্রথম হেতুতে সেই দাওয়াদারদিগের বিরোধ ভঞ্জন না হওয়াপর্য্যন্ত জনেককে সেই সম্পত্তির অধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত করেন্। এবং দ্বিতীয় হেতুতে যে ব্যক্তি শরা ও শাস্ত্র মতে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় সেই ব্যক্তি কিম্বা অন্য যে লোক সেই সম্পত্তির অধ্যক্ষতার যোগ্য হয় সেই লোক উপস্থিত হইয়া তাহার বিষয়ে দাওয়া না করণপর্য্যন্ত সেইমতে সম্পত্তির অধ্যক্ষতা কর্ম্মে কাহাকে নিযুক্ত করেন্। এবং জজ সাহেব সেই দাওয়া ও দরখাস্ত সম্ভব জানিলে কিম্বা বিচারমুখে তাহা সঙ্গত বোধ হইলে জজ সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হওয়া অধ্যক্ষ সেই সম্পত্তি তাহারদিগকে গতাইবেক এবং অধ্যক্ষতা কালের জমা খরচের নিকাশ তাহারদিকে প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝাইয়া দিবেক।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৫ ধা।—৬৮ পৃষ্ঠা।

২৮৩। যে কেহ এইরূপে সম্পত্তির অধ্যক্ষতা কর্ম্মে দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে নিযুক্ত হয় তাহার কর্ত্তব্য যে সম্পত্তির মুল্য বুঝিয়া তাহার রক্ষণাদি ন্যায্যরূপে করিবার অর্থে জামিন দেয়। এবং জজ সাহেব তাহার শ্রম বুঝিয়া যাহা দেওয়ান উচিত জানেন্ তাহা সম্পত্তির উৎপন্নহইতে তাহাকে দিবেন।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৬ ধা।—৬৮ পৃষ্ঠা।

২৮৪। যদি দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব এইমত সমাচার পান্ যে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারপত্র অর্থাৎ উইল না লিখিয়া মরিয়াছে এবং তাহার ন্যস্ত কিছু অস্থাবর ধন আছে এবং সেই ধনের কোন দাওয়াদার নাই তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে সেই ধন আবরণার্থ যে উপায় উচিত বুঝেন্ তাহা করেন্ এবং এইমত এক ইশ্‌তিহারনামা দেন্ যে যে কেহ সেই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী থাকে কিম্বা যে কেহ সেই ধনের অধ্যক্ষ সম্ভবে সেই লোক সেই ধন লইবার কিম্বা অধ্যক্ষতা করিবার ভার লয় আর যদি সেই ব্যক্তি বিলায়তী টুপীওয়ালা হয় তবে কলিকাতা গেজেটে সেইমত ঘোষণা দেওয়াইবেন। সেই ঘোষণা দেওয়া গেলে যদি কেহ উপস্থিত হইয়া উত্তরাধিকারিতা কিম্বা অধ্যক্ষতা অর্শিবার প্রমাণ দেয় তবে সেই ধন আবরণার্থ যে খরচা যথার্থ হইয়া থাকে তাহা দিলে সেই ধন তাহাকে গতান যাইবেক। আর যদি ঘোষণাপত্রের তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে কোন দাওয়াদার উপস্থিত না হয় তবে সেই ধনের তালিকা এবং সকল বৃত্তান্তের রিপোর্ট গবর্ণমেন্টের নিকটে পাঠাইতে হইবেক।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৭ ধা।—৬৯ পৃষ্ঠা।

[১৮২৭ সালের ৫ আইনের বিধি এই গতিকে খাটিবেক।]

২৮৫। এইং প্রদেশের মধ্যে মৃত জমীদারের সম্পত্তি উত্তরাধিকারের বিষয়ে বিরোধ হইলে অনেক কালেক্টর সাহেব দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ধারণ করিয়া যে ব্যক্তির যে অংশের অধিকার বোধ হয় তাহাকে সেই অংশের দখল দেওয়াইয়াছেন। তাহাতে সদর আদালত জানাইলেন যে এইরূপ কার্য্য করিতে তাঁহারদের ক্ষমতা নাই। তাঁহারদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আইনের মধ্যে স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে অর্থাৎ যে কোন মালগুজারীর কি

লাখেরাজ ভূমি কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারিত্বক্রমে পাইয়াছে কালেক্টর সাহেব শুনিলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে সেই ব্যক্তি উত্তরাধিকারিত্বক্রমে ভূমি নিতান্ত পাইয়াছে কি না ইহার তজবীজ করেন্ এবং যদ্যপি বোধ হয় যে সেইরূপে কোন ব্যক্তি ভূমি নিতান্ত পাইয়াছে তবে সেই উত্তরাধিকারির নাম আপনার রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে লিখেন্।—১০০৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—৬৯ পৃষ্ঠা।

২৮৬। সাধারণ নিয়মের ন্যায় এই হুকুম আছে যে উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে দেওয়ানী আদালত সরাসরীমতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এবং যদ্যপিও কোন২ বিশেষ গতিকে তাঁহারদের হস্তক্ষেপকরা উচিত বোধ হয় তথাপি ঐ আদালতেরদের উচিত নহে যে যে সম্পত্তির অনেক দাওয়াদার আছে তাহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দখল পায় নাই ইহা বলিয়া জাবেতামত নালিশ হওনের পূর্ব্বে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন্। —১০০৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—৭০ পৃষ্ঠা।

৩৬ ধারা।

আইনের মুল নিয়ম। যে সম্পত্তির দাওয়া না হয় তাহার এবং মৃত ব্যক্তিরদের বিশেষতঃ মৃত ব্রিটনীয় প্রজারদের সম্পত্তি আদালতের জিম্মাকরণের বিষয়।

২৮৭। যদি দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব এইমত সমাচার পান্ যে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারপত্র অর্থাৎ উইল না লিখিয়া মরিয়াছে এবং তাহার ন্যস্ত কিছু অস্থাবর ধন আছে এবং সেই ধনের কোন দাওয়াদার নাই তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে সেই ধন আবরণার্থ যে উপায় উচিত বুঝেন্ তাহা করেন্ এবং এইমত এক ইশ্‌তিহারনামা দেন্ যে যে কেহ সেই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী থাকে কিম্বা যে কেহ সেই ধনের অধ্যক্ষ সম্ভবে সেই লোক সেই ধন লইবার কিম্বা অধ্যক্ষতা করিবার ভার লয় আর যদি সেই ব্যক্তি বিলায়তী টুপীওয়ালা হয় তবে কলিকাতা গেজেটে সেইমত ঘোষণা দেওয়াইবেন। সেই ঘোষণা দেওয়া গেলে যদি কেহ উপস্থিত হইয়া উত্তরাধিকারিতা কিম্বা অধ্যক্ষতা অর্শিবার প্রমাণ দেয় তবে সেই ধন আবরণার্থ যে খরচা যথার্থ হইয়া থাকে তাহা দিলে সেই ধন তাহাকে গত্তান যাইবেক। আর যদি ঘোষণাপত্রের তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে কোন দাওয়াদার উপস্থিত না হয় তবে সেই ধনের তালিকা এবং সকল বৃত্তান্তের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইতে হইবেক।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৭ ধা।—৭০ পৃষ্ঠা।

২৮৮। যে ব্যক্তিরা উইল না করিয়া মরে এবং তাহারদের কোন উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হয় কেবল এইমত ব্যক্তিরদের বিষয়ে উক্ত ৭ ধারা খাটে। পোলীসের দারোগারা যে জিনিস মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া থাকে তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমক্রমে বিক্রয় করিতে হইবেক।—৯২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—৭০ পৃষ্ঠা।

২৮৯। মৃত ব্যক্তির মরণের পর বারো মাসের মধ্যে তাহার যে সকল অস্থাবর সম্পত্তির উপর কেহ দাওয়া না করে তাহার এক তালিকা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুম পাইবার নিমিত্তে তথায় পাঠাইতে হইবেক।—৫৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।—৭১ পৃষ্ঠা।

২৯০। যাহারা উইল না করিয়া মরে তাহারদের সম্পত্তির মধ্যে যে কোন হুণ্ডী কি অন্য কোন তমঃসুক থাকে তাহা দেওয়ানী আদালত আদায় করিয়া আমানৎ রাখিতে পারেন্। যে খতের টাকা নিরূপিত মিয়াদের পর পাওয়া যাইবেক এবং সেই মিয়াদ অতীতে টাকা আদায় না করিলে ক্ষতি হইবার সম্ভবনা আছে কেবল সেই প্রকার খতের টাকা দেওয়ানী আদালত আদায় করিয়া আমানৎ করিবেন।—১২৮৬ নম্বরীআইনের অর্থ।—৭১ পৃষ্ঠা।

২৯১। যে সম্পত্তির উপর কোন দাওয়া না হয় তাহা সরকারের অনুমতিক্রমে বিক্রয়

হইলে নাজির ঐ সম্পত্তি উপযুক্তরূপে রাখণের এবং তাহা উপযুক্তমতে বিক্রয় করণের পুরস্কারের ন্যায় তাহার টাকা প্রতি /০ আনা করিয়া কমিস্যন পাইবেক।—১৮২০ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—৭৬ পৃষ্ঠা।

২৯২। ১৮২০ সালের ২৫ ফেব্রুআরি তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে এমত হুকুম হইয়াছিল যে যাহারা উত্তরাধিকারপত্র না লিখিয়া মরে তাহারদের যে সম্পত্তির উপর দাওয়া না হয় তাহা দেওয়ানী আদালতের নাজিরেরা নীলাম করিলে ঐ সম্পত্তির মূল্যের কি টাকার উপর এক আনা করিয়া রসুম পাইবেক। ঐ সরক্যুলর অর্ডরের সম্পর্কে সদর আদালতের হুকুমক্রমে জজ সাহেবকে জানান যাইতেছে যে ফৌজদারী আদালতের যে নাজিরেরা নাওয়ারিস সম্পত্তি অথবা যে সম্পত্তির উপর দাওয়া না হয় তাহা নীলামকরণের হুকুম পায় তাহারাও সেইরূপ রসুম পাইবেক।—১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—৭১ পৃষ্ঠা।

২৯৩। নাওয়ারিস সম্পত্তির বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহার বিষয়েতে বিবিধমত ও বিবিধ ব্যবহার হইতেছে। তাহাতে সদর আদালত জানাইলেন যে যে সম্পত্তির দাওয়াদার নাই এবং নাওয়ারিস সম্পত্তি একি জ্ঞান করিতে হইবেক না। ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারার ১৬ প্রকরণে হুকুম আছে যে যে সম্পত্তির উপর কোন দাওয়া নাই তাহা সরকারের জ্ঞান করিতে হইবেক। যদ্যপি সেই প্রকার সম্পত্তি দারোগারদের হাতে আইসে তাহারা তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেক। দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার বিষয়ে গবর্ণমেন্টের স্থানে যে হুকুম পান্ তদনুসারে কার্য্য করিবেন।—১৮৩৭ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—৭১ পৃষ্ঠা।

২৯৪। কিন্তু যে ব্যক্তিরা উইল না করিয়া মরে তাহারদের নাওয়ারিস সম্পত্তির বিষয়ে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনে এই হুকুম আছে যে বারো মাসের পর যদি তাহার কোন দাওয়াদার উপস্থিত না হয় তবে জজ সাহেব তাহার এক তালিকা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইবেন এবং এই প্রকার যে সম্পত্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে আইসে তাহা তিনি জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।—১৮৩৭ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—৭২ পৃষ্ঠা।

২৯৫। বিলায়তী কোন গোরা লোক উইল না করিয়া মরিলে তাহারদের যে ধনের কোন দাওয়া না হয় তাহার বিষয়ে জজ সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারায় লেখা আছে। এক্ষণে আক্ট পার্লিমেন্টের বিধিক্রমে হুকুম করা যাইতেছে যে কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা মরিলে এবং তাহার কোন উইল না পাওয়া গেলে ঐ জজ সাহেবের উচিত যে তাহার বৃত্তান্ত সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্টর সাহেবকে জানান্ এবং যাবৎ ঐ সুপ্রিম কোর্ট হইতে লেটর্স অফ আড়মিনিষ্ট্রেসন না দেওয়া যায় অথবা যাবৎ উইল না পাওয়া যায় তাবৎ ঐ সম্পত্তি আপন দখলে সাবধানে রাখেন্। পরে ঐ কোর্টহইতে হুকুম হইলে তদনুসারে ঐ আদালতের রেজিষ্টর সাহেব কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রতি এই বিষয়ের ভার হয় তাঁহার জিম্মা করিয়া দেন্।—১৮০৬ সা। ১৫ আ। ৬ ধা।—৭২ পৃষ্ঠা।

২৯৬। যে ব্রিটনীয় প্রজারা উইল না করিয়া মরে কেবল তাহারদের সম্পত্তির বিষয়ে উক্ত ৬ ধারা খাটে এমত নহে বরং জজ সাহেবের উচিত যে তাঁহার এলাকার মধ্যে যে কোন ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা মরে তাহার সম্পত্তি হস্তগত করেন্। পরে উইল পাওয়া গেলে সেই উইলঅনুসারে যে ব্যক্তিকে সুপ্রিম কোর্টহইতে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাঁহার প্রতি সেই সম্পত্তি অর্পণ করেন্।—৯৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—৭২ পৃষ্ঠা।

২৯৭। যদি মৃত ব্যক্তির কোন উইল না পাওয়া যায় অথবা যদি কোন উইল না থাকে এবং যদ্যপি কোন দাওয়াদার অথবা অভিভাবক বা তৎস্থানীয় কোন বিশিষ্ট

মিত্র সেই সম্পত্তি আপন জিম্মায় লইতে এবং তাহার বিষয়ে দায়ী হইতে স্বীকৃত হয় তথাপি দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম আছে যে ঐ সম্পত্তি পাইবার অধিকারী কোন ব্যক্তি যাবৎ উপস্থিত না হয় তাবৎ সেই সম্পত্তি আদালতের জিম্মায় রাখেন্ এবং সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইলে সেই সম্পত্তি তাহাকে দেন্। এইরূপ কার্য্য জজ সাহেবের না করিলেই নয়।—৯৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—৭৩ পৃষ্ঠা।

৩৭ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি বিধান।

২৯৮। যদি কোন ভূম্যধিকারী উইল না করিয়া এবং আপনার সম্পত্তির বিষয়ে কোন নিয়ম না করিয়া মরে এবং তাহার উত্তরাধিকারী দুই কিম্বা ততোধিক জন থাকে এবং শরা ও শাস্ত্রের মতে সেই ভূমির বিভাগ তাহারদিগেরি অর্শে তবে তাহারা প্রত্যেকেই আপন২ অংশ পাইবেক।—১৭৯৩ সা। ১১ আ। ২ ধা।—৭৩ পৃষ্ঠা।

২৯৯। কোন ভূম্যধিকারী সরকারের আইন অথবা শাস্ত্র ও শরার বিরুদ্ধ না হয় এমত উত্তরাধিকারপত্র অর্থাৎ উইলের দ্বারা এবং লিখিত অন্য নিদর্শন কিম্বা বাচনিক ধার্য্যক্রমে আপনার অধিকার ভূমিতে অন্যান্য পুত্র ও উত্তরাধিকারির স্বত্ব রহিত করিয়া আপনার সমুদয় জমীদারী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অথবা কোন পুত্রকে অথবা দুই জন কিম্বা ততোধিক জনকে দান করিতে পারে। কিন্তু সেই উইল সাব্যস্ত করণের বিষয়ে আইনে যে২ হুকুম লেখা আছে সেই২ হুকুমানুসারে তাহা সাব্যস্ত করিতে হইবেক।—১৭৯৩ সা। ১১ আ। ৬ ধা।—৭৩ পৃষ্ঠা।

৩০০। জঙ্গল মহাল এবং অন্যান্য জিলায় দেশের রেওয়াজমতে ভূম্যধিকারী দান পত্র না করিয়া মরিলে তাহার সম্পত্তি এক জন উত্তরাধিকারিতে অর্শিবেক।—১৮০০ সা। ১০ আ। ২ ধা।—৭৪ পৃষ্ঠা।

৩০১। জমীদারীপ্রভৃতির উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্বের বিষয়ি মোকদ্দমা কোন জিলা বা শহরের আদালতে হইলে যদি সেই বিষয়ে একের অধিক ব্যক্তির দাওয়া থাকে এবং শরা বা শাস্ত্রের মতে তাহারদের অংশ পাইবার অধিকার থাকে তবে সেই অংশিদিগের যে অংশ প্রাপ্তব্য হয় তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না লিখিয়া দেওয়ানী আদালত ডিক্রী করিবেন না।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৩ ধা।—৭৪ পৃষ্ঠা।

৩০২। উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে যে নালিশ হয় তাহাতে সেই নালিশের হেতুর সম্পর্কে যত দাওয়া থাকে সেই সমুদায় দাওয়া এক কালে উপস্থিত করিতে হইবেক। অতএব কোন এক জমীদারী বা তালুক বা ভূমি সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারির যে পৈতৃক স্বত্ব থাকে কেবল তাহার বিষয়ে দাওয়া করিয়া অন্য জমীদারীর কোন অংশে তাঁহার যে স্বত্ব আছে তাহার বিষয়ে তৎপরে নালিশ করিতে পারে না।—১০৪০ নম্বরী আইনের অর্থ।—৭৪ পৃষ্ঠা।

৩০৩। উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়াদারেরদিগকে হাজির করিবার নিমিত্ত এত্তেলা জারী করিতে মুনসেফেরদের প্রতি যে হুকুম আছে সেইরূপ এত্তেলা জিলার জজ সাহেবের দের দিবার আবশ্যক নাই যেহেতুক ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার ৪ প্রকরণের বিধি কেবল মুনসেফেরদের বিষয়ে খাটে।—৭০৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—৭৪ পৃষ্ঠা।

৩০৪। উত্তরাধিকারিত্ব কিম্বা ওয়ারিসী দাওয়া অথবা কুলাচার ও ব্যবহারক্রমের বিবাহ ও নিকা কিম্বা জাত্যংশাদ্ধি বিষয়ক সমস্ত মোকদ্দমায় জজ সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে মুসলমানেরদের মোকদ্দমা শরার মতে ও হিন্দুরদের মোকদ্দমা শাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি করেন্। এবং ফতওয়া ও ব্যবস্থা দিবার কারণ মৌলবী ও পণ্ডিত আদালতে উপস্থিত থাকিবেন।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১৫ ধা।—৭৪ পৃষ্ঠা।

৩০৫। উত্তরাধিকারিত্ব এবং ওয়ারিসী দাওয়া ও কুলাচার ও বিবাহ ও অন্য জাত্যংশাদির যে মোকদ্দমা হিন্দু ও মুসলমান মতাবলম্বিরদের মধ্যে হয় তাহার উক্ত ১৫ ধারানুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৮ ধা।—৭৫ পৃষ্ঠা।

৩০৬। কিন্তু যে সময়ে ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধিক্রমে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় সেই সময়ে যে ব্যক্তি ঐ প্রকারে ধর্ম্মের মতাবলম্বী নিতান্ত আছে সেই প্রকার লোকভিন্ন অন্য কাহারো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না। যেহেতুক ঐ২ লোকদিগের স্বত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঐ২ হুকুম দেওয়া যায় এবং অন্যান্য লোকের স্বত্বহানির নিমিত্ত নহে। অতএব দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে উভয় পক্ষেরা যদি ভিন্ন২ মতাবলম্বী হয় তবে উক্ত ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধি না থাকিলে তাহারা যে২ সম্পত্তি পাইত সেই ধর্ম্মের বিধিক্রমে তাহারা সেই২ সম্পত্তিহইতে বেদখল হইবেক না। এই প্রকার সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ন্যায় ও ধর্ম্ম ও উত্তম বিবেচনানুসারে হইবেক। কিন্তু এই ধারার তাৎপর্য্য এমত নহে যে তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয় কি অন্যান্য দেশীয় ব্যবস্থা চালান যায়।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৯ ধা।—৭৫ পৃষ্ঠা।

৩০৭। শরা ও শাস্ত্রের বিধানের কিছু জিজ্ঞাস্য হইলে আদালতের জজ সাহেব তাহা কাজী ও পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করিবেন। এমত গতিকে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে বিষয়ে শরা ও শাস্ত্রের মত জানিবার আবশ্যক হয় তাহার এক কৈফিয়ৎ বিবরণ লিখিয়া ও দস্তখৎ করিয়া ঐ কাজী ও পণ্ডিতকে দেন্। কাজী ও পণ্ডিতেরদের মত লিখিবার স্থান তাহাতে থাকিবেক এবং তাঁহারা যে জওয়াব লেখেন্ তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং যে তারিখে সওয়াল ও জওয়াব হইয়াছিল তাহাও নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১৬ ধা।—৭৫ পৃষ্ঠা।

৩০৮। পণ্ডিত ও কাজীরা যে ব্যবস্থা ও ফতওয়া দেন্ তাহা জজ সাহেবেরা সঙ্গত জানিলে গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে ডিক্রী করিবেন। কিন্তু যদি নানা কারণপ্রযুক্ত তাঁহারদের ঐ ফতওয়া ও ব্যবস্থা অসঙ্গত বুঝা যায় তবে জজ সাহেবেরা উপরিস্থ আদালতের কাজী ও পণ্ডিতের স্থানে অন্য ফতওয়া ও ব্যবস্থা চাহিতে পারিবেন। এবং আদালতের পণ্ডিত ও মুফ্তীছাড়া অপর পণ্ডিত ও মুফ্তীগণের স্থানে ব্যবস্থা ও ফতওয়া তলব করণ ঐ সাহেবদিগের অকর্ত্তব্য। কিন্তু বাদী বা প্রতিবাদী আপন২ দাওয়া পুষ্ট করিবার জন্য যে ফতওয়া ও ব্যবস্থা দর্শায় তাহা ঐ সাহেবেরদের লইবার বাধা নাই বরং উচিত বুঝিলে তাহা সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচনার নিমিত্ত আপন২ আদালতের কাজী ও পণ্ডিতকে এবং সদর দেওয়নী আদালতের কাজী ও পণ্ডিতেরদিগকে দেখান্।—১৭৯৮ সা। ২ আ। ৪ ধা।—৭৬ পৃষ্ঠা।

৩০৯। সদর আদালতে যে মোকদ্দমার আপীল হয় সেই মোকদ্দমাছাড়া অন্য যে সকল সওয়াল নানা আদালতের পণ্ডিত ও কাজীর নিকটে দেওয়া যায় তাহাতে তাঁহারা যে ফতওয়া ও ব্যবস্থা দেন্ তাহার নকল সদর আদালতে পাঠাইতে হইবেক।—১৮১৩ সালের ১১ মার্চের সরকুলর অর্ডর।—৭৬ পৃষ্ঠা।

৩১০। সদর আদালতে বিশেষ জিজ্ঞাসা করাতে ঐ আদালত বিধান করিলেন যে কোন বংশ যে পরগনাতে বাস করে সেই পরগনার মধ্যে চলন থাকা হিন্দুশাস্ত্র যদি সেই বংশের মধ্যে অদ্যোপান্তের ব্যবহারের বিরুদ্ধ না হয় তবে সেই শাস্ত্রানুসারে সেই বিষয়ের উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবেক নতুবা ঐ আদ্যোপান্তের ব্যবহারানুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। কিন্তু কোন বংশের মধ্যে বিরোধ হইলে সেই বংশের নিবাস স্থানে যে ব্যবহার চলন আছে সেই ব্যবহারমতে সেই প্রকার বিরোধের নিয়ত নিষ্পত্তি করিতে হইবেক এমত নহে।—১০০৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—৭৬ পৃষ্ঠা।

৩৮ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায়রূপে দখল নিবারণের আইন।

৩১১। ১৮৪১ সালের ১৯ আইন করিবার হেতু।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১ ধা। ৭৭ পৃষ্ঠা।

৩১২। যখন কোন ব্যক্তি স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু রাখিয়া মরে তখন যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারী বলিয়া ঐ বস্তুর দাওয়া করে সেই ব্যক্তি অন্য কেহ তাহা দখলকরণের পর কিম্বা বলপূর্ব্বক তাহা দখল করণের সংশয় হইলে জিলার জজ সাহেবের নিকটে প্রতিকারের দরখাস্ত করিতে পারে।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১ ধা।—৭৭ পৃষ্ঠা।

৩১৩। কোন মোখ্তারকার কিম্বা কুটুম্ব অথবা আত্মীয় সেইরূপ দরখাস্ত করিতে পারে এবং ঐ বস্তুর উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্ত্ব যদি কোন নাবালক অথবা অযোগ্য কি অনুপস্থিত ব্যক্তির অর্শিয়াছে তবে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরদের সেই বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব থাকিলে তাঁহারা সেইরূপ দরখাস্ত করিতে পারেন্।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ২ ধা।—৭৭ পৃষ্ঠা।

৩১৪। যে জজ সাহেবের নিকটে এইরূপ দরখাস্ত হয় তাঁহার উচিত যে সম্পত্তির দখীলকার ব্যক্তি অথবা বলপূর্ব্বক তাহা লইবার উদ্যোগকারি ব্যক্তির তাহাতে যথার্থ স্বত্ত্ব আছে কি না ইহার তদারক করেন্ এবং যে ব্যক্তি দরখাস্ত করে অথবা যে ব্যক্তির পক্ষে দরখাস্ত হয় সেই ব্যক্তির তাহাতে স্বত্ত্ব আছে কি না এবং জাবেতামত মোকদ্দমাকরণের সামান্য উপায়মাত্র তাহার থাকিলে তাহার অতিক্ষতির সম্ভাবনা কি না এবং ঐ দরখাস্ত প্রকৃতপ্রস্তাবে করা গিয়াছে কি না এই সকল বিষয়ের তদারক করেন্।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৩ ধা।—৭৭ পৃষ্ঠা।

৩১৫। ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের ৩ ধারার বিধির বিষয়ে বিধান হইল যে ঐ আইনে যে প্রতিজ্ঞাকরণের হুকুম আছে তাহা দরখাস্তকারির স্বয়ং উপস্থিত হইয়া করিতে হইবেক এবং ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞা কোন মোখ্তারের দ্বারা করা যাইতে পারে না।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির আইনের অর্থ।—৭৮ পৃষ্ঠা।

৩১৬। যদি জজ সাহেবের এমত অতিদৃঢ় প্রত্যয় হয় যে এইরূপ প্রবল কারণ আছে তবে যে ব্যক্তির নামে নালিশ হইল তাহাকে তলব করিবেন এবং ঐ সম্পত্তি কাহারো দখলে নাই কিম্বা তাহার দখলের বিষয়ে বিরোধ আছে এই বিষয় ঘোষণা করিবেন এবং উপযুক্ত মিয়াদ গত হইলে পর দখলের স্বত্ত্বের বিষয়ের সরাসরী নিষ্পত্তি করিয়া তদনুসারে দখল দেওয়াইবেন। কিন্তু পশ্চাৎ লিখিতমতে সেই বিষয়ে জাবেতামত নালিশ হইতে পারে। এবং তহকীক করা সারা হইলে বা না হইলে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত গুজরাণ গেলে তিনি ঐ বস্তুর এক তালিকা লিখিবার নিমিত্ত এবং মোহরকরণের দ্বারা অথবা প্রকারান্তরে তাহা নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত এক জন আমলাকে নিযুক্ত করিতে পারেন্।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৪ ধা।—৭৮ পৃষ্ঠা।

৩১৭। উক্ত প্রকার দরখাস্ত ও তজবীজের পর যদি এমত দৃষ্ট হয় যে সরাসরী তজবীজ সমাপ্ত হওনের পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তির অপহরণ কিম্বা ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা আছে এবং দখীলকার ব্যক্তির স্থানে জামিন লওনের বিলম্বহওয়াতে কিম্বা ঐ জামিন অপ্রচুর হওনেতে বেদখলহওয়া ব্যক্তি তাহার মালিক হইলে তাহার অনেক ক্ষতি হইতে পারে তবে জজ সাহেব এক বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং তাহারদিগকে পশ্চাৎ লিখিত ক্ষমতা দিতে পারেন্ এবং তাহারদের স্ব২ সনদের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদপর্য্যন্ত তাহারদের ক্ষমতা থাকিবেক এবং সরাসরী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে এবং সেই নিষ্পত্তিক্রমে বস্তুর দখলের বিষয় নিরূপণ হইলে তাহারদের ক্ষমতার শেষ হইবেক। কিন্তু ভূমি সম্পত্তি হইলে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবকে অথবা তাঁহার আমলাকে

সম্পত্তিরক্ষকের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্। এবং কোন সম্পত্তিরক্ষক এইরূপে নিযুক্ত হইলে তাহার রীতিমত ঘোষণা করিতে হইবেক।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৫ ধা।—৭৮ পৃষ্ঠা।

৩১৮। জজ সাহেব ঐ সম্পত্তিরক্ষককে সাধারণরূপে অথবা দখীলকার ব্যক্তি জামিন না দেওয়াপর্য্যন্ত অথবা সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ বস্তু আপন দখলে রাখিতে হুকুম দিতে পারেন্ অথবা ঐ বস্তুর দখীলকার ব্যক্তি তাহা অপহরণ বা নষ্ট না করে এতদর্থে ঐ সম্পত্তিরক্ষকের জিম্মায় সেই বস্তু রাখিতে পারেন্। দখীলকার ব্যক্তি জামিন দিলে জজ সাহেব ঐ বস্তু তাহার দখলে রাখিতে অনুমতি দিতে পারেন্ বা না পারেন্। সেইরূপ অনুমতি দিলে বস্তুর তালিকা প্রস্তুত করণের বিষয়ে অথবা দলীল দস্তাবেজ কি অন্য দ্রব্য নির্ব্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ে জজ সাহেব যে হুকুম দেন্ তাহা ঐ ব্যক্তি প্রতিপালন করিবেক।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৬ ধা।—৭৯ পৃষ্ঠা।

৩১৯। সম্পত্তিরক্ষক অর্পণহওয়া কর্ম্ম বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে এবং পশ্চাৎ লিখিতমতে স্ববোধরূপে তাহার হিসাব দেওনের বিষয়ে জজ সাহেব তাহার স্থানে জামিন লইবেন এবং ঐ সম্পত্তিহইতে তাহার মেহনতানা দেওয়াইবেন তাহা স্থাবর সম্পত্তির শতকরা ৫ টাকার অধিক হইবেক না এবং অস্থাবর সম্পত্তি হইলে তাহার বার্ষিক উৎপন্নের শতকরা ৫ টাকার অধিক হইবেক না। এবং অবশিষ্ট যত টাকা ঐ সম্পত্তিরক্ষক আদায় করে তাহা আদালতে দাখিল করিবেক এবং সরাসরী মোকদ্দমার নিষ্পত্তিমুখে ঐ সম্পত্তিতে যে ব্যক্তিরদের স্বত্ব নির্ণয় হয় তাহারদের উপকারের নিমিত্ত ঐ টাকা লইয়া কোম্পানির প্রোমিসরি নোট ক্রয় হইবেক। কিন্তু যদ্যপি সম্পত্তিরক্ষকের স্থানে নিয়ত অতিত্বরায় জামিন লইতে হইবেক এবং যে সকল কর্ম্মেতে ঐ সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত হয় সেই সকল কর্ম্মের বিষয়ে সাধ্যপর্য্যন্ত জামিন লওয়া যাইবেক তথাপি জামিন লওনের বিলম্ব হইলে সম্পত্তিরক্ষককে ঐ কর্ম্মের ভারার্পণের বিলম্ব করিতে হইবেক না।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৭ ধা।—৭৯ পৃষ্ঠা।

৩২০। যদি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সকর ভূমি হয় তবে দখীলকার ব্যক্তিকে তলব করণের এবং সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করণের এবং কোন্ ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্তকরা বিহিত হয় তাহার বিষয়ে জজ সাহেব নিয়ত কালেক্টর সাহেবের স্থানে রিপোর্ট চাহিবেন এবং সেইরূপ রিপোর্ট দিতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি হুকুম হইল। যদি অত্যাবশ্যক হয় তবে জজ সাহেব সেই রিপোর্ট না পাইয়া কার্য্য করিতে পারেন্ এবং সেইরূপ রিপোর্ট পাইলেও তাহার অনুযায়ি কার্য্য না করিলে নয় এমত নহে কিন্তু যদি তিনি ঐ রিপোর্ট না মানিয়া কর্ম্ম করেন্ তবে তাহা না মাননের কারণ সদর আদালতে জানাইবেন এবং সদর আদালতের সাহেবেরা যদি ঐ কারণে সম্মত না হন্ তবে কালেক্টর সাহেবের রিপোর্টঅনুযায়ি কার্য্য করিতে জজ সাহেবকে হুকুম দিতে পারেন্।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৮ ধা।—৭৯ পৃষ্ঠা।

৩২১। মোকদ্দমা উপস্থিত ও তাহার জওয়াব করণের বিষয়ে ঐ সম্পত্তিরক্ষক জিলার জজ সাহেবের হুকুমানুসারে কার্য্য করিবেক। কিন্তু সম্পত্তিরক্ষককে পাওনা টাকা ও খাজানা আদায় করণের বিশেষ ক্ষমতা তাহার সনদের মধ্যে দেওনের আবশ্যক আছে সেই ক্ষমতা পাইলে ঐ সম্পত্তিরক্ষক আদায়হওয়া টাকার সম্পূর্ণ রসীদ দিতে পারে।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৯ ধা।—৮০ পৃষ্ঠা।

৩২২। সম্পত্তিরক্ষকের জিম্মায় সম্পত্তি থাকনের সময়ে ঐ সম্পত্তিতে যে ব্যক্তিরদের অধিকার আছে বোধ হয় তাহারদিগকে যে২ খরচ আবশ্যক বোধ হয় তাহা জজ সাহেব দেওয়াইবেন এবং তাহারদের স্থানে এমত জামিন লইবেন যে সরাসরী নিষ্পত্তিক্রমে তাহারদের অধিকার সাব্যস্ত না হইলে তাহারা সেই টাকা ফিরিয়া দিবেক।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১০ ধা।—৮০ পৃষ্ঠা।

৩২৩। সম্পত্তিরক্ষক প্রতিমাসে এবং তিন২ মাসান্তরে সম্পত্তির হিসাব দাখিল করিবেক

এবং সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দেওনের সময়ে আপনার কার্য্যের সবিশেষ হিসাব দাখিল করিবেক।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১১ ধা।—৮০ পৃষ্ঠা।

৩২৪। ঐ সম্পত্তিরক্ষকের হিসাব যে কেহ চাহে দেখিতে পারিবেক এবং সম্পত্তিরক্ষকের জমা খরচের হিসাবের এক নকল রাখিবার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তিসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি কোন কাহাকে নিযুক্ত করিতে পারে। এবং সম্পত্তিরক্ষকের হিসাব যদি বাকী পড়ে অথবা তাহা অসঙ্গত হয় বা অসম্পূর্ণ হয় বা জজ সাহেব তাহার তলব করিলে তাহা প্রস্তুত না থাকে তবে এমত প্রত্যেক কসুরের বিষয়ে ঐ সম্পত্তিরক্ষকের ১০০০৲ টাকা জরীমানা হইবেক।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১২ ধা।—৮০ পৃষ্ঠা।

৩২৫। যদ্যপি জজ সাহেব সমস্ত সম্পত্তির নিমিত্ত এক জন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করেন্ তবে অন্য কোন জিলার জজ সাহেব অন্য সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্ না। কিন্তু যদি সম্পত্তিরক্ষক সম্পত্তির কেবল কতক অংশের নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়া থাকে তবে অন্য জিলার জজ সাহেব অবশিষ্ট সম্পত্তির নিমিত্ত অন্য সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্। যে সম্পত্তির বিষয়ে এই আইনক্রমে সরাসরী মোকদ্দমা কোন জজ সাহেবের নিকটে পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছে সেই সম্পত্তির বিষয়ে অন্য কোন জজ সাহেব সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে অথবা সরাসরী মোকদ্দমা শুনিতে পারেন্ না। যদি সম্পত্তির নানা অংশের বিষয়ে ভিন্ন২ জজ সাহেবেরা দুই বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিয়া থাকেন্ তবে সমস্ত সম্পত্তির বিষয়ে সদর আদালত এক জন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৩ ধা।—৮০ পৃষ্ঠা।

৩২৬। যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকারিত্বের শক্তিক্রমে দাওয়া হয় তাহার মরণের পর ছয় মাসের মধ্যে যদি জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত না করা যায় তবে এই আইনানুসারে কার্য্য হইবেক না।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৪ ধা।—৮১ পৃষ্ঠা।

৩২৭। সরকারের সহিত যে কোন বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তাহা এই আইনের শব্দানুসারে উল্লঙ্ঘন করা যাইবেক না। মৃত ব্যক্তি আপনার সম্পত্তির বিষয়ে আইনসিদ্ধ যে নিয়ম করিয়া থাকে তাহার বিরুদ্ধে এই আইন বলবৎ হইবেক না। সেইরূপ নিয়ম থাকনের বিষয় জজ সাহেব নিশ্চয় অবগত হইলে তাহার অনুসারে কার্য্য করিবেন।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা।—৮১ পৃষ্ঠা।

৩২৮। কোর্ট ওয়ার্ডসের দখলের বিঘ্ন জন্মাইবার নিমিত্ত এই আইন প্রবল হইবেক না। যে ব্যক্তির পক্ষে দরখাস্ত করা যায় সেই ব্যক্তি যদি নাবালক অথবা অন্যপ্রকার অযোগ্য ব্যক্তি হয় এবং তাহার সম্পত্তি যদি কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীনে থাকে তবে জজ সাহেব সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে নিশ্চয় করিলে ঐ কোর্ট ওয়ার্ডসকে সম্পত্তিরক্ষকতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাঁহারদের স্থানে জামিন তলব করিবেন না। যদি সরাসরী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির দ্বারা দৃষ্ট হয় যে ঐ নাবালক অথবা অন্য অযোগ্য ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির নিতান্ত অধিকারী তবে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়ান যাইবেক।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৬ ধা।—৮১ পৃষ্ঠা।

৩২৯। কিন্তু এই আইনের এমত তাৎপর্য্য নহে যে যে ব্যক্তির দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছিল অথবা যে ব্যক্তি বেদখল হইয়াছিল তাহার প্রতি জাবেতামত নালিশ করিতে নিষেধ আছে।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৭ ধা।—৮১ পৃষ্ঠা।

৩৩০। সরাসরী মোকদ্দমায় জজ সাহেবের নিষ্পত্তির দ্বারা কেবল সেই সম্পত্তির দখলের বিষয় নির্ণয় হইবেক কিন্তু সেই দখলের বিষয়ে তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক এবং তাহার উপর কোন আপীল হইতে পারিবেক না।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৮ ধা।—৮১ পৃষ্ঠা।

৩৩১। প্রত্যেক রাজধানীর গবর্ণমেন্ট কোন এক বা ততোধিক জিলার নিমিত্ত সাধারণ সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং যে সকল স্থলে জজ সাহেব আ-

পনার বিবেচনামতে সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্ সেই২ স্থলে তিনি ঐ সাধারণ সম্পত্তিরক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিবেন।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৯ ধা।—৮১ পৃষ্ঠা।

৩৩২। যদ্যপি কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের প্রকৃত এলাকার মধ্যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া মরে এবং ঐ সম্পত্তিতে কোন্ ব্যক্তির স্বত্ব আছে ইহা নির্ণয় করিতে২ ঐ সম্পত্তির অপচয় বা ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা হয় তবে আদালতের জজ সাহেব এক্লিসিয়াষ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবকে অথবা এক বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে সেই সম্পত্তি সংগ্রহ করিতে এবং আদালতের হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত তাহা আপন জিম্মায় রাখিতে হুকুম করিতে পারেন্।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ২০ ধা।—৮২ পৃষ্ঠা।

৩৩৩। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের বিধির সম্পর্কীয় কোন বিষয় উপস্থিত হইলে নীচের লিখিত পাঠানুসারে ব্যবহার করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—৮২ পৃষ্ঠা।

৩৩৪। সম্পত্তিরক্ষকের একরারনামার পাঠ।—৮২ পৃষ্ঠা।

৩৩৫। জামিনী পত্রের পাঠ।—৮২ পৃষ্ঠা।

৩৩৬। সনদের পাঠ।—৮৩ পৃষ্ঠা।

৩৯ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকার আদায় সুগমকরণের নিমিত্ত এবং মৃত ব্যক্তিরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদিগকে যাহারা আপন২ কর্জা টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাহারদের বেঝুঁকী হওনের নিমিত্ত বিধি।

৩৩৭। ১৮৪১ সালের ২০ আইনের হেতুবাদ।—৮৪ পৃষ্ঠা।

৩৩৮। যদ্যপি আদালতের বিচারে এমত বোধ না হয় যে পাওনা টাকা লইবার অধিকারী কে এই বিষয়ে উপযুক্ত সন্দেহ হওয়াতে দেনদার আপনার দেনা বাকী রাখিতেছে এবং চাতুরীপ্রযুক্ত বাকী রাখে নাই তবে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির স্বত্বের দাওয়া যে ব্যক্তি করে সেই ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিতমতে প্রাপ্ত সর্টিফিকট অথবা প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন না দেখাইলে মৃত ব্যক্তির দেনদারের দেনা তাহাকে দিতে কোন আদালত হুকুম করিবেন না।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১ ধা।—৮৪ পৃষ্ঠা।

৩৩৯। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ যে কোন জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে পাওয়া যায় ঐ জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেব সর্টিফিকট দিতে পারেন্। দরখাস্তকরণিয়ার যে প্রকার অধিকার থাকে তাহা সে ব্যক্তি আপন দরখাস্তে লিখিবেক। জজ সাহেব ঐ দরখাস্ত পাওনের এত্তেলা দিবেন এবং দাওয়াদারদিগকে আহ্বান করিবেন এবং দরখাস্ত শুনিবার নিমিত্ত এক দিন নিরূপণ করিবেন এবং সর্টিফিকট পাইবার অধিকার কাহার ইহা নিশ্চয় করিয়া সর্টিফিকট দিবেন।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ২ ধা।—৮৪ পৃষ্ঠা।

৩৪০। প্রথম। উক্ত আইনের ২ ধারানুসারে সর্টিফিকটের দরখাস্ত জিলা অথবা প্রদেশের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে দিতে হুকুম আছে এইপ্রযুক্ত ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B তফসীলের ৭ ধারার নির্দ্ধারিত মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।

দ্বিতীয়। গবর্ণমেন্ট আদালতের কার্য্যের নিমিত্তে যে ভাষা নিরূপণ করিয়াছেন অর্থাৎ দেশীয় ভাষা তাহাতে দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। তাহা হইলে ঐ দরখাস্তের আপত্তিকারকেরা আপেলান্টের দাওয়ার মর্ম্ম বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়া তাহার জওয়াব দিতে পারিবেক যেহেতুক তাহারা প্রায়ই ঐ ভাষা উত্তমরূপে জ্ঞাত আছে কিন্তু কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ঐ দরখাস্তের সঙ্গে ইঙ্গরেজী ভাষার এক তরজমা দিতে পারে।

তৃতীয়। ১৮৪১ সালের ২০ আইনে অথবা অন্য কোন আইনে এইমত স্পষ্টতঃ অথবা

ভাবের দ্বারা হুকুম নাই যে প্রতিনিধি হওনের সর্টিফিকট ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক অতএব তাহা শাদা কাগজে দিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির আইনের অর্থ।—৮৪ পৃষ্ঠা।

৩৪১। যে ব্যক্তি সর্টিফিকট পায় সেই ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সমস্ত দেনদারের স্থানে টাকার দাওয়া করিতে পারে এবং ঐ সর্টিফিকট প্রাপ্ত ব্যক্তিকে দেনদারেরা আপনারদের দেনার টাকা দিলে তাহারদের উপর আর কিছু দাওয়া থাকিবেক না।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৩ ধা।—৮৫ পৃষ্ঠা।

৩৪২। জিলা কিম্বা প্রদেশের জজ সাহেব যে ব্যক্তিকে সর্টিফিকট দেন্ তাহার আদায় করা টাকার হিসাব দাখিলকরণের বিষয়ে এবং সর্টিফিকটক্রমে আদায় হওয়া টাকা যে ব্যক্তিরদের পাইবার অধিকার আছে তাহারদিগকে তাহা দিবার বিষয়ে তাহার স্থানে মাতবর জামিন লইবেন। এবং সর্টিফিকট প্রাপ্ত ব্যক্তির স্থানে ঐ টাকা পাইবার নিমিত্ত জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে ঐ টাকার অধিকারির যে ক্ষমতা আছে তাহা এই আইনের দ্বারা লোপ হইবেক না।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৪ ধা।—৮৫ পৃষ্ঠা।

৩৪৩। সদর দেওয়ানী আদালতের নিকটে আপীল হইলে ঐ আদালতের জজ সাহেব সর্টিফিকট দেওয়া স্থগিত করিতে পারেন্ এবং যে ব্যক্তিকে সর্টিফিকট দিতে হইবেক তাহা ঐ সদর আদালত নির্ণয় করিতে পারেন্ অথবা তাহার বিষয়ে আর অনুসন্ধান করিতে হুকুম দিতে পারেন্। জজ সাহেব যে সর্টিফিকট দিয়াছিলেন তাহা সদর দেওয়ানী আদালত রহিত করিয়া নূতন সর্টিফিকট দিতে পারেন্ কিন্তু যাহাকে প্রথম সর্টিফিকট দেওয়া গিয়াছিল সেই ব্যক্তি তাহা বাতিলহওনের সম্বাদ পাইবার পূর্ব্বে যে টাকা আদায় করিয়া থাকে তাহার বাবৎ ঐ নূতন সর্টিফিকটের দ্বারা পুনর্ব্বার দাওয়া হইতে পারিবেক না। এবং প্রথম সর্টিফিকট প্রাপ্ত ব্যক্তি যে টাকা আদায় করিয়াছিল তাহা তাহার স্থানে দাওয়া করিতে দ্বিতীয় সর্টিফিকট প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৫ ধা।—৮৫ পৃষ্ঠা।

৩৪৪। যে রাজধানীর মধ্যে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহার সকল স্থানে সর্টিফিকট প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ সর্টিফিকটের দ্বারা ক্ষমতাপন্ন হইবেক এবং সেই সম্পত্তির বিষয়ে তাহার পরে যে কোন সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহা নীচের লিখিত গতিকভিন্ন প্রবল হইবেক না।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৬ ধা।—৮৫ পৃষ্ঠা।

৩৪৫। সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ব্যাঙ্ক সেয়রের ডিবিডেণ্ড ও কোম্পানির কাগজের সুদ আদায় করিতে এবং ঐ স্যার ও ঐ কাগজ ক্রয় বিক্রয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঐ প্রকার ক্ষমতা সেই সর্টিফিকটের মধ্যে বিশেষরূপে লিখিতে হইবেক।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৭ ধা।—৮৫ পৃষ্ঠা।

৩৪৬। যে স্থলে পূর্ব্বে সর্টিফিকট না দেওয়া গেলে পরের দেওয়া সর্টিফিট সিদ্ধ হইত এমত স্থলে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে যে ব্যক্তি পূর্ব্বের দেওয়া সর্টিফিকটের বিষয় না জানিয়া পরের দেওয়া সর্টিফিকট প্রাপ্ত ব্যক্তিকে টাকা দেয় ঐ টাকার বিষয়ে পূর্ব্বের সর্টিফিকটের দ্বারা তাহার উপর কোন দাওয়া হইতে পারিবেক না।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৮ ধা।—৮৬ পৃষ্ঠা।

৩৪৭। ব্রিটনীয় প্রজাভিন্ন অন্য মৃত ব্যক্তির বস্তুর বিষয়ে হুকুম হইল যে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনদেওনিয়া আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণ সময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল তবে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া গেলে পর যদি ঐ সম্পত্তির বিষয়ে কোন সর্টিফিকট দেওয়া যায় তবে তাহা সিদ্ধ হইবেক না।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৯ ধা।—৮৬ পৃষ্ঠা।

৩৪৮। যে স্থলে পূর্ব্বে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন না দেওয়া গেলে সর্টিফিকট সিদ্ধ হইত সেই স্থলে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ

আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া যাওনের বিষয় অবগত না হইয়া যে কেহ সর্টিফিকট প্রাপ্ত ব্যক্তি-কে টাকা দেয় ঐ টাকার বিষয়ে পূর্ব্বের দেওয়া প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রে-সনের দ্বারা তাহার উপর আর দাওয়া হইতে পারিবেক না।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১০ ধা।—৮৬ পৃষ্ঠা।

৩৪৯। সর্টিফিকটদেওনিয়া আদালতের এলাকার মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল তবে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে পর যদি সেই সম্পত্তির বিষয়ে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া যায় তবে ঐ প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনি-ষ্ট্রেসনের শক্তিতে মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায় হইতে পারিবেক না এবং দেনদারেরা তাহা দিলে বেঝুঁকী হইবেক না।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১১ ধা।—৮৬ পৃষ্ঠা।

৩৫০। যে স্থলে পূর্ব্বে সর্টিফিকট না দেওয়া গেলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আড-মিনিষ্ট্রেসন সিদ্ধ হইত সেই স্থলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া গেলে সর্টিফিকট দেওয়া যাওনবিষয় অবগত না হইয়া যে ব্যক্তি টাকা দেয় তাহার উপর ঐ সর্টিফিকটের দ্বারা ঐ টাকার বিষয়ে আর দাওয়া হইতে পারিবেক না।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১২ ধা।—৮৬ পৃষ্ঠা।

৩৫১। এবং যেহেতুক মৃত ব্যক্তিরদের অসি এবং আডমিনিষ্ট্রেটরের যে কতক২ ক্ষমতা এই আইনক্রমে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদিগকে অর্পণ হইয়াছে সেই২ ক্ষমতা ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের মতে সম্পত্তিরক্ষককে অর্পণ হইতে পারে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সর্টিফিকট অথবা প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন নিতান্ত দেওয়া গেলে ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির অথবা অসির কি আডমিনিষ্ট্রেটরেরদের ঐ আইন জারী না হইলে যে ক্ষমতা হইত সেই ক্ষমতানুসারে উক্ত আইনের দ্বারা নিযুক্ত সম্পত্তিরক্ষকেরা কার্য্য করিতে পারিবেক না। কিন্তু জজ সাহেব যে সম্পত্তিরক্ষককে পাওনা টাকা কিম্বা খাজানা আদায় করিতে ক্ষমতা দেন্ তাহাকে যে সকল লোক ঐ পাওনা টাকা অথবা খাজানা দেয় তাহারা বেঝুঁকী থাকিবেক এবং যে ব্যক্তি সর্টিফিকট পা-ইয়াছে তাহাকে কিম্বা অসিকে অথবা আডমিনিষ্ট্রেটরকে সম্পত্তিরক্ষক আপনার আদায় করা টাকা দিবার বিষয়ে দায়ী হইবেক।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১৩ ধা।—৮৭ পৃষ্ঠা।

৩৫২। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনদে-ওনিয়া যে আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঐ আদালতের দেওয়া প্রোবেটইত্যাদি ব্রিটনীয় প্রজার সম্পত্তির বিষয়ে দেওয়া প্রোবেটইত্যাদির তুল্য বলবৎ হইবেক কিন্তু কেবল পাওনা টাকা আদায়ের নিমিত্ত এবং কর্জ পরিশোধকরণিয়া দেনদারেরদের বেঝুঁকী হইবার নিমিত্ত দেওয়া যাইবেক। কিন্তু এই আইনে যেপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা বর্জিত থাকিল।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১৪ ধা।—৮৭ পৃষ্ঠা।

৩৫৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি সামান্যতঃ ব্রিটনীয় প্রজারূপে বিখ্যাত এমত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর এই আইনের কোন বিধি খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক না।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১৫ ধা।—৮৭ পৃষ্ঠা।

৩৫৪। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮৪১ সালের ২০ আই-নের বিধির সম্পর্কে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে নীচের লিখিত পাঠানুসারে ব্যবহার করিতে হইবেক।—৮৭ পৃষ্ঠা।

৩৫৫। উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকা আদায়করণের নিমিত্তে যে ব্যক্তিকে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহার একরারনামার পাঠ।—৮৭ পৃষ্ঠা।

৩৫৬। জামিনী পত্রের পাঠ।—৮৭ পৃষ্ঠা।

৩৫৭। সর্টিফিকটের পাঠ।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—৮৮ পৃষ্ঠা।

৪০ ধারা।

আইনের মুল নিয়ম। উন্মাদ ব্যক্তিরা।

৩৫৮। উন্মাদ ব্যক্তির সম্পত্তি কেবল অস্থাবর বিষয় লইয়া হইতে পারে অতএব দেওয়ানী আদালতের তাহাতে হাতদেওনের কোন আইন নাহি।—১৮৪১ সালের ৫ নবেম্বরের আইনের অর্থ।—৮৮ পৃষ্ঠা।

৪১ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। পোতা ধন।

৩৫৯। ১৮১৭ সালের ৫ আইনের হেতুবাদ।—৮৮ পৃষ্ঠা।

৩৬০[১]। যদি সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখা কি অন্য প্রকারে গোপনে রাখা আশরফী কি টাকাইত্যাদি কি সোণা রুপার মুদ্রা কিম্বা মুদ্রাভিন্ন সোণা কি রুপা অথবা মণি মুক্তা প্রবালাদি রত্ন কিম্বা উত্তম২ বস্তু পাওয়া যায় এবং ইশতিহার প্রকাশহওনের পর তাহার মালিক না মিলে তবে সেই পোতা ধনের মূল্য কি সংখ্যা সিক্কা এক লক্ষ টাকাহইতে অধিক না হইলে এবং তাহা পাওনিয়া ব্যক্তি এই আইনের নিরুপিতমত কার্য্য করিলে সেই ধন সেই ব্যক্তিরদেরি হইবেক।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ২ ধা।—৮৯ পৃষ্ঠা।

৩৬০[২]। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কোন প্রকার পোতা ধন পায় তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার জজ সাহেবকে দেয় এবং সেই ধন তাহার ঠিকঠাক তফসীলের ফর্দ্দের সহিত ঐ জিলার আদালতে আমানৎ রাখে।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৩ ধা।—৮৯ পৃষ্ঠা।

৩৬১। ঐ ধন আমানৎ হইলে জজ সাহেব তাহা তফসীলের ফর্দ্দের সহিত মিলাইয়া এক রসীদ দিবেন এবং তৎপরে দেশের চলন ভাষাতে এই মজমুনে এক ইশতিহারনামা আপনার এবং কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে লটকাইয়া দিবেন যে যে কেহ ঐ ধন পাইবার দাওয়া রাখে তাহার উচিত যে স্বয়ং কিম্বা তাহার উকীল ইশতিহারনামার তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে হাজির হইয়া আপন দাওয়া সাবুদ করে।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৪ ধা।—৮৯ পৃষ্ঠা।

৩৬২। এইমত ইশতিহার প্রকাশ হইলে যদি সেই ধনে সরকারের অধিকার হওনের দাওয়া করা কর্ত্তব্য বোধ হয় তবে কালেক্টর সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে সরকারের তরফে দাওয়া করিবেন। এবং ইশতিহারনামার নিরুপিত মিয়াদের মধ্যে যদি ঐ ধনের বাবৎ কালেক্টর সাহেব কিম্বা কোন প্রজা দাওয়া করে তবে জজ সাহেব তাহার সরাসরী তজবীজ করিবেন এবং যদি কাহারো দাওয়া সাবুদ হয় তবে সেই দাওয়াদারের পক্ষে ডিক্রী করিবেন। এবং যে ব্যক্তি ধন পাইয়া থাকে তাহার যাহা খরচখরচা হইয়া থাকে তাহা এবং তাহার উপযুক্ত ইনাম তাহাকে দেওয়াইবেন।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৫ ধা।—৮৯ পৃষ্ঠা।

৩৬৩। যদি ইশতিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে সরকারের কি অন্য দাওয়াদারের তরফহইতে কোন দাওয়া দরপেশ না হয় অথবা দরপেশ হইলে তাহা যদি সাবুদ না হয় তবে যে ব্যক্তি ঐ ধন পাইয়া আদালতে আমানৎ রাখিয়া থাকে সেই ধনের মূল্যের সংখ্যা এক লক্ষ টাকার অধিক না হইলে তাহা তাহাকে দেওয়া যাইবেক কিন্তু এই আইনের হুকুমমতে কার্য্য করণেতে যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহা বাদে টাকা দেওয়া যাইবেক।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৬ ধা।—৯০ পৃষ্ঠা।

৩৬৪। যদি এক সময়ে ও এক স্থানে পাওয়া পোতা ধনের সংখ্যা এক লক্ষ টাকার অধিক হয় এবং তাহার উপর কোন প্রকার দাওয়া না হয় বা সাবুদ না হয় তবে যে ব্যক্তি তাহা পাইয়া আমানৎ রাখিয়াছিল তাহাকে এক লক্ষ টাকা দিবার হুকুম হইবেক তাহা-হইতে অধিক যত টাকা হয় তাহা সরকারের থাকিবেক।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৭ ধা।—৯০ পৃষ্ঠা।

৩৬৫। যদি কোন ব্যক্তি ঐ পোতা ধন পাইয়া এক মাসের মধ্যে এই আইনের লিখিতমতে কার্য্য না করে তবে সেই ধনেতে সেই ব্যক্তির কিছু স্বত্ব ও অধিকার হইবেক না এবং তাহাতে তাহার যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহা এবং এই আইনের লিখিত ইনাম কি বকশীশ সেই ব্যক্তি পাইবেক না। যে ব্যক্তি ঐ ধনের বিষয়ে আপনার দাওয়া সরাসরী বিচারক্রমে সাবুদ করিতে পারে তাহাকে তাহা দেওয়ান যাইবেক এবং কাহারো দাওয়া সাবুদ না হইলে সরকারী উকীল দাওয়া দরপেশ করিলে তাহা সরকারকে অর্পণ হইবেক।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৮ ধা।—৯০ পৃষ্ঠা।

৩৬৬। এইরূপ যে সরাসরী নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৯ ধা।—৯০ পৃষ্ঠা।

৩৬৭। প্রবিন্স্যল আদালতে এমত মোকদ্দমার আপীল হইলে ঐ আদালতের দুই জন জজ সাহেব যাহা নিষ্পত্তি করেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু যদি সদর দেওয়ানী আদা-লত ঐ ডিক্রী দেখিয়া কিম্বা মোকদ্দমার মোতালক কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া খাস আপীল গ্রাহ্য করিতে উচিত বোধ করেন্ তবে খাস আপীল লইতে পারেন্।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ১০ ধা।—৯০ পৃষ্ঠা।

৪২ ধারা।

আদালতের দ্বারা মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করণ।

৩৬৮। হিসাবী ও সরাকতী ও কর্জা ও খরীদ ও ফরোখ্তীর কৌলকরারী এবং কন্ত্রাক্ট অর্থাৎ বেলমোখ্তা চুক্তির করারদাদের না আদায়ের বিরোধের যে সকল মোকদ্দমা দেও-য়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার মধ্যে যে মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা ২০০৲ টাকার অধিক হয় তাহাতে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে সালিস কবুল করিতে উভয় বিবাদিকে পরামর্শ দেন্।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ২ ধা।—৯১ পৃষ্ঠা।

৩৬৯। ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে প্রধান সদর আমীন উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন্।—১৮৪১ সালের ২৬ মার্চের আইনের অর্থ।—৯১ পৃষ্ঠা।

৩৭০। ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন্।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির আইনের অর্থ।—৯১ পৃষ্ঠা।

৩৭১। যে নগদ টাকা কি অস্থাবর বস্তুর সংখ্যা কিম্বা মূল্য সিক্কা ২০০৲ টাকার অধিক না হয় তাহার মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালত উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে এক জন সালিসকে বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে সমর্পণ করিতে পারেন্। এবং উভয় বিবাদী কিম্বা তাহার দের উকীল উভয়ের অন্তরঙ্গ কোন ব্যক্তিকে কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে সালিসী কর্ম্মের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করে। যদি উভয়ে সেই সালিসের নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে একপরামর্শ না হয় অথবা সেই ব্যক্তি সালিসী কবুল না করে এবং অন্য যে কেহ সালিসী কবুল করে তাহার নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে উভয় বিবাদী কি তাহার উকীলেরা একবাক্য না হয় তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে উভয় সম্মতিক্রমে যে স্থানে মোকদ্দমা উত্থাপন হইয়া থাকে তথাকার ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি কাজী কিম্বা অন্য কোন মাতবর যে ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার

এলাকা কোন প্রকারে না রাখে তাহাকে সালিস মোকরর করেন্। কিন্তু যদি বিবাদিরা সালিসের নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে একপরামর্শ না হয় কিম্বা সেই সালিস সালিসী কবুল না করে এবং জজ সাহেব যাহাকে সালিস নির্দ্দিষ্ট করেন্ তাহাকে উভয় বিবাদী না মানে তবে সেই মোকদ্দমা জাবেতামত মোকদ্দমার ন্যায় বিচার হইবেক। যে কোন সালিস সালিসী কবুল করে তাহার নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে বিবাদিরা যদি একবাক্য হয় অথবা জজ সাহেবের নির্দ্দিষ্ট সালিসকে তাহারা মানে তবে সেই মোকদ্দমা বিচারার্থ সেই সালিসের হাতে অর্পণ হইবেক। কিন্তু ২ ধারার লিখিত মোকদ্দমাসকলের মতে বিবাদিরদের সাধ্য আছে যে আপন২ মোকদ্দমা নিষ্পত্ত্যর্থে দুই জন কি ততোধিক জনকে সালিস ঠাহরে।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৩ ধা।—৯২ পৃষ্ঠা।

৩৭২। উক্ত ৩ ধারার দ্বারা জজ সাহেবের সাধ্য আছে যে নগদ টাকার কি অস্থাবর বস্তুর যে মোকদ্দমার সংখ্যা কি মুল্য ২০০৲ টাকার অধিক না হয় এমত সকল মোকদ্দমা এক জন সালিসকে অর্পণ করেন্। যে মোকদ্দমার সংখ্যা বা মূল্য তাহাহইতে অধিক হয় তাহা জজ সাহেব এক জন সালিসকে অর্পণ করিতে পারেন্ না। ঐ নিষেধের হুকুম জাবেতামত ও সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ে সমানরূপে খাটে। কিন্তু ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারানুসারে উভয় বিবাদির স্বেচ্ছাক্রমে যে মোকদ্দমা সালিসকে অর্পণ হয় তাহার বিষয়ে ঐ নিষেধ খাটে না।—৯৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—৯২ পৃষ্ঠা।

৩৭৩। আদালতের জজ সাহেবেরা সাধ্যানুসারে মাতবর ও সুখ্যাত লোকদিগের সালিসী কার্য্য স্বীকার করিতে উদ্যোগ করিবেন কিন্তু ঐ বিষয়ে কিছু জবরদস্তী করিবেন না। ঐ জজ সাহেবেরা আপনারদের আমলা অথবা নিজ চাকরকে সালিসী কর্ম্ম করিতে দিবেন না। এবং উভয় বিবাদিরদিগকে আপন২ মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে সালিসের হাতে অর্পণ করিতে যথোচিত চেষ্টা করিবেন কিন্তু ঐ বিষয়ে কিছু জবরদস্তী করিবেন না। এবং আদালতের জজ সাহেব ৩ ধারার লিখিত গতিকে মোকদ্দমা এক জন সালিসের হাতে অর্পণ করণব্যতিরেকে অন্যান্য সকল গতিকে উভয় বিবাদিরা সালিস মনোনীত করিবেক সেই সালিসেরা বেতন ও রসুম না পাইয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেক।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৪ ধা।—৯২ পৃষ্ঠা।

৩৭৪। সদর আমীন এবং পণ্ডিত ও মৌলবী জজ সাহেবের আদালতের আমলার মধ্যে গণ্য নহেন এবং তাঁহারদিগকে সালিসী কর্ম্ম করিতে নিষেধ নাই।—১৮৩২ সালের ৯ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—৯২ পৃষ্ঠা।

৩৭৫। উকীলেরা সালিসী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন্।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৯ ধা।—৯৩ পৃষ্ঠা।

৩৭৬। কানুনগোরা সালিসী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে কিন্তু তাহারা সেই কর্ম্মের ভার আপনারদের উপর লইতে অস্বীকার করিতে পারে। জজ সাহেবেরা যথাসাধ্য তাহারদিগকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না কিন্তু যখন তাহারদিগকে মনোনীত না করিলে নয় তখন জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবকে তৎক্ষণাৎ তাহার সম্বাদ দিবেন।—২৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—৯৩ পৃষ্ঠা।

৩৭৭। মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ হওনের পূর্ব্বে উভয় বিবাদী এই মজমুনে একরারনামা লিখিয়া দিবেক যে আমরা ঐ সালিসের নিষ্পত্তি মানিব এবং সেই নিষ্পত্তি আদালতের ডিক্রীর ন্যায় হইবেক। সালিসের রফানামা দাখিল হইবার মিয়াদ যত দিন উচিত বোধ হয় তত দিন জজ সাহেব নিরূপণ করিয়া দিবেন এবং তাহা সালিসনামাতে লেখা যাইবেক। যদি মোকদ্দমা দুই বা ততোধিক সালিসকে অর্পণ হয় এবং তাহারা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে রফানামা দাখিল না করে তবে বিবাদিরা এক জন আমীনের নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে। যদ্যপি সালিসেরদের সংখ্যা অসমান হয় তবে উভয় বিবাদী এমত নিয়ম করিতে পারে যে অধিক জন সালিসের মত প্রবল হইবেক কিম্বা ঐ সালিস-

দিগকে এক জন আমীনকে নিযুক্ত করিতে অনুমতি দেয়। ঐ আমীনের নাম এবং যে মিয়াদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আপনার রফানামা দিবেক তাহা সালিসনামাতে লিখিতে হইবেক। যদ্যপি আমীনের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং সালিসেরা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপনারদের রফানামা দাখিল না করে তবে সেই মিয়াদ গত হইলেই সেই সালিসদিগের নিকটহইতে সালিসী ভার উঠাইয়া সেই আমীনের প্রতিই হইবেক।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৫ ধা।—৯৩ পৃষ্ঠা।

৩৭৮। যদি উক্ত সকল নিয়ম সালিসনামাতে বিশেষরূপে না লেখা গিয়া থাকে এবং সালিসেরা অনৈক্য হয় তবে তাহারদের সকল কার্য্য অসিদ্ধ হইবেক এবং সেই মোকদ্দমার সালিসী গোড়াঅবধি নূতন করিতে হইবেক।—৩৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—৯৪ পৃষ্ঠা।

৩৭৯। মোকদ্দমা বিচারার্থে সালিসদিগকে সমর্পণ হইলে এবং একরারনামা উপরের মতে লেখা না গেলে জজ সাহেব নালিসী আরজীর নকল সালিসেরদের নিকটে পাঠাইবেন এবং এক লিখনের দ্বারা সেই মোকদ্দমা বিচারার্থে তাহারদের হাতে সমর্পণ করিবেন। এবং সালিসেরদের কর্ত্তব্য যে উভয়ের সওয়াল জওয়াব ও সাক্ষিদিগের প্রমাণ শুনিয়া এবং কাগজপত্র দেখিয়া সেই মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্। এবং দেওয়ানী আদালতে সেই মোকদ্দমার বিচার হইলে উভয় বিবাদিকে এবং সাক্ষিগণকে হাজির করিবার নিমিত্ত যেরূপে হুকুম হইত সেইরূপে হুকুম হইবেক এবং ঐ সাক্ষিরদিগকে সুকৃতি করাণ যাইবেক। যদ্যপি সালিসেরা আপনারদের করা কোন হুকুম এবং সেই হুকুম দেওনের কারণ জজ সাহেবকে জানান্ এবং জজ সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিয়া তাহার বিষয়ে সম্মত হন্ তবে যে ব্যক্তি সেই হুকুম না মানে অথবা সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে কিম্বা আপন জোবানবন্দীতে দস্তখৎ না করে কিম্বা সালিসদিগকে অবজ্ঞা করে সেই ব্যক্তি সেই অপরাধ দেওয়ানী আদালতে করিলে যেরূপ দণ্ডনীয় হইত সেইরূপ সালিসেরদের নিকটে হইলে দণ্ডনীয় হইবেক। যদ্যপি আদালতের মোকামহইতে সালিসের বৈঠকের স্থান দূরে থাকে তবে জজ সাহেব এক সনদের দ্বারা সাক্ষিরদিগকে সুকৃতি করাইতে সালিসদিগেরে শক্তি দিতে পারেন্।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৬ ধা।—৯৪ পৃষ্ঠা।

৩৮০। যদি সালিসেরা কিম্বা আমীন মোকদ্দমার যে বৃত্তান্ত অথবা যে সাক্ষ্য পাওনের আবশ্যক হয় তাহা না পাওয়াতে অথবা অপর মাতবর হেতুতে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপনারদের রফানামা দাখিল করিতে না পারে তবে জজ সাহেব অধিক মিয়াদ দিতে পারেন্। এবং সেই সালিসেরা অধিক মিয়াদে রফানামা দাখিল না করিলে যদি সেই মোকদ্দমায় জনেক আমীন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে জজ সাহেব ঐ আমীনের রফানামা দাখিল হইবার মিয়াদ নির্ণয় করিবেন।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৭ ধা।—৯৪ পৃষ্ঠা।

৩৮১। সালিস অথবা আমীনের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে তাহারদের উচিত যে তাহারদের মোহর ও দস্তখতে সেই মোকদ্দমার রোয়দাদ ও জোবানবন্দীর ও নিদর্শনী কাগজপত্র সমেত আপনারদের রফানামা জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করে। জজ সাহেব রফানামাক্রমে ডিক্রী করিবেন এবং ঐ ডিক্রী অন্যান্য ডিক্রীর অনুসারে জারী হইবেক।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৮ ধা।—৯৫ পৃষ্ঠা।

৩৮২। যদি দুই জন মাতবর সাক্ষির সুকৃতিক্রমে আদালতে এমত প্রমাণ না দেওয়া যায় যে সেই সালিস রেশ্বৎ লইয়াছে কিম্বা পক্ষপাত করিয়াছে তবে সালিসেরদের কোন রফানামা রদ হইবেক না।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৯ ধা।—৯৫ পৃষ্ঠা।

৪৩ ধারা।

ভূমির বিষয়ে সালিসী করণ। উভয় পক্ষের নির্দ্দিষ্ট করা সালিসকে মোকদ্দমা সমর্পণ করণ।

৩৮৩। যে বাদি প্রতিবাদির ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারীর কি ভূমিসম্পর্কীয়

অন্য প্রকার স্বত্বের দাওয়ার বাবৎ মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাকে তাহারা আপন২ মোকদ্দমা সালিসেরদের নিকটে অর্পণ করিতে পারে এবং সেইরূপে অর্পণ করিতে জজ সাহেবেরা তাহারদিগকে প্রবোধ দিবেন।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ২ ধা। ১ প্র।—৯৫ পৃষ্ঠা।

৩৮৪। মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণকরণের বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনে যে বিধি আছে তাহা এইপ্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে খাটিবেক।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ২ ধা। ২ প্র।—৯৫ পৃষ্ঠা।

৩৮৫। ভূমির স্বত্বের বিষয় কি ভূমির পাট্টাদারীর কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় অন্য প্রকার স্বত্বের বিষয়ে বিরোধ হইলে তাহা সালিসীতে অর্পণ হইতে পারে। সেই বিষয়ের মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাকিলে বা না থাকিলে উভয় বিবাদী আদালতের জজ সাহেবের সম্মতি না লইয়া ঐ মোকদ্দমা সালিসেরদের নিকটে অর্পণ করিতে পারে এবং সেই সালিসীতে যে নিষ্পত্তি হয় তাহা নীচের লিখিত দাঁড়া ও বিশেষ লিখনমতে আদালতের দ্বারা বহাল ও জারী হইবেক।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ১ প্র।—৯৫ পৃষ্ঠা।

৩৮৬। যদি উক্ত প্রকার বিবাদ উভয়ে সালিসেরদের নিকটে অর্পণ করে এবং তাহার রীতিমতে নিষ্পত্তি হয় এবং উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি সেই নিষ্পত্তি না মানে তবে পক্ষান্তর ব্যক্তি নিষ্পত্তির তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে সরাসরীমতে আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে। এবং যদি জজ সাহেবের চিত্তে এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে উভয়ের স্বেচ্ছা ও সম্মতিক্রমে নির্দ্দিষ্ট হওয়া সালিস কি আমীনদিগের বিচারে নিষ্পত্তি রীতিমতে হইয়াছে এবং যদি সেই নিষ্পত্তিতে কিছু দোষ না থাকে তবে জজ সাহেব আদালতের ডিক্রীর ন্যায় সরাসরীমতে ঐ নিষ্পত্তি জারী করিবেন এবং আবশ্যক হইলে ঐ জজ সাহেব ঐ সালিস ও আমীনেরদিগকে ঐ নিষ্পত্তি জারী করণের সহায়তা করিতে হুকুম দিবেন। কিন্তু উভয়ের নির্দ্দিষ্টকরা সালিসদিগের ফয়সলা জারী করিবার দরখাস্ত যদি ঐ ফয়সলার তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে না করা যায় তবে ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর হইবেক এবং উভয় বিবাদিকে জাবেতামত নালিশ করিতে হুকুম হইবেক।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।—৯৬ পৃষ্ঠা।

৩৮৭। আইনমতে যদি কোন ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে আদালতে কোন প্রস্তাব করিতে হয় তবে ঐ মিয়াদের শেষ দিন রবিবার কি অন্য কোন পরবের দিন হইলে সেই ব্যক্তিকে ঐ মিয়াদের পর সেই প্রস্তাব করিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।—১৩৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।—৯৬ পৃষ্ঠা।

৩৮৮। যদি উভয়ের নির্দ্দিষ্টকরা সালিসদিগের ফয়সলনামা আদালতে জাবেতামত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে দস্তাবেজের মত দাখিল হয় এবং যদি এইমত বুঝা যায় যে সেই ফয়সলনামা আমলে আসিয়াছে ও তদনুসারে বিরোধি ভূমিতে ভোগদখল হইয়াছে তবে সেই ফয়সলনামা আদালতহইতে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিসদিগের করা ফয়সলনামার ন্যায় মাতবর জানিবেন। যদি ঐ ফয়সলনামার কিছুই আমলে না আসিয়া থাকে অথবা কেবল তাহার কিছু আমলে আসিয়া থাকে তবে জজ সাহেব তাহা মাতবর জ্ঞান করিবেন না কিন্তু যদি দৃঢ় প্রমাণক্রমে সেই ফয়সলনামা সাব্যস্ত হয় ও যদি তাহা আমলে আনা অতিসহজ বোধ হয় ও তাহা আমলে আনিতে যে বিলম্ব হইয়াছে তাহার যদি বিশিষ্ট হেতু দর্শান যায় তবে সেই ফয়সলনামা মাতবর হইতে পারিবেক।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৩ প্র। —৯৭ পৃষ্ঠা।

৩৮৯। উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণানুসারে মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ হইলে সালিসেরদের ফয়সলনামা জারীকরণের বিষয়ে জিলার আদালতে দরখাস্ত হইলে সরাসরী হুকুম জারীকরণের বিষয়ে যে বিধি আছে তদনুসারে ঐ ফয়সলা জারী হইবেক।—১৮১৬ সালের ২৪ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—৯৭ পৃষ্ঠা।

৩৯০। এইরূপে সরাসরী হুকুম হইলেও সেই বিষয়ের জাবেতামত মোকদ্দমা হইতে পারে। কিন্তু ঐ আইনের ৩ ধারার তাৎপর্য্য এই যে উভয় পক্ষের নির্দ্দিষ্টকরা সালিসদিগের ফয়সলনামা যখন জিলা আদালতের দ্বারা সরাসরীমতে মঞ্জুর ও বলবৎ হইয়াছে তখন আদালতের নির্দ্দিষ্ট সালিসদিগের করা ফয়সলনামার ন্যায় তাহা মাতবর জ্ঞান করিতে হইবেক অতএব যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ফয়সলা হইয়াছে সেই ব্যক্তি জাবেতামত মোকদ্দমা অথবা আপীল করিলে যদি দুই জন মাতবর সাক্ষির সুকৃতিক্রমে প্রমাণ না হয় যে সেই সালিস রেশ্বৎ লইয়াছে কি পক্ষপাত করিয়াছে তবে সেই সালিসেরদের ফয়সলনামা অসিদ্ধ হইবেক না।—১৮১৬ সালের ২৪ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—৯৭ পৃষ্ঠা।

৩৯১। ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ২। ৩ ধারায় সালিসের একরারনামার বিষয়ে কিছু লেখা নাই কিন্তু ঐ প্রকার একরারনামায় দস্তখৎ না হওয়াপ্রযুক্ত উভয় পক্ষের নির্দ্দিষ্ট সালিসেরদের মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতের সরাসরীমতে কার্য্য করিতে বাধা নাই। মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ হইয়াছিল ইহা যদি অপহ্নব না হয় তবে আদালতের জজ সাহেব উক্ত ধারার সাধারণ বিধি ও নিয়মে দৃষ্টি রাখিয়া সেই ফয়সলা সরাসরীমতে জারী করিবেন।—১১৫৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—৯৭ পৃষ্ঠা।

৩৯২। কিন্তু যদি ফরিয়াদী কহে যে সালিসেরদের ফয়সলা মানিতে আমি কখন স্বীকার করি নাই তবে ঐ বিষয়ের সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে না উভয় বিবাদিকে জাবেতামত নালিশ করিতে হুকুম দিতে হইবেক।—১১৫৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—৯৭ পৃষ্ঠা।

৩৯৩। ১৮১৩ সালের ৬ আইনানুসারে ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারী ইত্যাদির দাওয়ার বাবৎ মোকদ্দমা যে মুল্যের হউক তাহা সালিসীতে অর্পণ হইতে পারে। ২৫৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—৯৭ পৃষ্ঠা।

[এই অধ্যায়ের ৩৭৮ নম্বরী বিধি দেখ।]

৩৯৪। ১৮১৩ সালের ৬ আইন কেবল ভূমিবিষয়ক বিবাদ ও মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না।—৪৭২ নম্বরী আইনের অর্থ। —৯৮ পৃষ্ঠা।

৩৯৫। ১৮১৩ সালের ৬ আইন জারী হইলে পর উক্ত বিষয়েতে অর্থাৎ ভূমির স্বত্ব এবং ভূমির পাট্টাদারীপ্রভৃতির বিষয়েতে আদালতহইতে হওয়া কোন ডিক্রীর মধ্যে আর কিছু ত্রুটি না থাকিলে পূর্ব্বের চলিত আইনে হুকুম না হওয়া সালিসের ফয়সলনামার দৃষ্টে হওনহেতুক সংশোধিত অথবা রদ হইবেক না।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা।—৯৮ পৃষ্ঠা।

৩৯৬। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণকরণ এবং ঐ সালিসেরদের ফয়সলা জারীকরণের বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ৯ ধারা দেখ।—৯৮ পৃষ্ঠা।

৩৯৭। দেওয়ানী মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে উভয় পক্ষেরা সম্মত হইলে ২০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ এবং ২০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ মোকদ্দমার বিষয়ে এই মাত্র ইতর বিশেষ আছে যে ২০০৲ টাকার অধিক না হইলে জজ সাহেব কোন২ গতিকে উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে ৩ ধারার লিখিত প্রকার কোন এক ব্যক্তিকে সালিসী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন্। ২০০৲ টাকার অধিক বিষয় হইলে উভয় বিবাদী আপনারাই সালিস নিযুক্ত করিবেক এবং জজ সাহেব স্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে তাহাতে হাত দিতে পারেন্ না।—১৮৩৮ সালের ১২ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডর।—৯৮ পৃষ্ঠা।

৪৪ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ। যে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে হইবেক তাহা।

৩৯৮। কাগজপত্র রেজিষ্টরী করিবার জন্য সকল জিলা ও শহরে এক২ দপ্তর নির্দ্দিষ্ট

করা যাইবেক। তাহা রেজিষ্টরের জিম্মায় থাকিবেক এবং সেই কর্ম্মের ভার গ্রহণ করণের পূর্ব্বে তিনি নির্দ্দিষ্ট সুকৃতি করিবেন।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ২ ধা।—৯৯ পৃষ্ঠা।

৩৯৯। রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা যে প্রকার দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের হুকুম আছে তাহা জজ সাহেব নিজে রেজিষ্টরী করিতে পারেন্ না ঐ রেজিষ্টরী দফ্তর জিলার সদর মোকামে থাকিবেক।—১৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—৯৯ পৃষ্ঠা।

৪০০। ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৩ ধারায় যে২ প্রকার কাগজপত্র নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা রেজিষ্টর সাহেব রেজিষ্টরী করিবেন।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৩ ধা।—৯৯ পৃষ্ঠা।

৪০১। রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্ত যখন কোন ব্যক্তি দলীলদস্তাবেজ আনে এবং দৃষ্ট হয় যে সেই সম্পত্তির নিমিত্ত সেই ব্যক্তির নামে পূর্ব্বে এক বিক্রয়পত্র রেজিষ্টরী করা গিয়াছে তবে সেই ব্যক্তি যদি কহে যে পূর্ব্বে যে বিক্রয়পত্র রেজিষ্টরী করা যায় তাহা জাল হইয়াছিল তবুও রেজিষ্টর সাহেবকে ঐ পত্র রেজিষ্টরী করিতে হইবেক। এবং দুই বিক্রয়পত্রের মধ্যে কোন্ পত্র যথার্থ ও প্রকৃত এই বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে হইবেক এবং দেওয়ানী আদালত তাহার নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু রেজিষ্টর সাহেবের উচিত যে ঐ দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরীকারি ব্যক্তি যদি আপনি হাজির হয় তবে সেই ব্যক্তি সেই কি না ইহা মনঃপ্রত্যয়রূপে অবগত হন্ কিন্তু যদি মোখ্তারের দ্বারা ঐ দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরীহওনের নিমিত্ত পাঠান যায় তবে মোখ্তারনামাতে রীতিমতে সাক্ষিরদের দস্তখৎ আছে কি না এবং তাহা মাতবর কি না এই বিষয় নিশ্চয় করিতে হইবেক।—১৩৫১ নম্বরী আইনের অর্থ।—১০০ পৃষ্ঠা।

৪০২। ইউরোপীয় কিম্বা এদেশীয় নীলকুঠীর অধ্যক্ষের ও প্রজারদের সহিত নীলের চাসবাস করিবার এবং নীলগাছ পঁহুছাইয়া দিবার করারদাদ রেজিষ্টরী হইবেক।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ধা। ১ প্র।—১০০ পৃষ্ঠা।

৪০৩। তমঃসুকইত্যাদি দেনা পাওনার লিখনপঠন সেইরূপে রেজিষ্টরী করা যাইবেক।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৫ ধা। ১ প্র।—১০১ পৃষ্ঠা।

৪০৪। মোকদ্দমার খরচা দেওনের বিষয়ে যে জামিনীপত্র দেওয়া যায় তাহা রেজিষ্টরী হইতে পারে।—১২৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।—১০১ পৃষ্ঠা।

৪০৫। আইনের মধ্যে যে সকল কাগজপত্র নির্দ্দিষ্ট নাই তাহা রেজিষ্টরী হইতে পারে না।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৭ ধা।—১০১ পৃষ্ঠা।

৪০৬। ইজারামানা রেজিষ্টরী করা বেআইনী।—৮১২ নম্বরী আইনের অর্থ।—১০১ পৃষ্ঠা।

৪৫ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ। রেজিষ্টরী করণের নিয়ম।

৪০৭। প্রত্যেক রেজিষ্টর আপন২ দফ্তরখানায় নিয়মিত সময়ে বৈঠক করিবেন এবং সেই সময়ের এক ইশ্তিহারনামা আপন দফ্তরখানায় সকল লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে লটকাইয়া দেওয়াইবেন।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১৩ ধা।—১০১ পৃষ্ঠা।

৪০৮। যে জিলা বা শহরের মধ্যে স্থাবর বস্তু থাকে তাহার কাগজপত্র সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে রেজিষ্টরের সিরিশ্তায় রেজিষ্টরী হইবেক। যদি কোন বস্তু দুই বা ততোধিক আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে তাহা প্রত্যেক আদালতের রেজিষ্টরের সিরিশ্তায় রেজিষ্টরী করা যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৭ ধা।—১০১ পৃষ্ঠা।

৪০৯। যে জিলার মধ্যে ভূমি থাকে তাহাছাড়া অন্য জিলাতে তাহার দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিলে তাহা আইনসিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না এবং ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৬ ধারাতে রেজিষ্টরীহওয়া দলীলদস্তাবেজ যেরূপ অগ্রগণ্য হয় সেইরূপে তাহা অগ্রগণ্য হইবেক না।—১০১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—১০১ পৃষ্ঠা।

৪১০। প্রত্যেক প্রকার দস্তাবেজ আলাহিদা২ বহীতে রেজিষ্টরী করা যাইবেক ঐ বহীর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নম্বর দাগ হইবেক এবং জজ সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং; শেষ পৃষ্ঠায় সকল পৃষ্ঠার নম্বরের শুমার থাকিবেক। যে রেজিষ্টরী বহীতে এমত নম্বর দাগ ও দস্তখৎ না থাকে তাহা মাতবর হইবেক না।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৮ ধা। ১ প্র। —১০২ পৃষ্ঠা।

৪১১। প্রত্যেক কাগজপত্র অর্থাৎ দলীলদস্তাবেজে আলাহিদা নম্বর থাকিবেক এবং যে বৎসরের যে মাসের যে তারিখে এবং বেলার যে সময়ে রেজিষ্টরী হয় তাহা বহীর পার্শ্বে লেখা যাইবেক এবং ঐ বহী আদালতের সিরিশ্‌তার শামিল করা যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৮ ধা। ২ প্র।—১০২ পৃষ্ঠা।

৪১২। যখন কোন ব্যক্তি ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন প্রকার কাগজপত্র রেজিষ্টরী করিতে চাহে তখন সেই ব্যক্তি আসল দস্তাবেজ এবং তাহার দস্তখৎহওয়া এক নকল রেজিষ্টরের দফ্তরখানায় আনিবেক। রেজিষ্টর সাহেব আসল দস্তাবেজ মাতবর ইহা নিশ্চয় করিয়া এবং ঐ নকল আসল দস্তাবেজের সহিত মোকাবিলা করিয়া ঐ নকলের উপর তাহা দাখিলহওনের তারিখ ও বেলা লিখিবেন এবং সেই নকল দফ্তরে দাখিল করিবেন ও তাহা রেজিষ্টরী বহীতে নকল করিবেন।—১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ১ প্র।—১০২ পৃষ্ঠা।

৪১৩। উপরের নির্ণীতমতে লেখাপড়া সারা হইলে রেজিষ্টর সাহেব আসল দস্তাবেজের পৃষ্ঠে রেজিষ্টরীহওনের তারিখ ও বেলা ও রেজিষ্টরী বহীর যে পৃষ্ঠায় নকল হইয়াছে তাহা লিখিয়া যাহার দস্তাবেজ তাহাকে ফিরিয়া দিবেন।—১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ২ প্র।—১০২ পৃষ্ঠা।

৪১৪। আসল দস্তাবেজের নকলের পৃষ্ঠে যখন দস্তখৎ হয় যদি হইতে পারে তবে তৎক্ষণাৎ রেজিষ্টরী বহীতে তাহার নকল করিতে হইবেক যদি তৎক্ষণাৎ হইতে না পারে তবে তাহার পর দিনের অধিক বিলম্ব হইবেক না।—১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ৩ প্র। —১০২ পৃষ্ঠা।

৪১৫। ১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে যে দলীলদস্তাবেজের নকল রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্ত আনা যায় তাহা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই।—১৮১৩ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—১০৩ পৃষ্ঠা।

৪১৬। হেবানামা অর্থাৎ দানপত্র দাতার মরণের পর রেজিষ্টরী হইতে পারে না।— ১২১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১০৩ পৃষ্ঠা।

৪১৭। যে ব্যক্তি দলীলদস্তাবেজ করে সেই ব্যক্তি ঐ দলীলদস্তাবেজে যাহারা সাক্ষী হইয়া থাকে তাহারদের জনেকের সমভিব্যাহারে রেজিষ্টরের দপ্তরখানায় আসিবেক এবং ঐ দস্তাবেজ যথার্থক্রমে লেখা গিয়াছে তাহার বিষয়ে ঐ সাক্ষী সুকৃতি করিবেক। পরে ঐ দস্তাবেজের নকল রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবেক এবং রেজিষ্টর সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। এবং ঐ রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা দুই জন মাতবর সাক্ষির সম্মুখে ঐ নকলে দস্তখৎ করিবেক। পরে আসল দস্তাবেজের পৃষ্ঠে রেজিষ্টরী হওনের তারিখ এবং বহীর যে পৃষ্ঠায় তাহা লেখা গিয়াছে তাহা এবং তাহার নম্বর লিখিত হইয়া ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৯ ধা। ২ প্র।—১০৩ পৃষ্ঠা।

৪১৮। দলীলদস্তাবেজে যে ব্যক্তি দস্তখৎ করে সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার মোখ্তার ঐ দলীলদস্তাবেজে দস্তখৎ হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিবার নিমিত্ত রেজিষ্টরী দফ্তরে হাজির হইবেক এবং যে ব্যক্তিরদের সাক্ষাৎ তাহাতে সহী হইয়াছিল তাহারদের মধ্যে জনেক বা জনকএক হাজির হইয়া শপথপূর্ব্বক তাহাতে সহী হইবার প্রমাণ দিবেক। যদি মোখ্তার হাজির হয় তবে তাহার মোখ্তারনামায় সহী হইবার প্রমাণ দুই জন সাক্ষির শপথ-পূর্ব্বক লইতে হইবেক। কিন্তু যে ব্যক্তি দলীলদস্তাবেজে দস্তখৎ করিয়াছিল তাহাকে

কিম্বা তাহার মোখ্তারকে শপথ করাইতে হইবেক না।—২২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১০৩ পৃষ্ঠা।

৪১৯। রেজিষ্টর সাহেবের সর্টিফিকটক্রমে সকল আদালতে প্রমাণ জানা যাইবেক যে তাহার লিখিত দস্তাবেজ রেজিষ্টরী হইয়াছে।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১০ ধা।—১০৩ পৃষ্ঠা।

৪৬ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ। রেজিষ্টরী বহী দেখন ও তাহাহইতে কোন কথার নকল করণ।

৪২০। যে কেহ রেজিষ্টরী বহী দেখিতে চাহে তাহাকে রেজিষ্টর সাহেব ঐ বহী দেখিতে দিবেন। রেজিষ্টর সাহেব দলীলদস্তাবেজের নকল দিতে পারেন। যদি আসল কাগজ হারাণ যায় তবে সেই আসল কাগজের সাক্ষিরদের দ্বারা যদি এইমত প্রমাণ হয় যে সেই আসল কাগজ যথার্থক্রমে লেখা গিয়াছিল তবে সেই নকল দৃষ্টে সকল আদালতে সেই আসল কাগজের যাথার্থ্যের প্রমাণ হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১১ ধা।—১০৪ পৃষ্ঠা।

৪২১। যে সকল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী বহীতে দাখিল হয় তাহার নকল রেজিষ্টর সাহেব দিতে পারেন্ যদি আসল কাগজ নষ্ট হয় কি হারাণ যায় কি উপস্থিত না হয় তবে ঐ আসল দস্তাবেজের সাক্ষিরা তাহা যথার্থক্রমে লেখা গিয়াছিল এইমত সুকৃতি করিলে ঐ নকল আসল দস্তাবেজের ন্যায় আদালতে গ্রাহ্য হইবেক। –১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ৫ প্র।—১০৪ পৃষ্ঠা।

৪২২। রেজিষ্টর সাহেব আসল দস্তাবেজের পৃষ্ঠে তাহা রেজিষ্টরীহওনের তারিখ ও বেলা ও রেজিষ্টরী বহীর যে পৃষ্ঠায় তাহা নকল হইয়াছিল তাহার নম্বর ঐ আসল দস্তাবেজের উপর লিখিয়া তাহা ফিরিয়া দিবেন।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।—১০৪ পৃষ্ঠা।

৪৭ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ। রিকার্ডকরণের নিয়ম।

৪২৩। যদি কাহারো প্রতি এমত সন্দেহ হয় যে দস্তাবেজের যে নকল রেজিষ্টরী বহীতে লেখা গিয়াছিল তাহা কিম্বা তাহার সর্টিফিকট কৃত্রিম অথবা ফেরফার করিয়াছে তবে সরকারের তরফে ফৌজদারী আদালতে তাহার নামে নালিশ হইবেক এবং রেজিষ্টর সাহেব সরকারের তরফে ফরিয়াদী হইবেন।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১২ ধা।—১০৪ পৃষ্ঠা।

৪২৪। রেজিষ্টরী বহীর প্রতিবৎসর এক ফিরিস্তি তৈয়ার করা যাইবেক।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৯ ধা।—১০৪ পৃষ্ঠা।

৪২৫। যদি কোন মোখ্তার দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করাইবার নিমিত্ত রেজিষ্টরী দফ্তরে হাজির হয় তাহার মোখ্তারনামা এক স্বতন্ত্র বহীতে লেখা যাইবেক।—৭৩২ নম্বরী আইনের অর্থ।—১০৫ পৃষ্ঠা।

৪৮ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ। দস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণে যেরূপ বলবৎ হইবেক তাহা।

৪২৬। ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৩ ধারার লিখিত যে সকল দলীলদস্তাবেজ ১৭৯৬ সালের ১ জানুআরির পূর্ব্বে সহী হইয়াছিল তাহা কোন কেহ রেজিষ্টরী করিতে বা না করিতে পারে। তাহা রেজিষ্টরী না হইলে সেই দস্তাবেজের অনুসারে যাহার স্বত্ত্ব থাকে তাহা লোপ হইবেক না।—১৭৯৩ সা। ৩৬আ। ৪ ধা।—১০৫ পৃষ্ঠা।

৪২৭। এই আইনের তৃতীয় ধারার ৪। ৫। ৬ প্রকরণের লিখিত যে সকল দস্তাবেজ ১৭৯৬ সালের ১ জানুআরির পূর্ব্বে কিম্বা পরে সহী হইয়াছিল তাহা কেহ আপন ইচ্ছামতে রেজিষ্টরী করিতে পারে বা না পারে তাহা রেজিষ্টরী না হইলে সেই দস্তাবেজের অনুসারে যাহার যে স্বত্ত্ব থাকে তাহা লোপ হইবেক না।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৫ ধা।—১০৫ পৃষ্ঠা।

৪২৮। তৃতীয় ধারার ২ প্রকরণের লিখিত যে সকল দলীলদস্তাবেজ ১৭৯৬ সালের ১ জানুআরি ও তাহার পরে সহী হইয়াছিল তাহা আইনানুসারে রেজিষ্টরী হইলে সেই দস্তাবেজ রেজিষ্টরী হইবার যদি মাতব্বর প্রমাণ হয় তবে সেই কাগজের লিখিত বস্তুর নিদর্শনে অন্য যে কাগজ উপরের লিখিত ১ জানুআরির পর হইয়া রেজিষ্টরী না হয় সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগজ যদ্যপি সেই রেজিষ্টরীহওয়া কাগজের তারিখের পূর্ব্বে বা পরে লেখা গিয়া থাকে তবে তাহা বাতিল হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৬ ধা। ১ প্র।—১০৫ পৃষ্ঠা।

৪২৯। এই আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত যে সকল কাগজ উক্ত তারিখের পর হইয়া রেজিষ্টরী হয় এবং তাহা রেজিষ্টরী হওনের মাতবর প্রমাণ হয় সেই কাগজের লিখিত বস্তুর নিদর্শনে সেই মত অন্য যে কাগজ উক্ত তারিখের পর হইয়া রেজিষ্টরী না হয় সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগজ সেই রেজিষ্টরীহওয়া কাগজের পূর্ব্বে কি পরেই বা লেখা গেলেও সেই কাগজের অনুসারে টাকা শোধ না পড়িয়া অগ্রে সেই রেজিষ্টরী হওয়া কাগজের লিখিত টাকা পরিশোধ হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৬ ধা। ২ প্র।—১০৫ পৃষ্ঠা।

৪৩০। যদি কেহ কোন স্থাবর বস্তু খরীদ করে কিম্বা দানে পায় অথবা বন্ধক লয় এবং ঐ বস্তু পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়াছে অথবা দত্ত হইয়াছে কিম্বা বন্ধক দেওয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার খত রেজিষ্টরী হয় নাই ইহা জ্ঞাত হইয়া আপনার খত রেজিষ্টরী করে তবে সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগজের মতে সেই বস্তু সেই লোকের হাতে যাওয়া প্রমাণ হইলে ঐ দ্বিতীয় খত রেজিষ্টরী করণের দ্বারা প্রথম খত লোপ হইবেক না।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।—১০৬ পৃষ্ঠা।

৪৩১। নীলের করারদাদকরণিয়া ব্যক্তিরা তাহা রেজিষ্টরী করাইবার এবং না করাইবার ক্ষমতা রাখে কিন্তু যে কোন করারদাদ রেজিষ্টরী হয় ইহাতে যদি সেই ভূমির উৎপন্ন নীলের নিমিত্ত রেজিষ্টরী না হওয়া আর কোন করারদাদ হইয়া থাকে তবে তাহার পূর্ব্বের কি পরের লেখা আর সমস্ত করারদাদতাপেক্ষা ঐ উপরের লিখিত রেজিষ্টরী হওয়া করারদাদ মাতবর হইবেক।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।—১০৬ পৃষ্ঠা।

৪৯ ধারা।

রেজিষ্টরীকরণ। ফিস অর্থাৎ রসুম।

৪৩২। রেজিষ্টর সাহেব যে প্রত্যেক কাগজ রেজিষ্টরী করেন্ তাহার নিমিত্ত ২৲ টাকা করিয়া পাইবেন এবং ঐ কাগজের যে প্রত্যেক নকল দেন্ তাহার নিমিত্ত ১৲ এক টাকা করিয়া পাইবেন ও বহীর কাগজ অন্য লোককে দেখাইতে হইলে তাহার এক২ কাগজের রসুম ॥০ আনা পাইবেন এবং যাবৎ ঐ নিরূপিত রসুম না দেওয়া যায় তাবৎ ঐ ভারের কার্য্য না করিতে তাঁহার ক্ষমতা আছে। ঐ রসুমহইতে আমলারদের মেহনতানা দিবেন এবং দফতরের সরঞ্জাম খরীদ করিবেন।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১৪ ধা।—১০৭ পৃষ্ঠা।

৪৩৩। নীলের করারদাদের রেজিষ্টরী করণের উপর ঐ ফিসের বিধান খাটিবেক।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৪ ধা।—১০৭ পৃষ্ঠা।

৫০ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ। নায়েব নিযুক্ত করণ।

৪৩৪। দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী করণের দফতরখানা সদর মোকামে হইবেক এবং জিলা কি শহরের আদালতে রেজিষ্টর সাহেব ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। যদি কোন কারণে

তাঁহার ঐ কর্ম্ম করণের বাধা হয় তবে তিনি জজ সাহেবের সম্মতি লইয়া ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থ সরকারের কোন চিহ্নিত চাকরকে আপনার কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্ত নায়েবী পদে নিযুক্ত করিবেন এবং ঐ নায়েব ঐ পদের নিরূপিত দিবা করিবেন।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ২ ধা।—১০৮ পৃষ্ঠা।

৪৩৫। যে রেজিষ্টর সাহেব দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী কর্ম্মে মোকরর হইয়াছেন তিনি কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত যদি কালেক্টরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে নিযুক্ত হন্ তবে তাঁহাকে রেজিষ্টরী কার্য্যে পুনরায় নিযুক্ত করণের আবশ্যক নাই।—৩৬৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১০৮ পৃষ্ঠা।

৪৩৬। দলীলদস্তাবেজের কোন রেজিষ্টর সাহেব আদালতের রেজিষ্টর সাহেব না হইয়া জজ সাহেবের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণকালে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের রসুম পাইবেন।—৭৪৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—১০৮ পৃষ্ঠা।

৪৩৭। যদি কোন রেজিষ্টর সাহেব নায়েব নিযুক্ত না করিয়া আপন কর্ম্মস্থান-হইতে অন্যত্র যান্ তবে জজ সাহেব কর্ম্মক্ষম কোন চিহ্নিত চাকর সাহেবকে ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে নিযুক্ত করিতে পারেন্।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৩ ধা।—১০৮পৃষ্ঠা।

৪৩৮। রেজিষ্টর সাহেবের পদ খালী হইলে জজ সাহেব সেইরূপ কার্য্য করিতে পারেন্।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৪ ধা।—১০৮ পৃষ্ঠা।

৪৩৯। যদি ঐ পদের উপযুক্ত কোন সাহেব সে স্থানে না থাকেন্ তবে জজ সাহেব আপনি ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারেন্।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৫ ধা।—১০৮ পৃষ্ঠা।

৪৪০। এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে জজ সাহেব কিম্বা তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত অন্য চিহ্নিত কোন কার্য্যকারক সাহেব যে সকল দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিয়াছিলেন তাহা প্রবল হইবেক।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৬ ধা।—১০৮ পৃষ্ঠা।

৪৪১। উক্ত ধারামতে যে নায়েব নিযুক্ত হন্ তিনি রেজিষ্টরীর রসুম পাইবেন কিন্তু যখন জজ সাহেব ঐ কর্ম্ম করেন্ তখন ঐ রসুমহইতে ঐ কর্ম্মের আমলাপ্রভৃতির খরচ-বাদে বাকী যাহা থাকে তাহা সরকারে জমা করা যাইবেক।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৭ ধা।—১০৯ পৃষ্ঠা।

৪৪২। যে ব্যক্তিরা প্রধান আসিষ্টান্ট নামে ইহার পূর্ব্বে বিখ্যাত ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা তাঁহারদের তুল্য পদস্থ হওয়াতে ঐ প্রধান আসিষ্টান্টেরা রেজিষ্টরী করণের নিমিত্ত যে রসুম পাইতেন সেই রসুম ঐ জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরাও পাইবেন।—১৮৩৭ সালের ২৪ ফেব্রুআরির সর-ক্যুলর অর্ডর।—১০৯ পৃষ্ঠা।

৫১ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ। রেজিষ্টরীর বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করণ।

৪৪৩। দস্তাবেজসকলের যেং নকল দপ্তরে রাখিবার হয় তাহার পৃষ্ঠে ও রেজিষ্টরী বহীতে যেং নকল হইয়া থাকে তাহার উপর রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতের উপরান্ত জজ সাহেব আপন দস্তখৎ করিবেন।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৬ ধা। ২ প্র।—১০৯ পৃষ্ঠা।

৪৪৪। যদি রেজিষ্টরী দপ্তরের রেজিষ্টর সাহেব আপনার কর্ম্ম করণেতে ত্রুটি করেন্ কিম্বা আইনমতে কার্য্য না করিয়া থাকেন্ তবে ইহার সম্বাদ জজ সাহেব গবর্ণমেন্টের নিকটে দিবেন।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।—১০৯ পৃষ্ঠা।

৪৪৫। যেং গতিকে কিছু কালের নিমিত্ত রেজিষ্টরী করণের পদ শূন্য হয় কেবল সেই গতিকে ১৮২৪ সালের ৪ আইনের ৪ ধারা খাটে। এক্ষণে এই সাধারণ নিয়ম হইল যে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী করণের ভার সদর মোকামের প্রধান আসিষ্টান্ট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে হয়।—১৮৩১ সালের ১৩ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১০৯ পৃষ্ঠা।

৪৪৬। রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি হুকুম হইতেছে যে আপানারদের ছয়২ মাসীয় পরিভ্রমণ সময়ে জিলা ও শহরের আদালতের রেজিষ্টরী বহী এবং রিকার্ড হইবার নিমিত্ত যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল হইয়াছে তাহার তদারক করেন্ এবং ১৮১২ সালের ২০ আইনের বিধিতে রেজিষ্টরী করণের এবং জজ সাহেবের উপরান্ত দস্তখৎ করণের যে হুকুম আছে সেই হুকুমের কিছু ব্যতিক্রম দেখিলে তাহা সদর আদালতে জানান্।—১৮৩১ সালের ২৫ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।—১০৯ পৃষ্ঠা।

৪৪৭। যাহারা রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্ত দলীলদস্তাবেজ আনে তাহারদের রেজিষ্টরী বহীতে ঐ দস্তাবেজের নকলে দস্তখৎ করণের আবশ্যক নাই।—১৮৩৬ সালের ২ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১১০ পৃষ্ঠা।

৪৪৮। জিলা কি শহরের জজ সাহেব গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের ভার প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন্ এবং ঐ কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে যত রসুম আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ঐ প্রধান সদর আমীন পাইবেন।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৪ ধা।—১১০ পৃষ্ঠা।

৫২ ধারা।

রেজিষ্টরীকরণ। দেওয়ানী মোকামে রেজিষ্টরী দফ্তর স্থাপনকরণ।

৪৪৯। ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ২ এবং ১৪ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ২৮ আইন এবং ১৮০৩ সালের ১৭ আইন এবং ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারা এবং ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩২ ধারা এবং ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৪ ধারা এবং ৬ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ এবং ১৮২৪ সালের ৪ আইনের ২ ধারা মতান্তর হইল।—১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ১ ধা।—১১০ পৃষ্ঠা।

৪৫০। ঐ২ ধারা যে দফ্তরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহার অতিরিক্ত কোন সদর মোকামে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরীর নিমিত্তে দফ্তর স্থাপন হইতে পারে এবং ঐ২ মোকামবাসি যে কোন কার্য্যকারককে গবর্ণমেণ্ট ঐ পদের নিমিত্ত নিযুক্ত করেন্ তাঁহাকে ঐ দফ্তরের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে অর্পণ হইতে পারে।—১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ২ ধা।—১১০ পৃষ্ঠা।

৪৫১। এই আইনানুসারে যে নিদর্শনপত্রাদি রেজিষ্টরী হয় তাহার নিমিত্তে ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট রসুমের তুল্য রসুম দিতে হইবেক।—১৮৩৮ সা ৩০ আ। ৩ ধা।—১১০ পৃষ্ঠা।

৪৫২। এই আইনানুসারে নিদর্শনপত্রাদি রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে যে দফ্তর স্থাপন হয় এবং যে ব্যক্তি নিযুক্ত হন্ তাঁহার উপর ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৯ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ খাটে না।—১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ৪ ধা।—১১১ পৃষ্ঠা।

৪৫৩। যে ব্যক্তিরা ইউরোপীয় ভাষার লিখিত কোন নিদর্শনপত্রাদি সরকারের কোন রেজিষ্টরী দফ্তরে রেজিষ্টরী করিতে বাঞ্ছা করে তাহারা ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৪ ধারার নিরূপিত রসুমের অতিরিক্ত ঐ পত্রাদির নকলকরণের নিমিত্ত সেকসন অর্থাৎ চুক্তিরূপে নকলকরণের যে হার নিরূপিত আছে তদনুসারে তাহা নকলকরণের খরচ দিবেক।—১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ৫ ধা।—১১১ পৃষ্ঠা।

৪৫৪। এই আইনানুসারে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণের নিমিত্ত যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত হন্ সেই ব্যক্তি মরিলে অথবা ছুটী লইয়া বিদায় হইলে জিলার জজ সাহেব অথবা বিশেষরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারক অন্য কোন ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত ঐ পদের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে নিযুক্ত করিতে পারেন্।—১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ৬ ধা।—১১১ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়।

আপীল।

১ ধারা।

মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের ডিক্রীর উপর সরাসরী আপীল।

১। যে গতিকে মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া তাহা বিলম্ব কিম্বা বেদাঁড়া কিম্বা অন্য কসুরপ্রযুক্ত নামঞ্জুর হইয়াছে কেবল এমত গতিকে তাহার সরাসরী আপীল হইতে পারে।—৮০৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—১১২ পৃষ্ঠা।

২। মুনসেফের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া যদি মুনসেফ তাহা শুনিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন অথবা বিলম্ব কি বেদাঁড়া বা অন্য কোন কসুর হওন-প্রযুক্ত ডিসমিস করিয়া থাকেন্ তবে মুনসেফের ঐ ডিক্রী বা হুকুমের উপর জিলা ও শহরের আদালত সরাসরী আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন্।—১৮৩৮ সা। ২২ আ। ১ ধা। —১১২ পৃষ্ঠা।

৩। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১ প্রকরণ এবং ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারা এবং ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৭ ধারার বিধি ঐ প্রকার সরাসরী আপীলের বিষয়ে খাটিবেক।—১৮৩৮ সা। ২২ আ। ২ ধা। —১১২ পৃষ্ঠা।

৪। যদি কোন সদর আমীন কোন মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া তাহা বিলম্ব অথবা বেদাঁড়া বা অন্য কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস করিয়া থাকেন্ তবে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা সদর আমীনের ঐ ডিক্রী বা হুকুমের উপর সরাসরী আপীল লইতে পারেন্।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।—১১২ পৃষ্ঠা।

৫। সরাসরী আপীলের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ও ৩ ধারা এবং ঐ২ হুকুম শুধরিবাতে তৎপরে যে হুকুম হইয়া থাকে তাহা প্রধান সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তিহওয়া আসল মোকদ্দমা ও আপীলের বিষয়ে খাটিবেক। অর্থাৎ ৫০০০৲ টাকার ন্যূন মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জিলা ও শহরের জজ সাহেব সরাসরী আপীল লইতে পারেন্।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৯ ধা। ১ প্র।—১১৩ পৃষ্ঠা।

৬। ফরিয়াদী দাবী বস্তুর মূল্য কম ধরিয়াছে বলিয়া যদি ননসুট হইয়া থাকে এবং যদি সে ব্যক্তি এমত প্রমাণ দিতে পারে যে আমি কম মূল্য ধরি নাই অতএব প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন যে হুকুম করিলেন তাহা অসঙ্গত তবে তাঁহারদের ঐ নিষ্পত্তির উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে।—৮৭২ নম্বরী আইনের অর্থ।—১১৩ পৃষ্ঠা।

৭। যদি মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা না হইয়া কেবল কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হইয়া থাকে তবে "ননসুট" এই কথা ডিক্রীর মধ্যে না লেখা থাকিলেও ফরিয়াদীর সরা-সরীমতে আপীল করণের নিবারণ হইতে পারে না।—৮৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।— ১১৩ পৃষ্ঠা।

৮। জাবেতামত আপীলের দরখাস্ত করণের যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদের মধ্যে সরাসরী আপীলের দরখাস্ত করিতে হইবেক এবং তাহার বিষয়ে নীচের লিখিত বিধি খাটিবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।—১১৩ পৃষ্ঠা।

[মুনসেফ ও সদর আমীন এবং প্রধান সদর আমীনেরদের হুকুমের উপর জাবেতামত আপীলকরণের মিয়াদের বিষয়ে এই অধ্যায়ের ৪ ধারা দেখ।]

৯। যদি কোন ব্যক্তি সরাসরী আপীল করিতে মনস্থ রাখে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে

নিজে অথবা আপনার উকীলের মারফতে নিরূপিত মাসুলের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত দরখাস্ত দাখিল করে এবং যে হুকুম বা ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার দস্তখৎহওয়া এক নকল তাহার সঙ্গে দেয়।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৬ প্র।—১১৩ পৃষ্ঠা।

১০। যে ব্যক্তি এমত সরাসরী আপীল করে উকীলের রসুম তাহার আমানৎ করিতে হইবেক না এবং যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়া থাকে সেই ডিক্রী স্থগিত রাখণের যে জামিনী দিতে হয় তদ্ভিন্ন তাহার কোন জামিনী দাখিল করিতে হইবেক না।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৭ প্র।—১১৩ পৃষ্ঠা।

১১। এইরূপ সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইলে রেস্পাণ্ডেন্টকে তাহার সমাচার দেওনের এবং আদালতে তাহার হাজির করাওণের আবশ্যক হইবেক না কিন্তু আদালত আবশ্যক বোধ করিলে তাহাকে সম্বাদ দিতে ও হাজির করাইতে পারিবেন। এবং যে আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়াছে সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমা বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত এবং আইনমতে নামঞ্জুর কি ডিসমিস হইয়াছে কি না ইহা জানা যাওনের নিমিত্ত যে সওয়াল ও জওয়াব ও বিচারের প্রয়োজন হয় তাহাব্যতিরিক্ত আর কিছু সওয়াল ও জওয়াব ও বিচার হইবেক না।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৮ প্র। —১১৪ পৃষ্ঠা।

১২। এইরূপ সরাসরী বিচারের সময়ে যদ্যপি দৃষ্ট হয় যে ঐ মোকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়াছিল অথবা গ্রাহ্য হইলে পর তাহার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া আইনের বিরুদ্ধ বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে ডিসমিস হইয়াছিল তবে জিলার আদালত অধস্থ আদালতকে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে অথবা যদি গ্রাহ্য হইয়া ডিসমিস হইয়া থাকে তবে পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিতে এবং আইনমতে তাহার দোষগুণঅনুসারে বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিবেন।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৯ প্র।—১১৪ পৃষ্ঠা।

১৩। "আইনের বিরুদ্ধ" এই যে কথা উক্ত ৯ প্রকরণের মধ্যে লেখা আছে তাহার অর্থ এই যে আইনের মধ্যে লিখিত না হওয়া হেতুপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস অথবা নামঞ্জুরকরণ অথবা উভয় বিবাদিকে হাজির হইয়া আপন২ মোকদ্দমা ডিসমিস না হওন-প্রভৃতির কারণ দর্শাইতে আইনের মধ্যে যে নিয়ম আছে সেই নিয়মানুসারে কার্য্য না করণের পূর্ব্বে মোকদ্দমা ডিসমিস অথবা নামঞ্জুর করণ।—৮০৫ নম্বরী আইনের অর্থ। ১১৪ পৃষ্ঠা।

১৪। সরাসরী আপীল দাখিল হইলে যদি তাহা অমুলক এবং দুঃখ দেওনের নিমিত্ত করা গিয়াছে বোধ হয় তবে আদালতের সাহেবেরা ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া আপেলান্টের জরীমানা করিবেন কিন্তু ঐ মোকদ্দমা আপেলান্ট জাবেতামত নালিশ অথবা জাবেতামত আপীলের ন্যায় উপস্থিত করিলে তাহার যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে হইত তাহাহইতে অধিক জরীমানা করিতে হইবেক না। সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা জিলা ও শহরের আদলতের জজ সাহেবেরা জরীমানার যে হুকুম করেন্ তাহা চূড়ান্ত হইবেক। —১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ১০ প্র।—১১৪ পৃষ্ঠা।

১৫। যদ্যপি চলিত আইনানুসারে জাবেতামত আপীল হইতে পারে তবে সরাসরী-মতে আপীল নামঞ্জুর হওয়াতে ঐ প্রকার জাবেতামত আপীল নিবারণ হইবেক না।—৭২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—১১৫ পৃষ্ঠা।

১৬। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে যদি মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হয় তবে মোকদ্দমার শুননি না হইলে ফরিয়াদী যেরূপে নূতন নালিশ করিতে পারিত সেইরূপে ঐ দাওয়ার বিষয়ে নূতন নালিশ করিতে পারে।—৮৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।—১১৫ পৃষ্ঠা।

১৭। যদি মুনসেফ মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া তাহা ডিসমিস করেন্ এবং ফরিয়াদী বা আসামী আপীল করে তবে যে আদালতে ঐ আপীলের বিচার হয়

সেই আদালতের জজের কর্ত্তব্য যে ঐ মোকদ্দমার দোষগুণ নিজে বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি করেন্ অথবা মোকদ্দমা গোড়াগুড়ি বিচারহওনার্থ মুনসেফের নিকটে অথবা অন্য ক্ষমতাবিশিষ্ট বিচারকের নিকটে পাঠান্।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২৭ ধা। ২ প্র।—১১৫ পৃষ্ঠা।

১৮। যদ্যপি কোন মুনসেফ কসুরপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস করিলে তাহার উপর আপীল গ্রাহ্য হয় তবে জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমা ডিসমিসের যে হেতু দর্শান গেল তাহা-দৃষ্টে ঐ ডিসমিস বহাল রাখিতে পারেন্ না কিন্তু তাঁহার উচিত যে ডিসমিসের হুকুম অন্যথা করিয়া নিজে সেই মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনাপূর্ব্বক নিষ্পত্তি করেন্ অথবা মুনসেফকে সেইরূপ বিবেচনা করিতে হুকুম দেন্। এবং আসামীরা যদি ইহা বলিয়া আপীল করে যে আমরা আদালতে হাজির হইতে অক্ষম হওনসময়ে আমারদের প্রতি-কূলে মোকদ্দমা একতরফা ডিক্রী হইয়াছিল তবে তাহার বিষয়ে সেই বিধি খাটিবেক।—৮৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।—১১৫ পৃষ্ঠা।

১৯। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণ এবং তদ্বিষয়ি ১৮৩৪ সা-লের ২১ ফেব্রুআরি তারিখের আইনের অর্থ ১৮৩৮ সালের ৭ এবং ২২ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক।—১২২৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১১৫ পৃষ্ঠা।

২০। সদর আদালত বোধ করেন্ যে ফরিয়াদী সরাসরী আপীল করিলে এবং উভয় পক্ষ জাবেতামত আপীল করিলে ১৮৩৮ সালের ৭ এবং ২২ আইনানুসারে জজ সাহেব সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমা ছানী তজবীজ ও নিষ্পত্তির নিমিত্ত অথবা গোড়াগুড়ি বিচার করি-বার নিমিত্ত অধস্থ আদালতে পাঠাইতে পারেন্ অতএব ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণ এবং তৎসম্পর্কীয় ১৮৩৪ সালের ৮ আপ্রিল তারিখের আইনের অর্থ রদ হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবেক।—১৮৩৯ সালের ২৩ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।—১১৫ পৃষ্ঠা।

[১৮ নম্বরী বিধি ১৯ নম্বরী বিধানের দ্বারা রদ হইয়াছে এবং ঐ ১৮ নম্বরী বিধি উপরে লিখনের তাৎপর্য্য এই যে তাহা পূর্ব্বাবধি চলন হইয়া আসিতেছে অতএব যে হুকুমের দ্বারা তাহা রদ হইল তাহার অভিপ্রায় সকলেই বুঝিতে পারেন্।]

২১। যে সকল গতিকে সরাসরী আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে আপেলাণ্ট যদি ভ্রমক্রমে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে খাস আপীলের দরখাস্ত করে তথাপি তাহার সরাসরী আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে এবং এমত হইয়া থাকিলে আপেলাণ্ট যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিয়াছিল তাহাহইতে সরাসরী আপীলের ইষ্টাম্পের মূল্য অর্থাৎ ২ টাকা হাতে রাখিয়া অবশিষ্ট তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।—৬১৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—১১৬ পৃষ্ঠা।

[এদেশীয় বিচারকেরদের সরাসরী ডিক্রীর উপর আপীল হইলে উকীল ও ইষ্টাম্পের বিষয়ি বিধি ২ অধ্যায়ের ইং ২৯৩ লাং ২৯৭ নম্বরে লেখা আছে।]

২ ধারা।

৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমার প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর এবং সামান্যতঃ জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর উপর সরাসরী আপীল।

২২। ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের যে সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন নিষ্পত্তি করেন্ তাহার উপর ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার নিয়মানুসারে সরাসরী আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—১১৬ পৃষ্ঠা।

২৩। জিলা ও শহরের আদালতের কিম্বা প্রধান সদর অমীনেরদের যে মোকদ্দমা

অথবা আপীল শুনিবার যোগ্য হয় সেই মোকদ্দমা যদি তাঁহারা মঞ্জুর না করিয়া থাকেন্ অথবা মঞ্জুর করিয়া দোষগুণ বিবেচনাকরণব্যতিরেকে বিলম্ব বা বেদাঁড়া বা অন্য কসুর-প্রযুক্ত ডিসমিস করিয়া থাকেন্ তবে তাঁহারদের ঐ হুকুম বা ডিক্রীর উপর সদর দেওয়ানী আদালত সরাসরী আপীল লইতে পারেন্।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৩ প্র। —১১৬ পৃষ্ঠা।

২৪। ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মুল্যের যে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ ও ৫ ধারানুসারে নিষ্পত্তি করেন্ তাহার উপর সরাসরী আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে।—১১৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১১৬ পৃষ্ঠা।

২৫। ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মুল্যের যে মোকদ্দমা ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারানুসারে প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতি অর্পণ হয় সেই মোকদ্দমার মুৎফরক্কা অথবা সরাসরী কার্য্যে এবং ৫০০০৲ টাকার কম মুল্যের মোকদ্দমায় তাঁহারা যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহার উপর আপীল প্রথমতঃ জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইবেক এবং তৎপরে সদর দেওয়ানী আদালতে তদ্বিষয়ে খাস আপীল হইতে পারে।—১১৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১১৬ পৃষ্ঠা।

৩ ধারা।

৫০০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ মুল্যের মোকদ্দমাতে মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের নিষ্পত্তির উপর জিলার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে জাবেতামত আপীল।

২৬। যদ্যপি কোন জিলার জজ সাহেব কোন অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তি বেদাঁড়া বা বেআইনী বোধ করেন্ তথাপি তাঁহার নিকটে আপীল না হইলে তিনি সেই নিষ্পত্তি অন্যথা করিতে পারেন্ না কিন্তু তাঁহার উচিত যে সেই বিষয়ে যাহারা লিপ্ত থাকে তাহারদিগকে নিরূপিত মিয়াদ অতীত হইলেও আপীল করিতে হুকুম দেন্।—১০৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১১৭ পৃষ্ঠা।

২৭। মোকদ্দমার আপীল হইলে মোকদ্দমার মুল্য নিরূপণ করণেতে আসল টাকার উপর খরচা চড়াইতে নিষেধ আছে।—১১৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।—১১৭ পৃষ্ঠা।

২৮। যে ব্যক্তি মুনসেফের নিষ্পত্তিতে নারাজ হয় সেই ব্যক্তি জিলা আদালতে আপীল করিতে পারে। যে তারিখে ঐ ডিক্রী দেওয়া গেল অথবা দিবার প্রস্তাব হইল তাহার পর ৩০ দিবসের মধ্যে আপীলের দরখাস্ত করিতে হইবেক কিন্তু যদি ঐ মিয়াদের মধ্যে আপীল না করণের বিশিষ্ট হেতু দর্শান যায় তবে নিয়মিত সময় গত হইলেও জজ সাহেব মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল শুনিতে পারেন্।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ১ প্র।—১১৭ পৃষ্ঠা।

২৯। মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীলের দরখাস্ত জজ সাহেবের হজুরে দিতে হইবেক। মুনসেফেরা আপনারদের নিষ্পত্তির উপর আপীলের দরখাস্ত লইতে পারেন্ না।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ২ প্র।—১১৭ পৃষ্ঠা।

৩০। মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল আপেলান্ট নিজে কিম্বা নিযুক্ত উকীলের মারফতে দাখিল করিবেক। আপীল মঞ্জুর হইলে যদি আপেলান্ট ও রেস্পাণ্ডেন্ট নিজে মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব না করে তবে যে উকীল নিযুক্ত হন্ ঐ উকীল জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিতহওয়া অন্য মোকদ্দমাতে যে হারে রসুম পান্ সেই হারে পাইবেন। —১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ৩ প্র।—১১৭ পৃষ্ঠা।

৩১। মুনসেফেরদের নিষ্পত্তি বেশিরিশ্‌তায় কি বেদাঁড়ায় হইয়াছে বলিয়া না-মঞ্জুর হইবেক না কেবল দোষগুণ বিবেচনাক্রমে মঞ্জুর নামঞ্জুর হইবেক।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ৪ প্র।—১১৮ পৃষ্ঠা।

[১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৬ ধারার ১।২।৩।৪ প্রকরণ সদর আমীনের ডিক্রীর উপর আপীলের বিষয়ে খাটিবার সেই আইনের ৭৩ ধারায় হুকুম আছে।]

৩২। এক জিলায় মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া ১৮৩৮ সালের ২৭ আইনের ২ ধারানু-সারে অন্য জিলাতে দাখিল হইলে যদি জিলার জজ সাহেব তাহা বিচারার্থ সদর আ-মীনের প্রতি অর্পণ করেন্ তবে ঐ সদর আমীনের ফয়সলার উপর আপীল ঐ অন্য জিলার আদালতে হইবেক।—১৩৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১১৮ পৃষ্ঠা।

৩৩। ৫০০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ যে প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন নিষ্পত্তি করেন্ তাহার উপর আপীল জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইবেক।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ২ প্র।—১১৮ পৃষ্ঠা।

৩৪। যখন মুনসেফের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা জিলা বা শহরের জজ সাহেব কোন সদর আমীন বা প্রধান সদর আমীনের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে অর্পণ করেন্ তখন সেই মোকদ্দমা মুনসেফের দ্বারা বিচার হইলে ইষ্টাম্পের মাসুল এবং আপীলের বিষয়ে যে বিধি আমলে আসিত সেই বিধি আমলে আসিবেক।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৫ ধা। —১১৮ পৃষ্ঠা।

৩৫। ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারানুসারে কোন মোকদ্দমা প্রধান সদর আ-মীনের প্রতি সোপর্দ্দ হইলে হুকুম জারীকরণের তলবানার বিষয়ে এবং অবশেষ সওয়াল-জওয়াব লইবার বিষয়ে মুনসেফেরদের আদালতে যে হুকুম খাটে তাহাতে প্রধান সদর আমীনেরা বদ্ধ নহেন্।—১৩৬২ নম্বরী আইনের অর্থ।—১১৮ পৃষ্ঠা।

৩৬। যখন মুনসেফের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হয় তখন তাহার উপর আপীল জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক এবং কেবল তিনি তাহার বিচার করিবেন এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক চলিত আইনে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও প্রতিবন্ধক হইবেক না।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৬ ধা।—১১৮ পৃষ্ঠা।

৩৭। সদর আমীনের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা জিলার জজ সাহেব প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করিলে সদর আমীনের দ্বারা তাহার প্রথমতঃ বিচার হইলে ইষ্টাম্পের মাসুল ও আপীলের বিষয়ে যে২ বিধি আমলে আসিত সেই২ বিধি আমলে আসিবেক।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৭ ধা।—১১৯ পৃষ্ঠা।

৩৮। কোন ব্যক্তি সদর আমীন অথবা জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিষ্পত্তির উপর আপীল করিলে সেই ব্যক্তি যে আদালতে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী হইয়া থাকে সেই আদালতের হজুরে ডিক্রীর নকলব্যতিরেকে আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে। ঐ দরখাস্তের মধ্যে আপীলের বিশেষ হেতু লিখিবার আবশ্যক নাই কিন্তু এই মজমুনে মোটে দরখাস্ত লিখিয়া দিলে হইবেক যে আপেলাণ্ট ঐ নিষ্পত্তিতে নারাজ হইয়া আপীল করণের মনস্থ রাখে। ঐ দরখাস্ত নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক এবং তাহার সঙ্গে আপীলের খরচার বাবৎ নিরূপিত জামিনী দাখিল করিতে হইবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ২ প্র।— ১১৯ পৃষ্ঠা।

৩৯। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুসারে প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীলের যে দরখাস্ত হয় তাহার সঙ্গে আসল ডিক্রীর নকল দিবার আবশ্যক নাই।—১১৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—১১৯ পৃষ্ঠা।

৪০। আপেলান্ট ডিক্রীর বিষয়ে যে ওজর রাখে তাহা এবং আপীলকরণের অন্য২ হেতু আসল দরখাস্তে লিখিয়া দিতে পারে কিম্বা আলাহিদা আরজীতে লিখিয়া দাখিল করিতে পারে। যদি আলাহিদা দরখাস্তে তাহা দাখিল হয় তবে অন্য আরজী যে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয় সেই ইষ্টাম্প কাগজে তাহা লিখিতে হইবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৫ প্র।—১১৯ পৃষ্ঠা।

৪১। ঐ আলাহিদা যে দরখাস্তে আপীলকরণের হেতু লেখা যায় তাহা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৯ ধারার নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—৫৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১১৯ পৃষ্ঠা।

৪২। যদি সেই মোকদ্দমার নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত উকীল নিযুক্ত না হয় তবে উকীলের রসুম আমানৎ করণের আবশ্যক নাই কিন্তু যদি উকীল মোকরর হয় তবে যে আদালতে মোকদ্দমার বিচার হওনের বিষয় হয় সেই আদালতে ঐ উকীলের রসুম আমানৎ রাখিতে হইবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৪ প্র।—১২০ পৃষ্ঠা।

৪৩। যে আদালতে আপীলের বিচার হইবেক সেই আদালতে যদি আপীলের দরখাস্ত দেওয়া যায় তবে তাহার সঙ্গে আসল ডিক্রীর এক দস্তখৎহওয়া নকল দাখিল করিতে হইবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৭ প্র।—১২০ পৃষ্ঠা।

৪৪। কোন জিলার আদালতে যে কোন মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হয় অথবা আপীল হয় তাহার বিচারকরণের ভার সদর দেওয়ানী আদালত উপযুক্ত হেতু দেখিলে অন্য জিলার আদালতে অর্পণ করিতে পারেন্।—১৮৩৭ সা। ৩ আ। ১ ধা।—১২০ পৃষ্ঠা।

৪৫। এইমতে যখন সদর দেওয়ানী আদালত এক জিলাহইতে অন্য জিলায় কোন মোকদ্দমা অর্পণ করেন্ তখন তাহার হেতু আপন রোয়দাদের মধ্যে লিখিবেন।—১৮৩৭ সা। ৩ আ। ২ ধা।—১২০ পৃষ্ঠা।

৪৬। সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে সওয়ালজওয়াব ১ টাকা মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৩ ধা।—১২০ পৃষ্ঠা।

৪৭। প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল হয় তাহা ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার লিখিত বর্জিত কথার মধ্যে গণ্য নহে অতএব সেই আপীলের আরজী ৪ টাকা মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—৮৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২১ পৃষ্ঠা।

৪৮। ১৮১৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারা রদ হইল এবং প্রথমত উপস্থিত কোন নালিশে কি আপীলে যত টাকার দাওয়া জিলার আদালতে হইয়া থাকে সেই নালিশ জিলার জজ সাহেবের দ্বারা নিষ্পত্তি হউক কি অধস্থ আদালতে সোপর্দ্দ করা যাউক তাহাতে ইষ্টাম্পের মাসুল মাফ হইবেক না।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।—১২১ পৃষ্ঠা।

৪৯। যদি প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমায় মুনসেফ ও সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিতে কোন ব্যক্তি নারাজ হয় তবে জিলা ও শহরের আদালতে সেই ব্যক্তির আপীল করণের অধিকার আছে। ঐ দরখাস্ত আদালতে পঁহুছিলে সিরিশ্তাদার তাহা তহকীক করিবেন এবং যদ্যপি তাহা নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়া থাকে এবং নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়া থাকে তবে তাহা নথীর শামিল হইয়া আদালতের বহীতে রেজিষ্টরী হইবেক। কিন্তু যদ্যপি তাহাতে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় তবে সিরিশ্তাদার তাহা জজ সাহেবকে বিশেষরূপে জানাইবেন এবং জজ সাহেব যেমত বিহিত বোধ করেন্ সেইমত হুকুম দিবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—১২১ পৃষ্ঠা।

৫০। আপীলের বিষয়ে যে নিয়ম করা গিয়াছে তাহার যদি কিছু ব্যতিক্রম আপীলের আরজীতে দৃষ্ট হয় তবে তাহা বিশেষরূপে জজ সাহেবকে জানাইতে হইবেক এবং তিনি

যেমত বিহিত বুঝেন্ সেইমত হুকুম দিবেন।—১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১২১ পৃষ্ঠা।

৫১। অতএব যদি আপীলের আরজী সর্ব্বপ্রকারে দাঁড়ামত হয় তবে সিরিশ্তাদার ঐ আরজীর পৃষ্ঠে সেই কথা লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। তৎপরে আপীলের আরজীর শামিলে মোকদ্দমার মিসিল রাখিতে হুকুম দেওয়া যাইবেক তাহার তাৎপর্য্য এই যে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮৩৮ সালের ৭ আইনানুসারে জজ সাহেব যখন আপীল শুনেন তখন যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে সেই ডিক্রী যথার্থ কি না ইহা নিশ্চয়করণের নিমিত্ত রোয়দাদের যে কোন কাগজপত্র দৃষ্টি করা আবশ্যক বোধ হয় তাহা দৃষ্টি করিতে পারেন্। যে দিবসে আপীলের আরজী দাখিল হয় সেই দিবসে নিদানে তাহার পর দিবসে সিরিশ্তাদারের দ্বারা মোকদ্দমার কাগজপত্র তহকীককরণের এবং মোকদ্দমার মিসিল আপীলের আরজীর শামিল রাখিবার হুকুম দেওনের কিছু বাধা নাই।—১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১২১ পৃষ্ঠা।

৫২। যদি আপীলের দরখাস্ত ও জামিনী নিরূপিতমতে এবং নিরূপিত সময়ে দাখিল হইয়া থাকে তবে জিলার জজ সাহেব সেই আপীল মঞ্জুর করিবেন।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।—১২২ পৃষ্ঠা।

৫৩। জাবেতামত আপীল মঞ্জুর হওনের নিমিত্ত কেবল ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিবার আবশ্যক আছে যে আপীলের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ অতীত হয় নাই এবং আপীলের দরখাস্ত নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে। আপীল নথীর শামিল করা গেলে এবং শুনিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে যদ্যপি রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর হুকুম জারী হওনের পর অথবা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের বিধানানুসারে এমত দৃষ্ট হয় যে আপেলাণ্টকে উপযুক্তমতে এত্তেলা দেওয়া গিয়াছে এবং ঐ নিষ্পত্তি সরকারের আইন ও কার্য্য নির্ব্বাহের নিয়মানুসারে হইয়াছিল এবং যদি আরো দৃষ্ট হয় যে আপেলাণ্ট হাজির না হইবার যে কারণ জানাইয়াছিল তাহা অমূলক এবং সে জানিয়াশুনিয়া অধস্থ আদালতে হাজির হইতে ক্রুটি করিয়াছিল তবে সেই আপীল ডিসমিস হইবেক। কোন মোকদ্দমা একতরফা ডিক্রী হইয়াছিল কেবল ইহাতে গোড়াগুড়ি বিচারের নিমিত্ত তাহা ফিরিয়া পাঠাওনের অথবা আসল মোকদ্দমায় আপেলাণ্টের ওজর বিবেচনা করিবার উপযুক্ত কারণ নহে।—১৮৪১ সালের ১২ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।—১২২ পৃষ্ঠা।

৫৪। আপীলহওয়া মোকদ্দমায় জজ সাহেব ডিক্রী করিলে ঐ মোকদ্দমা যে তারিখে অধস্থ আদালতে তজবীজ ও বিচারের নিমিত্ত অর্পণ হইয়াছিল তাহা ডিক্রীতে লিখিবেন। অচিহ্নিত বিচারকেরা আপনারদের আসল ডিক্রীতে সেই বৃত্তান্ত লিখিবেন।—১৮৪০ সালের ১৪ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—১২২ পৃষ্ঠা।

৫৫। যে টাকার বাবৎ নালিশ হইয়াছিল তাহার অর্দ্ধেকের ডিক্রী হইলে এবং সেই ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদি আপীল আদালত বোধ করেন্ যে সমুদয় টাকার ডিক্রী করা উচিত ছিল তবে ফরিয়াদী নিজে সেই ডিক্রীর বিষয়ে ওজর না করিলে তাহার উপকারের নিমিত্ত অধস্থ আদালতের ডিক্রীর সংশোধন হইতে পারে না।—৮৬৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২২ পৃষ্ঠা।

৫৬। ৫৭। যদি জিলার আদালত নানা ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী করেন্ এবং যদি তাহার মধ্যে কেবল এক জন আপীল করে তবে কেবল সেই ব্যক্তির আপত্তির বিষয়ে আপীল আদালতের বিচার করা উচিত কিন্তু যখন যথার্থ বিচার হওনের নিমিত্ত আবশ্যক বোধ হয় তখন ডিক্রীর দ্বারা যে সকল ব্যক্তিরদের লাভালাভ হয় সেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপীল আদালত ডিক্রী করিবেন। ৯৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৩ পৃষ্ঠা।

৫৮। মুনসেফ ও সদর আমীনেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জজ সাহেব যে ডিক্রী করেন্ তাহা চূড়ান্ত হইবেক।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ১ প্র।—১২৩ পৃষ্ঠা।

৫৯। মুনসেফ ও সদর আমীনেরদের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহা চূড়ান্ত অতএব ঐ অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আপীলমুখে জিলার জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহার উপর আপীলের কোন দরখাস্ত সদর আদালত লইতে ও বিচার করিতে পারেন্ না—৬৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৩ পৃষ্ঠা।

৪ ধারা।

বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত বিচারকেরদের ডিক্রীর উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীলকরণের মিয়াদ।

৬০। প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইলে সেই আপীলের দরখাস্ত প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির বা হুকুমের তারিখের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে গুজরাইতে হইবেক। ঐ মিয়াদ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ প্রকরণের নিয়মানুসারে হিসাব করিতে হইবেক। কিন্তু যদি অনিবার্য্য কোন কারণপ্রযুক্ত আপেলাণ্ট আপন আপীলের দরখাস্ত গুজরাইতে পারিল না এমত প্রমাণ হয় তবে সেই মিয়াদ অতীত হইলেও তাহার আরজী গ্রাহ্য হইতে পারে।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৯ ধা।—১২৩ পৃষ্ঠা।

৬১। মুৎফরক্কার বিষয়ে মুনসেফেরদের হুকুমের উপর আপীল করণের মিয়াদ ঐ হুকুমের তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক কিন্তু হুকুমের নকলের দরখাস্ত করিলে পর তাহা প্রস্তুত করিতে যত কাল লাগে তাহা ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না। ঐ হুকুমের নকল শাদা কাগজে দিতে হইবেক এবং তাহাতে নকল পাইবার দরখাস্তের তারিখ এবং দিবার নিমিত্ত তাহা প্রস্তুত হওনের তারিখ লেখা থাকিবেক।—১৩২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৩ পৃষ্ঠা।

৬২। সদর আমীন কি মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর যে আপীল হয় তাহা নিষ্পত্তির পর ৩০ দিবসের মধ্যে করিতে হইবেক। এই সকল আপীলের মিয়াদ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ প্রকরণের নিয়মানুসারে হিসাব করিতে হইবেক।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৩ প্র।—১২৩ পৃষ্ঠা।

৬৩। কিন্তু মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল করণের যে মিয়াদ নিরূপিত আছে সেই মিয়াদের মধ্যে আপীল না করণের বিশিষ্ট হেতু যদি দর্শান যায় তবে সেই মিয়াদগতে জজ সাহেব আপীল লইতে পারেন্।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ১ প্র।—১২৪ পৃষ্ঠা।

৬৪। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৬ প্রকরণে হুকুম আছে যে মুনসেফ যে ডিক্রী করিয়াছেন তাহা যদি বেদাঁড়া বোধ হয় তবে মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল লওনের মিয়াদ গত হইলেও জজ সাহেব আপীল লইতে পারেন্। এই প্রকরণ যদ্যপিও স্পষ্টতঃ রদ হয় নাই তথাপি সদর আদালত বোধ করেন্ যে তাঁহারদের ডিক্রী অসঙ্গত অথবা বেদাঁড়া হইলেও আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে যদ্যপি মিয়াদের মধ্যে আপীল না করণের বিশিষ্ট হেতু না দর্শান যায় তবে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না।—৯৭৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৪ পৃষ্ঠা।

৬৫। মোকদ্দমার আপীল করণের বিষয়ে যে পৃথক্২ মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে যে তারিখে উভয় বিবাদিকে ডিক্রীর নকল দেওয়া যায় কিম্বা দিবার প্রস্তাব হয় সেই তারিখঅবধি ঐ মিয়াদ গণ্য হইবেক। কিন্তু যদি উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদের উকীল ডিক্রী লইবার নিমিত্ত হাজির না হয় তবে যে তারিখ তাহারদিগকে দিবার নিমিত্ত ডিক্রীর নকল প্রস্তুত হইয়াছিল সেই তারিখঅবধি গণ্য হইবেক। এবং ডিক্রী না দেওনের সেই কারণ ডিক্রীর পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক এবং তাহাতে আদালতের জজ সাহেবের দস্তখৎ থাকিবেক।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৮ ধা।—১২৪ পৃষ্ঠা।

৬৬। আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুরহওনের যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদ ডিক্রীহওনের তারিখহইতে হিসাব করা যাইবেক। কিন্তু যে তারিখে আপেলাণ্ট ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করিল সেই তারিখঅবধি যে তারিখে আপেলাণ্টকে ডিক্রীর নকল দেওয়া যায় কি দিবার প্রস্তাব হয় সেই তারিখপর্য্যন্ত যেকএক দিবস গত হয় তাহা ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না। ডিক্রীর পৃষ্ঠে যে২ কথা লেখা যায় তাহা দৃষ্টি করিয়া জজ সাহেব ঐ দিবসের সংখ্যা জানিতে পারিবেন।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ধা। ১০ প্র।—১২৪ পৃষ্ঠা।

৬৭। উক্ত মিয়াদের মধ্যে মুসলমানের কি হিন্দুর কোন পরব অথবা নির্দ্দিষ্ট কোন বিশ্রামের দিন পড়িলে ঐ মিয়াদের ন্যূনতা হইবেক না। কিন্তু যে দিবসে কোন পরব বা বিশ্রামের দিনপ্রযুক্ত আদালত বন্দ হয় যদি সেই দিবস মিয়াদের শেষ দিন হয় তবে আদালত পুনর্ব্বার খুলিবামাত্র দরখাস্ত করিলে আপেলাণ্টের কোন অপরাধ হইবেক না। —১৮৩২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৪ প্র।—১২৫ পৃষ্ঠা।

৬৮। জাবেতামত আপীলের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ হিসাব করণেতে আদালতে ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করণঅবধি ঐ ডিক্রীর নকল আপেলাণ্টকে দেওন কিম্বা দিতে প্রস্তাব করণ পর্য্যন্ত যত দিন গত হয় তাহা ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না। এই নিয়ম সরাসরী ও জাবেতামত ও খাস আপীলের বিষয়ে খাটে।—৪১৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৫ পৃষ্ঠা।

৬৯। যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে পরন্তু আপীল গুজরাণ যায় নাই সেই মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তি পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত দরখাস্ত করে এবং সেই দরখাস্ত মঞ্জুর না হয় তবে প্রথম ডিক্রীর উপর জাবেতামত আপীলকরণের যে মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহার হিসাব করণেতে অধস্থ আদালতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যত কাল উপস্থিত ছিল তত কাল ঐ মিয়াদের মধ্যে না ধরণের বিষয়ে কোন ব্যক্তি আপনার হক বলিয়া দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তু আপীল আদালত তাহার সেই ওজর বিবেচনা করিবেন এবং বিলম্বের অন্য যে কারণ দর্শান যায় তাহার বিষয়ে যেরূপ হয় সেই রূপে ঐ কারণ উচিত ও উপযুক্ত বোধ হইলে মঞ্জুর করিবেন বা না করিবেন।—১১২৭ নম্বরী আইনের অর্থ। —১২৫ পৃষ্ঠা।

৫ ধারা।

রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিতে অথবা তাহা ছানী তজবীজের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠাইতে জিলার জজ সাহেবের ক্ষমতা।

৭০। যখন মুনসেফ বা সদর আমীন বা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জিলা বা শহরের আদালতে আপীল হয় তখন প্রথমতঃ রেস্পাণ্ডেণ্টের নিকটে কোন হুকুমনামা পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না। জজ সাহেব প্রথমত উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার রোয়দাদ ও আপীলের দরখাস্ত আপেলাণ্ট কিম্বা তাহার উকীলের সমক্ষে পাঠ করিয়া যদি সেই ডিক্রী মতান্তর কি অন্যথা করিতে কোন হেতু না দেখেন্ তবে তাহা বহাল রাখিতে পারেন্। এবং ঐ রেস্পাণ্ডেণ্ট ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত যাহা২ কর্ত্তব্য তাহা করিবার নিমিত্ত যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছিল সেই আদালতের মারফত ঐ ডিক্রী বহালের সম্বাদ তাহাকে দিতে হইবেক।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৬ধা। ৩ প্র।— ১২৫ পৃষ্ঠা।

৭১। উক্ত ৩ প্রকরণে যে "রোয়দাদের" কথা লেখা আছে তাহা কেবল ডিক্রীর রুবকারী বুঝায় না কিন্তু তাবৎ মিসিল বুঝায়। পরন্তু প্রত্যেক মোকদ্দমার প্রত্যেক কাগজ পাঠ করিতে হইবেক এমত নহে কিন্তু আপীল হওয়া ডিক্রী যথার্থ ইহা মনঃপ্রত্যয় হইবার জন্য আসল মোকদ্দমার মিসিলের যে সকল কাগজপত্র পাঠ করিবার আবশ্যক তাহা মাত্র জজ সাহেবেরা পাঠ করিবেন।—১৮৩৬ সালের ১৯ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।— ১২৬ পৃষ্ঠা।

৭২। ৭৩। যদি কোন জিলার জজ সাহেব বোধ করেন্ যে ঐ ডিক্রী যথার্থ এবং তাহা অন্যথা করিবার কোন হেতু না দেখেন্ তবে তাহার নম্বর না মানিয়া এবং প্রতিবাদিকে তলবকরণ ব্যতিরেকে এবং সমুদায় রোয়দাদ পুনর্দৃষ্টি না করিয়া বহাল রাখিতে পারেন্। কিন্তু যদি জিলার জজ সাহেব এমত বুঝেন্ যে ঐ ডিক্রী অযথার্থ এবং এই প্রকরণের লিখিত নানা কারণের কোন কারণে তাহা পরিবর্ত্ত কি শুধরিবার যোগ্য হয় তবে ঐ ডিক্রীতে যে সকল বেদাঁড়া ও অবিধি ও অন্য কোন দোষ থাকে তাহা তিনি হুকুমনামাতে লিখিয়া যে আদালতহইতে ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে তাহা পাঠাইতে এবং ঐ আদালতের বিচারককে তাহা পুনর্বিচার করিতে এবং তাহাতে ন্যায় ও আইনের মতাচরণ করিতে হুকুম দিতে পারেন্।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ২ প্র। এবং ১৮৩৮ সা। ৭ আ।—১২৬ পৃষ্ঠা।

৭৪। ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের হুকুমমতে জজ সাহেবের উচিত যে মোকদ্দমার নম্বর না মানিয়া যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র আপেলান্ট অথবা তাহার উকীলের সমক্ষে আপীলের দরখাস্ত এবং রোয়দাদের যে২ ভাগ পাঠ করা আবশ্যক বোধ হয় তাহা পাঠ করেন্। এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করিয়া যদি আপীল হওয়া ডিক্রী যথার্থ বোধ হয় তবে তাহা বহাল রাখেন্ এবং রেস্পাণ্ডেন্ট ঐ ডিক্রী অগৌণে জারীর উদ্যোগ করিতে পারিবার নিমিত্ত যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছিল সেই আদালতের দ্বারা তাহাকে ঐ বহালী হুকুমের সম্বাদ দেন্।—১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১২৬ পৃষ্ঠা।

৭৫। আপীলের দরখাস্ত গুজরাণ গেলে আপেলান্টকে তিন দিনের পর হাজির হইতে এবং যে দিনে তাহার দরখাস্তের বিবেচনা হইবেক সেই দিবসে তাহাকে অথবা তাহার উকীলকে হাজির হইতে হুকুম দিতে এবং হাজির না হইলে তাহার মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে অথবা নথীহইতে উঠাইতে আদালতের জজ সাহেবের প্রতি বিশেষ নিষেধ হইল।—১৮৩৯ সালের ২৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—১২৭ পৃষ্ঠা।

৭৬। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার অনুসারে যে আপীল হয় তাহা জাবেতামত আপীলের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং রেস্পাণ্ডেন্টের প্রথমে তলব না হইলেও তাহা একেবারে নথীর শামিল করা যাইবেক। (তৎপরে এই সরক্যুলর অর্ডরের মধ্যে ১৮১২ সালের ৫ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডর আমলে আনিবার হুকুম ছিল কিন্তু ঐ ৫ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে)।—১৮৩৯ সালের ২৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—১২৭ পৃষ্ঠা।

৭৭। এমত সকল গতিকে আপেলান্টের আপীল ডিসমিস বা নামঞ্জুর হইয়াছে জজ সাহেব এইমাত্র কথা আপন হুকুমনামাতে লিখিবেন না কিন্তু অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রহিল ইহা লিখিবেন। জাবেতামত কোন ডিক্রী প্রস্তুতকরণের আবশ্যক নাই। যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা বহাল হওনের সংক্ষেপ হুকুম জজ সাহেব লিখিবেন এবং ডিক্রীর প্রতিকূলে আপেলান্ট যে২ ওজর জানাইয়াছিল তাহার খোলাসা ঐ হুকুমনামাতে লেখা থাকিবেক। তাহার তাৎপর্য্য এই যে ঐ মোকদ্দমার উপর তৎপরে খাস আপীল হইলে আপীল আদালত দেখিতে পারিবেন যে আপেলান্ট যে ওজর পূর্ব্বে করে নাই এমত নূতন কোন ওজর করিতেছে কি যে ওজর নামঞ্জুর হইয়াছিল তাহাই পুনর্ব্বার করিতেছে। জজ সাহেবের ঐ হুকুম জাবেতামত ডিক্রীর ন্যায় জ্ঞান হইয়া তাহার তুল্য বলবৎ হইবেক। অতএব উভয় বিবাদী সেই হুকুমের নকল চাহিলে জজ সাহেবের আদালতের ডিক্রীর নকল যে মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লইবার হুকুম আছে সেই মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে তাহার নকল লইতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১২৭ পৃষ্ঠা।

৭৮। আপীলের বিষয়ে যে২ নিয়ম পূর্ব্বে চলন ছিল ১৮৩১ সালের ৫ আইনের দ্বারা তাহার এইমাত্র বিশেষ হইয়াছে যে জজ সাহেব রেস্পাণ্ডেন্টকে হাজির হইতে হুকুম না দিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিতে পারেন্। অতএব পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে তাহাই থাকিবেক কেবল এই বিশেষ হইল যে আপীলের আরজীর জওয়াব দিবার নিমিত্ত রেস্পাণ্ডেন্টের তলব হইবার পূর্ব্বে তাহার কোন খরচখরচা হইতে পারে না এইপ্রযুক্ত রেস্পাণ্ডেন্টকে তলব করণের পূর্ব্বে আপেলান্টের স্থানে ঐ খরচখরচার মালজামিনী তলব করিতে হইবেক না। আপীল মঞ্জুরকরণের পূর্ব্বে আপীলের আরজী এবং ডিক্রী পাঠ করণের আবশ্যক নাই। কেবল এইমাত্র আবশ্যক যে আপীলের নিরূপিত মিয়াদ অতীত হয় নাই এবং আপীলের আরজী নিরূপিত মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব যেপর্য্যন্ত জজ সাহেব ডিক্রী এবং অন্যান্য কাগজপত্র পাঠ করিয়া ঐ আপীল মঞ্জুর করিতে নিশ্চয় না করেন্ সেই পর্য্যন্ত ঐ আপীলের আরজী মুৎফরককা আরজীর ন্যায় জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে।—১৮৩২ সালের ২৪ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—১২৮ পৃষ্ঠা।

৭৯। জজ সাহেব যেপর্য্যন্ত আপীলের দরখাস্ত ও ডিক্রী পাঠ না করেন্ সেইপর্য্যন্ত আপেলান্টকে আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করণের নিমিত্ত নূতন প্রমাণ দর্শাইতে অনুমতি দিতে হইবেক না।—৭৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৮ পৃষ্ঠা।

৮০। প্রথম আপীল যদ্যপি আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে করা যায় তবে সেই আপীল করিতে আপেলান্টের অধিকার আছে। অতএব আসল মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠ করণের পূর্ব্বে জজ সাহেব অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিলে তাহাতে আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না কিন্তু আপীলের দোষগুণ বিবেচনা করিয়া তাহা চূড়ান্তরূপে ডিসমিস হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যইবেক।—৭৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৮ পৃষ্ঠা।

৮১। আপেলান্টেরদিগকে আপনারদের আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে ডিক্রীর নকল এবং আপীলের অজুহাত গুজরাইতে হুকুম দিতে হইবেক না।—৮৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৮ পৃষ্ঠা।

৮২। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে যে আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহা রোয়দাদ পাঠ করণের পর আপীলের দোষগুণ বিবেচনাক্রমে জাবেতামত নিষ্পত্তিহওয়া আপীলের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেইমতে মাসিক কৈফিয়তে লিখিতে হইবেক।—৮৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৮ পৃষ্ঠা।

৬ ধারা।

আপেলান্টকে তলব না করিয়া যে আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার ইষ্টাম্প ও উকীলের রসুম ও খরচার বিবাঁর বিধি।

৮৩। ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার বিধির বিষয়ে সদর আদালত নীচের লিখিত কার্য্যনির্ব্বাহের নিয়ম ধার্য্য করিয়াছেন।—৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৮ পৃষ্ঠা।

৮৪। যদ্যপি রেস্পাণ্ডেন্টকে হাজির না করাইয়া অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী বহাল হয় তবে আপেলান্ট আপীলের দরখাস্ত যে ইষ্টাম্প কাগজে দাখিল করিয়াছিল তাহার মুল্যের কোন অংশ ফিরিয়া পাইবেক না। এবং আপেলান্ট উকীলের যে রসুম আমানৎ করিয়াছিল তাহা সমুদয় ঐ উকীল পাইবেন।—৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৮ পৃষ্ঠা।

৮৫। যদি রেস্পাণ্ডেন্টের হাজির হইতে তলব না হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি তথাপি

এক জন উকীলের দ্বারা আপীলের দরখাস্তের জওয়াব দাখিল করে তবে সে উকীলের রসুম রেস্পাণ্ডেণ্ট আপনি দিবেক।—৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৯ পৃষ্ঠা।

৮৬। যদি ডিক্রী পুনর্বিচার করিবার হুকুম হয় তবে আপেলাণ্ট আপনার আপীলের দরখাস্তের যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিয়াছিল তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং যদি আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল হাজির ছিলেন তবে তাঁহারা নিরূপিত রসুমের চারি অংশের এক অংশের অধিক পাইবেন না।—৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৯ পৃষ্ঠা।

৮৭। যে মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া উপরের উক্তমতে নিষ্পত্তি হয় সেই মোকদ্দমাতে নিযুক্ত উকীলেরা আইনের নিরূপিত সমুদয় রসুম পাইবেন।—৮৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৯ পৃষ্ঠা।

৮৮। এমত মোকদ্দমার ইষ্টাম্পের রসুমের কোন অংশ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না।—৮৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৯ পৃষ্ঠা।

৮৯। যদ্যপি আপীল আদালত অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখেন্ তবে ঐ আপীল আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টের খরচা দিতে আপেলাণ্টকে হুকুম করিতে এবং যে রসুম আমানৎ হইয়াছিল তাহা রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীলকে দিতে হুকুম করিতে পারেন্ না। আপীলের দরখাস্তের জওয়াব দিতে রেস্পাণ্ডেণ্টের তলব না হইলে তাহার কিছু খরচা লাগে না অতএব সেই খরচার জামিনী আপেলাণ্টের স্থানে তলব করণের আবশ্যক নাই।—১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১২৯ পৃষ্ঠা।

৯০। কিন্তু সেই প্রকার মোকদ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্টকে স্বয়ং অথবা তাহার উকীলকে হাজির হইতে নিষেধ নাই। যদ্যপি রেস্পাণ্ডেণ্ট আপনার ইচ্ছাপূর্ব্বক হাজির হয় তবে তাহার যে কোন খরচা লাগে তাহা তাহারি শিরে পড়িবেক সেই খরচা আপেলাণ্টের দিতে হইবেক না। কিন্তু আপেলাণ্টের যে খরচা লাগে তাহা জজ সাহেবের আপনার ডিক্রীর নিম্ন ভাগে লেখা উচিত কেননা সে জজ সাহেবের নিষ্পত্তি যদি খাস আপীলের মুখে মতান্তর হয় তবে সেই খরচা দেওয়াইবার বিষয়ে উদ্যোগ হইতে পারিবেক।—১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১২৯ পৃষ্ঠা।

৯১। যদি আপেলাণ্ট আপনার আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর এক নকল দাখিল করিয়া থাকে তবে ঐ আপীল নামঞ্জুর হইলে সেই নকল তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। যদ্যপি সেই মোকদ্দমার খাস আপীল হইতে পারে তবে আপেলাণ্ট আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে ডিক্রীর সেই নকল দাখিল করিতে পারিবেক এবং আপীল আদালত তাহার আপীল নামঞ্জুর করিয়া যে হুকুম করিয়াছিলেন তাহার এক নকল তাহার সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১২৯ পৃষ্ঠা।

৯২। যদি রেস্পাণ্ডেণ্টের রীতিমত তলব না হয় তবে তাহার প্রতিকূলে আদালত কোন চূড়ান্ত ডিক্রী করিতে পারিবেন না।—৯৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—১২৯ পৃষ্ঠা।

[অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহালকরণের সময়ে সুদের বিষয়ে যে হুকুম দিতে হইবেক তাহার বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ের ২১৯ নম্বরী বিধি দেখ।]

৭ ধারা।

মুনসেফ ও সদর আমীনের ডিক্রীর উপর আপীল প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করণ।

৯৩। যখন জিলা ও শহরের জজ সাহেবের এইমত বোধ হয় যে তাঁহার নিকটে এত মোকদ্দমা উপস্থিত আছে যে তাহা যেমত শীঘ্র নিষ্পত্তি করিতে হয় সেই মত শীঘ্র নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ না তখন মুনসেফ ও সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর নির্দ্দিষ্ট

সংখ্যার আপীল প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিতে সদর আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিবেন। এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাঁহার ঐ প্রার্থনায় সম্মত হইতে পারেন্ এবং এই আইনের ১৬ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত হুকুমসকল এমত আপীলী মোকদ্দমাতে খাটিবেক।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৬ধা। ২ প্র।—১৩০ পৃষ্ঠা।

[যে হুকুমের বিষয় উপরে লেখা গেল তাহা ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার ৪ প্রকরণ এবং ঐ আইনের ৯ ধারার ৪ প্রকরণ।]

৯৪। ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার ৪ প্রকরণে হুকুম আছে যে আপীলী মোকদ্দমার বিচার করণসময়ে সদর আমীন ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৫ ধারানুসারে কার্য্য করিবেন এবং যদি জিলার জজ সাহেব দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল মঞ্জুর না করেন্ তবে ঐ সদর আমীনের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৫ ধারাতে হুকুম আছে যে সদর আমীনেরদের প্রতি অর্পণহওয়া আপীলী মোকদ্দমার এক স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী তাঁহারা রাখিবেন এবং যে মোকদ্দমা প্রথমতঃ বিচারের নিমিত্ত তাঁহারদের নিকটে সোপর্দ্দ হয় তাহার সঙ্গে মিশাল করিবেন না এবং আপীল নিষ্পত্তি করণের বিষয়ে জিলার জজ সাহেবের প্রতি যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং হুকুমানুসারে তাঁহারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন।—১৩০ পৃষ্ঠা।

৯৫। [১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৯ ধারার ৪ প্রকরণে হুকুম আছে যে জিলার জজ সাহেব রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে যে আপীলী মোকদ্দমা অর্পণ করেন্ তাহা রেজিষ্টর সাহেব বিচার করিবেন এবং তাঁহার নিষ্পত্তির উপর যদি জজ সাহেব খাস আপীল গ্রহণ না করেন্ তবে তাহা চূড়ান্ত হইবেক।]—১৩০ পৃষ্ঠা।

৯৬। জিলা ও শহরের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল সাধ্যপর্য্যন্ত দৃষ্টি করেন্ অথবা ঐ বিচারকেরা সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন্ এই নিমিত্ত তাঁহারদের কোনং ডিক্রীর আপীল আপনং নথীতে রাখেন্। কিন্তু যখন কার্য্যের বাহুল্যপ্রযুক্ত জজ সাহেব যেমত শীঘ্র ঐ মোকদ্দমা দৃষ্টি করিতে হয় সেই মত শীঘ্র তাহা দৃষ্টি করিতে পারেন্ না তখন তাঁহার উচিত যে সময়ক্রমে ঐ আপীলের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিতে সদর আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করেন্।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—১৩১ পৃষ্ঠা।

৯৭। ঐ প্রকার অনুমতি প্রার্থনা করণের পূর্ব্বে জজ সাহেবের উচিত যে আপনার এবং প্রধান সদর আমীনের নথীতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত আছে তাহার এক কৈফিয়ৎ সদর আদালতে পাঠান্।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—১৩১ পৃষ্ঠা।

৯৮। ঐ প্রত্যেক মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করণের পূর্ব্বে তাহার রোয়দাদ অথবা অধস্থ আদালতের রুবকারী পুনর্দ্দৃষ্টি করিবার জিলা ও শহরের জজ সাহেবের আবশ্যক নাই যেহেতুক প্রধান সদর আমীন যে নিষ্পত্তি করেন্ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারানুসারে এবং খাস আপীল মঞ্জুর করণের বিষয়ে অন্য যেং আইন আছে তদনুসারে তাহার খাস আপীল হইতে পারে।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—১৩১ পৃষ্ঠা।

৯৯। যে সকল আপীলী মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের সমীপে পাঠান যায় সদর আমীনের বিষয়ে যেং বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে তিনি তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। যে বিষয়ে ঐ সকল বিধি স্পষ্টরূপে না খাটে ঐ বিষয়ে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের উপদেশের নিমিত্ত আইনের মধ্যে যে সকল বিধি আছে তদনুসারে প্রধান সদর আমীন সাধ্যপর্য্যন্ত কার্য্য করিবেন।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৮ ধা। ৪ প্র।—১৩২ পৃষ্ঠা।

১০০। যে প্রধান সদর আমীনেরা মুনসেফেরদের ডিক্রীর উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহারা কোন মোকদ্দমা ছানী তজবীজের নিমিত্ত মুনসেফের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন্। যদ্যপি প্রধান সদর আমীনের এইমত বোধ হয় যে মুনসেফ কোন মোকদ্দমা অসঙ্গতমত ননসুট করিয়াছেন তবে তাঁহার উচিত যে তাহা জজ সাহেবের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইয়া এই পরামর্শ দেন্ যে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার নথীর শামিল করিতে এবং তাহার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া তাহার বিচার করিতে মুনসেফকে হুকুম দেওয়া যায়।—১০২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৩২ পৃষ্ঠা।

১০১। সদর আমীন ও মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীল প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইলে ঐ প্রধান সদর আমীনের এইমত ক্ষমতা নাই যে ঐ মোকদ্দমা অধস্থ আদালতের নথীর শামিল করিতে এবং তথায় তাহার গোড়াগুড়ি বিচার করিতে হুকুম দেন্।—১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরকুলর অর্ডর।—১৩২ পৃষ্ঠা।

১০২। ঐ আপীল বিচারকরণের সময়ে যদি প্রধান সদর আমীনের এইমত বোধ হয় যে অধস্থ আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিয়া সেই মোকদ্দমা গোড়াগুড়ি বিচার করিতে হুকুম দেওয়া উচিত তবে সেইরূপ বিবেচনাকরণের হেতু তিনি এক রুবকারীতে লিখিয়া মোকদ্দমার কাগজপত্র সমেত জজ সাহেবের হুকুম পাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে অর্পণ করিবেন এবং আপন আদালতের ১ নম্বরী কৈফিয়তে তাহা লিখিবেন।—১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।—১৩২ পৃষ্ঠা।

১০৩। জজ সাহেব প্রধান সদর আমীনের সেইরূপ দরখাস্ত পাইলে আপন আদালতের দ্বিতীয় নম্বরী কৈফিয়তের তৃতীয় নম্বরী ঘরের ১৬ নম্বরী শিরোভাগের নিম্নে তাহা লিখিবেন এবং সেই বিষয় উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া তাহা যে আদালতে আদৌ বিচার হইয়াছিল সেই আদালতে তাহা ফিরিয়া পাঠাইতে অথবা নিজে তাহার বিচার করিতে প্রধান সদর আমীনকে হুকুম দিবেন।—১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।—১৩২ পৃষ্ঠা।

১০৪। কিন্তু উক্ত বিধির এমত তাৎপর্য্য নহে যে প্রধান সদর আমীন আপনি সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের জন্য যে ছানী তজবীজ আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা করিতে অধস্থ আদালতকে হুকুম দিতে পারেন্ না।—১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।—১৩২ পৃষ্ঠা।

১০৫। যদি জজ সাহেব সেই মোকদ্দমা গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিত্ত অধস্থ আদালতে তাহা ফিরিয়া পাঠাইতে হুকুম দেন্ তবে তাহা নিরূপিতমতে কৈফিয়তের মধ্যে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।—১৩৩ পৃষ্ঠা।

১০৬। সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর যে আপীল প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হয় তাহার বিচারকরণ সময়ে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে তিনি কার্য্য করিতে পারেন্ না অর্থাৎ রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিতে পারেন্ না। ঐ ক্ষমতা কেবল জিলার জজ সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে।—১৮৩৭ সালের ২১ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—১৩৩ পৃষ্ঠা।

[অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল করণের সময়ে যে সুদ দিবার হুকুম করিতে হইবেক তাহার বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ের ২১৯ নম্বরী বিধান দেখ।]

১০৭। আপীলের বিচার করিবাতে প্রধান সদর আমীনের প্রতি হুকুম আছে যে কোন দস্তাবেজ দাখিল হওনের কিম্বা সাক্ষি তলব করিবার পূর্ব্বে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার লিখিত দাঁড়ামতে কার্য্য করেন্।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২১ ধা।—১৩৩ পৃষ্ঠা।

১০৮। জিলা ও শহরের আদালতের মোকামছাড়া অন্য স্থানে নিযুক্তহওয়া প্রধান সদর আমীন যেমতে ১৮২১ সালের ২ আইনের ১১ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুসারে

প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা লইতে পারেন্ সেইমতে আপীলী মোকদ্দমা লইতে পারেন্।—১৮৩৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১৩৩ পৃষ্ঠা।

৮ ধারা।

জিলার আদালতের নিষ্পত্তির উপর এবং ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে জাবেতামত আপীল।

১০৯। জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেব প্রথমতঃ যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ তাহার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ৩ প্র।—১৩৩ পৃষ্ঠা।

১১০। জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর উপর জাবেতামত অথবা খাস আপীল করণের তিন মাস মিয়াদ নিরূপণ হইল।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ১ প্র।—১৩৪পৃষ্ঠা।

১১১। ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের যে সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হয় ঐ প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক এবং জিলার জজ সাহেবের নিষ্পত্তির উপর করা আপীল যে২ বিধির অনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইত সেই২ বিধানানুসারে সর্ব্বপ্রকারে এই২ আপীলেরো কার্য্য হইবেক।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৪ ধা।—১৩৪ পৃষ্ঠা।

১১২। ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমা হইলে যদি প্রধান সদর আমীন তাহা হইতে অল্প টাকার ডিক্রী করেন্ তবে প্রধান সদর আমীনের ঐ ডিক্রীর উপর আপীল সদর আদালতে হইবেক।—১২৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৩৪ পৃষ্ঠা।

১১৩। প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর যদি সদর আদালতে আপীল হয় এবং ঐ আপীলের দরখাস্ত জিলার জজ সাহেব কিম্বা প্রধান সদর আমীনকে দেওয়া যায় তবে তাঁহার উচিত যে ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার বিধির অনুসারে কার্য্য করেন্ এবং ঐ দরখাস্ত ও তাহার সঙ্গে যে কোন কাগজপত্র দাখিল হইয়াছিল তাহা যথাসাধ্য শীঘ্র এক সর্টিফিকট ও রুবকারী সমেত সদর আদালতে পাঠান্। ঐ রুবকারীর মধ্যে উভয় বিবাদির নাম এবং ডিক্রীর খোলাসা ও তাহার তারিখ এবং আপীলের আরজী দাখিলকরণের তারিখ এবং ঐ আরজী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়াছে ইহা যে২ কারণে বোধ হয় তাহা লিখিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।—১৩৪ পৃষ্ঠা।

১১৪। এবং তাহার সমকালীন আপেলাণ্টকে লিখিত এমত এত্তেলানামা দিতে হইবেক যে তোমার আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান গিয়াছে অতএব ছয় সপ্তাহের মধ্যে যদি ঐ মোকদ্দমার কার্য্য চালাইতে ত্রুটি কর এবং সেই ত্রুটির মাতবর কারণ দর্শাইতে না পার তবে তোমার ঐ আপীল ডিসমিস হইবেক। এই এত্তেলানামার এক নকল এবং তাহা রীতিমত জারীহওনের এক সর্টিফিকট সদর আদালতে পাঠাইতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।—১৩৪ পৃষ্ঠা।

১১৫। প্রত্যেক আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে এক স্বতন্ত্র রুবকারী ও সর্টিফিকট পাঠাইতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।—১৩৪ পৃষ্ঠা।

১১৬। জিলার আদালতের ডিক্রীক্রমে এবং ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীতে যে ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে সেই ব্যক্তি তাহার উপর আপীল সদর আদালতে করিতে পারে। সেই আপীলের আরজী ভূমির মোকদ্দমা হইলে তাহার সালিয়ানা উৎপন্ন ও নগদ টাকার হইলে তাহার সংখ্যা তাহাতে লিখিতে হইবেক এবং যাহার হকে ডিক্রী হয় তাহার নাম এবং যে আদালতে ডিক্রী হইল

তাহার নাম এবং ডিক্রী হইবার সময় এবং ডিক্রী জারী হইয়াছে কি না তাহা এবং আপীল-করণের হেতু মোটে অথবা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক। ঐ ডিক্রী যে আদালতে হইয়া-ছিল সেই আদালতে কিম্বা সদর আদালতে আপীলের আরজী দেওয়া যাইতে পারে কিম্বা এই নিদর্শনে এক একরারনামা দিতে হইবেক যে আপেলাণ্ট সেই ডিক্রীর নকল পাইবার দরখাস্ত করিয়াছিল কিন্তু পায় নাই। এবং ডিক্রীর তারিখহইতে তিন মাস পরে আপীল না করণের মাতবর কারণ দর্শান গেলে সদর আদালত ঐ আপীল লইতে পারেন্। কিন্তু নিরূপিত কাল গতে আপীল সেইরূপ সদর আদালত লইলে তাহার হেতু বহীতে লিখিতে হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১০ ধা।—১৩৫ পৃষ্ঠা।

১১৭। আপীলের যেং দরখাস্তে সমস্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের নাম না লেখা থাকে তাহা বেদাঁড়া জ্ঞান করিতে হইবেক এবং আইনানুসারে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং রীতি-মতে আপীলের দরখাস্ত হইলে আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ হিসাব করণের বিষয়ে যেরূপ কার্য্য হয় সেইরূপ কার্য্য এইপ্রকার বেদাঁড়া দরখাস্তের বিষয়ে হইবেক না।—১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—১৩৬ পৃষ্ঠা।

১১৮। অধস্থ আদালতে আপেলাণ্টের বিপক্ষ যাহারা ছিল তাহারদের কোন এক ব্যক্তির নাম লিখিতে যদি আপেলাণ্ট ক্রটি করে এবং তাহা না লিখনের কোন কারণ দর্শায় তবে আপীলের মিয়াদের মধ্যে তাহার নাম লিখিয়া দাখিল করিতে পারে। তাহা না করিলে তাহার আপীল বেদাঁড়া হইবেক।—১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরকুলর অর্ডর। —১৩৬ পৃষ্ঠা।

১১৯। আপীলের উক্ত প্রকার বেদাঁড়া দরখাস্ত সদর আদালতে পাঠাইবার নিমিত্ত যে জজ সাহেবেরদের এবং প্রধান সদর আমীনেরদের হজুরে দাখিল হয় তাঁহারা দর-খাস্তকারিরদিগকে ঐ হুকুম জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—১৩৬ পৃষ্ঠা।

১২০। নিরূপিত মালজামিনী দাখিল হইলে যে দিবসে আপীলের আরজী দাখিল হইয়াছিল তাহা জজ সাহেব তাহার পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং আর-জীর পার্শ্বে "আপীল হইল" এই শব্দ লিখিবেন। পশ্চাৎ সেই আরজী জজ সাহেব সদর আদালতে পাঠাইবেন এবং আপেলাণ্টকে এই সম্বাদ দিবেন যে তোমার মোকদ্দমার রোয়-দাদের নকল পনর দিনের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিবেক এবং যদি তুমি ছয় সপ্তাহের মধ্যে তথায় মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না কর কিম্বা না করণের বিশিষ্ট হেতু না জানাইতে পার তবে তোমার মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১০ ধা।—১৩৬ পৃষ্ঠা।

১২১। অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল সদর আদালতে হইলে ঐ আ-পীল যে উকীল অধস্থ আদালতে দাখিল করেন্ তিনি আপেলাণ্টের নিযুক্ত কর্ম্মকারক অতএব ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১০ ধারা এবং ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারায় যে এত্তেলার হুকুম আছে সেই এত্তেলা তাঁহার অবশ্য লইতে হয় এবং তিনি তাহার রসীদ দিলে আপেলাণ্টের উপর জারী হইয়াছে এমত বোধ হইবেক।—১৮৪১ সা-লের ১৭ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—১৩৬ পৃষ্ঠা।

১২২। এই বিষয়ে কোন ভ্রম না হয় এই নিমিত্তে হুকুম হইল যে উক্ত প্রকার আপী-লের দরখাস্ত কোন অধস্থ আদালতে কোন উকীলের দাখিল করিতে হইলে তাঁহার ওকা-লতনামায় এমত কথা লেখা থাকিবেক যে ঐ এত্তেলা লইতে তাঁহাকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া গেল কিন্তু ওকালতনামায় ঐ কথা না লেখা থাকিলেও উকীল তাহা লইবার ভারহইতে মুক্ত নহেন্।—১৮৪১ সালের ১৭ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—১৩৬ পৃষ্ঠা।

১২৩। আপীলী মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ পাঠাইবার সময়ে জিলা বা শহরের জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীন কেবল আসল সওয়ালজওয়াবের কাগজ ও জোবানবন্দী

ও দস্তাবেজ এক ফিরিস্তিসমেত পাঠাইবেন এবং সাক্ষিকে হাজির করিবার দরখাস্ত ও পরওয়ানা ও অন্যান্য নানাপ্রকার কাগজপত্র প্রথমতঃ পাঠাইবেন না। যদি এইমত নানাপ্রকার কাগজ দৃষ্টি করিতে আবশ্যক বোধ হয় তবে সদর আদালত তাহা তলব করিবেন।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ৮ ধা।—১৩৭ পৃষ্ঠা।

১২৪। ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মুল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত আপীলের সমস্ত দরখাস্ত একেবারে সদর আদালতে কিম্বা প্রধান সদর আমীনের নিকটে করিতে হইবেক। প্রধান সদর আমীনের নিকটে দাখিল হইলে যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল হইয়া থাকে তবে তিনি যত শীঘ্র হইতে পারে ঐ আপীলের দরখাস্ত এবং তাহার সঙ্গে যে কাগজপত্র গাঁথা গিয়া থাকে তাহা আপনার পদসম্পর্কীয় মোহরে ও দস্তখতে সর্টিফিকটসমেত সদর আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং উভয় বিবাদির নাম এবং ডিক্রীর খোলাসা এবং তাহার তারিখ এবং যে তারিখে দরখাস্ত দাখিল হইয়াছিল তাহা এক রুবকারীতে লিখিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন। কিন্তু সদর আদালতের হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত তিনি আসল কাগজপত্র নকল করাইবেন না অথবা সেই কাগজ পাঠাইবেন না। পরে হুকুম পাইলে অতিসাবধান করিয়া তাহা পাঠাইবেন এবং রোয়দাদের যে নকল করিতে হুকুম আছে তাহা নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার নিমিত্ত জজ সাহেবের রিকার্ডদফ্তরে দাখিল করিবেন।—১৮৪০ সালের ৬ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—১৩৭ পৃষ্ঠা।

১২৫। প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমায় জিলা ও শহরের জজ সাহেব যে ডিক্রী করেন্ এবং ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীনেরা যে ডিক্রী করেন্ তাহার উপর আপীল হইলে সেই আপীলের দরখাস্ত যদি জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের নিকটে দাখিল হয় তবে তাহার সঙ্গে আপীলহওয়া ডিক্রীর নকল দিবার আবশ্যক নাই।—১৮৩৮ সালের ২৪ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—১৩৭ পৃষ্ঠা।

১২৬। ঐ আপীলের আরজী ডিক্রী হওনের পর তিন মাসের মধ্যে জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের নিকটে দিতে হইবেক এবং কোন কারণে ঐ তিন মাসহইতে কিছু অধিক কাল দেওয়া যাইবেক না। যদি তিন মাসের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীন এমত লিখিতে পারিবেন না যে তাহা রীতিমত দাখিল হইয়াছে।—১৮৩৮ সালের ২৪ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—১৩৮ পৃষ্ঠা।

১২৭। জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীনের প্রতি হুকুম হইল যে তাঁহারদের আমলারা ঐ ডিক্রীর নকল প্রস্তুত করণে অনাবশ্যক কোন বিলম্ব না করেন্ এই বিষয়ে তাঁহারা অত্যন্ত মনোযোগী হন্। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৯ প্রকরণে যে সকল বৃত্তান্ত লিখিবার হুকুম আছে সেই সকল বৃত্তান্ত সিরিশ্তাদার ঐ ডিক্রীর নকলের পৃষ্ঠে লিখিবেন এবং ইষ্টাম্পকাগজ দাখিল হওনের পর এক মাসের মধ্যে যদি ডিক্রীর নকল না দেওয়া যায় তবে ঐ বিলম্বের কারণ স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।—১৮৩২ সালের ১৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।—১৩৮ পৃষ্ঠা।

১২৮। যখন কোন আপীলী মোকদ্দমার আসল কাগজপত্র পাঠান যায় তখন সেই কাগজপত্র পথিমধ্যে হারাণ যাইতে পারে তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত ঐ কাগজপত্রের নকল নিয়ত রাখিতে হইবেক। কিন্তু আপীল আদালত ঐ কাগজপত্র তলব না করিলে তাহার নকল হইবেক না ও তাহা পাঠান যাইবেক না।—৭৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৩৮ পৃষ্ঠা।

১২৯। ১৩০। ১৩১। ১৩২। আপীলের আরজীর সঙ্গে যে সর্টিফিকট পাঠাইতে হয় তাহার দুই পাঠ মুল গ্রন্থের মধ্যে লেখা আছে। তাহার সঙ্গে যে রুবকারী পাঠান যায় তাহা কখন কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবেক না।—১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।—১৩৯ পৃষ্ঠা।

১৩৩। প্রধান সদর আমীন আপীলের সর্টিফিকট উর্দ্দু ভাষায় লিখিয়া সদর আদালতে পাঠাইবেন।—১৮৩৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১৩৯ পৃষ্ঠা।

১৩৪। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত নানা অধস্থ আদালতের প্রতি হুকুম হইল যে উভয় পক্ষের বিবাদের মুলীভূত বিষয় এবং যেং হেতুতে ডিক্রী বা হুকুম করিয়া থাকেন্ তাহা নিয়ত লেখেন্।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৭ প্র।—১৪০ পৃষ্ঠা।

১৩৫। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারানুসারে যে রোয়দাদ প্রস্তুত করিবার হুকুম আছে তাহা জজ সাহেবেরা আপীলী মোকদ্দমার কাগজপত্রের সঙ্গে নিয়ত সদর আদালতে পাঠাইবেন। ইহা না পাঠাওনেতে অনেক ক্লেশ হইতেছে যেহেতুক আপেলাণ্ট কখনং কহে যে আমি যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিতে চাহিয়াছিলাম তাহা জজ সাহেব লন্ নাই অথবা যে সাক্ষির ইসমনবীসী দিয়াছিলাম তাহারদের নামে জজ সাহেব সফীনা দেন্ নাই।—১৮৩৬ সালের ৫ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—১৪০ পৃষ্ঠা।

১৩৬। সদর আদালতে আপীলের দরখাস্ত পাঠাওনের সময়ে জিলার জজ সাহেব এবং প্রধান সদর আমীন ইহা লিখিয়া জানাইবেন যে আপীলহওয়া ডিক্রী জারী হইয়াছে কি না।—১৭৯৬ সালের ২৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—১৪০ পৃষ্ঠা।

১৩৭। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব হুকুম করিতে পারেন্ যে কোন মোকদ্দমার যেপর্য্যন্ত চূড়ান্ত হুকুম না হয় সেইপর্য্যন্ত অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা হুকুম স্থগিত থাকে।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৫ প্র।—১৪০ পৃষ্ঠা।

৯ ধারা

আপীলী মোকদ্দমার খরচার মালজামিন।

[সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলী মোকদ্দমার খরচার মালজামিনী দিবার যে হুকুম ছিল তাহা ১৮৪১ সালের ১৭ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে। অতএব নীচের লিখিত বিধান কেবল জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের ও অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীলের বিষয়ে খাটে।]

১৩৮। যদি জাবেতামত আপীল গ্রাহ্য হয় তবে আপেলাণ্ট আপীলের আরজীর সঙ্গে আপীলের খরচার নিশার কারণ মাতবর মালজামিনী দিবেক। এইমত জামিনী দাখিল না করিলে অথবা দাখিল করণের অক্ষমতার প্রমাণ না দিলে তাহার আপীল মঞ্জুর হইবেক না। যদি কেহ আপীলের আরজী দিয়া নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ জামিনী দাখিল না করে তবে সেই মিয়াদ গতে তাহার আপীলের অধিকার আর থাকিবেক না।—১৭৯৮ সা। ২ আ। ১০ ধা।—১৪১ পৃষ্ঠা।

১৩৯। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে আপীলের আরজীর সঙ্গে মালজামিনী দাখিল না করিলে যদ্যপি আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না তথাপি আরজীর সঙ্গে জামিনী দাখিল না করণের যদি মাতবর কারণ দর্শান যায় তবে আদালত সেই আরজী গ্রাহ্য করিতে এবং আপেলাণ্টকে জামিনী দাখিল করিবার উপযুক্ত সময় দিতে পারেন্।—৩৬৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৪১ পৃষ্ঠা।

১৪০। আপীলী মোকদ্দমাতে যে ব্যক্তি আপেলাণ্টের খরচার জামিন হয় তাহার একরারনামার মজমুন এই যে আপীলের নিষ্পত্তি হওনসময়ে আপেলাণ্টের স্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকুক আপীলের সমস্ত খরচার নিশা করিব। অতএব যখন আপেলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্ট অথবা জামিন আপীল উপস্থিত থাকিতে মরে তখন নূতন জামিনী তলব করিবার আবশ্যক নাই যেহেতুক তাহাতে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব হয়।—১৮৩২ সালের ১৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।—১৪১ পৃষ্ঠা।

১৪১। মুনসেফেরদের ডিক্রীর উপর যে আপীল হয় তাহাতে খরচার নিশার কারণ জামিনী তলব করিতে আইনে কোন বিধি নাই অতএব সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে মুনসেফের ডিক্রীর উপর যে ব্যক্তি আপীল করে তাহার ঐ প্রকার জামিন দিবার আবশ্যক নাই।—১৮৩৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১৪১ পৃষ্ঠা।

[কিন্তু তাহার পর জারীহওয়া আইনে এমত হুকুম হইল যে আপীল আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টকে হাজির না করাইয়া আপীলের ডিক্রী বহাল রাখিতে পারেন্ এইপ্রযুক্ত আপীলের আরজীর সঙ্গে আপেলাণ্টের খরচার জামিনী দিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু যখন আপীল আদালত সেই মোকদ্দমা জাবেতামত আপীলের ন্যায় শুনিতে এবং রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব করিতে নিশ্চয় করেন্ তখন খরচার নিশার কারণ জামিনী আপেলাণ্টের স্থানে তলব করিতে হইবেক। নীচের লিখিত বিধান এই নূতন নিয়মের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।]

১৪২। এক্ষণে আপীল আদালত পক্ষান্তর ব্যক্তিকে হাজির না করাইয়া অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তি বহাল রাখিতে অথবা তাহার পুনর্ব্বিচার করিতে হুকুম দিতে পারেন্ অতএব আপীলের আরজীর সঙ্গে জামিনী তলব করিবার আবশ্যক নাই।—১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।—১৪১ পৃষ্ঠা।

১৪৩। যখন আপীল আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব করিবার আবশ্যক বোধ করেন্ তখন আপীলের খরচার জামিনী দাখিল করিবার নিমিত্ত আপেলাণ্টকে কত মিয়াদ দেওয়া যাইবেক এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে বিধান হইল যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার নিয়মমতে হিসাবকরা এক মাস অতীত হওনের পর যদি রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব করিতে এবং জামিনী দাখিল করিতে হুকুম হয় এবং আপেলাণ্ট তৎক্ষণাৎ জামিনীপত্র দাখিল করিতে প্রস্তুত না থাকে তবে যে আদালতে আপীলের বিচার হয় সেই আদালত জামিনী দাখিল করিবার নিমিত্ত যে মিয়াদ উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্। এবং যদি আপেলাণ্ট সেই মিয়াদের মধ্যে জামিনী দাখিল না করে অথবা দাখিল না করণের মাতবর কারণ না দেখায় তবে তাহার আপীল কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হইবেক।—১৮৩৯ সালের ১২ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—১৪২ পৃষ্ঠা।

১৪৪। উক্ত বিধান প্রধান সদর আমীনের আদালতের বিষয়ে খাটিবেক এবং জজ সাহেবের আদালতহইতে খরচার নিমিত্ত জামিনী দাখিল করণের বিষয়ে যদি হুকুম না হইয়া থাকে তবে ঐ আপীল প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইলে পর তিনি কিছু বিলম্ব না করিয়া সেই জামিনী দাখিল করণের বিষয়ে হুকুম দিবেন।—১৮৩৯ সালের ১২ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।—১৪২ পৃষ্ঠা।

১৪৫। ডিক্রীর তারিখের পর এক মাসের মধ্যে যদি জামিনী দাখিল করণের হুকুম হয় এবং এক মাস পূর্ণ হওনের অবশিষ্ট যে কাল থাকে তাহা যদি এমত অল্প হয় যে আপেলাণ্ট মাস শেষ হওনের পূর্ব্বে জামিনী দাখিল করিতে না পারে তবে জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে তাহাকে অধিক মিয়াদ দিতে পারেন্।—১২৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৪২ পৃষ্ঠা।

[ভিন্ন রাজারদের অধিকারনিবাসি আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টের দ্বারা আপীলী মোকদ্দমার খরচার জামিনী দেওনের বিষয়ি বিধি ৩ অধ্যায়ের ৬১ ধারাতে লেখা আছে।]

১০ ধারা।

আপীলী মোকদ্দমার শুনন ও নিষ্পত্তিকরণ।

১৪৬। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের যেরূপ কর্ম্ম হয় সেইরূপে আপীলের সওয়াল ও জওয়াব করিবার আইনের মধ্যে যে হুকুম আছে তাহা নীচের লিখিতমতে মতান্তর হইল।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৯ ধা। ১ প্র।—১৪২ পৃষ্ঠা।

১৪৭। রেস্পাণ্ডেন্টের ক্ষমতা আছে যে ঐ দরখাস্তের ও আপীলের হেতুর জওয়াব দাখিল করে বা না করে। যদ্যপি দাখিল না করে তবে যে আদালতে আপীলের বিচার হয় সেই আদালত ঐ দরখাস্তের জওয়াব কি মোকদ্দমা স্পষ্ট বুঝিবার নিমিত্ত যে বিশেষ কথার জওয়াব দাখিল হওয়া উচিত বুঝেন্ তাহা দাখিল করিবার হুকুম দিতে পারেন্।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৯ ধা। ২ প্র।—১৪৩ পৃষ্ঠা।

১৪৮। আপেলাণ্টের আপীলের দরখাস্ত ও আপীল করণের হেতু ও রেস্পাণ্ডেন্টের জওয়াবভিন্ন আর কোন সওয়াল ও জওয়াব লওয়া যাইবেক না। কিন্তু যদি এই আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণের মতে নালিশের আরজীর অন্য নকল দাখিল করণের আবশ্যক হয় কিম্বা এই আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে আদালত কোন অবশেষ সওয়াল ও জওয়াব দাখিল করিবার অনুমতি দেন্ তবে তাহা দাখিল হইতে পারে।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।—১৪৩ পৃষ্ঠা।

১৪৯। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার বিধি কেবল প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে আপীলী মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে না।—১১৯১ নম্বরী আই-নের অর্থ।—১৪৩ পৃষ্ঠা।

১৫০। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার বিধি যেমত প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে সেইমত আপীলী মোকদ্দমার বিষয়েও খাটে। অতএব সকল মোকদ্দমার যে মূল বিষয় লইয়া বিবাদ হয় এবং উভয় বিবাদী যে২ হেতুতে আপনারদের সওয়ালজওয়াবের পোষকতা করে তাহা আদালত অতিমনোযোগপূর্ব্বক লিখিয়া রাখিবেন।—১৮৪০ সালের ২ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডর।—১৪৩ পৃষ্ঠা।

১৫১। মোকদ্দমা যথার্থমতে নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত অন্যান্য যে সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার আবশ্যক বোধ হয় তাহা আপীল আদালত লইতে পারেন্ কিম্বা সেই মোকদ্দমা বিচারের কারণ অধস্থ আদালতে পুনর্ব্বার সোপর্দ্দ করিতে পারেন্ এবং যথার্থ বিচারার্থে অন্যান্য যে সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার আবশ্যক বোধ হয় তাহা অধস্থ আদালতকে লইতে হুকুম করিতে পারেন্।—১৭৯৩ সা। ৫ আ। ১৮ ধা।—১৪৪ পৃষ্ঠা।

১৫২। যদ্যপি আপেলাণ্ট ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপনার মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব না করে এবং তাহা না করিবার কোন বিশিষ্ট হেতু না দর্শাইতে পারে তবে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক এবং জজ সাহেব রেস্পাণ্ডেন্টকে আদালতের খরচা দেওয়াইতে পারেন্। কিন্তু আপীল আদালতের সাহেবেরা আপেলাণ্টকে মোকদ্দমা চালাইতে অনুমতি দিলে কিম্বা তাহা ডিসমিস করিলে তাহার হেতু রোয়দাদের বহীতে লিখিবেন।—১৭৯৩ সা। ৫ আ। ২১ ধা।—১৪৪ পৃষ্ঠা।

১৫৩। যদি কোন আদালতে কোন সময়ে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট ছয় সপ্তাহ-পর্য্যন্ত মোকদ্দমা বা আপীল চালাইতে ত্রুটি করে তবে সেই মোকদ্দমা বা আপীল ডিস-মিস হইবেক। মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস করণের পূর্ব্বে ফরিয়াদী অথবা আপে-লাণ্টকে কিছু এত্তেলা দিবার আবশ্যক নাই। যদি বিশেষ দরখাস্তক্রমে অধিক মিয়াদ দেওয়ার বিষয়ে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি না পাইয়া থাকে তবে আদালতের অথবা আসামীর কি অন্য কাহারো কোন কর্ম্ম করণব্যতিরেকে এবং কারণ না দর্শাইয়া ঐ মোকদ্দমা বা আপীল কাযে২ ডিসমিস হইবেক। আদালত যদি কোন গতিকে অধিক মিয়াদ দেন্ তবে তাহার কারণ রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন কিন্তু যদি অধিক মিয়াদ না দেন্ তবে তাহার কারণ বহীতে লিখিবার আবশ্যক নাই।—১৮৪১ সা। ২৯ আ। ১ ধা।—১৪৪ পৃষ্ঠা।

১৫৪। উক্ত আইন জারী হওনের তারিখে আদালতের নথীতে যে সকল মোকদ্দমা মুলতবী ছিল তাহা বাদী কিম্বা প্রতিবাদী ঐ তারিখঅবধি ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত চালাইতে ত্রুটি করিলে ঐ মোকদ্দমাতে ঐ আইন খাটিবেক এবং ঐ আইনের ছাপাহওয়া নকল যে

তারিখে কোন কাছারীতে পঁহুছে সেই তারিখঅবধি ঐ ছয় সপ্তাহ গণ্য হইবেক।—১৮৪১ সালের ২৪ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—১৪৫ পৃষ্ঠা।

১৫৫। যখন আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া যায় তখন যে তারিখে দরখাস্ত আদালতে গুজরাণ যায় সেই তারিখঅবধি আপীল উপস্থিতহওয়া গণ্য হইবেক। কিন্তু যে আদালতে মোকদ্দমা হইয়াছিল তথায় যখন আপীলের দরখাস্ত গুজরাণ যায় তখন সদর আদালতে যে তারিখে দরখাস্ত পঁহুছে সেই তারিখঅবধি আপীল উপস্থিতহওয়া গণ্য করিতে হইবেক এবং আপেলাণ্টকে যে ছয় সপ্তাহের মিয়াদ দেওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে যদি সেই ব্যক্তি স্বয়ং অথবা তাহার উকীল আপীলের হেতু না গুজরায় তবে তাহার কসুর হইয়াছে বোধ হইবেক এবং তাহার আপীল ডিসমিস হইবেক। শুদ্ধ উকীল নিযুক্তকরণেতে তাহার আপীল ডিসমিস হওনের প্রতিবন্ধক হইবেক না।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আইনের অর্থ।—১৪৫ পৃষ্ঠা।

১৫৬। উক্ত ১ ধারানুসারে [১৫৩ নম্বর] মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হইলে আসামী অথবা রেস্পাণ্ডেণ্ট তাহাতে যে সকল খরচপত্র করিয়া থাকে তাহা আদালত তাহাকে দেওয়াইবেন। কিন্তু মোকদ্দমা এরূপে ডিসমিস হইলে যদি অন্য কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে কেবল ডিসমিস হওনপ্রযুক্ত নূতন মোকদ্দমা বা আপীল করণের নিবারণ হইবেক না।—১৮৪১ সা। ২৯ আ। ২ ধা।—১৪৫ পৃষ্ঠা।

১৫৭। প্রতিবাদি ব্যক্তিকে রেস্পাণ্ড করিতে অর্থাৎ জওয়াব দিতে তলব না হইলে যদি সেই ব্যক্তি উপস্থিত হয় তবে আইনানুসারে ঐ আপীল ডিসমিস হইলে তাহাকে আদালতের খরচা দেওয়াইতে হুকুম হইবেক না যেহেতুক তলব না হইলে তাহাকে প্রকৃতমতে রেস্পাণ্ডেণ্ট কহা যাইতে পারে না।—১৩২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৪৫ পৃষ্ঠা।

১৫৮। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারানুসারে আপেলাণ্ট নূতন আপীল করিতে পারে এই কথা সাধারণ এবং সকল আপীলের বিষয়ে খাটে অতএব যদি জিলার জজ সাহেবের আদালতে ঐ আইনানুসারে কোন আপেলাণ্ট কসুর করে এবং তাহার মোকদ্দমা নথীহইতে উঠান যায় তবে তাহার আপীল মিথ্যা হইল।—১৩৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৪৬ পৃষ্ঠা।

১৫৯। [জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা এবং প্রধান সদর আমীনেরা যেমতে ও যে পরাক্রমানুসারে এবং যে বিধি ও নিষেধ দৃষ্টে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ সাধ্যপর্য্যন্ত সেইরূপে আপীলী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন এবং প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় যেরূপে ডিক্রী প্রস্তুত ও নকল করিতে এবং সেই ডিক্রী উভয় বিবাদিকে দিতে কি দিবার প্রস্তাব করিতে হুকুম আছে সেইরূপে তাঁহারা আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রীর বিষয়ে করিবেন।]

১৬০। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় যেমতে আপীলের আরজী ও সওয়াল ও জওয়াব ও জোবানবন্দী ও নিদর্শনপত্র নম্বর বিলি ও তাহাতে চিহ্ন ও তারিখ ও দস্তখৎ হয় সেইরূপ আপীলী মোকদ্দমার আরজীপ্রভৃতির নম্বর বিলিইত্যাদি করিতে হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৫ আ। ২৯ ধা।—১৪৬ পৃষ্ঠা।

১৬১। অনর্থক আপীল নিবারণ করণের জন্য যে আপীল আদালত অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী বহাল রাখেন্ সেই ডিক্রীর সংখ্যার উপর সেই ডিক্রীর তারিখহইতে শতকরা ১ টাকার হারে সুদসমেত ঐ আদালত ডিক্রী করিবেন এবং আপীল অনর্থক দৃষ্ট হইলে আপেলাণ্টের জরীমানা করিবেন।—১৭৯৬ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।—১৪৬ পৃষ্ঠা।

১৬২। যদি ডিক্রীর উপর আপীল হইলে তাহা বহাল থাকে তবে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে ঐ ডিক্রীর তারিখঅবধি টাকা পরিশোধ না হওনের তারিখপর্য্যন্ত যে আসল টাকা ও সুদ ও খরচার হুকুম আসল ডিক্রীতে হইয়াছিল তাহার মোট টাকার উপর সুদ দিবার ডিক্রী করিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরকুলর অর্ডর।—১৪৬ পৃষ্ঠা।

১৬৩। বর্ত্তমান আইনানুসারে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১২ ধারার বিধিসম্পর্কীয় মোকদ্দমায় যে ব্যক্তির জরীমানা হয় সেই ব্যক্তি তাহা না দেওয়াপর্য্যন্ত কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক কিন্তু যদি ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে অনর্থক আপীল করণের নিমিত্ত জরীমানা হয় তবে অপরাধি ব্যক্তি সেই টাকা তৎক্ষণাৎ না দিলে আদালতের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে যে হুকুম আছে সেই হুকুমানুসারে ঐ টাকা উসুল হইবেক।—১০৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৪৬ পৃষ্ঠা।

[কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে আলাহাবাদের সদর আদালত সম্প্রতি কহিয়াছেন যে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারা জিলা আদালতের বিষয়ে খাটে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে যেহেতুক তাহা জরীমানাকরণ বিষয়ের আইন।]

১৬৪। যদি সেই দাওয়া অধস্থ আদালতে ডিসমিস হইয়া আপীল আদালতে ডিক্রী হয় তবে অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তি হওনের তারিখপর্য্যন্ত সুদের হিসাব করিতে হইবেক এবং ঐ আসল টাকা ও সুদ ও খরচা এই মোট টাকার উপর দেনা পরিশোধ না হওনের তারিখপর্য্যন্ত সুদ দিবার হুকুম করিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।—১৪৭ পৃষ্ঠা।

১৬৫। যখন মোকদ্দমার খরচা ডিক্রীর মধ্যে লেখা যায় তখন ডিক্রীকরণিয়া আদালত যে বিষয়ের ডিক্রী করেন্ ঐ খরচা সেই বিষয়ের এক অংশ হয় এবং তাহার উপর আদালতের ডিক্রীর তারিখঅবধি সুদ চলিবেক।—৭১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৪৭ পৃষ্ঠা।

১৬৬। রেস্পাণ্ডেণ্ট অধস্থ আদালতে যে নালিশ করিয়াছিল সেই নালিশ যদ্যপি আপীল আদালত ব্যামোহদায়ক জ্ঞান করেন্ তথাপি সেই আদালত ঐ রেস্পাণ্ডেণ্টের জরীমানা করিতে পারেন্ না।—১৮৩৩ সালের ২৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—১৪৭ পৃষ্ঠা।

১১ ধারা।

আপীল করণের সময়ে বিলায়তের সনদঅপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত বিচারকেরদের হুকুম জারী করণ কি স্থগিত রাখণ।

১৬৭। মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল মঞ্জুর হইলে যদি আপেলাণ্ট আদালতের ফয়সলা আমলে আনিবার নিমিত্ত জজ সাহেব যে মিয়াদ নিরূপণ করেন্ তাহার মধ্যে মাতবর জামিন দেয় তবে জজ সাহেব মুনসেফের সেই ডিক্রী স্থগিত রাখিতে পারেন্।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ৫ প্র।—১৪৭ পৃষ্ঠা।

১৬৮। ১৬৯। উক্ত ৫ প্রকরণে লেখা আছে যে জজ সাহেব ডিক্রী জারী স্থগিত "করিতে পারেন্" ইহাতে কোন২ জজ সাহেবেরা বোধ করিলেন যে মাতবর জামিনী দাখিল হইলে তাঁহারা আপন২ বিবেচনামতে সেই ডিক্রী জারী বা স্থগিত করিতে পারেন্। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে নগদ টাকা অথবা অন্য অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে মুনসেফের আদালতে ডিক্রী হইলে এবং তাহার উপর আপীল হইলে যদি আপেলাণ্ট আপীল আদালতের করা নিষ্পত্তি আমলে আনিবার নিমিত্ত মাতবর জামিনী দাখিল করে তবে ডিক্রী অবশ্য স্থগিত করিতে হইবেক।—২৮৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৪৭ পৃষ্ঠা।

[এই অধ্যায়ের ১৬৭ নম্বরী বিধান ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৩ ধারার দ্বারা সদর আমীনেরদের প্রতি খাটান গেল।]

১৭০। সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইলে সেই ডিক্রী জারীকরণ বা স্থগিত করণের ভার ঐ জজ সাহেবের প্রতিই আছে এবং যে প্রধান সদর আমীনের নিকটে ঐ আপীল সোপর্দ্দ হয় তাঁহার প্রতি সে ভার নাই।—৬৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৪৭ পৃষ্ঠা।

[৫০০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ যে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া তাহার উপর জাবেতামত আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হয় সেই২ মোকদ্দমার বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত আপীলসম্পর্কীয় বিধি খাটে।]

১২ ধারা।

ভূমিবিষয়ক মোকদ্দমায় জিলার আদালতের নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে আপীল হইলে ঐ জিলার আদালতের হুকুম জারী কি স্থগিত রাখণ।

১৭১। যদি কোন ব্যক্তি আপন দখলে না থাকা ভূমি কিম্বা বাটী কি অন্য স্থাবর বস্তুর স্বত্বের দাওয়াতে নালিশ করে এবং মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া ঐ ফরিয়াদীর হকে সেই বস্তুর ডিক্রী হয় তবে সেই ব্যক্তি আপীলমুখে যে ডিক্রী হয় তাহা মানিবার অর্থে মাতবর জামিনী দাখিল করিলে সেই মোকদ্দমার আপীল উপস্থিত হইলেও ফরিয়াদী ঐ বস্তুর দখল পাইবেক। যদি সেই বস্তু মালগুজারীর ভূমি হয় তবে তাহার এক বৎসরের উৎপন্নের ও লাখেরাজ ভূমি হইলে তাহার দশ বৎসরের উৎপন্নের ও বাটী কিম্বা অন্য কোন স্থাবর বস্তু হইলে তাহার আন্দাজী মূল্যের সংখ্যার জামিন দিতে হইবেক।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা। ২ প্র।—১৪৮ পৃষ্ঠা।

১৭২। যে আদালতে আপীল উপস্থিত হয় সেই আদালতের জজ সাহেব আপীলের অবস্থাতে যদি বিরোধি বস্তু আপেলান্টের ভোগদখলে থাকা বিহিত বোধ করেন্ তবে আপেলান্টের স্থানে উপরের লিখিতমতে এক কেতা জামিনী লইয়া ঐ বস্তু তাহার ভোগদখলে রাখিতে পারেন্।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা। ৩ প্র।—১৪৮ পৃষ্ঠা।

১৭৩। কোন২ গতিকে এমত হইতে পারে যে অধস্থ আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টকে বিরোধি বিষয়ের ভোগদখল দেওয়াইলে পর সেই বস্তু তাহার হাতছাড়া করিয়া তাহা আপেলান্টের দখলে রাখিতে আপীল আদালত উচিত বোধ করিতে পারেন্ কিন্তু এমত সকল বিষয় ভাঙ্গিয়া লেখা দুঃসাধ্য।—৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৪৮ পৃষ্ঠা।

১৭৪। আইনানুসারে যে২ মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে সেই২ মোকদ্দমার আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ অতীত না হইলে শেষ ডিক্রী মানিবার অর্থে ডিক্রীদার জামিন না দিলে তাহাকে সেই ভূমির দখল দেওয়াইতে হইবেক না কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি জামিনী দিবার প্রস্তাব করে তবে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১১ ধারার ২ প্রকরণানুসারে তাহাকে দখল দেওয়ান যাইতে পারে।—৫৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৪৯ পৃষ্ঠা।

১৭৫। উক্ত আইনের অর্থের মধ্যে (অর্থাৎ এই অধ্যায়ের ১৭৩ নম্বরী বিধান) যে গতিকে অধস্থ আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টকে ভূমির দখল দেওয়াইয়াছেন সেই গতিকে সেই ভূমির দখল পুনর্ব্বার আপেলাণ্টকে দেওয়াইতে আপীল আদালতের ক্ষমতার বিষয় লেখে। তাহাতে সুতরাং বোধ হইতে পারে যে তদ্বিষয়ে অধস্থ আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্টকে ভূমির দখল দেওয়া যাইবার যে হুকুম হইয়াছিল আপন বিবেচনামতে আপীল আদালতের হুকুম পাইবার অপেক্ষায় তাহা ঐ অধস্থ আদালত জারী করণের বিলম্ব করিতে পারেন্। এবং সেই গতিকে সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক সেইরূপ কার্য্য করণের নিষেধ নাই।—১০৭৭ নম্বরী আইনেরঅর্থ।—১৪৯ পৃষ্ঠা।

১৭৬। আদালতের ডিক্রী স্থগিত করণের মালজামিনীপত্র নিরূপিত পাঠানুসারে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—১৪৯ পৃষ্ঠা।

১৭৭। আপীলী মোকদ্দমাতে যে ব্যক্তি আপেলান্টের খরচার জামিন হয় তাহার একরারনামার মজমুন এই যে আপীলের ডিক্রী হওনসময়ে আপেলণ্ট কিম্বা রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকুক আপীলের সমস্ত খরচার নিশা করিব। অতএব যখন আপেলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্ট অথবা জামিন আপীল উপস্থিত থাকিতে মরে তখন নূতন জামিন

তলব করিবার আবশ্যক নাই যেহেতুক তাহাতে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব হয়।—১৮৩২ সালের ১৩ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—১৪৯ পৃষ্ঠা।

১৭৮। মালগুজারীর ভূমি আপীলের অবস্থাকালে আপেলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্টের ভোগদখলে থাকিলে যদি ভোগবান ব্যক্তি সরকারের জমা দিতে গয়ংগচ্ছ ও বিলম্ব করে এবং সেই ভূমির নীলাম হয় তবে যে ব্যক্তির দখলে ভূমি নাহি সেই ব্যক্তি যদি নীলামের পূর্ব্বে মালগুজারীর বাকী টাকা দেয় ও নিয়মিতমতে জামিনী দাখিল করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই ভূমিতে দখল দেওয়ান যাইবেক। এবং সেই ব্যক্তি যত টাকা দেয় মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রীঅনুসারে হিসাব রফা করণের সময়ে সেই টাকা শতকরা সালিয়ানা ১২ টাকার হিসাবে সুদসমেত পাইতে পারিবেক।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা। ৪ প্র।—১৪৯ পৃষ্ঠা।

১৭৯। যদ্যপি আপেলাণ্ট নিয়মিতমতে জামিনী দিয়া থাকে তথাপি মোকদ্দমা নিষ্পত্তির বিলম্ব হওয়াতে যদি ঐ জামিন প্রচুর বোধ না হয় তবে রেস্পাণ্ডেণ্টের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার নিশা মিলিবার অনুসারে ঐ রেস্পাণ্ডেণ্টের দরখাস্তক্রমে অন্য বেশী মালজামিনী আপেলাণ্টের স্থানে তলব হইতে পারে। যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ বেশী জামিনী না দেওয়া যায় তবে আদালত সেই ডিক্রী জারী করিতে হুকুম দিতে পারেন্। কিন্তু এমত করিতে লাগিলে রেস্পাণ্ডেণ্টকে বিরোধি বস্তুর দখল দেওয়াইবার পূর্ব্বে তাহার স্থানে মাতবর মালজামিন লইতে হইবেক।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৩ ধা।—১৫০ পৃষ্ঠা।

১৮০। যে মোকদ্দমার দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল আইনানুসারে হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় যদি ডিক্রীদার আপীল করণের মিয়াদের মধ্যে ভূমির দখল পাইতে চাহে তবে শেষ ডিক্রী মানিবার অর্থে তাহার স্থানে মালজামিনী তলব করিতে হইবেক।—১০৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৫০ পৃষ্ঠা।

১৩ ধারা।

আপীলকরণের সময়ে বিবাদি ভূমিবিষয়ক নিয়ম।

১৮১। যখন কোন অধস্থ আদালতে ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর ডিক্রী ফরিয়াদীর পক্ষে হয় তখন যদি আসামী সেই ডিক্রীর উপর আপীল করে এবং নিয়মিতমতে মালজামিনী দিয়া সেই বিরোধি বিষয় আপন ভোগদখলে রাখে তবে আপীলের অবস্থায় সেই সম্পত্তি স্বেচ্ছায় বিক্রয় করিলে কি দান করিলে অথবা বন্ধক দিলে তাহা অসিদ্ধ হইবেক।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৪ ধা।—১৫০ পৃষ্ঠা।

১৮২। কিন্তু সকর ভূমি যাহার দখলে থাকে সেই তাহার মালগুজারীর দায়ে ঠেকে ও তাহাতে সরকারের মালগুজারী আদায় না হইলে তাহা ভোগবানের হাতছাড়া হইয়া নীলাম হইতে পারে। ইহাতে যাহার নামে আপীলে চূড়ান্ত ডিক্রী হয় সেই ব্যক্তি সেই বস্তু আপনি খরীদ না করিলে তাহার বিষয় নষ্ট হয়। অতএব এক্ষণে বিধান হইল যে যে ভূমির বিষয়ে ডিক্রী হইয়াছে তাহা যদি আপীলের অবস্থায় আপেলাণ্টের ভোগদখলে থাকিবার অনুমতি হইয়া থাকে এবং আপীল মুলতবী থাকনসময়ে অথবা শেষ ডিক্রীজারী না হওনের পূর্ব্বে যদি আপেলাণ্টের স্থানে বাকী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্ত সেই ভূমি নীলাম হয় এবং রেস্পাণ্ডেণ্টের দ্বারা খরীদ হয় ও আপীলের বিচারে রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে চূড়ান্ত ডিক্রী হয় তবে সেই খরীদার রেস্পাণ্ডেণ্ট যে মুল্যে বস্তু খরীদ করিয়াছিল তাহার উপর খরচা ও সুদ চড়াইয়া নীলামের পূর্ব্বে তাহার পক্ষে ভূমির যে উপস্বত্বের ডিক্রী হয় তাহা সমেত ঐ খরীদের টাকা আপেলাণ্টের স্থানে উসুল করিতে পারে।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৪ ধা।—১৫১ পৃষ্ঠা।

১৮৩। যে আপেলাণ্টের ভোগদখলে ঐ ভূমি রাখা গিয়াছিল সেই আপেলাণ্টের খাজানা না দেওয়াতে যদি সেই ভূমি নীলাম হয় এবং রেস্পাণ্ডেণ্ট তাহা খরীদ না

করে এবং তাহার পক্ষে যদি শেষ ডিক্রী হয় তবে যত টাকায় বিকায় তত টাকা ও সুদ এবং নীলামের পূর্ব্বে তাহার নামে ভূমির যে উৎপন্নের ডিক্রী হইয়াছে সে সমস্ত আপেলান্টের স্থানে পাইতে পারিবেক। যদি রেস্পাণ্ডেণ্ট এমত প্রমাণ দিতে পারে যে আপেলান্ট সেই বস্তু গোপনে বা অগোপনে খরীদ করিয়াছে তবে আপেলান্টের খরীদ করা বৃথা হইয়া রেস্পাণ্ডেণ্ট সেই ভূমি ও তাহার সকল উপস্বত্ত্ব পাইতে পারিবেক।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৪ ধা।—১৫১ পৃষ্ঠা।

১৮৪। যে গতিকে অধস্থ আদালতে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হইয়া থাকে এবং আপীলের সময়ে ঐ ভূমির ভোগদখল সেই ব্যক্তি পাইয়া থাকে সেই গতিকে এবং সামান্যতঃ যে সকল গতিকে অধস্থ আদালতের ডিক্রীক্রমে ভূমির ভোগদখল হস্তান্তর করা গিয়াছে এবং সেই ডিক্রীর উপর আপীল উপরিস্থ আদালতে হইয়াছে এমত সকল গতিকে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম খাটিবেক।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৫ ধা।—১৫১ পৃষ্ঠা।

১৮৫। সময় বিশেষে এমত হইতে পারে যে আপেলাণ্ট কিম্বা রেস্পাণ্ডেণ্ট ডিক্রী জারীকরণের বা স্থগিত করণের নিয়মিত জামিন দিতে পারে না। এমত গতিকে যাবৎ বাদী বা প্রতিবাদী জামিন না দেয় কিম্বা সেই মোকদ্দমার আপীলে চূড়ান্ত ডিক্রী না হয় তাবৎ সেই ভূমি কালেক্টর সাহেব ক্রোক রাখিবেন ও যাহার নামে শেষে ডিক্রী হয় তাহার শিরে ঐ ক্রোকী খরচা পড়িবেক। এমত গতিকে ১৮১৭ সালের ৫ আইনের বিধি খাটিবেক। কিন্তু যেপর্য্যন্ত ডিক্রীকরণিয়া আদালতহইতে কালেক্টর সাহেব ক্রোকী পরওয়ানা না পান্ সেইপর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি ক্রোক করিবেন না। এবং জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের নামে যে পরওয়ানা পাঠান্ তাহাতে ক্রোক হইবার বস্তুর নিদর্শন থাকিবেক এবং ক্রোক খালাসীর জন্য অন্য পরওয়ানা না আইসনপর্য্যন্ত সেই বস্তু ক্রোক রাখিতে হুকুম হইবেক।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৬ ধা।—১৫২ পৃষ্ঠা।

১৮৬। জিলা আদালতের দ্বারা বস্তু ক্রোক হইলে এবং আপীল আদালত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওনপর্য্যন্ত সেই ক্রোক বহাল রাখিবার হুকুম দিলে এবং যে সকল মোকদ্দমাতে আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্ট জামিন দিতে না পারিলে আপীল আদালত সম্পত্তি ক্রোককরণের হুকুম দেন্ এমত মোকদ্দমার বিষয়ে এই আইনের ৫ ও ৬ ধারার লিখিত কথা খাটিবেক।—১৮০৬ সা। ২ আ। ৭ ধা।—১৫২ পৃষ্ঠা।

১৪ ধারা।

নগদ টাকা কিম্বা অন্য কোন অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ি মোকদ্দমার উপর সদর আদালতে আপীল উপস্থিত থাকনসময়ে জিলার আদালতের ডিক্রী জারী কি স্থগিত রাখণ।

১৮৭। নগদ টাকা ও অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমাসকলের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে ঐ ডিক্রী জারী হওন ও না হওনের বিষয়ে চলিত আইনের বিধি ও নীচের লিখিত দাঁড়া খাটিবেক।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১২ ধা। ১ প্র।—১৫২ পৃষ্ঠা।

১৮৮। এমত ডিক্রী জারী না হওনের নিমিত্ত আপেলান্টের তরফহইতে অথবা ডিক্রী জারী হওনের নিমিত্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের তরফহইতে আপীলের অবস্থাতে যে জামিনী তলব হয় সেই জামিনীপত্রে ডিক্রীর লিখিত আসল টাকা এবং আপীলমুখে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওনের কালপর্য্যন্ত তাহার উপর যে সুদ হইতে পারে তাহা আদায় হওনের উপযুক্ত টাকার সংখ্যা লেখা থাকিবেক।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১২ ধা। ২ প্র।—১৫২ পৃষ্ঠা।

১৮৯। আপীলের অবস্থায় বাদি বা প্রতিবাদির স্থানে হাজিরজামিন কিম্বা মালজামিন তলব হইলে যদি ঐ ব্যক্তি নগদ টাকা কিম্বা প্রোমিসরি নোট অথবা প্রত্যয়যোগ্য অন্য কোন নিদর্শন পত্র দাখিল করে তবে আদালতের কর্ত্তব্য যে জামিনীর বদলে তাহা মঞ্জুর করেন্। সেই নগদ টাকাইত্যাদি তাহাকে ফিরিয়া না দেওয়াপর্য্যন্ত খাজা-

স্ত্রীর জিম্মায় থাকিবেক কিম্বা আদালত যেমত উচিত বুঝেন্ সেইমত তদ্বিষয়ে হুকুম করিবেন।—১৮০৬ সা। ২ আ। ৮ ধা।—১৫৩ পৃষ্ঠা।

১৯০। উপরের উক্ত আইনে জামিনীর পরিবর্ত্তে আপেলাণ্টের ভূমি বন্ধক দেওনের বিষয়ে কিছু লেখা নাই। এবং সেইরূপে আপন ভূমি বন্ধক দিতে অনুমতি তাহাকে দিলে রেস্প্যাণ্ডেণ্টের পক্ষে অন্যায় হয় যেহেতুক তাহার যত জামিনী পাওয়া সম্ভব তত জামিনী পাওয়া হয় না। অতএব সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন্ যে আপেলাণ্টের টাকার জামিনীর পরিবর্ত্তে আপনার ভূমি বন্ধক দেওয়া বিহিত নহে এবং সেইরূপে ভূমি বন্ধক লইতে আদালতের প্রতি নিষেধ করিতেছেন।—১০২৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৫৩ পৃষ্ঠা।

১৯১। নগদ টাকা কিম্বা অন্য অস্থাবর বস্তুর বিষয়ের ডিক্রীর উপর যদি আপীল হয় তবে আপীলের সময়ে সেই ডিক্রী জারী করণ বা স্থগিত করণের বিষয়ে আদালত আপনারদের বিবেচনামতে কার্য্য করিতে পারেন্ না। আপীলের মুখে যে ডিক্রী হয় তাহা মানিবার অর্থে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১২ ধারার ২ প্রকরণানুসারে যদি আপেলাণ্ট মাতবর জামিন দেয় তবে আপীল অবস্থায় সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে না।—১০৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৫৩ পৃষ্ঠা।

১৫ ধারা।

আপীল হওন সময়ে যে সম্পত্তি জামিনস্বরূপ দেওয়া গিয়াছে তাহার বিষয়ি এবং তাহার রেজিষ্টরী করণ বিষয়ি বিধান।

১৯২। আপীলের ডিক্রী মানিবার অর্থে যে আদালতে জামিনী দাখিল হয় সেই আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে সেই জামিনী মাতবর ও প্রামাণ্য ইহা সুন্দররূপে নিশ্চয় করেন্। এবং নাজির অথবা অন্য যে আমলার প্রতি জামিনী তহকীককরণের ভার আছে তাঁহাকে জজ সাহেব এইমত হুকুম দিবেন যে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে প্রকৃতপ্রস্তাব বৃত্তান্ত লিখিয়া দাখিল করেন্ ও তাহার বিষয়ে অনুসন্ধানকরাতে যাহা জ্ঞাত হইয়াছেন তাহার রিপোর্ট করেন্। আরো ঐ নাজিরকে ইহা জানান যাইবেক যে ঐ রিপোর্টের মধ্যে যদি তিনি জানিয়া শুনিয়া কিছু মিথ্যা লেখেন্ তবে তাহার বিষয়ে তিনি জওয়াব দিবেন।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১৩ ধা।—১৫৩ পৃষ্ঠা।

১৯৩। দেওয়ানী মোকদ্দমার আপীল অবস্থায় ডিক্রী জারী করণ বা স্থগিত রাখণের বিষয়ে আপেলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে জামিনী লইবার বিষয়ে আইনেতে যে সকল কথা লেখা আছে তদতিরিক্ত নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৩ ধা। ১ প্র।—১৫৪ পৃষ্ঠা।

১৯৪। যাহারা উক্তমতে জামিন হয় তাহারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে যে মতলবে তাহারদের জামিনী লওয়া যায় তাহা যাবৎ সিদ্ধ না হয় তাবৎ তাহারদের সম্পত্তির তালিকার লিখিত যে ভূমি কি অন্য স্থাবর বস্তু দৃষ্টে তাহারদের জামিনী মঞ্জুর হইয়াছে তাহা দান বা বিক্রয় কি বন্ধক দেওনের দ্বারা হস্তান্তর না করে।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।—১৫৪ পৃষ্ঠা।

১৯৫। জামিনীর দ্বারা ঐ জামিনদারের যে দেনা হয় তাহা তাহার স্থানে আদায় হইলে ঐ বস্তু কোন প্রকারে হস্তান্তর করিলে কি বন্ধক দিলে তাহা অসিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু যদি ঐ জামিনদার জামিনী লিখিয়া দেওনের তারিখঅবধি ঐ ডিক্রী জারী না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে ঐ বস্তু কোন প্রকারে হস্তান্তর করে তথাপি আদালতসম্পর্কীয় পাওনা অগ্রে আদায় হওনের যোগ্য বোধ হইয়া জামিনীতে ঐ জামিনদারের যাহা দেনা হয় তাহা না দিলে ঐ বস্তু সমুদয় কি তাহার হিস্যাহইতে ঐ টাকা লওয়া যাইবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৩ ধা। ৩ প্র।—১৫৪ পৃষ্ঠা।

১৯৬। ডিক্রী জারী করণার্থ যে সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গিয়াছে তাহা যদি বিক্রয় করিতে কি হস্তান্তর করিতে উদ্যোগ হয় তবে খরীদারকে ইহা জানাইতে হইবেক যে তাহাতে আদালতের অধিকার আছে। এবং যদি সেই বন্ধকী ভূমিসম্পর্কীয় মোকদ্দমার উপর ইঙ্গলণ্ড দেশের শ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল হয় তবে ঐ আপীলের নিষ্পত্তি যাবৎ না হয় তাবৎ ঐ ভূমির উপর আদালতের অধিকার থাকিবেক।—৬৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৫৪ পৃষ্ঠা।

১৯৭। ১৯৮। যাহারা ডিক্রী জারীকরণার্থ জামিন হইয়াছে তাহারদের কোন স্থাবর সম্পত্তি আদালতে বন্ধক হইয়াছে কি না ইহা সকল লোকে জানিতে পারিবার নিমিত্ত এবং ঐ ভূমি চাতুরীক্রমে হস্তান্তর করা নিবারণের নিমিত্ত নীচের লিখিত বিধান হইল। —১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—১৫৫ পৃষ্ঠা।

১৯৯। যখন কোন ব্যক্তি আপনার ভূমি বা অন্য স্থাবর সম্পত্তি জামিনীস্বরূপ আদালতে বন্ধক দিয়াছে তখন নাজিরের উচিত যে সেই জামিনীর মাতবরীর বিষয় নিশ্চয় জ্ঞাত হইয়া নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে এক কৈফিয়তের মধ্যে ঐ সম্পত্তির দলীলদস্তাবেজের খোলাসা লেখেন্। নাজির আরো লিখিবেন যে আমি এই সকল দলীলদস্তাবেজ তদারক করিয়াছি এবং এই জামিনী মাতবর জ্ঞান করি।—১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—১৫৫ পৃষ্ঠা।

২০০। যে সকল সম্পত্তি জামিনীস্বরূপ বন্ধক দেওয়া যায় তাহার এক রেজিষ্টর নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে নাজির রাখিবেন এবং কোন বিশেষ সম্পত্তি আদালতে জামিনীস্বরূপ বন্ধক হইয়াছে কি না ইহা যাহারা জানিতে চাহে তাহারদিগকে সর্ব্বদা ঐ রেজিষ্টর দেখিতে দিবেন।—১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—১৫৫ পৃষ্ঠা।

২০১। যদি সকর ভূমি আদালতে জামিনীস্বরূপ বন্ধক দেওয়া যায় তবে তাহার বিষয়ের সম্বাদ কালেক্টর সাহেবকে দিয়া এইমত হুকুম করিতে হইবেক যে ঐ ভূমি যদি সরকারী মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলাম হয় তবে তিনি ফাজিল টাকা আমানৎ করিয়া রাখিবেন এবং আদালতে তাহার এত্তেলা দিয়া যেপর্য্যন্ত আদালতহইতে সম্বাদ না পান্ যে জামিন আপনার দায়হইতে মুক্ত হইয়াছে সেইপর্য্যন্ত তাহা আমানৎ রাখেন্। —১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—১৫৫ পৃষ্ঠা।

[জিলা ও শহরের আদালতের ডিক্রীর উপর সদর আদালতে আপীল থাকনের সময়ে ঐ ডিক্রী জারী কি স্থগিত করণের বিষয়ে যে সকল বিধি আছে তাহা ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারার দ্বারা ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের যে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া আপীল হয় তাহার বিষয়ে খাটিবেক।]

১৬ ধারা।

জিলার আদালতের জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল।

২০২। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের এইমত ক্ষমতা আছে যে যদি ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের কোন বিধির অনুসারে কোন হেতু দেখেন্ তবে কোন মোকদ্দমার দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল মঞ্জুর করেন্।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৪ প্র।—১৫৬ পৃষ্ঠা।

২০৩। প্রধান সদর আমীনেরা আপন২ ডিক্রী জারীকরণেতে যে সকল হুকুম করেন্ তাহার উপর আপীল প্রথমতঃ জিলা ও শহরের আদালতে হইবেক এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২২ ধা।—১৫৬ পৃষ্ঠা।

২০৪। ২০৫। মুনসেফ ও সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর যে সকল আপীল প্রধান সদর আমীনের নিকটে হয় সেই আপীলের নিষ্পত্তির উপর দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারে।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৬ ধা। ১। ২ প্র।—১৫৬ পৃষ্ঠা।

২০৬। ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারানুসারে কোন মুৎফরক্কা অথবা সরাসরী দেওয়ানী মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন যে হুকুম করেন্ সেই মোকদ্দমার মুল্য ৫০০০৲ টাকার বেশী হউক বা কম হউক তাহার উপর আপীল প্রথমে জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইবেক এবং তৎপরে খাস আপীল সদর আদালতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ৫ জুনের সরকুলর অর্ডর।—১৫৭ পৃষ্ঠা।

২০৭। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত হুকুম এবং তাহা শুধরিবাতে যে সকল হুকুম হইয়াছে এবং খাস আপীল গ্রহণকরণের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণে যে হুকুম আছে তাহা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিকরা আপীলের বিষয়ে খাটিবেক।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৯ ধা। ১ প্র।—১৫৭ পৃষ্ঠা।

২০৮। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল গ্রাহ্য করিতে বা না করিতে পারেন্।—৩৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৫৭ পৃষ্ঠা।

২০৯। আপীল আদালত দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল গ্রাহ্যকরণের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারা এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৭ ধারা এবং ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৩। ৪। ৫ ধারার লিখিত হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন।—১৮২৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ২ প্র।—১৫৭ পৃষ্ঠা

২১০। যদি মোকদ্দমার ডিক্রীর মজমুনের কি তাহার সঙ্গে দাখিলহওয়া দস্তাবেজের দ্বারা জজ সাহেবের এমত বোধ না হয় যে ঐ ডিক্রী আদালতের চলিত কোন দাঁড়া ও দস্তুরের ব্যতিক্রমে কি চলিত আইনের বিরুদ্ধে কি শরা কি শাস্ত্রের ব্যতিক্রমে হইয়াছে কিম্বা অন্য যে কোন দাঁড়া বা পূর্ব্বের রেওয়াজ মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার বিরুদ্ধে হইয়াছে কিম্বা ঐ ডিক্রীতে লোকদিগের স্বত্বসম্বন্ধীয় এমত কোন ভারি বিষয় আছে যে তাহাতে পূর্ব্বে কখন প্রধান২ আদালতহইতে কোন হুকুম হয় নাই তবে খাস অর্থাৎ দ্বিতীয় আপীল মঞ্জুর হইবেক না এবং মোকদ্দমার বিবরণ ও বেওরাসম্পর্কীয় যাহা২ ডিক্রীতে লেখা থাকে তাহা সর্ব্ব প্রকারে প্রমাণ জ্ঞান করা যাইবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ১ প্র।—১৫৮ পৃষ্ঠা।

২১১। খাস আপীল মঞ্জুর হইবার বিষয়ে উক্ত আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণে যেং হেতু লেখা গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত কোন আদালতের যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা যদি সেই আদালতের করা অন্য ডিক্রীর ব্যতিক্রম ও অসমান বোধ হয় অথবা সেই মোকদ্দমায় অন্য যে আদালতের এলাকা থাকে সেই আদালতের ডিক্রীর ব্যতিক্রম হয় অথবা সেই হেতুর অন্য মোকদ্দমার ডিক্রীর সঙ্গে না মিলে তবে দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ৭ ধা। ১ প্র।—১৫৮ পৃষ্ঠা।

২১২। যদি মোকদ্দমা বিনাসাক্ষ্যে বা স্পষ্টতঃ সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে করা যায় তবে মোকদ্দমার বিবরণ ও বেওরার বিষয়ে যে ভুল হইয়া থাকে তাহা শুধরণের নিমিত্তে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতুক ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারায় এমত হুকুম আছে যে মোকদ্দমার বিবরণ ও বেওরাসম্পর্কীয় যাহা২ ডিক্রীতে লেখা থাকে তাহা সর্ব্ব প্রকারে প্রমাণ জ্ঞান করা যাইবেক।—২৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৫৮ পৃষ্ঠা।

২১৩। যদি অসঙ্গত ক্ষতিপূরণের টাকার ডিক্রী হইয়াছে বোধ হয় তবে খাস আপীল গ্রাহ্য করণের যেং হেতু আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং হেতু সেই ডিক্রীর

মধ্যে দৃষ্ট হয় কি না ইহা অধস্থ আদালত আপন বিবেচনানুসারে নিশ্চয় করিবেন।—২৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৫৮ পৃষ্ঠা।

২১৪। খাস আপীল গ্রাহ্য না হওনের পূর্ব্বে ঐ আপীলের দরখাস্ত মুৎফরক্কা দরখাস্তের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক।—১১৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৫৯ পৃষ্ঠা।

১৭ ধারা।

দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল। আপীল চালাওনের বিধান।

২১৫। যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার এক নকল সর্ব্বদা খাস আপীল গ্রাহ্য করণের দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবেক।—১১৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৫৯ পৃষ্ঠা।

২১৬। যদি উক্ত কোন হেতুপ্রযুক্ত ফরিয়াদী অথবা আসামী জাবেতামত আপীলে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহাতে নারাজ হইয়া খাস আপীলের দ্বারা আপনার মোকদ্দমার বিচার হওনের বিষয়ে মনস্থ রাখে তবে তাহার উচিত যে ঐ আপীল গ্রাহ্য করণের শক্তি যে আদালতের আছে সেই আদালতে জাবেতামত আপীল গ্রাহ্য করণের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীলের দরখাস্ত করে।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ২ প্র।—১৫৯ পৃষ্ঠা।

২১৭। ঐ দরখাস্ত নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক এবং যে হেতুতে খাস আপীল করণের মনস্থ হয় সেই হেতু তাহার মধ্যে লিখিতে হইবেক এবং আপেলাণ্ট কিম্বা তাহার উকীল তাহা দাখিল করিবেক। যদি উকীলের দ্বারা দাখিল হয় তবে ঐ উকীল সেই দরখাস্তে দস্তখৎ করিবেক ও তাহার পৃষ্ঠে ইহা লিখিবেক যে খাস আপীল মঞ্জুর হওনের অর্থে দরখাস্তে যে২ হেতু লেখা আছে তাহা আমি সম্পূর্ণ বিবেচনাপূর্ব্বক বিশিষ্ট ও উপযুক্ত বোধ করি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ৩ প্র।—১৫৯ পৃষ্ঠা।

২১৮। যে বিশেষ হেতুতে খাস আপীলের দরখাস্ত হয় তাহা যদি স্পষ্ট করিয়া লেখা না যায় এবং যদ্যপি তাহা না লেখা কেবল অনবধানপ্রযুক্ত হইয়াছে তবে উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত অবশেষ এক আরজী দাখিল করিতে আপেলাণ্টকে অনুমতি হইতে পারে।—২৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৫৯ পৃষ্ঠা।

২১৯। যদি মোকদ্দমার সকল বৃত্তান্ত বুঝিয়া আদালতের বোধ হয় যে উক্ত কোন কারণপ্রযুক্ত খাস আপীল মঞ্জুর করা উচিত তবে নিয়মিত জামিনী দাখিল করিতে আপেলাণ্টকে হুকুম দেওয়া যাইবেক। নিরূপিত জামিনী আদালতে দাখিল হইলে জজ সাহেব সেই খাস আপীল মঞ্জুর করিয়া জাবেতামত হওয়া আপীলের মোকদ্দমার ন্যায় তাহার বিচার করিবেন।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ৪ প্র।—১৬০ পৃষ্ঠা।

২২০। জন কএকের প্রতিকূলে এমত ডিক্রী হইল যে তাহারা ও তাহারদের পরিবার গোলাম ও ডিক্রীদারের সম্পত্তি। ঐ ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে বহাল হয় কিন্তু তাহার বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালত খাস আপীল গ্রাহ্য করিয়া হুকুম করিলেন যে আপেলাণ্টেরদের স্থানে জামিনীর দাওয়া না করিয়াও ডিক্রী জারী স্থগিত হইবেক।—৫৫০ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৬০ পৃষ্ঠা।

২২১। দরখাস্তকারী অথবা আপেলাণ্ট নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপীলের খরচার জামিনী না দেওয়াতে কোন জজ সাহেব সেই খাস আপীল নথীহইতে উঠাইলেন তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে জজ সাহেব উপরিস্থ আদালতের বিনাঅনুমতিতে ঐ দরখাস্ত পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিতে পারেন্ না।—১১৭১ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৬০ পৃষ্ঠা।

২২২। আপীল আদালত খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুরকরণের পূর্ব্বে খাস আপীলের দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তি যে২ দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিয়াছিল তাহার অতিরিক্ত

মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিলে থাকা অন্য কোন দস্তাবেজ তলব করিতে পারেন্।—১৮১৯ সা। ৯ আ। ৪ ধা।—১৬০ পৃষ্ঠা।

২২৩। কিন্তু এই আইনের উপরের ধারার এমত তাৎপর্য্য নহে যে খাস আপীলের দরখাস্ত দিবার মিয়াদের অথবা সেই আপীল মঞ্জুরের যে প্রকার দস্তুর আছে তাহার কিছু পরিবর্ত্ত হয়।—১৮১৯ সা। ৯ আ। ৬ ধা।—১৬০ পৃষ্ঠা।

২২৪। যে আদালতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে সেই আদালত মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া চূড়ান্ত ডিক্রী করিতে পারেন্ অথবা যে আদালতে আসল ডিক্রী হইয়াছিল কিম্বা যে আদালতে তাহার আপীলের প্রথম ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচার হইবার নিমিত্ত পাঠাইতে পারেন্।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ৭ ধা। ২ প্র।—১৬১ পৃষ্ঠা।

২২৫। খাস আপীল অগ্রাহ্য করণের নিমিত্ত জিলার জজ সাহেব যে হুকুম দেন্ এবং খাস আপীলের মুখে তিনি যে ফয়সলা করেন্ তাহা চূড়ান্ত হইবেক এবং উপরিস্থ আদালত তাহা পুনর্ব্বার বিচার করিতে পারিবেন না।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ৬ প্র।—১৬১ পৃষ্ঠা।

২২৬। কোন এক গতিকে জিলার এক জন জজ সাহেব খাস আপীলের দরখাস্তের কোণেতে ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুরের হুকুম লিখিয়া তাহা ফিরিয়া দিলেন। তাহাতে বিধান হইল যে এমত কর্ম্ম আদালতের স্থাপিত নিয়ম ও ব্যবহারের বিরুদ্ধ এবং উপরিস্থ আদালত সেই দরখাস্ত পুনর্ব্বার বিচার করিবার হুকুম জজ সাহেবকে দিতে পারেন্।—৬৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৬১ পৃষ্ঠা।

২২৭। জিলার জজ সাহেবের প্রতি আপনার বার্ষিক কৈফিয়তের মন্তব্য কথার ঘরের মধ্যে ইহা লিখিতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর যে খাস আপীল হয় তাহার কত মোকদ্দমাতে ঐ জজ সাহেব প্রধান সদর আমীনের সঙ্গে সম্বৎসরে ঐক্য হইয়া ঐ অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিলেন বা শুধরাইতে হুকুম দিলেন এবং কত মোকদ্দমাতে ঐ প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল কিম্বা মতান্তর করিলেন।—১৮৩৭ সালের ৮ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১৬১ পৃষ্ঠা।

২২৮। উত্তর কালে খাস আপীলের নিষ্পত্তি হইলে চূড়ান্ত ডিক্রীর মধ্যে ঐ খাস আপীল মঞ্জুর করণের হেতু লেখা থাকিবেক।—১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।—১৬২ পৃষ্ঠা।

১৮ ধারা।

দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল ইষ্টাম্প এবং উকীলের রসুম।

২২৯। খাস আপীল গ্রাহ্য করণের যে দরখাস্ত হয় তাহার সঙ্গে দাখিলহওয়া দলীল-দস্তাবেজের কোন ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক না।—৫৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৬২ পৃষ্ঠা।

২৩০। খাস আপীল হইলে যদি সেই মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা বিনা তাহা পুনর্ব্বার বিচার হইবার নিমিত্ত অধস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠান যায় তবে আপেলান্ট আপনার আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণের সময়ে যে ইষ্টাম্পের মূল্য দিয়াছিল তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। যদি আপেলান্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্ট উকীল মোকরর করিয়া থাকে তবে জাবেতামত মোকদ্দমাতে তাহার যে রসুম পাওনা হইত তাহার সিকীর অধিক না হয় এমত আন্দাজে জজ সাহেব যাহা উচিত বোধ করেন্ তাহা তাঁহাকে দেওয়াইবেন।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ৮ ধা।—১৬২ পৃষ্ঠা।

২৩১। যদি আপীল আদালত খাস আপীল মঞ্জুর করণের কোন হেতু না দেখিয়া ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ তবে আপেলান্ট ইষ্টাম্পের কিছু মাসুল ফিরিয়া পাইবেক না। কিন্তু যদি জজ সাহেব বোধ করেন্ যে আপেলান্টের স্থানে সমুদয় মাসুল লইলে তাহার অধিক ক্ষতি হইবেক তবে ঐ ইষ্টাম্পের মাসুলের চারি হিস্যার তিন হিস্যাহইতে অধিক না হয় এমত ঐ মাসুলের টাকা তাহাকে কি তাহার প্রতিনিধিকে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারেন্।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ৫ প্র।—১৬২ পৃষ্ঠা।

[খাস আপীলে উকীলের রসুমের বিষয়ি বিধি ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৭ ধারার ১। ২। ৩। ৪ প্রকরণে পাওয়া যাইবেক।]

১৯ ধারা।

যে মোকদ্দমা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার হওনের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠান যায় তাহার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতসকলের যাহা কর্ত্তব্য তাহার নিয়ম।

২৩২। যখন কোন মোকদ্দমা গোড়াগুড়ি বিচার হইবার নিমিত্ত কোন আদালতে ফিরিয়া পাঠান যায় তখন এক বা ততোধিক বিশেষ বিষয় তজবীজ করণের হুকুম না হইলে সমস্ত মোকদ্দমার গোড়াগুড়ি বিচার করিতে হইবেক।—১০৭৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৬৩ পৃষ্ঠা।

২৩৩। যখন কোন মোকদ্দমা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার হওনের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠান যায় এবং মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে যে উকীলেরা মোকরর ছিল তাহারা হাজির থাকে তখন জজ সাহেব তাহারদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন যে তোমরা আপনারদের মওক্কেলের স্থানে কোন হুকুম পাইয়াছ কি না এবং মোকদ্দমা চালাইতে প্রস্তুত আছ কি না। যদ্যপি তাহারা কহে যে আমরা প্রস্তুত আছি তবে উভয় বিবাদিকে আর কোন সম্বাদ দিবার আবশ্যক নাই।—১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—১৬৩ পৃষ্ঠা।

২৩৪। যদি ফরিয়াদীর উকীল হাজির না থাকে কিম্বা হাজির থাকিয়া কহে যে আমি আপনার মওক্কেলের স্থানে কোন হুকুম পাই নাই অথবা মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত নহি তবে জজ সাহেব ঐ উকীল আপন মওক্কেলের স্থানে সেই বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদ করিবার নিমিত্ত সেই মোকদ্দমার বিচার বিলম্ব করিবেন না কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য যে A অথবা B চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুসারে এক এত্তেলানামা ফরিয়াদীর উপর জারী করিয়া আইনমতে কার্য্য করিতে তাহাকে হুকুম দেন্। এত্তেলানামা জারী হওনের পর যদি ফরিয়াদী ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপনি কিম্বা তাহার উকীল মোকদ্দমার তদবীর না করে তবে ১৮১২ সালের ৫ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফার অনুসারে জজ সাহেব তাহাকে মোকদ্দমার তদবীর না করণের হেতু দর্শাইতে হুকুম দিবেন। সেই হেতু দর্শান না গেলে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক।—১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—১৬৩ পৃষ্ঠা।

[১৮১২ সালের ৫ নবেম্বর তারিখের ঐ সরক্যুলর অর্ডর ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের দ্বারা মতান্তর হইয়াছে।]

২৩৫। যদি নাজির এমত রিপোর্ট করেন্ যে ফরিয়াদীর উপর এত্তেলানামা জারী হইতে পারিল না তবে জজ সাহেব জিলার কাছারীতে এবং ফরিয়াদীর বাসস্থানের বহির্দ্বারে অথবা যে গ্রামে সে ব্যক্তি বসতি করে তাহার সকল লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে নিরূপিত পাঠানুসারে এক ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কাইয়া ফরিয়াদীকে আইনমতে কার্য্য করিতে হুকুম দিবেন। যদ্যপি ইশ্‌তিহারের পর ফরিয়াদী ছয় সপ্তাহের মধ্যে মোকদ্দমার তদবীর না করে তবে জজ সাহেব উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের নিয়মমতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন।—১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—১৬৪ পৃষ্ঠা।

২৩৬। মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে যে উকীল নিযুক্ত ছিল সে যদি হাজির না থাকে অথবা হাজির থাকিয়া কহে যে আমি আপন মওক্কেলের স্থানে কোন হুকুম পাই নাই অথবা মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত নহি তবে ঐ উকীলের আপনার মওক্কেলের স্থানে সেই বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদ করিবার নিমিত্ত জজ সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার করিতে বিলম্ব করিবেন না কিন্তু C এবং D চিহ্নিত পাঠক্রমে এক এত্তেলানামা আসামীর উপর রীতিমতে জারী করিবেন এবং ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ এবং ৩ ধারার বিধির অনুসারে কার্য্য করিবেন।—১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—১৬৪ পৃষ্ঠা।

২৩৭। উক্ত বিধানের এইমত তাৎপর্য্য নহে যে সেই মোকদ্দমার ছানী তজবীজ কিম্বা গোড়াগুড়ি বিচারের নিমিত্ত তাহা ফিরিয়া আইলে ঐ মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে যে উকীলেরা নিযুক্ত ছিল তাহারদের মওক্কেলেরা সেই মোকদ্দমা উকীলেরদের দ্বারা নির্ব্বাহ হওনের ইচ্ছা করিলে সেই উকীলেরা মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণের ভারহইতে মুক্ত হয়। এবং যে উকীলেরা প্রথম বিচারের সময়ে নিযুক্ত ছিল তাহারা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচারের সময়ে আপন২ পরিশ্রমের বাবৎ কিছু অধিক রসুম পাইবেক না যেহেতুক তাহারা প্রথমে যে রসুম পাইয়াছিল তাহা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত তাহারদের সম্পূর্ণ রসুমের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং আদালতের সাহেবেরা তাহারদিগকে কিছু অধিক রসুম দেওয়াইবেন না।—১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—১৬৫ পৃষ্ঠা।

২৩৮। আপীল আদালত মোকদ্দমার গোড়াগুড়ি বিচারের নিমিত্ত তাহা ফিরিয়া পাঠাইলে এমত হুকুম করিবেন যে যে আদালতে তাহা পাঠান গেল সেই আদালতের খরচা দেওনের বিষয়ে এবং মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হওনঅবধি ক্রমে২ যে নানা আদালতে ভ্রমণ করিয়া থাকে সেই২ আদালতে উভয় বিবাদির যে খরচা হইয়াছে তাহা দেওনের বিষয়ে যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইমত হুকুম করেন্। কিন্তু যদি কোন বিশেষ কারণপ্রযুক্ত আপীল আদালত ঐ মোকদ্দমার ফয়সলা হওনের তারিখপর্য্যন্ত যে সকল খরচা হইয়াছে তাহা উভয় বিবাদির এক জনের শিরে রাখা অথবা উভয়কে আপন২ খরচা দিবার হুকুমকরা যথার্থ বোধ করেন্ তবে খরচা দেওনের বিষয়ে সেইরূপ হুকুম করিতে পারেন্।—১৮৩৬ সালের ৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১৬৫ পৃষ্ঠা।

২৩৯। যে মোকদ্দমার ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার হইবার নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠান যায় তাহার বিষয়ে অধস্থ আদালত যথাসাধ্য শীঘ্র মনোযোগ করিবেন।—১৮৩৭ সালের ৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।—১৬৬ পৃষ্ঠা।

২৪০। মোকদ্দমার ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার হইবার নিমিত্ত যে বৎসরে ফিরিয়া পাঠান যায় সেই বৎসরের তারিখ ঐ মোকদ্দমাতে না দিয়া প্রথম যে বৎসরে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার তারিখ তাহাতে লিখিতে হইবেক। এবং সেই মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাওনের হুকুমের তারিখ এবং যে তারিখে অধস্থ আদালতে পঁহুছে তাহা এবং তৎপরে তাহা রুবকার করণার্থ যে২ উদ্যোগ হইয়াছে তাহার এক সংক্ষেপ কৈফিয়ৎ মন্তব্য কথার ঘরে লিখিতে হইবেক। তাহার নিষ্পত্তি করণের বিলম্ব হইলে তাহার কারণও লিখিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১৬৬ পৃষ্ঠা।

২৪১। ঐ প্রকার মোকদ্দামার এক কৈফিয়ৎ প্রতিমাসে নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে পাঠাইতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ১৯ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।—১৬৬ পৃষ্ঠা।

২৪২। প্রতিমাসে জিলা অথবা শহরের জজ সাহেবেরা অচিহ্নিত বিচারকেরদের নিকটে গোড়াগুড়ি বিচারের নিমিত্ত যত মোকদ্দমা পাঠান্ তাহা ঐ কৈফিয়তের দ্বারা দৃষ্ট হইবেক। ঐ কৈফিয়তের শিরোভাগে যাহা লেখা আছে তদ্দারা আপীলহওয়া ডিক্রী যে বিশেষ কারণপ্রযুক্ত অসঙ্গত বা দোষী বোধ হইয়াছে তাহা সদর আদালত নিশ্চয় জানিতে পারিবেন।—১৮৪১ সালের ১৯ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।—১৬৬ পৃষ্ঠা।

২৪৩। ঐ কৈফিয়তের দ্বারা জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা এবং উপরিস্থ আদালতের সাহেবেরা অচিহ্নিত বিচারকেরদের আচরণ ও বুদ্ধি ও আইনবিষয়ক জ্ঞানের যথার্থ অনুভব করিতে পারিবেন।—১৮৪১ সালের ১৯ মার্চের সরকুালর অর্ডর।—১৬৬ পৃষ্ঠা।

২৪৪। সদর আদালতের হুকুমানুসারে যে সকল মোকদ্দমা ছানী তজবীজ হওনার্থ জিলা বা শহরের জজ সাহেব এবং প্রধান সদর আমীনেরদের নিকটে পাঠান যায় তাহার এক কৈফিয়ৎ সেইরূপে প্রস্তুত করা যাইবেক।—১৮৪১ সালের ১৯ মার্চের সরকুালর অর্ডর।—১৬৭ পৃষ্ঠা।

২০ ধারা।

জিলার জজ সাহেবের দ্বারা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার।

২৪৫। জিলা ও শহরের আদালতে জাবেতামত প্রথমত কি আপীলমতে উপস্থিত-হওয়া যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া তাহার উপর উপরিস্থ আদালতে আপীল না হইয়া থাকে সেই মোকদ্দমায় যদি বাদী বা প্রতিবাদী আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে এবং যে সাক্ষ্য কি দলীলের সন্ধান জানিত না তাহার সন্ধান পাওনহেতুক কি অন্য বিশিষ্ট কারণপ্রযুক্ত সেই ডিক্রী পুনর্ব্বার বিচার করাইবার মনস্থ রাখে সেই বাদী বা প্রতিবাদী যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করিতে পারে। ঐ দরখাস্ত নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক এবং ডিক্রী দিবার কি দিতে চাহিবার তারিখঅবধি তিন মাসের মধ্যে ঐ দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবেক। ঐ মিয়াদের জাবেতামত আপীলের নিরূপিতমতে হিসাব করিতে হইবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ২ প্র।—১৬৮ পৃষ্ঠা।

২৪৬। সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে সরাসরী মোকদ্দমারও সেইরূপে পুনর্ব্বিচার হইতে পারে।—২১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৬৮ পৃষ্ঠা।

২৪৭। মুৎফরকা মোকদ্দমার হুকুমের সেইরূপে পুনর্ব্বিচার হইতে পারে।—১২৪৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৬৮ পৃষ্ঠা।

২৪৮। জিলার জজ সাহেব মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া কিম্বা কসুরপ্রযুক্ত তাহা ডিসমিস করিলে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে সেই হুকুমের পুনর্ব্বিচার হইতে পারে।—১২৬৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৬৮ পৃষ্ঠা।

২৪৯। যদি পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত নিরূপিত কালের মধ্যে দাখিল না করণের বিশিষ্ট হেতু দর্শান যায় তবে ঐ মিয়াদ গত হওনের পরে আদালতের সাহেবেরা সেই দরখাস্ত লইতে পারেন্। কিন্তু জজ সাহেবেরা মিয়াদ অতীত হওনের পর দরখাস্ত লইবার বিষয়ে অতিসাবধান হইয়া কার্য্য করিবেন এবং দরখাস্ত লওনের হেতু আপনারদের রুবকারীতে লিখিবেন। যদি আদালতের জজের এমত বোধ হয় যে পুনর্ব্বিচার হইবার কোন বিশিষ্ট হেতু নাই তবে তিনি সেই দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন এবং তাঁহার সেই নামঞ্জুরী হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। যদি জজ সাহেবের বোধ হয় যে পূর্ব্বের নিষ্পত্তিহওয়া কোন ভারি গলৎ কি অন্য ভুল সারিবার নিমিত্ত কিম্বা ন্যায্য বিচারের নিমিত্ত ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারকরা আবশ্যক তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করেন্ এবং ঐ রিপোর্টের মধ্যে আপন অভিপ্রায়ের হেতু লেখেন্ এবং পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের নকল এবং আসল ডিক্রীর নকল ঐ আদালতের হজুরে পাঠান্।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ২ প্র।—১৬৮ পৃষ্ঠা।

২৫০। যদ্যপি সদর আদালত এইমত বুঝেন্ যে ন্যায্য বিচারের নিমিত্ত পুনর্ব্বিচার করা আবশ্যক তবে সেইরূপ পুনর্ব্বিচার করণের অনুমতি দিতে পারেন্। এবং প্রত্যেক গতিকে পুনর্ব্বিচারের অনুমতি দেওনের হেতু আপনারদের রুবকারীর বহীতে

লিখিবেন এবং এইমত মোকদ্দমায় নূতন কোন দলীল অথবা প্রমাণ লওয়া কি না লওয়ার বিষয়ে যেমত উচিত বুঝেন্ সেইমত হুকুম করিবেন।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ৩ প্র। —১৬৯ পৃষ্ঠা।

২৫১। যদি জিলার জজ সাহেব প্রথমতঃ পুনর্ব্বিচারের কোন দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ কি অধস্থ আদালত সেই বিষয়ের অনুমতি চাহিলে সদর আদালত তাহাতে অনুমতি না দেন্ তবে ঐ মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য হইলে যে আদালতে তাহার আপীল হইতে পারে সেই আদালতে আপীল করিতে দরখাস্তদেওনিয়ার প্রতি নিষেধ নাই এবং ঐ প্রকার আপীল গ্রাহ্য হওনের বিষয়ে চলিত আইনে যে সকল হুকুম ও নিয়ম আছে তাহা সেই আপীলের বিষয়ে খাটিবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।—১৬৯ পৃষ্ঠা।

২৫২। তিন মাসের মধ্যে জিলার জজ সাহেবের হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত তাঁহাকে দেওয়া গেলে তিনি সদর আদালতের অনুমতি না পাইয়া সেই হুকুমের পুনর্ব্বিচার করিতে পারিবেন না।—১৮৩৪ সালের ৫ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—১৬৯ পৃষ্ঠা।

২৫৩। যদি জিলার জজ সাহেবের এমত প্রত্যয় না হয় যে যথার্থ বিচার হওনের নিমিত্ত তাঁহার ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার করণের আবশ্যক আছে তবে তিনি তাহার বিষয়ে সদর আদালতে অনুমতি চাহিবেন না। যে কারণে তিনি সেইরূপ বোধ করিয়াছেন তাহা তিনি আপনার পত্রের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। যদি ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের এই কারণ হয় যে ডিক্রী হওনের সময়ে যে বিষয় বা সাক্ষী বাদি প্রতিবাদির জ্ঞাতসার ছিল না অথবা তাহারা সেই সময়ে তাহা উপস্থিত করিতে পারিল না এবং সেই বিষয় বা সাক্ষী তৎপরে দৃষ্ট হইল তবে সেই নূতন বিষয় যেরূপে দৃষ্ট হইল তাহা এবং উপযুক্ত সময়েতে তাহা উপস্থিত করিতে না পারিবার কারণ এবং তাহার প্রমাণ এবং ঐ নূতন বিষয় বা সাক্ষির দ্বারা পূর্ব্ব ডিক্রী কিপর্য্যন্ত মতান্তর হইবার যোগ্য এই সকল বৃত্তান্ত জজ সাহেবের সদর আদালতে জানাইতে হইবেক। এবং পুনর্ব্বিচার করণের অনুমতি দেওয়া উচিত কি না ইহার নির্ণয় করণার্থ সদর আদালত যেপ্রকার বৃত্তান্ত জানিতে চাহেন্ তাহা উক্ত কথার দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতে পারিবেক।—১৮৩৫ সালের ২৭ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—১৬৯ পৃষ্ঠা।

২৫৪। ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারকরণের দরখাস্ত নামঞ্জুরীর হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত সেই বিষয়ের দ্বিতীয় দরখাস্ত জ্ঞান করিতে হইবেক এইপ্রযুক্ত পুনর্ব্বিচারের প্রথম দরখাস্তের ইষ্টাম্পের বিষয়ে যে নিয়ম আছে তদনুসারে দ্বিতীয় দরখাস্তের ইষ্টাম্পের মুল্য নির্ণয় হইবেক। অতএব সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এইমত প্রত্যেক দরখাস্ত আপীলহওয়া ডিক্রী দিবার অথবা দিতে প্রস্তাব হইবার পর তিন মাসের মধ্যে দেওয়া গেলে তাহা ২৲ টাকা মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইতে পারে। তিন মাসের পর দরখাস্ত হইলে ১৮২৫ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের হুকুমমতে ডিক্রীর উপর জাবেতামত আপীল হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তির প্রতিকূলে যত মুল্য বা টাকার ডিক্রী হইয়াছে তদনুসারে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ ধারার নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—৮৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৭০ পৃষ্ঠা।

২৫৫। উক্ত হুকুমের তাৎপর্য্য এই যে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যে জজ সাহেব ঐ ডিক্রী করিয়া থাকেন্ সাধ্যানুসারে তাঁহার নিকটে দেওয়া যায় ও তাঁহার দ্বারা নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু যদি সেই মোকদ্দমা আপীল হওনের যোগ্য হয় তবে আপীল হওনের অধীনতায় ঐ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক।—১৮২৫ সা। ২ আ। ৩ ধা।—১৭০ পৃষ্ঠা।

২৫৬। যদি জিলার জজ সাহেব ছয় মাসের অতিরিক্ত ছুটী পাইয়া থাকেন্ এবং ছয়

মাসের মধ্যে তাঁহার উপস্থিত হওনের সম্ভাবনা নাই তবে তাঁহার পদে যে সাহেব নিযুক্ত হন্ তিনি ছয় মাস মিয়াদ অতীত হওনের অপেক্ষা না করিয়া উক্ত ৩ ধারানুসারে সাবেক জজ সাহেবের হুকুমের পুনর্ব্বিচার করণের দরখাস্ত লইয়া রীতিমত কার্য্য করিতে পারেন্।—১৮৩৯ সালের ৭ জুনের সরকুলর অর্ডর।—১৭০ পৃষ্ঠা।

২৫৭। যখন উক্ত নিয়মানুসারে পুনর্ব্বিচার করণের অনুমতির দরখাস্ত সদর আদালতে করণের আবশ্যক হয় তখন যে জজ সাহেব মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন তিনি ছয় মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন না ইহা যেং কারণে বোধ হইল তাহা সদরে জানাইতে হইবেক। সেই সম্বাদ পাইলে সদর আদালত বিবেচনা করিতে পারিবেন যে সেইরূপ মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিবার অনুমতি দেওয়া উচিত কি না।—১৮৩৯ সালের ৭ জুনের সরকুলর অর্ডর।—১৭০ পৃষ্ঠা।

২৫৮। যদি জজ সাহেবের অবর্ত্তমানে অতিরিক্ত জজ সাহেব তাঁহার এওজে কার্য্য করণসময়ে ডিক্রী করেন্ এবং তাহার পুনর্ব্বিচার করিতে হয় তবে ঐ অতিরিক্ত জজ সাহেব যদি সেই জিলার মধ্যে থাকেন্ তবে সেই ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার তিনিই করিবেন জজ সাহেব করিবেন না।—১১২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৭০ পৃষ্ঠা।

২৫৯। যদি প্রধান সদর আমীনের জাবেতামত মোকদ্দমার নিষ্পত্তির উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হয় এবং ঐ জজ সাহেবের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল সদর আদালতে হইয়া নামঞ্জুর হয় তবে জিলার জজ সাহেব ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারানুসারে আপনার ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার করিবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে পারেন্। যদি সদর আদালত ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে কোন জিলার জজ সাহেবের ডিক্রী বহাল রাখিয়াছেন তবে তাহা সর্ব্বতোভাবে সদর আদালতের ডিক্রীর ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং কেবল সদর আদালত সেই ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার করিতে পারেন্।—১০৫৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৭১ পৃষ্ঠা।

২১ ধারা।

জিলা আদালতের দ্বারা পুনর্ব্বিচার। ইষ্টাম্প।

২৬০। পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত অতিবাহুল্যরূপে দাখিল হওয়াতে দেওয়ানী আদালতের কার্য্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতেছে অতএব তাহা নিবারণার্থ হুকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের মধ্যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৭ ধারার নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত লিখিবার যে হুকুম আছে সেই হুকুম ডিক্রী দেওন বা দিতে উদ্যোগ করণের তিন মাস পরে পুনর্ব্বিচারের যে দরখাস্ত গুজরাণ যায় কেবল সেই দরখাস্তের বিষয়ে খাটিবেক। যদি তিন মাস অতীত হইলে পর সেই দরখাস্ত দেওয়া যায় তবে দরখাস্তকরণিয়া যোত্রহীন না হইলে ডিক্রীহওয়া সম্পত্তির মূল্যানুসারে তাহা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ ধারার নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত হইবেক।—১৮২৫ সা। ২ আ। ২ ধা। ১ প্র।—১৭১ পৃষ্ঠা।

২৬১। যদি পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় তবে ঐ দরখাস্তকরণিয়া যে ইষ্টাম্প কাগজে ঐ দরখাস্ত লিখিয়াছিল তাহা কিছু ফিরিয়া পাইবেক না। কিন্তু যদি ঐ দরখাস্ত উচ্চ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়া থাকে তবে জজ সাহেব যদি বুঝেন্ যে ঐ সমুদয় ইষ্টাম্পের টাকা দরখাস্তকরণিয়ার দিতে হইলে তাহার অত্যন্ত ক্লেশ হইবেক তবে তিনি তাহার চারি অংশের তিন অংশপর্য্যন্ত ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন্।—১৮২৫ সা। ২ আ। ২ ধা। ২ প্র।—১৭২ পৃষ্ঠা।

২৬২। যদি ঐ নামঞ্জুরহওয়া দরখাস্ত কম মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়া থাকে

এবং যে আদালতে সেই দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় যদি সেই আদালত তাহা অমূলক ও ক্লেশদায়ক বোধ করেন্ তবে সে অল্প ইষ্টাম্পের মাসুল দরখাস্তকরণিয়ার নোক্সান হইবেক এবং তদতিরিক্ত তাহার জরীমানা হইতে পারে। কিন্তু ঐ জরীমানা উক্ত মূল্যের ইষ্টাম্পের অধিক হইবেক না।—১৮২৫ সা। ২ আ। ২ ধা। ৩ প্র।—১৭২ পৃষ্ঠা।

২৬৩। যদি পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হয় তবে যে আদালতে ঐ বিচার হয় সেই আদালতের জজ সাহেব দরখাস্তকরণিয়া যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিয়াছিল তাহার বিষয়ে যেমত উচিত বোধ করেন্ সেই মতে হুকুম দিবেন অর্থাৎ পক্ষান্তর ব্যক্তিকে তাহা মোকদ্দমার খরচা বলিয়া দিতে হুকুম করিবেন কিম্বা তাহা তিন পোয়াপর্য্যন্ত সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়াইবেন।—১৮২৫ সা। ২ আ। ২ ধা। ৪ প্র।—১৭২ পৃষ্ঠা।

২৬৪। তিন মাসের পর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দাখিল করণের বিষয়ে যে অতিরিক্ত খরচা লাগিবেক তাহা কেবল ঐ বিলম্বের এবং তাহাতে যে ক্লেশ সম্ভাবনা তাহার দণ্ডস্বরূপ হুকুম হইয়াছে। যে আদালতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দেওয়া যায় সেই আদালত ঐ দরখাস্ত কোন হেতুতে নামঞ্জুর করিতে পারেন্ যেহেতুক বাদী বা প্রতিবাদী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দরখাস্ত না করণের কোন মাতবর হেতু না দর্শাইলে ঐ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য করণের আবশ্যক নাই।—৪৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৭২ পৃষ্ঠা।

২৬৫। পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের সঙ্গে যে কাগজপত্র দাখিল হয় তাহা দলীলদস্তাবেজের ন্যায় জ্ঞান করা যাইবেক এবং ঐ কাগজপত্র আসল নালিশ অথবা জাবেতামত কি খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে তাহার বিষয়ে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৫ ধারার লিখিত নিয়মানুসারে ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে হইবেক।—১০৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৭২ পৃষ্ঠা।

২২ ধারা।

প্রধান সদর আমীনের দ্বারা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার।

২৬৬। ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের বিষয়ে যে সকল হুকুম আছে তাহা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিকরা প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা এবং আপীলের উপর খাটিবেক।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৯ ধা। ১ প্র।—১৭৩ পৃষ্ঠা।

২৬৭। যদি প্রধান সদর আমীনের এমত বোধ হয় যে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য তবে জিলার জজ সাহেবের নিকটে তাহার রিপোর্ট করিবেন এবং সদর আদালত সেইরূপ রিপোর্ট পাইয়া আইনমতে যেমত কার্য্য করিতেন সেইমত জিলার আদালতের সাহেবেরা তাহার অনুমতি দিবেন বা না দিবেন।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৯ ধা। ২ প্র।—১৭৩ পৃষ্ঠা।

২৬৮। প্রধান সদর আমীন আপনার ফয়সলার পুনর্ব্বিচার করা উচিত বোধ করিলে এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৯ ধারার ২ প্রকরণানুসারে জিলার জজ সাহেবের অনুমতি চাহিলে যদি জজ সাহেব সেই প্রকার অনুমতি না দেন্ তবে তাঁহার সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক এবং সেই বিষয়ের সদর আদালতে কোন আপীল হইতে পারে না।—১৮৪১ সালের ১৪ মের আইনের অর্থ।—১৭৩ পৃষ্ঠা।

২৬৯। প্রধান সদর আমীন যে সকল মোকদ্দমার ডিক্রী করেন্ তাহার পুনর্ব্বিচারের সকল দরখাস্ত তাঁহার নিকটে করিতে হইবেক এবং তিনি ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৯ ধারানুসারে কার্য্য করিবেন। যদি ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের বিষয়ে এইরূপ দরখাস্ত হয় তবে তিনি তাহা সদর আদালতে পাঠাইবেন।—১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—১৭৩ পৃষ্ঠা।

২৭০। ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের যে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ

হয় তাহাতে তাঁহার ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের যে দরখাস্ত করা যায় তাহা তিনি সদর আদালতে পাঠাইবেন এবং জিলার জজ সাহেবের করা ডিক্রীর পুনর্ব্বিবেচনার্থে দরখাস্ত হইলে যে বিধানানুসারে কর্ম্ম হইত সেই বিধানানুসারে ইহারো কর্ম্ম হইবেক।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৪ ধা।—১৭৩ পৃষ্ঠা।

২৭১। এই অধ্যায়ের ২৫৬ ও ২৫৭ নম্বরী বিধি প্রধান সদর আমীনের বিষয়ে খাটে।—১৮৩৯ সালের ৭ জুনের সরকুলর অর্ডর।—১৭৩ পৃষ্ঠা।

২৩ ধারা।

সালিসেরদের ফয়সলার উপর আপীল।

২৭২। সালিসেরদের নিষ্পত্তির অনুসারে অধস্থ আদালত যে ডিক্রী করেন্ তাহার উপর আপীল হইলে ঐ সালিসেরা রেশ্বৎখুরী কিম্বা পক্ষপাত করিয়াছে ইহা দুই জন মাতবর সাক্ষির দ্বারা প্রমাণ না হইলে সেই আপীল গ্রাহ্য হইবেক না।—১৭৯৩ সা। ৫ আ। ২৮ ধা।—১৭৪ পৃষ্ঠা।

২৭৩। সালিসেরদের ফয়সলাঅনুসারে যে ডিক্রী হয় তাহার উপর আপীল হইলে সেই আপীল গ্রাহ্য না হওনের পূর্ব্বে ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার বিধির অনুসারে তাহা ডিসমিস হইবেক না।—৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৭৪ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ডিক্রী জারী।

১ ধারা।

জিলার আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী।

১। ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ তারিখের পর যে ডিক্রী হয় জিলার আদালত সেই ডিক্রী নীচের লিখিত হুকুম ও কথার মতব্যতিরেকে জারী করিবেন না।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র।—১৭৫ পৃষ্ঠা।

২। যে ব্যক্তি কোন ডিক্রী জারী করণের বাসনা রাখে তাহার উচিত যে ঐ ডিক্রী যে আদালতে হইয়া থাকে সেই আদালতে আপনি কিম্বা তাহার উকীল তাহা জারী করণের প্রার্থনায় এক আরজী দাখিল করে। ঐ আরজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৭ ধারার নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৫ প্র।—১৭৫ পৃষ্ঠা।

৩। ঐ দরখাস্তে মোকদ্দমার নম্বর ও ফরিয়াদী ও আসামীর নাম এবং সেই ডিক্রী-হওনের তারিখ ও তাহার খোলাসা এবং তাহার উপর কোন আপীল দরপেশ বা মঞ্জুর হইয়াছে কি না ও ডিক্রী হওনের পরে উভয় বিবাদির মধ্যে বিবাদের রফা হইয়াছে কি না ও হইয়া থাকিলে কি প্রকারে হইয়াছে তাহা লেখা থাকিবেক। এবং ডিক্রীর অনুসারে দরখাস্তকরণিয়ার খরচা বাবতে বা প্রকারান্তরে যত টাকা পাওনা হয় তাহার সংখ্যার নিরূপণ ও যাহার নামে ডিক্রী জারী করিতে হইবেক তাহার নাম ঐ দরখাস্তে লিখিতে হইবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৬ প্র।—১৭৫ পৃষ্ঠা।

৪। ডিক্রী জারী করণার্থ দরখাস্তের বিষয়ে নীচের লিখিত কার্য্য নির্ব্বাহের নিয়ম প্রকাশ হইল।—১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—১৭৫ পৃষ্ঠা।

৫। এই সকল নিয়ম যেমন সদর আদালতের ডিক্রী জারীর বিষয়ে খাটে তেমনি জিলা ও অধস্থ আদালতের ডিক্রী জারীর বিষয়েও খাটে।—১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—১৭৬ পৃষ্ঠা।

৬। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৬ প্রকরণে এমত হুকুম আছে যে ডিক্রী-দারেরা আপন২ ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে দরখাস্ত করিলে আরজীর মধ্যে কোন বিশেষ২ বৃত্তান্ত লিখিবেক। কিন্তু ঐ নিয়ম আলগা পড়াতে নীচের লিখিত উপদেশ সর্ব্ব সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থ প্রকাশ হইল এবং উত্তর কালে এই নিয়ম না মানিয়া যে কোন দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহা আদালতে থাকিবেক এবং তাহার উপর কোন হুকুম দেওয়া যাইবেক না।—১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—১৭৬ পৃষ্ঠা।

৭। কোন ডিক্রীদার যোত্রহীন হউক কি না হউক আপনার ডিক্রী জারী করণের ইচ্ছা করিলে যে আদালতে ডিক্রী করা গিয়াছে সেই আদালতের বিষয়ে যে ইষ্টাম্পের মুল্য নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মুল্যের কাগজে দরখাস্ত লিখিবেক অর্থাৎ মুনসেফের আদালতে হইলে শাদা কাগজে এবং সদর আমীনের কি প্রধান সদর আমীনের অথবা জিলার আদালতে হইলে ॥০ আনা মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে এবং সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে ২৲ টাকা মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লিখিবেক।—১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—১৭৬ পৃষ্ঠা।

৮। ডিক্রী জারীকরণের দরখাস্তের শিরোভাগে নীচের লিখিত পাঠানুসারের এক কৈফিয়ৎ থাকিবেক ও তাহাতে নীচের লিখিত বিশেষ কথা লেখা যাইবেক। ঐ পাঠ এবং ঐ বিশেষ কথা এই গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাইবেক।—১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—১৭৬ পৃষ্ঠা।

৯। ডিক্রীদার যখন বিপক্ষ ব্যক্তিকে কয়েদকরণের হুকুমের বিষয়ে দরখাস্ত করে তখন যে আদালতে ঐ দরখাস্ত দাখিল করে অর্থাৎ যে আদালতে ঐ ডিক্রী হইয়াছিল অথবা যে আদালতে ডিক্রী জারীর নিমিত্তে সোপর্দ্দ হয় সেই আদালতে ডিক্রীদার দরখাস্তের মধ্যে বিপক্ষ ব্যক্তির বাস স্থান লিখিবেক এবং গ্রেফ্তারী পরওয়ানা যে স্থানে জারী হইবেক তাহাও লিখিবেক। যদি কোন সম্পত্তির নীলামের নিমিত্তে দরখাস্ত করে তবে ঐ সম্পত্তির এবং তাহা যে স্থানে আছে তাহারো এক তফসীল উক্ত কৈফিয়তের নীচে লিখিতে হইবেক এবং তফসীলের মধ্যে যে কোন ঘর কি বাগান অথবা ভূমির বিষয় লেখা থাকে তাহার চতুঃসীমাও লিখিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—১৭৬ পৃষ্ঠা।

১০। ঐ দরখাস্ত পাইলে আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিলকরা ডিক্রীর সঙ্গে ঐ দরখাস্ত মোকাবিলা করেন্ এবং তাহার পর আইনানুসারে তাহা জারী করেন্।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৭ প্র।—১৭৮ পৃষ্ঠা।

১১। যদি ঐ ডিক্রী জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুক অথবা মফঃসলী তালুক কিম্বা অন্যপ্রকার স্থাবর বস্তুর বিষয়ি হয় তবে আদালতের জজ সাহেব ঐ বস্তুর দখল ডিক্রীদারকে দেওয়াইবেন। যদি ঐ ডিক্রী নগদ কিম্বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ের হয় তবে সেই টাকা অথবা জিনিস যাহার ন্যায্য তাহাকে দেওয়াইবেন কিম্বা সেই জিনিসের মূল্য অথবা নগদ টাকা পরিশোধ করণের কারণ যাহার প্রতিকূলে ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার ভোগদখলী বাটী বা ভূমি বা অন্য সকল স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম করিবেন এবং আবশ্যক হইলে তাহাকে কয়েদ রাখিবেন। এবং জজ সাহেব আবশ্যক বোধ করিলে তাহার সকল সম্পত্তি নীলাম করিতে এবং তাহাকে কয়েদ করিতে পারেন্।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৭ ধা।—১৭৮ পৃষ্ঠা।

১২। যে ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত হয় তৎসম্পর্কে মোকদ্দমার যদি একতরফা ডিক্রী হইয়া থাকে কিম্বা ডিক্রী হওনের তারিখঅবধি ঐ দরখাস্ত গুজরাইবার তারিখপর্য্যন্ত এক বৎসরের অধিক কাল গত হইয়া থাকে অথবা যদি পক্ষান্তরের উত্তরাধিকারিরদের নামে কিম্বা কএক জনের প্রতিকূলে ডিক্রী হইলে তাহার মধ্যে কেবল এক ব্যক্তির প্রতি ডিক্রী জারী করিবার দরখাস্ত হয় কিম্বা যদি এমত বোধ হয় যে ডিক্রী হওনের পরে বিবাদের বিষয় উভয় পক্ষের ইচ্ছাক্রমে কোন প্রকারে নিষ্পত্তি হইয়াছে তবে আদালতের উচিত যে হঠাৎ ডিক্রী জারী করণের হুকুম না দিয়া যাহার উপর ডিক্রী জারী করিতে হইবেক তাহার নামে এক এত্তেলানামা এই মজমুনে পাঠান্ যে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আদালতে হাজির হইয়া ডিক্রী জারী নিবারণ হইবার কোন বিশিষ্ট হেতু থাকিলে তাহা জানায়। এমত এত্তেলা পাইলে পর যদি ঐ ব্যক্তি আপনি কিম্বা তাহার উকীল হাজির না হয় কিম্বা ডিক্রী জারী না করণের উপযুক্ত হেতু দর্শাইতে না পারে তবে আদালতের জজ সাহেব ডিক্রী জারী হওনের হুকুম দিবেন। যদ্যপি সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার উকীল হাজির হয় এবং ডিক্রী জারী হওনের বিষয়ে কোন ওজর করে তবে জজ সাহেব মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বিবেচনা করিয়া যাহা বিহিত বুঝেন্ তাহাই করিবেন।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৮ প্র।—১৭৮ পৃষ্ঠা।

১৩। উক্ত ১৫ ধারার ৮ প্রকরণে যে বিধি আছে তাহার মতাচরণ আদালতের সাহেবেরা না করিলে নহে এবং জজ সাহেবেরদের এমত ক্ষমতা নাই যে আপন ইচ্ছামতে সেই কার্য্য করেন্ বা না করেন্। কিন্তু সেই হুকুমের দ্বারা কোন অন্যায় না হয় এই

নিমিত্ত জানান যাইতেছে যে যে লোকের প্রতিকূলে ডিক্রী হইয়াছে সেই লোক কিম্বা সেই লোক মরিলে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যদি ডিক্রীর টাকা উসুল করণের যোগ্য বস্তু স্থানান্তর বা হস্তান্তর করিতে উদ্যত হয় তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণানুসারে আদালত ঐ ডিক্রীর মতাচরণ করণের নিমিত্ত জামিনী তলব করিবেন এবং যদি জামিন না দেওয়া যায় তবে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারাতে উপস্থিতথাকা মোকদ্দমার বিষয়ে যেমন২ হুকুম লেখা আছে সেই মত সেই জিনিস ক্রোক করিবেন।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৭ ধা।—১৭৯ পৃষ্ঠা।

১৪। যখন ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণ এবং ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে ডিক্রী জারী না হওনের কারণ জানাইতে আসামীর নিকটে হুকুমনামা না পাঠান গিয়া এত্তেলানামা দেওয়া গিয়া থাকে এবং সেই আসামীর সন্ধান না পাওয়া যায় তখন ইশ্‌তিহার দিতে হইবেক। কিন্তু ইশ্‌তিহারের মর্ম্ম যদি এত্তেলানামার মধ্যে লেখা যায় এবং যদি ঐ এত্তেলানামার সঙ্গে নাজিরের নিকটে এই মজমুনে এক পরওয়ানা পাঠান যায় যে তাহা আসামীর উপর জারী করিতে না পারিলে তাহা আসামীর বাটীতে লট্‌কান যায় তবে অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।—১২৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৭৯ পৃষ্ঠা।

১৫। সদর আদালত যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী করিয়া থাকেন্ ঐ ডিক্রী জারী না করণের হেতু দর্শাইতে যখন সেই ব্যক্তিকে হুকুম দিতে হয় তখন জজ সাহেব সেই ব্যক্তিকে সেই এত্তেলা দিবেন যদি ঐ আসামী কোন ওজর না করে তবে জজ সাহেব সদর আদালতে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহা জারী করিবেন। যদ্যপি ঐ ব্যক্তি কোন ওজর করে তবে জজ সাহেব তাহার তজবীজ করিবেন এবং সেই বিষয়ের এক রিপোর্ট সদর আদালতে পাঠাইবেন এবং সদর আদালতহইতে হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত সেই ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে আর উদ্যোগ করিবেন না।—১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—১৮০ পৃষ্ঠা।

১৬। কিন্তু কোন মোকদ্দমাতে রসুমের কি খরচার বাবৎ যে টাকা সরকারের কি উকীলদিগের পাওনা হয় তাহা উসুলকরণের বিষয়ে আদালত হুকুম দিতে পারেন্। এমত মোকদ্দমাতে এবং যে সকল মোকদ্দমাতে বাদী বা প্রতিবাদী যোত্রহীনমতে সওয়াল জওয়াব করিয়া থাকে সেই মোকদ্দমাতে উভয় বিবাদির মধ্যে কাহারো দরখাস্ত না পাইয়া ঐ রসুমের কি অন্য খরচার বাবৎ যে টাকা সরকারের কি উকীলদিগের পাওনা হয় তাহা উসুল করণার্থে আদালত ডিক্রী জারী করিবেন।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৯ প্র।—১৮০ পৃষ্ঠা।

১৭। যদ্যপি ডিক্রীদার আপন ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে হওয়া ডিক্রীর টাকা আদায়ের যোগ্য কোন সম্পত্তি না পাওয়া যায় তবে তাহার খাতক অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে আপন পক্ষে যে ডিক্রী পাইয়াছে তাহার উপর ঐ ডিক্রীদার যথার্থ দাওয়া করিতে পারে এবং যে ব্যক্তির প্রতিকূলে খাতকের পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সেই ব্যক্তি তাহা জারী না করণের কোন বিশিষ্ট কারণ না দর্শাইলে ডিক্রীদার তাহা জারী করিতে পারে।—২৯৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮০ পৃষ্ঠা।

১৮। কৃষ্ণের প্রতিকূলে বংশীর প্রমাণ না হওয়া যে দাবী থাকে বংশীর প্রতিকূলে রাম নামক অন্য ব্যক্তি আপন ডিক্রী জারী করণের নিমিত্ত সেই দাবীতে অধিকার রাখে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তাহা নীলাম হইতে পারে। যে ব্যক্তি তাহা নীলামে খরীদ করে সেই ব্যক্তি কৃষ্ণের স্থানে তাহার দাওয়া করিতে পারে এবং কৃষ্ণ সেই টাকা না দিলে তাহার নামে নালিশ করিতে পারে।—১২৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ। —১৮০ পৃষ্ঠা।

১৯। প্রমাণহওয়া যে দাবীর ডিক্রী হইয়াছে তাহার বিষয়ে উক্ত বিধান খাটিবেক এবং যে ব্যক্তি নীলামে সেই দাবী খরীদ করে আসল ডিক্রীদার সেই ডিক্রী যেরূপে

জারী করিতে পারিত খরীদার সেইরূপে তাহা জারী করিতে পারিবেক।—১২৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮০ পৃষ্ঠা।

২০। রামের পক্ষে ডিক্রী হইয়া যদি সে ব্যক্তি তাহার পিঠে লিখিয়া গোপালকে ঐ ডিক্রী দেয় তবে দেওয়ানী আদালত ঐ খারিজদাখিল রীতিমতে মঞ্জুর করণের নিমিত্ত খারিজ দাখিলকরণিয়া রামের আবশ্যক যে সে স্বয়ং অথবা সেই বিশেষ কারণে মোখ্তার নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা জোবানীতে বা দরখাস্তের দ্বারা গোপালকে ঐ ডিক্রী দেওনের সম্বাদ দেয় পরে ডিক্রী জারী করণের হুকুমে আসল ডিক্রীদারের নাম কাটিয়া গোপালের নাম লেখা যাইবেক।—১৩৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮০ পৃষ্ঠা।

২১। সরকারহইতে যে পেন্‌সন দেওয়া যায় তাহা আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ ক্রোক হইতে পারে না।—৭৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮০ পৃষ্ঠা।

২২। ডিক্রী জারী করণার্থ দেওয়ানী আদালত সেনাপতি সাহেবেরদের মাহিয়ানা ক্রোক করিতে পারেন্ না।—৯০২ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮০ পৃষ্ঠা।

২৩। সরকারী চাকরেরদের মাহিয়ানা ডিক্রী জারী করণার্থ ক্রোক হইতে পারে। যে কর্ম্মকারক ঐ মাহিয়ানা বাঁটেন তাঁহাকে ঐ মাহিয়ানা ক্রোক করিতে আদালতের জজ সাহেব হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐ মাহিয়ানাবাঁটনিয়া কর্ম্মকারকের প্রতি সেইরূপ করিতে হুকুম হইল। সেই মাহিয়ানার টাকাতে যদি ঐ ডিক্রীর টাকা অকুলান হয় তবে ঐ আসামীকে সুতরাং কয়েদ করা যাইতে পারে।—৮২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮১ পৃষ্ঠা।

২৪। যখন ডিক্রী জারীক্রমে অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম হয় তখন খরীদার খরীদের টাকা না দিলে তাহা উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারিবেক না। যদি নীলামের অধ্যক্ষ জিনিসের মূল্য না পাইয়া খরীদারকে তাহা দেন্ তবে তাহার দায়ী তিনি হইবেন এবং যদি খরীদার তৎপরে টাকা না দেয় তবে ঐ নীলামের অধ্যক্ষ তাহা নিজহইতে দিবেন এবং তৎপরে আইনমতে খরীদারের স্থানে তাহা পাইবার নিমিত্ত নালিশ না করিলে পাইবেন না।—৭৮৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮১ পৃষ্ঠা।

২৫। দীন্থরাম সোণামুখীর মুনসেফের কাছারীতে গণেশ গরাইনের নামে ১৯৬৲ টাকার দাবীতে নালিশ করিল এবং ঐ গরাইনের বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হইতে পারিত তাহা জারী না হওনের নিমিত্ত সে ব্যক্তি গোপাল গরাইন নামক তাহার এক কুটুম্বকে তাহার নামে বরজুরার মুনসেফের কাছারীতে ঐ মাসের ৫ তারিখে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করায় এবং ঐ মাসের ৮ তারিখে ঐ গণেশ গরাইন এক ফেরেবী "একওয়াল দাবী" দাখিল করে তাহাতে সে ঐ মিথ্যা দাওয়া স্বীকার করে এবং দাওয়া পরিশোধের নিমিত্তে আপনার সমস্ত জায়দাদ বন্ধকস্বরূপ দিল এবং তাহার অনুসারে সেই দিবসে তাহার পক্ষে এক ডিক্রী হয়। তাহাতে সদর আদালত জজ সাহেবকে কহিলেন যে উক্ত বিবরণদৃষ্টে ক্ষতিগ্রস্ত ডিক্রীদারের উক্ত ফেরেবী কার্য্যের দ্বারা যত নোকসান হইয়াছে তাহার বিষয়ে ঐ ফেরেবী ব্যক্তির নামে জাবেতামত মোকদ্দমা করে এবং মোকদ্দমার বিচার হওনের সময়ে উক্ত সমস্ত জায়দাদ ক্রোক হইতে পারে এবং তাহার দ্বারা ডিক্রীদারের হক রক্ষা হইতে পারে।—১৮৪১ সালের ৪ জুনের আইনের অর্থ।—১৮১ পৃষ্ঠা।

২৬। যোত্রহীন ডিক্রীদারের পক্ষে যে সম্পত্তির ডিক্রী হয় তাহার দখল সরকারী কার্য্যকারকের দ্বারা তাহাকে দেওয়ান যাইবেক এবং তাহাতে যে খরচ লাগে তাহা পক্ষান্তর ব্যক্তি দিবেক।—১১৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮১ পৃষ্ঠা।

২৭। ডিক্রী জারী করণের বিষয়ি নানা কাগজপত্র একি নথীতে রাখিতে হইবেক।—১৮২৪ সালের ২৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।—১৮১ পৃষ্ঠা।

২৮। ২৯। ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত এবং ঐ দরখাস্তক্রমে যে২ কার্য্য হয় তাহার রেজিষ্টর নিয়মিত পাঠানুসারে রাখিতে হইবেক সেই পাঠ এই গ্রন্থের মধ্যে লেখা

আছে। কিন্তু জজ সাহেব ইচ্ছা করিলে নূতন ঘর বা বিভাগ ঐ রেজিষ্টরের মধ্যে করিতে পারেন্।—১৮২৪ সালের ২৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।—১৮২ পৃষ্ঠা।

৩০। ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত জজ সাহেব প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করিতে পারেন্ এবং চলিত আইনানুসারে তিনি তাহা জারী করিবেন।—১৮৩৬ সা। ৫ আ।—১৮২ পৃষ্ঠা।

৩১। ডিক্রীর অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ সুদ বা ওয়াসিলাতের বিষয়ে অথবা বিরোধি অন্য কোন বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহা নূতন মোকদ্দমার হেতু জ্ঞান করিতে হইবেক না এবং সেই হুকুমের বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দমা হইতে পারে না।—১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—১৮৩ পৃষ্ঠা।

৩২। ওয়াসিলাত কিম্বা সুদ কি বিরোধি অন্য কোন বিষয়ে ডিক্রী জারী করণ সময়ে যে কোন হুকুম দেওয়া যায় তাহা ডিক্রীকরণিয়া আদালত যে বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়াছেন সেই বিষয়ের সম্পর্কে সেই আদালতের অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ আবশ্যক হুকুমের মত জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তাহা নূতন মোকদ্দমার কারণ জ্ঞান করিতে হইবেক না।—১১২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮৩ পৃষ্ঠা।

২ ধারা।

আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ রাজস্বের কর্ম্মকারকের দ্বারা ভূমির নীলাম।

৩৩। যে কালে ডিক্রী জারীক্রমে মালগুজারীর কোন ভূমি নীলামে বিক্রয় করিতে হয় সেই কালে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ডিক্রীর নকল ইঙ্গরেজী তরজমাসমেত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের নিকটে পাঠান্।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ২ ধা।—১৮৩ পৃষ্ঠা।

৩৪। উক্ত ২ ধারাতে যে কাগজের বিষয় লেখা আছে তাহা এক্ষণে রাজস্বের কমিস্যানর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক।—৮৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮৩ পৃষ্ঠা।

৩৫। বোর্ডের সাহেবেরা ভূমির মধ্যে যাহা বিক্রয় হইলে ডিক্রীর মতাচরণ হয় তাহা নীলাম করিবেন।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৩ ধা।—১৮৩ পৃষ্ঠা।

৩৬। এইরূপে কোন ভূমির অংশ নীলাম করিতে হইলে তাহার মোকররী জমা ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ ধারাক্রমে ধার্য্য হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৪ ধা।—১৮৩ পৃষ্ঠা।

৩৭। যে ভূমি এইরূপে নীলাম করাইতে হয় তাহা আমীনের দ্বারা অথবা নিকটবর্ত্তি তহসীলদারের দ্বারা ক্রোক করিতে বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিতে পারেন্। যে লোক সেই কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহার কর্ত্তব্য যে ঐ ভূমির মালগুজারী তহসীল করে এবং সেই ভূমির অধিকারিকে তাহার কিছুই নষ্ট করিতে না দেয় এবং জমা ধার্য্য করণের বিষয়ে যে সকল বৃত্তান্তের আবশ্যক তাহা দেয়।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৫ ধা।—১৮৪ পৃষ্ঠা।

৩৮। ভূমি ক্রোক ও বিক্রয় করণেতে যে খরচ হয় তাহা ভূম্যধিকারির শিরে পড়িবেক এবং তাহা ভূমির আদায়হওয়া খাজানাহইতে দেওয়া যাইবেক অথবা ভূমি বিক্রয়ের মূল্যহইতে লওয়া যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৬ ধা।—১৮৪ পৃষ্ঠা।

৩৯। যে ভূমি এইরূপে বিক্রয় করিতে হয় তাহার অধিকারির সাধ্য আছে যে আপনার তরফ জনেক আমলাকে সেই আমীনের জমাখরচের হিসাব লিখিতে নিযুক্ত করে। কট্‌কিনাদারপ্রভৃতি প্রজাদিগের যে করারদাদ থাকে তদনুসারে ঐ আমীন মালগুজারী তহসীল করিবেক এবং তাহার অধিক লইবেক না এবং যদি সে ব্যক্তি কিছু ব্যতিক্রম করে তবে তাহার নামে নালিশ হইতে পারে। যদি ভূম্যধিকারির সহিত কট্‌কিনাদারপ্রভৃতি প্রজারদের কোন করারদাদ না থাকে তবে আমীন পরগনার নিরিখঅনুসারে মালগুজারী

তহসীল করিবেক। এবং যদি ঐ আমীন ভূমি তাহার এতমামে থাকিবার সময়ে কিছু খাজা-না তসরুফ করে কিম্বা কিছু ক্ষতি করে তবে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার দেওয়ানী আদা-লতে তাহার নামে নালিশ করিতে পারে।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৭ ধা।—১৮৪ পৃষ্ঠা।

৪০। ঐ মত ভূমির এতমামে তহসীলদার নিযুক্ত হইলে তাহার প্রতিও সেই সকল হুকুম খাটিবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৮ ধা।—১৮৪ পৃষ্ঠা।

৪১। যে আমীন এইরূপে নিযুক্ত হয় যদি ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার কি তাহার জামিন ঐ আমীনের বাধকতা করে বা করায় তবে কালেক্টর সাহেবের হুকুমের বাধকতা ভূম্যধিকারী ও অন্যেরা করিলে ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনানুসারে তাহারদের প্রতি কালেক্টর সাহেবের যে মতাচরণ করিবার হুকুম আছে তিনি সেই মতাচরণ এই স্থলে করিবেন। এবং মালগুজারী তহসীল করণের নিমিত্ত এই আইনানুসারে নিযুক্ত আমীনের বাধকতা ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কিম্বা জামিনের দ্বারা হইলে তাহারদের বিষয়ে ঐ ১৪ আইনের বিধি খাটিবেক। ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিভিন্ন অন্য কেহ সেই অপরাধ করিলে জামিনেরা বাধকতা করিলে যে দণ্ড ও হুকুম হয় তাহারদের বিষয়েও সেইরূপ দণ্ড ও হুকুম হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৯ ধা।—১৮৪ পৃষ্ঠা।

৪২। কোন ভূমির এইরূপ নীলামের হুকুম হইলে কালেক্টর সাহেবের মোহর ও দস্তখতে এক হুকুমনামা পাইলে সেই ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার আমীনের অথবা তহসীলদারের নিকটে রুজু হইবেক অথবা আপনার তরফ গোমাশ্তাকে রুজু করিবেক এবং সেই ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার যে অংশ বিক্রয় হয় তাহার জমাখরচ ও জমা ওয়া-সিল বাকীপ্রভৃতি কাগজপত্র ঐ আমীনের নিকটে দাখিল করিবেক এবং সেই কাগজ দৃষ্টে ঐ আমীন সেই ভূমির মোকররী জমা ধার্য্য করিবেক। যদ্যপি কোন ভূম্যধিকারী বা ইজারদার এই হুকুম না মানে তবে যাবৎ তাহারা কালেক্টর সাহেবের হুকুমমতে কার্য্য না করে তাবৎ তাহারদের দিনপ্রতি জরীমানা হইবেক। যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা মঞ্জুর কারণ কালেক্টর সাহেব শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে জানা-ইবেন এবং সেই জরীমানা বাকী মালগুজারী উসুল করণের নিয়মমতে উসুল হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১০ ধা।—১৮৫ পৃষ্ঠা।

৪৩। কালেক্টর সাহেবের হুকুমনামা পাইলে সেই ভূমির মোকররী জমা ধার্য্য করিবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারী কি ইজারদার পাটওয়ারীকে কিম্বা জমীদারীর অন্য আম-লাকে ভূমির উসুল তহসীলের কাগজপত্র সমেত আমীনের নিকটে রুজু করাইবেক। ইহাতে যদি কেহ সেই হুকুম না মানে তবে উপরের ধারার লিখনানুসারে তাহার জরীমানা হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১১ ধা।—১৮৫ পৃষ্ঠা।

৪৪। ভূমি নীলাম হইবার পূর্ব্বে এক ইশ্‌তিহারনামা দিতে হইবেক এবং সেই সমু-দয় ভূমির কিম্বা তাহার কিসমতওয়ারী জমা ঐ ইশ্‌তিহারনামাতে লেখা যাইবেক ও যে স্থানে নীলাম হইবেক তাহা ও নীলামের তারিখ ও বেলা এবং যে সনে নীলাম হয় সেই সনের যে বাকী মালগুজারী খরীদারের দিতে হইবেক তাহাও ইশ্‌তিহারনামায় থাকিবেক। যদি সেই মালগুজারীর সংখ্যা স্থির না হইতে পারে তবে যে নিয়মানুসারে তাহা স্থির হইবেক তাহা ইশ্‌তিহারনামার মধ্যে দিতে হইবেক। ঐ ইশ্‌তিহারনামা জিলার দেও-য়ানী আদালতের কাছারীতে ও কালেক্টর সাহেবের দফ্তরখানায় ও সেই ভূমির মধ্যে প্রধান গ্রামে ও বোর্ড রেবিনিউর দফ্তরখানায় সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে নীলামের এক মাস পূর্ব্বে লট্‌কান যাইবেক। এবং নীলামের কটের বেওরা ফর্দ্দ নীলামের তিন দিন পূর্ব্বে এবং নীলামের দিবসে নীলামের মোকামে লট্‌কান যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১২ ধা।—১৮৬ পৃষ্ঠা।

৪৫। উক্ত ১২ ধারাতে যে বিধি আছে তাহা যে জমীদারীর মালগুজারী একেবারে সরকারে দাখিল হয় কেবল সেই জমীদারীর কিসমতের বিষয়ে খাটে এবং সিকমী অথবা মফঃসলী তালুকের বিষয়ে খাটে না।—১১৯৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮৬ পৃষ্ঠা।

৪৬। ভূমি নীলামের সময়ে তাহার খরীদার সেই ভূমির মুল্যের শতকরা ৫ টাকার হিসাবে বায়না দাখিল করিবেক। যদি সেই খরীদার সেই ভূমির মুল্যের টাকা নিয়মিত কালের মধ্যে না দেয় তবে সে বায়নার টাকা সরকারে জব্দ হইয়া সেই ভূমি পুনর্বার নীলাম হইবেক। যদি সেই ভূমির মুল্য প্রথম নীলামের অপেক্ষা দ্বিতীয় নীলামে অল্প হয় তবে সেই ক্ষতির নিশা প্রথম খরীদার করিবেক। যদি দ্বিতীয় নীলামে অধিক মুল্যে বিক্রয় হয় তবে তাহা ভূম্যধিকারির হিসাবে মজুরা পড়িবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৩ ধা।—১৮৬ পৃষ্ঠা।

৪৭। যদি প্রথম খরীদার বায়নার টাকা না দেয় অথবা দ্বিতীয় নীলাম হইলে যে ক্ষতি হয় তাহা খরচাসমেত না দেয় তবে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত যে হুকুম আছে সেই হুকুমানুসারে তাহার স্থানে ঐ টাকা উসুল হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৪ ধা।—১৮৬ পৃষ্ঠা।

৪৮। এইরূপে ভূমি নীলাম হইলে সেই সকল ভূমির মালগুজারীর বাকী কি যে মৌকুফী টাকা নীলাম হইবার বৎসরের পূর্ব্বের দরুন সরকারের পাওনা থাকে তাহা নীলামের খরীদারের দিবার নির্ণয় নীলামের নিয়মে না থাকিলে খরীদার সেই টাকার বিষয়ে দায়ী হইবেক না। সেই টাকা ভূমির পূর্ব্বাধিকারির স্থানে লওয়া যাইবেক এবং সে সহজে সেই টাকা না দিলে তাহার দ্রব্য জব্দ হইবেক এবং সেই ব্যক্তি কয়েদ হইতে পারে কট্‌কিনাদারপ্রভৃতি প্রজাবর্গের স্থানে পূর্ব্বাধিকারির যে মালগুজারী পাওনা থাকে তাহার স্বত্ব সে খরীদারকে দিতে পারে।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৫ ধা।—১৮৭ পৃষ্ঠা।

৪৯। পূর্ব্বোক্ত ধারায় যে সকল হুকুম আছে তাহা যেপর্য্যন্ত নিষ্কর ভূমি নীলামের বিষয়ে খাটিতে পারে সেইপর্য্যন্ত খাটিবেক। কিন্তু সেই ভূমিতে পূর্ব্বাধিকারির যে স্বত্ব ছিল খরীদার কেবল সেই স্বত্বে স্বত্ববান হইবেক এবং ঐ ভূমিতে সরকারী মালগুজারীর যে দাওয়া থাকে তাহা সেই ভূমির অধিকারির পরিবর্ত্ত হওয়াতে লোপ হইবেক না।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৭ ধা।—১৮৭ পৃষ্ঠা।

৫০। এলাকা বারাণসের মধ্যে অনেক প্রকার সনদী ভূমি আছে তাহাতে কোন এক২ তালুক কিম্বা জমীদারী কি গ্রামে তাহার অধিকারিদিগের একের স্বত্বের অন্তর্গর্ভে অন্যাধিকারিরদের স্বত্ব বর্ত্তিতেছে এবং সেই ভূমির মালগুজারীর সরবরাহ এক২ খাট্টার অনুসারে তাহার অধিকারিদিগের মধ্যের জনেক দুই জন প্রধানের মারফতে হয় অতএব এমত একাধিকারিরদের স্বত্বের অন্তর্গর্ভে অন্যাধিকারিদিগের স্বত্ব যে ভূমিতে থাকে সেই ভূমি যদি কেহ খরীদ করে তবে খরীদার যে অধিকারির দায়ে সেই ভূমি বিক্রয় হয় কেবল সেই অধিকারির স্বত্বে স্বত্ববান হইবেক তদ্ভিন্ন অন্যাধিকারিদিগের স্বত্ব তাহাতে বিচলিত হইবেক না।—১৭৯৫ সা। ২০ আ। ১৯ ধা।—১৮৭ পৃষ্ঠা।

৫১। ভূমি নীলামে বিক্রয় হইলে কালেক্টর সাহেব উপযুক্তমত বহীর মধ্যে সেই ভূমির খারিজদাখিলের কৈফিয়ৎ লিখিবেন।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৮ ধা।—১৮৭ পৃষ্ঠা।

৫২। ডিক্রী জারীক্রমে পত্তনি এবং দরপত্তনি তালুক নীলাম হইলে তাহা কালেক্টর সাহেবের দ্বারা হইবেক।—৩৪৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮৭ পৃষ্ঠা।

৫৩। ডিক্রী জারীক্রমে সিকমী এবং অন্যান্য তালুক বিক্রয় হইলে তাহা কালেক্টর সাহেবের দ্বারা নীলাম হইবেক।—৯২১ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮৭ পৃষ্ঠা।

৫৪। ডিক্রী অথবা আদালতের অন্য হুকুম জারী করণার্থ যখন ভূমি নীলাম করিতে হয় এবং তন্নিমিত্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের নিকটে দরখাস্ত করা যায় তখন জজ সাহেবের উচিত যে ভূমি ক্রোক করিতে এক জন চাপরাসী কি অন্য কোন আমলাকে তথায় পাঠান্ এবং যেপর্য্যন্ত ঐ নীলাম না হয় অথবা তাহার নিষেধ না হয় সেইপর্য্যন্ত তাহা ক্রোক করিয়া রাখেন্।—১৮১৬ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—১৮৮ পৃষ্ঠা।

৫৫। এমত হইলে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা দখীলকার ব্যক্তিকে বেদখল করিতে যেপর্য্যন্ত হুকুম না দেন্ সেইপর্য্যন্ত সেই ভূমি তাহার হাতছাড়া করণের আবশ্যক নাই। কিন্তু ক্রোক করণের বিষযে জিলা ও শহরের আদালতের এক হুকুমনামা ঐ সম্পত্তির কোন স্থানে লট্‌কাইতে হইবেক এবং ঐ হুকুমনামা জারী করিতে যে ব্যক্তিকে পাঠান যায় তাহার উচিত যে ঐ ভূমির ক্রোক বরখাস্ত অথবা নীলাম নিষেধ না হওয়াপর্য্যন্ত ভূমির উপর থাকে।—১৮১৬ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—১৮৮ পৃষ্ঠা।

৫৬। ঐ ভূমির উপর এইরূপে চাপরাসী বসাওনেতে তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের নিরর্থক খরচ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে সেইরূপে কোন ভূমি বা অন্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে দেওয়ানী আদালতের হুকুম হইলে ঐ আদালত আপনার বিবেচনামতে সেই ভূমিতে কোন চাপরাসী বসাইবেন বা না বসাইবেন। এবং যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে ভূমি ক্রোক হয় তাহার ইচ্ছা বুঝিয়া এবং সম্পত্তির মূল্য এবং অন্যান্য বিশেষ বিষয় বিবেচনা করিয়া জজ সাহেবেরা ঐ রূপে চাপরাসী বসাওনের বিষয়ে হুকুম করিবেন।—১৮৩৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—১৮৮ পৃষ্ঠা।

৫৭। যখন ডিক্রী জারী করণার্থ ভূমি নীলাম করিতে হুকুম হয় তখন যে আদালত-হইতে সেই ডিক্রী হইয়া থাকে অথবা যে আদালতে সেই ডিক্রী জারী করণার্থ পাঠান যায় তাহার জজ সাহেবের উচিত যে ডিক্রীর টাকা দাখিল হইলে অথবা বিশিষ্ট কারণান্তরে সেই ভূমির নীলাম মৌকুফ করণার্থ কালেক্টর সাহেবের প্রতি এক হুকুমনামা পাঠান্। ঐ নীলাম মৌকুফ বা বিলম্ব করণের কারণ জজ সাহেব আপন হুকুমনামাতে লিখিবেন। যদি নীলামের বিলম্ব করা যায় তবে জজ সাহেব সেই নীলাম করণার্থ অন্য তারিখ নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং জজ সাহেব নীলাম মৌকুফ বা বিলম্ব করণের এইরূপ যে হুকুম দেন্ তাহা কালেক্টর সাহেব মানিবেন।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৬ ধা।—১৮৮ পৃষ্ঠা।

৫৮। ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৭ প্রকরণের বিধি আদালতের ডিক্রী-ক্রমে কালেক্টর সাহেব যে সকল ভূমি নীলাম করেন্ তাহার বিষয়ে খাটে এবং ঐ প্রকার নীলামের বিষয়ে এক্ষণে যে২ হুকুম চলন আছে তাহা শুধরাইবার নিমিত্ত নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ১ প্র।—১৮৮ পৃষ্ঠা।

৫৯। আদালতের ডিক্রী জারী করণের নিমিত্ত ভূমি নীলাম করণের আবশ্যক হইলে এবং ডিক্রীদার যে ভূমি দেখাইয়া দেয় তাহা যদি এইপ্রকার হয় যে রাজস্বের কর্ম্ম-কারকের নিকটে সমাচার না দিলে নীলাম হইতে পারে না তবে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ ডিক্রীর নকল ও তরজমা বোর্ডের সাহেবেরদের অথবা রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে পাঠান্। এবং যে ব্যক্তির স্থানে ডিক্রীর টাকা পাওনা হয় সেই ব্যক্তির ভূমি বলিয়া ডিক্রীদার যে ভূমি দেখাইয়া দেয় তাহার বেওরা লিখিয়া কমিস্যনর সাহে-বের নিকটে পাঠান্।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ২ প্র।—১৮৯ পৃষ্ঠা।

৬০। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা অথবা কমিস্যনর সাহেব উক্ত পত্র পাইলে ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া ঐ ভূমির কৈফিয়তের মধ্যে ডিক্রী জারী করণার্থ যে ভূমি নীলাম করা উপযুক্ত বোধ হয় এবং ডিক্রীর টাকা কুলাইতে পারে এমত কোন২ ভূমি নীলাম করিবার নিমিত্ত বাচনী করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিবেন। —১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।—১৮৯ পৃষ্ঠা।

৬১। ৬২। সরকারের বিরুদ্ধে অপরাধ করণপ্রযুক্ত যে ভূমি কিছু কালের নিমিত্ত সরকারের হুকুমে ক্রোক হয় তাহা ক্রোক থাকন সময়ে ডিক্রী জারী করিবার বা জরীমানার টাকা উসুল করিবার নিমিত্ত বিক্রয় হইবেক না। এমত সকল গতিকে দেওয়ানী আদা-লতের ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আপনি যথার্থ নিয়ম করিবেন।—১৮১৮ সা। ৩ আ। ১০ ধা। ২ ও ৩ প্র।—১৮৯ পৃষ্ঠা।

৬৩। কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী হইলে সেই ব্যক্তির অধিকারের বহির্ভূত সম্পত্তি ঐ ডিক্রী জারীর নিমিত্ত নীলাম হইতে পারে না। অতএব কৃষ্ণের নামে রাম যে নালিশ করে সেই নালিশে যদি গোপাল বাদী বা প্রতিবাদী না হয় তবে কৃষ্ণের প্রতিকূলে যে ডিক্রী হয় তাহা জারী করণের নিমিত্ত গোপালকে আপন ভূমিহইতে বেদখল করিতে হইবেক না।—৭৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮৯ পৃষ্ঠা।

৬৪। ডিক্রী জারী করণার্থ যোতদারের স্বত্ব ও লাভ নীলাম হইতে পারে।—৮৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮৯ পৃষ্ঠা।

৬৫। ডিক্রী জারী করণার্থ যে ভূমির নীলাম হয় তাহা যদি অসিদ্ধ হয় এবং নীলামের আমানতী যে টাকা পূর্ব্বে সরকারে জব্দ হইয়াছিল তাহা যদি দেওয়ানী আদালত ফিরিয়া দিতে হুকুম করেন্ তবে কালেক্টর সাহেবের সেই হুকুম অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবেক। যদি সেই হুকুমে কালেক্টর সাহেব অসম্মত হন্ তবে তিনি আপীল করিতে পারেন্।—১১১০ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৮৯ পৃষ্ঠা।

৩ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে দেওয়ানীর কার্য্যকারকেরদের দ্বারা বাটী কি ফলের বাগান কি বাগান অথবা ক্ষুদ্র২ ভূমিখণ্ড নীলাম।

৬৬। ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ২০ আইন এবং ১৮০৩ সালের ২৬ আইন কি চলিত অন্য যে কোন আইনে হুকুম আছে যে ডিক্রী জারী করণার্থ ভূমি নীলাম করিতে হইলে তাহা কালেক্টর সাহেবপ্রভৃতির দ্বারা করিতে হইবেক সেই হুকুমের মতান্তর হইল।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ১ প্র।—১৯০ পৃষ্ঠা।

৬৭। ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের হুকুম বাটী ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর ক্ষুদ্র২ ভূমিখণ্ড নীলামের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না। ডিক্রী জারী করণার্থ সেইপ্রকার কোন বস্তু বিক্রয় করিতে হইলে তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেব কিম্বা রাজস্বের কর্ম্মকারক সাহেবেরদের জ্ঞাতসার করণব্যতিরেকে আদালতের হুকুমক্রমে কিম্বা আদালতসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা নীলাম হইবেক।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ২ প্র।—১৯০ পৃষ্ঠা।

৬৮। ভূমি বিক্রয় করণের দ্বারা ডিক্রী জারী করণের ক্ষমতাপন্ন আদালতসম্পর্কীয় সাহেবেরা যেরূপে ডিক্রী জারী করণার্থ নীলামের যোগ্য অস্থাবর বস্তু নীলাম করণের হুকুম দিতে পারেন্ সেইমত কোন বাটী ঘর কি বাগানইত্যাদি ডিক্রী জারী করণার্থ নীলাম করিতে পারিবেন।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৩ প্র।—১৯০ পৃষ্ঠা।

৬৯। সদর আদালত উক্ত আইনের এমত অর্থ করেন্। বাটী ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর ক্ষুদ্র২ ভূমিখণ্ড অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় দেওয়ানী আদালতের দ্বারা নীলাম হইবেক। কিন্তু নিষ্কর বৃহৎ ভূমিখণ্ড এবং মালগুজারীর সকল ভূমি যত ক্ষুদ্র হউক তাহা ফলের বাগান বা বাগিচা না হইলে রাজস্বের কর্ম্মকারকের দ্বারা নীলাম হইবেক।—৯৩৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯০ পৃষ্ঠা।

৭০। গ্রাম্য চৌকীদারেরদের ভরণপোষণের নিমিত্ত যে ভূমি বৃত্তি আছে তাহার ফসল ঐ ভূমির মালিকের প্রতিকূলে হওয়া ডিক্রী জারী করণার্থ নীলাম হইতে পারে।—১২১২ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯০ পৃষ্ঠা।

৭১। এই আইনানুসারে যে বাটী ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড নীলাম হয় তাহার নীলাম করণার্থ আদালতের সাহেবেরা নাজিরেরদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ১ প্র।—১৯১ পৃষ্ঠা।

৭২। ঐ প্রকার বাটী ঘরইত্যাদি ক্রোক ও নীলামের কার্য্যে নাজিরেরা নিযুক্ত হইলে

ঐ নীলামের উৎপন্নের উপর তাহারা কিছু কমিস্যন পাইবেক না।—৫০৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯১ পৃষ্ঠা।

৭৩। আদালতের ডিক্রী বা হুকুম জারী করণার্থ অস্থাবর বস্তু কিম্বা এই আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত স্থাবর বস্তু ক্রোক ও নীলাম করিতে হইলে ঐ নীলামের তাবৎ বৃত্তান্ত দেশের চলিত ভাষায় ইশ্‌তিহারের দিন এবং নীলাম হওনের নিরূপিত দিন ছাড়া নীলামের পূর্ব্বে ৩০ দিনপর্য্যন্ত ঘোষণার দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচার করিতে হইবেক।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ২ প্র।—১৯১ পৃষ্ঠা।

৭৪। পরে ১৮৪২ সালের ১৫ মার্চ তারিখে জিলার জজ সাহেবের প্রতি উক্ত বিধি প্রতিপালনের বিষয়ে পুনরায় হুকুম হইল এবং তাঁহার প্রতি এই আজ্ঞা হইল যে ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণের বিষয়ে যদি তাঁহার অধীন বিচারকেরা শৈথিল্য করেন্ তবে জজ সাহেব তাঁহারদের শাসন করিবেন।—১৮৪২ সালের ১৫ মার্চের সরকুলর অর্ডর।—১৯১ পৃষ্ঠা।

৭৫। যে স্থানে ঐ বস্তু থাকে সেই স্থানে ঢোল পিটাইয়া ঐ ঘোষণা দেওয়া যাইবেক এবং যে গ্রামে কি নগরে ঐ বস্তু ক্রোক হয় তাহার মধ্যগত সকল লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে এবং মুনসেফের কাছারীতে এবং কালেক্টর সাহেবের ও যে জজ সাহেব নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন তাঁহার কাছারীতে ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কান যাইবেক। ঐ নীলামের হুকুম সদর আমীনের দ্বারা হইলে তাঁহার কাছারীতে ঐ ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কান যাইবেক।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ২ প্র।—১৯১ পৃষ্ঠা।

৭৬। মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া জজ সাহেব যেমত উচিত বোধ করেন্ সেই মতে ঐ ক্রোক ও নীলামের হুকুম পরে২ কি একেবারে দিতে পারেন্।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৩ প্র। ১৯১ পৃষ্ঠা।

৭৭। ডিক্রী জারীক্রমে কোন সম্পত্তি ক্রোক হইলে সেই জিনিস আপন জিম্মায় রাখিতে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা না করিলে তাহাকে সেইরূপ রাখিতে হুকুম দেওয়া যাইতে পারে না। যদি কেহ ইচ্ছাক্রমে সেই জিনিস আপন জিম্মায় লইতে করার করে তবে সেই জিনিসের কিছু ক্ষতি হইলে তাহার বিষয়ে সেই ব্যক্তি দায়ী হইবেক এবং ক্ষতির দাওয়াতে তাহার নামে জাবেতামত নালিশ হইতে পারে কিন্তু তাহার নামে কোন সরাসরী নালিশ হইতে পারে না।—৯৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯২ পৃষ্ঠা।

৭৮। সামান্যতঃ যে ব্যক্তির দরখাস্তে কোন বস্তু ক্রোক হয় ঐ বস্তু ক্রোক থাকন সময়ে নির্ব্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ে সেই ব্যক্তি দায়ী হইবেক।—৯৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯২ পৃষ্ঠা।

৭৯। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারায় লাঙ্গলইত্যাদি কৃষি করণের দ্রব্যজাত বিক্রয় করিতে যে নিষেধ আছে তাহার অভিপ্রায় যে কেবল বকেয়া খাজানা উসুল করণের নিমিত্ত সেই বস্তুর নীলাম হইতে পারে না। ডিক্রী জারী করণার্থ সেই বস্তু নীলাম করিতে নিষেধ নাই।—৯৬২ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯২ পৃষ্ঠা।

৮০। ডিক্রী জারী করণার্থ আদালতের আমলার দ্বারা জিনিস নীলাম হইলে যদি খরীদার খরীদের টাকা দিতে ও জিনিস আপন দখলে লইতে স্বীকার না করে এবং যদি দ্বিতীয়বার নীলাম হয় তবে প্রথম নীলামঅপেক্ষা দ্বিতীয় নীলামে যত অল্প মূল্যে জিনিস বিক্রয় হয় তাহা ডিক্রী জারী করণার্থে যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ হুকুমানুসারে উসুল করিতে হইবেক।—৫৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯২ পৃষ্ঠা।

৮১। যদি খরীদারকে আপনার খরীদা জিনিসের দখল দিবার প্রস্তাব হইলে পর সেই ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা আপন দখলে লইতে স্বীকার না করে তবে দখল না লওয়াতে যে অনিষ্ট হইবেক তাহা তাহার শিরে পড়িবেক ইহা তাহাকে বিশেষরূপে জানাইতে হইবেক এবং খরীদের টাকা ডিক্রীদারকে দিতে হইবেক।—৫৩২ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯২ পৃষ্ঠা।

৮২। ডিক্রী জারী করণার্থ যে জিনিস নীলাম হয় তাহা ডিক্রীদার আপনি খরীদ করিলে খরীদের সমুদায় টাকা দাখিল না করিয়া তাহার পক্ষে যত টাকার ডিক্রী হইয়াছে তত টাকার রসীদ আদালতে দাখিল করিতে পারে বিশেষতঃ অন্যান্য যে ব্যক্তিরদের সেই জিনিসের উপর দাওয়া থাকে তাহারদের এবং সরকারের দাওয়ার যদি কিছু বিঘ্ন না হয় তবে এইরূপে ডিক্রীদার টাকা না দিয়া আপন রসীদ দিতে পারে। এবং ঐ জিনিসে দখল দেওনের বিষয়ে অন্যান্য খরীদারেরদের সম্পর্কে যে২ বিধি খাটে সেই২ বিধি তাহারদের বিষয়েও খাটিবেক এবং দেওয়ানী বা রাজস্বের কর্ম্মকারকের দ্বারা নীলাম হইলে এই বিধি তুল্যরূপে খাটিবেক।—১৮৩৯ সালের ১৮ জানুআরির সরকুালর অর্ডর। —১৯২ পৃষ্ঠা।

৮৩। যদি ডিক্রীদার আপন খাতকের কোন সম্পত্তি কালেক্টরী নীলামে আপন ডিক্রীর সংখ্যার অপেক্ষা অধিক টাকাতে খরীদ করে তবে ঐ ডিক্রীদারের ঐ খরীদের সমুদায় টাকার উপর শতকরা ১৫ টাকার হিসাবে আমানৎ করিতে হইবেক অথবা আপনার পাওনা টাকা বাদ দিয়া বাকী টাকা দাখিল করিতে হইবেক যেহেতুক আপনার ডিক্রীর টাকা বাদে বাকী টাকা যদি ডিক্রীদার দাখিল না করে তবে ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক এবং খরীদার আপনি যত টাকা ডাকিয়াছিল তাহার উপর যে টাকা বায়না দিয়াছিল তাহা হারিবেক।—১৩৫০ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯৩ পৃষ্ঠা।

৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ডিক্রী জারী করণার্থ যদি বাটী নীলামে ধরা যায় এবং যদি সেই সমুদায় বাটীর নিমিত্ত কোন খরীদার উপস্থিত না হয় এবং যদি কোন ব্যক্তি কহে যে ঘর ভাঙ্গিয়া সরঞ্জাম বিক্রয় করিলে ক্রয় করিতে পারি তবে সেইরূপ করা যাইতে পারে না। বৃক্ষের বিষয়েও সেইরূপ বিধি চলিবেক তাহা বিক্রয় না হওয়াপর্য্যন্ত কাটান যাইতে পারে না। ইহাতে কোন অনিষ্ট হইতে পারে না যেহেতুক ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে তাহা আপনি খরীদ করিয়া টাকার পরিবর্ত্তে আপন রসীদ আদালতে দাখিল করিতে পারে। —১২২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯৩ পৃষ্ঠা।

৮৮। ৮৯। ৯০। যখন কোন বিদেশী আদালতে ডিক্রী হয় অথবা এই দেশের মধ্যে আইনের বহির্ভূত প্রদেশে ডিক্রী হইয়া থাকে এবং ডিক্রীদার সেই ডিক্রী যে প্রদেশে আইন চলন আছে সেইখানে জারী করিতে চাহে তখন সেই ব্যক্তি সেই আইন বহির্ভূত দেশের দেওয়ানী আদালতে তাহার পক্ষে হওয়া ডিক্রী ধরিয়া পক্ষান্তর ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে পারে।—১১৩৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯৪ পৃষ্ঠা।

৯১। বংশী কিছু টাকা কর্জ করিলে এবং আনন্দ তাহার জামিন হইলে যদি ঐ আনন্দ জামিনী খতে লেখে যে আমি অমুক২ তালুকের জমীদার কিন্তু যদি সেই খতের মধ্যে এমত না লেখে যে আমি এই কর্জের নিমিত্ত ঐ তালুক বন্ধক রাখিলাম তবে জামিনীর ঝুঁকী তাহার উপর থাকিতে সেই ভূমি আইনমতে হস্তান্তর করিতে নিষেধ নাই।—১০১৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯৪ পৃষ্ঠা।

৪ ধারা।

ভিন্ন এলাকায় সম্পত্তির নীলাম।

৯২। ৯৩। ৯৪। যদি অন্য জজের এলাকায় সম্পত্তি নীলাম করণের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে হয় তবে যে জিলার মধ্যে ঐ বিক্রয়ের যোগ্য সম্পত্তি থাকে সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে ঐ দরখাস্ত পাঠাইতে হইবেক। এবং নীলামের হুকুমকরণিয়া আদালতের এলাকার মধ্যে সম্পত্তি থাকিলে জজ সাহেব যেরূপে তজবীজ ও কার্য্য করিতেন যে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে ভূম্যাদি থাকে তিনি সেইরূপে তাহার তজবীজ ও কার্য্য করিবেন। রাজস্বের কার্য্যকারকের হুকুম হইলে বা না হইলে যে সকল নীলাম হয় তাহার বিষয়ে উক্ত বিধি খাটিবেক।—১৮৪০ সালের ৮ মের সরকুালর অর্ডর।—১৯৪ পৃষ্ঠা।

৯৫। উক্ত সরক্যুলর অর্ডর যেমত জিলার আদালতে খাটে সেইমত তাহার অধীন আদালতের বিষয়েও খাটিবেক।—১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১৯৫ পৃষ্ঠা।

৯৬। উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে ঐ অধস্থ আদালত ১২৩৫ নম্বরী আইনের অর্থের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবেন। এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন যে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে সম্পত্তি থাকে তাঁহার নিকটে আপনারদের মোহর ও দস্তখতে রুবকারীসমেত আপনারদের দরখাস্ত পাঠাইবেন এবং মুনসেফেরা ঐ দরখাস্ত আপন২ জিলার জজ সাহেবের দ্বারা ও দস্তখতে পাঠাইবেন।—১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১৯৫ পৃষ্ঠা।

৫ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে যে ভূমি নীলাম হইবার ইশ্‌তিহার হয় তাহার উপর দাওয়া এবং তাহার নীলামের বিষয়ি ওজর।

৯৭। আদালতের কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা যে ভূম্যাদি নীলাম হইবার ইশ্‌তিহার হয় যদি তাহার কোন দাওয়া উপস্থিত হয় কিম্বা ইশ্‌তিহারের মিয়াদের মধ্যে কোন ওজর হয় তবে যে আদালতহইতে নীলামের হুকুম হইয়াছিল সেই আদালতে তাহার তজবীজ হইবেক কিম্বা তাহার তজবীজ করণের ভার সদর আমীন অথবা মুনসেফের প্রতি অর্পণ হইতে পারে। এবং যদি আবশ্যক বোধ হয় তবে যাবৎ ঐ দাওয়া বা ওজরের বিবেচনা না হয় তাবৎ নীলাম স্থগিত হইতে পারে। কিন্তু যদি ন্যায্য বিচারের ব্যাঘাত করিবার অথবা প্রবঞ্চনা করণের অভিপ্রায়ে ঐ দাওয়া বিলম্ব করিয়া দরপেশ হইয়াছে তবে নীলাম স্থগিত হইবেক না। এবং ঐ দাওয়াদার জাবেতামত নালিশ দেওয়ানী আদালতে করিবেক।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৬ প্র।—১৯৫ পৃষ্ঠা।

৯৮। ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন আপন ডিক্রী জারী করণসময়ে ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে যে২ হুকুম দেন্ তাহার উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক।—১১৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯৫ পৃষ্ঠা।

৯৯। যে ভূমি নীলাম করিতে হয় তাহার উপর কালেক্টর সাহেবের নিকটে যদি এমত ওজর হয় যে ডিক্রীর লিখিত টাকার দায়ি জনের ঐ ভূম্যাদিতে অধিকার নাই তবে কালেক্টর সাহেবের উচিত যে যে আদালত ঐ নীলামের হুকুম করিয়াছিলেন তাহার জজ সাহেবের নিকটে ঐ দাওয়া বা ওজরের সম্বাদ দেন্ এবং সেই বিষয়ে যাহা২ আপন সিরিশ্‌তায় লেখা থাকে তাহার বেওরা লিখিয়া পাঠান্ এবং তাহার প্রত্যুত্তরে যে২ হুকুম পান্ তদনুসারে নীলাম করেন্ বা না করেন্।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।—১৯৬ পৃষ্ঠা।

১০০। যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত হয় সেই ব্যক্তিভিন্ন অন্যের নামে যদি কালেক্টর সাহেবের বহীতে জমীদারীর রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তবে কেবল সেইপ্রযুক্ত কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারী নীলাম করিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন্ না কিন্তু যদি ঐ জমীদারীর উপর কোন দাওয়া হয় অথবা তাহার নীলামের বিষয়ে কোন ওজর হয় তবে কালেক্টর সাহেব ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার ৪ ও ৫ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিবেন।—৬৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯৬ পৃষ্ঠা।

১০১। যে আদালতহইতে নীলামের হুকুম হয় কেবল সেই আদালতের দ্বারা ঐ প্রকার দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারে। যদি কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাওয়া করা যায় তবে তাঁহার উচিত যে ঐ দাওয়ার বিচার হইবার নিমিত্ত তাহা দেওয়ানী আদালতে পাঠান্।—৭৯৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯৬ পৃষ্ঠা।

১০২। ১০৩। যে আদালতহইতে নীলামের হুকুম হইয়া থাকে সেই আদালতের বিশেষ হুকুমবিনা ঐ নীলাম বিলম্ব করিতে কালেক্টর সাহেবের কোন ক্ষমতা নাই। যদ্যপি সেইমত হুকুম না পঁহুছে তবে নীলাম অবশ্য করিতে হইবেক।—১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১৯৬ পৃষ্ঠা।

১০৪। যদি কালেক্টর সাহেব সেই প্রকার দাওয়া বা ওজরের বিষয় জজ সাহেবকে জানান্ অথবা যে জজ সাহেব নীলামের হুকুম করিলেন যদি তাঁহার নিকটে কোন দাওয়াদার দাওয়া দরপেশ করে তবে ঐ জজ সাহেব তৎক্ষণে তাহার সত্যাসত্যতার বিষয়ে সরাসরী বিবেচনা করিবেন এবং আবশ্যক হইলে দাওয়ার নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত কালেক্টর সাহেবকে ঐ নীলাম স্থগিত করিতে হুকুম দিতে পারেন্। কিন্তু নীলামের ইশ্তিহার দেওনের পর উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে ঐ দাওয়া কি ওজরের দরখাস্ত না করা গেলে এবং নীলামের ব্যাঘাত করণের নিমিত্ত তাহা উপস্থিত হইয়াছে বোধ হইলে নীলাম করিতে বিলম্ব করা যাইবেক না। এমত হইলে জজ সাহেব ঐ নীলাম করিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং দাওয়াদার আপনার দাওয়া বুঝিয়া পাইবার নিমিত্ত জাবেতামত নালিশ করিতে চাহিলে করিতে পারে।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ৫ প্র।—১৯৭ পৃষ্ঠা।

১০৫। ১০৬। আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ ভূমি নীলাম করণের হুকুম হইলে যে সকল ওজর হয় সেই২ ওজরের প্রত্যেক দরখাস্ত পৃথক্২ মিসিলে রাখিতে হইবেক এবং সেই দরখাস্ত সিদ্ধ বা অসিদ্ধ করণার্থে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা এবং ডিক্রীদারের জওয়াব মনোযোগপূর্ব্বক ঐ দরখাস্তের শামিল রাখিতে হইবেক এবং সেই সম্পত্তির অন্যান্য দাওয়ার মিসিলের শামিল করিতে হইবেক না। যখন ঐ হুকুমের উপর কোন আপীল হয় তখন আপীল আদালত অন্য হুকুম না দিলে যে বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে ঐ আপীলের সম্পর্ক আছে কেবল সেই বিশেষ বিষয়ের রোয়দাদ আপীল আদালতে পাঠাইতে হইবেক। এবং ঐ রোয়দাদের সঙ্গে ঐ ডিক্রীর নকল এবং ডিক্রী জারী করণার্থ ডিক্রীদারের দরখাস্ত ও সম্পত্তি ক্রোকের বিষয়ে ও নিয়মিত এত্তেলানামা জারী করণের বিষয়ে নাজিরের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবেক। কিন্তু ডিক্রী জারী করণের সম্পর্কীয় সমস্ত কাগজপত্র একত্র রাখিতে হইবেক। এবং হুকুমের বাধকতাকরণ বিষয়ের কাগজপত্র সেইরূপে পৃথক্ রাখিতে হইবেক এবং বাধকতা হওনের রিপোর্ট প্রত্যেক মিসিলের আরম্ভে থাকিবেক।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১৯৭ পৃষ্ঠা।

১০৭। ডিক্রী জারী করণার্থ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে জজ সাহেব অথবা আদালতসম্পর্কীয় অন্য কর্ম্মকারক হুকুম দিলে যদি ইশ্তিহারের মিয়াদের মধ্যে ইশ্তিহার হওয়া সম্পত্তির উপর দাওয়া হয় অথবা বিক্রয়ের বিষয়ে কোন ওজর হয় তবে ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৫ প্রকরণে আপীল করণের যে তিন মাস মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহা অতীত না হইলে ঐ হুকুম জারী হইবেক না। ঐ মিয়াদ নীলাম করণের শেষ হুকুমের তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক এবং বাদি প্রতিবাদির ইষ্টাম্প কাগজ আদালতে দাখিল করণের তারিখঅবধি ঐ হুকুমের নকল সেই ব্যক্তিকে দিবার কি দিতে চাহিবার তারিখপর্য্যন্ত যে সময় গত হয় তাহা ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না।—১৮৩৩ সালের ১৯ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।—১৯৮ পৃষ্ঠা।

১০৮। উক্ত সরক্যুলর অর্ডরে যে কথা লেখা আছে অর্থাৎ "ইশ্তিহারের মিয়াদের মধ্যে সম্পত্তি নীলামের বিষয়ে যে ওজর হয়" এই কথার অর্থের মধ্যে যে আসামীরদের প্রতিকূলে হুকুম হইয়াছে সেই আসামীরা আপন২ সম্পত্তি নীলাম হওনের বিষয়ে যে ওজর করে তাহা অন্যান্য ব্যক্তিরদের ওজরের ন্যায় গণ্য করিতে হইবেক।—৮৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯৮ পৃষ্ঠা।

১০৯। সদর দেওয়ানী আদালতের এই [১০৭ নম্বরী] হুকুম হওয়াতে এমত ব্যবহার

হইতে লাগিল যে কেবল ঐ নীলাম তিন মাসপর্য্যন্ত বিলম্ব করিবার নিমিত্ত লোকেরা নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবসে ওজরের দরখাস্ত করিতে লাগিল এবং সেই তিন মাস অতীত হইতে২ অন্য ব্যক্তি নূতন দাওয়া করিল ইহাতে ডিক্রী জারী করণের অত্যন্ত বিলম্ব হইল। তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে আমারদের উক্ত ১৮৩৩ সালের ১৯ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের এমত অভিপ্রায় ছিল না যে নীলামবিষয়ক ওজরের প্রত্যেক দরখাস্ত নামঞ্জুর হইলে নীলাম পুনঃ২ স্থগিত করিতেই হইবেক কিন্তু তাহার এইমাত্র তাৎপর্য্য যে ঐ হুকুমে যে ব্যক্তিরা নারাজ হয় তাহারা তিন মাসের মধ্যে আপীল করিতে পারিবার নিমিত্ত ঐ আপীল করণের যে তিন মাস মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অতীত না হওনের পূর্ব্বে নীলামের হুকুম জারী হইবেক না।—৮৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯৮ পৃষ্ঠা।

১১০। আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ ১৮২৫ সালের ৭ আইনানুসারে ভূমি নীলাম করিতে হইলে নীলামের ডাকনিয়া লোকদিগকে সর্ব্বদা ইহা স্পষ্টরূপে জানাইতে হইবেক যে ডিক্রীর লিখিত যে টাকা উসুল করিবার নিমিত্ত ঐ নীলামের হুকুম হয় সেই টাকার দায়ি জনের ঐ ভূম্যাদিতে যে স্বত্ব ও লাভ থাকে তাহাভিন্ন তাহারা ঐ ভূমিতে অতিরিক্ত আর কিছু পাইবেক না।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৭ প্র।—১৯৯ পৃষ্ঠা।

১১১। ১১২। ডিক্রী জারী করণার্থ যে সম্পত্তি নীলাম করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে বন্ধক হইয়াছে বলিয়া বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি দাওয়া করিলে সেই দাওয়ার বিষয়ে যদি আদালত সরাসরী বিচার করেন্ তবে তাহা বেআইনী ও অনাবশ্যক যেহেতুক পূর্ব্বের কোন বন্ধকের দাওয়া বজায় রাখিয়া আসামীর ঐ সম্পত্তিতে যে স্বত্ব ও লাভ আছে কেবল তাহাই বিক্রয় হয় এবং ঐ নীলামে যাহারা ডাকে তাহারদিগকে অতি স্পষ্টরূপে জানাইতে হয় যে ঐ বিক্রয়হওয়া ভূমি বা অন্য সম্পত্তিতে আসামীর যে স্বত্ব ও লাভ আছে কেবল তাহাই তাহারদিগকে অর্পণ করা গেল।—১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১৯৯ পৃষ্ঠা।

১১৩। নীলাম সম্পন্ন না হইতে২ যদি পূর্ব্বকার দাওয়া উপস্থিত করা যায় তবে যে কার্য্যকারক নীলাম নির্ব্বাহ করেন্ তাঁহার উচিত যে ঐ প্রকার দাওয়া থাকনের বিষয় ডাকনিয়া ব্যক্তিরদিগকে জ্ঞাপন করেন্ এবং নীলামের রুবকারীতে তাহা লেখেন্।—১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—১৯৯ পৃষ্ঠা।

১১৪। ১১৫। ১১৬। ডিক্রী জারীক্রমে ভূমি নীলাম করিতে হইলে যদি কোন ওজর বা দাওয়া হয় তবে যাহা২ কর্ত্তব্য তাহা সদর আদালত নীচের লিখিতমতে সংক্ষেপ করিয়া জানাইলেন। নীলামের পূর্ব্বে জজ সাহেবের নিকটে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে দাওয়া বা ওজর হইলে এবং জজ সাহেব তাহা নামঞ্জুর করিলে তাঁহার হুকুমের তারিখঅবধি তিন মাসপর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিতে হইবেক। যদি ঐ ওজর নীলামের পর জজ সাহেবের নিকটে করা যায় এবং তিনি তাহা নামঞ্জুর করিয়া নীলাম বহাল রাখেন্ তবে যে তারিখে ঐ ওজর জজ সাহেব নামঞ্জুর করিয়া নীলাম বহাল রাখিলেন সেই তারিখঅবধি ঐ টাকা তিন মাসপর্য্যন্ত আদালতে আমানৎ থাকিবেক।—১০২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯৯ পৃষ্ঠা।

১১৭। কিন্তু যদি নীলামের পূর্ব্বে কোন দাওয়া না করা যায় তবে ঐ নীলাম ইশ্‌তিহারের পর ত্রিশ দিবসের মধ্যে হইতে পারে এবং যদি নীলামের পর ত্রিশ দিবসের মধ্যে কোন ওজর না করা যায় তবে ঐ সময় অতীত হইলে নীলামের উৎপন্ন টাকা ডিক্রীদারকে দেওয়া যাইতে পারে।—১০২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯৯ পৃষ্ঠা।

১১৮। যে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের নিকটে যে ভূমি বন্ধক হইয়াছে সেই মহাজন ছাড়া অন্য ব্যক্তির পক্ষে হওয়া ডিক্রী জারী করণার্থ সেই ভূমি নীলাম হইতে পারে কিন্তু বন্ধকলওনিয়া মহাজনের যে স্বত্ব ও লাভ তাহাতে থাকে তাহা বজায় রাখিয়া নীলাম করিতে হইবেক।—৮৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—১৯৯ পৃষ্ঠা।

১১৯। ডিক্রীর সমস্ত টাকা পরিশোধ না হওয়াপর্য্যন্ত ডিক্রীদারের সুদ পাইবার অধিকার আছে অতএব জিলার জজ সাহেবের বিবেচনায় যে দাওয়াদারের ওজর স্পষ্টতঃ ফেরেবী করিবার অথবা কেবল ব্যামোহ দিবার নিমিত্ত হইয়াছে কিম্বা অমূলক বোধ হয় সেই দাওয়াদারের প্রতি সেই টাকার সুদ দিবার হুকুম করিতে পারেন্। কিন্তু সেই হুকুমের উপর সুতরাং সদর আদালতে আপীল হইতে পারে।—১০১০ নম্বরী আইনের অর্থ।—২০০ পৃষ্ঠা।

১২০। ডিক্রী জারী করণের সময়ে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের সাধ্য আছে যে নানা দাওয়াদারের ওজরের সরাসরী তজবীজ করিয়া যে পাট্টা চাতুরীক্রমে হইয়াছে এই মত মনঃপ্রত্যয় হয় সেই পাট্টা বাতিল করেন্। যে ব্যক্তি তাঁহার ঐ নিষ্পত্তিতে নারাজ হয় সেই ব্যক্তি চাহিলে সরাসরীমতে আপীল করিতে পারে কিম্বা জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে পারে।—১০৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—২০০ পৃষ্ঠা।

[ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তির নীলাম করণের ওজরের বিচার করণের বিষয়ে সদর আদালত শেষ যে বিধান করিয়াছেন তাহা এই২।]

১২১। ডিক্রী জারী করণার্থ সম্পত্তি বিক্রয়ের বিষয়ে যে২ ওজর হয় তাহার নিষ্পত্তি করণে দেওয়ানী আদালতের রীতি নির্ণয় ও স্থির করণের নিমিত্ত কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত নীচের লিখিত বিধি স্থির করিয়াছেন।—১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরকুলর অর্ডর।—২০০ পৃষ্ঠা।

১২২। ১। এমত গতিকে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় করণের সামান্যতঃ তিন প্রকার ওজর হয়।

প্রথম। নীলাম হওনের নিমিত্ত যে সম্পত্তির ইশ্‌তিহার হইয়াছে তাহা ওজরদারের নিকটে বন্ধক আছে।

দ্বিতীয়। যে টাকার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তির নীলাম হওনের ইশ্‌তিহার হইয়াছে সেই টাকার দায়ি জনের ঐ সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ লাভ নাহি কেননা ঐ সম্পত্তির অন্যা২ শরীক আছে এবং তাহারদের মধ্যে ওজরদার এক জন এবং ঐ সম্পত্তির বিভাগ হয় নাহি।

তৃতীয়। যে ব্যক্তি সেই টাকার দায়ী তাহার ঐ ক্রোক ও নীলামের জন্য ইশ্‌তিহার-হওয়া সম্পত্তিতে কোন লাভ নাই।—১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরকুলর অর্ডর।—২০০ পৃষ্ঠা।

১২৩। ২। প্রথম প্রকার ওজরের বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখের ১০৬ নম্বরী সরকুলর অর্ডরে বিধান হইয়াছে যে বন্ধকলওনিয়ার দাওয়ার বিষয়েতে কোন সরাসরী তহকীক করিতে হইবেক না যেহেতুক নীলামের পূর্ব্বে সম্পত্তির সঙ্গে বন্ধক-দেওনিয়া ব্যক্তির যে সম্পর্ক ছিল নীলামের পর নীলামের খরীদারের ঠিক সেই সম্পর্ক আছে এবং বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তির যে অধিকার এবং লাভ আছে নীলামের দ্বারা তাহার কোন প্রকারে ব্যাঘাত হয় নাই। সেই সময়ে আরো বিধান হইল যে সময় থাকিলে নীলামের কর্ত্তা এমত দাওয়া থাকনের সম্বাদ নীলামে ডাকনিয়া ব্যক্তিরদিগকে জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরকুলর অর্ডর।—২০১ পৃষ্ঠা।

১২৪। ৩। দ্বিতীয় প্রকার ওজর এই যে ওজরদার ক্রোকহওয়া এবং নীলামের ইশ্‌তিহারহওয়া সম্পত্তির অংশের উপর দাওয়া রাখে এবং এমত দরখাস্ত করে যে ঐ অংশ নীলাম না হয় এবং যে টাকার নিমিত্ত সম্পত্তি নীলাম হওনের জন্য ইশ্‌তিহার হয় সেই টাকার দায়ি ব্যক্তির অংশমাত্র নীলাম হয়। এই প্রকার ওজরের উক্ত মূল নিয়মানুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।

অতএব আদালত এই প্রকার ওজর শুনিবেন না যেহেতুক যে ব্যক্তি টাকার দায়ী কেবল তাহার স্বত্ব ও লাভ বিক্রয় হয় অতএব ঐ সম্পত্তিতে অন্যা২ শরীকেরদের যে অধিকার ও লাভ থাকে তাহার কিছু ব্যাঘাত হইবেক না। এইমত গতিকেও নীলামের সময়ে নীলামের

কর্ত্তা ঐ সম্পত্তিতে ওজরদার বা ওজরদারসকল যে দাওয়া উপস্থিত করিয়াছে তাহা সকলকে জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরকুলর অর্ডর।—২০১ পৃষ্ঠা।

১২৫। ৪। তৃতীয় প্রকার ওজর এই যে ওজরদার নীলামে ধরিয়া দেওয়া সম্পত্তি বে-করার কটে খরীদ করিয়াছে বা অন্য প্রকারে তাহার সম্পূর্ণরূপে স্বত্ত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে অতএব ঐ সম্পত্তি দেনদারের নহে। এই প্রকার ওজরের বিষয়ে সদর আদালতের সাহে-বেরা বিধান করিয়াছেন যে ঐ প্রকার দাওয়ার সরাসরী তহকীক করিতে হইবেক কেননা ঐ কল্পিত নীলাম হইবেক কি না তাহা ঐ তহকীকের দ্বারা নিশ্চয় হইবেক। যদ্যপি এমত মাতবর প্রমাণ হয় যে সম্পত্তি ক্রোক হওনের পূর্ব্বে অথবা নীলামের জন্যে ইশ্‌তিহার দেওনের পূর্ব্বে তাহা ওজরদার কি দাওয়াদারের দখলে ছিল তবে তাহার কথিত স্বত্ত্ব যথার্থ কি না এই বিষয়ের তজবীজ না করিয়া নীলাম স্থগিত করণের উপযুক্ত কারণ আছে বোধ করিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তি ইহাতে নারাজ হয় সে ব্যক্তি জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে পারিবেক।—১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরকুলর অর্ডর।—২০১ পৃষ্ঠা।

১২৬। ৫। এবং ইহা বিশেষরূপে স্মরণে রাখিতে হইবেক যে এই প্রকার নীলাম হইলে যে ব্যক্তির বিষয় বিক্রয় হয় নীলামের সময়ে তাহার ঐ সম্পত্তিতে যে স্বত্ত্ব ও লাভ ছিল তাহাবিনা খরীদারকে আর কিছু বিক্রয় হয় নাই এবং আদালত আপনার ডিক্রী জারী করণেতে বিক্রীত দ্রব্যের সম্পর্কে আসামী যে স্থানে ছিল কেবল সেই স্থানে খরীদারকে স্থাপন করিবেন।—১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরকুলর অর্ডর।—২০১ পৃষ্ঠা।

১২৭। ৬। উক্ত বিধি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে সমানরূপে খাটিবেক।—১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরকুলর অর্ডর।—২০১ পৃষ্ঠা।

৬ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে ভূমির যে নীলাম হয় তাহা অসিদ্ধ করণ।

১২৮। এমত ভূমি বিক্রয় করিতে হইলে জজ সাহেব যথাসাধ্য উদ্যোগ করিবেন যে বাজারে ঐ সম্পত্তির যে মূল্য হইতে পারে তাহার কম মূল্যে বিক্রয় না হয়। কিন্তু যখন নীলাম সমাপ্ত হইয়াছে এবং ডাকনিয়া ব্যক্তিকে এমত কহা গিয়াছে যে তুমি এই বস্তুর খরীদার হইলা তখন সেই বস্তুতে খরীদারের অধিকার হয় এবং তাহা কম মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া পুনরায় নীলাম হইতে পারে না।—৮২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—২০২ পৃষ্ঠা।

১২৯। নিরূপিত মিয়াদের ইশ্‌তিহার দেওয়া না গেলে কোন জজ বা আদালতের অন্য কর্ম্মকারকের দ্বারা কোন নীলাম হইতে পারে না। যে জজপ্রভৃতির দ্বারা নীলামের হুকুম হয় তাঁহার যদি এমত মনঃপ্রত্যয় হয় যে ঐ নীলামের বিষয়ে আইনের বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে তবে ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক। কিন্তু আবশ্যক যে জিলার আদালতে মুৎ-ফরক্কা দরখাস্তের নিমিত্ত যে ইষ্টাম্প কাগজের হুকুম আছে সেই প্রকার কাগজে লিখিত এবং আইনবিরুদ্ধ যে কার্য্য হইয়া থাকে তাহার বেওরাযুক্ত এক আরজী যাঁহার দ্বারা নীলামের হুকুম হইয়া থাকে নীলামের পর এক মাসের মধ্যে তাঁহার নিকটে উপস্থিত করা যায়।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।—২০২ পৃষ্ঠা।

১৩০। যখন কোন নীলাম উক্ত প্রকরণ কিম্বা অন্য প্রকরণেতে অসিদ্ধ হয় এবং তাহাতে খরীদারের কোন চাতুরী বা প্রবঞ্চনা প্রকাশ না হয় তখন ঐ খরীদার ঐ বস্তু ফিরিয়া দিলে সুদসমেত কি সুদছাড়া আপন খরীদের টাকা ফিরিয়া পাইবেক।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।—২০২ পৃষ্ঠা।

১৩১। এই ধারানুসারে জজ সাহেব যে সরাসরী নিষ্পত্তি করেন্ তাহার উপর সরা-সরী আপীল হইতে পারে।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।—২০২ পৃষ্ঠা।

১৩২। কালেক্টর সাহেবপ্রভৃতির দ্বারা ভূমি নীলাম হইলে জাবেতামত মোকদ্দমা বিনা অথবা ঐ নীলামের ইশ্‌তিহার দেওন কিম্বা নির্ব্বাহ করণেতে বেআইনী কর্ম্ম হইয়া-ছে ইহার প্রমাণ না হইলে ঐ নীলাম সরাসরীমতে অসিদ্ধ হইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে জানান যাইতেছে যে যে আদালতহইতে ঐ নীলামের হুকুম হইয়া থাকে তাহার জজ সাহেবের নিকটে যদি সরাসরী বিচারক্রমে এমত প্রমাণ হয় যে সেই কার্য্য আইনের অন্যমত করা গিয়াছিল তবে ঐ জজ সাহেব সেই নীলাম অসিদ্ধ ও নিরর্থক করিয়া পুনর্ব্বার নীলাম করিতে হুকুম দিতে পারেন্। কিন্তু আবশ্যক যে আইনের বিরুদ্ধহওয়া ঐ কর্ম্মের বেওরা নিরূপিত এক আরজীতে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত হইয়া যে আদালত-হইতে নীলামের হুকুম হইয়াছিল সেই আদলতের সাহেবকে দেওয়া যায়। এবং যে আদালতের হুকুমেতে নীলাম অসিদ্ধ হয় সেই আদালতের সাহেবের সাধ্য আছে যে এই আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিতমতে খরীদের টাকা সুদসমেত বা সুদছাড়া ফিরা-ইয়া দিবার হুকুম করেন্।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ১ প্র।—২০৩ পৃষ্ঠা।

১৩৩। এই ধারানুসারে যে সরাসরী ডিক্রী হয় তাহার উপর সরাসরীমতে আপীল হইতে পারে।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ২ প্র।—২০৩ পৃষ্ঠা।

১৩৪। যদি রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা বেআইনীমতে ভূমি নীলাম করেন্ তবে সেই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৫ ধারানুসারে যে সরাসরী মোকদ্দমা হয় তাহা যে আদালতহইতে নীলামের হুকুম হইয়াছিল প্রথমতঃ সেই আদালতে করিতে হইবেক এবং তাহার উপর নিয়মিতমত আপীল হইতে পারে। যদি সেই নীলাম জজ সা-হেবের হুকুমে হইয়া থাকে তবে তিনি সেই সরাসরী নালিশের বিচার ও তজবীজ হওনার্থ প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করিতে পারেন্। কিন্তু তদ্বি-ষয়ের চূড়ান্ত হুকুম আপনি দিবেন।—গবর্ণমেন্টের ১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির ৬ নম্বরী হুকুম।—২০৩ পৃষ্ঠা।

৭ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে নীলামহওয়া ভূমির উৎপন্ন টাকা বন্টন করণ।

১৩৫। নীলামহওয়া সম্পত্তিতে যাহারদের স্বত্ব থাকনের বিষয় নীলামের পর দৃষ্ট হয় তাহারদের স্বত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত হুকুম হইল যে ১৮২৫ সালের ৭ আইনানুসারে স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইলে ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবার নিমিত্ত ওজর করণের যে মিয়াদ ঐ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণে ও ৫ ধারার ১ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদ যাবৎ অতীত না হয় এবং সেই ভূমির দখল যাবৎ খরীদারকে না দেওয়া যায় তাবৎ ঐ নীলা-মের উৎপন্ন টাকা আমানৎ রাখিতে হইবেক।—১৮২৮ সালের ৬ জুনের সরকুলর অর্ডর।—২০৩ পৃষ্ঠা।

১৩৬। ঐ ওজর শুনিবার যে এক মাস মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহা অতীত না হইলে যদি জজ সাহেব আইন ও সদর আদালতের সরকুলর অর্ডর না মানিয়া আপনার খাজা-নাখানাহইতে কোন টাকা দেন্ তবে তাহার বিষয়ে তিনি আপনি দায়ী হইবেন।—১৮৩৬ সালের ২ জানুআরির সরকুলর অর্ডর।—২০৩ পৃষ্ঠা।

১৩৭। যখন নীলামের পর কোন দাওয়াদারের ওজর জিলার জজ সাহেবের দ্বারা নামঞ্জুর হয় তখন তিনি নিরূপিত পাঠানুসারে তাহার এক রুবকারী লিখিবেন।—১৮৩৬ সালের ২ জানুআরির সরকুলর অর্ডর।—২০৪ পৃষ্ঠা।

১৩৮। ১৩৯। ১৮২৫ সালের ৭ আইনে লেখা আছে যে আদালতের ডিক্রীর যে টাকা

উসুল করিবার নিমিত্ত নীলামের হুকুম হয় সেই টাকার দায়ি জনের ঐ ভূম্যাদিতে যে স্বত্ব ও লাভ থাকে তাহার অতিরিক্ত ঐ নীলামের দ্বারা আর কিছু অর্পণ হইল না। অতএব সরকারের সম্পর্কে ঐ নীলাম খোশখরীদের ন্যায় জ্ঞান করিতে হয় এবং ঐ নীলামহওয়া মহালে সরকারের যে বাকী মালগুজারী পাওনা থাকে তাহা নীলামের উৎপন্ন টাকা-হইতে বাদ দেওয়া অনাবশ্যক এবং অনুচিত। অতএব বোর্ডের সাহেবেরা তাহা নিষেধ করিয়া কালেক্টর সাহেবকে এইমত হুকুম দিলেন যে আদালতের ডিক্রীক্রমে কোন মহাল নীলাম হইলে তিনি অতি মনোযোগপূর্ব্বক সকল লোককে ইহা জ্ঞাত করিবেন যে ভূমির সাবেক মালিকের উপর যে সকল দায় ছিল তাহা খরীদারের উপর অর্শিবেক এবং ভূমির উপর সরকারের যে দাবী থাকে তাহা ঐ নীলামের দ্বারা কোন প্রকারে লোপ হইল না।—১৮৪১ সালের ১৫ অক্‌টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।—২০৪ পৃষ্ঠা।

১৪০। খরীদারকে সম্পত্তির দখল দেওয়াইবার প্রস্তাব হইলে পর যদি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই ব্যক্তি সেই ভূমির দখল লইতে স্বীকার না করে তবে নীলামের উৎপন্ন টাকা ডিক্রীদারকে দিতে হইবেক এবং সেই সম্পত্তির দখল না লওয়াতে খরীদারের যে অনিষ্ট হইবেক তাহা তাহাকে বুঝাইতে হইবেক।—৫৩২ নম্বরী আইনের অর্থ।—২০৪ পৃষ্ঠা।

৮ ধারা।

ডিক্রী জারী করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের মিয়াদ।

[ডিক্রী জরী করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের মিয়াদের মূল বিধান এই।]

১৪১। জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজ সাহেবেরদের প্রতি হুকুম আছে যে বারো বৎসরের পূর্ব্বের যে মোকদ্দমা হয় তাহার ফরিয়াদী যদি ঐ মিয়াদের মধ্যে সেই বিষয়ের নালিশ না করণের কোন মাতবর কারণ দর্শাইতে না পারে তবে সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি না করেন্।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৪ ধা।—২০৫ পৃষ্ঠা।

১৪২। বারো বৎসর এবং তত্তোধিক কালপর্য্যন্ত ডিক্রী জারী না হইলে যদি ডিক্রী-দার ডিক্রী জারী না করণের মাতবর কারণ দর্শায় এবং পক্ষান্তর ব্যক্তি কোন মাতবর ওজর না করিতে পারে তবে ডিক্রীদার দরখাস্ত করিলে ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারে।—৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—২০৫ পৃষ্ঠা।

১৪৩। ডিক্রী হওনসময়ে যদি তাহা জারী না হয় তবে তৎপরে বারো বৎসরের মধ্যে দরখাস্ত করিলে তাহা জারী হইতে পারে কিন্তু জারী করণের পূর্ব্বে পক্ষান্তর ব্যক্তিকে হুকুম দিতে হইবেক যে তাহার বিষয়ে তাহার কোন ওজর থাকিলে সে তাহা দর্শায়। যদি বারো বৎসরের মধ্যে তাহা জারী না হয় তবে বিলম্বের মাতবর কারণ না দর্শাইলে জারীর দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারে না।—১৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—২০৫ পৃষ্ঠা।

৯ ধারা।

ডিক্রী জারী করণেতে কালেক্‌টর সাহেবের ও অন্য২ আদালতের সাহায্য।

১৪৪। নানা আদালতের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম আছে যে যদি তাঁহারদিগের ইহা বোধ হয় যে কোন ডিক্রী জারী করণেতে যাহারদিগকে দখল দেওয়াইতে হয় তাহার-দিগকে দখল দেওয়ানের দ্বারা হউক কিম্বা ওয়াসিলাতের হিসাব দুরস্ত করণের দ্বারা কি আর কোন কার্য্য করণের দ্বারাই বা হউক তথাকার কালেক্‌টর সাহেবের সহায়তা পাই-লে ঐ ডিক্রী শীঘ্র ও সম্পূর্ণরূপে জারী হইতে পারে তবে ঐ সহায়তা করিবার নিমিত্তে কালেক্‌টর সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইবেন।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৬ ধা।—২০৫ পৃষ্ঠা।

১৪৫। সদর আদালত বোধ করেন্ যে ভূমির স্বত্বাধিকার অথবা দখলের বিষয়ের ডিক্রী হইলে দেওয়ানী আদালতের উচিত যে সেই ডিক্রী জারী করণেতে ১৮২৫ সালের

৭ আইনের ৬ ধারার বিধির অনুসারে যথাসাধ্য রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের সাহায্য লইয়া কর্ম্ম করেন্।—১৮৩৭ সালের ৬ জানুআরির সরকুলর অর্ডর।—২০৬ পৃষ্ঠা।

১৪৬। ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেওয়ানী আদালত-হইতে যে সকল হুকুম পাঠান যায় তাহার মধ্যে কালেক্টর সাহেব যে হুকুম না মানেন্ তাহার এক ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ কমিস্যনর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। ঐ কৈফিয়তের নকল সদর আদালতে পাঠাইবার আবশ্যক নাই। কিন্তু যদি কোন বিশেষ গতিকে অত্যন্ত বিলম্ব হয় এবং তাহার মাতবর কারণ কালেক্টর সাহেব দর্শাইতে না পারেন্ তবে তাহার রিপোর্ট সদর আদালতে করিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—২০৬ পৃষ্ঠা।

১৪৭। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের প্রতি আরো হুকুম হইল যে তাঁহারা ডিক্রী জারীর সাহায্য করিতে অন্যান্য জিলার আদালতের প্রতি হুকুম করিলে যদি ঐ আদালত অত্যন্ত বিলম্ব করেন্ তবে তাহার রিপোর্ট সদর আদালতে দেন্।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—২০৬ পৃষ্ঠা।

১৪৮। যদি দেওয়ানী আদালত মালগুজারীর ভূমির কোন হিস্যার উপর কাহারো স্বত্বাধিকার হওনের ডিক্রী করেন্ এবং কালেক্টর সাহেবের নামে এই মজমুনে এক হুকুমনামা দেন্ যে ঐ জমীদারী বা তালুক অংশাংশ করেন্ এবং আদালতহইতে হওয়া ডিক্রীর মতে ডিক্রীদারদিগের হিস্যাতে তাহারদিগকে দখল দেওয়ান্ তবে ঐ ভূমির হিস্যার বাঁটওয়ারা ও খারিজ করাতে ও সরকারের জমা ধার্য্যকরাতে ও তাহাতে দখল দেওয়ানেতে যে খরচপত্র হয় তাহা সমস্ত যে ব্যক্তি ঐ স্বত্ব কবুল না রাখিয়া থাকে তাহার শিরে দেনা পড়িবেক। কিন্তু বিশেষ কারণ দৃষ্ট হইলে আদালতের সাহেবেরা এই সাধারণ নিয়মমতাচরণ না করিয়া ফরিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষের কিম্বা তাহারদিগের এক পক্ষের উপর ঐ খরচা দেওনের হুকুম দিতে পারেন্। এই ধারানুসারে যে সকল হুকুম হয় তাহার নকল আদালতের হুকুমনামাসমেত জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৫ ধা।—২০৭ পৃষ্ঠা।

১৪৯। জমীদারী বাঁটওয়ারা করণার্থ কালেক্টর সাহেব যে আমীন নিযুক্ত করেন্ সেই ব্যক্তি ঘুষ লইলে ফৌজদারী আদালতে জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক। এবং ঐ আমীন যে টাকা ক্ষতি করিয়াছে তাহা পাইবার জন্যে তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে। এমত মোকদ্দমায় ঐ আমীন যে নগদ টাকা কি জিনিস যাহার স্থানে লইয়া থাকে তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়ান যাইবেক এবং ঐ আমীন যাবৎ ডিক্রীর টাকা না দেয় কিম্বা ঐ ডিক্রীর টাকা তাহার জিনিস বিক্রয়ের দ্বারা আদায় না হয় তাবৎ কয়েদ থাকিবেক।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।—২০৭ পৃষ্ঠা।

১০ ধারা।

ডিক্রীদারের কসুর।

১৫০। যখন কোন ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী হইয়াছে কিম্বা যখন ডিক্রী জারী করণার্থ ডিক্রীদারের যথোচিত চেষ্টা না হওয়াতে ঐ ডিক্রী নথীহইতে উঠান গিয়াছে তখন ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—২০৮ পৃষ্ঠা।

১৫১। যদি ডিক্রীদার আপন ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত দিয়া ছয় সপ্তাহের মধ্যে উদ্যোগ না করে অথবা সেই ব্যক্তি যে সম্পত্তি দেখাইয়া দিয়াছে তাহা নীলাম হইয়া যে ব্যক্তির প্রাপ্য তাহাকে নীলামের উৎপন্ন টাকা দেওয়া গিয়াছে অথবা যখন অন্যান্য দাওয়াদারেরা ঐ সম্পত্তির উপর আপন২ স্বত্ব সাব্যস্ত করাতে ঐ জিনিসের ক্রোক বরখাস্ত হইয়াছে

তখন ঐ মোকদ্দমা নথীহইতে উঠাইয়া দিতে হইবেক। তৎপরে যদি ডিক্রীদার পুনর্ব্বার দরখাস্ত করে তবে সেই মোকদ্দমা ডিক্রী জারীর নূতন অথবা পুনরুৎথাপিত মোকদ্দমার ন্যায় নথীর শামিল করা যাইবেক এবং যে তারিখে তাহা আদালতে পুনর্ব্বার গ্রাহ্য হয় তাহাই তাহার তারিখ হইবেক।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—২০৮ পৃষ্ঠা।

১১ ধারা।

নীলামের উৎপন্ন টাকা পাইতে ডিক্রীদারেরদের বিশেষ২ অধিকার।

১৫২। ডিক্রী জারী করণের নিমিত্ত যে নীলাম হয় তাহার উৎপন্নের অংশ পাইবার নিমিত্ত ডিক্রীদারের দাওয়া যে আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইহা নির্ণয় করণের নিমিত্ত সদর আদালত নীচের লিখিত বিধান করিতেছেন।—১৮৪০ সালের ২০ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—২০৮ পৃষ্ঠা।

১৫৩। ডিক্রী জারী করণার্থ সম্পত্তির নীলাম হইলে তাহার উৎপন্নের অংশ পাইবার অর্থে যত দাওয়া হয় তাহা যে আদালতের হুকুমে নীলাম হইয়া থাকে সেই আদালতে উপস্থিত করিতে হইবেক। ঐ আদালতের হুকুমে যে ব্যক্তি নারাজ হয় সেই ব্যক্তি জিলার জজ সাহেব কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিতে পারে। কিন্তু উপরিস্থ আদালতে এই বিষয়ের রীতিমতে আপীল না হইলে ঐ আদালত তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন্ না।—১৮৪০ সালের ২০ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—২০৮ পৃষ্ঠা।

১৫৪। যে ডিক্রীতে আগেকার তারিখ থাকে তাহা আগে পরিশোধ হইবেক না কিন্তু যে সকল ডিক্রীক্রমে সম্পত্তি ক্রোকের হুকুম হইয়াছিল সেই ডিক্রীর প্রত্যেক ডিক্রীদার অংশাংশমতে টাকা পাইবার অধিকার রাখে। কিন্তু যদি কোন বিশেষ দাওয়ার পরিশোধের নিমিত্ত কোন সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গিয়া থাকে তবে সেই দাওয়া প্রথমে পরিশোধ হইবেক।—৯৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—২০৯ পৃষ্ঠা।

১৫৫। যে সকল ডিক্রীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করণের হুকুম হইয়াছে যদি টাকা বিলিকরণের পূর্ব্বের তারিখ তাহাতে থাকে তবে ঐ ডিক্রীদারেরা জনাজাত অংশাংশমতে ডিক্রীর টাকা অগ্রে পাইবেক। এবং যে ডিক্রীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করণের হুকুম হয় নাই সেই ডিক্রীর ডিক্রীদারেরা তৎপরে টাকা পাইবেক। যদ্যপি ডিক্রীর সম্পত্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল তবে সেই বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তির দাওয়া অন্যান্য সকল দাওয়াদারের অগ্রে পরিশোধ হইবেক।—১০৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—২০৯ পৃষ্ঠা।

১২ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে আমীনেরা যে সম্পত্তি নীলাম করে তাহার মুল্য যে মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক তাহা।

১৫৬। ডিক্রী জারীক্রমে আমীনেরা যে সম্পত্তি বিক্রয় করে তাহার মুল্য খরীদারের দাখিল করণের কোন বিশেষ মিয়াদ আইনে নির্দ্দিষ্ট নাই। অতএব কলিকাতাস্থ ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে আমীনেরদের দ্বারা যে নীলাম হয় তাহার ইশ্‌তিহারনামাতে নীচের লিখিত কথা লেখা যাইবেক।—১৮৪২ সালের ১২ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডর।—২০৯ পৃষ্ঠা।

১৫৭। নীলামে সম্পত্তি খরীদ করণের সময়ে খরীদার যে মুল্যেতে তাহা ক্রয় করে তাহার উপর শতকরা ১০৲ টাকা করিয়া বায়নাস্বরূপ আমানৎ করিবেক এবং যদি তাহা না করে তবে ঐ সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় হইবেক।—১৮৪২ সালের ১২ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডর।—২০৯ পৃষ্ঠা।

১৫৮। স্থাবর সম্পত্তির নীলাম হইলে খরীদার তাহার মুল্যের সমুদয় টাকা নীলামের দিবসের পর ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করিবেক তাহা দিতে ত্রুটি করিলে তাহার বায়নার টাকা জব্দ হইবেক। এবং ঐ সম্পত্তি প্রথম খরীদারের ঝুঁকীতে পুনর্ব্বার নীলাম হইবেক ঐ দ্বিতীয় নীলামেতে যদি তাহার ডাকঅপেক্ষা অধিক ডাক হয় তবে প্রথম খরীদার সেই অধিক টাকা পাইবেক না যদি কম হয় তবে তাহার নিশা করিবেক।—১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।—২০৯ পৃষ্ঠা।

১৫৯। অস্থাবর সম্পত্তির মুল্যের সমুদয় টাকা নীলামের পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে এবং ঐ সম্পত্তি খরীদারকে দেওনের পূর্ব্বে দিতে হইবেক যদি খরীদার তাহা না দেয় তবে উপরের লিখিত বিধানমতে তাহার দণ্ড হইবেক।—১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।—২০৯ পৃষ্ঠা।

১৬০। নীলাম যদি সিদ্ধ না করা যায় তবে বায়নার যে টাকা জব্দ হইয়াছিল তাহাহইতে ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকার উপর আমীনের রসুম বাদ দিয়া বাকী টাকা ডিক্রীদারের নিমিত্তে সম্পত্তির মালিকের নামে জমা হইবেক।—১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।—২০৯ পৃষ্ঠা।

১৩ ধারা।

মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের দ্বারা ডিক্রী জারী করণ।

১৬১। জিলা ও শহরের আদালতের ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত যে সকল সাধারণ হুকুম আছে তাহার অনুসারে প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী ঐ প্রধান সদর আমীনের দ্বারা জারী হইবেক।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২২ ধা।—২১০ পৃষ্ঠা।

১৬২। ঐ ২২ ধারায় প্রধান সদর আমীনেরদিগকে আপন২ ডিক্রী জারী করিবার যে হুকুম দেওয়া গিয়াছে ঐ হুকুম মুনসেফ ও সদর আমীনের উপরেও খাটিবেক [এবং জিলার আদালতের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে যে সকল হুকুম আছে তাহার অনুসারে ঐ সদর আমীন ও মুনসেফেরদের ডিক্রী জারী হইবেক।]—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৭ ধা।—২১০ পৃষ্ঠা।

১৬৩। ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে মুনসেফেরদের ডিক্রী জারী করণের নিমিত্তে যে দরখাস্ত হয় তাহা শাদা কাগজে লিখিতে হইবেক।—৭৯৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১০ পৃষ্ঠা।

১৬৪। ডিক্রী জারী করণার্থ সম্পত্তির নীলাম বা হস্তান্তর করণের বিষয়ে যাহারা ওজর করে তাহারা আপন২ দরখাস্ত মুনসেফের আদালতে শাদা কাগজে করিতে পারে।—১২৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১০ পৃষ্ঠা।

১৬৫। মুনসেফেরদের ডিক্রী জারী করণার্থ তাঁহারা কোন আসামীর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে আপনারদের সিরিশ্তার কোন আমলাকে পাঠাইতে পারেন্।—১০৫০ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১০ পৃষ্ঠা।

১৬৬। ডিক্রী জারী করণার্থ যে লাখেরাজ ভূমি ক্রোক হয় তাহা কাহার দখলে আছে অন্যান্য বিচারকেরা এই বিষয়ের যেরূপ বিচার করিতে পারেন্ সেইরূপে মুনসেফেরদের বিচার করিবার ক্ষমতা আছে।—৭৯৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১০ পৃষ্ঠা।

১৬৭। মুনসেফেরদের ডিক্রী জারীক্রমে ক্রোকহওয়া লাখেরাজ ভূমির উপর দাওয়া হইলে সেই দাওয়ার নিষ্পত্তি করিতে মুনসেফেরদের প্রতি নিষেধ নাই।—১০৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১০ পৃষ্ঠা।

১৬৮। বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত জাবেতামত মোকদ্দমা হইলে মুনসেফেরা যে ডিক্রী করেন্ তাহা জারী করণার্থ সম্পত্তি বিক্রয় করিতে মুনসেফেরদের যে ক্ষমতা ছিল তাহা ১৮৩৯ সালের ১ আইনের দ্বারা রহিত হয় নাই।—১২১৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১০ পৃষ্ঠা।

১৬৯। মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদি আপীল আদালত তাহা জারী স্থগিত করিতে হুকুম না দেন্ তবে ঐ ডিক্রী জারী করিতেই হইবেক। কেবল আপেলাণ্টের আপীল করাতে ডিক্রী জারী স্থগিত হইবেক না।—১৮৩৫ সালের ৬ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—২১১ পৃষ্ঠা।

১৭০। উক্ত ১৬৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের বিধি সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। তাঁহারদের করা ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদি আপীল আদালত ডিক্রী স্থগিত করিতে হুকুম না দেন্ তবে ঐ ডিক্রী অবশ্য জারী হইবেক।—১৮৩৯ সালের ২৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—২১১ পৃষ্ঠা।

১৭১। অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদি জজ সাহেব রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব করিয়া সেই ডিক্রী বহাল রাখেন্ তবে সেই ডিক্রী জজ সাহেবের আদালতের ডিক্রীর ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং তাঁহার ডিক্রী জারী করণার্থ যে২ বিধি আছে তদনুসারে জারী হইবেক।—৮৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১১ পৃষ্ঠা।

১৭২। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ঐ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণানুসারে যদি রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী আপীল আদালতে বহাল রাখা যায় অথবা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হয় তবে যে আদালতে প্রথম ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে ঐ ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত দিতে হইবেক এবং কোন আপীল না হইলে তাহা যেরূপে জারী হইত সেইরূপে ঐ আদালত তাহা জারী করিবেন। কিন্তু যদি আপীল আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব করিয়া ঐ আপীলের দোষগুণ বিবেচনা করিয়া তাহা নিষ্পত্তি করেন্ তবে আপীল আদালতের দ্বারা ঐ ডিক্রী জারী হইবেক।—১৮৩৪ সালের ২২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—২১১ পৃষ্ঠা।

১৭৩। যে মুনসেফ ডিক্রী করেন্ যদি আসামী সেই মুনসেফছাড়া অন্য মুনসেফের এলাকায় বাস করে অথবা ক্রোকের যোগ্য সম্পত্তি যদি অন্য মুনসেফের এলাকায় থাকে তবে জজ সাহেব ঐ ডিক্রী জারী করণের ভার যে মুনসেফের এলাকায় জিনিস বা আসামী থাকে তাঁহার প্রতি অর্পণ করিবেন।—৭০১ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১১ পৃষ্ঠা।

[এই অধ্যায়ের ৩০ নম্বরী বিধি দেখ।]

১৭৪। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদিগকে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে আপন২ ডিক্রী জারী করণের ক্ষমতার বিষয়ে যে বিশেষ হুকুম আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ২ বিচারকেরা জজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আপন২ ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত লইয়া তদনুসারে ডিক্রী জারী করিতে পারেন্।—১৮৩৩ সালের ১ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—২১১ পৃষ্ঠা।

১৭৫। সদর আমীন ও মুনসেফেরদের প্রতি আপন২ ডিক্রী জারী করণের ভার সাধ্যপর্য্যন্ত রাখিতে হইবেক। বিশেষ কারণ না হইলে জজ সাহেব অপীল হওন বিনা ঐ ডিক্রী জারী করণেতে হস্তক্ষেপ করিবেন না যেহেতুক অধস্থ আদালতের হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা বা শহরের জজ সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহা চূড়ান্ত। কিন্তু যদ্যপি জজ সাহেব আদৌ সেই ডিক্রী জারী করণের ভার গ্রহণ করেন্ তবে তাঁহার হুকুমের উপর সদর আদালতে আপীল হইতে পারে এবং এইরূপে ঐ আদালতের সময় মিথ্যা হরণ হয়।—১৮৩৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—২১২ পৃষ্ঠা।

১৭৬। মুনসেফেরদের ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত জিলার জজ সাহেব আপনার ক্ষমতাক্রমে প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন্ না। মুনসেফেরদের করা ডিক্রী তাঁহারাই জারী করিবেন। কিন্তু আইনানুসারে মুনসেফ যে কোন জাবেতামত মোকদ্দমা শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ না কেবল এইমত মোকদ্দমার ডিক্রী মুনসেফ জারী করিতে পারেন্ না।—১২২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১২ পৃষ্ঠা।

১৭৭। ওয়াসিলাত কিম্বা সুদ কিম্বা উভয় বিবাদির বিরোধি অন্য কোন বিষয়ে ডিক্রী জারী করণার্থ যে হুকুম হয় তাহা নূতন মোকদ্দমার হেতু জ্ঞান করিতে হইবেক না

এবং তাহার বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দমা হইতে পারে না।—১১২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১২ পৃষ্ঠা।

১৭৮। ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ১ ও ৪ ধারার লিখিত বিধির অনুসারে যে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হয় সেই মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীল যেরূপে সদর আদালতে করিতে হয় সেইরূপে ঐ ডিক্রী জারী করণার্থ প্রধান সদর আমীন যে২ হুকুম দেন্ তাহার উপর আপীল সদর আদালতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ৫ জুনের সরকুলর অর্ডর।—২১২ পৃষ্ঠা।

১৭৯। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদের আদালতে উপস্থিত-হওয়া জাবেতামত মোকদ্দমার যে রোয়দাদী কাগজপত্র মাসে২ তাঁহারদের পাঠাইতে হয় তাহার সঙ্গে পূর্ব্ব মাসে তাঁহারা যে সকল ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার রোয়দাদও জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। কিন্তু ডিক্রী জারী করণের যে মোকদ্দমা নথীহইতে উঠান গিয়াছে এবং রোয়দাদ পাঠাওনের তারিখের পূর্ব্বে তাহা জারী করণের নিমিত্ত নূতন দরখাস্ত হইয়াছে সেই প্রকার মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠাইতে হইবেক না।—১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—২১২ পৃষ্ঠা।

১৪ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে মুনসেফেরা যে টাকা পান্ তাহা রাখণ ও দেওন।

১৮০। ডিক্রী জারী করণের বাবৎ মুনসেফেরা যে সকল টাকা পান্ ও যে সকল টাকা দেন্ তাহার এক হিসাব নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে রাখিবেন ঐ হিসাব উত্তম শক্ত কাগজে প্রস্তুত করা এক বহীর মধ্যে লিখিতে হইবেক। তাহাতে কোন জমাখরচ লিখনের পূর্ব্বে মুনসেফের উচিত যে ঐ বহীর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নম্বর দিয়া জজ সাহেবের নিকটে পাঠান্ এবং তাহাতে মোট যত পৃষ্ঠা থাকে তাহা জজ সাহেব টুকিয়া মুনসেফের নিকটে বহী ফিরিয়া পাঠাইবেন। ঐ বহী সমাপ্ত হইলে তাহা জজ সাহেবের সিরিশ্তায় থাকিবার নিমিত্ত মুনসেফ তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন।—১৮৩৩ সালের ৫ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—২১৩ পৃষ্ঠা।

১৮১। মুনসেফের আদালতে টাকা দাখিল হইলে তাহা যাহার প্রাপ্য তাহাকে সাধ্য-পর্য্যন্ত অগৌণে দিতে হইবেক। যদ্যপি সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার মোখ্তার হাজির না থাকে তবে নিকটস্থ থানাদারের দ্বারা তাহা জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। টাকার জমাখরচের হিসাব মাসে২ সমাপ্ত করিতে হইবেক এবং প্রতিমাসে যত টাকা পাওয়া গিয়াছে ও দেওয়া গিয়াছে তাহার এক খোলাসা ঐ রেজিষ্টরী বহীহইতে লিখিয়া জজ সাহেবের দৃষ্টি করণার্থ এবং তাঁহার সিরিশ্তায় থাকিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে পাঠাইতে হইবেক। জজ সাহেব তাহা দৃষ্টি করিবেন এবং যদি কিছু ব্যতিক্রম দেখেন্ তবে তাহা বুঝাইয়া দিতে মুনসেফকে হুকুম করিবেন।—১৮৩৩ সালের ৫ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—২১৩ পৃষ্ঠা।

১৮২। যে মুনসেফেরদের কাছারী জিলার সদর মোকামে অথবা তাহাহইতে কএক ক্রোশমাত্র দূরে থাকে সেই মুনসেফেরদের টাকা দেওনের বিষয়ে এক্ষণে যে ব্যবহার চলিতেছে তাহার প্রায় কিছু মতান্তর করণের আবশ্যক নাই। ডিক্রীদার মুনসেফের নিকটে দরখাস্ত করিবেক এবং মুনসেফ আপনার আদালতে টাকা পাঠাইতে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন অতএব জজ সাহেবের নিকটে ডিক্রীদারের দরখাস্ত করণের আবশ্যক নাই।—১৮৩৯ সালের ২২ মার্চের সরকুলর অর্ডর।—২১৩ পৃষ্ঠা।

১৫ ধারা।

জিলার আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদ করণ।

১৮৩। তৎপরে আদালত ভূম্যাদি সকল বস্তু নীলামে বিক্রয় করিবেন কিম্বা আসামীকে কয়েদে রাখিবেন বরং যদি জজ সাহেব আবশ্যক জানেন্ তবে তাঁহার সাধ্য আছে যে তাহার সকল বস্তু নীলাম করিয়া ও তাহাকে কয়েদে রাখিয়া ডিক্রী জারী করেন্।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৭ ধা।—২১৩ পৃষ্ঠা।

১৮৪। যদি দেওয়ানী জেলখানাহইতে পলায়নপ্রযুক্ত ফৌজদারী হুকুমক্রমে আসামীর পায়ে বেড়ি দিবার হুকুম হয় নাই তবে তাহার পায়ে বেড়ি দেওয়া যাইবেক না অর্থাৎ দেওয়ানী আসামী পলাইতে না পারে কেবল এই নিমিত্ত তাহার পায়ে বেড়ি দেওয়া যাইতে পারে না।—৬২৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১৩ পৃষ্ঠা।

১৮৫। কোন আসামী ফৌজদারী হুকুমক্রমে কয়েদ থাকিতে২ দেওয়ানীর বিষয়ে তাহাকে গ্রেফ্তার করণের হুকুম হইলে দেওয়ানী আদালত ঐ আসামীকে কয়েদের মিয়াদ অতীত হইলে সোপর্দ্দ করণের হুকুম মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দিতে পারেন্ না। আসামী খালাস হইলে পর নিয়মিত দাঁড়াক্রমে তাহাকে গ্রেফ্তার করিতে হইবেক।—১২৭৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১৪ পৃষ্ঠা।

১৮৬। যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে আসামী কয়েদ হইয়াছে সেই ব্যক্তির সম্মতি না হইলে জজ সাহেব দেওয়ানীসম্পর্কীয় কোন আসামীকে পীড়াপ্রযুক্ত খালাস করিতে পারেন্ না।—১১১৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১৪ পৃষ্ঠা।

১৮৭। কোন আসামী এক বৎসরের অধিক কয়েদ থাকিলে জজ সাহেবের উচিত যে তাহার কয়েদ থাকনের কারণ সংক্ষেপে লিখিয়া সদর আদালতে জানান্।—১৮৩৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—২১৪ পৃষ্ঠা।

১৮৮। যে আসামীরা দেওয়ানী হুকুমক্রমে কয়েদ হয় তাহারদের সঙ্গে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোন কথাবার্ত্তা কহনের আবশ্যক হইলে কেবল জজ সাহেবের দ্বারা তাহা করিতে হইবেক এমত হুকুম দিতে জজ সাহেবের ক্ষমতা নাই।—১০২১ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১৪ পৃষ্ঠা।

১৮৯। কিন্তু কয়েদীরদের সঙ্গে জজ সাহেবের কোন কথা কহিতে হইলে তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি না লইয়া তাহা করিতে পারেন্।—১০২১ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১৪ পৃষ্ঠা।

১৬ ধারা।

মুনসেফ কি সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী জারীক্রমে আসামীকে কয়েদ করণ।

১৯০। দেওয়ানীবিষয়ক মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করণের নিমিত্তে এদেশীয় বিচারকেরা আসামীকে কয়েদ করিবার হুকুম দিতে পারেন্ না। আসামীকে কয়েদ করণের আবশ্যক হইলে যে কর্ম্মকারকের দ্বারা আসামী গ্রেফ্তার হয় ঐ কর্ম্মকারক খোরাকীর টাকা সমেত তাহাকে জিলার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং তিনি উচিত বুঝিলে তাহাকে আপন আমলার দ্বারা জেলখানায় কয়েদ করিবেন। ঐ২ গতিকে মুনসেফ বা সদর আমীনের করা হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা বা শহরের জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহা চূড়ান্ত হইবেক।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৭ ধা।—২১৫ পৃষ্ঠা।

১৯১। উক্ত বিধি মুনসেফ ও প্রধান সদর আমীনেরদের বিষয়ে খাটিবেক অতএব জজ সাহেবের অনুমতি না হইলে প্রধান সদর আমীন কোন আসামীকে কয়েদ করিতে

পারেন্ না [অর্থাৎ ৫০০০৲ টাকার কম মুল্যের মোকদ্দমায়।]—৯৪৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১৫ পৃষ্ঠা।

১৯২। কিন্তু ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মুল্যের মোকদ্দমাতে জজ সাহেব যে হুকুম করিতেন প্রধান সদর আমীন সেই হুকুম করিতে পারেন্ কিন্তু তাহার উপর সদর আদালতে আপীল হইতে পারে। ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মুল্যের মোকদ্দমাতে প্রধান সদর আমীন আসামীকে কয়েদ করণের হুকুম দিতে পারেন্। যদ্যপি সেই প্রকার মোকদ্দমায় জজ সাহেবের কোন এলাকা না থাকে তথাপি তিনি দেওয়ানী জেলরক্ষকের উপর এমত পরওয়ানা দিবেন যে প্রধান সদর আমীনের হুকুম পাইলে আসামীকে কয়েদ বা খালাস করেন্। জজ সাহেব কেবল পরওয়ানা দিবেন এবং জেলরক্ষক আসামীকে কয়েদ বা খালাস করিবেন।—১৮৪০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—২১৫ পৃষ্ঠা।

১৯৩। ফরিদপুরের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে প্রধান সদর আমীন এবং মুনসেফেরা ডিক্রী জারীক্রমে আসামীকে গ্রেপ্তার করিলে তাহাকে দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করিবার নিমিত্ত ফরিদপুরের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন এবং সেই সকল বৃত্তান্ত ঢাকার জজ সাহেবের নিকটে জানাইবেন এবং জজ সাহেব সেই হুকুম বহাল বা বাতিল করিবেন।—১৮৩৪ সালের ২১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।—২১৫ পৃষ্ঠা।

[অন্যান্য যে আদালত এইমতে অতিদূর স্থানে থাকে তাহার বিষয়েও এই বিধি খাটিবেক।]

১৭ ধারা।

দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদীরদের খোরাকী টাকা।

১৯৪। ডিক্রী জারীপ্রযুক্ত কিম্বা দেওয়ানী আদালতের অন্য হুকুমানুসারে যে সকল লোক কয়েদ হয় তাহারদের খোরাকী টাকার বিষয়ে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে ফরিয়াদী কোন ব্যক্তির গ্রেপ্তারের নিমিত্ত দরখাস্ত করিলে যদি গ্রেপ্তারীর খরচাব্যতিরেকে আসামীর ত্রিশ দিবসের উপযুক্ত খোরাকী টাকা আমানৎ না করে তবে আদালত গ্রেপ্তার করণের কোন হুকুম দিবেন না। ঐ ত্রিশ দিন গত হইলে আগামি ত্রিশ দিনের খোরাকী টাকা আমানৎ রাখিতে হইবেক এবং এইরূপে তাহার খালাস না হওয়াপর্য্যন্ত খোরাকী আমানৎ করিতে হইবেক।—১৮৩০ সা। ৬ আ। ২ ধা।—২১৬ পৃষ্ঠা।

১৯৫। জজ সাহেব গ্রেপ্তারীর হুকুম জারী করণের সময়ে আসামীর অবস্থা ও মর্য্যাদার প্রতি বিবেচনা করিয়া খোরাকীর পরিমাণ নিরূপণ করিবেন। তাহা দিন প্রতি।০ আনার অধিক ও / আনার কম হইবেক না। তৎপরে কোন প্রবল কারণ দেখান গেলে তাহার পরিবর্ত্ত হইতে পারে। যদি কোন বিশেষ অবস্থাপ্রযুক্ত।০ আনাহইতে অধিক খোরাকী দেওনের আবশ্যক হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাধ্য আছে যে জজ সাহেবের রিপোর্ট দৃষ্টি করিয়া কিম্বা বিশ্বস্ত সম্বাদ শুনিয়া অধিক খোরাকী নিরূপণ করেন্ কিন্তু তাহা দিন প্রতি ১৲ টাকার অধিক হইবেক না।—১৮৩০ সা। ৬ আ। ২ ধা।—২১৬ পৃষ্ঠা।

১৯৬। ঐ খোরাকী টাকা নাজিরের স্থানে দিতে হইবেক এবং তিনি মাসে২ ফরিয়াদীকে তাহার রসীদ দিবেন। যদি ফরিয়াদী নিরূপিত দিবসে খোরাকী দিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে নাজির তৎক্ষণাৎ তাহার রিপোর্ট জজ সাহেবকে দিবেন এবং জজ সাহেব তৎক্ষণাৎ আসামীর খালাসের হুকুম করিবেন। এবং ঐ আসামী এইরূপে খালাস হইলে পুনর্ব্বার ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ ফরিয়াদীর ঐ দাওয়াতে গ্রেপ্তার ও কয়েদ হইবেক না। কিন্তু যদি এমত প্রমাণ হয় যে আসামী যে ডিক্রী বা অন্য দাওয়া প্রযুক্ত প্রথমতঃ কয়েদ হয় সেই ডিক্রীর টাকা আদায় হওনের সুলভ যে ধনেতে হইত সেই ধন প্রবঞ্চনা ও দুষ্টতা করিয়া গোপনে রাখিয়াছে কিম্বা হস্তান্তর করিয়াছে তবে ঐ মোকদ্দমায় ঐ ফরিয়াদীর

দাওয়াতে আসামী পুনর্ব্বার গ্রেপ্তার ও কয়েদ হইতে পারিবেক।—১৮৩০ সা। ৬ আ। ৩ ধা।—২১৭ পৃষ্ঠা।

১৯৭। আসামী কোন বিষয়ে জেলখানায় কয়েদ হইলেই সেই বিষয়ে পুনর্ব্বার গ্রেপ্তার বা কয়েদ হইতে পারে না। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি কেবল নাজিরের চাপরাসীর জিম্মায় ছিল এবং জেলখানায় কখন কয়েদ হয় নাই এবং ফরিয়াদী খোরাকী না দেওয়াতে খালাস হইয়াছে তবে সেই বিষয়ে সেই ব্যক্তি তৎপরে কয়েদ হইতে পারে।—১০৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১৭ পৃষ্ঠা।

১৯৮। ইহার পর কয়েদহওয়া আসামীরদের খোরাকী টাকাবিষয়ক দাঁড়া নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিতে আবশ্যক বোধ হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে অন্য কোন আইন জারী করণব্যতিরেকে তাহা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করেন্।—১৮৩০ সা। ৬ আ। ৫ ধা।—২১৭ পৃষ্ঠা।

১৯৯। খোরাকী টাকা আমানৎ না হইলেও ১৭৯৯ সালের ৭ আইনক্রমে বাকীদারকে গ্রেপ্তার করণের দস্তক জারী করিতে ১৮৩০ সালের ৬ আইনের দ্বারা কোন নিষেধ নাই। কিন্তু ত্রিশ দিনের খোরাকী টাকা আমানৎ না হইলে কোন বাকীদার জেলখানায় কয়েদ হইতে পারে না।—৫৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১৭ পৃষ্ঠা।

২০০। যদি আসামী আদালতের হুকুম না মানাতে কয়েদ হয় তবে তাহার খোরাকী ফরিয়াদীর স্থানহইতে লওয়া যাইবেক না।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৮ ধা।—২১৭ পৃষ্ঠা।

২০১। ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদহওয়া ব্যক্তিরদিগকে যে খোরাকী দেওয়া যায় সেই খোরাকী টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত বস্তু ঐ ব্যক্তির থাকিলে ঐ খোরাকী টাকা আদালতের খরচার ন্যায় জ্ঞান করিয়া ঐ ব্যক্তির ফিরিয়া দিতে হইবেক। ঐ খোরাকীর উপযুক্ত কিছু জায়দাদ যদি না থাকে তবে কেবল সেই নিমিত্ত তাহাকে কয়েদ রাখা উচিত নহে।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১২ ধা।—২১৮ পৃষ্ঠা।

২০২। যে ব্যক্তির দরখাস্তে দেওয়ানী হুকুমক্রমে আসামী কয়েদ হয় সেই ব্যক্তি তাহার খোরাকী টাকা দিবেক। যদি ঐ ব্যক্তি উকীলের রসুমের নিমিত্ত কয়েদ হয় তবে ঐ উকীল তাহার খোরাকী দিবেন। যদি ইষ্টাম্পের মাসুলের নিমিত্ত অথবা সরকারের পাওনা কোন টাকার নিমিত্তে কয়েদ হয় তবে সরকারহইতে তাহা দেওয়া যাইবেক। কিন্তু সকল গতিকে দেওয়ানী হুকুমানুসারে আসামীকে কয়েদ করণের দরখাস্ত আদালতে দিতে হইবেক এবং ঐ আসামীর স্থানে প্রাপ্য টাকার দাওয়া করণের পর প্রথমতঃ তাহার সম্পত্তির উপর এবং তৎপরে তাহার জামিনের সম্পত্তির উপর ডিক্রী জারী করিতে হইবেক।—২১ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১৮ পৃষ্ঠা।

২০৩। যে গতিকে কোন আসামী বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত অথবা আইনের হুকুম করা অন্য কোন বাবতে কালেক্টর সাহেব কি অন্য সরকারী কর্ম্মকারকের দরখাস্তে দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ হয় সেই গতিকে ঐ আইনের উক্ত ধারার ভাব ও মর্ম্ম খাটিবেক। এবং আসামী যে জজ সাহেবের হুকুমে কয়েদ হয় সেই জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে তাহার খোরাকীর নিমিত্ত যত টাকা নিরূপণ করেন্ তাহা কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য যে কর্ম্মকারকের দরখাস্তক্রমে আসামী কয়েদ হয় তিনি দিবেন।—১৮১৮ সালের ২০ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—২১৮ পৃষ্ঠা।

২০৪। দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদহওয়া ব্যক্তিরদের খোরাকীর বিষয়ে যে বিধি আছে তাহা যেমন সাধারণ ব্যক্তিরদের বিষয়ে খাটে তেমনি সরকারী কর্ম্মকারকেরদের বিষয়েও খাটিবেক।—৬৪৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১৮ পৃষ্ঠা।

১৮ ধারা।

কিস্তিবন্দীর দ্বারা ডিক্রীর টাকা শোধ করণ।

২০৫। যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হয় সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার মালজামিনের যদি ডিক্রীর টাকা আদায় হওনের যোগ্য কিছু জায়দাদ থাকে তবে সেই ডিক্রী জারী করণেতে আদালতের সাহেবেরা কোন প্রকার বিলম্ব ও ব্যাজ করিতে দিবেন না। কিন্তু যদি ফরিয়াদী ডিক্রীর টাকা কিস্তিবন্দীমতে কিম্বা প্রকারান্তরে পাওনের একরারনামা পাইয়া ডিক্রী জারী হওনেতে কিছু বিলম্ব স্বীকার করে কিম্বা যদি জজ সাহেব কোন বিশেষ হেতু-প্রযুক্ত ভূম্যাদি বস্তু বিক্রয়করণের কিছু গৌণ করা উচিত বুঝেন্ তবে কিছু বিলম্ব হইতে পারে।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১০ ধা।—২১৯ পৃষ্ঠা।

২০৬। ডিক্রী জারী হওনের উপযুক্ত যদি কোন সম্পত্তি না থাকে এবং যদি জজ সাহেব যে মিয়াদ দেওয়া বিহিত বুঝেন্ সেই মিয়াদের মধ্যে আসামী কিম্বা তাহার মালজামিন কিস্তিবন্দীমতে ডিক্রীর টাকা দেওনের নিমিত্ত হাজিরজামিনী কি মালজামিনীর সহিত এক একরারনামা লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হয় তবে যে আদালতে শেষ ডিক্রী হয় সেই আদালত কিম্বা যে আপীল আদালত ঐ ডিক্রী সংশোধন করেন্ সেই আদালত ঐ একরারনামা গ্রাহ্য করিতে এবং তাহার নিয়মমত কার্য্য করণে ক্রটি না হইলে তাহার লিখিত নিয়মানুক্রমে ডিক্রী জারী করাইতে পারেন্।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১০ ধা।—২১৯ পৃষ্ঠা।

২০৭। যে ব্যক্তি এমত একরারনামা দাখিল করে সেই ব্যক্তি যদি কয়েদ থাকে তবে তৎক্ষণাৎ খালাস হইবেক এবং ঐ ব্যক্তি একারারনামার লিখিত নিয়মমত কার্য্য করিতে ক্রটি না করিলে ঐ ডিক্রী জারীক্রমে আর কয়েদ হইতে পারে না। এবং একরারনামাতে যে সুদের হার লেখা আছে তাহার অধিক সুদ তাহার স্থানে লওয়া যাইবেক না।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১০ ধা।—২১৯ পৃষ্ঠা।

২০৮। যে কোন মহাজনের নালিশক্রমে কোন খাতক কয়েদ হয় যদি সেই খাতক কিস্তিবন্দী করিয়া আপনার দেনা পরিশোধ করিতে একারারনামা লিখিয়া দেয় এবং সেই একরারনামা জজ সাহেবের সাক্ষাৎ খাতক ও মহাজন স্বীকার করিয়া তাহাতে দস্তখৎ করে এবং যদি ডিক্রী জারী করা সেই নিমিত্ত স্থগিত হয় তবে ঐ খাতক সেই একরারনামার নিয়ম পূর্ণ করিতে ক্রটি করিলে মহাজনের আপনার পাওনা পাইবার নিমিত্ত নূতন নালিশ করণের আবশ্যক নাই ডিক্রী জারী করণের সাধারণ নিয়মানুসারে ঐ ডিক্রী জারী হইবেক। যদি খাতক কিম্বা জামিন কহে যে কিস্তিবন্দীক্রমে আমরা টাকা দিয়াছি এবং মহাজন যদি তাহা স্বীকার না করে তবে খাতককে তাহার প্রমাণ করিবার অনুমতি দিতে হইবেক।—৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—২১৯ পৃষ্ঠা।

২০৯। ডিক্রী জারী করণের হুকুম হইলে যদি আসামী এইমত প্রস্তাব করে যে আমার ভূমি ক্রোক হউক এবং তাহার উৎপন্ন খাজানাহইতে আমার দেনা পরিশোধ হউক এবং যদি মহাজন তাহাতে স্বীকৃত হয় তবে আদালতের সাহেবেরদের তাহা আবশ্য মঞ্জুর করিতে হইবেক এবং কালেক্টর সাহেবকে সেই ভূমি ক্রোক করিতে এবং তাহার খাজানা আদায় করিয়া আদালতে দাখিল করিতে জজ সাহেব হুকুম দিবেন।—৭৫২ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২০ পৃষ্ঠা।

১৯ ধারা।

যোত্রহীন খাতকদিগকে খালাস করণ।

২১০। যে সকল যোত্রহীন কর্জা খাতক এবং তাহারদিগের জামিনেরা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ কয়েদ হয় যদি কিস্তিবন্দীমতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে দেনা পরিশোধ করিতে তাহারদের শক্তি না থাকে তবে তাহারদের উপকারের নিমিত্ত জিলা ও সদর আদালতের সাধ্য আছে যে এমত কোন কয়েদী ব্যক্তি আপনার সর্ব্ব প্রকার যে সম্পত্তি নিজনামে কি বিনামে অথবা সাধারণে থাকে তাহার তালিকা শপথপূর্ব্বক আদালতে দাখিল করিলে ঐ তালিকার সত্যতার বিষয়ে এবং প্রতিবাদি ব্যক্তি ঐ তালিকার বিষয়ে যে ওজর করে তাহার তজবীজ করিতে হুকুম দেন্।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা।—২২০ পৃষ্ঠা।

২১১। যদি ঐ জজ সাহেবের এমত মনঃপ্রত্যয় হয় যে ঐ তালিকা সত্য এবং তাহার লিখিত সম্পত্তিভিন্ন ডিক্রী জারী করণের যোগ্য আসামীর আর কোন সম্পত্তি নাই এবং ঐ তালিকার লিখিত সম্পত্তি সমুদায় কিম্বা জজ সাহেব যাহা বিক্রয় করা উচিত বুঝেন্ তাহা আদালতে দাখিল হয় তবে জজ সাহেব আইনানুসারে ঐ সকল ভূম্যাদি নীলাম করিয়া কয়েদী ব্যক্তির স্থানে হাজিরজামিন লইয়া বা না লইয়া তাহাকে খালাস করিতে পারেন্।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা।—২২০ পৃষ্ঠা।

২১২। কিন্তু যে সকল লোক প্রকৃতই দুস্থ ও যোত্রহীন ও ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ কেবল এইমত ব্যক্তিদিগের উপকারের নিমিত্ত উপরের লিখিত নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল অতএব যদি কোন কর্জা খাতক কিম্বা তাহার জামিন ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদ হইয়া আপনার কিছু সম্পত্তি গোপনে রাখে অথবা এমত কোন ছল বা দোষ করে যে উপরের উক্ত যে সকল ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ লোকেরা মহাজনের টাকা দিবার নিমিত্ত আপনারদের সমস্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিতে উদ্যত তাহারদিগের মতে আদালতের দয়া ও অনুগ্রহের যোগ্য না বুঝা যায় তবে এমত অধার্ম্মিক লোকেরা যাবৎ ডিক্রীর সমস্ত মতাচরণ না করে তাবৎ খালাস হইবেক না।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা।—২২০ পৃষ্ঠা।

২১৩। আর কোন কয়েদী ব্যক্তি কয়েদহইতে খালাস হইলে পর যদি কিছু সম্পত্তি পায় তবে মহাজন জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া ঐ সম্পত্তিহইতে যাহা আপনার ডিক্রীর পাওনা টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত ঠাহরে তাহা নীলাম করিয়া লইতে পারিবেক। কয়েদী ব্যক্তির খালাসহওয়া এমত নীলামের প্রতিবন্ধক হইবেক না। এবং খাতক খালাস হওনসময়ে আপনার যে কোন সম্পত্তি স্বনামে বা বিনামে ভোগ করিয়া চক্রান্তে গোপনে রাখিয়াছিল ইহার প্রমাণ হইলে মহাজন তাহাকে পুনরায় কয়েদ করাইতে পারে। এই ধারানুসারে জিলার আদালতের সাহেবেরা যে সকল হুকুম করেন্ সেই২ হুকুমের উপর আপীল উপরিস্থ আদালতে হইতে পারে।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা।—২২১ পৃষ্ঠা।

২১৪। ২১৫। ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধি যে খাতকেরা কয়েদ হইয়াছে কেবল তাহারদের বিষয়ে খাটে অতএব যে ব্যক্তি কয়েদ না হইয়াছে সেই ব্যক্তি উক্ত ধারানুসারে উদ্ধার হইতে পারে না। কিন্তু ঐ আইনের ১০ ধারায় (অর্থাৎ ২০৫। ২০৬। ২০৭ নম্বরী বিধানে) হুকুম আছে যে আদালতের সাহেবেরা কিস্তিবন্দী করিয়া আদালতের ডিক্রী জারী করিতে অনুমতি দিতে পারেন্ এইমত গতিকে খাতকের পূর্ব্বে কয়েদ থাকনের আবশ্যক নাই।—১১৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২১ পৃষ্ঠা।

২১৬। কর্জা খাতককে দায়হইতে চূড়ান্তরূপে খালাস করিতে কোন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা নাই। এবং যোত্রহীন যে খাতক খালাস হয় তাহার সম্পত্তির উৎপন্ন টাকাহইতে সরকারী পাওনা অগ্রে পরিশোধ হইবেক পরে সাধারণ ব্যক্তির পাওনা শোধ হইবেক এমত কোন হুকুম নাই। খাতক খালাস হইলে পর তাহার স্থানে যে কোন সম্পত্তি

পাওয়া যায় তাহা ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে মহাজন নীলাম করিতে পারে।—১১২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২১ পৃষ্ঠা।

২১৭। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ ১১ ধারার বিধির অনুসারে খাতকের যে সকল সম্পত্তি থাকে তাহার যথার্থ তালিকা আদালতে দাখিল হইলে এবং সেই সকল সম্পত্তি আদালতে অর্পণ করিলে তাহার কর্জের সংখ্যার বিষয়ে অথবা ডিক্রী জারীক্রমে সেই ব্যক্তি যত কাল কয়েদ আছে এই দুই বিষয়ে কিছু বিবেচনা না করিয়া সেই ব্যক্তি খালাস হইতে পারে কিন্তু তাহাকে খালাস করণের বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল হইতে পারে।—৩০৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২১ পৃষ্ঠা।

২১৮। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে কয়েদহওয়া অন্য২ ব্যক্তিরদের বিষয়ে যেমন ঐ আইনের ঐ ধারা খাটে তেমনি দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে কয়েদহওয়া মালগুজারীর বাকীদারের বিষয়েও তাহা খাটিবেক কিন্তু যে বাকীদারের প্রতিকূলে কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী না হইয়া কেবল কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তক্রমে বাকীর নিমিত্ত কয়েদ হইয়াছে তাহার বিষয়ে ঐ ১১ ধারা খাটে না।—৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২২ পৃষ্ঠা।

২১৯। কালেক্টর সাহেবের হুকুমক্রমে যে আবকারেরা কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে ঐ বিধি খাটে না।—৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২২ পৃষ্ঠা।

২২০। সদর দেওয়ানী আদালত ঐ সকল বিধির এই অর্থ করেন্ যে দেওয়ানী আদালতের জাবেতামত বা সরাসরী ডিক্রীক্রমে যে সকল ব্যক্তি কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে তাহা খাটে কিন্তু যাহারা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীবিনা অন্য হুকুমে কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে খাটে না।—৩২৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২২ পৃষ্ঠা।

২২১। কিন্তু ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেব যে সরাসরী ডিক্রী করেন্ তাহা জারী করণার্থ আসামী কয়েদ হইলে সেই ব্যক্তি ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে দরখাস্ত দিলে এবং আপন যোত্রহীনতার প্রমাণ করিলে খালাস হইতে পারে যেহেতুক ইহার পূর্ব্বে জজ সাহেবের যে ক্ষমতা ছিল তাহা কালেক্টর সাহেবের হইয়াছে।—১৮৩৬ সালের ১৮ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—২২২ পৃষ্ঠা।

২২২। যোত্রহীন ব্যক্তির মোকদ্দমা খরচাসমেত ডিসমিস হইলে ডিক্রীক্রমে তাহার প্রতি যে টাকা দিবার হুকুম হয় তাহা না দিলে সেই ব্যক্তি আসামীর দরখাস্তক্রমে কয়েদ হইলে অন্যান্য সকল যোত্রহীন কর্জা খাতকের মত ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে খালাস হইতে পারে।—১১০ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২২ পৃষ্ঠা।

২২৩। কয়েদী ব্যক্তি যদি অবশেষে কেবল মোকদ্দমার খরচার বাবৎ কয়েদ থাকে তবে যোত্রহীনেরদের বিষয়ে যে বিধি হইয়াছে সেই বিধির দ্বারা ঐ ব্যক্তি খালাস হইতে পারে।—৩০৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২২ পৃষ্ঠা।

২২৪। সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করণের ভার যদি জিলার জজ সাহেবের প্রতি অর্পণ হয় তবে ডিক্রী জারীক্রমে যে আসামী কয়েদ হয় তাহাকে ঐ জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা না করিয়া ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে খালাস করিতে পারেন্।—১০৬২ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২২ পৃষ্ঠা।

২২৫। ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে যে যোত্রহীন খাতক আপনার সম্পত্তির বিষয়ে শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী দেয় সেই ব্যক্তি খতের দরুন আপনার পাওনা টাকা যদি জানিয়াশুনিয়া ছাপাইয়া রাখে তবে সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করণের দোষে দণ্ডনীয় হইতে পারে।—১০৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২২ পৃষ্ঠা।

২২৬। এদেশীয় বিচারকেরদের ডিক্রীপ্রযুক্ত যে কোন ব্যক্তি কয়েদ হয় সেই ব্যক্তি যোত্রহীন হইলে খালাস হইবার যোগ্য কি না ইহার নিষ্পত্তি করণের ভার সুতরাং ঐ আদালতের প্রতি আছে। তথাপি দরখাস্ত ইউরোপীয় জজ সাহেবের নিকটে দেওয়া

উচিত এবং তিনি ঐ ব্যক্তির জোবানবন্দী আপনি লইবেন অথবা এদেশীয় বিচারকের নিকটে ঐ দরখাস্ত তজবীজ করণার্থ অর্পণ করিবেন। যদি তাহাকে খালাস করণের হুকুম হয় তবে জজ সাহেবের নিকটে এইমত দরখাস্ত দিতে হইবেক যে তিনি ঐ ব্যক্তিকে খালাস করিতে জেলরক্ষককে হুকুম দেন্। ঐ হুকুমে যাহারা নারাজ হয় তাহারা আপীল করিতে পারে।—১১০৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২৩ পৃষ্ঠা।

২২৭। আডবোকেট জেনরল সাহেবের যে মত ১৮৩৭ সালের ২৫ আগষ্ট তারিখে আদালতের জজ সাহেবেরদের উপদেশের নিমিত্ত ঘোষণা হইল তাহাতে বিধান আছে যে যোত্রহীন খাতকের উপকারার্থ যে আইন অর্থাৎ আক্ট পার্লিমেণ্টে হইয়াছে তাহার দ্বারা এদেশীয় সকল আদালত বদ্ধ আছেন্। অতএব তাঁহারদের নিকটে উপস্থিত-হওয়া কোন মোকদ্দমায় যদি ফরিয়াদীর দাওয়া যোত্রহীনের তফসীলের মধ্যে মঞ্জুর হই-য়াছে অথবা যদি কেবল সংখ্যার বিষয়ে বিবাদ থাকে তবে ফরিয়াদীর আপনার মোকদ্দ-মায় ক্ষান্ত হইতে হইবেক। যোত্রহীনতা মঞ্জুর হওনের পূর্ব্বে ফরিয়াদীর পক্ষে যদি ডিক্রীমাত্র হইয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি যোত্রহীনের সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারে না কিন্তু অন্যান্য মহাজনেরদের ন্যায় তাহার পাওনা টাকা কলিকাতাস্থ আদালতে সাব্যস্ত করিতে হইবেক। ইঙ্গলণ্ড দেশে ডিক্রী হওনের পর দেউলিয়া ব্যক্তি এবং যোত্রহীন ব্যক্তিরদের বিষয়েও এই বিধির অনুসারে কার্য্য হইতেছে। কিন্তু যদি ফরিয়াদী আপনার ডিক্রী জারী করিয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি যোত্রহীন খাতকের সম্পত্তিহইতে আপনার পাওনা সমুদায় টাকা পাইতে পারে।—১৮৩৭ সালের ২৫ আগষ্টের সরকুলর আর্ডর।—২২৩ পৃষ্ঠা।

২০ ধারা।

৬৪৲ টাকার ন্যূন সংখ্যার ডিক্রীর নিমিত্ত কয়েদ করণের মিয়াদ।

২২৮। অল্প টাকার ডিক্রীর বাবৎ লোক অনেক কাল কয়েদ না থাকে এই নিমিত্ত ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধানছাড়া হুকুম হইতেছে যে কোন ব্যক্তি ৬৪ টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যার ডিক্রী জারী করণার্থ ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিবেক না। ঐ ছয় মাস গত হইলে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক। কিন্তু কয়েদ থাকনের সময়ে কি খালাস হওনের পরে সেই ব্যক্তির যে দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায় তাহা ডিক্রীর টাকা সমুদায় কি তাহার মধ্যে যাহা বাকী থাকে তাহা আদায় হইবার আন্দাজমতে ক্রোক ও বিক্রয়ের যোগ্য হইবেক।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৫ ধা। ৭ প্র।—২২৪ পৃষ্ঠা।

২২৯। ঐ ৭ প্রকরণের দ্বারা ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির কেবল এইমাত্র বিশেষ হইয়াছে যে ৬৪ টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যার টাকার ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত খাতককে যে সময়ের অতিরিক্ত কয়েদ রাখা যাইতে পারে না তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল।—৩০৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২৪ পৃষ্ঠা।

২৩০। যে ব্যক্তিরা কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তে কয়েদ হইয়াছে তাহারদের বি-ষয়ে উক্ত ৭ প্রকরণ খাটে না।—৩০২ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২৪ পৃষ্ঠা।

[১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণ সরাসরী মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর খাটিবার বিষয়ে কখন হুকুম হয় নাই।]

২৩১। খাতক কিস্তিবন্দী লিখিয়া দিলে এবং মহাজন তাহাতে সম্মত হইলে সেই খাতককে দেওয়ানী আদালতের অবশ্যই খালাস করিতে হইবেক। কিন্তু যদ্যপি কোন খাতক সুদ ও আদালতের খরচাসমেত ৬৪ টাকার ঊর্দ্ধ সংখ্যার কিস্তিবন্দী লিখিয়া দেয় তথাপি ৬৪ টাকার কম সংখ্যার ডিক্রী জারীক্রমে ছয় মাসপর্য্যন্ত কয়েদ থাকনের পর ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে তাহার খালাস হও-

নের যে অধিকার আছে তাহা লোপ হইল না।—৫৬৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২৪ পৃষ্ঠা।

২৩২। উক্ত প্রকরণেতে কয়েদের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা কেবল আদালতের ডিক্রীঅনুসারে কয়েদহওয়া খাতকের বিষয়ে খাটিবেক। কিন্তু যাহারা জরীমানার টাকা না দেওয়াতে কয়েদ হয় তাহারদিগকে জজ সাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে খালাস করিবেন বা না করিবেন।—৯৬৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২৪ পৃষ্ঠা।

২৩৩। যদি কোন ব্যক্তির দেনা ৬৪ টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিতে পারে না। কিন্তু ঐ ছয় মাসের মধ্যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে যোত্রহীন খাতকেরদের বিষয়ি আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তি খালাস হইতে পারে।—৩২৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২৪ পৃষ্ঠা।

২১ ধারা।

নিমক পোখ্তানের সম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের নামে ডিক্রী জারী করণ।

২৩৪। যদি নিমক মহালের মোতালক কোন এদেশীয় আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদার কাহারু উপর মোকদ্দমার ডিক্রী হয় এবং কার্ত্তিক মাসাবধি আষাঢ় মাসের শেষপর্য্যন্তের মধ্যে আদালত তাহা জারী করিতে হুকুম দেন্ তবে সেই ব্যক্তি আপনি কয়েদ না হইয়া তাহার দ্রব্য ক্রোক হইতে পারিবেক। এবং নিমক পোখ্তানের কাল গেলে নিমকীর এজেন্ট সাহেব তাহাকে হাজির করাইবার বিষয়ে দায়ী হইবেন কিন্তু নিমক পোখ্তানের বিষয়ে যে দাদন পাইয়াছিল তাহা অথবা সরকারী সরঞ্জাম ক্রোক হইবেক না। পরন্তু শ্রাবণ ও ভাদ্রু ও আশ্বিন মাসে নিমক পোখ্তানের সময়ের মধ্যে যদি ঐ এজেন্ট সাহেব আদালতে জানান্ যে ঐ আসামীর নিমকের কার্য্যেতে হাজির থাকিবার আবশ্যক নাই তবে সেই ব্যক্তি নিজে এবং তাহার সম্পত্তি ডিক্রী জারীর বিষয়ে দায়ী হইবেক।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২২ ধা।—২২৫ পৃষ্ঠা।

২৩৫। যদি নিমক চৌকীয়াতের আমলার মধ্যে কাহারু নামে ডিক্রী হয় এবং জজ সাহেব সেই ডিক্রী জারী করিতে হুকুম দেন্ তবে সেই ব্যক্তির দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারে। যদ্যপি তাহাকে ধরিয়া আনিতে হয় তবে অন্য ব্যক্তি তাহার পদে নিযুক্ত হওনার্থ যাবৎ যে সাহেবের অধীনে কার্য্য সে করে সেই সাহেবকে সম্বাদ না দেওয়া যায় তাবৎ তাহাকে ধরিয়া আনিতে হইবেক না।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২৯ ধা।—২২৫ পৃষ্ঠা।

২২ ধারা।

সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণ।

২৩৬। সরকারের বিরুদ্ধে যে খরচা ও ক্ষতি দিবার ডিক্রী হয় তাহা সরকারী খাজানাখানাহইতে দেওয়া যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১১ ধা।—২২৫ পৃষ্ঠা।

২৩৭। ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৭ ধারায় ডিক্রী জারী করণের সাধারণ যে নিয়ম আছে তাহা সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে খাটিতে পারে না।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।—২২৫ পৃষ্ঠা।

২৩৮। যদ্যপি সরকারের প্রতিকূলে ডিক্রী হয় তবে যে সরকারী কার্য্যকারক ঐ মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন্ তিনি ঐ ডিক্রীর উপর আপীলকরা কর্ত্তব্য কি না ইহা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নিশ্চয় করিতে পারেন্ এ নিমিত্ত ঐ ডিক্রী এবং রোয়দাদের নকল শ্রীযুতের হজুরে অথবা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন এবং সেই ডিক্রীর বিষয়ে তাঁহার যে আপত্তি থাকে তাহাও তথায় জানাইবেন।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।—২২৫ পৃষ্ঠা।

২৩৯। ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৯ ধারাতে এমত বিধি আছে যে যে সকল প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমা বা আপীলে গবর্ণমেণ্ট এক পক্ষ হন্ সেই মোকদ্দমায় ডিক্রীকরণিয়া আদালত ঐ ডিক্রীর নকল যত শীঘ্র হইতে পারে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—২২৬ পৃষ্ঠা।

২৪০। এই সকল বিধানের অভিপ্রায় এই যে ঐ ডিক্রীর আপীলকরা কি তাহা জারীকরা উচিত ইহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর বুঝিতে পারেন্।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—২২৬ পৃষ্ঠা।

২৪১। এমত বোধ হইতে পারে না যে যে মোকদ্দমা দেশের আদালতে রীতিমত আ-ইনানুসারে বিচার ও নিষ্পত্তি চূড়ান্তরূপে হইয়াছে সেই মোকদ্দমায় সরকারের বিরুদ্ধহওয়া ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী করিতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহদুর হজুর কৌন্সেলে সরকারী কর্ম্মকারককে অনুমতি দিবেন না।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—২২৬ পৃষ্ঠা।

২৪২। অতএব সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণার্থ সরকারী খাজানাখানার টাকা জিলার আদালতের হুকুমক্রমে ক্রোক করা ন্যায্য বিচার হওনের নিমিত্ত কখন আব-শ্যক হইতে পারে না। এমত কর্ম্ম করিলে দেশের শাসনকর্ত্তার সম্ভ্রমের লাঘব হয় এবং সরকারী যে টাকা কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অন্য কার্য্যে ব্যয় করাতে সরকারী কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যু-লর অর্ডর।—২২৬ পৃষ্ঠা।

২৪৩। অতএব কালেক্টর সাহেব অথবা সরকারের তরফ অন্য যে কার্য্যকারক মো-কদ্দমা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন্ তাঁহাকে সরকারের প্রতিকূলহওয়া চূড়ান্ত ডিক্রীর মতাচরণ করিতে জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা হুকুম দিবেন। যদি ঐ কালেক্টর সাহেব আদালতের ডিক্রী বা হুকুম না মানেন্ তবে তিনি জরীমানার যোগ্য হন্ এবং যদি সেই জরীমানা দিতে স্বীকার না করেন্ এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সেই জরীমানাতে সম্মত হন্ তবে কালেক্টর সাহেবের মাহিয়ানাহইতে তাহা বাদ দিতে হুকুম হইবেক।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুালর অর্ডর।—২২৬ পৃষ্ঠা।

২৪৪। কিন্তু যে গতিকে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বি-শেষ হুকুম পাইয়া কালেক্টর সাহেব সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী অগৌণে জারী করণের কোন্ আপত্তি জানান্ সেই গতিকে উক্ত বিধি খাটিতে পারে না। যদি আদালত ঐ আপত্তি গ্রাহ্য না করেন্ এবং সেই বিষয়ে যদি কোন উপরিস্থ আদালতে আপীল হইতে না পারে তবে এমত বোধ করিতে হইবেক যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর আপনি সেই ডিক্রী জারী করিতে হুকুম দিবেন। যদি শ্রীযুত তাহা না করেন্ তবে সেই বিষয় সদর আদালতে অর্পণ করিতে হইবেক সদর আদালত যে স্থলে কোন বিশেষ বিধি নাই সেই স্থলে যেমত করিয়া থাকেন্ সেইমত চলিত আইনের ভাবদৃষ্টে তাহার বিষয়ে হুকুম দিবেন কিম্বা গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিবেন।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুালর অর্ডর।—২২৭ পৃষ্ঠা।

২৪৫। কোন আদালতের জাবেতামত ডিক্রীর দ্বারা যে টাকা দেওনের হুকুম হইয়াছে তাহা দিতে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম করিতে পারেন্ এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে ডিক্রী হওয়াপ্রযুক্ত অথবা আসামীরদের মৃত্যু কি দরিদ্রতাপ্রযুক্ত মোকদ্দমার খরচার নিমিত্ত যে টাকা আগাম দেওয়া গিয়াছিল তাহা নিতান্ত অপ্রাপ্য হইলে ঐ সকল টাকা কালেক্টর সাহেবের বহীহইতে উঠাইতে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুক দিতে পারেন্ এবং তদ্বিষয় গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত রিপোর্ট করিবেন।—সদর বোর্ডের ১৮৪২ সালের ২৭ জুনের বিধির ২৭ ধারা।—২২৭ পৃষ্ঠা।

২৩ ধারা।

জিলা আদালতের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারী করণ।

২৪৬। সুপ্রিম কোর্ট যদি আপনার ডিক্রী জারী করণের কোন রিট অর্থাৎ পরওয়ানা দেওয়ানী আদালতে না পাঠান্ তবে ঐ দেওয়ানী আদালত সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারী করিবেন না।—৫৬৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২৭ পৃষ্ঠা।

২৪ ধারা।

মফঃসলে ছোট আদালতের ডিক্রী জারী করণ।

২৪৭। যখন ছোট আদালতে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় যদি ঐ ডিক্রী জারী হওনের পূর্ব্বে আসামী চব্বিশপরগনার মধ্যে গিয়া রহে তবে ফরিয়াদী এই বিষয়ের বৃত্তান্ত এক দরখাস্তে লিখিয়া এবং ঐ ডিক্রীর মোহর ও দস্তখৎকরা এক নকল ঐ চব্বিশপরগনার জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করিবেক এবং ঐ জজ সাহেব আপনার ডিক্রী যেমতে জারী করেন্ সেইমতে ঐ ডিক্রী জারী করিবেন।—১৮১২ সা। ১৬ আ। ২ ধা। ১ প্র।—২২৭ পৃষ্ঠা।

২৪৮। যদি আসামী ঐ ডিক্রী জারী হওনের বিষয়ে এমত কোন ওজর করে যে তাহা ঐ ছোট আদালতে দরপেশ করা উচিত তবে জজ সাহেব ঐ আসামীর স্থানে মালজামিনী লইয়া ঐ ডিক্রী জারী না হওনের বিষয়ে ছোট আদালতে দরখাস্ত করণের নিমিত্ত তাহাকে উপযুক্ত মিয়াদ দিবেন। ঐ মিয়াদ অতীত হইলে যদি ঐ আসামী ছোট আদালতের সাহেবের স্থানহইতে ডিক্রী জারী না হওনের হুকুমনামা না আনে তবে সেই ডিক্রী তৎক্ষণাৎ জারী হইবেক।—১৮১২ সা। ১৬ আ। ২ ধা। ২ প্র।—২২৮ পৃষ্ঠা।

২৪৯। যদি কোন আসামী ছোট আদালতের জেলখানায় কয়েদ হইয়া ১৮০৫ সালের ১১ ফেব্রুআরির নির্দ্দিষ্ট দাঁড়াঅনুসারে খালাস হইয়া থাকে তবে সেই আসামী ঐ টাকার জন্যে চব্বিশপরগনার জজ সাহেবের হুকুমে পুনরায় কয়েদ হইবেক না। সেই স্থলে কেবল তাহার দ্রব্যজাত পাওয়া গেলে ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারিবেক।—১৮১২ সা। ১৬ আ। ২ ধা। ৩ প্র।—২২৮ পৃষ্ঠা।

২৫০। উক্ত আইনানুসারে চব্বিশপরগনার জজ সাহেবের ছোট আদালতের ডিক্রী জারী করিতে হইলে তিনি আপনার ডিক্রী যেরূপে জারী করিতেন সেইরূপে তাহা জারী করিবেন। বাদী প্রতিবাদী এদেশীয় হইলে জজ সাহেব যেরূপ আচরণ করিতে পারেন্ ইউরোপীয় লোক হইলেও সেইরূপ আচরণ করিতে পারিবেন।—৯৩২ নম্বরী আইনের অর্থ।—২২৮ পৃষ্ঠা।

২৫ ধারা।

কলিকাতার ছোট আদালতের দ্বারা চব্বিশপরগনার ডিক্রী জারী করণ।

২৫১। ১৮৩৯ সালের ২৭ আইনের হেতুবাদ।—২২৮ পৃষ্ঠা।

২৫২। চব্বিশপরগনার আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার কোন আসামী যদি ডিক্রী জারী হওনের পূর্ব্বে ছোট আদালতের এলাকার মধ্যে গিয়া রহে তবে চব্বিশ পরগনার জজ সাহেব এক লিখিত দরখাস্ত এবং ঐ ডিক্রীর নকল ছোট আদালতে পাঠাইলে ঐ আদালতের জজ সাহেব আপনার আদালতে ডিক্রী হইলে যেরূপে জারী করিতেন সেইরূপে তাহা জারী করিবেন এবং আদালতের খরচার বিষয়ে উভয় গতিকে সমান বিধি চলিবেক। কিন্তু যে নালিশের হেতু ছোট আদালতের এলাকার মধ্যে উপস্থিত হইলে ঐ নালিশ সেই আদালতের বিচারের যোগ্য হইত এমত নালিশের হেতুসম্পর্কীয় ডিক্রীভিন্ন ঐ ছোট আদালত অন্য কোনপ্রকার ডিক্রী জারী করিবেন না।—১৮৩৯ সা। ২৭ আ। ১ ধা।—২২৯ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়।

সদর দেওয়ানী আদালত।

১ ধারা।

কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালত।

১। কোন ব্যক্তি জন্মস্থান বা বংশপ্রযুক্ত কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকার বহির্ভূত হইবেক না।—১৮৩৬ সা। ১১ আ। ২ ধা।—২৩০ পৃষ্ঠা।

২। সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্ত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাতে যত জন জজ সাহেবের আবশ্যক বোধ হয় তত জন নিযুক্ত হইবেন।—১৮১১ সা। ১২ আ। ২ ধা। ২ প্র।—২৩০ পৃষ্ঠা।

৩। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজস্বরূপ খ্যাতি এবং ঐ২ আদালতের প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম জজস্বরূপ খ্যাতি এইঅবধি রহিত হইল।—১৮২৯ সা। ৩ আ। ২ ধা।—২৩০ পৃষ্ঠা।

৪। সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা স্ব২ কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ২ ধারার নিয়মিত পাঠানুসারে শপথ করিবেন।—১৮০১ সা। ২ আ। ৪ ধা।—২৩০ পৃষ্ঠা।

শপথের পাঠ।

৫। সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা নিজামৎ আদালতে কি শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য যে কোন সাহেবকে শপথ করাইতে নিযুক্ত করেন্ তাঁহার নিকটে শপথ করিবেন।—১৮২৯ সা। ৩ আ। ৩ ধা।—২৩১ পৃষ্ঠা।

৬। সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর গোল হইবেক এবং তাহাতে নীচের লিখিত অক্ষর থাকিবেক। "কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর।" ঐ আদালত কলিকাতার মধ্যে কোন উপযুক্ত কোঠায় দিনে২ বৈঠক করিবেন কিন্তু কার্য্য বুঝিয়া সময়ক্রমে কোন নির্দ্দিষ্ট বৈঠকের দিনে বৈঠক মৌকুফ করিতে পারেন্। এবং বৈঠকের দিন ও দরবারের সময়ছাড়া ঐ আদালতের এলাকার কোন হুকুম ও ডিক্রী ও ব্যাপার হইবেক না।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা।—২৩১ পৃষ্ঠা।

৭। সদর দেওয়ানী আদালতের কাছারী দরবারের সময়েতে খোলা থাকিবেক।—১৮০১ সা। ২ আ। ৬ ধা।—২৩১ পৃষ্ঠা।

৮। সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা আপনারদের ভারের কার্য্য চালাইবার দাঁড়া যেরূপে আইনের মতের বহির্ভূত না হয় সেইরূপে ধার্য্য করিবেন।—১৮০১ সা। ২ আ। ৬ ধা।—২৩১ পৃষ্ঠা।

৯। সদর দেওয়ানী আদালতে পূর্ব্বাহ্লের এগার ঘন্টাঅবধি অপরাহ্লের পাঁচ ঘন্টাপর্য্যন্ত হাজির থাকিবার নিরূপণ আছে যদি আদালতের আমলা বা উকীলেরা ছুটী না পাইয়া থাকেন্ অথবা পীড়া হওনের বিষয় না জানাইয়া থাকেন্ তবে ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহারদের অবশ্য হাজির থাকিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ১৪ নবেম্বরের বিধান।—২৩১ পৃষ্ঠা।

১০। মহরম ও দশহরার কালে সদর দেওয়ানী আদালত বন্দ করিবার কি না করিবার অর্থে সদর আদালতের সাহেবেরা যাহা ভাল বুঝেন্ তাহাই নিরূপণ করিবেন।—১৭৯৮ সা। ৩ আ। ৩ ধা।—২৩১ পৃষ্ঠা।

১১। সকল দেওয়ানী আদালতে যে সকল রিপোর্ট পাঠাইতে হয় তাহার পাঠ ও তাহা যে মতে প্রস্তুত করিতে হয় ও যে সময়ে পাঠাইতে হয় তাহা সদর দেওয়ানী আদালত নিরূপণ করিবেন।—১৮২৯ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ১ প্র।—২৩২ পৃষ্ঠা।

১২। সদর দেওয়ানী আদালত আপনার রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎকরা হুকুমের দ্বারা আপীলহওয়া মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্ত প্রস্তুত করণের এবং ঐ আদালতের ডিক্রী ও হুকুম জারী করণের এবং আইনের বিধানানুসারে আবশ্যক হুকুম দিবার ভার ঐ রেজিষ্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন্।—১৮৪১ সা। ১৭ আ। ১ ধা।—২৩২ পৃষ্ঠা।

১৩। সদর আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার খরচার নিমিত্ত জামিনী লওনের আবশ্যক নাই। কার্য্য নির্ব্বাহের যে নিয়ম সময়ক্রমে আবশ্যক বোধ হয় তাহা ঐ আদালত নিরূপণ করিতে পারেন্। ঐ নিয়ম শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে দরপেশ হইবেক এবং শ্রীযুত তাহা মঞ্জুর করিলে এই আইনের মধ্যে লেখা থাকিলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপ তাহা প্রবল হইবেক।—১৮৪১ সা। ১৭ আ। ২ ধা।—২৩২ পৃষ্ঠা।

২ ধারা।

সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের সাধারণ ক্ষমতা।

১৪। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব সাক্ষির জোবানবন্দী লওনের ভার রেজিষ্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ না করিয়া আদালতের দরবারের সময়ে আপনি লইতে পারেন্।—১৮০১ সা। ২ আ। ৬ ধা।—২৩২ পৃষ্ঠা।

১৫। ১৯। মোকদ্দমা রুবকার হওনের সময়ে যে হুকুম হইয়া থাকে তাহা সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব আপনার করা বা অন্য জজ বা জজেরদের করা হুকুম হউক তাহা শেষ এতাবতা পূরা করিতে পারেন্। কিন্তু তিনি ঐ আদালতের অন্য এক জন কি ততোধিক জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তি কি হুকুম অন্যথা কিম্বা মতান্তর করিতে পারেন্ না।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ২ প্র। এবং ৮ ধা। ১ প্র।—২৩২ পৃষ্ঠা।

১৬। ১৯। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব বৈঠক করিলে সাক্ষ্য গ্রাহ্য করণের বিষয়ে এবং সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর বিষয়ে ফলতঃ মোকদ্দমার বিচারসম্পর্কীয় অন্যান্য সকল বিষয়ে আইনমতে হুকুম দিতে পারেন্। কিন্তু ঐ আদালতের দুই জন জজ সাহেব বৈঠক করিলে তাঁহারদের সাধ্য আছে যে এক জন জজ সাহেবের সমক্ষে যে সাক্ষির জোবানবন্দী হইয়া থাকে পুনর্ব্বার তাহার জোবানবন্দী লওয়া যদি বিহিত বুঝেন্ তবে তাহা লন্ এবং ঐ এক জন জজ সাহেবের দেওয়া হুকুমের অতিরিক্ত চলিত আইনের মতানুযায়ি হুকুম দিতে পারেন্ কি তাহা মতান্তর অথবা অন্যথা করিতে পারেন্।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ৪ প্র। এবং ৮ ধা। ১ প্র।—২৩৩ পৃষ্ঠা।

১৭। ১৯। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের সমক্ষে যদি কোন সাক্ষী মিথ্যা শপথ করে তবে ঐ সাহেব তাহার অপরাধের বিচার ফৌজদারী আদালতে হইবার নিমিত্ত তাহাকে তথায় সোপর্দ্দ করিতে কিম্বা তাহার জামিন লইতে হুকুম দিতে পারেন্।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ৫ প্র। এবং ৮ ধা। ১ প্র।—২৩৩ পৃষ্ঠা।

১৮। ১৯। জিলার জজ সাহেবের আদালতে উপস্থিত বা নিষ্পত্তিহওয়া বিষয়ের মুৎফরক্কা আরজী এবং অন্যান্য যে সকল আরজী সদর আদালতের লইবার ক্ষমতা আছে তাহা এক জন জজ সাহেব লইয়া আইনানুসারে এবং ১৮১০ সালের ১৩ আইনের

বিশেষ বিধিতে দৃষ্টি করিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারেন্।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ৬ প্র। এবং ৮ ধা। ১ প্র।—২৩৩ পৃষ্ঠা।

২০। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব আপনার দেওয়া ডিক্রী বা হুকুম ব্যতিরেকে অন্য সকল মোকদ্দমার জাবেতামত কি খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর কি নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা রাখেন্।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৮ ধা। ২ প্র।—২৩৩ পৃষ্ঠা।

২১। কিন্তু সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব ঐ আদালতের দুই বা ততোধিক জজ সাহেবের করা ফয়সলা কি হুকুম পরিবর্ত্ত করিতে পারেন্ না।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।—২৩৪ পৃষ্ঠা।

২২। সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব যে ডিক্রী বা হুকুম আপনি করিয়া থাকেন্ তাহার উপর আপীল লইতে পারেন্ না।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৬ ধা। ৪ প্র।—২৩৪ পৃষ্ঠা।

২৩। ঐ আদালতের এক জন জজ সাহেব এই আইনের ৬ ধারানুসারে যে হুকুম করেন্ তাহা দুই বা ততোধিক জন জজ সাহেবের বৈঠকে করা ফয়সলা ও হুকুমের তুল্য প্রবল হইবেক।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৭ ধা।—২৩৪ পৃষ্ঠা।

২৪। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শুনিবার যোগ্য সকল বিষয়ে ঐ আদালতের এক জন জজ সাহেব বৈঠক করিয়া বিচার করিতে পারেন্ এবং চলিত আইনানুসারে ও ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের পর লিখিত ধারানুসারে হুকুম দিতে ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন্।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ১ প্র।—২৩৪ পৃষ্ঠা।

২৫। ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমাভিন্ন জাবেতামত বা মুৎফরক্কা সমস্ত মোকদ্দমা সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব নিষ্পত্তি করিতে পারেন্।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ১৫ ধা।—২৩৪ পৃষ্ঠা।

২৬। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের সাধ্য আছে যে আপীলের যোগ্য সরাসরী মোকদ্দমা এবং সামান্যতঃ সকল মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব যে হুকুম করেন্ তাহার উপর আপীল হইলে আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত সেই হুকুম স্থগিত্ করিতে হুকুম দিতে পারেন্।—৫৯১ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৩৪ পৃষ্ঠা।

২৭। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব উপযুক্ত কারণ দেখিলে ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের কোন বিধির অনুসারে আপনার ক্ষমতাক্রমে দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল মঞ্জুর করিতে পারেন্।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৪ প্র।—২৩৪ পৃষ্ঠা।

৩ ধারা।

জজ সাহেবেরদের মতের অনৈক্য।

২৮। তিন জন জজ সাহেব একত্র বৈঠক করিলে যদি তাঁহারদের পরস্পর মতের ফের পড়ে তবে অধিকাংশ জজের মত প্রবল হইবেক। দুই জন জজ সাহেবের বৈঠক হইলে যদি তাঁহারদের মতের অনৈক্য হয় তবে তৃতীয় জজ উপস্থিত না হওয়াপর্য্যন্ত সেই বিষয় যবেস্থবে থাকিবেক।—১৮০১ সা। ২ আ। ৬ ধা।—২৩৫ পৃষ্ঠা।

২৯। যদি আলাহাবাদের সদর আদালতে কেবল এক জন জজ সাহেব উপস্থিত থাকেন্ অথবা দুই জন উপস্থিত থাকেন্ এবং চলিত আইনক্রমে যে বিষয়ে দুই জন জজ সাহেবের সম্মতির আবশ্যক সেইমত বিষয়ে ঐ দুই জন জজ সাহেবের অনৈক্য হয় তবে কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবের নিষ্পত্তির নিমিত্ত তাঁহার নিকটে সেই বিষয় সমর্পণ হইবেক।—১৮৩১ সা। ৬ আ। ৭ ধা। ১ প্র।—২৩৫ পৃষ্ঠা।

৩০। যে জজ সাহেবের নিকটে সেই বিষয় অর্পণ হয় তাঁহার উভয় বিবাদিকে কি তাহারদের উকীলকে হাজির করিবার আবশ্যক নাই। তিনি রোয়দাদের কাগজপত্র

মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া সেই বিষয়ে আপনার মত ধার্য্য করিয়া লিখিয়া রাখিবেন।—১৮৩১ সা। ৬ আ। ৭ ধা। ২ প্র।—২৩৫ পৃষ্ঠা।

৩১। যখন কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালতে চারি জন জজ সাহেব উপস্থিত থাকেন্ এবং যে বিষয়ের নিষ্পত্তিতে অধিকাংশ জজের সম্মতির অপেক্ষা থাকে এমত বিষয়ে দুই জন জজ সাহেবের মত অন্য দুই জন জজ সাহেবের মতের বিপরীত হয় তখন সেই বিষয় আলাহাবাদের সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ হইতে পারে এবং তিনি উভয় বিবাদি কি তাহারদের উকীলকে হাজির না করাইয়া রোয়দাদ অতিমনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া তাহার বিষয়ে আপনার মত ধার্য্য করিয়া লিখিবেন।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ৯ ধা।—২৩৫ পৃষ্ঠা।

৩২। দুই জন জজ সাহেব কোন ডিক্রীর সকল বিষয়ে যদি ঐক্য হন্ তবে তাঁহারদের নিষ্পত্তি অন্য যে কোন দুই জন জজ সাহেবের মতের পরস্পর অনৈক্য আছে তাঁহারদের মতের সঙ্গে যদি না মিলে তথাপি তাহা চূড়ান্ত হইবেক।—৫২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৩৫ পৃষ্ঠা।

৩৩। দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে যদি খরচার কি ওয়াসিলাৎ কি এমত অন্য বিষয়ে জজ সাহেবেরদের মধ্যে অনৈক্য হয় তবে সেই বিরোধি বিষয় তৃতীয় জজ সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ হইবেক এবং তিনি কেবল সেই বিশেষ বিষয়ের বিবেচনা করিবেন। মোকদ্দমার ডিক্রীতে তিনি দোষ দিতে পারিবেন না।—১৮৩৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—২৩৫ পৃষ্ঠা।

৪ ধারা।

অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার।

৩৪। অধস্থ কোন আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদি সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের এইমত বোধ হয় যে ঐ ডিক্রী বা হুকুম যথার্থ এবং তাহা অন্যথা করণের কোন হেতু নাই তবে নথীর নম্বর না মানিয়া এবং প্রতিবাদিকে তলব না করিয়া এবং মোকদ্দমার সমস্ত রোয়দাদ দৃষ্টি করিয়া কি না করিয়া তাহা বহাল করিতে পারেন্।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ২ প্র।—২৩৬ পৃষ্ঠা।

৩৫। ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুসারে জিলার জজ সাহেবের ডিক্রী সদর আদালতের জজ সাহেবের দ্বারা বহাল হইলে রেস্পাণ্ডেন্ট আপনার পক্ষের ডিক্রী জারী করণার্থ অগৌণে উদ্যোগ করিতে পারে এনিমিত্ত যে জজ সাহেব ডিক্রী বহাল করেন্ তিনি আপনার হুকুমের এক নকল জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হুকুম দিবেন।—১৮৩৫ সালের ২০ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—২৩৬ পৃষ্ঠা।

৩৬। কিন্তু যদি ঐ এক জন জজ সাহেব এমত বুঝেন্ যে যে ডিক্রী বা হুকুমের উপর আপীল হইয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে অযথার্থ কিম্বা কোন আইনের বিরুদ্ধ কিম্বা হিন্দুর শাস্ত্র বা মুসলমানের শরার মতের কিম্বা তাহাতে যে শাস্ত্র খাটে তাহার বিরুদ্ধ কিম্বা উপযুক্ত বিবেচনা করণব্যতিরেকে নিষ্পত্তি হইয়াছিল কিম্বা তাহা মিথ্যা কল্পনামূলক হইয়াছে কি অসম্পর্ক কোন বিষয় বুঝিয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং এইপ্রযুক্ত তাহা পরিবর্ত্ত কি মতান্তর করা উচিত তবে ঐ জজ সাহেব ঐ নিষ্পত্তিতে যে সকল সেঁদাড়া কিম্বা অবিধি কিম্বা দোষ থাকে তাহা হুকুমনামাতে লিখিয়া যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠাইয়া তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে এবং ন্যায় ও আইনমতে তাহার নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিতে পারেন্।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ২ প্র।—২৩৬ পৃষ্ঠা।

৩৭। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব এই আইনানুসারে বৈঠক করিয়া অধস্থ আদালতের সকল রোয়দাদ কি তাহার কতক অংশ তলব করিতে পারেন্ এবং আপীলী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের পূর্ব্বে যে সকল বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে জানিবার আবশ্যক বোধ হয় তাহার এক কৈফিয়ৎ পাঠাইতে হুকুম দিতে পারেন্।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৩ প্র।—২৩৬ পৃষ্ঠা।

৩৮। ৩৯। যদ্যপি রেস্পাণ্ডেন্টকে হাজির না করাইয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল হয় তবে আপেলান্ট আপীলের দরখাস্ত যে ইষ্টাম্প কাগজে দাখিল করিয়াছিল তাহার মূল্যের কোন অংশ ফিরিয়া পাইবেক না। কিন্তু আপেলান্ট উকীলের যে রসুম আমানৎ করিয়াছিল তাহা সমুদয় ঐ উকীল পাইবেন।—৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ। —২৩৭ পৃষ্ঠা।

৪০। যদি রেস্পাণ্ডেন্টের হাজির হইতে তলব না হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি তথাপি এক জন উকীলের দ্বারা আপীলের দরখাস্তের জওয়াব দাখিল করে তবে সে উকীলের রসুম রেস্পাণ্ডেন্ট আপনি দিবেক।—৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৩৭ পৃষ্ঠা।

৪১। যদি ডিক্রী পুনর্দৃষ্টি করিবার হুকুম অধস্থ আদালতে পাঠান যায় তবে ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৮ ধারার বিধির অনুসারে দরখাস্তের ইষ্টাম্পের মাসুল আপেলান্টকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং আপেলান্ট কি রেস্পাণ্ডেন্টের উকীল নিরূপিত রসুমের চারি অংশের এক অংশের অধিক পাইবেন না।—৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ। —২৩৭ পৃষ্ঠা।

৪২। মুনসেফ ও সদর আমীনেরদের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহা চূড়ান্ত অতএব ঐ অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আপীলমুখে জিলার জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ সেই নিষ্পত্তির উপর আপীলের কোন দরখাস্ত সদর আদালত লইতে ও বিচার করিতে পারেন্ না।—৬৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৩৭ পৃষ্ঠা।

৪৩। প্রথম আপীল যদ্যপি আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে করা যায় তবে সেই আপীল করিতে আপেলান্টের অধিকার আছে। অতএব আসল মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠ করণের পূর্ব্বে সদর আদালতের জজ সাহেব অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিলে তাহাতে আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না কিন্তু আপীলের দোষগুণ বিবেচনা করিয়া তাহা চূড়ান্তরূপে ডিসমিস হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক।—৭৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৩৭ পৃষ্ঠা।

৪৪। অধস্থ আদালতের যে হুকুমের উপর জাবেতামত বা সরাসরী আপীল হয় তাহা যদি স্পষ্টতঃ বেআইনী এবং অযথার্থ বোধ হয় তবে ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব না করিয়া ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার দ্বারা সদর আদালতে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিতে ঐ সদর আদালতের সাহেবেরদের সম্পূর্ণমতে সাধ্য আছে এমত তাঁহারা জ্ঞান করেন্।—৮৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৩৭ পৃষ্ঠা।

৪৫। যদি রেস্পাণ্ডেন্টের রীতিমতে তলব না হয় তবে সদর আদালত তাহার প্রতিকূলে কোন চূড়ান্ত ডিক্রী করিতে পারেন্ না।—৯৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৩৮ পৃষ্ঠা।

৪৬। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের সাধ্য আছে যে যেপর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমার চূড়ান্ত হুকুম না হয় সেইপর্য্যন্ত যদি অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা হুকুম স্থগিত রাখিতে উচিত বোধ করেন্ তবে সেইরূপে তাহা স্থগিত রাখিতে পারেন্।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৫ প্র।—২৩৮ পৃষ্ঠা।

৫ ধারা।

সদর আদালতের দ্বারা অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা হুকুম রদ করণ।

৪৭। যে ডিক্রী বা হুকুমের উপর আপীল হয় তাহা যদি জাবেতামতে কিম্বা আপীলক্রমে মোকদ্দমার দোষ গুণ বিবেচনাপূর্ব্বক নিষ্পত্তি হইয়াছিল এবং যদি ঐ মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি কেবল বৃত্তান্ত কিম্বা সাক্ষিরদিগের সাক্ষ্যের বিষয় ভিন্ন২ মতের উপর কিম্বা সন্দিগ্ধ ও আপত্তিবিশিষ্ট শরা ও শাস্ত্রের মতের উপর কিম্বা চলিত আইনের অর্থের উপর নির্ভর থাকে তবে এক জন জজ সাহেব সেই ডিক্রী বা হুকুমের অন্যথা করিতে পারেন্ না এমত গতিকে যে হুকুম ও ব্যবহার পূর্ব্বাবধি চলিত আছে তদনুসারে ঐ এক জন জজ সাহেব কার্য্য করিবেন।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৪ প্র।—২৩৮ পৃষ্ঠা।

৪৮। অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা আপীলের উপর আপীল হইলে যদি সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব তাহার পরিবর্ত্ত করা বিহিত বুঝেন্ তবে আর এক জন কি ততোধিক জন জজ সাহেব তাঁহার সঙ্গে বৈঠক না করিলে তিনি তাহার বিষয়ের কোন চূড়ান্ত হুকুম দিবেন না।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।—২৩৮ পৃষ্ঠা।

৪৯। উপরের উক্ত প্রকরণ মতান্তর হইয়া বিধান হইল যে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব বৈঠক করিয়া অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী বা হুকুম পরিবর্ত্ত করা বিহিত বুঝিলে এবং আপনার ঐ অভিপ্রায়ের কথা ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিল রাখিলে এবং তাহার পর ঐ আদালতের অন্য এক জন জজ সাহেব তাঁহার ঐ মতের সঙ্গে ঐক্য হইলে ঐ দ্বিতীয় জজ সাহেব দুই জন জজ সাহেবের একত্র বৈঠকের অপেক্ষা না করিয়া তদনুসারে চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারেন্ ও তাহা জারী করিতে হুকুম দিতে পারেন্। এইমত হইলে যে জজ সাহেব শেষ বৈঠক করিয়া থাকেন্ তিনি ঐ চূড়ান্ত হুকুমে দস্তখৎ করিবেন এবং তাহাতে প্রথম জজ সাহেবের দস্তখৎ করণের আবশ্যক বোধ হইবেক না। কিন্তু ঐ প্রথম জজ সাহেবের মত শেষ ডিক্রীর মধ্যে লেখা যাইবেক।—১৮১৪ সা। ২৫ আ। ৮ ধা।—২৩৯ পৃষ্ঠা।

[ঐ আইনের ১৬ ধারার দ্বারা ঐ হুকুম সদর আদালতে চলন হইল।]

৫০। ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ১৬ ধারা মতান্তর হইল। যখন সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব জাবেতামত অথবা খাস আপীল বিচার করণ সময়ে বোধ করেন্ যে অধস্থ আদালতের ডিক্রী অন্যথা বা মতান্তর করিতে হয় তখন তিনি অন্য দুই জন জজ সাহেবকে আহ্বান করিবেন এবং ঐ তিন জন জজ সাহেব একত্র বসিয়া তাহা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন অপর জজের আবশ্যক হইবেক না। তিন জন জজই তাহাতে দস্তখৎ করিবেন কিন্তু যদি এক জন জজ সাহেব অসম্মত হন্ তবে অসম্মত জজ সাহেবের ঐ ডিক্রীতে সহী করিবার আবশ্যক নাই কেবল ঐ ডিক্রীতে তাঁহার মত লেখা যাইবেক।—১৮৪৩ সা। ২ আ। ১ ধা।—২৩৯ পৃষ্ঠা।

৫১। উক্ত বিধান সরাসরী আপীল অথবা মুৎফরক্কা আপীলের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে না। এবং ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের দ্বারা এক জন জজ সাহেবকে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে ইহার দ্বারা তাহার কিছু হানি হইবেক না।—১৮৪৩ সা। ২ আ। ২ ধা।—২৩৯ পৃষ্ঠা।

৫২। জিলার জজ সাহেব জাবেতামত মোকদ্দমায় আপনার আদালতের ডিক্রী জারী করণের যে হুকুম দেন্ তাহা ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ৪ প্রকরণের বর্জনীয় বিষয়ের মধ্যে গণ্য হইবেক না অতএব ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারানুসারে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে সেই প্রকার হুকুম শুধরিতে বা অন্যথা করিতে পারেন্।—৮০৪ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৪০ পৃষ্ঠা।

৫৩। কোন কঠিন কি ভারি মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে যদি সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব এইমত বোধ করেন্ যে তাহার দুই বা ততোধিক জজ সাহেবের দ্বারা বিচার হওয়া উচিত তবে তিনি আপনার মত লিখিয়া অন্য জজ সাহেবের নিকটে তাহা অর্পণ করিতে পারেন্। ১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৬ প্র।—২৪০ পৃষ্ঠা।

৫৪। এক জন জজ সাহেব আপনার মত লিখিয়া অন্য জজ সাহেবের নিকটে তাহা অর্পণ করিলে বাদী প্রতিবাদী কি তাহারদের উকীল দরখাস্ত লিখিয়া সেই মতে আপনারদের আপত্তি জানাইতে পারেন্ না।—১৮৩৬ সালের ১১ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—২৪০ পৃষ্ঠা।

৫৫। কিন্তু যদি বাদী প্রতিবাদী কি তাহারদের উকীল আপনারদের মোকদ্দমা স্পষ্ট করণের নিমিত্ত এক অবশেষ আরজী দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক বোধ করে তবে যে জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি প্রথমে করিলেন সেই আরজী তাঁহার নিকটে সোপর্দ্দ হইবেক এবং তিনি তাহার বিষয়ে বিহিত হুকুম দিবেন।—১৮৩৬ সালের ১১ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—২৪০ পৃষ্ঠা।

৬ ধারা।

প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমা কি দরখাস্ত সদর আদালতের দ্বারা জিলার আদালতে সোপর্দ্দ করণ।

৫৬। জিলা ও শহরের জজ সাহেবের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা যদি ঐ জজ সাহেব না শুনেন্ কিম্বা শুনিতে অস্বীকার করেন্ এমত প্রমাণ হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে জিলার জজ সাহেবকে হুকুম দিতে পারেন্। তাহাতে সেই মোকদ্দমার ফরিয়াদী জজ সাহেবের মারফতে সদর আদালতের ঐ হুকুমের সম্বাদ পাইলে পর যদি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা না চালায় তবে জজ সাহেব তাহা ডিসমিস করিতে পারেন্। এবং জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ডিসমিস করণের পর এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার সমাচার এবং ডিসমিস করণের হেতু সদর আদালতে জানান্।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা। ১ প্র।—২৪০ পৃষ্ঠা।

৫৭। সদর আদালতের জজ জিলা বা শহরের কিম্বা ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের নালিশে প্রধান সদর আমীনের আদালতে উপস্থিতথাকা কি নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার কিম্বা বিষয়সম্পর্কীয় আরজী লইতে পারেন্ এবং যদি এইমত প্রমাণ হয় যে ঐ আদালতের বিচারক তাহা লন্ নাই কিম্বা তাহা লইয়া বিচার করিতে অস্বীকার করিলেন তবে সেই মোকদ্দমা লইতে এবং আইনানুসারে তাহার বিচার করিতে তাঁহারদিগকে হুকুম দিতে পারেন্।—১৭৯৮ সা। ২ আ। ৭ ধা।—২৪১ পৃষ্ঠা।

৭ ধারা।

সদর আদালতে সরাসরী আপীল এবং মুৎফরক্কা দরখাস্ত।

৫৮। যদি জিলার আদালত কিম্বা ৫০০০৲ টাকার মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন তাঁহারদের শুনিবার যোগ্য মোকদ্দমা কিম্বা আপীল নামঞ্জুর করিয়া থাকেন্ কিম্বা যদি মঞ্জুর করিয়া তাহার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া বিলম্ব কি বেদাঁড়া বা কসুর প্রযুক্ত তাহা ডিসমিস করিয়া থাকেন্ তবে সদর আদালত সেই ডিক্রী বা হুকুমের উপর সরাসরী আপীল লইতে পারেন্।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।—২৪১ পৃষ্ঠা।

৫৯। জাবেতামত আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইবার বিষয়ে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে উক্ত প্রকার সরাসরী আপীল দাখিল করিতে হইবেক এবং জিলার আদালতে সরাসরী আপীল গ্রাহ্য হওনের বিষয়ে যে বিধি আছে সদর আদালতে

সেইরূপ আপীল হইলে সেই বিধি খাটিবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।—২৪১ পৃষ্ঠা।

[ভূম্যধিকারির অযোগ্যতার বিষয়ে সদর আদালত সরাসরী আপীল লইতে পারেন্। তদ্বিষয়ে ৪ অধ্যায়ের ২৪ ধারা দেখ।]

[নাবালকের অধ্যক্ষেরদের নিয়োগের বিষয়ে সদর আদালত সরাসরী আপীল লইতে পারেন্। সেই বিষয়ে ৪ অধ্যায়ের ২৫ ধারা দেখ।]

৮ ধারা।

সদর আদালতে জাবেতামত আপীল। যে২ মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য। সাধারণ বিধি।

৬০। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আইনের দ্বারা যে২ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন্ না সেই২ বিষয়ে যাহাতে বাদিপ্রতিবাদির ঐ আদালতে দরখাস্ত করণের প্রবোধ জন্মে এইমত কোন কথা জজ সাহেবেরা দরখাস্তের উপর লিখিবেন না।—১৮৪২ সালের ১ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।—২৪২ পৃষ্ঠা।

৬১। জিলার আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ৩ প্র।—২৪২ পৃষ্ঠা।

৬২। ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের যে সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হয় তাহার উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক এবং জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যে সকল বিধি খাটে প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীর উপর আপীল হইলেও সেই সকল বিধি খাটিবেক।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৪ ধা।—২৪২ পৃষ্ঠা।

৬৩। সালিসের ফয়সলাঅনুসারে অধস্থ আদালত যে ডিক্রী করেন্ তাহার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইলে যদ্যপি শপথক্রমে এমত প্রমাণ না হয় যে সালিসেরা ঘুষ লইয়াছিল কি পক্ষপাত করিয়াছিল তবে সদর আদালত তাহা খরচাসমেত ডিসমিস করিবেন।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২২ ধা।—২৪২ পৃষ্ঠা।

৬৪। হুকুমের বাধকতা করণের অথবা তাহা এড়াইবার মোকদ্দমায় যদি জিলার জজ সাহেব অপরাধি ব্যক্তির ভূমি জব্দ কি জরীমানা করেন্ তবে সেই ভূমির সালিয়ানা জমা বা উৎপন্ন অথবা সেই জরীমানার সংখ্যা অল্প বা ভারী হউক সেমত সকল ডিক্রীর উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে।—৭৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৪২ পৃষ্ঠা।

৬৫। কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহার উপর যদি সদর দেওয়ানী আদালতে তিন মাসের মধ্যে আপীল হয় তবে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে। যদি সেই মিয়াদের মধ্যে দরখাস্ত না করণের মাতবর কারণ দর্শান যায় তবে তিন মাস অতীতেও তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৩২ ধা। ২ প্র।—২৪৩ পৃষ্ঠা।

৬৬। মুনসেফ ও সদর আমীনের ফয়সলার উপর আপীল হইলে জজ সাহেব তদ্বিষয়ে মোকদ্দমা রুবকার করণসময়ে যে হুকুম দেন্ তাহার উপর সদর আদালতে আপীল হইতে পারে না।—১৮৩৩ সালের ১৩ ডিসেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৩ পৃষ্ঠা।

৬৭। সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার শীঘ্র নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্ত সদর আদালত সেই মোকদ্দমার উভয় বিবাদিকে নীচের লিখিত বিধান জানাইতেছেন।—১৮৪১ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।—২৪৩ পৃষ্ঠা।

৬৮। জামিনীনামা এবং অজুহাত এবং তাহার জওয়াব সদর আদালতে দাখিল করণে অনেক বিলম্ব হইতেছে ইহা দেখিয়া সদর আদালত বাদিপ্রতিবাদিরদিগকে জানাইতেছেন যে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র এবং আইনের অবিকল বিধির অনুসারে আপনারদের মোকদ্দমা চালায়। তাহারা যদি মোকদ্দমা মুলতবী রাখণের নিমিত্ত কিম্বা সওয়ালজওয়াব করণার্থ অধিক মিয়াদের নিমিত্ত প্রার্থনা করে তবে অত্যাবশ্যক ও উপযুক্ত হেতু না দর্শাইলে অনুমতি পাইবেক না।—১৮৪১ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—২৪৩ পৃষ্ঠা।

৬৯। আপীলের দরখাস্ত ও সওয়ালজওয়াব ও জোবানবন্দী ও নিদর্শনপত্রাদিতে জিলার আদালতে যেরূপে নম্বর দাগ ও নিশানী ও তারিখবন্দ ও দস্তখৎ করা যায় সেইরূপে সেই কাগজপত্রপ্রভৃতিতে নম্বরদাগইত্যাদি সদর আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা করা যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২৮ ধা।—২৪৩ পৃষ্ঠা।

৭০। যে সকল বিষয়ের কারণ কোন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট নাই সেই সকল বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালত ন্যায় ও যাথার্থ্য ও সদ্বিচারানুসারে কার্য্য করিবেন।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৩১ ধা।—২৪৩ পৃষ্ঠা।

৭১। অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে আপীল হইলে সাক্ষিরদিগের কথা শুনন ও সাক্ষ্য লওনছাড়া অন্য সকল বিষয়ে জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেব যেমতে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ এবং যে সকল হুকুম ও অরা তাঁহারদের সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট আছে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সাধ্যানুসারে সেই সকল হুকুম ও অরায় দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করেন্।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৭ ধা।—২৪৪ পৃষ্ঠা।

আপীল করণের মিয়াদ।

৭২। আপীল করণের মিয়াদের বিষয় ৫ অধ্যায়ের ৪ ধারায় লেখা আছে।

৭৩। যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে পরন্তু আপীল গুজরাণ যায় নাই সেই মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তি পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত দরখাস্ত করে তবে প্রথম ডিক্রীর উপর জাবেতামত আপীল করণের যে মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহার হিসাব করণেতে অধস্থ আদালতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যত কাল উপস্থিত ছিল তত কাল ঐ মিয়াদের মধ্যে না ধরণের বিষয়ে কোন ব্যক্তি আপনার হক বলিয়া দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তু আপীল আদালত তাহার সেই ওজর বিবেচনা করিতে পারেন্ এবং বিলম্বের অন্য যে কারণ দর্শান যায় তাহার বিষয়ে যেরূপ করিয়া থাকেন্ সেইরূপে ঐ কারণ উচিত ও উপযুক্ত বোধ হইলে মঞ্জুর করিবেন বা না করিবেন।—১১২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৪৪ পৃষ্ঠা।

আপীলের দরখাস্ত ও জওয়াব।

৭৪। আপীলের আরজীর মর্ম্ম এবং আপীলী আরজী পাইলে জজ সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য এবং ঐ আরজীর সঙ্গে যে২ কাগজপত্র অধস্থ আদালতহইতে আপীল আদালতে পাঠাইতে হয় এবং যে২ গতিকে ডিক্রীর দস্তখতী নকল আরজীর সঙ্গে দিতে হয় বা না হয় এই সকল বিষয় ৫ অধ্যায়ের ১০ ধারাতে লেখা আছে।

৭৫। আপীলের প্রথম আরজী অথবা অবশেষ আরজীতে আপীলের হেতু লিখিবার বিষয়ি বিধি ৫ অধ্যায়ের ৪০ ও ৪১ নম্বরী বিধানে আছে।—২৪৪ পৃষ্ঠা।

৭৬। সদর আদালতে যে সকল আপীলের আরজী দেওয়া যায় তাহাতে প্রত্যেক আসামীর নাম একে২ করিয়া লিখিতে হইবেক কেবল এক জন আসামীর নাম লিখিয়া ওগয়রহ ইত্যাদি শব্দ লিখিলে হইবেক না। যদি কোন আপীলের দরখাস্তে সমস্ত রেস্পাণ্ডেন্টের নাম না লেখা যায় তবে তাহা বেদাঁড়া বোধ হইয়া গ্রাহ্য হইবেক না এবং আপীলের নিরূপিত মিয়াদ হিসাব করণের বিষয়ে যেরূপ কার্য্য হয় সেইরূপ কার্য্য ঐ

বেদাঁড়া দরখাস্তের বিষয়ে হইবেক না।—১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।—২৪৪ পৃষ্ঠা।

৭৭। উত্তর কালে আপেলান্ট কোন কারণ না দর্শাইয়া যদি আসামীরদের মধ্যে কোন ব্যক্তির নাম দরখাস্তে লিখিতে ত্রুটি করে তবে আপীলের মিয়াদের মধ্যে তাহারদের নাম লিখিয়া দাখিল করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাইবেক। তাহা না করিলে তাহার আপীল বেদাঁড়া বোধ হইয়া অগ্রাহ্য হইবেক।—১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।—২৪৫ পৃষ্ঠা।

৭৮। উক্ত প্রকার কোন দরখাস্ত সদর আদালতে পাঠাইবার নিমিত্ত জিলার জজ সাহেবের কিম্বা প্রধান সদর আমীনের নিকটে করা গেলে তাঁহারা ঐ ২ বিধি আপেলান্ট-দিগকে জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।—২৪৫ পৃষ্ঠা।

৭৯। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের সম্পর্কে সদর আদালতে যে সকল সওয়ালজওয়াব দাখিল হয় তাহা আদালতের নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে তৈয়ার করিতে হইবেক অন্য প্রকারে লিখিত হইলে ঐ ধারার নিরূপিত দণ্ড করা যাইবেক।—১৮৪০ সালের ২৯ মের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৫ পৃষ্ঠা।

৮০। যদি আপেলান্ট স্বয়ং অথবা তাহার উকীল কি মোক্তার আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল দাখিল করে তবে এদেশীয় ডেপুটী রেজিষ্টর ইষ্টাম্প কাগজ ও অন্যান্য বিষয়ে ঐ দরখাস্ত আইনমতে হইয়াছে কি না ইহার তহকীক করিবেন। যদি ঠিক হইয়া থাকে তবে দরখাস্ত নথীর শামিল করিবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৫ পৃষ্ঠা।

৮১। যখন দরখাস্ত নথীর শামিল করা গিয়াছে তখন এদেশীয় ডেপুটী রেজিষ্টর রেসপাণ্ডেন্টের প্রতি এত্তেলানামা জারী করিবেন এবং অধস্থ আদালতহইতে মোকদ্দমার মিসিল তলব করিবেন। ঐ এদেশীয় ডেপুটী রেজিষ্টরের রুবকারী জিলার আদালতে পঁহুছনের পর মিসিল পাঠাইবার নিমিত্ত দুই মাস মিয়াদ দেওয়া গেল। ঐ এত্তেলানামা এবং ইশ্‌তিহারনামা তৎসমকালে জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৫ পৃষ্ঠা।

৮২। জিলার আদালত অথবা প্রধান সদর আমীনের আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে সকল মোকদ্দমার উপর আপীল সদর আদালতে হয় ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্র তলব হওনের তারিখের পর দুই মাসের মধ্যে তাহা নকল করিয়া সদরে পাঠাইতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।—২৪৫ পৃষ্ঠা।

৮৩। যদি আপীলের দরখাস্তের মধ্যে আপীলের হেতু লেখা গিয়াছে এবং অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল তাহার সঙ্গে দাখিল হইয়াছে তবে অধস্থ আদালতহইতে ঐ রিটর্ণ না পঁহুছনপর্য্যন্ত এদেশীয় ডেপুটী রেজিষ্টর ঐ মোকদ্দমা আপনার দফ্তরে রাখিবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৫ পৃষ্ঠা।

৮৪। যদ্যপি আপীলের দরখাস্তে আপীলের হেতু না লেখা গিয়াছে এবং অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল তাহার সঙ্গে দাখিল না হইয়াছে তবে ঐ হেতু এবং ঐ ডিক্রীর নকল দাখিল করিবার নিমিত্ত আপেলান্টকে ছয় সপ্তাহ মিয়াদ দেওয়া যাইবেক।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৫ পৃষ্ঠা।

৮৫। যদি আপীলের হেতু এবং ডিক্রীর নকল ছয় সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করা যায় তবে এদেশীয় ডেপুটী রেজিষ্টর জিলার আদালতহইতে কাগজপত্র না পঁহুছনপর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমা আপন দফ্তরে রাখিবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৬ পৃষ্ঠা।

৮৬। যদি আপীলের হেতু এবং ডিক্রীর নকল ছয় সপ্তাহের মধ্যে দাখিল না হয়

তবে এদেশীয় ডেপুটী রেজিষ্টরের জিজ্ঞাসিত সকল বিষয় নিষ্পন্নার্থে সদর আদালতের যে এক জন জজ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাকে ডেপুটী রেজিষ্টর ঐ বিষয় জানাইবেন। —১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৬ পৃষ্ঠা।

৮৭। যদি আপীলের আরজী জিলার আদালতে দাখিল করা যায় তবে আপীলের হেতু এবং ডিক্রীর নকল দাখিল করণের নিমিত্ত যে ছয় সপ্তাহ মিয়াদ দেওয়া গিয়াছে তাহা সদর আদালতে ঐ নালিশের আরজী পঁহুছনের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৬ পৃষ্ঠা।

৮৮। যদি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে আপেলাণ্ট আপীলের হেতু দাখিল করণের নিমিত্ত ছয় সপ্তাহের অধিক মিয়াদ প্রার্থনা করে তবে ঐ ডেপুটী রেজিষ্টর উক্ত জজ সাহেবের নিকটে ঐ দরখাস্ত এবং আপীলের আরজী জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৬ পৃষ্ঠা।

৮৯। আপেলাণ্টের মোকদ্দমার সমস্ত তদবীর সমাপ্ত হইলে এবং জিলার আদালতহইতে রিটর্ণ ও মিসিল পঁহুছিলে ঐ ডেপুটী রেজিষ্টর রেস্পাণ্ডেণ্টকে জওয়াব দিবার নিমিত্ত পনের দিন মিয়াদ দিবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৬ পৃষ্ঠা।

৯০। রেস্পাণ্ডেণ্টের জওয়াব দাখিল হইলে অথবা মিয়াদ অতীত হইলে ঐ ডেপুটী রেজিষ্টর বিলি করণের উপযুক্ত মোকদ্দমার ফিরিস্তির মধ্যে ঐ মোকদ্দমা রাখিবেন। যদি নিরূপিত মিয়াদের পর কিন্তু জজ সাহেবের নিকটে মোকদ্দমা অর্পণের পূর্ব্বে জওয়াব গুজরাণ যায় তবে ঐ ডেপুটী রেজিষ্টর জওয়াব লইয়া মোকদ্দমা মিসিলে রাখিবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৬ পৃষ্ঠা।

৯১। আপীল করণের যে মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহা অতীত হইলে যদি আপীল মঞ্জুর করণের দরখাস্ত দেওয়া যায় তবে ডেপুটী রেজিষ্টর তাহা উক্ত জজ সাহেবের নিকটে অর্পণ করিবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৬ পৃষ্ঠা।

৯২। যদি অধস্থ আদালত আপনার ডিক্রীর নকল প্রস্তুত করণেতে কিম্বা তাহার পৃষ্ঠে লিখনের বিষয়ে কোন বেদাঁড়া করিয়া থাকেন্ তবে ঐ ডেপুটী রেজিষ্টর উক্ত জজ সাহেবকে তাহা জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৬ পৃষ্ঠা।

৯৩। যদি আপীলের বাদী বা প্রতিবাদী মরে তবে ঐ ডেপুটী রেজিষ্টর তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে হাজির করাইবার উদ্যোগ করিবেন। তাহাতে মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্তকে যদি এই বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে ঐ ডেপুটী রেজিষ্টর উক্ত জজ সাহেবকে তাহা জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৬ পৃষ্ঠা।

৯৪। যদি মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত নাবালক কি উন্মাদ হয় তবে এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওনের নিমিত্ত ঐ ডেপুটী রেজিষ্টর উক্ত জজ সাহেবকে তাহা জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৬ পৃষ্ঠা।

৯৫। যদি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির হাজির হওনের যে মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে সেই মিয়াদের মধ্যে হাজির না হয় কিম্বা স্থলাভিষিক্তের ন্যায় কার্য্যে মঞ্জুর হইবার অনুমতি হইলে পর অথবা সংসারাধ্যক্ষ কর্ম্মে নিযুক্ত হওনের পর যদি ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কি সংসারাধ্যক্ষ ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপীলের সওয়াল জওয়াব করিতে ক্রটি করে তবে ঐ ডেপুটী রেজিষ্টর উক্ত জজ সাহেবকে তাহা জানাইবেন এবং তাহার বিষয়ে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে কার্য্য হইবেক।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৭ পৃষ্ঠা।

৯৬। জিলার আদালতের স্থানে ঐ ডেপুটী রেজিষ্টর যে বিষয় তলব করিলেন তাহাতে

যদি কিছু বিলম্ব হয় তবে যে আদালতে তলব হইয়াছিল সেই আদালতের জজ সাহেবকে ঐ ডেপুটী রেজিষ্টর তাহা জানাইবেন। যদ্যপি তৎপরে বিলম্ব হয় তবে ঐ ডেপুটী রেজিষ্টর সদর আদালতে তাহা জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৭ পৃষ্ঠা।

আপীলের সময়ে অধস্থ আদালতের ডিক্রী জারী বা স্থগিত করণ। জামিনী।

৯৭। সদর আদালতে আপীল হইলে অধস্থ আদালতের ডিক্রী জারী বা স্থগিত করণের বিষয়ে ৫ অধ্যায়ের ১২। ১৩। ১৪। ১৫ ধারা দেখ।—২৪৭ পৃষ্ঠা।

৯৮। আপীলী মোকদ্দমাতে যে ব্যক্তি আপেলাণ্টের খরচার জামিন হয় তাহার একরারনামার মজমুন এই যে আপীলের ডিক্রী হওনসময়ে আপেলাণ্টের স্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকুক আপীলের সমস্ত খরচার নিশা করিব। অতএব যখন আপেলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্ট অথবা জামিন আপীল উপস্থিত থাকিতে মরে তখন নূতন জামিন তলব করিবার আবশ্যক নাই যেহতুক তাহাতে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব হয়।—১৮৩২ সালের ১৩ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৭ পৃষ্ঠা।

৯৯। মোকদ্দমার আপীল হইলে জামিনীর এওজে আপেলাণ্টের ভূমি বন্ধক দেওন অনুচিত।—১৮৩৬ সালের ৭ জুনের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৭ পৃষ্ঠা।

আপেলাণ্টের ক্রটি।

১০০। ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত আপেলাণ্ট মোকদ্দমা চালাইতে ক্রটি করিলে যাহা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে ৫ অধ্যায়ের ১৫৩। ১৫৬ নম্বরী বিধান দেখ।—২৪৭ পৃষ্ঠা।

১০১। যদি আপেলাণ্ট সদর আদালতে আপীল দাখিল করিলে পর ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাহা না চালায় এবং না চালাওনের বিশিষ্ট কারণ না দর্শাইতে পারে তবে তাহা ডিসমিস হইবেক। রেস্পাণ্ডেণ্টের খরচা আদালত তাহাকে দেওয়াইতে পারেন্। আপেলাণ্টকে ছয় সপ্তাহের পর আপনার মোকদ্দমা চালাইতে অনুমতি দিলে বা না দিলে তাহার হেতু সদর আদালত আপনার রোয়দাদে লিখিবেন।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৯ ধা। —২৪৭ পৃষ্ঠা।

১০২। যখন আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল হয় তখন আপীল উপস্থিত করণের মিয়াদ দরখাস্ত গুজরাণের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক। যখন অধস্থ আদালতে দরখাস্ত গুজরাণ যায় তখন যে তারিখে দরখাস্ত সদর আদালতে পঁহুছে সেই তারিখঅবধি মিয়াদ চলিবেক। সেই তারিখঅবধি আপেলাণ্টের ছয় সপ্তাহের মধ্যে মোকদ্দমা চালাইতে হইবেক। যদি ঐ ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপেলাণ্ট স্বয়ং কিম্বা তাহার উকীল হাজির না হয় এবং আপীলের হেতু না গুজরায় তবে তাহার কসুর হইয়াছে বোধ হইবেক। সুদ্ধ উকীলকে নিযুক্ত করণেতে তাহার আপীল ডিসমিস করণের প্রতিবন্ধক হইবেক না।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আইনের অর্থ।—২৪৮ পৃষ্ঠা।

১০৩। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের দুই ধারায় লেখা আছে যে যে কোন গতিকে মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হয় সেই গতিকে যে রেস্পাণ্ডেণ্ট উকীলকে নিযুক্ত করিয়া জওয়াব দিয়াছে তাহাকে খরচা দেওয়াইতে হইবেক। কিন্তু যদি রেস্পাণ্ডেণ্টের তলব না হইয়া সে হাজির হয় তবে খরচা পাইবেক না।—১৩২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৪৮ পৃষ্ঠা।

উকীল।

১০৪। জিলার আদালতের উকীলের বিষয়ে যে বিধি আছে সেই বিধি সদর আদালতের উকীলেরদের বিষয়ে খাটে। সেই বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৪ ধারাঅবধি ২০ ধারাপর্য্যন্ত দেখ।—২৪৮ পৃষ্ঠা।

১০৫। যে মোখ্তারনামাক্রমে ওকালৎনামা দেওয়া গিয়াছে তাহা এবং খরচার এবং ডিক্রী জারী করণের বা স্থগিত করণের জামিনীনামা এবং ওকালৎনামা এবং যে ডিক্রীর

উপর আপীল হইয়াছে তাহার নকল আপেলাণ্টকে আপনার আপীলের আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে অনুমতি দেওয়া গিয়া থাকে। অন্যান্য সকল দলীলদস্তাবেজ পৃথক দরখাস্তে নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে দাখিল হইয়া থাকে।—৯৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৪৮ পৃষ্ঠা।

১০৬। সদর আদালতের উকীল বা মোখ্তারেরদের যত কাল মোকদ্দমা থাকে তত কাল ঐ আদালতে তাঁহারা হাজির থাকিবেন অথবা হাজির না হইবার কারণ এক আরজী লিখিয়া দাখিল করিবেন। এমত না করিলে তাঁহারা আপনারদের কর্ম্মহইতে অবসর হইবেন।—১৮৪০ সালের ২০ নবেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৮ পৃষ্ঠা।

১০৭। যদি কোন উকীল ছুটী লইয়া স্থানান্তর হন তবে যে দিবসে তাঁহার ছুটীর শেষ হয় সেই দিবসে তাঁহার ফিরিয়া আসিতে হইবেক। এমত না করিলে তাঁহার নাম উকীলেরদের ইসমনবিসীহইতে কাটা যাইবেক।—১৮৪০ সালের ২৭ মার্চের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৮ পৃষ্ঠা।

১০৮। যদি কোন উকীল ছুটী পাইয়া স্থানান্তরে যান এবং অতিরিক্ত ছুটী পাইবার বাসনা রাখেন তবে ঐ অতিরিক্ত ছুটীর দরখাস্ত আদালতে এমত সময়ে দাখিল করিতে হইবেক যে অতিরিক্ত ছুটী না দেওয়া গেলে পূর্ব্বকার দেওয়া ছুটীর মিয়াদের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারেন্। যদি সেইমতে অতিরিক্ত ছুটী না পাইয়া কোন উকীল প্রাপ্ত ছুটীর অতিরিক্ত কাল গরহাজির থাকেন্ তবে তাঁহার নাম উকীলদিগের ইসমনবিসীহইতে উঠাইবার যোগ্য হইবেক।—১৮৪০ সালের ২৭ মার্চের সরকুলর অর্ডর।—২৪৯ পৃষ্ঠা।

১০৯। যখন কোন উকীল দশ দিনের অধিক কালের নিমিত্ত ছুটীর দরখাস্ত করেন্ তখন যত মোকদ্দমায় তিনি একাকী অথবা অন্য উকীলের সঙ্গে মোকরর থাকেন্ তাহার এক কৈফিয়ৎ দাখিল করিবেন।—১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৯ পৃষ্ঠা।

১১০। উকীলের ছুটীর দরখাস্ত সদর আদালতের নাজির লইতে পারেন্ না। সেই প্রকার সকল দরখাস্ত রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক এবং তিনি সদর আদালতে তাহা জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৯ পৃষ্ঠা।

১১১। ১৮৩৩ সালের ১২ আইনানুসারে নিযুক্ত উকীল এবং মোখ্তার যে২ মোকদ্দমাতে মোকরর হন্ সেই২ মোকদ্দমার কাগজপত্র দৃষ্টি করিবার এবং দরখাস্ত ও সওয়াল জওয়াবপ্রভৃতি দাখিল করিবার জন্যে আদালতের মুহুরীরদিগের নির্দ্দিষ্ট কামরায় যাইতে পারিবেন।—১৮৩৪ সালের ১৮ ফেব্রুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৯ পৃষ্ঠা।

১১২। প্রত্যেক উকীল এবং মোখ্তার এক জন মুহুরীরকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং যে সকল কাগজপত্রের আবশ্যক হয় তাহার নকল লইবার নিমিত্ত ঐ মুহুরীর রিকার্ড দফ্তরে যাইতে পারে কিন্তু তাহার বিষয়ে ঐ উকীল অথবা মোখ্তার দায়ী হইবেন।—১৮৩৪ সালের ১৮ ফেব্রুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৯ পৃষ্ঠা।

১১৩। যে উকীল এবং মুহুরীর সদর দেওয়ানী আদালতের সিরিশ্তাদারের দফ্তরে আপনারদের ওকালৎনামা এবং অন্যান্য কাগজপত্র দাখিল করেন্ ঐ কাগজপত্র দাখিল করণের প্রমাণের ন্যায় যে আমলা ঐ কাগজপত্র লইবার নিমিত্ত নিযুক্ত আছেন তাঁহার বহীতে তাঁহারা সহী করিবেন।—১৮৩৫ সালের ৯ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৯ পৃষ্ঠা।

১১৪। ১৮৩৩ সালের ১২ আইনানুসারে নিযুক্ত উকীল এবং মোখ্তার যে সকল দরখাস্ত দাখিল করেন্ তাহার উপর যে জজ সাহেবের সমক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাঁহার নাম আপন ঝুঁকীতে লিখিবেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে ঐ দরখাস্ত একেবারে

সেই জজ সাহেবের নিকটে পঁহুছে এবং মুৎফরক্কা দফ্তরের জজ সাহেবের নিকটে দাখিল না হয়।—১৮৩৪ সালের ৮ আগস্টের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৯ পৃষ্ঠা।

১১৫। যে মোকদ্দমায় সরকার বাদী বা প্রতিবাদী হন্ সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সদর আদালতে হইলে জজ সাহেব আপনার ডিক্রীর নিম্ন ভাগে সরকারী উকীলকে যে রসুম দিতে হইবেক তাহা টুকিয়া রাখিবেন।—১৮৩৪ সালের ৩ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৪৯ পৃষ্ঠা।

১১৬। যে মোকদ্দমায় সদর আদালত আমানৎহওয়া রসুমের কতক অংশমাত্র উকীলকে দিতে এবং অবশিষ্ট বাদিপ্রতিবাদিকে ফিরিয়া দিতে হুকুম করেন্ অথবা যে মোকদ্দমায় ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের লিখিত সর্টিফিকটক্রমে ইষ্টাম্পের মাসুলের সমুদয় অথবা কতক অংশ বাদিপ্রতিবাদিকে ফিরিয়া দিতে হইবেক সেই মোকদ্দমায় যদি উকীল বা মোখ্তারের সেই টাকা লইবার বিশেষ ক্ষমতা তাঁহারদের ওকালৎনামা অথবা মোখ্তারনামাতে না থাকে তবে আদালতের খাজাঞ্চী তাঁহাকে সেই টাকা দিবেন না। সেই মত ক্ষমতা যদি তাঁহারা দেখাইতে না পারেন্ তবে যে ব্যক্তি ঐ টাকা পাইবার অধিকার রাখে যাবৎ সেই ব্যক্তি তাহা পাইবার দরখাস্ত আদালতে না করে এবং তাহা লইতে আদালতহইতে অনুমতি না পায় তাবৎ ঐ টাকা আমানৎ থাকিবেক।—১৮৩৪ সালের ৩ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ। —২৫০ পৃষ্ঠা।

১১৭। সদর আদালতের উকীলেরা আদালতে যে সকল বিজ্ঞাপন করেন্ তাহার সত্যতার বিষয়ে তাঁহারদিগকে দায়ী জ্ঞান করা যাইবেক।—১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৫০ পৃষ্ঠা।

১১৮। কোন মোকদ্দমায় নিযুক্তহওয়া উকীল কি মোখ্তারকে ডেপুটী রেজিষ্টরের কোন হুকুমের লিখিত এত্তেলা দেওয়া গেলে সেই হুকুম হওনের বিষয়ে যথোচিত সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক। যদ্যপি ঐ উকীল কি মোখ্তারের সাক্ষাতে হুকুম দেওয়া যায় তবে এত্তেলা দিবার আবশ্যক নাই।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৫০ পৃষ্ঠা।

১১৯। সদর আদালতের কোন মোকররী উকীল কিম্বা মোখ্তার যদি জানিয়াশুনিয়া ডেপুটী রেজিষ্টরের দফ্তরে হাজির হইতে ত্রুটি করেন্ তবে তিনি কর্ম্মহইতে চ্যুত হওনের যোগ্য হইবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ। —২৫০ পৃষ্ঠা।

১২০। সদর আদালতের উকীলের মরণ বা সস্পেণ্ড হওন কি ইশ্তাফা দেওন বা তগীর হওনের সম্বাদ ডেপুটী রেজিষ্টর ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণের নিরূপিতমতে দিবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৫০ পৃষ্ঠা।

১২১। যদি ঐ ধারার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপেলাণ্ট অন্য উকীল নিযুক্ত করিতে অথবা স্বয়ং হাজির হইয়া মোকদ্দমা চালাইতে ত্রুটি করে তবে ডেপুটী রেজিষ্টর সদর আদালতের উক্ত জজ সাহেবকে তাহা জানাইবেন এবং ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে কার্য্য হইবেক।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৫০ পৃষ্ঠা।

৯ ধারা।

সদর আদালতে সাক্ষী ও সাক্ষ্য।

১২২। যদি সদর আদালত আপীলী মোকদ্দমায় অধিক সাক্ষ্য লইতে উচিত বোধ করেন্ তবে তাঁহারা কাছারীর সময়ে ঐ সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দী লইতে পারেন্ এবং

ঐ জোবানবন্দীতে তাহারদের স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন অথবা রেজিষ্টর সাহেবকে সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য লইয়া জোবানবন্দীতে তাহারদিগের স্বাক্ষর করাইতে হুকুম দিবেন। রেজিষ্টর সাহেব বাদিপ্রতিবাদি কি তাহারদের উকীলদিগের সমক্ষে ঐ সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবেন এবং ঐ উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদের উকীলেরা সাক্ষিদিগের স্থানে যদি কিছু সওয়াল করিতে চাহে তবে তাহা করিতে পারে এবং সাক্ষিরা যে জওয়াব দেয় তাহা লিখিত হইয়া তাহাতে তাহারা স্বাক্ষর করিবেক। যদি উভয় বিবাদী সাক্ষ্য লওনের বিষয়ের সম্বাদ পাইয়া সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীর কালে রেজিষ্টর সাহেবের সমক্ষে হাজির না হয় তবে ঐ রেজিষ্টর সাহেব সেই সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী করাইবেন এবং সেই জোবানবন্দী মাতবর জ্ঞান হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৬ ধা।—২৫১ পৃষ্ঠা।

১২৩। যদি সাক্ষী মান্য স্ত্রীলোক হয় তবে জিলার আদালতের প্রতি যেরূপ অনুমতি আছে সেইরূপে সদর দেওয়ানী আদালত তাহারদের জোবানবন্দীর নিমিত্ত আমীন পাঠাইতে পারেন্।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৭ ধা।—২৫১ পৃষ্ঠা।

[অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর বিষয়ি বিধি ৩ অধ্যায়ের ২১ ধারাতে আছে।]

১২৪। যদি সাক্ষির তলব হইলে ঐ সাক্ষী হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া যদি প্রতিজ্ঞা করিতে কিম্বা সাক্ষ্য দিতে কি আপন জোবানবন্দীতে স্বাক্ষর করিতে না চাহে অথবা মিথ্যা শপথ করে কি আদালতের অবজ্ঞা করে তবে ঐরূপ অপরাধি সাক্ষিদিগের প্রতি যেমত উদ্যোগ করিতে জিলার আদালতের সাহেবদিগেরে হুকুম আছে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরাও সেইরূপ উদ্যোগ করিবেন।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৮ ধা।—২৫২ পৃষ্ঠা।

১২৫। যদি সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরদের কিম্বা কোন এক জন জজ সাহেবের প্রতি ক্ষমতা থাকনমতে তাঁহারদের বিবেচনায় মিথ্যা শপথ করণ বা করাওণের অপরাধের বিষয়ে কোন ব্যক্তিকে ফৌজদারী আদালতের তজবীজের নিমিত্ত সোপর্দ্দ করিতে উচিত বোধ করেন্ তবে তাঁহারদের কর্ত্তব্য যে তদ্বিষয়ে আপনার মতের কথা লেখান্ এবং আসামীকে কয়েদে কি জামিনীতে রাখিবার হুকুম দেন্। ঐ হুকুমের দস্তখৎকরা ও মোহরযুক্ত নকল মোকদ্দমার সমস্ত আসল কাগজ সম্বলিত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব আইনমতে তদ্বিষয়ে কার্য্য করিবেন।—১৮১৭ সা। ১৭ আ। ১৪ ধা। ৩ প্র।—২৫২ পৃষ্ঠা।

১০ ধারা।

সদর আদালতের হুকুমনামা ও পরওয়ানা।

১২৬। সদর দেওয়ানী আদালতের স্থানহইতে উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদের উকীলদিগের তলবের অথবা ডিক্রী জারী কিম্বা অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্তে যে সকল হুকুম হয় সেই২ হুকুম দেশীয় ভাষায় লেখা যাইবেক বা ছাপা হইবেক তাহাতে আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎ থাকিবেক।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৩ ধা।—২৫২ পৃষ্ঠা।

১২৭। সদর আদালতে যাহারা হাজির থাকে তাহারাছাড়া উভয় বিবাদী কিম্বা সাক্ষী কি অন্য ব্যক্তিরদের প্রতি সদর আদালতের যে সকল হুকুম জারী করিতে হয় তাহা যে এলাকার আদালতে সেই মোকদ্দমা উত্থাপন হইয়া থাকে কিম্বা ঐ বিরোধি ভূমি থাকে অথবা উভয় বিবাদী বাস করে সেই আদালতের সাহেবদিগের নিকটে হুকুমনামা পাঠান যাইবেক এবং ঐ হুকুমনামা জারী করিবার এবং সদর আদালতে তাহা ফিরিয়া পাঠাইবার মিয়াদ সেই হুকুমনামায় লেখা যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৩ ধা।—২৫২ পৃষ্ঠা।

১২৮। এমত প্রত্যেক হুকুমনামা দেশীয় ভাষাতে লিখিত হইয়া ইঙ্গরেজী প্রিসেপ্টের মধ্যে করিয়া পাঠাইতে হইবেক।—১৮০১ সালের ২০ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।—২৫৩ পৃষ্ঠা।

১২৯। উক্ত প্রকার মোকদ্দমার হুকুমনামা জারী হওনার্থ জিলার আদালতে পাঠান গেলে ঐ আদালত তাহা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে জারী করিয়া সদর আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন কিম্বা তাহা জারী না হওনের মাতবর কারণ দর্শাইবেন।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৪ ধা।—২৫৩ পৃষ্ঠা।

১৩০। এইরূপে যখন কোন হুকুমনামা জারীহওনার্থ জিলার আদালতে পাঠান যায় তখন জিলার আদালত যে সম্বাদ পাঠান্ তাহা ইঙ্গরেজী ভাষার সর্টিফিকট অথবা রিটর্ণের মধ্যে লিখিতে হইবেক না কিন্তু ঐ আদালতের রুবকারীর খোলাসাতে ঐ সম্বাদ থাকিবেক। তাহার অভিপ্রায় এই যে সদর আদালত ইঙ্গরেজী সর্টিফিকট অথবা রিটর্ণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারেন্।—১৮০১ সালের ২৫ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।—২৫৩ পৃষ্ঠা।

১৩১। যখন হুকুমনামা অথবা ডিক্রী জারী হওনার্থ সদর আদালতহইতে জিলার আদালতে পাঠান যায় তখন ঐ হুকুমনামা জারী হইবার বেওরা তাহার পৃষ্ঠে অথবা পৃথক্ কাগজে লিখিয়া সেই হুকুমনামার সহিত সংযোগ করিয়া পাঠাইতে হইবেক। যদি ঐ জারী হওনের বেওরা পৃথক্ কাগজে লেখা যায় তবে সেই হুকুমনামার পৃষ্ঠে এমত কিছু শব্দ লিখিতে হইবেক যে তদনুসারে সেই বেওরা পৃথক্ কাগজে লেখা হইয়াছে ইহা বোধ হয়। ঐ হুকুমনামার নকল ও জারী হওনের কৈফিয়তের নকল আদালতের সিরিশ্তায় থাকিবেক।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৪ ধা।—২৫৩ পৃষ্ঠা।

১৩২। যখন জিলার জজ সজ সাহেব নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ হুকুমনামা সম্পূর্ণ রূপে জারী করিতে না পারেন্ তখন সেই বিষয়ে যাহা২ করিয়াছেন এবং যাহা করিতে বাকী আছে তাহার সম্বাদ এক সার্টিফিকটের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইবেন এবং যে সময়ের মধ্যে তাহা জারী হওনের সম্ভাবনা আছে তাহাও লিখিবেন। এবং যদি সেই মিয়াদের মধ্যে অগত্যা তাহা জারী হইতে না পারে তবে পুনশ্চ এক রিপোর্ট করিবেন।—১৮৩৪ সালের ২৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।—২৫৩ পৃষ্ঠা।

১৩৩। যদি সদর আদালতের হুকুমনামা জারী ও রিপোর্ট করণের বিষয়ে জিলার জজ সাহেবের আদালতে বিলম্ব হয় এবং তিনি তাহার বিষয়ে কোন মাতবর কারণ দেখাইতে না পারেন্ তবে তিনি তাহার বিষয়ে নিজে দায়ী হইবেন।—১৮৩৪ সালের ২৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।—২৫৪ পৃষ্ঠা।

১৩৪। সদর আদালতের হুকুমনামা যদি কোন মিয়াদী রিটর্ণ সর্টিফিকটসমেত জিলার আদালতের জজ সাহেবের পাঠাইতে হয় তবে যে মোকদ্দমার সম্পর্কে হুকুমনামা জারী হইয়াছিল সেই মোকদ্দমার নম্বর এবং উভয় বিবাদির নামের অতিরিক্ত প্রিসেপ্টের রেজিষ্টরের নম্বর নিয়ত নিরূপিত পাঠানুসারে লেখা যাইবেক।—১৮৩৫ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।—২৫৪ পৃষ্ঠা।

১৩৫। সদর আদালতের যে হুকুমনামার রিটর্ণ পাঠাইবার আবশ্যক নাই সেই হুকুমনামাসম্পর্কীয় যদি জিলার আদালত কোন সম্বাদ বা মন্তব্য কথা সদরে জানাইতে চাহেন্ কিম্বা সদর আদালতহইতে কিছু জানিতে চাহেন্ তবে মুল গ্রন্থের লিখিত ৯ নম্বরী সর্টিফিকটঅনুসারে লিখনপঠন করিবেন।—১৮৩৬ সালের ৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—২৫৪ পৃষ্ঠা।

সার্টিফিকটের পাঠ।

১৩৬। ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় সদর আদালতের সকল প্রিসেপ্ট একেবারে প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং বিশেষ হুকুম না থাকিলে ঐ প্রিসেপ্টের সকল রিটর্ণ সর্টিফিকটসমেত প্রধান সদর আমীন সদর আদালতে পাঠাইবেন্।—১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—২৫৪ পৃষ্ঠা।

১৩৭। যদি প্রধান সদর আমীন ইঙ্গরেজী ভাষা না জানেন্ তবে সেই রিটর্ণের সঙ্গে

যে সর্টিফিকট পাঠাইতে হয় তাহা ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিবার আবশ্যক নাই।—১৮৩৮ সালের ১০ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।—২৫৪ পৃষ্ঠা।

১৩৮। প্রধান সদর আমীন সদর আদালতের হুকুমের রিটর্ন নিরূপিত পাঠানুসারে উর্দ্দু অথবা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিয়া পাঠাইবেন্।—১৮৩৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—২৫৫ পৃষ্ঠা।

১৩৯। যখন সদর আদালত কোন হুকুমনামা জারী হওনার্থ জিলার আদালতে পাঠান্ এবং যাহার প্রতি তাহা জারী করিতে হয় সেই লোক অনেক তক্কে না মিলে কিম্বা আপনাকে লুকায় এবং ঐ হুকুমনামা তাহার উপর জারী হইতে না পারে তখন ঐ জিলার আদালতের কর্ত্তব্য যে সেই হুকুমনামার নকলসমেত এক ইশ্‌তিহারনামা এই মজমুনে কাছারীতে সকল লোকের দৃষ্টি গোচর স্থানে লট্‌কান্ যে সেই লোক যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হাজির না হয় এবং সেই হুকুমনামা না মানে তবে সদর আদালত সেই মোকদ্দমা একতরফা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। ঐ ইশ্‌তিহারনামা সেই লোকের বসত বাটীর পুরদ্বার অর্থাৎ সদর দরওয়াজায় কিম্বা সেই লোক যে গ্রামে বাস করে তথায় অনেক লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্‌কান যাইবেক। পরে ঐ ইশ্‌তিহারনামা যে রূপে জারী হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত জিলার আদালত সদর আদালতে জানাইবেন।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৪ ধা।—২৫৫ পৃষ্ঠা।

১৪০। যদি জিলার আদালত এই মত জানান্ যে সেই লোক পলাইয়াছে কি তাহাকে মিলে না কি আপন ঘরে লুকাইয়াছে একারণ তাহার উপর ঐ হুকুমনামা জারী হইল না এবং নিয়মানুসারে ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কান গিয়াছিল তবে সেই লোক হাজির হইয়া হুকুমনামার অনুসারে কার্য্য করিলে সদর আদালত যেরূপে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন সেইরূপে একতরফা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৫ ধা।—২৫৫ পৃষ্ঠা।

১৪১। সদর আদালত কলিকাতার সীমার বাহিরে যেরূপে আপনার হুকুমনামা জারী করিতে পারেন্ সেইরূপে তাঁহারা কলকাতা শহরের সীমার মধ্যে তাহা জারী করিতে পারেন্ কিন্তু ঐ হুকুমনামা লিখিত হইবেক এবং তাহার নিম্ন ভাগে কিম্বা তাহার উপরে ইঙ্গরেজী ভাষায় তাহার এক তরজমা দিতে হইবেক এবং সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন।—তৃতীয় জর্জের ৫৩ বর্ষীয় আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের ১১৩ ধারা।—২৫৬ পৃষ্ঠা।

প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণের বিষয়ে নীচের লিখিত বিধান হইল।

প্রথম। সকল প্রিসেপ্ট ১। ২। ৩। ৪। ৫ নম্বরী পাঠানুসারে প্রস্তুত করিতে হইবেক। ঐ২ পাঠ মূল গ্রন্থের মধ্যে দেওয়া গিয়াছে।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—২৫৬ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয়। প্রিসেপ্ট পাঠাওনের সকল হুকুমে লিখিতে হইবেক যে ঐ প্রিসেপ্টের রিটর্ণের আবশ্যক আছে কি না এবং যে মিয়াদের মধ্যে ঐ রিটর্ণ করিতে হইবেক তাহা।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—২৫৬ পৃষ্ঠা।

তৃতীয়। সদর আদালতহইতে ঐ প্রিসেপ্ট পাঠাওনের তারিখঅবধি ঐ মিয়াদ গণ্য হইবেক।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—২৫৬ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ। ইহার পূর্ব্বে প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণের সঙ্গে যে রোয়দাদ পাঠান যাইত তাহার তারিখ ঐ প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণে লেখা যাইত। কিন্তু উত্তর কালে ঐ প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণ যে তারিখে পাঠান যায় সেই তারিখ তাহাতে থাকিবেক এবং অধীন আদালত আপন২ রিটর্ণ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে পাঠাইবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—২৫৬ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম। সদর আদালতের কোন জজ সাহেব প্রিসেপ্ট পাঠাওনের কোন চিঠীতে সহী করিলে পেশ্‌কারের উচিত যে এক রুবকারী প্রস্তুত করিয়া ও তাহাতে দস্তখৎ করিয়া তাহা ও তাহার সঙ্গে যে সকল কাগজপত্র পাঠাইতে হয় তাহা জজ সাহেবের চিঠী সহীকরণের পর সাত দিবসের মধ্যে এক মুহুরীরের মারফতে প্রিসেপ্টের দফ্তরের ইঙ্গরেজী কেরাণীর নিকটে পাঠান্। তাহার সঙ্গে যে কাগজ পাঠান যায় তাহার ফিরিস্তি রুবকারীর নিম্নে থাকিবেক এবং ঐ কাগজপত্র ঠিক ও সম্পূর্ণ থাকনের বিষয়ে ঐ পেশ্‌কার দায়ী হইবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—২৫৬ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ। প্রত্যেক রুবকারী যে তারিখে পঁহুছে তাহা ইঙ্গরেজী কেরাণী তাহার উপর লিখিবেন এবং তৎপরে প্রিসেপ্ট প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রেজিষ্টর সাহেবের সহী করাইয়া লইবেন। তৎপরে তাহা নির্দ্দিষ্ট বহীর মধ্যে লিখিবেন এবং সাধ্য হইলে তাহা সেই দিবসে পাঠাইবেন। যদ্যপি তৎপর দিবসে কিম্বা তাহার পর কোন দিবসে তাহা পাঠান যায় তবে ঐ রসীদের তারিখ বদলাইয়া যে দিবসে পাঠান যায় সেই দিবসের তারিখ তাহাতে দিবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—২৫৬ পৃষ্ঠা।

সপ্তম। যে কর্ম্মকারকের নিকটে ঐ প্রিসেপ্ট পাঠান যায় তিনি যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ রিটর্ণ করিতে না পারেন্ তবে পশ্চাৎ লিখিত ৫ নম্বরী পাঠানুসারে সর্টিফিকট সহিত এক রুবকারী পাঠাইবেন এবং রিটর্ণ না পাঠাওনের কারণ এবং সদর আদালতের হুকুম জারী করণার্থ আর কত দিন লাগিবেক তাহা ঐ রুবকারীতে লিখিবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—২৫৬ পৃষ্ঠ।

অষ্টম। ঐ রিটর্ণ এবং সর্টিফিকট সদর আদালতে পঁহুছিলে এবং তাহার পৃষ্ঠে রীতিমত দস্তখৎ হইলে এবং তাহা বহীর মধ্যে লেখা গেলে যে জজ সাহেবের প্রিসেপ্ট তাঁহার পেশ্‌কারের নিকটে প্রিসেপ্টের কেরাণী তাহা পাঠাইবেন এবং পেশ্‌কার তাহা পাওনের তারিখ তাহাতে টুকিয়া রীতিমতে জজ সাহেবের নিকটে তাহা দরপেশ করিবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—২৫৭ পৃষ্ঠা।

নবম। ঐ প্রিসেপ্টের মধ্যে যে মিয়াদ নিরূপিত হয় তাহা এবং পত্রের ডাকের দ্বারা তাহা যাইতে আসিতে যত দিন লাগে তত দিবস অতীত হইলে পর যদি সর্টিফিকট ও রিটর্ণ না পঁহুছে অথবা বিলম্বের কারণ না দর্শান যায় তবে রেজিষ্টর সাহেব তাহা না পাঠাওনের কারণ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে জানাইবার নিমিত্ত এক পত্র লিখিবেন। যদি সেই মিয়াদের মধ্যে কোন উত্তর না পঁহুছে তবে যে জজ সাহেব প্রিসেপ্ট পাঠাইলেন তাঁহাকে তাহা জানাইতে হইবেক এবং তিনি যথোচিত কর্ম্ম করিবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—২৫৭ পৃষ্ঠা।

দশম। যে কর্ম্মকারকের দ্বারা রিটর্ণ অথবা সর্টিফিকট পাঠান যায় ঐ সর্টিফিকটের সঙ্গে তিনি যে সকল কাগজ পাঠান্ তাহার এক ফিরিস্তি রুবকারীর নিম্ন ভাগে লিখিবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—২৫৭ পৃষ্ঠা।

একাদশ। কোন প্রিসেপ্ট অথবা রিটর্ণের সঙ্গে যে সকল কাগজপত্র পাঠাইতে হয় তাহা যদি এমত ভারী হয় যে পত্রের ডাকের দ্বারা তাহা পাঠান যায় না তবে তাহা ডাক বাঙ্গীতে পাঠাইতে হইবেক এবং যে মোকদ্দমা ও প্রিসেপ্ট অথবা রিটর্ণের সঙ্গে ঐ কাগজপত্রের সম্পর্ক থাকে তাহা লিখিয়া ঐ পুলিন্দার মধ্যে রাখিতে হইবেক। ঐ প্রিসেপ্ট অথবা রিটর্ণ এবং আদালতের রুবকারী পত্রের ডাকের দ্বারা পাঠাইতে হইবেক।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—২৫৭ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ। যে সকল প্রিসেপ্টের রিটর্ণ ও পত্রের উত্তর পাঠাইবার মিয়াদ শেষ হইলে তাহা না পঁহুছে তাহার এক ফিরিস্তি প্রিসেপ্টের কেরাণী প্রতি সপ্তাহের শেষে রেজিষ্টর সাহেবকে দিবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—২৫৭ পৃষ্ঠা।

প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণ ও সর্টিফিকটের ফিরিস্তি।

১১ ধারা।

অধস্থ আদালতের ক্রটি ও সদর আদালতের হুকুমের বাধকতা করণ কিম্বা হুকুম না মানন।

১৪২। অধস্থ আদালতের সাহেবেরা সদর আদালতের হুকুমনামা পাইয়া যদি তাহা না মানেন্ কিম্বা সদর আদালতের হুকুমের বিষয়ে শৈথিল্য করেন্ কিম্বা মিথ্যা রিটর্ণ লেখেন্ তবে তাঁহারদিগকে সদর আদালতের সাহেবেরা সসপেণ্ড করিতে পারেন্। যদি সদর আদালত এইরূপে কোন জজকে সসপেণ্ড করেন্ তবে তাঁহারদের কর্ত্তব্য যে তাহার পর দশ দিবসের মধ্যে তাহার সম্বাদ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দেন্ এবং তাহার হেতু বোধের নিমিত্ত রোয়দাদ ও জোবানবন্দীআদি কাগজপত্র যাহা আবশ্যক হয় তাহা শ্রীযুতের হজুরে দাখিল করেন্ এবং সেই মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে২ কাগজপত্র ঐ শ্রীযুত দৃষ্টি করণ উচিত জানেন্ ও চাহেন্ তাহাও দেন্।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৩ ধা।—২৬০ পৃষ্ঠা।

১৪৩। কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের কেহ কখন আদালতের সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করিতে জানিয়া শুনিয়া শৈথিল্য করিলে অথবা কোন গর্হিত কর্ম্মে আসক্ত হইলে সেই কুকর্ম্ম সদর আদালতে জ্ঞাত করা গেলে কিম্বা ঐ আদালতের সম্মুখে দাখিলহওয়া কাগজপত্রের দ্বারা তাহা বুঝা গেলে তাহার বেওরা লিখিত হইয়া হজুর কৌন্সেলে চালান হইবেক। কিন্তু এক্ষণে হুকুম হইল যে ঐ আদালতসংক্রান্ত বিচারকের কেবল বুঝিবার ভ্রান্তিতে যদি সেই শৈথিল্যাদি ক্রটি হইয়া থাকে এবং তাহা সদর আদালত লঘু অপরাধ জ্ঞান করেন্ তবে ঐ সদর আদালত সেই অপরাধি ব্যক্তির উপদেশের নিমিত্ত তাহা তাঁহাকে জানাইবেন কিম্বা তাঁহাকে চেতাইবেন।—১৮০১ সা। ২ আ। ৭ ধা।—২৬১ পৃষ্ঠা।

[জিলার আদালতের কোন হুকুম কিম্বা বিধান অথবা ডিক্রীর বাধকতা করিবার বিষয়ে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সদর আদালতের হুকুম কি বিধান বা ডিক্রীর বাধকতা করণের বিষয়ে সেই দণ্ড হইবেক। তাহার বৃত্তান্ত ৩ অধ্যায়ের ১২ ধারায় লেখা আছে।]

১২ ধারা।

সদর আদালতের ডিক্রী।

১৪৪। সদর আদালতের ডিক্রী জারী হওন সময়ে যে জজ বা জজ সাহেবেরা উপস্থিত থাকেন্ তাঁহার কি তাঁহারদের দ্বারা তাহাতে দস্তখৎ হইবেক এবং রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা সহী হইবেক। এইরূপে দস্তখৎ ও সহী হওয়া ডিক্রীর নকল উভয় ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২৮ ধা।—২৬১ পৃষ্ঠা।

১৪৫। জিলার আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদ্যপি সদর আদালতের দুই জন জজ সাহেব ক্রমিক ঐক্য হইয়া ঐ অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা হুকুম অন্যথা বা রদ করেন্ তবে শেষ বৈঠকে যে জজ সাহেব ছিলেন তিনি তাহাতে দস্তখৎ করিবেন কিন্তু প্রথমকার জজ সাহেবের মত তাহার মধ্যে লিখিতে হইবেক।—১৮১৪ সা। ২৫ আ। ৮ ধা। —২৬২ পৃষ্ঠা।

১৪৬। ডিক্রী তৈয়ার করিবার এবং বাদিপ্রতিবাদিকে দিবার বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৮। ৯। ১০ প্রকরণে জিলার আদালতের উপদেশের নিমিত্ত যে বিধি আছে তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর বিষয়েও খাটিবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ১১ প্র।—২৬২ পৃষ্ঠা।

১৪৭। যে মোকদ্দমার উপর ইঙ্গলণ্ড দেশে আপীল হয় তাহাছাড়া অন্য সকল মোকদ্দমাতে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী চূড়ান্ত হইবেক।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২৯ ধা।—২৬২ পৃষ্ঠা।

১৪৮। মুৎফরক্কা বিষয়ে সদর আদালতের সকল হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। অতএব ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের দ্বারা যে প্রকার মোকদ্দমার আপীল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে হইতে পারে তাহাছাড়া অন্য প্রকার আপীল সদর আদালত গ্রাহ্য করিবেন না।—১১০২ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৬২ পৃষ্ঠা।

১৪৯। সদর আদালত অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী বহাল রাখিলে সেই ডিক্রীর সংখ্যার উপর সেই ডিক্রীর তারিখহইতে শতকরা মাসে ১ টাকার হারে সুদসমেত ডিক্রী করিবেন এবং আপীল অনর্থক দৃষ্ট হইলে আপেলান্টের জরীমানা করিবেন।—১৭৯৬ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।—২৬২ পৃষ্ঠা।

১৫০। যদি ঐ জরীমানা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় তবে আদালতের ডিক্রী যেরূপে জারী হয় সেইরূপে তাহার টাকা উসুল হইবেক।—১০৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৬২ পৃষ্ঠা।

১৩ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করণ।

১৫১। সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীমতে জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারিদিগের যে টাকা দেনা হয় ঐ সদর আদালত জিলার আদালতেরে এমত হুকুম দিতে পারেন্ যে তাঁহারদের ডিক্রীমতে ঐ টাকা উসুল করেন্।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২১ ধা।—২৬৩ পৃষ্ঠা।

১৫২। ডিক্রী জারীর সকল দরখাস্ত সদর আদালতের এদেশীয় ডেপুটী রেজিষ্টর লইবেন এবং রীতিমতে তাহা মোকাবিলা করিয়া জিলার আদালতে জারী হইবার নিমিত্ত পাঠাইবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৬৩ পৃষ্ঠা।

১৫৩। ডিক্রী জারী করণের দরখাস্তে ডেপুটী রেজিষ্টর যদি কোন দোষ দেখেন্ তবে ডিক্রীদার এবং তাহার উকীলের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত তাহা এক রুবকারীতে লিখিবেন এবং ঐ দোষ যাবৎ সংশোধিত না হয় তাবৎ ঐ ডিক্রী জারীর নিমিত্ত জিলার আদালতে পাঠাইবেন না। যদি ডিক্রী জারী করিতে কোন ওজর হয় তবে ডেপুটী রেজিষ্টর ঐ ওজর সদর আদালতের উক্ত জজ সাহেবকে জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৬৩ পৃষ্ঠা।

১৫৪। যখন জিলার আদালতের জজ সাহেব কোন ডিক্রী জারী না হওনের পূর্ব্বে তাহা ফিরিয়া পাঠান্ এবং তাহা জারী করিবার জন্য পুনর্ব্বার সদর আদালতে দরখাস্ত হয় তখন ঐ ডেপুটী রেজিষ্টর উক্ত দরখাস্ত সদর আদালতের উক্ত জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করিবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৬৩ পৃষ্ঠা।

১৫৫। যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সেই ব্যক্তিছাড়া যদি অন্য কেহ ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত করে তবে ডেপুটী রেজিষ্টর তাহা সদর আদালতের উক্ত জজ সাহেবকে জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৬৩ পৃষ্ঠা।

১৫৬। ডিক্রী জারী করণের পুনর্ব্বার যে দরখাস্ত হয় তাহা ১৮৪১ সালের ১৭ আইনানুসারে ডেপুটী রেজিষ্টরের নিকটে অর্পণ হইবেক। যদি ঐ ডিক্রী বারো বৎসরের অধিক কালের না হয় এবং পক্ষান্তর ব্যক্তি তাহাতে কোন ওজর না করে তবে ডেপুটী রেজিষ্টর ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবেন যদি ওজর হয় তবে তিনি সদর আদালতের উক্ত জজ সাহেবকে তাহা জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ১৫ আপ্রিলের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৬৩ পৃষ্ঠা।

১৫৭। ১৫৮। সদর আদালতের কোন ডিক্রী জারী হইবার নিমিত্ত জিলার আদালতে পাঠান গেলে যদি ডিক্রীদারকে উপযুক্তমতে এত্তেলা দেওনের পর ঐ ডিক্রীদারের কসুরপ্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমা ডিসমিস হয় তবে জিলার জজ সাহেব আপন ক্ষমতাক্রমে ঐ ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিতে এবং আপনার নথীর শামিল করিতে পারেন্ না। তিনি সদর আদালতের ঐ প্রিসেপ্ট ফিরিয়া পাঠাইয়া ইহা লিখিবেন যে সাধ্যপর্য্যন্ত ঐ ডিক্রী জারী করিয়াছি এবং সদর আদালতের হুকুমক্রমে যাহা২ করিয়াছেন তাহাও লিখিবেন। যদি ডিক্রীদার ঐ ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার দরখাস্ত করে তবে তাহাকে সদর আদালতে ঐ দরখাস্ত করিতে হুকুম হইবেক। তাহার দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবার এবং অধস্থ আদালতের নথীর শামিল করিবার হুকুম দিতে কেবল সদর আদালতের সাধ্য আছে।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—২৬৩ ২৬৪ পৃষ্ঠা।

১৫৯। যখন ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণের লিখিত কোন গতিকে যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে সেই ডিক্রী জারী না করণের কারণ দর্শাইতে এত্তেলা দেওয়া যায় তখন ঐ এত্তেলা দিতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইবেক। যদি তাহাতে কোন ওজর না হয় তবে জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে আর জিজ্ঞাসা না করিয়া রীতিমতে ডিক্রী জারী করিতে পারেন্। যদি কোন ওজর হয় তবে জজ সাহেব আবশ্যকমতে তহকীক করিবেন এবং ঐ তহকীকে যাহা দৃষ্ট হয় তাহা সদর আদালতের হুকুমের নিমিত্ত তথায় পাঠাইবেন এবং সদর আদালত হুকুম না দেওয়াপর্য্যন্ত তাহা জারী স্থগিত করিবেন।—১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।—২৬৪ পৃষ্ঠা।

১৬০। সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে যে প্রিসেপ্ট দেওয়া যায় তাহার মিয়াদী রিটর্ণ প্রস্তুত করণেতে অনেক বিলম্ব ও ক্লেশ হইতেছে অতএব সদর আদালত তাহা এখন রহিত করিতেছেন।—১৮৪১ সালের ২ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর। —২৬৪ পৃষ্ঠা।

১৬১। কিন্তু এই গুরুতর কার্য্যে সদর আদালতের সাহেবেরা উচিতমত তত্ত্বাবাধারণ করিতে পারেন্ এনিমিত্ত হুকুম হইল যে ঐ আদালতের জারী না হওয়া ডিক্রীর এক রিটর্ণ নিরূপিত পাঠানুসারে তৈয়ার হইয়া তিন২ মাসান্তরে পাঠান যায়। এবং ডিক্রী জারী করণের অনাবশ্যক বিলম্ব হইলে তাহা যে কর্ম্মকারকের দোষে হইয়াছে ইহা সদর আদালত জ্ঞাত হইতে পারিবার নিমিত্ত ঐ রিটর্ণের মধ্যে সম্পূর্ণ বেওরা লিখিতে হইবেক। —১৮৪১ সালের ২ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।—২৬৪ পৃষ্ঠা।

১৬২। ১৮৪১ সালের ২ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরে জারী না হওয়া ডিক্রীর তিন২ মাসীয় কৈফিয়ৎ পাঠাইতে জিলার জজ সাহেবেরদের প্রতি হুকুম ছিল সেই হুকুম প্রতিপালন করণের বিষয়ে তাঁহারদের প্রতি আরো শক্ত হুকুম হইতেছে এবং যে২ আদালতের ডিক্রী জারী করেন্ সেই২ আদালতের নাম স্পষ্ট করিয়া লিখেন্।—১৮৪২ সালের ৬ মের সরকুলর অর্ডর।—২৬৪ পৃষ্ঠা।

১৬৩। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের কোন ডিক্রী যদি জারী না হইয়া থাকে তবে তাহার বিবরণও সেই তিন মাসীয় কৈফিয়তের মধ্যে লিখিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ২ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।—২৬৪ পৃষ্ঠা।

সেই ত্রৈমাসিক কৈফিয়তের পাঠ।

১৬৪। মিয়াদী রিটর্ণ রহিত করণের এবং তিন২ মাসীয় রিটর্ণ পাঠাওনের উক্ত যে বিধি আছে তাহা প্রধান সদর আমীনের প্রতি পাঠান সদর আদালতের প্রিসেপ্টের বিষয়েও খাটিবেক। ঐ প্রধান সদর আমীনেরা জিলার জজ সাহেবের নিকটে আবশ্যক মতে বৃত্তান্ত জানাইবেন এবং তিন২ মাসান্তরে যে ইঙ্গরেজী কৈফিয়ৎ পাঠাইবার হুকুম

আছে জজ সাহেব তাহার মধ্যে তাহা লিখিবেন।—১৮৪১ সালের ১৬ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।—২৬৬ পৃষ্ঠা।

১৬৫। ঐ সকল কৈফিয়ৎ উত্তমরূপে ও শীঘ্র প্রস্তুত করা যায় এই নিমিত্ত ডিক্রী জারীর মুহুরীর এক রেজিষ্টরী বহী রাখিবেক এবং যে সকল হুকুম হইয়াছে তাহার খোলাসা এবং সেই হুকুমেতে কিং হইল তাহার বৃত্তান্ত সেই বহীতে লেখা থাকিবেক।—১৮৪১ সালের ২০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।—২৬৬ পৃষ্ঠা।

১৪ ধারা।

সদর আদালতের ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার।

১৬৬। সদর আদালতের যে ডিক্রীর উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল না হইয়া থাকে অথবা আপীল হইয়া যদি তাহার মিসিলের কাগজপত্র বিলায়তে না পাঠান গিয়া থাকে তবে ঐ ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত তাঁহারদের নিকটে দরখাস্ত হইলে যদি তাঁহারা উচিত বোধ করেন্ তবে সেই দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন্। এবং এইরূপ করিলে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুরকরণের হেতু আপনারদের রুবকারীর বহীতে লেখেন্ এবং নূতন সাক্ষ্য লওয়া কি না লওয়ার বিষয়েতে যাহা উচিত বুঝেন্ তাহার হুকুম করেন্।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।—২৬৬ পৃষ্ঠা।

১৬৭। যদি সদর আদালত ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ এবং ঐ মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য হয় তবে ঐ নামঞ্জুরের দ্বারা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে আপীল করণের প্রতিবন্ধক হইবেক না এবং ঐরূপ আপীল মঞ্জুর করণের বিষয়ে চলিত আইনে যে বিধি আছে তদ্দৃষ্টে কার্য্য হইবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।—২৬৭ পৃষ্ঠা।

[ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার করণের দরখাস্তের ইষ্টাম্পের বিষয়ি বিধি ৫ অধ্যায়ের ২১ ধারাতে পাওয়া যাইবেক।]

১৬৮। সদর আদালতের যে জজ বা জজ সাহেবেরা ডিক্রী করিয়া থাকেন্ সেই সাহেব কি সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্যহওনের সময়ে ঐ আদালতে নিযুক্ত থাকিলে এবং ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য হওনের পর ছয় মাসপর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে এবং সেই বিষয়ের হুকুম দিতে অপারক না হইলে ঐ আদালতের অন্য জজ বা জজ সাহেবেরা ঐ দরখাস্তের বিষয় বিবেচনা করিতে ক্ষমতা রাখিবেন না। কেননা উপরের লিখিত হুকুমের অভিপ্রায় এই যে যে সাহেব বা সাহেবেরা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ সাধ্যানুসারে তাঁহার কি তাঁহারদের দ্বারা পুনর্ব্বিচার হয়। কিন্তু যে মোকদ্দমার উপর আর আপীল না হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় যদি এক জন জজ সাহেব তাঁহাকে অর্পণহওয়া ক্ষমতার অতিক্রম করিয়াছেন তবে সেই মোকদ্দমার বিষয়ে উপরের লিখিত নিয়ম সম্পর্ক রাখিবেক না। এইমত গতিকে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি অসম্পূর্ণ এবং আইনবিরুদ্ধ জ্ঞান হইবেক এবং ঐ রূপ বেআইন হওন বিষয়ে যদি অধিক জজ সাহেবের সম্মতি হয় তবে ঐ জজ সাহেবেরা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারা এবং ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার নিয়মানুসারে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন্।—১৮২৫ সা। ২ আ। ৩ ধা।—২৬৭ পৃষ্ঠা।

১৬৯। সদর আদালতের দুই জন জজ সাহেব এক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলে এবং তাঁহারা দুই জন ঐ সদর আদালতে থাকিলে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত উভয় সাহেবের হজুরে দরপেশ হইবেক। যদি সেই দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করণের বিষয়ে তাঁহারদের অনৈক্য হয় তবে যেপর্য্যন্ত সেই বিষয়ে সদর আদালতের অধিকাংশ জজের মত না পাওয়া যায় সেইপর্য্যন্ত ঐ আদালতের এক বা ততোধিক জজ সাহেবের নিকটে তাহা অর্পণ হইবেক।—৭৫৬ নম্বরী অর্থ।—২৬৮ পৃষ্ঠা।

১৭০। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের দ্বারা কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে যদি তিনি পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ এবং তৎপরে যদি সেই দরখাস্ত মঞ্জুর করণের কোন উপযুক্ত কারণ না দেখেন্ তবে তাঁহার ঐ হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। এবং ঐ জজ অনুপস্থিত হইলে এবং ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় দরখাস্ত শুনিতে না পারিলে সদর আদালতের এমত সাধ্য নাই যে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের হুকুম পুনর্ব্বিচার করিতে অন্য জজ সাহেবকে হুকুম দেন্।—৯৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৬৮ পৃষ্ঠা।

১৭১। সদর আদালতের দুই জন জজ সাহেব অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিলেন। ঐ দুই জন জজ সাহেব তৎপরে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন। এক জন আদালত ত্যাগ করিয়া গেলেন অপর জজ উভয়ের করা ডিক্রী বহাল রাখিলেন তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ দ্বিতীয় জজ সাহেবের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক।—৬৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৬৮ পৃষ্ঠা।

১৫ ধারা।

সদর আদালতে খাস আপীল।

১৭২। প্রধান সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তিহওয়া সকল মোকদ্দমার উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ২ প্র।—২৬৮ পৃষ্ঠা।

১৭৩। প্রধান সদর আমীনেরা আপনারদের ডিক্রী জারীক্রমে যে হুকুম করেন্ তাহার উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে এবং খাস আপীল সদর আদালতে হইতে পারে।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২২ ধা।—২৬৮ পৃষ্ঠা।

১৭৪। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারা এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৭ ধারা এবং ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৩। ৪। ৫ ধারাতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের বিষয়ে যে বিধি আছে তদনুসারে সদর আদালত কার্য্য করিবেন।—১৮২৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ২ প্র।—২৬৮ পৃষ্ঠা।

১৭৫। খাস আপীলের বিষয়ে জিলার আদালতের উপদেশের নিমিত্ত যে বিধি হইয়াছে তাহা সদর আদালতের খাস আপীলের বিষয়ে খাটিবেক। তাহা পঞ্চম অধ্যায়ের ১৬। ১৭। ১৮ ধারার মধ্যে পাওয়া যাইবেক।—২৬৯ পৃষ্ঠা।

১৭৬। খাস আপীল মঞ্জুর হইলে বিচারার্থে মোকদ্দমা তৈয়ার করণের বিষয়ে জাবেতামত আপীলের যে বিধি আছে সেই বিধির অনুসারে কার্য্য হইবেক।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৬৯ পৃষ্ঠা।

১৭৭। খাস আপীলের আরজীর সঙ্গে যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল হয় তাহার বিষয়ে দাখিল করণের সময়ে কিছু রসুম দিতে হইবেক না।—৫৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৬৯ পৃষ্ঠা।

১৭৮। খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে আপীলহওয়া মোকদ্দমার মিসিলে যে সকল আসল কাগজপত্র কি নকল ছিল না তাহার উপর ছয় সপ্তাহের মধ্যে দস্তাবেজের যে রসুম আইনানুসারে দেয় হয় তাহা দিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ৭ মের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৬৯ পৃষ্ঠা।

১৭৯। যদি রসুমের টাকা না দেওয়া যায় তবে অন্যান্য কসুর হইলে যেরূপ করা যায় সেইরূপে এই স্থলেও করা যাইবেক।—৫৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৬৯ পৃষ্ঠা।

১৮০। ১৮৪৩ সালের ১ মে তারিখের পর কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন দেওয়ানী আদালতসকল জাবেতামত আপীলক্রমে যে নিষ্পত্তি

করিয়া থাকেন্ সেই নিষ্পত্তি যদি কোন আইনের বিরুদ্ধ অথবা আইনের তুল্য প্রবল কোন ব্যবহারের বিরুদ্ধ কিম্বা আদালতের কোন দস্তুরের বিপরীত দৃষ্ট হয় অথবা আইনের বা দস্তুরের কিম্বা ব্যবহারের যে কোন নিয়মে উপযুক্ত সন্দেহ হইতে পারে এইমত কোন নিয়মঘটিত হয় তবে সেই আপীলের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল সদর আদালতে হইতে পারে।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ১ ধা।—২৬৯ পৃষ্ঠা।

১৮১। জাবেতামত আপীলের দরখাস্ত করণের যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদের মধ্যে যদি খাস আপীলের দরখাস্ত উক্ত আদালতে দাখিল না হয় তবে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ২ ধা।—২৬৯ পৃষ্ঠা।

১৮২। এমত খাস আপীলের বিষয়ি প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে সেই মোকদ্দমাতে যত ডিক্রী হইয়াছিল তাহার নকল দাখিল করিতে হইবেক।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৩ ধা। —২৬৯ পৃষ্ঠা।

১৮৩। খাস আপীলের দরখাস্ত সদর আদালতে দাখিল হইলে তাহা খাস আপেলাণ্ট অথবা তাহার উকীল কিম্বা মোখ্তারের সাক্ষাৎ ঐ আদালতের এক জন জজ সাহেব পাঠ করিবেন এবং ঐ জজ সাহেব আপন বিবেচনামতে ঐ মোকদ্দমার মিসিলের কোন কাগজপত্র তলব করিয়া পাঠ করিতে পারেন্ এবং দরখাস্তের জওয়াব দেওনের নিমিত্ত পক্ষান্তর ব্যক্তিকে তলব করিতে পারেন্।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৪ ধা।—২৬৯ পৃষ্ঠা।

১৮৪। যদি জজ সাহেব এইমত বোধ করেন্ যে এই আইনানুসারে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে তবে তিনি তদনুসারে হুকুম দিবেন এবং বিচার্য্যের মুল বিষয় এক সর্টিফিকটের মধ্যে ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিবেন এবং তাহা দেশীয় ভাষায় তরজমা হইবেক পরে ঐ আপীলের রীতিমত বিচার হইবেক। কিন্তু ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে লেখা আইনের মুল বিষয় নিষ্পত্তি করণার্থ মোকদ্দমার রোয়দাদের যে ভাগের আবশ্যক নাই তাহা তলব করিবার বা দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৫ ধা।—২৭০ পৃষ্ঠা।

১৮৫। যদি ঐ জজ সাহেবের বোধ হয় যে এই আইনানুসারে ঐ আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না তবে তিনি দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন এবং তাঁহার ঐ হুকুম চূড়ান্ত হইবেক।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৬ ধা।—২৭০ পৃষ্ঠা।

১৮৬। উক্তমতে কোন খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে উক্ত সর্টিফিকটের মধ্যে বিচার্য্য যে২ মুল বিষয় লেখা আছে সদর আদালতের সাহেবেরা কেবল তাহার বিচার করিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার অন্য কোন বিষয় বা অংশের বিচার করিবেন না।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৭ ধা।—২৭০ পৃষ্ঠা।

১৮৭। কিন্তু যদি আপীলের বিশেষ হেতু ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে অশুদ্ধ বা অসম্পূর্ণরূপে লেখা গিয়া থাকে তবে সদর আদালতের সাহেবেরা তাহা শুদ্ধ করিতে পারেন্। কিন্তু সর্টিফিকটের মধ্যে যে মুল বিষয় লেখা থাকে কেবল তাহাই শুধরাইতে পারেন্ অন্য কোন নূতন বিষয় সর্টিফিকটের মধ্যে লিখিতে আদালতের সাধ্য নাই।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৮ ধা।—২৭০ পৃষ্ঠা।

১৮৮। বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের চলিত আইনের মধ্যে খাস আপীলের বিষয়ে যে সকল হুকুম এই আইনের বিরুদ্ধ নহে তাহা বলবৎ থাকিবেক।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৯ ধা।—২৭০ পৃষ্ঠা।

১৮৯। আগামি ১ মে তারিখের পূর্ব্বে খাস আপীলের যে সকল দরখাস্ত গ্রাহ্য হইয়াছিল এই আইন জারী না হইলে তাহার যেরূপে বিচার ও নিষ্পত্তি হইত সেইরূপে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ১০ ধা।—২৭০ পৃষ্ঠা।

১৬ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল। মোকদ্দমার সংখ্যা। আপীলের মিয়াদ।

১৯০। সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির উপর শ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল হওনের বিষয়ে চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের চতুর্থ বৎসরের যে সকল বিধান ও হুকুম ও আইন হয় তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হজুর কৌন্সেলে ১০ আপ্রিল তারিখে রদ করিলেন।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিল তারিখের বিধি।—২৭১ পৃষ্ঠা।

১৯১। পশ্চাৎ লিখিত তফসীলের নানা বিধান ও হুকুম ও আইন শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর করিয়াছেন এবং তাহা সদর আদালতে চলন হইবেক।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিল তারিখের বিধি।—২৭২ পৃষ্ঠা।

উক্ত তফসীল।

১৯২। ১৮৩৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের পর যে ডিক্রী বা হুকুমের উপর আপীল হয় সেই ডিক্রী বা হুকুমের তারিখের পর যদি ছয় মাসের মধ্যে আপীল না হয় এবং যদি বিরোধি বিষয়ের মূল্য ন্যূন সংখ্যা কোম্পানির দশ হাজার টাকা না হয় তবে ঐ আপীল গ্রাহ্য হইবেক না। ইহার পূর্ব্বে আপীলের বিষয়ে যে পাঁচ হাজার পৌণ্ড ষ্টর্লিঙ্গের সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা ঐ তারিখঅবধি রদ হইবেক।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিল তারিখের বিধি।—২৭২ পৃষ্ঠা।

১৯৩। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইলে ঐ আদালতের সাহেবেরা রুবকারীতে ইহা লিখিবেন যে ঐ বিরোধি বিষয়ের মূল্য নিতান্ত দশ হাজার টাকা এবং ঐ রুবকারীর সর্টিফিকটের দ্বারা ঐ মূল্যের চূড়ান্তরূপে নির্ণয় হইল এইমত জ্ঞান হইবেক।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিল তারিখের বিধি।—২৭২ পৃষ্ঠা।

১৯৪। কিন্তু এই বিধানের এমত অভিপ্রায় নহে যে উক্ত সদর আদালতের ডিক্রী বা হুকুমে যে ব্যক্তি অন্যায়গ্রস্ত হয় সেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে অন্য কোন নিয়মক্রমে এবং ঐ বিশেষ গতিকে অন্য যে কোন নিষেধ ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা উচিত বোধ হয় ঐ২ নিয়মপ্রভৃতিক্রমে আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে যে ক্ষমতা ও পরাক্রম আবহমান আছে তাহার ব্যাঘাত হইয়াছে।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিল তারিখের বিধি।—২৭২ পৃষ্ঠা।

১৯৫। সদর আদালতহইতে কাগজপত্রের নকল ইঙ্গলণ্ড দেশে পঁহুছিলে কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সাহেবেরদের দ্বারা বিশেষরূপে নিযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের এক জন কর্ম্মকারক তাহার সম্বাদ ক্লার্ক অফ দি কৌন্সেল সাহেবকে দিবেন এবং উভয় বিবাদির নাম এবং ডিক্রীর তারিখ তাঁহাকে জানাইবেন। ঐ এক্তেলা কৌন্সেল দফ্তরেতে রেজিষ্টরী হইবেক।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিল তারিখের বিধি।—২৭৩ পৃষ্ঠা।

১৯৬। ঐ কাগজপত্রের নকল ইঙ্গলণ্ড দেশে কোম্পানি বাহাদুরের দফ্তরখানায় অথবা কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা যে স্থান পসন্দ করেন্ তথায় রাখা যাইবেক এবং বাদি প্রতিবাদিরদের মোখ্তারেরা ইচ্ছা করিলে সেই কাগজ দেখিতে পারিবেন। এবং যে কর্ম্মকারকের জিম্মায় ঐ কাগজপত্র থাকে তাঁহার উচিত যে হুকুম পাইলে ঐ কাগজপত্র শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে দাখিল করেন্।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিল তারিখের বিধি।—২৭৩ পৃষ্ঠা।

১৯৭। ঐ কাগজপত্র পঁহুছনের সম্বাদ রেজিষ্টরী হওনের পর যদি তিন মাসের মধ্যে আপেলাণ্টের আপীলের দরখাস্ত কৌন্সেলের দফ্তরে দাখিল না হয় অথবা ঐ তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে আপেলাণ্ট মোকদ্দমা না চালায় তবে রেস্পাণ্ডেণ্ট এমত দরখাস্ত করিতে পারে যে ঐ মোকদ্দমা না চালাওনপ্রযুক্ত ডিসমিস হয়। যদ্যপি ঐ রেজিষ্টরী হওনের পর এক বৎসরের মধ্যে রেস্পাণ্ডেণ্ট মোকদ্দমা না চালায় তবে আপেলাণ্ট এইমত দরখাস্ত করিতে পারে যে তাহার একতরফা ডিক্রী হয়।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিল তারিখের বিধি।—২৭৩ পৃষ্ঠা।

১৯৮। সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে যাহারা আপীল করিতে চাহে তাহারা ঐ ডিক্রীর দস্তখতী নকল বিনা ঐ আদালতে আপনারদের আপীলের আরজী দাখিল করিতে পারে।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৬ প্র।—২৭৪ পৃষ্ঠা।

১৯৯। যে সকল ব্যক্তিরা সদর আদালতের ডিক্রীর উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল করিতে চাহে যদ্যপি খরচাছাড়া মোকদ্দমার মুল্য দশ হাজার টাকা হয় তবে ডিক্রী হওনের পর ছয় মাসের মধ্যে তাহারা নিজে অথবা তাহারদের উকীল আপীলের আরজী দাখিল করিবেন। পরে সদর আদালতে তাহা গ্রাহ্য হইবেক এবং যেমত হুকুম আছে সেইমত কার্য্য হইবেক।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ২ ধা।—২৭৪ পৃষ্ঠা।

২০০। যেং মোকদ্দমার উপর এইরূপ আপীল হইতে পারে তাহা নির্ণয় করণার্থ হুকুম হইল যে ফি পৌণ্ড ষ্টর্লিঙ্গ চলন ১০ টাকার হিসাবে ১০০০ পৌণ্ড ষ্টর্লিঙ্গ কোম্পানির দশ হাজার টাকা জ্ঞান হইবেক। এবং যে মোকদ্দমার আপীল ঐ হজুরে হয় সেই মোকদ্দমা ভূমির কিম্বা নগদ অথবা জিনিস যাহার হউক তাহার সংখ্যা ও মুল্যের নির্ণয় যেমতে মোকদ্দমার মুল্য নির্ণয় হয় সেইমতে করা যাইবেক।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৩ ধা।—২৭৪ পৃষ্ঠা।

২০১। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমাতে যদি কোন ব্যক্তি সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীতে নারাজ হইয়া পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করে তবে ঐ দরখাস্ত যত কাল মুলতবী থাকে তত কাল আপীলের নিরুপিত মিয়াদহইতে বাদ দিতে আপন হক বলিয়া দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করিলেও আপীলের মিয়াদ রক্ষা করিবার জন্য তৎসমকালীন আপীলের দরখাস্ত আদালতে দাখিল করিতে পারে। এইমত গতিকে তাহার উচিত যে আপনার আপীলের আরজীর মধ্যে এই কথা লেখে যে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করিয়াছি এবং তাহা অদ্যাপি মুলতবী আছে এবং যদি তাহা বিফল হয় তবে আপীল করিব।—১৮৪২ সালের ১৭ জুনের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৭৪ পৃষ্ঠা।

২০২। আপীলের দরখাস্ত সিরিশ্তায় দাখিল হইলে খরচার জামিনীর মাতবরীর তহকীক করণের হুকুম হইবেক। যদি পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় তবে কাগজপত্র তরজমা করণের হুকুম হইবেক এবং আপীল রীতিমত চলিবেক।—১৮৪২ সালের ১৭ জুনের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৭৫ পৃষ্ঠা।

১৭ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল। খরচার ও ডিক্রী জারী কিম্বা স্থগিত করণের জামিনী।

২০৩। শ্রীলশ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল হইলে যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার স্থানে সদর আদালত জামিন লইয়া ডিক্রী জারী করিতে হুকুম দিতে পারেন্ অথবা পরাজিত ব্যক্তির স্থানে সেইরূপে জামিন লইয়া আপীল থাকন সময়ে ডিক্রী জারী স্থগিত করিতে পারেন্। কিন্তু সকল গতিকে আপেলাণ্টের স্থানে যত

টাকার খরচার জামিন লওয়া বিবেচনায় আইসে তাহার এবং চূড়ান্ত ডিক্রী মানিবার অর্থে সদর আদালত জামিন লইবেন। ঐ জামিন দেওয়া গেলে মোকদ্দমার আপীল মঞ্জুর হইয়াছে আদালত এমত সম্বাদ দিবেন এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে আপেলান্ট ও রেস্পাণ্ডেন্টকে হুকুম করিবেন।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৪ ধা।—২৭৫পৃষ্ঠা।

২০৪। আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে খরচার জামিন আপেলান্টের দিতে হইবেক। আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ শেষহওনের পূর্ব্বে জামিনী বিনা আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিলে ঐ মিয়াদ সম্পর্কে আপীল করণের অধিকার আপেলান্টের থাকিবেক না। —১৭৯৮ সা। ২ আ। ১০ ধা।—২৭৫ পৃষ্ঠা।

২০৫। যখন শ্রীলশ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল হইয়াছে তখন সেই মোকদ্দমা চালাওনেতে যে সকল খরচা হইতে পারে তাহার জামিনীপত্র আপীলের আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক। যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার তারিখের পর ছয় মাসের মধ্যে জামিনী দিতে হইবেক। না দিলে আপেলান্টের আপীলকরণের অধিকার থাকিবেক না। দশ হাজার টাকার মালজামিন দিতে হইবেক। পরে তাহা উপযুক্ত ও মাতবর কি না ইহা তহকীক করণার্থ জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক। জিলার জজ সাহেবের নিকটে ঐ মালজামিনের মাতবরীর প্রমাণ দিবার নিমিত্ত আপেলান্টকে ছয় মাস মিয়াদ দেওয়া যাইবেক। ছয় মাস অতীত হইলে আপেলান্ট যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এমত হৃদ্বোধ করিতে না পারে যে ঐ জামিন মাতবর তবে তত্তুল্য নগদ টাকা অথবা প্রোমিসরি নোট তাহার আমানৎ করিতে হইবেক যদি তাহার পরে তিন মাসের মধ্যে আমানৎ না করে তবে আপীল করণের অধিকার থাকিবেক না।—১৮৪১ সালের ২৪ ডিসেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৭৬ পৃষ্ঠা।

২০৬। আপীলের আরজীর সঙ্গে কিম্বা যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার তারিখের পর যদি ছয় মাসের মধ্যে খরচার নিশা করণের জামিনীপত্র দাখিল না হয় এবং যদি আপেলান্ট উক্ত ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে আপীলের মিয়াদ অতীত হওনের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে জামিনীর তুল্য নগদ টাকা কি কোম্পানির প্রোমিসরি নোট আমানৎ করিতে দরখাস্ত না করে তবে তাহার আপীল নথীহইতে উঠান যাইবেক। যদ্যপি ঐ আপেলান্ট টাকার জামিন দিবার অনুমতির দরখাস্ত করে তবে পূর্ব্বোক্তমত হিসাব করা আর তিন মাস মিয়াদ তাহাকে দেওয়া যাইবেক। যদ্যপি সেই মিয়াদের মধ্যে টাকা দাখিল না হয় তবে আপীল করণের অধিকার থাকিবেক না।—১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৭৬ পৃষ্ঠা।

২০৭। যদ্যপি জামিনী মঞ্জুর হওনের পর মাতবর নহে দৃষ্ট হয় তবে আপেলান্টকে তিন মাসের মধ্যে অন্য মাতবর জামিনী দাখিল করিতে হুকুম হইবেক। তিন মাসের মধ্যে জামিন না দিলে জামিনীর সংখ্যার টাকা তৎপরে তিন মাসের মধ্যে আমানৎ করিতে হুকুম হইবেক। তাহা না করিলে আপেলান্টের দরখাস্ত নথীহইতে উঠান যাইবেক এবং আপীল করণের অধিকার থাকিবেক না।—১৮৩৬ সালের ৩০ ডিসেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৭৬ পৃষ্ঠা।

২০৮। আপেলান্ট যে জামিনীর প্রস্তাব করে তাহার তহকীককরণার্থ জিলার আদালতে পাঠান গিয়া থাকে। ঐ তহকীক করণার্থ ছয় মাস মিয়াদ দেওয়া যায়। এবং সেই বিষয়ে ক্রমিক যাহা২ হয় তাহার মিয়াদী রিটর্ণ সদর আদালতে পাঠান গিয়া থাকে।—১৮৪২সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরকুল্যর অর্ডর।—২৭৬ পৃষ্ঠা।

২০৯। এই নিয়ম মতান্তর হইল। উত্তর কালে মিয়াদী রিটর্ণ করণের আবশ্যক নাই ছয় মাসের শেষে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে সম্পূর্ণ রিটর্ণ করিতে হইবেক। কিন্তু যেপর্য্যন্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হইয়াছে তাহার এক রিপোর্ট নিয়মিত পাঠানুসারে ইঙ্গরেজী ও এদেশীয় ভাষায় তিন মাসে দিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।—২৭৬ পৃষ্ঠা।

২১০। ঐ তহকীক যত শীঘ্র সমাপ্ত হইতে পারে তত শীঘ্র করিতে অধস্থ আদালতের-দিগকে হুকুম হইল কিন্তু তাঁহারা ছয় মাসের অধিক বিলম্ব কখন করিবেন না। ছয় মাসের মধ্যে রিটর্ণ না করিলে নয়। জিলার জজ সাহেবের ঐ মিয়াদ বাড়াইবার কোন ক্ষমতা নাই। যদি এই বিষয়ে কোন দরখাস্ত হয় তাহা সদর আদালতে গুজরাইতে হইবেক। যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে তহকীক সাঙ্গ না হয় তবে জজ সাহেব তাহার কারণ সদরে জানাইবেন এবং যে ব্যক্তির ত্রুটিতে তাহা সমাপনের ব্যাঘাত হইয়াছে তাহার নাম সপষ্ট করিয়া লিখিবেন।—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—২৭৭ পৃষ্ঠা।

২১১। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে যে রিটর্ণ করিতে হয় তাহা পাঠাওনের পর নাজির অথবা অন্য যে আমলার প্রতি ঐ তহকীক করণের ভার অর্পণ হইয়াছিল তিনি যে কোন কার্য্যের বিবরণ অথবা রিপোর্ট জিলার আদালতে দাখিল করেন্ তাহা সদর আদালতে পাঠাইতে নিষেধ নাই।—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—২৭৭ পৃষ্ঠা।

২১২। শ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে মোকদ্দমার আপীল হইলে যে সদর পত্তনি তালুকের বিষয়ে কোন আপত্তি নাই এমত তালুকে ঐ পত্তনিদারের যে লাভ আছে তাহা উপযুক্ত জামিনীর ন্যায় জ্ঞান হইতে পারে।—১০০৪ নম্বরী আইনের অর্থ। —২৭৭ পৃষ্ঠা।

২১৩। শ্রীশ্রীমতী মাহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীলের বাবৎ কোর্ট অফ ডৈরেক্-টর্স সাহেবেরা যাহা খরচ করিয়া থাকেন্ তাহা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত সরকারী উকীল যে২ মোকদ্দমায় সরকার বাদী বা প্রতিবাদী হন্ সেই২ মোকদ্দমায় যেরূপ কর্ম্ম করেন্ তদ-নুসারে মফঃসল আদালতে উদ্যোগ করিবেন।—১৮৩৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৭৭ পৃষ্ঠা।

২১৪। সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রীর উপর শ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল হইলে এবং ঐ হজুর কৌন্সেলহইতে খরচা দেওনের হুকুম হইলে যদি ঐ খরচার বিষয়ে ইঙ্গলণ্ড দেশে মোখ্তারেরা বন্দোবস্ত না করেন্ এবং যদি তাহা এদেশে আদায় হয় তবে সময়ে২ বাজার ভাওঅনুসারে তাহা ইঙ্গলণ্ড দেশে পাঠান যাইবেক।—১৮৩৭ সালের ১১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৭৭ পৃষ্ঠা।

২১৫। কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা যে খরচা দিয়াছেন তাহার উপর যদি সুদের দাওয়া হয় তবে সরকারী উকীল প্রত্যেক গতিকে যে সুদের দাওয়া করেন্ তাহার হার জানাইবেন এবং পক্ষান্তর ব্যক্তির ঐ দাওয়ার বিষয়ে কোন ওজর থাকিলে তাহা জানাইতে পারেন্।—১৮৩৯ সালের ৫ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৭৭ পৃষ্ঠা।

২১৬। শ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল হইলে অন্যান্য আপেলান্টেরদের যেরূপ মালজামিন দিতে হয় সেইরূপে পাপর আপেলান্টেরো জামিন দিতে হইবেক অর্থাৎ আসল খরচার বাবৎ পাঁচ হাজার টাকা এবং কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের আক্ট পার্লিমেন্টের অনুযায়ি আপেলান্টের তরফে আপীল নির্ব্বাহ করি-তে হইলে তাঁহারদের যে খরচা লাগিবেক তাহার বাবৎ আর পাঁচ হাজার টাকা।—১০৩২ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৭৮ পৃষ্ঠা।

২১৭। প্রতিমোকদ্দমার খরচার দরুণ আপেলান্টের যে জামিন দিতে হইবেক তাহা ২৫,০০০ কোম্পানির টাকায় নিরূপণ হইল।—১৮৪২ সালের ২৫ নবেম্বরের সদর আদা-লতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৭৮ পৃষ্ঠা।

২১৮। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে যে মোকদ্দমার আপীল হয় সেই মো-কদ্দমার খরচার জামিনস্বরূপ কোম্পানির প্রোমিসরি নোট দাখিল হইলে সেই নোটের বাজারে সময়ক্রমে যে মুল্য হয় সেই মুল্যে গ্রহণ হইবেক।—১৮৪২ সালের ২৫ নবেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৭৮ পৃষ্ঠা।

২১৯। যোত্রহীনের ন্যায় যাহারা শ্রীশ্রীমতী মাহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল করে

তাহারদের দরখাস্ত দুই টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।—১৮৪১ সালের ১৫ আপ্রিলের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৭৮ পৃষ্ঠা।

২২০। আপীলেতে যে খরচা হইতে পারে তাহার বাবৎ এবং ডিক্রী মানিবার বাবৎ যদি পাপর জামিন না দেয় তবে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের হজুরে যে আপীল করে তাহা মঞ্জুর হইবেক না।—১৮৩১ সালের ১৫ আপ্রিলের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৭৮ পৃষ্ঠা।

২২১। বিশেষ কারণ হইলে সদর আদালত আপেলাণ্টের স্থানে জামিন লইয়া বিরোধি বস্তু তাহার ভোগদখলে রাখিতে পারেন্।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা। ৩ প্র। —২৭৮ পৃষ্ঠা।

১৮ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল। কাগজপত্র প্রেরণ করণ। ডিক্রী জারী।

২২২। কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতহইতে যে আপীল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে হয় তাহার কোন কার্য্যসম্পর্কীয় বা তাহা চালাইবার নিমিত্ত যে কাগজপত্রের নকলের আবশ্যক হয় তদ্বিষয়ে ইষ্টাম্পের মাসুল কি উপস্থিত রসুম দিতে হইবেক না।—১৮৩৯ সা। ১১ আ।—২৭৮ পৃষ্ঠা।

২২৩। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে যে আপীল হয় তাহা সদর আদালত মঞ্জুর করিলে সেই মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ডিক্রী কিম্বা হুকুমের রোয়দাদ ও সাক্ষিগণের জোবানবন্দী ও নিদর্শনী লিখন এদেশীয় চলন ভাষায় থাকিলে তাহার তরজমা ইঙ্গরেজীতে করাইয়া তাহার দুই প্রস্থ নকল ইঙ্গলণ্ডের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত গবরনর্ বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করিবেন। এবং আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্ট সেই কাগজপত্র নকল করিবার খরচ দিতে স্বীকার করিলে আদালতের রেজিষ্টর সাহেব তাহারদের দরখাস্তমতে সেই কাগজপত্রের নকল করাইবেন। এবং যাবৎ তাহারা খরচ না দেয় তাবৎ তাহারা নকল পাইবেক না এবং তাহারা যে টাকা দেয় তাহা সরকারে জমা হইবেক এবং সরকারহইতে খরচ দিয়া আদৌ সেই নকল তৈয়ার করা যাইবেক।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৫ ধা।—২৭৯ পৃষ্ঠা।

২২৪। যে ডিক্রীর উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল হয় তাহা যদি কোন আইনানুসারে হইয়া থাকে কিম্বা ঐ ডিক্রীর মধ্যে কোন আইনের প্রস্তাব লেখা গিয়া থাকে তবে সেই আইন সমুদয়ের কিম্বা তাহার আবশ্যক ভাগ নকল হইয়া ঐ মোকদ্দমার যে রোয়দাদ শ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে পাঠান যায় কি উভয় বিবাদিকে দেওয়া যায় ঐ নকল তাহার শামিলে রাখা যাইবেক।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৬ ধা।—২৭৯ পৃষ্ঠা।

২২৫। কিন্তু এই প্রকার আপীলের বিষয়ে যে আক্ট পার্লিমেণ্ট হইয়াছে তদনুযায়ি এই আইনের বিরুদ্ধে কোন আপীল মঞ্জুর করিতে কি নামঞ্জুর করিতে শ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে যে ক্ষমতা আছে এই আইনের দ্বারা তাহার কিছু হানি হইয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক না।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৭ ধা।—২৭৯ পৃষ্ঠা।

২২৬। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল হইলে ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের ৫ ধারায় যে কাগজপত্রের বিষয় লিখিত আছে কেবল তাহারি তরজমা হইবেক। —১৮৪০ সালের ৩ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৭৯ পৃষ্ঠা।

২২৭। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীলহওয়া মোকদ্দমার কাগজপত্র যদি তরজমা করিতে হয় তবে যে কাগজপত্রের তরজমা হইবেক তাহার এক ফিরিস্তি রেজিষ্টর সাহেব প্রস্তুত করিবেন এবং তাহার দুই নকল সদর আদালতের জজ সাহেবকে

দিবেন এবং তিনি এক২ নকল উভয় বিবাদির উকীলকে দিয়া হুকুম করিবেন যে ঐ ফিরিস্তিতে যদি তাহারদের কোন ওজর থাকে তবে তাহা জানাউক অথবা যদি অন্য কোন কাগজপত্র তাহারদের তরজমা করিয়া পাঠাইবার ইচ্ছা থাকে তবে তাহা জানায়।—১৮৪০ সালের ৩ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৮০ পৃষ্ঠা।

২২৮। ঐ প্রকার আপীলহওয়া মোকদ্দমার যে কাগজপত্র তরজমা করণের আবশ্যক হয় তাহার ফিরিস্তি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এক মাস দেওয়া যাইবেক অধিক কাল দেওয়া যাইবেক না।—১৮৪২ সালের ৬ মের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৮০ পৃষ্ঠা।

২২৯। যদ্যপি ঐ কাগজপত্র ইঙ্গলণ্ডে পাঠান গেলে পর উভয় বিবাদী রফানামা দাখিল করে তবে ঐ আপীল নথীহইতে উঠাইবার নিমিত্ত তাহার তরজমা হইয়া রীতিমতে ইঙ্গলণ্ড দেশে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে পাঠান যাইবেক।—১৮৩৪ সালের ২ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৮০ পৃষ্ঠা।

২৩০। কিন্তু যদি সেই কাগজপত্র ইঙ্গলণ্ড দেশে পাঠান যায় নাই তবে ঐ রফানামা সদর আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে।—১৮৩৪ সালের ২ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৮০ পৃষ্ঠা।

২৩১। যখন কোন ডিক্রী ইঙ্গলণ্ড দেশের হজুর কৌন্সেলহইতে পঁহুছে তখন যে জিলার মধ্যে ঐ মোকদ্দমার হেতু হইয়াছিল সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে তাহা জারী হওনার্থ পাঠান যায় এবং তাঁহাকে এইমত হুকুম দেওয়া গিয়া থাকে যে আদালতের ডিক্রী জারী করণের নিমিত্তে যে বিধি আছে সেই বিধির অনুসারে সামান্যতঃ ঐ ডিক্রী জারী করেন্। এবং ঐ জিলার জজ সাহেবের হুকুমে যাহারা নারাজ হয় তাহারা রীতিমতে আপীল করিতে পারে।—১০৬৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৮০ পৃষ্ঠা।

২৩২। ২৩৩। কিন্তু শ্রীলশ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের কোন একটা বিশেষ ডিক্রীর বিষয়ে এমত অনুভব হইল যে সদর আদালতের ডিক্রী হওনের পূর্ব্বে বাদিপ্রতিবাদিরা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় তাহারদিগকে রাখিতে হইবেক। অতএব ডিক্রীদার সদর আদালতের হুকুমক্রমে যে সকল ওয়াসিলাৎ ফিরিয়া দিয়াছিল তাহা এবং তৎপরে যত কাল বেদখল ছিল তত কালের ওয়াসিলাৎ ও তাহার সুদ এবং সদর দেওয়ানী আদালতের আপীলের খরচা রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে নূতন মোকদ্দমা না করিয়া ফিরিয়া পাইতে পারে। এবং ঐ ডিক্রী জারী করণেতে সেই ওয়াসিলাৎ তাহাকে দেওয়াইতে জিলার আদালতের ক্ষমতা আছে।—১০৬৬ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৮০ পৃষ্ঠা।

১৯ ধারা।

সদর আদালতের আমলা।

২৩৪। কোম্পানির চিহ্নিত চাকরভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে আলাহাবাদ ও কলিকাতার সদর আদালত ডেপুটী রেজিষ্টরী অথবা আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্টরী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন্। ঐ আদালতের রেজিষ্টর সাহেব যে২ কর্ম্ম করিয়া থাকেন্ তাহার কোন২ কর্ম্ম ঐ ডেপুটী রেজিষ্টরকে অর্পণ করিতে পারেন্।—১৮৪০ সা। ৭ আ।—২৮১ পৃষ্ঠা।

২৩৫। ডেপুটী রেজিষ্টর সকল সরকুলর অর্ডরে সহী করিবেন এবং ইষ্টাম্প কাগজে উভয় বিবাদিকে যে কাগজপত্রের নকল দেওয়া যায় তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং প্রথম আসিষ্টাণ্ট সাহেবের প্রতি অর্পিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। প্রথম আসিষ্টাণ্ট সাহেব প্রিসেপ্টে সহী করিবেন এবং আদালতের হুকুমক্রমে বাদিপ্রতিবাদিকে দেওনার্থ অথবা আদালতের রোয়দাদে রাখিবার নিমিত্ত শাদা কাগজে যে সকল নকল হয় তাহাতে দস্তখৎ করিবেন।—১৮৪০ সালের ৩ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।—২৮১ পৃষ্ঠা।

২৩৬। ১৮৪০ সালের ৭ আইনানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে যে ডেপুটী রে-

জিষ্টর নিযুক্ত হন্ তিনি মোকদ্দমা প্রস্তুত করণ এবং ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে অধস্থ আদালতের প্রতি হুকুম পাঠাইবার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।—১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—২৮১ পৃষ্ঠা।

২৩৭। ডেপুটী রেজিষ্টর জিলার আদালতের সাহেবেরদের নিকটে প্রিসেপ্ট না পাঠাইয়া রুবকারীর দ্বারা লিখনপঠন করিবেন।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৮১ পৃষ্ঠা।

২৩৮। সদর দেওয়ানী আদালত হজুর কৌন্সেলে জিজ্ঞাসা না করিয়া নাজিরের পেয়াদাভিন্ন আপন২ আদালতের ইউরোপীয় এবং এদেশীয় কর্ম্মকারক ও আমলারদিগকে তগীর ও বহাল করিতে এবং তাহারদের ইশ্‌তাফা মঞ্জুর করিতে পারেন্।—১৮০৯ সা। ৮ আ। ৩ ধা।—২৮১ পৃষ্ঠা।

২৩৯। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আপনারদের আমলারদের নামে রেশ্বৎ এবং জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনের নালিশ গ্রহণ করিতে পারেন্ এবং ফরিয়াদীকে আদালতে নালিশ করিতে হুকুম দিতে পারেন্।—১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ৯ ধা। ১২ প্র। —২৮১ পৃষ্ঠা।

২৪০। এবং সেইরূপে আপনারদের পণ্ডিত ও মৌলবীরদের নামে নালিশ গ্রহণ করিয়া সেইরূপ কর্ম্ম করিতে হুকুম দিতে পারেন্।—১৭৯৩ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ১ প্র। —২৮২ পৃষ্ঠা।

২৪১। সদর আদালতের সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের বিনাঅনুমতিতে আপনারদের তাবে আমলাসকলের একের নির্দ্ধারিত বেতনহইতে কিছু কর্ত্তন করিয়া অন্যকে দিতে কিম্বা আপনারদের সিরিশ্‌তায় যত জন আমলা নিযুক্ত থাকে তাহার কমী ও বেশী করিতে পারেন্ না।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ২৩ ধা।—২৮২ পৃষ্ঠা।

২৪২। সদর দেওয়ানী আদালতের নাজির আপনার তাবে নায়েব ও মৃধা সকল ও পেয়াদাগণ ইত্যাদি প্রকার যে চাকরদিগের কৃত কর্ম্মের দায়ে ঠেকে সেই চাকরেরদিগকে নিজ প্রভুত্বে নিযুক্ত করিতে পারে। এবং যদি সেই প্রকার কোন চাকরের কর্ম্ম স্থান শূন্য হয় তবে তৎকালে আদালতের মঞ্জুরীক্রমে সেই কর্ম্মে অন্য লোককে নিযুক্ত করিতে পারে। এবং আদালতে বিশিষ্ট হেতু দর্শাইলে সেই প্রকার লোকদিগকে তগীর করিতে পারে কিন্তু আদালতের অগোচরে কিম্বা বিনাঅনুমতিতে তগীর করিতে পারে না।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ১২ ধা।—২৮২ পৃষ্ঠা।

২৪৩। সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী লোকের নিয়োজনের এবং কর্ম্মচ্যুত হওনের সম্বাদ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের মঞ্জুরীর নিমিত্ত তাঁহার হজুরে পাঠান যাইবেক।—১৮২৬ সা। ১১ আ। ৩ ধা।—২৮২ পৃষ্ঠা।

[জিলার আদালতের খাজাঞ্চী ও নাজিরের স্থানে জামিনী লইবার বিষয়ে যে বিধি আছে সদর-আদালতের খাজাঞ্চী ও নাজিরের বিষয়েও সেই বিধি খাটিবেক।]

২০ ধারা।

বাদিপ্রতিবাদিকে কাগজপত্রের নকল দেওন।

২৪৪। সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেব এদেশীয় ভাষার সিরিশ্‌তাহইতে কাগজপত্রের নকল দিতে পারেন্ এবং যদি ঐ প্রকার কাগজপত্র দেওয়া উচিত কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে সেই বিষয়ে সদর আদালতের বিশেষ হুকুম প্রার্থনা করিবেন। —১৮৩২ সালের ২৪ আগষ্টের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৮২ পৃষ্ঠা।

২৪৫। ইঙ্গরেজী ভাষার সিরিশ্‌তার পত্র ও রিপোর্ট ও লিপিপ্রভৃতির নকলের বিষয়ে

দরখাস্ত হইলে রেজিষ্টর সাহেব সদর আদালতের হুকুম প্রাপণের নিমিত্ত তথায় জানাই-বেন।—১৮৩২ সালের ২৪ আগষ্টের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৮৩ পৃষ্ঠা।

২৪৬। মোকদ্দমার বাদিপ্রতিবাদিভিন্ন অন্য ব্যক্তিরা নজির অর্থাৎ দৃষ্টান্তের কর্ম্মের নিমিত্ত ডিক্রীর নকল ॥০ আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে পাইয়া আসিতেছে। সেই ব্যবহার চলন থাকিবেক।—১৮৩৬ সালের ১২ ফেব্রুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৮৩ পৃষ্ঠা।

২৪৭। মোকদ্দমার দোষগুণ বিষয়ে জজ সাহেবেরা যে২ রুবকারীতে আপন২ মত লেখেন্ তাহার দস্তখতী নকল রেজিষ্টর সাহেব দিতে পারেন্ না কেবল শেষ ডিক্রীর নকল দিবেন।—১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৮৩ পৃষ্ঠা।

২৪৮। উক্ত নির্দ্ধারণের "শেষ ডিক্রী" এই কথাতে কেবল শেষ ফয়সলাকারি জজ সাহেবের রুবকারী বুঝায় না কিন্তু যে ডিক্রীর মধ্যে মোকদ্দমার বেওরা থাকে এবং দুই বা ততোধিক জজ সাহেব আপন২ মত লিখিলে সেই সকল জজ সাহেবের মত লেখা থাকে সেই ডিক্রী বুঝায়। আদালতের দ্বারা যে সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় তাহার বিষয়ে এই হুকুম খাটে।—১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৮৩ পৃষ্ঠা।

২৪৯। অধস্থ আদালতে পুনর্ব্বার তজবীজের নিমিত্ত যে সকল মোকদ্দমা ফিরিয়া পা-ঠান যায় সেই২ মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাওনের শেষ হুকুমের নকল দেওয়া যাইতে পারে। এমত গতিকে সেই মোকদ্দমায় অন্য২ যে জজ সাহেব বিচার সময়ে আপন২ মত কিম্বা হুকুম লিখিলেন সেই মত কিম্বা হুকুম লইবার আবশ্যক নাই।—১৮৪২ সালের ৮ জুলা-ইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৮৩ পৃষ্ঠা।

২৫০। একের অধিক জজ সাহেবের বৈঠকে যে২ মুৎফরক্কা মোকদ্দমার সদর আদা-লতের দ্বারা নিষ্পত্তি হয় সেই২ মোকদ্দমায় এক জন জজ সাহেবের হুকুম বা মতের নকল দেওয়া যাইবেক না। কিন্তু দরখাস্তকারির উচিত যে একাদিক্রমে যে সকল মত রোয়দাদে লেখা গিয়া থাকে তাহার নকল যোড়া দেওয়া কএক কেতা ইষ্টাম্প কাগজে লয়।—১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৮৩ পৃষ্ঠা।

২৫১। সদর আদালত এই সাধারণ বিধি করিয়াছেন যে জাবেতামত অথবা মুৎ-ফরক্কা মোকদ্দমায় জজ সাহেব যে শেষ হুকুম করেন্ তাহার রুবকারীভিন্ন অন্য কোন মতের রুবকারী দেওয়া যাইবেক না। এক২ রুবকারীর নকল এই বিধানের ২ দফার অনুসারে এবং এক জন জজ সাহেব যে মুৎফরক্কা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ তাহার রুব-কারী দেওয়া যাইতে পারে।—১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৮৩ পৃষ্ঠা।

২৫২। যে কর্ম্মের দাঁড়ার বিষয়ে মিয়াদী হুকুম হয় অথবা যে হুকুমে সদর আদা-লতের মত অথবা ডিক্রী না থাকে তাহার বিষয়ে উক্ত বিধান খাটে না।—১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।—২৮৩ পৃষ্ঠা।

২১ ধারা।

সদর আদালতের নিমিত্ত যে২ কাগজপত্র তরজমা হয় তাহার বিষয়।

২৫৩। যে কাগজপত্রের তরজমার আবশ্যক সদর আদালতে হয় তাহা রেজিষ্টর সাহেব কিম্বা আসিষ্টান্ট সাহেবেরা করিবেন যদি তাঁহারদের সেই কর্ম্ম করণের অবকাশ না থাকে তবে অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তাহা করা যাইবেক।—১৮০১ সা। ২ আ। ১৭ ধা।—পৃষ্ঠা।

২৫৪। জিলার আদালতের স্থানে যে সকল কাগজপত্র সদর আদালত তলব করেন্ তাহার তরজমা যখন ঐ জিলার আদালতের আমলারা অন্য কর্ম্মের বিনাব্যাঘাতে করিতে

পারে না তখন সদর আদালত সেই কর্ম্মে অন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে মোকরর করিতে জিলার আদালতকে হুকুম করিতে পরেন্।—১৭৯৭ সা। ১৯ আ। ৪ ধা।—২৮৪ পৃষ্ঠা।

২৫৫। রুবকারী এবং অন্যান্য কাগজপত্র তরজমা করণের নিমিত্ত যে বেতন দেওয়া যায় তাহার নিরিখের বিষয়ে ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারাতে যে হুকুম আছে তাহা সংশোধন করণের আবশ্যক হওয়াতে তাহা রদ হইল।—১৮৪২ সা। ৭ আ। ১ ধা। —২৮৪ পৃষ্ঠা।

২২ ধারা।

সদর আদালতের নিমিত্ত কাগজপত্রের নকল করণ ও প্রেরণ করণ।

২৫৬। আপীলী মোকদ্দমার আসল কাগজপত্র ও দস্তাবেজ সদর আদালতে পাঠাওনের পূর্ব্বে অধস্থ আদালত তাহার নকল করাইবেন এবং তাহাতে দস্তখৎ করিয়া আদালতের সিরিশ্তায় দাখিল করিবেন। যদি ঐ কাগজপত্র বহীর মধ্যে লেখা থাকে এবং ঐ বহী সদর আদালতে পাঠান যাইতে পারে না তবে তাহার যথার্থ নকল করা যাইবেক এবং তাহাতে মোহর ও দস্তখৎ হইয়া পাঠান যাইবেক। যদি কোন আসল কাগজ খোয়া গিয়া থাকে কিন্তু তাহার নকল কোন বহীর মধ্যে কি রুবকারীর সঙ্গে থাকে তবে সেই নকল আসল কাগজের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং তাহার এক নকল সদর আদালতে পাঠান যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১১ ধা।—২৮৫ পৃষ্ঠা।

২৫৭। উক্ত বিধান মতান্তর হইল। আপীলহওয়া মোকদ্দমার মিসিল পাঠাইবার সময়ে কেবল আসল সওয়াল জওয়াব ও জোবানবন্দী ও দস্তাবেজের কাগজ পাঠান যাইবেক অন্যান্য কাগজ পাঠান যাইবেক না। কিন্তু যে আদালতে আপীল হইয়াছে সেই আদালত এই প্রকার কাগজ চাহিলে তলব করিতে পারেন্।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ৮ ধা।—২৮৬ পৃষ্ঠা।

২৫৮। সদর আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার কাগজপত্র নকল করিবার যখন আবশ্যক হয় তখন জিলার আদালতের জজ সাহেব সদর আদালতের অনুমতি লইয়া মাসে ১০ টাকা মাহিয়ানায় কিছু কালের নিমিত্ত মুহুরীর নিযুক্ত করিতে পারেন্।—১৮৩৭ সালের ২৪ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডর।—২৮৬ পৃষ্ঠা।

২৫৯। কিন্তু তৎপরে হুকুম হইল যে সেপ্রকার সকল কাগজপত্র নকল করিতে হইলে তাহা পারসী হউক কি বাঙ্গলা হউক বা উর্দ্দু হউক উত্তর কালে চারি হাজার কথার নিমিত্ত এক টাকা করিয়া দেওয়া যাইবেক।—১৮৩৯ সালের ২৮ জুনের সরকুলর অর্ডর। —২৮৬ পৃষ্ঠা।

২৬০। জিলার জজ সাহেব সেই বিষয়ে যে বিল মঞ্জুর হওনার্থ পাঠান্ তাহাতে মোকদ্দমার নিদর্শন ও প্রত্যেক কাগজে কত কথা ছিল তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবেন। প্রত্যেক নথীর সঙ্গে এক ফর্দ্দে সিরিশ্তাদার লিখিবেন যে তাহাতে কত কথা আছে এবং তাহার নকল করিবার নিমিত্ত কত টাকা দেওয়া গেল।—১৮৩৯ সালের ২৮ জুনের সরকুলর অর্ডর।—২৮৬ পৃষ্ঠা।

২৬১। সদর আদালত একেবারে প্রধান সদর আমীনের স্থানে যে সকল কাগজপত্র তলব করেন্ তাহার বিষয়ে উক্ত বিধি খাটিবেক যদি তলবহওয়া কাগজ প্রধান সদর আমীনের সিরিশ্তার মুহুরীরের দ্বারা নকল হইতে না পারে তবে উপরি মুহুরীর নিযুক্ত করিবার অনুমতির বিষয়ে তিনি জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন।—১৮৩৯ সালের ২৮ জুনের সরকুলর অর্ডর।—২৮৬ পৃষ্ঠা।

২৬২। ১৮৩৯ সালের ২৮ জুনের সরকুলর অর্ডরঅনুসারে সিরিশ্তাদারের যে লিখনে সহী করিতে হয় তাহার নিরূপিত পাঠানুসারে দুই নকল করিয়া পাঠাইতে হইবেক। যে নথীর নকল হইয়াছিল তাহা না পাঠাওনের পূর্ব্বে মুহুরীরের বিল পাঠান যাইতে পারে না।—১৮৪১ সালের ১৩ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।—২৮৭ পৃষ্ঠা।

২৬৩। সরকারী কর্ম্মকারকের সদর আদালতে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে আসল কাগজপত্র না পাঠাইয়া তাহার নকল পাঠাইবেন যখন সেই প্রকার কোন কাগজপত্র পাঠান যায় এবং সিরিশ্‌তায় রাখিবার নিমিত্ত তাহার নকলের আবশ্যক হয় তখন কাগজ পাঠাওনের পূর্ব্বে তাহার নকল করিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ১৬ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—২৮৭ পৃষ্ঠা।

২৩ ধারা।

উভয় বিবাদির সঙ্গে সদর আদালতের লিখনপঠন।

২৬৪। সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত কিম্বা তাঁহারদের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা বা বিষয়ে বাদিপ্রতিবাদিরদের সঙ্গে লিখনপঠন করিতে ঐ আদালতের সাহেবেরদের প্রতি নিষেধ হইল। আদালতের নিকটে কোন ব্যক্তির কিছু দরপেশ করিতে হইলে সেই ব্যক্তি স্বয়ং হাজির হইয়া কিম্বা এক জন উকীলকে মোকরর করিয়া তাহা জানাইবেক। পরে সদর আদালত আইনানুসারে যে হুকুম উচিত বোধ হয় তাহা করিয়া তাহাতে আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎ করাইয়া ঐ ব্যক্তিকে দিবেন।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৬ ধা।—২৮৭ পৃষ্ঠা।

২৪ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা আইনের অর্থ করণ।

২৬৫। প্রবিন্স্যল আপীল আদালত যে প্রিসেপ্ট জিলার আদালতে পাঠান্ তাহা যদি চলিত আইনের বিরুদ্ধ বোধ হয় তবে জিলার আদালত প্রবিন্স্যল আদালতে তাহা জানাইবেন এবং যাবৎ ঐ আপত্তির উত্তর দ্বিতীয় প্রিসেপ্টের মধ্যে না পান্ তাবৎ ঐ হুকুম স্থগিত রাখিবেন। যদ্যপি দ্বিতীয় প্রিসেপ্টের দ্বারা প্রথম প্রিসেপ্ট বহাল থাকে তবে অধীন আদালত তাহা জারী করিবেন কিন্তু যদি জজ সাহেব তাহাতে সন্তুষ্ট না হন্ তবে তাহা জারীকরণের সম্বাদ দেওনের সময়ে তিনি এইমত প্রার্থনা করিতে পারেন্ যে ঐ বিষয় তাহার কাগজপত্র সমেত সদর আদালতে অর্পণ হয়। কেবল যে গতিকে আইনের অর্থের ব্যতিক্রমপ্রযুক্ত আইনের অভিপ্রায়ের বিষয়ে সন্দেহ হয় সেই গতিকে এমত বিষয় সদর আদালতে অর্পণ হইবেক।—১৭৯৬ সা। ১৮ আ। ২ ধা।—২৮৮ পৃষ্ঠা।

২৬৬। উক্ত বিধানানুসারে যখন সদর আদালতে কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসা হয় তখন আইনের লিখিত বিষয়ের অর্থক্রমে ঐ আদালত যাহা নিশ্চয় করেন্ তাহা চূড়ান্ত হইবেক।—১৭৯৬ সা। ১০ আ। ৩ ধা।—২৮৮ পৃষ্ঠা।

২৬৭। যদি আইনের কোন ভাগের অর্থের বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরদের মনে কোন সন্দেহ হয় অথবা যদ্যপি তাঁহারদের বোধ হয় যে আইনের মধ্যে তাহার বিষয়ে কোন স্পষ্ট হুকুম নাই তখন নূতন আইন প্রস্তুত হইবার অভিপ্রায়ে শ্রীযুত গবরনর্‌জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে তাহার রিপোর্ট করিবেন।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৪ ধা।—২৮৮ পৃষ্ঠা।

২৬৮। কেবল মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় আইনের যথার্থ অর্থের বিষয়ে মতের বৈপরীত্য হইলে উপরের উক্ত আইন খাটিবেক। ডিক্রীর বিষয়েতে সন্দেহ হইলে ঐ আইন খাটিবেক না যেহেতুক যদি ডিক্রীর মধ্যে ঐ বিবাদী কিছু অসঙ্গত বোধ করে তবে আপীল করণ কিম্বা পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করণের দ্বারা তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেক।—৪৭৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—২৮৯ পৃষ্ঠা।

২৬৯। ১৭৯৬ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা মতান্তর হইল। যখন কোন আইনের অর্থের বিষয়ে সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হয় তখন আলাহাবাদ ও কলিকাতাস্থ সদর আদালত সেই বিষয়ে আপনারদের মত একে অন্যকে জানাইবেন এবং আইনের সেরূপ অর্থের বিষয়ে যাবৎ উভয় আদালত একবাক্য না হন্ তাবৎ তাহা জারী হইবেক না।—১৮৩১ সালের ২২ নবেম্বরের গবর্ণমেণ্টের হুকুম।—২৮৯ পৃষ্ঠা।

অবশেষ আইনইত্যাদির খোলাসা।

অর্থাৎ এই পুস্তক মুদ্রিত হওনের সময়ে যে২ নূতন আইন এবং কনষ্ট্রকসন ও সরক্যুলর অর্ডর হয় অথবা ভ্রমক্রমে যে আইনপ্রভৃতি দেওয়া যায় নাহি তাহার খোলাসা নীচে দেওয়া যাইতেছে।

[৪ অধ্যায়ের ১ ধারার ৭ নম্বরের পর ইহা পড়।]

কালেক্টর সাহেবের কাছারী যে কোন সময়ে খোলা থাকে সেই সময়ে ঐ কালেক্টর সাহেব ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে সরাসরী মোকদ্দমা শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ কিন্তু যে সময়ে দেওয়ানী আদালত বন্দ থাকে সেই সময়ে বাদিপ্রতিবাদিরদের হাজির না হওয়াপ্রযুক্ত তাহারদের মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেব ডিসমিস করণের বিষয়ে অতিসাবধান ও বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিবেন।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ১৪ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—৩৬৮ পৃষ্ঠা।

[৪ অধ্যায়ের ৪৮ ধারার ৪৩০ নম্বরের পর ইহা পড়।]

ভূমির অধিকার বা তাহার অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় রেজিষ্টরী না হওয়া পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি পূর্ব্বে ছিল ইহা জ্ঞাত থাকনের বা সম্বাদ পাওনের বিষয়ে আইনের মধ্যে যে বিধি আছে তাহা আগামি ১ মে তারিখঅবধি রদ হইবেক এবং ভূমির অধিকার অথবা তাহার কোন লাভসম্পর্কীয় যে দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী করণের হুকুম আছে তাহা যদি তৎপরের লিখিত সেই বিষয়ি দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী হওনের পূর্ব্বে রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে তবে তৎপরের লিখিত যে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী হয় তদনুসারে যে ব্যক্তি দাওয়া করে তাহার দাওয়া বলবৎ হইবেক। এবং পূর্ব্বের হওয়া দলীলদস্তাবেজ থাকনের বিষয় সেই ব্যক্তি জানিয়াছিল এমত কথিত হইলেও সেই দলীলদস্তাবেজ অসিদ্ধ হইবেক না।—১৮৪৩ সা। ১ আ।—৩৬৯ পৃষ্ঠা।

[৫ অধ্যায়ের ১০ ধারার ১৫৮ নম্বরের পর ইহা পড়।]

১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারার উপলক্ষে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে২ গতিকে উকীলের শৈথিল্য কিম্বা ক্রটি অথবা অমনোযোগপ্রযুক্ত তাহার মওক্কেলের মোকদ্দমা উক্ত আইনানুসারে ডিসমিস হয় সেই গতিকে উকীলের অতিকঠিন দণ্ড করা উচিত। অতএব ফরিয়াদী কি আপেলান্টের উকীল কি মোখ্তারের দূষণীয় ক্রটি বা শৈথিল্যপ্রযুক্ত তাহার মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে সেই উকীল বা মোখ্তারের সনদ কাযে২ বাতিল হইবেক এবং যে আদালতের উকীল বা মোখ্তারের সনদএইরূপে বাতিল হয় সেই আদালতের কর্ত্তা সদর দেওয়ানী আদালতের বিশেষ অনুমতি না পাইলে তাহাকে নূতন সনদ দিতে পারেন্ না।—১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।—৩৭০ পৃষ্ঠা।

[৬ অধ্যায়ের ১ ধারার ২৩ নম্বরের পর ইহা পড়।]

আদালতের ডিক্রী জারীর নিমিত্ত কোন সিরিশ্তার অধীন ব্যক্তির মাহিয়ানা বাদ দেওনের বিষয়ে ঐ সিরিশ্তার কর্ত্তার নিকটে দরখাস্ত হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিষয়ে সদর আদালত এই বিধান করিতেছেন। আসামীর নিতান্ত পাওনা মাহিয়ানাভিন্ন অন্য টাকার বিষয়ে উক্ত প্রকার গতিকে সিরিশ্তার কর্ত্তার নিকটে দরখাস্ত করিতে হইবেক না এবং তিনি হুকুম দিবেন না কিন্তু যদি আসামীর উত্তর কালের মাহিয়ানার উপর বরাৎ লইতে ফরিয়াদী স্বীকার করে তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে আসামী যে সিরিশ্তায় থাকে সেই সিরিশ্তার কর্ত্তাকে ঐ আপোসে বন্দোবস্তের বৃত্তান্ত জানান্ এবং ঐ মোকদ্দমা আপন নথীহইতে উঠাইয়া দেন্।—১৮৪৩ সালের ২০ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।—৩৭০ পৃষ্ঠা।

[৬ অধ্যায়ের ২ ধারার ৪৬ নম্বরের পর ইহা পড়।]

১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১৩ ধারার অনুসারে নীলামী ভূমির মূল্যের উপর শতকরা ৫৲ টাকার হারে খরীদারের প্রতি আমানৎ করিবার যে হুকুম আছে তাহার পরি-

বর্ত্তে এই হুকুম হইল যে সেই ভূমির মূল্যের উপর সেই ব্যক্তি শতকরা ১৫৲ পনের টাকা আমানৎ করিবেক।—১৭৯৬ সা। ১২ আ। ২ ধা।—৩৭১ পৃষ্ঠা।

[৬ অধ্যায়ের ৮ ধারার ১৪৩ নম্বরের পর ইহা পড়।]

সরকারের পক্ষে যে ডিক্রী হইয়া থাকে সেই ডিক্রী হওনের বারো বৎসরের পর সরকার তাহা জারী করণের দরখাস্ত করিবার অধিকার রাখেন্ কি না এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে সাধারণ ব্যক্তির বিষয়ে যে বিধি আছে অর্থাৎ ডিক্রী জারীর দরখাস্ত করিতে বিলম্ব করণের কোন যথার্থ ও মাতবর কারণ দর্শান গেলে ঐ ডিক্রী বারো বৎসর অতীত হইলেও জারী হইতে পারে সেই বিধি সরকারের পক্ষে ডিক্রী জারীর বিষয়েও খাটিবেক।—১৩৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩৭১ পৃষ্ঠা।

[৬ অধ্যায়ের ১৩ ধারার ১৬১ নম্বরের পর ইহা পড়।]

কালেক্টর সাহেবের নাজির মালগুজারীর বাকীর নিমিত্ত যে অস্থাবর সম্পত্তি এবং বাটী ক্রোক করে তাহা বিক্রয় করিতে জজ সাহেবের অনুমতিবিনা কালেক্টর সাহেব মুনসেফকে হুকুম করিতে পারেন্ না।—৯১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩৭১ পৃষ্ঠা।

মুনসেফেরা আপন২ আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে যে যে জায়দাদ নীলাম করেন্ তাহার কমিস্যন পাইতে পারেন্ না কেবল অন্যান্য আদালতের ডিক্রীক্রমে যাহা নীলাম করেন্ তাহার কমিস্যন পাইতে পারেন্।—৮৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।—৩৭১ পৃষ্ঠা।

[৭ অধ্যায়ের ১ ধারার ১৩ নম্বরের পর ইহা পড়।]

১৮৪১ সালের ১৭ আইনানুসারে সদর আদালত কার্য্য নির্ব্বাহের যে সকল বিধান করেন্ তাহার বিষয়ে সকল লোক আপন২ মত এবং আপত্তি সরকারে জানাইতে পারেন্ এ নিমিত্ত ঐ বিধানের নক্শা ইঙ্গরেজী ও উর্দ্দু ভাষাতে লিখিত হইয়া আদালতের প্রবেশ দ্বারে এক মাস ব্যাপিয়া লট্কান থাকিবেক।—১৮৪৩ সালের ২০ জানুআরির কার্য্য নির্ব্বাহের বিধান।—৩৭১ পৃষ্ঠা।

[৭ অধ্যায়ের ১৫ ধারার ১৭৫ নম্বরের পর ইহা পড়।]

কোন বাদী কি প্রতিবাদী খাস আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিবার নিমিত্তে উকীলদিগকে নিযুক্ত করিলে তাহারদের উচিত যে ঐ উকীলেরা কেবল ঐ প্রথম দরখাস্ত দাখিল করিবেন কি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবেন ইহা তাঁহারদের ওকালৎনামায় স্পষ্ট করিয়া লেখে।—১৮৪২ সালের ২৫ নবেম্বরের কার্য্যনির্ব্বাহের বিধান।—৩৭১ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়।

সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মূল নিয়ম। সালিস। রেজিষ্টরীকরণ।

১ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। কালেক্টর সাহেবের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার।

১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইন ও ১৮০০ সালের ৫ আইন ও ১৮০৩ সালের ১৮ আইন ও ১৮১২ সালের ৫ আইন ও ১৮১৩ সালের ৭ আইন ও ১৮১৭ সালের ১৯ আইন ও ১৮২৪ সালের ১৪ আইনের কিম্বা চলিত অন্য কোন আইনের যেং স্থলের হুকুমানুসারে মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের বিষয়ি সরাসরী নালিশ কিম্বা দাওয়া শুনিতে এবং সেই সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবকে বিচারের নিমিত্তে সোপর্দ্দ করিতে জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবদিগের প্রতি ক্ষমতা আছে ঐ সকল এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ২ ধা।

২। এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কোন জজ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইন ও তদনুরূপ অন্য কোন আইনানুসারে জাবেতামতে নালিশ না হইলে উপরের লিখিত প্রকারের কোন দাওয়া গ্রাহ্য করেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৩ ধা।

৩। এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি উপরের লিখিত প্রকারের যে সকল সরাসরী মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতসকলে উপস্থিত হইয়া থাকিবেক ঐ সকল মোকদ্দমা জিলাসকলের কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৫ ধা।

৪। নিষ্কর ভূমির ভোগবান ব্যক্তিরা আপনারদের রাইয়তের নামে খাজানার বাবৎ সরাসরী নালিশ করিলে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক যেহেতুক দেওয়ানী আদালত সেই প্রকার মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে পারেন্ না। ৮৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির ভাবদৃষ্টে সদর আদালত বোধ করেন্ যে মালগুজারেরা আপনং জমীদারীর সরবরাহী কার্য্যে যে পাটওয়ারী এবং অন্যং এদেশীয় মোখ্তার নিযুক্ত করেন্ তাহারদের নামে ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩৭ ধারানুসারে যে সরাসরী নালিশ হয় কালেক্টরপ্রভৃতির দ্বারা তাহার বিচার হইবেক ঐ ১৮৩১ সালের ৮ আইনের এই মত অভিপ্রায় ছিল। এবং ঐ প্রকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণের ভার যে কর্ম্মকারক অর্থাৎ কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে তাঁহার যেং বিষয়ের বিচার করিতে হইবেক তাহার ভাবদৃষ্টে সেই মোকদ্দমা তাঁহার প্রতি অর্পণকরা অতি-উপযুক্ত বোধ হয়। ৯৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬। মালগুজারী অন্যায়েতে তহসীলকরণের সম্পর্কীয় ক্ষতির নালিশের বিষয়ে আলাহাবাদের সদর আদালত কলিকাতার সদর আদালতের সঙ্গে লিখনপঠন করিয়াছেন। সাবেক আইন ও সরক্যুলর অর্ডরে হুকুম ছিল যে ঐ প্রকার মোকদ্দমা জজ সাহেবেরা সরাসরীমতে বিচার করিবেন অতএব উভয় সদর আদালত যে মুল বিধানানুসারে হুকুম দিয়া আসিতেছেন তদনুসারে বিধান করিতেছেন যে ঐ প্রকার মোকদ্দমা ১৮৩১ সালের ৮ আইনক্রমে সেইরূপে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা বিচার হইবেক। ১৮৩৩ সালের ১৫ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৭। মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সম্পর্কীয় দাওয়ার সরাসরী নালিশ প্রথমতঃ মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিতে হইবেক এবং এমত সকল বিষয়ে তাঁহারদের করা নিষ্পত্তি জাবেতামতে হওয়া নালিশভিন্ন চূড়ান্ত হইবেক কিন্তু এই হেতুপ্রযুক্ত যে আপীল হইবেক যে ঐ মোকদ্দমাতে আইন খাটিবেক না কেবল সেই হেতুপ্রযুক্ত সেই এলাকার রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের প্রতি ক্ষমতা আছে যে সরাসরী ফয়সলার তারিখঅবধি এক মাসের মধ্যে আপীল হইলে তাহা গ্রাহ্য করেন্ এবং রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবেরা আপীল গ্রাহ্য করিলে এবং ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব করিলে পর আইন না খাটিবার লিখিত হেতু প্রমাণ না হইলে ঐ মোকদ্দমা খরচার সহিত ডিস্‌মিস্ করিবেন কিন্তু যদি এমত বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমা সরাসরী নালিশের মত এই আইনের লেখা হুকুমানুসারে শুনিবার যোগ্য নহে তবে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের সরাসরী ফয়সলার অন্যথা করিয়া ঐ মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া চলিত আইনের হুকুমানুসারে যেমত আবশ্যক ও উচিত বুঝিবেন সেইমত হুকুম করিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৪ ধা।

৮। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে বাকী খাজানার নিমিত্ত ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ও ২০ ধারা এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারানুসারে সম্পত্তি ক্রোক হইলে যদি তাহাতে বাধকতা হয় তবে কালেক্টর সাহেব সেই বিষয়ের বিচার করিতে পারেন্ কি না। তাহাতে সদর আদালত ইহা জানাইলেন যে ১৮০৬ সালের ৯ আগষ্ট তারিখে আমরা ঐ২ ধারার এই অর্থ করিলাম যে ঐ২ বিধির অনুসারে বাধকতার বিষয়ে যে তজবীজ হয় তাহা সরাসরী মোকদ্দমার মত হইবেক। বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নালিশের বিচারকরণের যে ক্ষমতা ইহার পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালতের ছিল তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির দ্বারা মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে অতএব ঐ আইনের ৪ ধারার বিধির প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা বোধ করি যে ঐ প্রকার সরাসরী মোকদ্দমাক্রমে যে ক্রোকের হুকুম হয় তাহার বাধকতাকরণের সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেব বিচার করিতে পারেন্ কিন্তু যদি ঐ বাধকতা কর্ম্মে কিছু মারিপীট হয় তবে সেই মোকদ্দমার বিচার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা হইবেক। ৬১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৯। এই আইনানুসারে নালিশকরা যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া কিম্বা উপস্থিত হইয়া থাকে সময়ে২ তাহার রিপোর্টকরণেতে এবং সামান্যতঃ এই আইনের হুকুমসম্পর্কীয় অন্য সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণেতে কালেক্টর সাহেবেরা রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব কিম্বা সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমের দ্বারা উপদেশ পাইবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৮ ধা।

১০। ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার ৩ প্রকরণ শুধরিবাতে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে কালেক্টর সাহেবের

আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবকে অর্পণকরা ক্ষমতা পাইবেন না বিশেষ ক্ষমতা পাইলে তাঁহারা কালেক্টর সাহেবের পা-ঠান মোকদ্দমাসকল নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন কিন্তু কালেক্টর সাহেব যে মত উচিত বুঝেন্ সেইমত ঐ সকল ফয়সলা সর্ব্বদা পুনর্দৃষ্টি করিবেন কিম্বা শুধরিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার আপীল সর্ব্বশেষে এই আইনের ৪ ধারার লেখা হুকুমমতে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক ইতি। —১৮৩১ সা। ৮ আ। ২১ ধা।

১১। তোমার এলাকার রাজস্বের নানা কার্য্যকারকের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নি-মিত্তে সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুমক্রমে তোমাকে জানাইতেছি যে গবর্ণমেণ্ট ইহা স্থির করি-য়াছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে যে সমস্ত ফয়সলা অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্-টরেরদের দ্বারা করা যাইতেছে তাহা ঐমত কার্য্যকারকেরদের অন্য সকল নিষ্পত্তির ন্যায় তাঁহারদের উপর কর্ত্তৃত্বকারি চিহ্নিত সাহেবেরা পুনর্দৃষ্টি ও মতান্তর করিতে পারেন্। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেব কহেন যে সমস্ত বিষয়ের উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া এই ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরা উচিত। কখন২ ঐরূপ পুনর্দৃষ্টি বাহুল্যরূপে এবং কখন২ অল্পতারূপে করিতে হইবেক ১৮৩১ সালের ৮ আইনঘটিত মোকদ্দমায় সদ্বিবে-চক কার্য্যকারক পুনর্দৃষ্টিকরণের যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কদাচিৎ কার্য্য করিবেন। ১৮৪০ সালের ২৮ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডর।

১২। ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখের ৩৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের উপলক্ষে এবং অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টরেরদের মালগুজারীর নিমিত্তে সরাসরী মোকদ্দমায় যে কার্য্য হয় তাহার বিষয়ে কালেক্টর সাহেবেরদের পুনর্দৃষ্টিকরণের একি প্রকার ব্যবহার হয় এই নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের পরামর্শানুসারে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আদেশ করি-তেছেন যে তুমি আপন এলাকার কালেক্টর সাহেবদিগকে নীচের লিখিত বিধির প্রতি মনোযোগ করিতে আজ্ঞা দিবা।

“ডেপুটী কালেক্টরেরদের সরাসরী ফয়সলার উপর কালেক্টর সাহেবেরদের নিকটে আপীলের যে২ দরখাস্ত হয় তাহা ঐ কালেক্টর সাহেবেরদের গ্রাহ্য করিতেই হইবেক ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে এমত হুকুম নাহি। কালেক্টর সাহেব আপনার অধীন ডেপুটী কালেক্টরের মাসিক কৈফিয়ৎ তহকীক করিলে মধ্যে২ কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র তলব করিয়া পুনর্দৃষ্টি করিবেন এবং যদিও কোন দরখাস্তের কথা শুনিয়া ঐ দরখাস্তের মোকদ্দমা তলবকরা উচিত বোধ করেন্ তথাপি আপীলের দরখাস্ত তাঁহার নিকটে দাখিল হইয়াছে কেবল এই কারণে আপীলহওয়া মোকদ্দমার বিচার করি-বার কোন আবশ্যক আছে এমত বোধ করিবেন না। কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদের অধীন ব্যক্তিরদের কার্য্যের বিষয়ে বিশেষ তদারক করিবেন এবং তাহারদের বিশ্বস্ততা ও সদ্বিবেচনাতে কালেক্টর সাহেবের যেমন নির্ভর হয় তেমন তিনি তাহারদের নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমা তলব করিয়া পুনর্দৃষ্টি করিবেন কি না করিবেন।” ১৮৪২ সালের ২৯ আপ্রি-লের সরক্যুলর অর্ডর।

১৩। উপরের প্রকরণসকলের বেওরা করিয়া লেখা কোন নালিশ কি দরখাস্ত তাহার বিষয়হওনাবধি এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত না করা গেলে তাহা এই আইনানুসারে কোন কালেক্টর সাহেবের নিকটে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২০ ধা। ৩ প্র।

১৪। ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারাতে এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ২৮ অষ্টাবিংশ আইনের ৩২ দ্বাত্রিংশ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে কোন পাট্টাদার প্রজার স্থানে সরকারের প্রকৃত মালগুজারীর

বাকী পড়িলে সে পাট্টাদার প্রজাকে এবং তাহার মালজামিনকে ধরা যাইবেক ও এমত বাকীর দাওয়ার মোকদ্দমা তথাকার জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলে আদালতে সে বাকীর বিষয়ে সরাসরীমতে বিচার করা যাইবেক কিন্তু যদি কেহ এ কথার মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া বুঝে তবে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেক যে অল্পং দিনের অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে কিম্বা বৎসরের প্রথমারম্ভে যে বাকী পড়ে কেবল এইমত মালগুজারীর বাকীর বিষয়ে এই হুকুম খাটিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে প্রকৃত মালগুজারীর বাকী পড়নের সময় অবধি তাহার নালিশকরণের সময়পর্য্যন্ত যদি দ্বাদশ মাসহইতে অধিক কাল অতীত হইয়া থাকে তবে সে বাকীর দাওয়ার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরীমতে হইবেক না এবং উপরের লিখনানুসারে আরং যত মোকদ্দমা সরাসরীমতে শুনিবার হুকুম আছে সে সকল মোকদ্দমার আরম্ভঅবধি নালিশ করণের সময়পর্য্যন্ত যদি দ্বাদশ মাসহইতে অধিক কালাতীত হইয়া থাকে তবে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরীমতে হইবেক না কিন্তু এই হুকুমের দ্বারা জজ সাহেব এবং কালেক্টর সাহেব এবং রেজিষ্টর সাহেবদিগের প্রতি বাকীর নিকাস ও বন্দোবস্ত করিতে বারণ হইবেক না যদি সে বাকী দ্বাদশ মাস হইতে অধিক কালের হয় তথাপি উচিত যে তাহার বন্দোবস্ত ও নিকাস করেন্ এবং যে সময়ে ভাল বুঝেন্ অবশ্য এমত বাকীর নিকাস ও বন্দোবস্ত করিবেন ইতি।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

১৫। সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ি চলিত হুকুম শুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে সরাসরীমতে কালেক্টর সাহেবেরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে যে সকল ক্ষমতা পাইয়াছেন ঐ সকল ক্ষমতা এইপর্য্যন্ত সম্পর্ক রাখিবেক যে মালগুজারীর দাওয়া উপস্থিত হইলে গত বৎসরসকলে যে মালগুজারী দিয়া থাকে তাহার নিরিখমত ঐ দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবেন কিন্তু বেশীর নিমিত্তে লেখা কোন প্রকৃত একরারের দ্বারা তাহা প্রমাণ না হইলে ঐ বেশীর উপর কোন দাওয়া গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১০ ধা।

১৬। যে ব্যক্তির বাকী খাজানা পাওনা থাকে সেই ব্যক্তি চলিত আইনানুসারে নালিশ করিয়া বাকীদারের সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারে অথবা তাহাকে কয়েদ করিতে পারে এবং তাহার যেমত সুগম বোধ হয় সেইমতে এই দুই উপায়ের কোন এক উপায় অবলম্বন করিতে পারে। ৫১৯ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১৭। অতএব ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে যে সরাসরী নালিশ হয় তাহা যত অল্প সংখ্যা টাকার হউক তাহা জজ সাহেব [এক্ষণে কালেক্টর সাহেব] নামঞ্জুর করিতে পারেন্ না অতএব এক্ষণে এরূপ যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহা আইনের নিরূপিতমতে জজ সাহেবের নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। ৫১৯ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

১৮। উপরের লিখিত (১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১২ ও ১৩ ও ১৪ ধারার) হুকুমমতাচরণ না করণিয়া যে কোন জমীদার বা ইজারদার কি অন্য কোন প্রকার ভূম্যধিকারী উপরের লিখিত কোন প্রকার মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করিলে খরচাসমেত ঐ মোকদ্দমা ননসুট হইবেক যদি তিনি কোন রাইয়ত বা অন্য প্রকার কোন দখীলকার ব্যক্তিকে ভূমি হইতে বেদখল অথবা তাহারদের সম্পত্তি ক্রোক্ করেন্ তবে যে আদালতের দ্বারা সেই ভূমি বা সম্পত্তি রাইয়তকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক সেই আদালতে ঐ বেআইনী কার্য্যের নিমিত্তে যে জরীমানা উচিত বোধ হয় সেই জরীমানা ঐ জমীদারের দিতে হইবেক ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ১৫ ধা।

২ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। জাবেতামতে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের আশ্বাস দেওন।

১৯। ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২০ ধারামতে জজ সাহেবদিগের মালগুজারীর বাবৎ নালিশের তজবীজ ঐ আইনমতে সরাসরীরূপে করিয়া নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা ছিল বটে কিন্তু প্রকৃতার্থে ঐ আইনের শুদ্ধ তাৎপর্য্য এমত ছিল না যে যদি কেহ আপন বিবাদ মিটিবার নিমিত্তে সরাসরী তজবীজের পরিবর্ত্তে হকীয়তের তজবীজহওনের মনস্থ করে তবে দাওয়ার সংখ্যার দৃষ্টে মুনসেফদিগের নিকটে কি জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের কিম্বা প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের হজুরে নম্বরীতে করিতে পারিবেক না এক্ষণে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের উচিত যে মালগুজারীর বাকীর বাবৎ উপস্থিত যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আইনমতে সরাসরী তজবীজের দ্বারা হইতে পারে তাহাতে যদি ঐ সাহেবদিগের বিবেচনায় এমত বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমার হকীয়তের তজবীজ হইলে উভয়ের বিবাদ অতিশীঘ্র ও সুন্দর নিষ্পত্তি হইবেক তবে উভয় বিবাদিকে নম্বরী নালিশ করিতে পরামর্শ দেন্ ইতি।—১৮২১ সা। ২ আ। ৪ ধা।

২০। যে ব্যক্তিরা মালগুজারীর বাকীর উপর দাওয়া রাখে তাহারদিগকে জাবেতামতে নালিশ করিতে আশ্বাস দিবার নিমিত্তে এই হুকুম হইল যে এই প্রকার দাওয়ার নালিশ চলিত আইনানুসারে সরাসরীমতে হইতে পারিবার যোগ্য হইলেও তাহা জাবেতামতে উপস্থিত হইলে তাহার আরজী চলিত আইনের নিরূপিত মূল্যের সিকি মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি পূর্ব্বের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথাকরণের মনস্থে নালিশ হইয়া থাকে তবে তাহাতে এ হুকুম খাটিবেক না কিন্তু ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য দিবার নিমিত্তে যে সকল আইন চলন আছে সেই সকল আইন ঐ মোকদ্দমাতে খাটিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৮ ধা।

২১। সদর আদালত জিলার জজ সাহেবকে ইহা জানাইতেছেন যে তিনি যে মোকদ্দমার বিষয় উল্লেখ করিলেন তাহা যদি বাকী খাজানার বাবৎ অথবা মালগুজারী অন্যায়েতে তহসীলকরণের বাবৎ হয় তবে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে তাহা সরাসরী মোকদ্দমার ন্যায় কালেক্টর সাহেবের বিচার করিতে হইবেক এবং কালেক্টর সাহেব তাহা সরাসরীমতে বিচার না করিলে যদি সেই মোকদ্দমার মূল্য মুনসেফের বিচার্য্য মোকদ্দমার মুল্যের সীমার মধ্যে পড়ে তবে ঐ আইনের ৮ এবং ১১ ধারানুসারে মুনসেফেরা জাবেতামত মোকদ্দমার ন্যায় তাহা বিচার করিতে পারেন্ কিন্তু সম্পূর্ণ মূল্যের সিকী মুল্যের ইষ্টাম্পকাগজে তাহার দুরখাস্ত লিখিতে হইবেক। ৭১৪ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২২। জিলার জজ সাহেবের তৃতীয় জিজ্ঞাসার বিষয়ে সদর আদালত উত্তর করিতেছেন যে রাইয়ত এবং পাট্টাদার প্রজা অন্যায়রূপে তহসীলের বাবৎ যে নালিশ করে এবং জমীদার ও অন্যেরা আপনারদের হক পাওনার বাবৎ যে মোকদ্দমা করে সেই দুইপ্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে ৭১৪ নম্বরী আইনের অর্থের উক্ত ২ ধারা [অর্থাৎ ২১ নম্বরী বিধান] তুল্যরূপে খাটে। ৭১৪ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

২৩। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারা যেমন বাকী মালগুজারীর বিষয়ে খাটে তেমনি মালগুজারী অন্যায়েতে তহসীলকরণের বিষয়েও খাটে কি না এই বিষয়ে নানাস্থানে নানা প্রকার ব্যবহার চলিতেছে অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা ইহা জানাইতে-

ছেন যে এই বিষয়ের সম্প্রতি পুনর্ব্বার বিবেচনা হইয়াছে এবং কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা ইহা স্থির করিয়াছেন যে ৭১৪ নম্বরী আইনের অর্থানুসারে কার্য্যকরা উচিত। আইনের ঐ অর্থে বিধান আছে যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারা যেমন বাকী মালগুজারীর বিষয়ে খাটে তেমনি মালগুজারী অন্যায়েতে তহসীলকরণের দাওয়ার বিষয়েও খাটিবেক এবং সুতরাং ঐ প্রকার দাওয়ার জাবেতামত মোকদ্দমা হইলে তাহা মুনসেফেরা সামান্যতঃ সিকী মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লইতে পারেন্। অতএব যদি কোন জিলাতে মালগুজারী অন্যায়েতে তহসীলকরণের বিষয়ে সম্পূর্ণ মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে নালিশ করণের ব্যবহার থাকে তবে তাহা অগৌণে পরিবর্ত্ত করিতে হইবেক। ১৮৪২ সালের ১৮ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

২৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারানুসারে যে নালিশ হয় তাহাতে উকীলেরদের সম্পূর্ণ রসুম আমানৎ করিতে হইবেক এবং সওয়াল জওয়াব দাখিল করিতে হইবেক এবং জাবেতামত মোকদ্দমা নির্ব্বাহকরণের নিমিত্ত যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার মতে কার্য্য করিতে হইবেক। ঐ ৮ অষ্টম ধারার দ্বারা কেবল এইমাত্র বৈলক্ষণ্য হইয়াছে যে সরাসরী মোকদ্দমা না করিয়া জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে লোকেরদিগকে আশ্বাস দেওনের নিমিত্ত ইষ্টাম্পের মাসুলের চারি অংশের তিন অংশ সরকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। ৯৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারাক্রমে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহা সর্ব্বপ্রকারে জাবেতামত দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক। অতএব মোকদ্দমার নালিশের আরজী সম্পূর্ণ মুল্যের ইষ্টাম্পকাগজে দাখিল হইলে যেরূপ হইত সেইরূপ এই প্রকার মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া সেই মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব এবং অন্য সকল কাগজপত্র ইষ্টাম্পকাগজে কিম্বা শাদা কাগজে লিখিতে হইবেক। ১০০১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে বাকী খাজানার বাবৎ কোন দেওয়ানী আদালতের বিচারকের নিকটে নালিশ হইলে ফরিয়াদী ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারানুসারে কার্য্য করিয়াছে তাহার এমত প্রমাণ দিতে হইবেক সুতরাং তদ্বিষয়ে ফরিয়াদী যে প্রকার প্রমাণ দর্শাইতে পারে তাহা লইতে হইবেক। ৮৮৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭। মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে যে২ নালিশ জাবেতামতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে যে ক্ষমতা মুনসেফেরা এক্ষণে রাখে তাহার অতিরিক্ত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে যে সকল মুনসেফ কোন২ জিলায় নিযুক্ত হইবেক তাহারদের ক্ষমতা আছে যে পেটাও রাইয়ত কি অন্য ব্যক্তিরা আপনারদিগের মালের ক্রোক্ এবং কয়েদ নিবারণের ইচ্ছা করিয়া নালিশ করিলে কিম্বা ঐ ক্রোক্ ও কয়েদের নিমিত্তে ক্ষতির দাওয়া করিলে ঐমত দাওয়া গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩আইনের ১৩ ধারায় কিম্বা অন্য কোন আইনে মুনসেফের প্রতি ক্ষতির মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে যে নিষেধ আছে তাহা এমত নালিশে খাটিবেক না ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১১ ধা।

৩ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। গ্রেফ্তারীর হুকুম।

২৮। জমীদার ও তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের সাধ্য আছে যে তাহারদিগের কাহার মালগুজারীর বাকীর দাওয়া মফঃসলী তালুকদার কিম্বা

কট্‌কিনাদার অথবা যোতদারওগয়রহ্‌ পেটার মালগুজারদিগের কাহার উপর থাকিলে সে বাকীর কুলান যদি সেই বাকীদারের দ্রব্য কিম্বা সে মালজামিন দিয়া থাকিলে সেই মালজামিনের সম্পত্তি ক্রোক্‌ করিবাতেও না হইতে পারে কিম্বা সে বাকীদার অথবা তাহার মালজামিন সাক্ষাৎ থাকিলে তাহারদিগের স্থানে সে বাকী তলব করিলে পর কি তলব করিবার পূর্ব্বেইবা সে বাকীদার কিম্বা মালজামিন যদি পলাইতে উদ্যত বুঝা যায় তবে সেই পলায়নোন্মুখ বাকীদার কিম্বা মালজামিনকে নীচের লিখনানুসারে আটক করাইতে পারে ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।

২৯। জানিবেন যে উপরের ধারাসকলের লিখিত যে যে হুকুম সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের প্রতি মালগুজারীর বাকী উসুলের ভারার্পণের নিদর্শনে আছে সেই২ হুকুম যাবদীয় অযোগ্য অধিকারির অধিকারের ও সাধারণ অধিকারভূমিসকলের সরবরাহকারদিগের সরবরাহকারীতে এবং কালেক্‌টর সাহেবদিগের কর্তৃত্বে ও সরকারী অন্য যে আমলারা কোন অধিকারের সরকারী জমা ধার্য্যের নিমিত্তে কিম্বা বিষয়ান্তরজন্যে অথবা ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সহিত বন্দোবস্ত না হওনপ্রযুক্ত খাস তহসীলে আসিয়া থাকা কোন ভূমির তহসীলের নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের কর্ম্মকারিত্বেও চলিবেক। আর এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে যে শক্তি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের চাকরেরা পাইয়াছে সে শক্তি এমত সরবরাহকারদিগের এবং কালেক্‌টর সাহেবদিগের ও সরকারী অন্য আমলাদিগের নিযুক্তকরা গোমাশ্‌তাপ্রভৃতিতেও পাইতে পারিবেক যদি তাহারদিগের মুনিবেরা সে শক্তি তাহারদিগেরে দেয় ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৯ ধা।

৩০। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৪ প্রকরণে "ভূমির ইজারদার" এই কথার সাধারণমতে অর্থ করিতে হইবেক এবং সেই কথার অর্থের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার দর ইজারদার গণ্য করা যাইবেক। ২৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারা যেরূপে ভূম্যধিকারী এবং ভূমির ইজারদারের বিষয়ে খাটে সেইরূপে যে ব্যক্তিরা বন্ধকী খতক্রমে ভূমির ভোগদখল পাইয়া থাকে তাহারদের বিষয়েও খাটিবেক। ৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২। ১৭৯৯ সালের ৭ আইন এবং ১৭৯৩ সালের ১৭ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের কথার সাধারণ অর্থ করিতে হইবেক অতএব তাহা যেরূপে মালগুজারীর ভূমির বাকী খাজানার দাওয়ার বিষয়ে খাটে সেইরূপে লাখেরাজ ভূমির বাকী খাজানার দাওয়ার বিষয়েও খাটিবেক। ৩১৩ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

৩৩। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কোন গ্রামনিবাসি ব্যক্তিরদের মধ্যে যদি কেবল এইমাত্র পরস্পর সম্পর্ক থাকে যে তাহারা এক গ্রামে বাস করে এবং তাহারা সাধারণরূপে কোন এক খণ্ড ভূমির চাসবাস করে না তবে এইমত গ্রামনিবাসি অধিকাংশ ব্যক্তিরদের নামে বাকী খাজানার নিমিত্ত একি নালিশ করিলে তাহা অতি বেদাঁড়া এবং অসঙ্গত হয় এবং এইরূপ এক সরাসরী মোকদ্দমা ইহার পূর্ব্বে গ্রাহ্য হইয়াছিল ইহা দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের মাতবর কারণ বোধ হইবেক না। যে সকল রাইয়ত এক বন্দ ভূমি এজমালীরূপে চাসবাস করে এবং তাহার খাজানার বিষয়ে তাহারা সাধারণরূপে দায়ী কেবল এইমত রাইয়তেরদের নামে একি মোকদ্দমা হইতে পারে ৮৬০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৪। সদর আদালত বোধ করেন্ যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার সকল বিধি যেমন বাকীদার রাইয়তের বিষয়ে খাটে তেমনি তাহার মালজামিনের বিষয়েও খাটে কিন্তু যে ব্যক্তির নিমিত্ত কেহ হাজিরজামিন হইয়াছিল সেই ব্যক্তি পলায়ন না করিলে ঐ ধারার বিধি হাজিরজামিনের বিষয়ে খাটে না। কিন্তু যদি বাকীদার পলায়ন করে তবে ঐ বাকীদারের স্থানে যে পাওনা ছিল তাহার বিষয়ে যেরূপে মালজামিন দায়ী সেইরূপে হাজিরজামিনও দায়ী এবং হাজিরজামিনের নামেও নালিশ হইতে পারে। ৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৫। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারানুসারে ভূমির ফসল ক্রোক হইলে যদি রাইয়তেরা ক্রোক উঠাইয়া দেয় তবে জমীদার অথবা তাহার গোমাশ্তা তাহারদের নামে নালিশ করিলে জিলার জজ সাহেব সেই নালিশ সরাসরীমতে বিচার করিতে পারেন্ কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত ঐ জিলার জজ সাহেবকে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার বিধি দেখিতে কহিলেন এবং তাঁহাকে জানাইলেন যে ১৮০৬ সালের ৯ আগস্টে সদর আদালত এই বিধান করিলেন যে উক্ত ধারানুসারে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই সকল মোকদ্দমার সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইবেক। ৫০৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৯ ধারানুসারে যে২ সরাসরী মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা যায় তাহা জাবেতামত মোকদ্দমার ন্যায় নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব মুনসেফের নিকটে অর্পণ করিতে পারেন্ না। ৮৭৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭। এই আইনের ৪ ধারার লিখনানুসারে উপরের লেখামত যে সকল সরাসরী মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইবেক ঐ সকল মোকদ্দমার আরজী ঐ মোকদ্দমার নালিশ জাবেতামতে দেওয়ানী আদালতে হইলে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইত তাহার সিকি মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ফরিয়াদী যথার্থরূপ নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য দিতে না পারে কিম্বা যদি কালেক্টর সাহেব অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহা মাফ করা উচিত বুঝেন্ তবে কোন মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার কি রাইয়তের নালিশের আরজী ৷৷০ আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে গ্রাহ্য করিতে তাঁহার প্রতি ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৭ ধারা।

৩৮। যদি কোন ব্যক্তি উপরের প্রকরণের মতে কিম্বা উপরের প্রস্তাবিত আইনের লিখনমতে কোন বাকীদার মালগুজারীকরণিয়া কি তাহার মালজামিনকে গ্রেফ্তার করিবার প্রার্থনা লিখিয়া কোন আরজী কোন আদালতে দিতে চাহে তবে তাহার উচিত যে বাকীদারের ও তাহার মালজামিনের নাম ও নিবাস ও যে মহালের বাবৎ মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সে মহালের নাম ও তাহার অতিরিক্ত সেই মহালের সালিয়ানা জমার ও বৎসরের নিরূপিত সময়শিরে এতাবতা কিস্তি২ যত২ টাকা দিতে হয় তাহার সংখ্যা ও যোতদার কি মালগুজারীকরণিয়ার কিম্বা তাহার মালজামিনের স্থানে যত টাকা উসুল হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা ও যে বাকী আদায়ের কারণ গ্রেফ্তারীর আরজী দিতে চাহে তাহার সংখ্যা ও দাওয়াকরা বাকী টাকা বাকীদারের স্থানে তলব হইয়াছিল কি না ও যদি তলব হইয়া থাকে তবে তাহাতে সে কি করিলেক তাহার কথা আরজীতে লিখিয়া দেয় ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

৩৯। মালগুজারীর বাকী পাওনিয়া ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা ও তাহারদিগের নিযুক্তকরা গোমাশ্তাওগয়রহ চাকরদিগের সাধ্য আছে যে বাকী উসুলের কারণ জজ সাহেবদিগের স্থানে (এক্ষণে কালেক্টর সাহেবের স্থানে) দরখাস্ত দেয়।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

৪০। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে জমীদারেরা বাকীদারেরদিগকে গ্রেপ্তার করণের বিষয়ে যে দরখাস্ত দাখিল করে মুনসেফেরদিগকে তাহা লইতে নিষেধ হইল। ১৮৩২ সালের ১৩ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।

৪১। কেহ উপরের লিখিত দরখাস্ত আদৌ জজ সাহেবের স্থানে দিতে চাহিলে তাহা শীঘ্র দাখিল হওয়া উচিতের কারণ আদালতের বৈঠক থাকিতে কিম্বা না থাকিতেও আপনি কিম্বা আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা আদালতের চিহ্নিত উকীল হউক কি না হউক তাহার দ্বারা দিতে পারে তাহাতে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে বাকীদার কিম্বা মালজামিন তাঁহার আদালতের সীমানার মধ্যে থাকিলে তৎক্ষণাৎ এক দস্তক তাহাকে ধরিবার ও ধরা পড়িয়া সে বাকী না দিলে তাহাকে আপন স্থানে পঁহুছাইবার নিদর্শনে লিখিয়া পাঠাইবেন। তাহাতে যদি সেই বাকীর দায়ী সে দস্তক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কিম্বা হিসাব নিষ্পত্তির কারণ ধার্য্য পাওয়া ৬০ দণ্ডের মধ্যে সেই তলবী বাকীর হিসাব নিষ্পত্তি না করে তবে সেই দস্তকবহনিয়ার উচিত যে সেই দস্তকের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করে অর্থাৎ সেই আসামীকে ধরিয়া আদালতে পঁহুছায়। কিন্তু যদি সে আসামী তথায় থাকিয়া সে হিসাব নিষ্পত্তি করিবার কারণ ঐ নিরূপিতের অধিক কিছু কাল মিয়াদের দরখাস্ত লিখিয়া দেয় ও ফরিয়াদী তাহাতে সম্মত হইয়া সে দরখাস্তের কপালে কিম্বা পৃষ্ঠে আপন মঞ্জুরীর দস্তখৎ করে তবে দস্তকবহনিয়া তদনুসারে বিলম্ব করিতে পারিবেক। ও ফরিয়াদী যদি এমত দস্তক জারী মৌকুফ করাইতে চাহে তবে রাজীনামার অনুসারে দরখাস্ত লিখিয়া দিলে তদ্দৃষ্টে সে দস্তক জারী ও মৌকুফ হইতে পারিবেক ও পলায়নোন্মুখ আসামীর তলবী দস্তকছাড়া এমতের কোন দস্তক বহিবার অর্থে দুই জনের অধিক পেয়াদা কখন হইবেক না। এবং এমত দস্তক বরখাস্তের পর দস্তকবহনিয়া তলবানা রোজ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারাক্রমে দিনপ্রতি দুই আনার হারে ও স্থানবিশেষে ইহারো কম সে স্থানের দাঁড়াদৃষ্টে পাইতে হইলে পাইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৩ প্র।

৪২। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ ধারাতে যে এত্তেলা দেওনের হুকুম আছে তাহা ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট সরাসরী হুকুমের বিষয়ে খাটে না। ৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৩। ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ১৫ ধারার হুকুমের অতিরিক্ত এই হুকুম হইল যে যদি জমীদারের কিম্বা তালুকদারের কি অন্য যে ব্যক্তি মালগুজারী পাওনের অধিকার রাখে তাহার বাকীদার এক জিলায় বসত করে ও অন্য জিলায় তাহার এলাকা থাকে তবে বাকী তলবকরণিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ দুই জিলার যে জিলায় ইচ্ছা সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে সরাসরী নালিশের দরখাস্ত করিতে পারিবেক ও বাকীদারের এলাকার জিলার জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে বাকীদারের নিবাসের জিলার জজ সাহেবের নিকটে ডাক মারফৎ দস্তক পাঠাইতে হইবেক যদি তিনি পা-

রেন্ তবে গ্রেফ্তার করিয়া পেয়াদা সঙ্গে দিয়া এলাকার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন ও যদি বাকীদার রুপোশ হয় ও তাহাকে ধরা যাইতে না পারে তবে দস্তকের পেয়াদার জোবানবন্দীর সঙ্গে নাজিরের রিটর্ণ অর্থাৎ কৈফিয়ৎ উপযুক্ত তদবীর ও উপায়করণের কথা সহিত আদালতের সাহেবের হুদ্বোধের নিমিত্তে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৯ ধা।

৪৪। মালগুজারীর বাকীদার প্রজাগণকে ও তাহারদিগের মালজামিনদিগকে ধরিবার ও কয়েদ করিবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারার ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬ প্রকরণের নির্দ্ধারিত সংক্ষেপে বিচার কর্ত্তব্যের হুকুম নিমকপোখ্তানীর এলাকাদার প্রজাবর্গের উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ১৮ ধারার নিরুপিত পোখ্তানীর কাল কার্ত্তিক মাস প্রবৃত্তহইতে আষাঢ় মাসপর্য্যন্ত খাটিবেক না এইহেতুক যে তাহারদিগের মালগুজারী এত ভারি হইবেক না যে তাহা ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ও ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের অনুসারে তাহারদিগের ভূমির শস্য ও অস্থাবর বস্তু সময়শিরে ক্রোক করিবাতে উসুল না হইতে পারে। কিন্তু যদি নিমকপোখ্তানীর এলাকাদার কোন প্রজার শিরের মালগুজারীর বাকী তাহার ভূমির শস্যাদি অস্থাবর বস্তু ক্রোক করিবাতে এবং সে মালজামিন দিয়া থাকিলে সেই মালজামিনহইতেও আদায় না হয় তবে সেই বাকী পাইবার স্বত্ববান ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা তাহারদিগের নিযুক্তকরা গোমাশ্তারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ১৯ ধারায় যেমত লেখা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে সাধ্য রাখিবেক। জানিবেন যে সেই আইনের ঐ ১৯ ধারার এবং ২০ ধারার তথা ২১ ধারার সকল হুকুম তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের কিম্বা এ আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে জারীহওয়া অন্য কোন আইনের অনুসারে রদ হইয়া থাকে কি না থাকে তথাচ সাব্যস্ত ও বলবৎ রাখা গেল ইতি।—১৮০১ সা। ৯ আ। ২ ধা।

৪ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। সরাসরী মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা।

৪৫। জানা কর্ত্তব্য যে যে কোন সরাসরী নালিশের আরজী এই আইনের হুকুমানুসারে কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইবেক তাঁহার ক্ষমতা আছে যে সেই আরজীর পিঠে নামঞ্জুরকরণের হুকুম পারসী ভাষায় লিখিয়া ও জাবেতামতে নালিশ করিতে হুকুম করিয়া আরজীদেওনিয়াকে তাহা ফিরিয়া দেন্ এবং আদালতের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ আরজী জাবেতামতে প্রথমতঃ নালিশ করিলে যেমত গ্রহণ করিতেন সেইমত গ্রাহ্য করেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

৪৬। জানা কর্ত্তব্য যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে কালেক্টর সাহেবের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল উপস্থিত হইলে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে এমত নালিশসকল গ্রাহ্য করিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম করেন্ এবং তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্যকরণসম্বন্ধীয় স্থানহেতুক কি অন্য কোন হেতুক তাঁহার বিবেচনায় উচিত বোধ

হইলে তাঁহাকে অন্য কোন হুকুম দেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

৪৭। সদর দেওয়ানী আদালত দেখিয়াছেন যে কোন২ কালেক্টর সাহেব বাকী খাজানার বাবৎ আপনার নথীতে যে সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল তাহার মধ্যে অনেক মোকদ্দমা জিলার আদালতে অর্পণ করিয়াছেন এবং ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার ১ প্রকরণের অর্থ না মানিয়া জিলার ও শহরের জজ সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়াছেন। অতএব সদর আদালত পরামর্শ দিতেছেন যে ঐ প্রকরণের বিধির অনুসারে অবিকল কার্য্য করিতে কালেক্টর সাহেবদিগকে হুকুম দেওয়া যায় অর্থাৎ যখন তাঁহারা কোন সরাসরী মোকদ্দমা নামঞ্জুর করেন্ তখন ঐ দরখাস্তের পৃষ্ঠে নামঞ্জুরকরণের হুকুম দেশীয় ভাষায় লিখিয়া এবং ঐ দরখাস্ত ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিয়া জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাহাকে হুকুম দেন্ এবং যদি সেই মোকদ্দমা মুনসেফের বিচারকরণের যোগ্য হয় তবে ফরিয়াদী ঐ দরখাস্ত মুনসেফকে দিতে পারিবেক নতুবা জজ সাহেবকে দিবেক এবং তিনি যে প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন ঐ মোকদ্দমা শুনিতে পারেন্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে অর্পণ করিবেন। বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেব এই পরামর্শেতে সম্মত হইলেন। ১৮৩৫ সালের ২৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৫ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। সরাসরী বিচার ও ফয়সলা।

৪৮। জাবেতামত দস্তক জারীহওনের পর যদি নাজিরের রিটর্ণ অর্থাৎ কৈফিয়ৎ তলাশ করিয়া আসামী না পাওয়া যাওনের কথাসম্বলিত দাখিল হয় তবে দরখাস্তদেওনিয়ার ক্ষমতা আছে যে সিরিশ্তার উকীলের কি আপন মোখ্তারের মারফতে মোকদ্দমার তজবীজ এক মাসপর্য্যন্ত এই আশয়ে মৌকুফ থাকনের দরখাস্ত দাখিল করে যে যদি ইহার মধ্যে পারে তবে দস্তক জারী করাইয়া আসামী গ্রেফ্তার করায় ও সেই মাসের শেষে হাজির না হওনমতে ইশ্তিহার দেওয়ায় ও ইশ্তিহারের মিয়াদ অতীত হইলে মোকদ্দমার তজবীজ করায় অথবা মৌকুফ না করাইয়া ১৫ পনের রোজ মিয়াদে এই মজমুনে ইশ্তিহার লট্কাইয়া দেওয়ায় যে ইশ্তিহারের মিয়াদ গত হইলে আসামী হাজির হয় বা না হয় মোকদ্দমা সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইবেক ও হাজির না হওনমতে ফরিয়াদীর দস্তাবেজ দেখিয়া একতরফী তজবীজ করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ৩ প্র।

৪৯। ঐ প্রকার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণেতে কালেক্টর সাহেবেরা এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করিবেন এবং যে২ বিষয়েতে এই আইনের লিখিত হুকুম সম্পর্ক না রাখে সে সকল বিষয়েতে ঐ প্রকার সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি দেওয়ানী আদালতে হইবার নিমিত্তে যে২ হুকুম লেখা গিয়াছে সেই২ হুকুমমতে কার্য্য করিবেন এবং উভয় পক্ষীয় লোকদিগকে ও সাক্ষিদিগকে হাজির করাইবার বিষয়ে এবং নিষ্পত্তির হুকুম জারীকরণের বিষয়ব্যতিরেকে সামান্যতঃ ঐ প্রকার মোকদ্দমাতে আবশ্যক যে সকল হুকুমইত্যাদি দিবার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে যে ক্ষমতা অর্পণ করা গিয়াছে কালেক্টর সাহেবও সেই ক্ষমতা রাখিবেন ও নিষ্পত্তির হুকুম জারীকরণের বিষয়ে নীচের লিখিত হুকুম মতাচরণ করা যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৪ ধা।

৫০। উপরের দুই প্রকরণের [অর্থাৎ এই অধ্যায়ের ৩৯ এবং ৪১ নম্বরী বিধির] লিখনানুসারে কোন জজ সাহেবের নিকটে বাকীদারেরদের কিম্বা মালজামিনদিগের কাহাকেও পঁহুছাইলে তৎকালে সে সাহেব সেই আসামীর স্থানে দাওয়ার জওয়াব তলব করিবেন তাহাতে যদি ফরিয়াদীর দাওয়া সম্যক কিম্বা তন্মধ্যের কিছু মিথ্যা এমত জওয়াব আসামী দেয় তবে দাখিলা-দিগর কাগজপত্র এবং উভয়ের হিসাবকিতাবদৃষ্টে সংক্ষেপে বিচার করি-বেন। ইহাতে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের সাধ্য আছে যে সংক্ষেপে বিচার্য্য মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কালেক্‌টর সাহেবদিগের কি জজ সাহেবদিগের নিকটে করিবার কারণ যাহাকে নিযুক্ত করা বিহিত বুঝে তাহা-কেই সম্যক ভারার্পিয়া নিযুক্ত ও রুজু করে।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র।

৫১। এই আইনের লিখনক্রমে যে২ মোকদ্দমা কালেক্‌টর সাহেবদিগকে সমর্পণ করা যায় ঐ সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদিরা আপন২ পক্ষের সও-য়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্তে যে কোন লোককে মোখ্তার কি উকীল কি প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করা উপযুক্ত বোধ করে সেই জনকে লিখিত পত্রের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত করিয়া আপন মোখ্তার কি উকীল কি প্রতিনিধি করিতে পারে ও ঐ মোখ্তার কি উকীলের মেহনতানার ধার্য্য ঐ মোখ্তার কি উকীল ও তাহার নিয়োক্তা একত্র হইয়া করিবেক কিন্তু ঐ প্রকার মোখ্তারইত্যাদির করা কার্য্যের দৃষ্টে ঐ কার্য্যের পরিবর্ত্তে যাহা কালেক্‌টর সাহেব উপযুক্ত বুঝেন যে জনের পরাজয় নিষ্পত্তি হয় সেই জনের তাহার অধিক দিতে হইবার হুকুম দিবেন না ইতি।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৬ ধা।

[সরাসরী মোকদ্দমাতে মোখ্তারনামা ও ওকালতনামার ইষ্টাম্প কাগজের বিষয়ি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭৪ নম্বরী বিধান দেখ।]

৫২। সদর আদালত জানাইতেছেন যে জমীদার বা তালুকদার কি ইজারদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী যদ্যপি আসামীকে পাট্টা না দিয়া থাকেন্ অথবা তাহার স্থানে কবু-লিয়ৎ না লইয়া থাকেন্ তথাপি সেই জমীদারপ্রভৃতি যদি এমত প্রমাণ দিতে পারেন্ যে তাঁহার গ্রামের হিসাবকিতাব রীতিমতে রাখা গিয়াছে এবং তাহা যথার্থ এবং যদি সরাসরী মোকদ্দমাতে ঐ গ্রাম্য হিসাবের দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকার বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যের দ্বারা এমত প্রমাণ দিতে পারেন্ যে আসামীর স্থানে তিনি যে টাকার দাওয়া করেন্ তাহা তাঁহার নিতান্ত পাওনা আছে তবে চলিত আইনানুসারে তিনি ঐ বাকী টাকার বাবৎ ডিক্রী পাইবার যোগ্য হইবেন। ৫৭৪ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৫৩। সদর আদালত এমত বোধ করেন্ না যে রাইয়ত যদি কবুলিয়ৎ না লিখিয়া দিয়া থাকে তবে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে জমীদার তাহার নামে সরাসরী নালিশ করিতে পারেন্ না বরং জিলার আদালতের এই ক্ষমতা আছে যে দাখিলা এবং উভয় বি-বাদির হিসাবকিতাবপ্রভৃতি তজবীজ করিয়া যে বাকী টাকা প্রকৃতার্থ ও ওয়াজিবী দেনা হইবার প্রমাণ হয় ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৪ প্রকরণের নিরূপিত মতে তা-হার ডিক্রী করেন্। ৩৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৪। ঐ প্রকার মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী ও আসামীর স্থানে নালিশী আরজী ও তাহার জওয়াবব্যতিরেকে আর কোন সওয়াল ও জওয়াব লওনের আবশ্যক হইবেক না ও যদি ফরিয়াদী কি আসামী কোন সময়ে আপন খুধরা নালিশী আরজী কি খুধরা জওয়াব কি বেওরা জ্ঞাপনার্থে আর কোন কাগজ দাখিল করিতে চাহে তবে তাহা লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৭ ধা।

৫৫। ঐ প্রকার মোকদ্দমাতে যে২ কাগজ দরপেশ করা যায় কিম্বা উভয়পক্ষের যে২ সাক্ষী তলব করা যায় তাহার নিমিত্তে কোন ফীস লওয়া যাইবেক না ও উভয় বিবাদির ঐ কাগজ দাখিল করিবার ও সাক্ষী তলব করাইবার দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক হইবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৮ ধা।

৫৬। কালেক্টর সাহেব আপন জিলার মধ্যে যে কোন স্থানে কোন সময়ে যান্ কি থাকেন্ সেই স্থানেই ঐ প্রকার মোকদ্দমা সকল শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ কিন্তু আবশ্যক যে ঐ শ্রবণ ও নিষ্পত্তি সরকারী কোন কাছারীতে কিম্বা সকল লোকের সমাগমের অন্য স্থানেতে এবং উভয় পক্ষ কি তাহারদিগের নিযুক্তকরা মোখ্তার কি উকীলেরা হাজির হইলে তাহারদিগের সাক্ষাৎকারে করা যায় ইতি।—১৮২৪। ১৪ আ। ৯ ধা।

৫৭। যদি কোন মফঃসলী তালুকদার কি কোন কট্কিনাদার কিম্বা যোতদার কি অন্য মালগুজারীকরণিয়া অথবা তাহারদিগের মালজামিন মালগুজারীর বাকী টাকা তলবের কারণ উপরের ধারার লিখিত আইনের বিবরণ করিয়া লেখা দস্তক জারীহওনমতে গ্রেফ্তার হয় ও সম্যক কি কতক দাওয়া না মানিয়া আপনি কি তাহার মালজামিন সরাসরী তজবীজ সারা না হওনপর্য্যন্ত হাজির থাকিবার কারণ মাতবর জামিনী দিতে প্রবর্ত্ত হয় তবে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে উভয় বিবাদির দরপেশকরা হিসাবের কাগজ ও দস্তাবেজ দৃষ্টিকরণানুসারে কিম্বা কৈফিয়ৎ তলবের নিমিত্তে জিলার কালেক্টর সাহেবকে মোকদ্দমা সোপর্দ্দকরণানুসারেই বা যে প্রকারে হউক সরাসরী তজবীজ করা সারা ও নিষ্পত্তির হুকুম না হওনপর্য্যন্ত বাকীদারের কি তাহার মালজামিনের জামিনী মঞ্জুর করেন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৬ ধা। ২ প্র।

৫৮। জজ সাহেবদিগের কেহ মালগুজারীর বাকীর কোন মোকদ্দমা বিচারার্থে কালেক্টর সাহেবদিগের কাহাকেও ভার দিয়া থাকিলে তাহার রিপোর্ট অর্থাৎ বেওরাহকীকৎ সে কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাইলে পর তদ্দৃষ্টে কিম্বা কাহাকেও না ভারদেওয়া কোন মোকদ্দমার বিচার আপনি করিয়া পরে যদি বুঝেন্ যে সেই বাকী টাকা আসামীর দেনা অযথার্থ ঠাহরিল কিম্বা ফরিয়াদী জানিয়াশুনিয়া অসঙ্গত নালিশ করিয়াছিল অথবা ফরিয়াদীর দাওয়া সমুদয়ের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণ হইল তবে সে আসামীকে ছাড়িয়া দিবেন এবং তাহাকে ক্ষতিপূরণ ও সম্যক খরচাও দেওয়াইবেন। আর যদি সমুদয় দাওয়া কি তাহার মধ্যে কিছু জারীইবা প্রতিপন্ন হয় তবে সে আসামীকে তাবৎ শক্ত কয়েদে রাখিবেন যাবৎ সে বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদ ও নালিশী খরচা সমেত না দেয় অথবা তাহার খালাসের কারণ ফরিয়াদী দরখাস্ত না করে। ও কয়েদ হইলে এমত আসামীর মর্য্যাদা ও মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া দিনপ্রতি চারি আনার অধিক ও এক আনার ন্যূন না হয় এরূপে বিহিত বিবেচনাক্রমে তাহার যত খাদ্য খরচ দিবার হুকুম জজ সাহেব করেন্ তাহা সে আসামী কয়েদ থাকাপর্য্যন্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার প্রণালীপূর্ব্বক সেই ফরিয়াদী যোগাইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৫ প্র।

৫৯। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের বিধির

অনুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে জজ সাহেব সরেজমীনে তদারক করণার্থ আমীন পাঠাইতে পারেন্ কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে আবশ্যক না হইলে সেইরূপ সরাসরী মোকদ্দমাতে আমীন প্রেরণকরা উচিত নহে কিন্তু যত খাজানার দাওয়া হইতে পারে তাহার নির্ণয়করণের নিমিত্ত যদ্যপি সরেজমীনে গিয়া তদারক না করিলে হয় না তবে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের কোন বিধিতে সেই রূপ তদারক করণের হুকুম দিতে জিলার জজ সাহেবের প্রতি নিষেধ নাই। ২৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬০। মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সম্পর্কীয় নালিশের অতিবাহুল্যপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত ইহা কর্ত্তব্য বোধ হইলে সকল কালেক্টর সাহেবের প্রতি এই আইনানুসারে হুকুম আছে যে সেই এলাকার কমিস্যনর সাহেবের অনুমতি পাইয়া এমত কোন দাওয়া সেই জিলার মধ্যে তহসীলদারের নিকটে এই মনস্থে পাঠাইবেন যে তাহা তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করে এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৪ আইন জারী-হওনের পূর্ব্বে যে সকল হুকুম এপ্রকার মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নি-কটে সোপর্দ্দ হইলে তাহার উপর খাটিয়াছে সেই সকল হুকুমমতে সকল তহসীলদারেরা আপন২ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেক।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৩ ধা।

[উপরের লিখিত বিধানেতে যে২ স্থলে এইমত মোকদ্দমার বিচারের সম্পর্কে জজ সাহেব লিখিত হইয়াছে সেই২ স্থলে কালেক্টর সাহেব পাঠ করিবেন।]

৬ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। কালেক্টর সাহেবের ফয়সলা জারীকরণ।

৬১। যে২ মোকদ্দমাতে বিশেষ টাকা কিম্বা কোন খরচা দেনার কি ক্ষতিপূরণের বিষয়ে ফয়সলা হয় সেই সকল ফয়সলা জারীকরণে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণের যে২ স্থল সম্পর্ক রাখে তাহা এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগের করা ফয়সলাতে সমানরূপে খাটিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ২০ ধা।

৬২। এই আইনের দ্বারা ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সা-হেবদিগকে এ ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে এই আইনের লিখনানুসারে সংখ্যা নিরূপিত কতক টাকা কিম্বা খরচা অথবা ক্ষতিপূরণ দেওয়াইতে হই-বার অর্থে কালেক্টর সাহেব যে২ নিষ্পত্তি করেন্ তাহাতে মালগুজারীর বাকী আদায়করণের কারণ যেরূপ করা যায় সেইরূপ যে কালেক্টর সাহেব ঐ নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ সেই সাহেব ঐ টাকা যাহার পাইবার অর্থে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার নিমিত্তে উসুল করিবেন্ ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ৩ প্র।

৬৩। হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণ এবং সুবে বাঙ্গালা ও আগরার সম্পর্কীয় চলিত অন্য কোন আই-নের লেখা যে কোন হুকুমানুসারে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা বাকী-দারের তালুক কি অন্য কোন ভূমি খাজানা আদায়করণ সরাসরী ডিক্রী ক্রমে নীলামকরণের ক্ষমতা রাখেন্ ও ঐ প্রকার উপরের উক্ত ঐ দুই সুবার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত যে

কোন হুকুমানুসারে মালগুজারীর বাকী আদায়কারণ সরাসরী ডিক্রীক্রমে ভূমি নীলামকরণ কলেক্টর সাহেবদিগের প্রতি নিষেধ আছে ঐ২ হুকুম রদ হইল মালগুজারীর বাকী আদায়কারণ সরাসরী ডিক্রীক্রমে ভূমি বিক্রয় করিবার যে ক্ষমতা দেওয়া আদালতের জজ সাহেবদিগের প্রতি অর্পিত ছিল এক্ষণে সেই ক্ষমতা মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগ্‌কে অর্পণ করা গেল ইতি।—১৮৩৫ সা। ৮ আ। ১ ধা।

৬৪। হুকুম হইল যে যখন ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণ ও ২৩ ধারার ৬ প্রকরণ ও ২৫ ধারার লিখনানুসারে যে কোন ভূমি মালগুজারীর বাকী আদায়কারণ বিক্রয় হয় কর্ত্তব্য যে তাহার নীলাম সর্ব্ব সাধারণ লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে হয় এবং কালেক্টর সাহেব কি ডেপুটী কালেক্টর অথবা ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের ক্ষমতা পাওয়া কোন আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর তাহা নীলাম করিবেন এবং নীলামের নিরূপিত দিনের ১০ দশ দিন পূর্ব্বে জিলার আদালতে অথবা অন্য* কোন কাছারীতে ও কালেক্টরী কাছারীতে এক ইশ্‌তিহারনামা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে লট্‌কাইয়া রাখিতে হইবেক ইতি।—১৮৩৫ সা। ৮ আ। ২ ধা।

৬৫। জিলার জজ সাহেবের ২৬ মে তারিখের এক পত্র পাইয়া সদর দেওয়ানী আদালত এই হুকুম করিতেছেন যে সরাসরী মোকদ্দমার বিচার করিতে কালেক্টর সাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহাতে জজ সাহেবের কোন সম্পর্ক নাই এবং ঐ বিষয়ে কালেক্টর সাহেব কোন প্রকারে জজ সাহেবের অধীন নহেন্। অতএব যদ্যপি কালেক্টর সাহেব আপনার করা সরাসরী ফয়সলা জারীকরণার্থ রাইয়তের সম্পত্তি ক্রোক করিয়া থাকেন্ তবে সদর আদালতের বোধে জজ সাহেব সেই বিষয়ে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন্ না। এবং যদি পূর্ব্ব২ বৎসরের কিম্বা সন হালের সরকারের মালগুজারী উসুল করিবার নিমিত্ত সমস্ত মহাল ক্রোক হইয়া থাকে অথবা খাসতহসীলে থাকে এবং যদি ঐ মহালের মালগুজারী একেবারে কালেক্টর সাহেব অথবা তাঁহার আমীনের দ্বারা আদায় হয় তবে সদর আদালত বোধ করেন্ যে ঐ মহালের সাধারণ সরবরাহ কর্ম্মে অথবা ঐ মহালহইতে উৎপন্ন রাজস্ব লইয়া সরকারের দাওয়া পরিশোধের কার্য্যে জজ সাহেব হাত দিতেপারেন্ না। ১১৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৬। হুগলীর জজ সাহেবের জিজ্ঞাসাকরাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে চলিত আইনানুসারে বাকী খাজানার নিমিত্ত যে সরাসরী ডিক্রী হয় তাহা ঐ ডিক্রীর তারিখের পর বারো বৎসরের মধ্যে জারী হইতে পারে। ১২৬৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ঐ মোকদ্দমার বিচারহওনের সময়ে জজ সাহেব ঐ সরাসরী ফয়সলা জারী স্থগিত করিতে পারেন্ না। চলিত আইনের দ্বারা জজ সাহেবকে এমত কোন ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই ফলতঃ যদি জাবেতামত মোকদ্দমার চূড়ান্তরূপ নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত সরাসরী ফয়সলা জারী স্থগিত হইতে পারে তবে সরাসরী বিচার একেবারে বিফল হয়। ৭৩৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

---

* জানা কর্ত্তব্য যে অন্য কোন কাছারী শব্দের এই অর্থ বোধ করিতে হইবেক যে যদি কোন জিলার কাছারীতে জজ সাহেব উপস্থিত না থাকেন্ তবে উপরের লিখিত ইশ্‌তিহার নামা প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে তাহা না থাকিলে সদর আমীনের কাছারীতে তাহাও না থাকিলে জিলার সদর মোকামবাসি মুনসেফের কাছারীতে লট্‌কাইয়া রাখা যায় ইতি।

৬৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা জারী করণার্থ যদি সম্পত্তি নীলামকরণের কল্প হয় এবং যে সম্পত্তি নীলাম হইবেক ঐ সম্পত্তির উপর যদি বাদি প্রতিবাদি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া দাওয়া করে তবে ঐ দাওয়া সাব্যস্তকরণার্থ ঐ ব্যক্তি জাবেতামত যে মোকদ্দমা [illegible] তাহার নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত জজ সাহেব ঐ নীলাম স্থগিত করিতে পারেন্। ১১৮১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৯। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ২০ ধারার দ্বারা কালেক্টর সাহেবদিগকে আপনং ফয়সলা জারীকরণের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে অতএব বাকীদারকে কয়েদ ও খালাস করণের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব যে হুকুম দেন্ তাহা দেওয়ানীর জজ সাহেবের দ্বারা দিবার আবশ্যক নাই। কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানা পাইলে দেওয়ানী জেলরক্ষক ঐ আসামীকে কয়েদ বা খালাস করিবেন। ১৮৩৩ সালের ৪ জানুআরির সরকুলর অর্ডর।

৭০। সদর আদালত বোধ করেন্ যে কোন আসামী ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা জারীক্রমে যদি কয়েদ হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে দরখাস্ত দেয় ও আপনার যোত্রহীনতা প্রমাণ করে তবে কালেক্টর সাহেব তাহাকে খালাস করিতে পারেন্। এই প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে জজ সাহেবের যে সকল ক্ষমতা ছিল তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনের দ্বারা কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে। ৭৮৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। সরাসরী ফয়সলার অন্যথা করিবার নিমিত্ত জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করণ।

[১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৪ ধারা (এই অধ্যায়ের ৭ নম্বরী বিধান) দেখ।]

৭১। যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া তাহাঅপেক্ষা সুন্দররূপে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করাইতে চাহে সে ব্যক্তি জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে জাবেতামতে সে মোকদ্দমার নালিশ করিতে পারিবেক এবং ঐ মোকদ্দমার নালিশ দরপেশকরণের সময়ে ঐ সরাসরী নিষ্পত্তির রুবকারী নালিশী আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১৪ আ ১০ ধা।

৭২। ইহাও জানান যাইতেছে যে এই আইনের ১১ ও ১২ ও ১৪ ও ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ও ২০ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগকে যে ক্ষমতার্পণ করা গিয়াছে সেই ক্ষমতাক্রমে তাঁহারা কোন মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তির হুকুম দিলে যদি উভয়ের কোন পক্ষ তাহাতে অসম্মত হইয়া জাবেতামতে আদালতে তাহার নালিশ উপস্থিত করে তবে সেই নালিশ দেওয়ানী আদালতে সরাসরীরূপে হওয়া নিষ্পত্তির উপর জাবেতামতে হওয়া আপীলের ন্যায় বোধ করা যাইবেক অতএব এমত মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেবের কি সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের বাদী কি প্রতিবাদী হওনের প্রয়োজন নাহি ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ২ প্র।

৭৩। উপরের ধারার (১৫ ধারার) ৫ পঞ্চম প্রকরণের [৫৮ নম্বরী বিধান দেখ] অনুসারে কয়েদহওয়া কোন আসামী যদি তাহার উপর হওয়া দাওয়ার বিচার দেওয়ানী আদালতে করাইতে চাহে তবে সাধ্য রাখে যে যে

ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার তাহাকে কয়েদ করাইয়া থাকে তাহার নামে নালিশ করে ও তাহাতে সে দাওয়া প্রমাণ না হইলে যত ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার নিশা খরচাসমেত কয়েদকরনিয়ার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক। আর যদি ধরাপাকড়াহইতে ছাড়ান পাইবার কারণ কিম্বা উপরের লিখিত ধারাক্রমে কয়েদহইতে খালাস হইবার নিমিত্তে আদৌ তলবের টাকা দিয়া পশচাৎ তাহার দাওয়া দেওয়ানী আদালতে করে ও তথায় এমত সাব্যস্ত হয় যে তৎকালে সে টাকা দিবার দায় তাহার শিরে সঙ্গত ছিল না তবে তদর্থে উপরের লিখনানুসারে ডিক্রী হইবেক এবং সঙ্গত অপেক্ষা যত টাকা অধিক দিয়া থাকে তাহা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদসমেত ফিরিয়া পাইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ ১৬ ধা।

৭৪। যদি জজ সাহেবদিগের কোন কেহ (এক্ষণে কালেক্টর সাহেব) ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের মালগুজারীর বাকীর দাওয়া এ আইনের ১৫ ধারার অনুসারে সংক্ষেপে বিচারের কালে অগ্রাহ্য করেন্ তবে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সাধ্য আছে যে পুনরায় সে নালিশ সূক্ষ্ম বিচারের দাঁড়ামতে দেওয়ানী আদালতে করে। ও তথায় বিচারমুখে যদি প্রমাণ হয় যে সংক্ষেপে বিচারকালীন অগ্রাহ্য হওয়া তাহার দাওয়া সঙ্গত বটে তবে তাহার যত ক্ষতি হইয়া থাকে ও যে খরচা সেই দুইবার বিচারমুখে লাগিয়া থাকে তাহা এবং মালগুজারীর বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদসমেত পাইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৭ ধা।

৭৫। যেহেতুক মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহা অন্যায়ক্রমে তহসীলকরণের সম্পর্কীয় সরাসরী ফয়সলার উপর জাবেতামতে নালিশ উপস্থিত হইলে চলিত আইনসকলে এমত কোন মিয়াদ নির্দ্ধারিত নাহি যে ঐ মিয়াদ গত হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না সেইহেতুক এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এমত সকল বিষয়ে মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলার উপর জাবেতামতে হওয়া নালিশ মঞ্জুর করিতে কালেক্টর সাহেবের ফয়সলা যাহার উপর হইয়া থাকে তাহাকে ঐ ফয়সলা দিবার কিম্বা দিতে চাহিবার তারিখহইতে এক বৎসর মিয়াদ নির্দ্ধারিত হইল ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৬ ধা।

৭৬। বিধান হইল যে ১৮৩১ সালের ৮ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে বিচারকেরা যে সকল সরাসরী ফয়সলা করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ আইনের ৬ ধারার বিধি খাটিবেক অর্থাৎ ঐ বিচারকেরদের করা সকল সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্তে জাবেতামত সমস্ত মোকদ্দমা ঐ আইন জারীহওনের পর এক বৎসরের মধ্যে করিতে হয়। ১৮৪১ সালের ১৬ জুলাইর আইনের অর্থ।

৭৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্ত ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৬ ধারায় জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে যে এক বৎসর মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে তাহা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ ও ১১ প্রকরণের নিরূপিত নিয়মানুসারে হিসাব করিতে হইবেক। ১০২৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৮। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩১ ধারার ২ প্রকরণের এবং ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৯ ধারার যে২ ভাগে লেখে যে তাহার মধ্যের নির্দ্দিষ্ট প্রকার মোকদ্দমা সদর আমীন বা মুনসেফের বিচার্য্য নহে এবং তাঁহারদিগকে অর্পণ হইতে পারে না তাহা রদ হইল ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ২ ধা।

৭৯। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৯ ধারা মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে ভূমির মালগুজারীর বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করণের নিমিত্তে জাবেতামত মোকদ্দমা মূল্য বুঝিয়া প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের নিকটে উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ১০ ধা।

৮০। কোন কালেক্টর সাহেবের সরাসরী বিচারপূর্ব্বক করা নিষ্পত্তি মতান্তর কি রদ করিবার নিমিত্তে আদালতে যখন জাবেতামতে নালিশ দরপেশ হয় তখন ঐ আদালতহইতে ঐ সরাসরী বিচারসম্পর্কীয় সমস্ত কাগজ তলবের হুকুম হইবেক ও ঐ কাগজ ঐ মোকদ্দমার মিসিলের শামিলে রাখা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩১ ধা। ১ প্র।

৮১। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার বিধির অনুসারে যে মোকদ্দমায় নিরুপিত মূল্যের সিকী মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে নালিশের আরজী প্রথমেতে লেখা গিয়াছিল সেই মোকদ্দমার ফয়সলার উপর আপীল হইলে ইষ্টাম্পের কত মাসুল লাগিবেক এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এই প্রকার আপীলেতে ইষ্টাম্পের সম্পূর্ণ মাসুল দিতে হইবেক যেহেতুক ১৮৩১ সালের ৮ আইন কেবল প্রথম নালিশের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে। ১৮৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বরের সরকুালর অর্ডর।

৮ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। বাকীদার পাট্টাদার প্রজা ও তাহার মালজামিনের উপর অন্য জিলায় হুকুম জারীকরণ।

৮২। এই ধারানুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে কোন মফঃসলী তালুকদার কি কট্‌কিনাদার কিম্বা যোতদার অথবা অন্য মালগুজারীকরণিয়ার কি তাহারদিগের মালজামিনের স্থানে মালগুজারীর বাকী পাওনা থাকে সে যদি তাহা তলবের সময়ে না দিয়া যে ভূমির বাবৎ এমত বাকীর দাওয়া হয় সে ভূমি যে অধিকারে থাকে সে অধিকারভিন্ন অন্য জিলা কি শহরের অধিকারে বাস করিতে থাকে তবে ঐ বাকী যে জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কিম্বা ইজারদারের পাওনা হয় তাহার কিম্বা তাহারদিগের মোখ্তারকারের ক্ষমতা আছে যে এক আরজীতে নীচের নিরুপিত তফসীল ও বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে গ্রেফ্তারকরণের প্রার্থনা লিখিয়া বাকীদার কি তাহার মালজামিন যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে কিম্বা পাওয়া যায় সেই জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে দেয় ও সেই জজ সাহেবের উচিত যে এমত আরজী দাখিল হইলে পর তৎক্ষণাৎ বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে গ্রেফ্তার করিবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৩ প্রকরণ ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারার ৩ প্রকরণের ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩২ ধারার বয়ান করিয়া লেখা দস্তক জারী করিবার হুকুম দেন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।

৮৩। যদি কোন ব্যক্তি উপরের প্রকরণের মতে কিম্বা উপরের প্রস্তাবিত আইনের লিখনমতে কোন বাকীদার মালগুজারীকরণিয়া কি তাহার মালজামিনকে গ্রেফ্তার করিবার প্রার্থনা লিখিয়া কোন আরজী কোন আদালতে দিতে চাহে তবে তাহার উচিত যে বাকীদারের ও তাহার মালজামিনের নাম ও নি-

বাস ও যে মহালের বাবৎ মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সে মহালের নাম ও তাহার অতিরিক্ত সেই মহালের সালিয়ানা জমার ও বৎসরের নিরূপিত সময়শিরে এতাবতা কিস্তিং যত টাকা দিতে হয় তাহার সংখ্যা ও যোতদার কি মালগুজারীকরণিয়ার কিম্বা তাহার মালজামিনের স্থানে যত টাকা উসুল হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা ও যে বাকী আদায়ের কারণ গ্রেফ্তারীর আরজী দিতে চাহে তাহার সংখ্যা ও দাওয়াকরা বাকী টাকা বাকীদারের স্থানে তলব হইয়াছিল কি না ও যদি তলব হইয়া থাকে তবে তাহাতে সে কি করিলেক তাহার কথা আরজীতে লিখিয়া দেয় ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

৮৪। যদি বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে এই ধারার ১প্রথম প্রকরণের মতে তাহারদিগের গ্রেফ্তারীর দস্তক জারী হইলে পরে যে জজ সাহেবের আদালতহইতে দস্তক জারী হইয়া থাকে তাঁহার অধিকারেতে পাওয়া যায় ও সে গ্রেফ্তার হইয়া তলবী বাকী টাকা না দেয় কি যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রেফ্তার করাইয়া থাকে তাহার সহিত তলবী টাকার রফা না করে ও তাহাতে উপরের লিখিত আইনের লিখনমতে তাহাকে সেখানকার দেওয়ানী আদালতে হাজির করা যায় তবে ঐ আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে বাকীদার কি তাহার মালজামিনের স্থানে যে ভূমির বাবৎ বাকীর দাওয়া হয় সে ভূমি যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে সে জিলা কি শহরের আদালতে তাহাকে না পাঠান যাওনের হেতু ও সেই ভূমি দুই জিলা কি শহরের অধিকারে থাকিলে যে অধিকারে সেই ভূমির অনেকং ভূমি থাকে সে অধিকারে তাহাকে না পাঠান যাওনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন্ তাহাতে যদি ঐ বাকীদার কি তাহার মালজামিন তাহার মাতবর হেতু না জানায় কি যে অধিকারে দাওয়ার ভূমি থাকে সেই অধিকারেতে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হাজিরহওনের নিমিত্তে মাতবর জামিন না দেয় তবে সেই বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে মজকুরী পেয়াদা মহসিল দিয়া যে জিলা কি শহরের অধিকারে ঐ ভূমি থাকে সেই জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে পাঠান যাইবেক ও ঐ পেয়াদা লোকের তলবানা বাকী তলবকরণিয়ার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক ও এমতং প্রকারেতে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ গ্রেফ্তারীর কথা লেখা আসল আরজী ও ঐ মোকদ্দমার মোতালক সমস্ত কাগজ সহিত যে জজ সাহেবের নিকট গ্রেফ্তারহওয়া ব্যক্তিকে পাঠান যায় তাঁহাকে জ্ঞাত করণার্থে পাঠান যাইবেক ও যে ব্যক্তি গ্রেফ্তার হইয়া আসিয়া থাকে সে যদি আপনাকে যে জিলা কি শহরের অধিকারে যে ভূমির মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সেই ভূমি থাকে সেই জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে না পাঠান যাওনের হেতু জানায় কিম্বা ঐ জজ সাহেবের নিকট আপনি হাজির হইবার নিমিত্তে মঞ্জুরহওনের যোগ্য মাতবর জামিনী দিতে পারে তবে কেবল গ্রেফ্তারীর আরজী ও সে মোকদ্দমার মোতালক সমস্ত কাগজ ঐ জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৩ প্র।

৮৫। যদি কোন বাকীদার কি তাহার মালজামিন উপরের প্রকরণের মতে যে ভূমির বাবৎ মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সেই ভূমি যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে সেই জিলা কি শহরের আদালতে আপনি হাজির

হইবার অর্থে জামিনী দিয়া তদনুসারে হাজির হয় তবে ঐ আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে অন্যাং প্রকারেতে এক্ষণকার চলিত আইনমতে বাকীদার কি তাহার মালজামিন তাঁহার অধিকারের মধ্যে গ্রেফ্তারহওনমতে তাহার প্রতি যেমত আচরণ করেন্ সেই মত আচরণ এমতেও ঐ বাকীদার কি তাহার মালজামিনের প্রতি করিবেন ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র।

৯ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। এক বিষয়ের মোকদ্দমা একি আদালতে সোপর্দ্দকরণ।

৮৬। এক বিষয়সম্পর্কীয় দুই কিম্বা ততোধিক নালিশ ভিন্নং আদালতে হওনপ্রযুক্ত কষ্ট বোধ হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি জজ সাহেবের কর্ণগোচর হয় যে এই আইনানুসারে যে কোন বিষয় বিচার্য্য হয় তাহার সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা আপনার আদালতে কিম্বা আপনার তাবে কোন আদালতে উপস্থিত আছে আর সেই বিষয়সম্পর্কীয় নালিশ পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে হইয়াছে তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবার হুকুম দেন এবং কালেক্টর সাহেবের উচিত যে দুই নালিশের নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৪ ধা।

৮৭। উক্ত ১৪ ধারাতে "একি বিষয়সম্পর্কীয়" এই কথার এই অর্থ করিতে হইবেক যে দুই মোকদ্দমার নালিশের হেতু একি। এবং যে জজ সাহেব বা অন্য বিচারক প্রত্যেক মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অবগত থাকেন্ কেবল তিনিই নিশ্চয় করিতে পারেন্ যে কোন্২ মোকদ্দমাতে উক্ত বিধি খাটিতে পারে। ১০০১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৮। ঐ মত যদি কালেক্টর সাহেবের কর্ণগোচর হয় যে যে বিষয়সম্পর্কীয় নালিশ আপনার নিকটে উপস্থিত আছে সেই বিষয়সম্পর্কীয় নালিশ পূর্ব্বে জাবেতামতে জজ সাহেবের আদালতে হইয়াছে তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে ঐ মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিয়া জজ সাহেবের নিকটে নথী পাঠান্ এবং ঐ জজ সাহেব দুই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আপনি করিবেন কিম্বা আপনার তাবে কোন কাছারীতে বিচারের নিমিত্তে পাঠাইবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৫ ধা।

৮৯। যশোহরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসাকরাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারার হুকুম সদর দেওয়ানী আদালতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না কেবল জিলা ও শহরের আদালতে ও তাঁহারদের অধীন আদালতে খাটে। ১২৫২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৯০। জানান যাইতেছে যে জজ সাহেবের এবং তাঁহার অধীন আদালতের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে হইতে পারিলে এই আইনানুসারে বিচার্য্য এক বিষয়ের সকল নালিশের মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে এক কাছারীতে পাঠান্ আর অধীন আদালতের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে যদি মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের মোকদ্দমা আপনার আদালতে উপস্থিত হইয়া আছে এবং তাহারা জ্ঞাত হয় যে সেই বিষয়সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা অন্য আদালতে উপস্থিত আছে কি কালেক্টর সাহেবের নিকটে সরাসরীমতে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে তবে ঐ মোকদ্দমার

বিচার স্থগিত রাখিয়া নথী জজ সাহেবের নিকটে পাঠায় ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৬ ধা।

৯১। জানা কর্ত্তব্য যে যে বিষয়ের মোকদ্দমা এই আইনানুসারে বিচার্য্য হয় তাহার উপর আপীল হইলে যদি জ্ঞাত হওয়া যায় যে ঐ বিষয়সম্পর্কীয় অন্য কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া তাহার নিষ্পত্তি হইয়াছে তবে সেই সকল মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব হইয়া পড়া যাইবেক এবং আপীলের মোকদ্দমার যে ফয়সলা জারী হইবেক সেই ফয়সলা আপীল না হওয়া অন্য সকল মোকদ্দমাতেও খাটিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত সকল বিষয়েতে যথার্থ সম্বাদ উভয় পক্ষকে দেওয়া যাইবেক যে তাহারা স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির হইয়া প্রত্যেক মোকদ্দমা চালায় ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৭ ধা।

৯২। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেব যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন্ তাহা স্বতন্ত্র করিয়া নম্বরবিলী করিতে হইবেক এবং যদ্যপি দুই মোকদ্দমার ডিক্রী এক কালে হয় তথাপি প্রত্যেক মোকদ্দমা আলাহিদা মোকদ্দমার ন্যায় বোধ করিয়া ডিক্রী করিতে হইবেক। ১০০১ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৯৩। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে যে২ মোকদ্দমা অধস্থ দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হয় তাহা জারেতামত দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায় বহীর মধ্যে লিখিতে ও বিচার করিতে হইবেক। ৯৫১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। বাকী রাজস্বের নিমিত্ত ভূমি ক্রোক করিতে জমীদারেরদের ক্ষমতা।

৯৪। কখন কোন কট্‌কিনাদার কিম্বা যোতদারপ্রভৃতি মালগুজার উপরের লিখনানুসারে ধরা আসিয়া যদি অব্যাজে বাকী টাকা না দেয় ও সে নিমিত্তে জজ সাহেবের স্থানে চালান হয় তবে সে বাকীর স্বত্ববান ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সাধ্য আছে যে সে বাকীদার আসামীর কট্‌কিনার মহাল কিম্বা যোতের ভূম্যাদি ক্রোক করে ও তাহার সরবরাহ তাবৎ নিজ আমলার দ্বারা কিম্বা অপর যে মতে করাণ বিহিত জানে করায় যাবৎ সেই বাকী ও সে বস্তু ক্রোক হইলে পর আর যে বাকী পড়ে তাহাসুদ্ধা মোটে যত টাকা বাকী ঠাহরে সেই মোট টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদসমেত সেই বস্তুর উপস্বত্বাদির দ্বারা উসুল না হয়। কিন্তু ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা যে সময়ে এমতে বস্তু ক্রোক করে সে সময়ে উচিত নহে যে তৎকালে চাসীপ্রভৃতি ক্ষুদ্র২ যে প্রজাদিগের স্থানে যত মালগুজারী সেই বাকীদার আসামী পাইত তাহার বেশী সেই বাকীদার আসামী ও চাসীপ্রভৃতিতে মিলিয়া গড়ন করিয়া আইনের বহির্ভূত কিছু কর্ম্ম না করিয়া থাকিলে তলব করে। আর যদি সেই বাকীদার আসামী বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদসমেত সেই সনের মধ্যে দেয় তবে তৎক্ষণাৎ সে ক্রোক বরখাস্ত হইবেক এবং ক্রোককরণিয়া সেই বস্তু ক্রোক থাকিবাপর্য্যন্তের নিকাস প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই আসামীকে দিবেক।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৬ প্র।

১৫। বাকীদারের এলাকা ক্রোককরণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার কর্ম্মের বিবরণেতে কএক দ্বিধা ও সন্দেহ জন্মিয়াছে বিশেষতঃ এ বিষয়েতে যে বাকীদারকে গ্রেফ্তারকরণের দস্তক জারীহওন বিনা তাহার এলাকা ক্রোকহওয়া সঙ্গত বটে কি না ও ঐ ধারার নিয়মের মধ্যে কি তাহার পরে জারীহওয়া অন্য কোন আইনেতে ইহা কিছু স্পষ্ট লেখাও নাহি যে বাকীদারের উপর দস্তক জারী না করণমতে তাহার বাকীর নিমিত্তে সরাসরীতে ডিক্রী হইতে পারে ও আসামী লোককে গ্রেফ্তারকরণ-বিনা এলাকা ক্রোক ও সরাসরী তজবীজহওয়া মাসুল অর্থাৎ রীতি না থাকন-হেতুক প্রজারা ও জমীদারের পেটার এলাকাদারেরা রুপোশহওয়াতে এড়া-ইবার সুগম উপায় দেখিয়া তাহাই হইয়া থাকে কেননা জানে যে দস্তকের মিয়াদের মধ্যে ধরা না পড়িলে আদালতহইতে মালআমওয়ালের দ্বারা বকেয়া টাকা দেওয়াইবার কোন রাহা নম্বরী নালিশব্যতিরিক্ত নাহি এই সকল ব্যাঘাতের তদারকের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য নিয়মসকল ঐ ৭ আই-নের ১৫ ধারা শুধরণক্রমে ও তাহার মর্ম্মের বিবরণের অর্থে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ১ প্র।

১৬। এক্ষণকার আইনের মতে জমীদার লোক ও তালুকদার লোক ও ইজারদারইত্যাদিরা বকেয়া টাকা তহসীলের নিমিত্তে তাহা আসামীর স্থানে তলবকরণের পূর্ব্বে কি তাহাকরণের পরে সরাসরীহইতে দস্তক জারী করা-ইতে পারে তাহা সত্ত্বে এক্ষণে এমত হুকুম হইল যে ঐ সকল লোকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি হয় সে তালুকদার লোকের কি ইজারদারদিগের কিম্বা অন্য যাহারা জমীদার ও প্রজা লোকের মধ্যেতে অধিকারের দখীলকার থাকে তা-হারদিগের কাহারু নামে বাকীর নিমিত্তে সরাসরীরূপে দরখাস্ত দাখিলকর-ণের পরে আসামী গ্রেফ্তার হয় বা না হয় আপন তরফহইতে এলাকা ক্রোক করণের ও প্রজা লোকের স্থানে তহসীলকরণের নিমিত্তে সরেজমীনে সাজাওল পাঠাইতে পারিবেক কিন্তু সাজাওল পাঠাইবার ক্ষমতা ইচ্ছানুরূপ নহে বরং তাহাতে নিয়ম এক এই যে দরখাস্তের লিখিত তলবী বাকীপড়নের সময়অবধি এক মাস গত হইলে পর পাঠাইতে পারিবেক এক মাসের পূর্ব্বে ক্ষমতা নাহি এতাবতা ভাদ্র মাসের বাকীর নিমিত্তে কার্ত্তিকের ১ পহিলা তারিখের পূর্ব্বে ক্রোক করিতে পারে না যদি তাহার দরখাস্ত আশ্বিনের প্রথমে গুজরিয়াও থাকে ও দ্বিতীয় এই যে যদি মাসের কিস্তির সমুদয় টাকা বাকী থাকে এতাবতা ভাদ্রের কিস্তির সমুদয় টাকা বাকী না থাকিলে ভাদ্রের কিস্তির মধ্যের এক টাকা বাকীর নিমিত্তে ক্রোক করিতে পারে না ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ২ প্র।

১৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে জমীদার যদি তালুকদার অথবা অন্য যাহারা জমীদার ও প্রজা লোকের মধ্যেতে অধিকারের দখীলকার থাকে তাহারদের নামে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারানুসারে সরাসরী নালিশ না করিয়া থাকে তবে ঐ জমী-দার ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার বিধির অনুসারে আপনার ক্ষমতাক্রমে প্রজা লোকের ভূমি ক্রোক করিতে এবং তাহারদের স্থানে খাজানা উসুল করিতে সাজাওল পাঠাইতে পারেন্ না। ৪৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। পেটাও প্রজারদের পাট্টা রদ করিতে এবং তাহারদিগকে বেদখল করিতে জমীদারেরদের স্বত্ব।

৯৮। সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যের যে সুবার যে ভূমি হয় তাহার মালগুজারীর বাকী টাকা সেই সুবার চলন সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর ভিতরে বাকীদারের কিম্বা মালজামিনের অথবা সে ভূমি ক্রোকের দ্বারা উসুল না হইলে সেই বাকীদারের সম্পর্কীয় ভূমি যে জমীদারের কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারির অধিকারের মধ্যে থাকে অথবা সে সনের অধিক মিয়াদী পাট্টাই যে ইজারদারের ইজারার মধ্যে রহে সেই জমীদারপ্রভৃতিতে সাধ্য রাখে যে আইন্দা সন শুরুহইতে এতাবতা তাহার পর বৎসর প্রবর্ত্তে সেই বাকীদারের সংক্রান্ত ভূমির বন্দোবস্ত অপর যে মতে করণ বিহিত সেই মতেই তন্মধ্যের স্বত্ববান্ সকলের স্বত্ব সাব্যস্ত রাখিয়া করে। আর যদি সে বাকীদার কেবল এক সনের জন্যে কট্‌কিনাদার হইয়া থাকে কিম্বা তাহার পাট্টার মিয়াদ সেই সনে শেষ হয় তবে সুতরাং তদধিক মুদ্দতে কট্‌কিনা রাখিবার দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তু যদি পাট্টার মিয়াদ গত না হইয়া থাকে ও মালগুজারীও না দিবাতে করার বিচলিত হয় তবে সেই পাট্টাদেওনিয়া যথাভীষ্টক্রমে সে পাট্টা বাজেয়াপ্ত করিতে কিম্বা না করিতে পারিবেক। আর যদি সে বাকীদার মফঃসলী তালুকদার অথবা প্রকারান্তরে ভূমির ভোগবান হয় ও তাহার সংক্রান্ত ভূমি সনদ কিম্বা এদেশীয় চলন অন্য প্রকার কাগজপত্রাদির অনুসারে হস্তান্তর হইতে পারে তবে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিয়া তাহার ভূমিকে মালগুজারীর বাকী উসুলের কারণ বিক্রয় করাইতে সাধ্য থাকিবেক। ও তাহা করিলে সে ভূমির খরীদারো সেই সনের নিমিত্তে পূর্ব্ব ভোগবানের ন্যায় বোধ হইবেক। কিম্বা যদি বাকীদার কেবল এমত পাট্টাই প্রজা হয় যে মোকররীমতে কিম্বা তথাকার দাঁড়াক্রমে মালগুজারী যাবৎ করে তাবৎ সে ভূমিতে তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত থাকিতে পারে কিন্তু সে ভূমি হস্তান্তর করিবার স্বত্ব না রাখে তবে সে ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদারপ্রভৃতি যে কেহ যত কাল মিয়াদ নির্দ্দিষ্টে আপন স্বত্ব সে প্রজাকে অর্পিয়া থাকে তাহার শক্তি আছে যে সেই বাকীদার প্রজা করারের অন্যথা করিলে তাহার হস্তহইতে সে ভূমি ছাড়াইয়া লয়।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৭ প্র।

৯৯। ইহাতে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা এ প্রকরণের লিখিত হস্তান্তর হইবার যোগ্য ভূমি বিক্রয় করাইবার কারণছাড়া অপর সকল বিষয়েই আদালতে দরখাস্ত না করিয়া আপনারদিগের শক্ত্যনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেক। কিন্তু যদি তাহারা কিম্বা তাহারদিগের আমলারা আপনারদিগের শক্তির বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করে ও তাহাতে পাট্টাদিগর কাগজপত্রের অনুসারে কিম্বা তথাকার আদ্যোপান্তের দাঁড়াক্রমে কোন প্রকার মালগুজারের স্বত্ব লোপ হয় তবে তাহার নিশার দায় সেই অধিকারী কিম্বা ইজারদারের শিরে পড়িবেক। আর জানিবেন যে এ আইনের মর্ম্ম কোন প্রকারে ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদির স্বত্ব নিরূপণার্থে নহে তাহারদিগের স্বত্বের বিচার দেওয়ানী আদালতে হইবার দায় রাখে। ইহার মর্ম্ম কেবল বাকীদারদিগের

স্থানে মালগুজারী উসুলের দাঁড়া ধার্য্যের নিমিত্তে বর্ত্তে তাহাতে যদি কাহার স্বত্ব লোপ হয় তবে কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি শীঘ্র হইবার দাঁড়ার সংক্রান্ত এ আইনের লিখিত হুকুমমতে আপন স্বত্ব লোপ হইবার এবং ক্ষতি ও খরচার দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে।— ১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৭ প্র।

১০০। পূরণিয়া জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে বাকীদার ইজারদারের উপর দাওয়া হইলে যদি তিনি খাজানা না দেন্ তবে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে এবং যাথার্থ্যের সাধারণ নিয়মমতে যে বৎসরের খাজানা পাওনা থাকে সেই বৎসরের শেষে ঐ বাকীদার ইজারদারকে আপনার ভূমিহইতে ছাড়ান যাইতে পারে এবং ভূম্যধিকারী দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত না করিয়া ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে ঐ বাকীদার রাইয়তের ভূমি ছাড়াইয়া লইতে পারেন্ কিন্তু ইহাতে কোন জবরদস্তী করিতে হইবেক না জবরদস্তী করিলে সেই বিষয় ১৮৪০ সালের ৪ আইনের বিধির মধ্যে পড়িবেক। ৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০১। সদর আদালত কহেন যে পূর্ব্বকার জজ কর্নিশ সাহেব যে হুকুম করিলেন তাহা ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণের এই অর্থ বোধ করিয়া করেন্ যে ভূম্যধিকারী যদ্যপি রাইয়তের স্থানে খাজানা বাকী আছে বলিয়া আপনার শিরে ঝুঁকী লইয়া ঐ রাইয়তের ভূমি ক্রোক করেন্ তবে ঐ রাইয়তের সেই ভূমি অবশ্য ছাড়িয়া দিতে হইবেক এবং যদি সেই রাইয়ত কহে যে আমার স্থানে কিছু খাজানা বাকী নাই এবং সেই ভূমি ত্যাগ করিতে কবুল না করে তবে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্য যে ঐ ভূম্যধিকারী দরখাস্ত করিলে তাঁহার দাওয়ার যাথার্থ্যের বিষয়ের কিছু তজবীজ না করিয়া ঐ রাইয়তকে ভূমিহইতে ছাড়াইয়া দিতে এবং ঐ ভূমি ভূম্যধিকারিকে ফিরিয়া দিতে হুকুম করেন্। কিন্তু সদর আদালত ঐ প্রকরণের যে এমত অর্থ তাহা কদাচ স্বীকার করিতে পারেন্ না যেহেতুক ঐ প্রকরণে কেবল এইমাত্র হুকুম আছে যে ভূম্যধিকারী দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত না করিয়া আপনার বাকীদার প্রজার ভূমি ছাড়াইয়া লইতে পারেন্ কিন্তু ঐ প্রজা আমি বাকীদার নহি কহিয়া আপনার ভূমি ত্যাগ না করণের ঝুঁকী আপনার শিরে লইলে যাহা২ কর্ত্তব্য তাহার বিষয়ে ঐ প্রকরণে কিছু লেখা নাই। সেইমত গতিকে যাহা কর্ত্তব্য তাহা ঐ প্রকরণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নির্দ্ধার্য্য করিতে হইবেক এবং সদর আদালত নিশ্চয় বোধ করেন্ যে এমত হইলে অর্থাৎ রাইয়ত আপনার ভূমি ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলে ভূম্যধিকারির উচিত যে আইনমতে যে উপায় আছে তদনুসারে ঐ ভূমি ক্রোক করেন্ অথবা ঐ রাইয়তের নামে জাবোতমত কিম্বা সরাসরীমতে নালিশ করেন্। ফলতঃ সদর আদালত বোধ করেন্ যে ঐ প্রকরণ যেপর্য্যন্ত এই প্রকার মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেইপর্য্যন্ত তাহার অভিপ্রায় যে অন্যান্য দাওয়াদারেরদের ন্যায় জমীদারেরদের আপন২ যথার্থ যে পাওনা থাকে তাহা নির্ব্বিরোধ উপায়ের দ্বারা আদায়করণের যে অধিকার আছে তাহা স্পষ্টরূপে জানান যায় এবং সাধারণ নিয়মানুসারে এবং দেশের দস্তুরমতে ভূম্যধিকারিরদের ইহার পূর্ব্বে যে শক্তি ছিল তাহাছাড়া নূতন শক্তি অর্পণ করা ঐ প্রকরণের অভিপ্রায় ছিল না বরং তাহার অভিপ্রায় এই ছিল যে জমীদারেরদের এমত মনঃপ্রত্যায় জন্মে যে তাঁহারদের ক্ষমতানুসারে যথার্থ ও নির্ব্বিরোধরূপে কার্য্য করিলে তাঁহারদের অপরাধির মধ্যে গণ্যহওনের ভয় না থাকে এবং তৎপ্রযুক্ত আপন২ যথার্থ পাওনা টাকা আদায় করিতে জমীদারেরদিগকে সাহস দেওয়া যায় এবং রাইয়তেরদিগকে এইমত বুঝান যায় যে তাহারদের নামে আদালতে নালিশ না হওয়াপর্য্যন্ত যদ্যপি তাহারা জমীদারের যথার্থ দাওয়ার টাকা না দেয় তবে তাহারা খরচা ও দণ্ড দিবার যোগ্য হইবেক এবং এইরূপে তাহারদের অন্যায় প্রতিবন্ধকতা নিবারণ হয়। ১১৩ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১০২। সদর দেওয়ানী আদালত জানাইতেছেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৫ প্রকরণানুসারে বাকী খাজানার নিমিত্ত যে ফয়সলা হয় তাহার টাকা যদি ঐ আইনানুসারে বাকীদার রাইয়তকে অথবা তাহার মালজামিনকে কয়েদকরণের দ্বারা অথবা ঐ ১৫ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে তাহার ভূমি ক্রোককরণের দ্বারা সেই বাঙ্গলা বা ফসলী কি বিলায়তী সনের মধ্যে আদায় না হয় তবে যে বৎসরের খাজানার ফয়সলা হইয়াছে সেই বাঙ্গলা বা ফসলী কি বিলায়তী বৎসরের শেষ হইলে পর ঐ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্তক্রমে যে খাজানার বিষয়ে ফয়সলা হইয়াছে তাহার বাবৎ আসামীর তালুক বা অন্য হস্তান্তরকরণের যোগ্য ভূমি বিক্রয়করণের দ্বারা আদায় হইতে পারে। কিন্তু জজ সাহেবের উচিত নহে যে খাজানা বাকীর এজহার মাত্র পাইলে তাহার বিষয়ে তজবীজ না করিয়া ভূমি নীলামকরণের নিমিত্ত বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে দরখাস্ত করেন্। ১২.৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৩। বাকীর ডিক্রী হইলে ডিক্রীর আসামী যদি ইজারদার কিম্বা তাহার ন্যায় অন্য এলাকাদার এতাবতা যে এলাকাদারের এলাকার করারদাদ বাকীর নিমিত্তে বাতিল হইতে পারে সেইরূপ হয় তবে ফরিয়াদী ডিক্রীহওয়া এলাকা আপন তরফহইতে অসিদ্ধ করিয়া তাহার হাতছাড়া করিয়া লইতে পারে জানা কর্ত্তব্য যে সরাসরী তজবীজেতে বাকী যে ডিক্রীর হয় সেই ডিক্রী জারী করণেতে বাকীর এলাকা সেওয়ায় স্থাবর বস্তু বিক্রয় করিতে পারা যাইবেক না এতাবতা যদি আসামী এই আইনের ৩ ধারার উক্ত প্রকারের তালুকদার কিম্বা অন্য যেপ্রকার এলাকা বাকীর নিমিত্তে আইনের অনুসারে নীলাম হইতে পারে সে প্রকার এলাকাদার হয় তবে তাহার উপর যাহা বাকী থাকে তাহার নিমিত্তে বাকীর এলাকা বিক্রয় করা যাইবেক ও যদি জমীদার কি অন্য দাওয়াদার ঐ বাকীর নিমিত্তে যে এলাকার বাবৎ বাকী তাহা সেওয়ায় স্থাবর বস্তু কি অন্য এলাকা নীলাম করাইতে চাহে তবে তাহা নম্বরী ডিক্রীবিনা হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ৪ প্র।

১২ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। বাকী খাজানার নিমিত্তে খোদকস্তা রাইয়তেরদের পাট্টা বাতিল করিতে ভূম্যধিকারিরদের ক্ষমতা।

১০৪। এই ধারার ২ ও ৪ প্রকরণেতে (এই অধ্যায়ের ৯৬ ও ১০৩ নম্বরী বিধানেতে) বাকীদারদিগের এলাকা অসিদ্ধ ও ক্রোক হওনের বিষয়ে যে সকল নিয়মের প্রসঙ্গ হইল তাহা কেবল জমীদার ও প্রজার মধ্যেতে হওয়া তালুক ও ইজারা ও অন্যং এলাকার সহিত সম্পর্ক রাখে ও খোদকস্তা প্রজা লোকের ও প্রাচীন নিবাসি চাসি লোকের যোতের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না। তাহারদিগের স্থানে যে বাকীর দাওয়া রাখে সে সর্ব্বদা চলিত আইনের মতে বৎসরের মধ্যে আপন বাকীর নিমিত্তে আসামীর ফসলওগয়রহ মালআমওয়াল ক্রোক করিতে কি তাহাকে গ্রেপ্তারকরণার্থ দস্তক জারী করাইতে পারিবেক কিন্তু যদি সালআখেরীতে জমীদারের কি তালুকদারের কি ইজারদারের বাকী খোদকস্তা প্রজা লোকের কি প্রাচীন নিবাসি চাসী লোকের মধ্যে কাহারু শিরে থাকে তবে সরাসরীতে নালিশ করিয়া দস্তক জারী করাইতে পারিবেক ও যদি আসামী রূপোশ হয় কি অন্যহেতুক গ্রেপ্তার হইতে না পারে তবে এই ধারার ৩ প্রকরণের নিয়মের মত আচরণ করা যাইবেক ও

যদি দাওয়াদার বৎসরের মধ্যে যেমত তাহার করা উচিত সেই মতে বাকীর ডিক্রী পাইয়া সে ডিক্রী জারী না হইয়া থাকে তবে সে ডিক্রী তাহার মাতবর দলীল হইবেক জারী না হইয়া থাকন প্রমাণ হইলে ও আদালতে বাকী সাবুদ হইলে যদি অবিলম্বে আদায় না হয় তবে আখেরী সালেতে দাওয়াদারকে অনুমতি দেওয়া যাইবেক যে আসামী প্রজার এলাকার জামিনের যে প্রকার বিলি বন্দোবস্ত করিতে চাহে তাহা করে ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ৫ প্র।

১০৫। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৪ ও ৫ প্রকরণানুসারে জমীদার কি ভূম্যধিকারী যদি সরাসরী অথবা জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা ইহা সাব্যস্ত না করিয়া থাকেন যে খাজানা নিতান্ত বাকী আছে তবে তিনি কোন পাট্টাদার রাইয়তের পাট্টা অসিদ্ধ করিতে পারেন্ না। এবং খোদকস্তা রাইয়তেরদের শক্তি আছে যে ভূমিহইতে বেদখলহওনের পূর্ব্বে যে টাকা তাহারদের স্থানে পাওনা আছে জমীদার কহেন্ সেই টাকা তাহারা অন্যোজে আদালতে দাখিল করে। ১২০৫ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১০৬। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে অন্যায়রূপে বেদখলহওনের বিষয়ে নালিশ হইলে প্রতিকারকরণের বিষয়ে আদালতের কি শক্তি আছে তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে ১৮২৯ সালের ২৮ আগস্টে কলিকাতা রাজধানীর সদর দেওয়ানী আদালত আইনের নীচের লিখিত অর্থ অবধারণ করিয়া নানা দেওয়ানী আদালতের কার্য্যকারকেরদের উপদেশের নিমিত্ত তাঁহারদের নিকটে তাহা পাঠাইলেন সেই অর্থ এই যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৫ প্রকরণে হুকুম আছে যে বিশেষ২ গতিকভিন্ন খোদকস্তা রাইয়তের দিগকে উত্ত্যক্ত করা অথবা তাহারদের স্থানহইতে ভূমি ছাড়াইয়া লওয়া বেআইনী কর্ম্ম তাহাতে সুতরাং বোধ হয় যে ঐ বিধির বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে প্রতিকারহওনের কোন উপায় আছেই অতএব সদর আদালত উক্ত আইনের ভাবদৃষ্টে বিধান করিতেছেন যে জজ সাহেব সেইরূপ প্রতিকার করিবেন অর্থাৎ বেদখলহওয়া রাইয়ত সরাসরীরূপে তাঁহার নিকটে নালিশ করিলে তিনি এইরূপ হুকুম দিবেন যে ঐ রাইয়তকে পুনর্ব্বার ভূমির দখল দেওয়ান যায় এবং আইনের মধ্যে যে রীতিমতে কার্য্যকরণের হুকুম আছে সেই রীত্যনুসারে জমীদার কার্য্য না করণপর্য্যন্ত ঐ রাইয়ত সেই ভূমি আপন দখলে রাখিবেক। এই প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে জজ সাহেবেরদের যে ক্ষমতা ছিল তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে অন্যায়রূপে বেদখল হওনের নালিশ বিচার করিয়া প্রতিকার করিতে যে ক্ষমতা উক্ত সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে জজ সাহেবের প্রতি সমর্পণ ছিল তাহা এক্ষণে কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবেক। কিন্তু যদ্যপি ঐ বেদখলকরণেতে কোন জবরদস্তী কর্ম্ম হইয়া থাকে তবে তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচার্য্য মোকদ্দমার মধ্যে পড়িবেক। ১৮৩৩ সালের ১৫ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১০৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কালেক্টর সাহেব যদি সরাসরীমতে এমত ফয়সলা করেন্ যে খোদকস্তা রাইয়তের স্থানে খাজানা বাকী আছে এবং যদি তাহাকে বাকীদার বলিয়া বেখদল করিতে হুকুম দেন্ এবং ঐ খোদকস্তা রাইয়ত ঐ সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্ত জিলার আদালতে অথবা মুনসেফের আদালতে নালিশ করে তবে যত খাজানার টাকার বিষয়ে বিরোধ হইয়াছিল অর্থাৎ প্রথমে ঐ রাইয়তের নামে যত টাকার বাবৎ নালিশ হইয়াছিল তত টাকা ঐ জাবেতামত মোকদ্দমার মুল্য জ্ঞান করিতে হইবেক। ৮৬২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে২ ভূমি প্রজা বা রাইয়ত দখল করিতে আপন অধিকার আছে বোধ করে এইমত ভূমিহইতে ভূম্যধিকারী তাহাকে আইনমতে বেদখল করিতে পারেন্ কি না এই বিষয়ে যে সকল বিরোধ হয় তাহা ১৭৯৩ সালের

৪৯ আইন অথবা ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। ৪৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

[১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন ১৮৪০ সালের ৪ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে তাহা আপেণ্ডিক্সের মধ্যে দেওয়া গিয়াছে। উক্ত ১০৮ নম্বরী বিধান ঐ প্রকার বিরোধের কেবল সরাসরী মতে নিষ্পত্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং তাহাতে জাবেতামত মোকদ্দমাকরণের কোন নিষেধ নাই। উক্ত সকল বিধানের বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ আইন বিশেষরূপে বিবেচনা করিতে হইবেক।]

১৩ ধারা।

ভূম্যধিকারিরদের ক্ষমতার বিষয়ি সাধারণ বিধি।

১০৯। উপরের লিখনানুসারে যদি ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদি মালগুজারদিগের কেহ কাহার নামে কখন আপন স্বত্বাধিকারের সংক্রান্ত মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তবে তৎকালে তথাকার জজ সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি উভয়তঃ হওয়া একরার লিখনাদি কাগজ পত্রদৃষ্টে কিম্বা শরা কি শাস্ত্রমতেইবা অথবা আইনক্রমে কিম্বা সে স্থানের আদ্যোপান্তের চলন সামান্য কি বিশেষ দাঁড়ার অনুসারে করিবেন। আর জানিবেন যে জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা প্রজাদি মালগুজারদিগকে মালগুজারীর হিসাব নিষ্পত্তির কারণ কিম্বা অপর কোন বিশিষ্ট হেতুতে অথবা তাহারদিগের উভয়তঃ হওয়া একরার লিখনাদি কাগজপত্রদৃষ্টে মাপিয়া বুঝিবার যোগ্য তাহারদের হাতে থাকা কোন ভূমি মাপিবার নিমিত্তে ডাকিতে কিম্বা ডাকাইয়া আনিতেও বহালী কোন আইনমতে নিষেধ ছিল না ও নাই। তথাচ এ ধারাক্রমে স্পষ্ট জানান যাইতেছে যে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে রাখা সাধ্যানুসারে এমত কর্ম্ম করিতে আবশ্যক নাই যে সে জন্যে আদৌ দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করে। ও ইহাতে যদি ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে রাখা সাধ্যমতে কার্য্য করিতে কেহ প্রতিবাদী হয় তবে দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণ হইলে সে নিমিত্তে হওয়া সমস্ত ক্ষতিসমেত যাবদীয় খরচা পোষাইয়া দেওয়াইবার কারন সেই প্রতিবাদির দণ্ড হইবেক। অধিকন্তু সেই দুঁদ্যামির জন্যে তাহার নামে দায়েরসায়েরী আদালতে নালিশ হইতে ও সে দুঁদ্যা শাস্তির যোগ্য ঠাহরিতে পারিবেক। কিন্তু যদি ভূম্যধিকারিগণের কিম্বা ইজারদারদিগের অথবা তাহারদিগের আমলার কেহ আপন সাধ্যের বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করে তবে উৎপাতগ্রস্ত সে বিষয় দেওয়ানী আদালতে প্রতিপন্ন করিলে সেই কর্ম্মির উপর সমস্ত ক্ষতি ও খরচা দিবার দায় পড়িবেক। তদ্ভিন্ন মোকদ্দমা বুঝিয়া যে দণ্ড সরকারে লওয়া উচিত তাহাও দিবেক।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৮ প্র।

১৪ ধারা।

ক্রোককরণের বিরুদ্ধে সরাসরী মোকদ্দমা।

১১০। যে সকল লোকেরা বাকীদারদিগের জিনিসপত্র ক্রোককরণের ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি যে ইজারদার কি কট্‌কিনাদার কিম্বা প্রজা কি মফঃসলী তালুকদারের মালজামিন না থাকে তাহার জিনিসপত্র ক্রোক করিলে জিনিসের মালিক অর্থাৎ স্বামী যদি বাকীর ওজর করিয়া জিনিস

ক্রোকহওনের দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে কিম্বা ক্রোকী জিনিস ভূমির উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য হইলে যদি কাটা না গিয়া থাকে তবে ঐ ধান্যাদি শস্য খামারে আসিয়া গাদীহওনের দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে আদালতের সাহেবের কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অথবা পরগনার কাজীর কিম্বা কমিস্যনরইত্যাদি যে২ ব্যক্তি ক্রোকী জিনিস নীলাম করণের ক্ষমতা রাখে তাহার সাক্ষাৎ কিম্বা খোদ ক্রোককরণিয়ার সাক্ষাৎ যদি মাতবর জামিনীর সহিত এক একরারনামা এই মজমুনে লিখিয়া দেয় যে আমি এই একরারনামার তারিখহইতে পনের দিবসের মধ্যে এই মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিব ও বিচারানুসারে যত টাকা আমার শিরে বাকী ঠাহরে তাহার শতকরা সালিয়ানা ১২ বারো টাকা হিসাবে ঐ টাকা দেওনের উচিত সময় হইতে ডিক্রীহওনের তারিখপর্য্যন্ত এই মুদ্দতের যে সুদ হয় তাহাও আদালতের খরচাসমেত দিব তবে এমতে ক্রোককরণিয়ার কর্ত্তব্য যে ঐ জিনিসপত্র ক্রোক করাতে ক্ষান্ত হইয়া যাহার জিনিস তাহাকে দেয় ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৫ ধা।

১১১। যদি জিনিসের মালিক এইপ্রকারে নিয়মিত দিবসের মধ্যে একরারনামা লিখিয়া না দেয় তবে ক্রোককরণিয়ার ক্ষমতা আছে যে জিনিস ক্রোক রাখিয়া নীচেতে বেওরা করিয়া যেমত২ লেখা যাইতেছে সেইমতে নীলাম করায় ইহার মৌকুফী নীলামের দিবসের পূর্ব্বে ঐ বাকীর টাকা ক্রোকের খরচাসমতে দেওনবিনা হইবেক না আর যদি জিনিসের মালিক একরারনামা লিখিয়া দিয়া নিয়মিত দিবসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ না করে তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি বাকীর টাকা জামিনদারের স্থানে তলব করিবেক তাহাতে যদি ঐ জামিনদার তৎক্ষণাৎ না দেয় তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি জামিনদারের ও বাকীদারের কিম্বা এই দুই জনের মধ্যে এক জনের এই আইনের ১৪ ধারার প্রস্তাবিত দ্রব্যাদি ছাড়া অস্থাবর বস্তু ক্রোক করিয়া বিক্রয় কয়াইতে পারিবেক ইহার মৌকুফী নীলামের দিবসের পূর্ব্বে ঐ বাকী টাকা ক্রোকের খরচাসমেত দেওনবিনা হইবেক না ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৫ ধা।

১১২। যে সকল লোকেরা বাকীদার লোকদিগের জিনিসপত্র ক্রোককরণের ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপন পেটার যে ইজারদার কিম্বা কটকিনাদার অথবা প্রজা কিম্বা তালুকদারের মালজামিন থাকে তাহার জিনিস বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোক করাতে জিনিসের মালিক বাকীর বিষয়ে কোন ওজর করিলে তাহার মালজামিন যদি ক্রোকহওনের পর দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে ও সে জিনিস ভূমির উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য হইলে যদি কাটা না গিয়া থাকে তবে তাহা খামারে আসিয়া গাদীহওনের দিবসের পর দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে জজ সাহেবের কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অথবা পরগনার কাজীর কি কমিস্যনরইত্যাদি যে২ ব্যক্তি ক্রোকী জিনিস নীলামকরণের ক্ষমতা রাখে তাহার সাক্ষাৎ কিম্বা খোদ ক্রোককরণিয়ার সাক্ষাৎ দুই জন সাক্ষির সাক্ষ্য প্রমাণে এক একরারনামা এই মজমুনে লিখিয়া দেয় যে আমি কিম্বা বাকীদার এই একরারনামার তারিখহইতে পনের দিবসের মধ্যে এই মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিব ও বিচারানুসারে আমার কি বাকীদারের শিরে বাকীর যত টাকা দেনা

ঠাহরে তাহা তাহার শতকরা সালিয়ানা ১২ বারো টাকা হিসাবে ঐ টাকা দেওনের উচিত সময়অবধি ডিক্রীহওনের দিবসপর্য্যন্ত এই মুদ্দতের যে সুদ হয় তাহাও আদালতের খরচাসমেত দিব তবে এমতে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ জিনিস ক্রোক করাতে ক্ষান্ত হয়।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৬ ধা।

১১৩। যদি ঐ মালজামিন নিয়মিত দিবসের মধ্যে এই প্রকার একরারনামা লিখিয়া না দেয় তবে ক্রোককরণিয়া ঐ জিনিস ক্রোক রাখিয়া নীচেতে বেওরা করিয়া যে প্রকার লেখা যাইতেছে সেই প্রকারেতে নীলামে বিক্রয় করাইতে পারিবেক ইহার মৌকুফী ঐ বাকী টাকা ক্রোকের খরচাসমেত সেই জিনিস নীলামহওনের দিবসের পূর্ব্বে দেওনব্যতিরিক্ত হইবেক না আর যদি ঐ মালজামিন আপন নামে কি বাকীদারের নামে একরারনামা লিখিয়া দিয়া নিয়মিত দিবসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ না করে তবে ক্রোককরণিয়া ঐ মালজামিনের স্থানে বাকীর টাকা তলব করিবেক তাহাতে যদি ঐ মালজামিন তৎক্ষণাৎ বাকীর টাকা না দেয় তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি মালজামিন ও বাকীদারের কিম্বা এই দুই জনের মধ্যে এক জনের জিনিসপত্র এই আইনের ১৪ ধারার উক্ত দ্রব্যাদিছাড়া ক্রোক করিয়া নীচেতে বেওরা করিয়া যে প্রকার লেখা যাইতেছে সেই প্রকার বিক্রয় করাইতে পারিবেক ইহার মৌকুফী ঐ বাকীর টাকা নীলামের দিবসের পূর্ব্বে দেওনবিনা হইবেক না আর যদি ঐ মালজামিন ঐ একরারনামা লিখিয়া দিতে না চাহে কি গয়ঙ্গচ্ছ করে কিম্বা কার্য্যক্রমে যদি এমত কোন স্থানে থাকে যে দূরপ্রযুক্ত নিয়মিত দিবসের মধ্যে একরারনামা লিখিয়া দেওয়া হইতে পারে না ও এই দুই মতের কোন মত হওনেতে যদি ঐ বাকীদার এই আইনের ১৫ ধারার নির্ণীত মতে একরারনামা লিখিয়া দিয়া অন্য জামিন দেয় তবে ক্রোককরণিয়া জিনিস ক্রোককরাতে ক্ষান্ত হইবেক ও উপরের ধারার লিখিত দাঁড়া অপ্রভেদে ঐ ক্রোককরণিয়া ও বাকীদার ও তাহার জামিনের প্রতি খাটিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৬ ধা।

১১৪। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে রাইয়ত এবং তাহার মালজামিন যদ্যপি উক্ত প্রকার একরারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে নালিশ করিতে ত্রুটি করিলে সাধারণ রীতির অনুসারে তাহার সম্পত্তি পুনর্ব্বার ক্রোক ও বিক্রয়হওনের যোগ্য তথাপি ঐ সম্পত্তির বেআইনমতে বিক্রয় হইলে যদি ক্ষতি হয় তবে সেই ক্ষতির টাকা পাইবার নিমিত্ত সরাসরী মোকদ্দমা করিতে তাহার এবং তাহার মালজামিনের প্রতি নিষেধ নাহি। ৪২১ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১১৫। ত্রিহুতের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে খাজানার বাকীর নিমিত্ত সম্পত্তি ক্রোক হইলে জামিন লইবার যে ক্ষমতা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারানুসারে মুনসেফদিগকে দেওয়া গিয়াছিল তাহা ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয়করণের যে কমিস্যনরী পদ তাঁহারদের ছিল সেই পদক্রমে তাঁহারদিগকে দেওয়া গেল অতএব ১৮৩৯ সালের ১ আইনানুসারে তাঁহারদের সেই প্রকার কমিস্যনরী পদ রহিত হওয়াতে সুতরাং তাঁহারদের সেই ক্ষমতাও রহিত হইয়াছে। ১২৫৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১৬। ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার লিখনানুসারে হুকুম হইয়াছে যে যে সকল লোকের মালামাল মালগুজারীর নিমিত্তে ক্রোক হইয়া সেই মালগুজারীর দাওয়ার উপর আপত্তি করিতে নালিশ করিবার জন্যে মালজামিন দিবেক তাহা শুধরিবাতে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে

যদি সমুদয় দাওয়ার উপর আপত্তি না করিয়া কেবল কতক অংশের উপর আপত্তি হয় তবে যাহারদিগের মালামাল ক্রোক হইয়া থাকে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই কতক অংশের দাওয়া দিয়া এবং অবশিষ্ট আপত্তির নিমিত্তে মালজামিন দিয়া ক্রোক খালাস করে ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১২ ধা।

১১৭। সদর দেওয়ানী আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে তহসীলদার ও সাজাওল এবং অন্য২ যে রাজস্বের আমলা সরকারের তরফে মালগুজারী আদায় করিতেছেন এবং ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩৬ ধারার দ্বারা তাঁহারদিগকে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছিল সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেছেন তাঁহারদের বিষয়ে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার বিধি খাটে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩৬ ধারার উল্লিখিত সরকারী আমলা যখন ঐ ধারাতে তাঁহারদিগকে দেওয়া ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে চাহেন্ এবং পাট্টাদার রাইয়তের স্থানে বাকী খাজানা আদায় করণের নিমিত্ত ভূম্যধিকারী এবং ইজারদারদিগের নিমিত্ত হওয়া বিধির অনুসারে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা বাকী খাজানা আদায় করিতে চাহেন্ তখন যে সকল বিধি চলন আছে এবং পূর্ব্বের যে সকল বিধি মতান্তর হইয়া ১৮১২ সালের ৫ আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল বিধি যেমন অন্যান্য ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার এবং তাহারদের মোখ্তারের বিষয়ে খাটে তেমনি সরকারী আমলারদের বিষয়েও খাটে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। ১৮১৮ সালের ২৮ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

১১৮। কোন প্রজা কি ইজারদার কিম্বা কটকিনাদার অথবা মফঃসলী তালুকদার জিনিস ক্রোক হইলে যদি সে ব্যক্তি জমীদারের তলব করা বাকীর ও তাহার শতকরা মাসে ১এক টাকা হিসাবে সুদের ও আদালতের খরচার ও ক্রোকের খরচার টাকার মাতবর জামিন দিতে না পারে তবে তাহার ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ বাকীর টাকার মোকদ্দমাতে ক্রোককরণিয়ার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে কেননা আদালতের বিচারানুসারে যদি এমত বোধ হয় যে তাহার জিনিস অনর্থক ক্রোক ও নীলাম হইয়াছে তবে তাহাতে তাহার যে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার বদল আদালতের হুকুমানুসারে বুঝিয়া পায় ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৭ ধা।

১১৯। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২০ ধারাতে এমত বিশেষ হুকুম আছে যে ঐ আইনসম্পর্কীয় সমস্ত মোকদ্দমা সরাসরী তজবীজের দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। অতএব ঐ ২০ ধারার বিধির অনুসারে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ধারাসম্পর্কীয় যে সকল মোকদ্দমা জিলা বা শহরের আদালতে উপস্থিত করা যায় তাহাতে ফরিয়াদীর জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চলিত আইনে যে ক্ষমতা আছে তৎক্রমে যদি সেই ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করিতে না চাহে তবে সেই সকল মোকদ্দমা সরাসরী মোকদ্দমার মত গ্রাহ্য হইয়া বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। ১৮১৬ সালের ১২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১২০। জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৭ ধারার বিধির অনুসারে রাইয়ত কি ইজারদার কিম্বা মফঃসলী তালুকদারের মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের যে অনুমতি আছে তাহা কত কাল মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবেক। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে উক্ত আইনের ২০ ধারার বিধির এবং ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণের বিধির অনুসারে বেআইনী নীলামের দ্বারা ঐ রাইয়ত ইজারদারপ্রভৃতির যে ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতিহওনের তারিখের পর কেবল এক বৎসরের মধ্যে তাহারা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক। ৪৬৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২১। ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের ৬ ধারাতে হুকুম আছে যে বেআইনীমতে সম্পত্তির ক্রোক হইলে ঐ ক্রোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত রাইয়তের যাহা নোকসান হইয়াছিল তাহার মুল্য সে ফিরিয়া পাইবেক এবং তত্তুল্য টাকা তাহার ক্ষতিপূরণ বলিয়া তাহাকে দেওয়ান যাইবেক। সদর আদালত এইক্ষণে বোধ করেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৭ ধারার সেইরূপ অভিপ্রায় ছিল। ঐ বিধিতে আরো এমত হুকুম আছে যে রাইয়ত সরাসরী মোকদ্দমার দ্বারা সেইরূপ প্রতিকার পাইতে পারে অথচ তাহার পূর্ব্বে কেবল জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা তাহার সেইরূপ প্রতিকার পাওনের উপায় ছিল। কিন্তু তাহার ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত কত টাকার ডিক্রী করিতে হইবেক এই বিষয়ে ঐ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৭ ধারার দ্বারা কিছু বৈলক্ষণ্য হয় নাই। ৩২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২২। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে বাকীদার অথবা তাহার মালজামিনছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি যদি ক্রোকহওয়া সম্পত্তির উপর দাওয়া করে তবে সেই ব্যক্তি জামিন দিয়া ঐ সম্পত্তি খালাস করিয়া লইতে পারিবেক না এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে তাহারদের দাওয়ার তজবীজ হইতে পারে না। ৩৪৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১২৩। যদি বাকীদার জামিন দিতে না পারাতে তাহার সম্পত্তি বিক্রয় হয় তবে সে ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সরাসরীরূপে নালিশ করিতে পারে কিন্তু বাকীদার কিম্বা তাহার মালজামিন ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি সেই সম্পত্তির উপর দাওয়া করে তবে সেই দাওয়া ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারানুসারে জাবেতামত মোকদ্দমাক্রমে তজবীজ করিতে হইবেক। ৩৪৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

১২৪। সদর আদালত আগ্রা জিলার জজ সাহেবকে জ্ঞাত করিলেন যে নিষ্কর ভূম্যধিকারিরা যে ভূমি ক্রোক করিয়া থাকে সেই ক্রোক বরখাস্তকরণের নিমিত্ত অথবা তাহারা বেআইনীমতে ভূমি ক্রোক করিলে তাহার ক্ষতির টাকা পাইবার নিমিত্ত রাইয়তেরা যে২ নালিশ করে কালেক্টর সাহেব মালগুজারীর ভূমিসম্পর্কীয় সেইপ্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে যেরূপ বিচার করিয়া থাকেন্ সেইরূপে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবেন। ১১২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৫। এই আইনের হুকুমানুসারে যে সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে সরাসরীমতে হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২০ ধা।

১৫ ধারা।

টাকা কি কাগজপত্র পাইবার বিষয়ে গোমাশ্‌তারদের নামে সরাসরী নালিশ।

১২৬। বুঝিবেন যে এ আইনের ১৫ ধারার উল্লিখিত সমস্ত হুকুম সদর ও মফঃসলের নানাবিধ আমলার উপর এবং এদেশীয় লোক ভূম্যধিকারী ও ইজারদারের প্রতি এবং যে গোমাশ্‌তাপ্রভৃতি আপনা২ মনিবের পক্ষে অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমির সরবরাহ অথবা মালগুজারী উসুল তহসীল করে তাহারদিগের প্রতিও বর্ত্তিবেক। তাহাতে যদি কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার আপনার কোন চাকরের স্থানে তাহার হস্তে কর্ম্ম থাকনের কালের নগদ কিম্বা অন্য বিষয়ের নিকাশ অথবা অপর যে দাওয়া থাকে তাহা সে পদস্থ থাকিতে কি অপদস্থ হইলেই বা চাহিলে না দেয় তবে তৎকালে এ আইনের ১৫ ধারার লিখিত যে হুকুম বাকী উসুলের কারণ বাকীদারদিগকে

আটক ও কয়েদ করাইবার অর্থে চলে সে হুকুম সে চাকরের প্রতিও চলিবেক। ও জিলা এবং শহরসকলের জজ সাহেবেরা ও কমিস্যনরেরা যেরূপে বাকীদারদিগের স্থানে বাকী উসুলের কারণ ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের সহায়তা করেন্‌ সেইরূপ এমত বিষয়েও সহকার থাকিবেন ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২০ ধা।

১২৭। জানা কর্ত্তব্য যে যদি ভূম্যধিকারিগণ কিম্বা ইজারদারেরা কাহার নামে এমত নালিশ করে যে অমুক আমার তরফ কর্ম্মকর্ত্তা কিম্বা আমার জমীদারীর সরবরাহকারী করিত অথবা এপ্রকার চাকর হইয়া আমার এত টাকা লইয়া চাকরী ত্যাগ করিয়াছে এক্ষণে দেয় না কিম্বা হিসাবকিতাব বুঝাইয়া দিতে চাহে না অথবা আপন ভারের কর্ম্মকার্য্য করিতে তাচ্ছল্য ও অসঙ্গতাচরণ করে আর এই মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে হওনের দরখাস্ত করে এবং ঐ কর্ম্মকর্ত্তাকে কয়েদ করাইতে চাহে তবে এমতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২০ বিংশ ধারাতে এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১৯ উনবিংশ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ২৮ অষ্টাবিংশ আইনের ৩৮ অষ্টাত্রিংশ ধারাতে এমত মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে করণের হুকুম লেখা গিয়াছে কিন্তু উপরের লিখিত দ্বাদশ মাসের মিয়াদ অর্থাৎ নিরূপিত কাল এমত মোকদ্দমার বিষয়ে নিয়ম থাকিবেক ইতি।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

[এই বিষয়ের অতিরিক্ত কথা ৯৪৬ নম্বরী আইনের অর্থেতে লেখা আছে। এই অধ্যায়ের ৫ নম্বরী বিধান দেখ।]

১৬ ধারা।

নীলের বাবৎ সরাসরী মোকদ্দমা। কোন প্রজা উৎপন্ন নীল আপন কবুলিয়তের অন্যমতে বিক্রয় না করিবার উপায়।

১২৮। যদি কোন জন কোন প্রজাকে কিম্বা অন্য কোন কৃষিকারককে নিরূপিত কতক ভূমিতে নীলের কৃষিকার্য্য করিবার ও ঐ ভূমির উৎপন্ন নীল অবধারিত কোন নীলের কুঠীতে কিম্বা অন্য স্থানেতে আপনার নিকটে পঁহুছাইয়া দিবার করারে কবুলিয়ৎ লেখাইয়া লইয়া টাকা দাদন করে তবে সেই ভূমির উৎপন্ন নীলগাছেতে ঐ জন স্বত্ত্বাধিকারী বোধ হইবেক এবং ইহার পরে নালিশের যে২ প্রকার লেখা যাইবেক সেই২ প্রকারে ঐ ভূমির উৎপন্ন রক্ষণের ও ঐ কবুলিয়তের লিখিত করারসকল পূরা করাইবার নিমিত্তে নালিশ করিতে পরিবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ২ ধা।

১২৯। নীলের কুঠীর যে মালিক নীলের দাদন দিয়াছিলেন তৎপরে ঐ কুঠীর যে ব্যক্তি মালিক হয় সেই ব্যক্তি তাঁহার স্থলে আছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং উক্ত আইনানুসারে ঐ দাদনীর টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত সাবেক মালিক যে উদ্যোগ করিতে পারিতেন নুতন মালিকও সেইরূপ উদ্যোগ করিতে পারিবেন। ৫৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩০। যদি কোন লোক উপরের লিখনমত কবুলিয়ৎ লইয়া টাকা দাদনকরণের পরে ইহা বুঝে যে ঐ কবুলিয়তের আসামী নিরূপিত নিয়মের অন্যমতে ঐ ভূমির উৎপন্ন অন্য কোন জনকে দেওনদ্বারা ঐ কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে উদ্যত আছে কিম্বা গোপনে কি অগোপনে

ঐ ভূমির উৎপন্ন অন্য কোন জনকে দিবার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে তবে ঐ দাদনদেওনিয়া লোক তথাকার জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে কিম্বা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদপ্রাপ্ত যে কোন রেজিষ্টর সাহেবের সরহদ্দের মধ্যে ঐ নীলের কৃষিকার্য্যের কবুলিয়তের লিখিত ভূমি থাকে সেই রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে নালিশের আরজী দিতে পারে এবং যে আসল কবুলিয়তে ঐ ভূমির উৎপন্ন তাহার কুঠীমোকামে তাহার নিকটে দাখিল করিবার করার লেখা থাকে তাহাও ঐ আরজীর সহিত দাখিল করিবেক এবং সেই আরজী-তে ইহা লিখিবেক যে যে আসামীর উপর নালিশ করিতেছে সেই আসামী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এবং যথার্থরূপে ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

১৩১। ঐ আরজী ও আসল কবুলিয়ৎ দাখিল হইবামাত্র এক সমন অর্থাৎ তলবচিঠী দস্তুরমত লিখিয়া নাজিরের নিকটহইতে পাঠান যাইবেক এবং তাহাতে এ হুকুম লেখা যাইবেক যে ঐ আরজীর লিখিত আসামী স্বয়ং কিম্বা তাহার মোখ্তার ঐ তলবচিঠীতে বিষয় বিশেষে উপযুক্ত বোধ হইয়া যে মিয়াদ লেখা যায় তাহার মধ্যে হাজির হইয়া ঐ নালিশের জওয়াব দেয় ও ঐ মিয়াদ কোন প্রকারে ২০ কুড়ি দিনের অধিক হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

১৩২। ঐ আসামীরদিগকে চলিত আইনানুসারে তলব করিতে হইবেক অর্থাৎ এক পেয়াদার দ্বারা তাহারদের উপর এত্তেলানামা জারী করিতে হইবেক এবং ঐ ভূমির কৃষি করিবার হুকুম কেবল এইরূপে আসামীর উপর জারী করা যাইতে পারে যে সেই ব্যক্তি পুনরায় কৃষি করিতে ত্রুটি করিলে তাহার অধিক দণ্ড হইবেক। ৫৬৪ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১৩৩। যে জনের স্থানে ঐ তলবচিঠী জারী করিতে দেওয়া যায় তাহাকে হুকুম দেওয়া যাইবেক যে ঐ আসামী যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের কাছারী-তে কিম্বা অনেক লোকের সমাগমের অন্য কোন স্থানেতে ঐ তলবচিঠীর এক নকল লট্‌কাইয়া দেয় এবং যে ভূমির বিষয়েতে নালিশ হয় ফরিয়াদীর কি তাহার মোখ্তারের ঐ ভূমি জানাইয়া দিতে হইবেক পরে ঐ জন সেই ভূমির উপর এক বাঁশগাড়ী করিবেক ইহা করণ দ্বারা ঐ দাওঁয়ার বিষয় বিলক্ষণরূপে এমত প্রচার ও প্রকাশ করা যাইবেক যে অন্য যে কোন জন ঐ ফরিয়াদীর ঐ ভূমির উৎপন্নের দাওয়ার প্রতিবন্ধকতা করিতে ইচ্ছা করে কিম্বা আপনি ঐ ফরিয়াদীর পূর্ব্বে ঐ ভূমির উৎপন্নের অধিকারী হইয়া থাকনের কথা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করে সেই জন স্বয়ং কিম্বা তাহার মোখ্তার তাহা করণার্থে আ-দালতে হাজির হয় ও যদি ঐ তৃতীয় ব্যক্তি সরাসরী নিষ্পত্তির পূর্ব্বে হাজির না হয় তবে তাহার সেই হাজির না হওয়া কোন নিদর্শনপত্র দ্বারা ঐ ভূমির উৎপন্নেতে অধিকারী হওয়ার প্রতিবন্ধক বোধ হইবেক যদি জাবেতামতে করা নালিশের দ্বারা অন্য প্রকার নিষ্পত্তি না হয় ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

১৩৪। যে জন তলবচিঠী জারী করিতে যায় সে যদি আসামীর দেখা না পায় তথাপি উপরের লিখনমতে ঐ দাওয়ার বিষয় প্রচার করিবেক এবং যদি সেই তলবচিঠীর নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আসামী ঐ নালিশের জওয়াব দিবার কারণ হাজির না হয় এবং ঐ ফরিয়াদীর দাওয়ার প্রতিবন্ধকতার আর

কোন দাওয়া উপস্থিত না হয় তবে আদালতের জজ সাহেব কিম্বা অন্য কার্য্য কারক সাহেব ঐ ফরিয়াদীর দাওয়ার ও অন্যং কথার সত্যতা জানিবার জন্যে সাক্ষিদিগের বাক্য শুনিয়া আসামী হাজির হইলে যেমত করিতেন সেইমত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

১৩৫। ঐ মিয়াদের মধ্যে যদি ঐ আসামী কি তাহার মোখ্তার হাজির হয় এবং ফরিয়াদীর দাখিলকরা কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে তবে তাহার প্রমাণ লইতে হইবেক এবং যে আদালতে ঐ মোকদ্দমার বিচার হয় সেই আদালতের জজ কি অন্য সাহেবের গ্রাহ্যমত প্রমাণের দ্বারা ঐ কবুলিয়ৎ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লিখিয়া দেওয়া নিশ্চয় জানা যায় এবং কোন তৃতীয় ব্যক্তি ফরিয়াদীহইতে আপন কোন বলবৎ দাওয়া প্রমাণ করিতে না পারে তবে কবুলিয়তের লিখিত নিয়মানুসারে ফরিয়াদীর সেই ভূমির উৎপন্ন পাওনের হুকুম দিবার অর্থে সরাসরী নিষ্পত্তি হইবেক ও যদি আসামী ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করে এবং আপন করা করার পূরা না করণের কোন গ্রাহ্য হেতু জানাইতে না পারে তবে তাহাতেও ঐরূপ নিষ্পত্তি করা যাইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

১৩৬। যদি ইহা প্রমাণ হয় যে আসামী উপযুক্তরূপে ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেয় নাহি কিম্বা যদি বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমা কেবল ঝকড়া ও উপদ্রবের নিমিত্তে উপস্থিত হইয়াছে এবং ঐ দাওয়া অমূলক কিম্বা ফরিয়াদীর আদালতে নালিশকরণের কোন উপযুক্ত কারণ ছিল না তবে ঐ মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইবেক এবং ফরিয়াদীর তাহাতে হওয়া সমস্ত খরচা দিতে ও তদতিরিক্ত জজ সাহেব কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন তিনি ঐ আসামী ঐ নালিশেতে যে দুঃখ ও ক্লেশ পাইয়া থাকে তাহার বদলে যত টাকা উপযুক্ত বুঝেন তত টাকাও ঐ ফরিয়াদীর দিতে হইবেক।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৬ প্র।

১৩৭। হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি চলিত আইনানুসারে রাইয়তের সহিত কোন লেখাপড়া করিয়া থাকে ও ঐ রাইয়ত নীল আবাদ ও তাহা ঐ ব্যক্তিকে দিবার বিষয়ে একরার করিয়া থাকে ও ঐ ব্যক্তি ঐ লেখাপড়া স্থির রাখিবার বিষয়ে কিছু টাকা দাদন দিয়া থাকে তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি ঐ লেখাপড়া ও দাদন দেওনের বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও তাহা অন্যথা করিবার নিমিত্তে রাইয়তকে ভুলাইয়া কুপরামর্শ দেয় তবে দাদনকরণিয়ার ক্ষমতা আছে যে ঐ কুপরামর্শদেওনিয়ার অথবা উভয়ের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া নিজের যত ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার ও খরচার ডিক্রী করে ইতি।—১৮৩৬ সা। ১০ আ। ৩ ধা।

১৩৮। মেদিনীপুরের মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ জিলার সেশন জজ সাহেবের দ্বারা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে রামনামে এক জন রাইয়ত আদালতে এই আরজী দিল যে B নামক এক জন নীলকর সাহেবের স্থানে দাদন লইয়া যে নীলগাছের বিষয়ে বিরোধ হইতেছে তাহা তাহার নিমিত্ত উৎপন্ন করিলাম। কিন্তু C নামক অন্য এক জন নীলকর সাহেব আমার উৎপন্ন ঐ গাছ লইয়া যাইতে উদ্যত আছেন। অপর C নামক ঐ নীলকর সাহেব কহেন যে আমি ঐ রামকে দাদন দিয়াছিলাম এবং সে ব্যক্তি আমার নিমিত্তেও নীলের কৃষি করিয়াছে। রাইয়ত কহে যে এ সকল মিথ্যা।

এই প্রকার মোকদ্দমা ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ২ ধারানুসারে বিচার করিতে হইলে আমি বোধ করি যে ঐ বিবাদি ফসলের দখীলকার রামকে জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেই ব্যক্তি আপন বিবেচনামতে B নামক সাহেব অথবা C নামক সাহেব অর্থাৎ যাঁহাকে সে উচিত বোধ করে তাঁহাকে ঐ ফসল দিতে পারিবেক এবং C নামক সাহেবকে জবরদস্তী করিয়া ঐ ফসল লইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিষেধ করিতে পারেন্। এবং C নামক সাহেব সুতরাং রাইয়তের নামে অথবা B নামক সাহেবের নামে ১৮২৩ সালের ৬ আইন ও ১৮৩৬ সালের ১০ আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারেন্ এবং যদি ঐ সাহেব বিলম্ব না করিয়া ঐ আদালতে নালিশ করেন্ ও তাঁহার দাওয়া যদি B নামক সাহেবের দাওয়াহইতে বলবৎ হয় তবে সরাসরী ভজবীজক্রমে জামিন দিয়া ঐ বিবাদি নীলগাছ কাটিয়া লইয়া যাইতে পারেন্। আমি বোধ করি যে এইরূপ কার্য্য করাতে C নামক সাহেবের স্বত্ব উপযুক্তমতে রক্ষা হইতে পারে।

তাহাতে সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কহিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই বিষয়ে যাহা বিবেচনা করিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে। ১৩৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩৯। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কেবল আপন কর্জা টাকা উসুলকরণের নিমিত্তে কি চলিত আইনানুসারে তাহার সহিত যে করারদাদ হইয়া থাকে তাহা স্থির রাখিবার নিমিত্তে প্রস্তুত থাকে তবে এই ধারাক্রমে তাহার উপর নালিশ করিবার ক্ষমতা কোন ব্যক্তির থাকিবেক না ইতি।—১৮৩৬ সা। ১০ আ। ৩ ধা।

১৪০। হুকুম হইল যে যে আদালতে কোন মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইন কি এই আইনক্রমে উপস্থিত হইবেক সেই আদালতের ক্ষমতা থাকিবেক যে আবশ্যক বুঝিলে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে ফরিয়াদী ও আসামীর স্থানে এজহার লেখাইয়া লন্ ও আসামীর পক্ষে ডিক্রী হইলে তাহার যে ক্ষতি ও ব্যয় হইয়া থাকে তাহা দেওয়াইয়া দেন্ ইতি।—১৮৩৬ সা। ১০ আ। ৪ ধা।

১৪১। যদি বিচারকরণের সময়ে ইহা জানা যায় যে আসামী কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে ঐ ভূমির উৎপন্ন দিবার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে তবে সেই তৃতীয় ব্যক্তিকে স্বয়ং কি তাহার উকীল হাজির হইয়া এ বিষয়ের সওয়াল জওয়াব করিবার কারণ তৎক্ষণে তলব করা যাইবেক ও যদি ঐ ব্যক্তি কিম্বা অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি ঐ ভূমির উৎপন্ন পাইবার নিমিত্তে আর এক তুল্য কবুলিয়ৎ ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনের পূর্ব্বে উপস্থিত করে তবে যে জজ সাহেব কি অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ সেই সাহেব তৎকালীন আবশ্যক বিবেচনার পরে ইহা নিশ্চয় করিবেন যে ঐ২ ব্যক্তিদিগের মধ্যে সেই ভূমির উৎপন্নেতে কাহারু অধিকার হয় কি না হয় ও যদি হয় তবে তাহারদের মধ্যে কাহার অধিকার প্রথম ও অন্যহইতে ন্যায্য কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২০ আইনের অনুসারে যে কবুলিয়তের রেজিষ্টরী হইয়া থাকে সেই কবুলিয়ৎ অধিক মান্য হইবেক ও ঐ বিবেচনাতে যাহা স্থির হয় তাহা বহীতে লেখা যাইবেক এবং সেই ব্যক্তিরদের মধ্যে যাহার যে উপযুক্ত হয় তাহার পক্ষে তাহার ডিক্রী করা যাইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৭ প্র।

১৪২। এই ধারাতে যে মোকদ্দমার কথা বিশেষ করিয়া লেখা গিয়াছে তাহাতে যে কোন আসামী হাজির হয় সে জেলখানাতে কয়েদ হইতে পারি-

বেক না এবং সেই মোকদ্দমার জওয়াব তাহার স্থানে লইতে এবং সেই জও-য়াব সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিবার নিমিত্তে যেং জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় তাহারো উত্তর লইতে যে কালের আবশ্যক হয় তাহার অধিক কাল আসামীকে সেখানে রাখা যাইবেক না ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৮ প্র।

১৪৩। নীলকুঠীর কর্ত্তা সাহেবেরা জমীদার কি ভূম্যধিকারী নহেন্ অতএব তাঁহারা রাইয়তেরদিগকে তলব করিতে পারেন্ না কিম্বা জোর করিয়া তাহারদিগকে হাজির করা-ইতে পারেন্ না। ৩৯৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। সরাসরী তজবীজ যেরূপে এবং যাঁহার দ্বারা করা যাইবেক তাহা।

১৪৪। এই আইনানুসারে উপস্থিত হওয়া যে সকল মোকদ্দমার সরাসরী বিচার করা যায় তাহা মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে সরাসরীতে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার নিমিত্তে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনু-সারে করা যাইবেক ও তাহা জজ সাহেব স্বয়ং নিষ্পত্তি করিবেন কিম্বা সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে সমর্পণ করা যাইবেক। যদি কালেক্টর কি রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে সমর্পণ করা যায় তবে সেই সাহেব রিপোর্টের সহিত মোকদ্দমা পুনর্ব্বার জজ সাহেবের নিকটে না পাঠাইয়া আপনি তাহার নিষ্পত্তি করিবেন এবং এই আইনানু-সারে যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ঐ কালেক্টর কি রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা হয় সেই নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিবেক না কিন্তু নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহার উৎপন্ন নীল দাখিল করিয়া দিবার কবুলিয়তের দ্বারা যে ব্যক্তি ঐ উৎপন্ন পাওনের দাওয়া করে যদি সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তির দ্বারা তাহার ঐ দাওয়া নিরর্থক করা যায় কিম্বা উপরের ধারানুসারে সরাসরী বিচার দ্বারা যে নিষ্পত্তি করা যায় তাহাতে ঐ ব্যক্তি অন্য কোন প্রকারে অসম্মত হয় তবে কবুলিয়তের লিখিত দণ্ডের টাকা পাইবার কারণ কিম্বা বিবেচনাদ্বারা আপনার অন্য যে পাওনা ন্যায্য বুঝে তাহাও পাইবার কারণ জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিয়া মোকদ্দমা করিতে পারিবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৬ ধা।

১৪৫। খাজানার বাবৎ সরাসরী নালিশকরণের বিষয়ে ১৮০৫ সালের ২ আইনে যে বিধি আছে ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুসারে নীলের দাদন ফিরিয়া পাইবার বাবৎ যে মো-কদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহার বিষয়েও সেই বিধি খাটিবেক। ৫৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪৬। নীলের কৃসি ও নীলের গাছ দাখিল করিয়া দেওনের বিষয়ে যে লিখিত কবুলিয়ৎ হয় তাহা পূরা করাওণের যে সরাসরী মোকদ্দমা ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৬ ধারার বিধির অনুসারে উপস্থিত করা যায় তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনের নির্দ্দিষ্ট বিধির মধ্যে গণ্য নহে এবং ঐ ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে তাহা আদৌ কালেক্টর সাহেবের শুনিবার যোগ্য নহে কিন্তু ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৬ ধারানুসারে জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে সেই প্রকার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিহওনের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ করিতে পারেন্। এবং সেইরূপ অর্পণ হইলে তাহা উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্টমতে নিষ্পত্তি হইবেক। ১৮৩৫ সালের ২০ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৪৭। হুকুম হইল যে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যে নম্বরী কি সরাসরী মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইন অথবা এই আইনক্রমে তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীনকে তাঁহারদের ক্ষমতানুসারে তাহা অর্পণ করেন্ ও ঐ প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন জজ সাহেবের ন্যায় কোন আইনে ইহার নিষেধ থাকিলেও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।—১৮৩৬ সা। ১০ আ। ৫ ধা।

১৪৮। মেদিনীপুরের সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে কোন সরাসরী মোকদ্দমা ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুসারে উপস্থিত হইলে যদি নিষ্পত্তি হওনের নিমিত্ত তাহা ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের ৫ ধারানুসারে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনের প্রতি সোপর্দ্দ হয় তবে ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে তাঁহার ফয়সলার উপর আপীল হইতে পারিবেক না। ১৩৫৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪৯। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের ৫ ধারার কথার দ্বারা এমত অনুভব হইতে পারে যে ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকার জাবেতামত মোকদ্দমা যদি অন্যান্য প্রকারে মুনসেফেরদের শুননির যোগ্য হয় তথাপি তাহাতে মুনসেফের কোন এলাকা নাই। কিন্তু সদর আদালত জানাইতেছেন যে এই প্রকার মোকদ্দমা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের দ্বারা বর্জ্জিত হয় নাই এবং তৎপরে সেই বিষয়ের কোন আইনও হয় নাই অতএব চলিত আইনের মর্ম্ম বিবেচনা করিয়া সদর দেওয়ানী আদালত এই স্থির করিয়াছেন যে ১৮২৩ সালের ৬ আইন অথবা উক্ত ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে জাবেতামত যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই মোকদ্দমার মূল্য বা সংখ্যা যদি ৩০০ টাকার অধিক না হয় এবং যদি তাহাতে কোন ব্রিটনীয় প্রজা অথবা বিদেশীয় ইউরোপীয় লোক অথবা আমেরিকীয় লোক বাদী বা প্রতিবাদী না হন্ তবে মুনসেফেরা যেমন অন্যান্য মোকদ্দমা আইনমতে নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ তেমন এই প্রকার মোকদ্দমারও বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্। ১০৯২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে উৎপন্ন নীল কাটিয়া লইয়া যাওন।

১৫০। উপরের লিখনমত সরাসরী বিচারের সময়ে যদি জানা যায় যে সেই ভূমিতে হওয়া নীলগাছ কাটিবার যোগ্য হইয়াছে এবং যদি কাটা না যায় তবে তাহার হানি কিম্বা নাশ হইবেক তবে যে জজ সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার করেন্ সেই সাহেব যদি উভয় বিবাদির মধ্যে এক জন ইহা স্বীকার ও অঙ্গীকার করে যে সরাসরী বিচারপূর্ব্বক অন্য পক্ষে ডিক্রী হইলে তাহাকে তাহার পরিবর্ত্তে উপযুক্ত টাকা দিবেক তবে সেই নীলগাছ তাহাকে দিবার হুকুম দিতে পারেন্ ও যে জজ কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার করেন্ সেই সাহেব ঐ দুই জনের সহিত ঐ বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইলে পর এবং সেই ভূমির আন্দাজী উৎপন্ন কত এবং সেই নীলগাছেতে নীল করিলে তাহার আন্দাজী মূল্য কত হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া সেই পরিবর্ত্তের টাকার সংখ্যা স্থির করিবেন এবং এই প্রকারে স্থিরহওয়া টাকার সংখ্যা সাবধানপূর্ব্বক রুবকারীতে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৯ প্র।

১৫১। যদি নীলগাছের স্বত্ব অথবা কর্ত্তৃত্বের বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ৯ প্রকরণানুসারে উভয় বিবাদির কোন ব্যক্তির প্রতি ঐ নীলগাছ দেওনের হুকুম হয় তবে সেই ব্যক্তির উচিত যে ঐ নীলগাছ কাটিয়া লওন ও হস্তগতকরণের পূর্ব্বে ঐ বিষয়ের মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে সেই আদালতে হৃদ্বোধজনক জামিনী এই মজমুনে দাখিল করে যে পাওয়া নীলগাছের বিষয়ে অন্য ব্যক্তির স্বত্ব প্রমাণ হইলে কি ঐ জমীর উপস্বত্বেতে অপর ব্যক্তির স্বত্ব বলবৎ হইলে অথবা তাহার মালগুজারী বাকী থাকিলে আমি তাহার দায়ী হইব ইতি।—১৮৩৬ সা। ১০ আ। ২ ধা।

১৫২। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন ব্যক্তি নীলগাছ পাইবার বিষয়ে দরখাস্ত করিয়া ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ৯ প্রকরণের মতে যে একরারনামা লিখিয়া দেয় ঐ সরাসরী ফয়সলার দ্বারা সেই একরারনামাক্রমে তাঁহাকে কার্য্য করাণ যাইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে সরাসরী ফয়সলার দ্বারা তাহা হইতে পারে এবং ঐ সরাসরী ফয়সলার মধ্যে এইমত হুকুম লিখিতে হইবেক যে পরাজিত ব্যক্তির একরারে যত টাকা লেখা থাকে তাহা সেই জন দিবেক। যদ্যপি সেই টাকা না দেওয়া যায় তবে সরাসরী ফয়সলা জারী করিবার নিমিত্ত যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ হুকুমানুসারে ঐ টাকা উসুল হইবেক। ৫১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। ফসল লইয়া যাইবার নিবারণকরণের ক্ষমতা।

১৫৩। নিরূপিত কোন ক্ষেতের উৎপন্ন যাহার পাইবার অর্থে সরাসরী বিচারপূর্ব্বক নিষ্পত্তি হয় সেই ব্যক্তি ঐ ক্ষেতের চৌকী দেওয়াইতে পারে এবং আপন পাওয়া কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্যমতে সেই গাছ কাটিবার ও লইয়া যাইবার নিবারণ করিতে পারে এবং অন্য কেহ যদি সেই গাছ কাটিতে কি লইয়া যাইতে উদ্যত হয় তবে আদালতের হুকুম পাওয়া ব্যক্তি নিকটবর্ত্তি পোলীসের দারোগার নিকটে যাইয়া ঐ লইয়া যাওনের নিবারণের বিষয়ে তাহার স্থানে সহায়তা চাহিতে পারে এবং আদালতের হুকুম দেখান গেলে পোলীসের থানার কার্য্যকারক এবং অন্য২ কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে যে লোকের পক্ষে ঐ হুকুম দেওয়া গিয়া থাকে যথাশক্তি সেই লোকের সহায়তা করে ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

১৫৪। প্রজাদিগের যে খাজানা প্রকৃত দেয় হয় তাহার নিমিত্তে চলিত আইনের দ্বারা জমীদার ভূমির ফসল ক্রোক করিতে পারে অতএব উপরের প্রকরণের লিখিত কথাতে ঐ জমীদারের হানি না হইবার নিমিত্তে এই প্রকরণেতে এ হুকুম করা যাইতেছে যে উপরের উক্ত দাঁড়ানুসারে কোন নীলকর নীল কাটিতে ও লইয়া যাইতে আদালতের হুকুম পাইলে যে ক্ষেতহইতে নীলগাছ কাটিয়া লয় সেই ক্ষেতের যে খাজানা বাকী থাকে তাহার দায়ী ঐ নীলকর এবং ঐ ক্ষেতের প্রজা এই দুই জনেই হইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

২০ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। সরাসরী কি জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা কবুলিয়তের লিখিত নিয়ম পূর্ণ না করণের প্রতিকার।

১৫৫। এই আইনের উক্ত প্রকারেতে কোন প্রজা নীলের কৃষিকার্য্যকরণের ও তাহা দাখিলকরণের নিমিত্তে দাদন লইয়া কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া থাকিলে যদি সেই প্রজা সেই ভূমির কৃষিকার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়া থাকে কিম্বা কৃষিকার্য্য করিয়াও আপনার লিখিয়া দেওয়া কবুলিয়তের লিখিত নিয়ম পূর্ণ করিতে ত্রুটি করিয়া থাকে কি তাহা করিতে অসম্মত হয় কিম্বা অন্য কোন জনকে দিয়া থাকে তবে প্রথমে যে ব্যক্তিকে ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া থাকে সেই ব্যক্তি আপন ইচ্ছামতে তাহার নিমিত্তে সরাসরীতে কিম্বা জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিতে পারে ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

১৫৬। ঐ ব্যক্তি যদি সরাসরীতে নালিশ করে এবং আদালতে ঐ ফরিয়াদীর পক্ষে ঐ মোকদ্দমার ডিক্রী হয় তবে আসামী যত টাকা দাদন লইয়াছিল তাহা ও তাহার সুদ ও ঐ সরাসরী মোকদ্দমাতে যে খরচা হইয়া থাকে তাহা সমস্ত তাহার দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

১৫৭। সদর আদলত বিধান করিতেছেন যে নীলকুঠীর কর্ত্তা সাহেব আপনার চাকরের দ্বারা ঐ ভূমি কৃষি করিতে পারেন্ না এবং রাইয়তকে আপনার কবুলিয়তের নিয়মানুসারে কার্য্য করাইবার নিমিত্ত পোলীসের সহকারিতার দাওয়া করিতে পারেন্ না। এইমত হইলে ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারাতে যেরূপ হুকুম আছে তাহাছাড়া অন্য কোন প্রকারে আইনমতে নীলকুঠীর কর্ত্তা সাহেব প্রতিকার পাইতে পারেন্ না। ৩৮৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫৮। যদি কোন প্রবঞ্চনা কি অন্যায় কার্য্যকরা প্রমাণ না হয় এবং কোন প্রজা কিম্বা কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া অন্য ব্যক্তির নিরূপিতমতে নীলগাছ দাখিলকরণের দ্বারা আপন কবুলিয়তের লিখিত নিয়ম পূর্ণকরণের ত্রুটি দৈবঘটনাপ্রযুক্ত কিম্বা প্রবঞ্চনা ও চাতুরীব্যতিরেকে অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত হইয়াছে বোধ হয় তবে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া কোন ব্যক্তির উপর আদালতের সাহেবের বিবেচনায় যে দণ্ডের হুকুম করা যাইবেক সেই দণ্ডের সংখ্যা ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া যত টাকা দাদন লইয়া থাকে তাহা সুদসুদ্ধা যত হয় তাহার তিনগুণের অধিক হইবেক না ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ৪ প্র।

১৫৯। ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণে এইমত হুকুম আছে যে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া ব্যক্তি যদি আপনার একরারমত কার্য্য না করে তবে তাহার উর্দ্ধ সংখ্যক দাদনী টাকার সুদসমেত তিনগুণ দণ্ড হইতে পারে। আলাহাবাদের জজ সাহেব ঐ আইনের তাৎপর্য্যের বিষয়ে এই জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ দণ্ড কেবল দাদনী টাকার তিনগুণ হইবেক কি দাদনী টাকার তিনগুণ এবং তদতিরিক্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের সময়ে যে সুদ হইয়া থাকে তাহাসুদ্ধ হইতে পারে। তাহাতে এই বিধান হইল যে ঐ আইনের অর্থ এই যে কেবল দাদনী টাকার তিনগুণ দণ্ড হইতে পারে। ১৮৪১ সালের ২২ অক্টোবরের আইনের অর্থ।

১৬০। যে লোকেরা নীলক্ষেতে গরুপ্রভৃতি ছাড়িয়াদেওন কি অন্য কোন

প্রকারেতে নীলগাছের হানি করে কি করায় তাহারদের নামে ঐ নীলক্ষেতের রাইয়ত কি ঐ নীলগাছের ক্ষেতকরণ ও দাখিল করিয়া দেওনের নিমিত্তে যে লোক দাদন দিয়া থাকে সে লোক নালিশ করিলে ঐ অপরাধের প্রমাণ হইলে ঐ মোকদ্দমার প্রকার ও অপরাধি লোকের বিভব বুঝিয়া ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে জরীমানা ও কয়েদ থাকার হুকুম দিতে পারেন তাহারা ঐ জরীমানা ও কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮৩০ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

২১ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। ইষ্টাম্প।

১৬১। নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহা দাখিল করিয়া দিবার যে কবুলিয়ৎ লেখা যায় তাহা ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবার কারণ যে টাকা দেওয়া গিয়া থাকে কিম্বা দিতে কবুল করা গিয়া থাকে তাহার তমঃসুক লিখিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারাতে যত টাকার ইষ্টাম্প নিরূপণ করা গিয়াছে তত টাকার ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গেলে তাহার ইষ্টাম্প উপযুক্ত নহে এমত আপত্তি হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৭ ধা।

১৬২। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যদি রাইয়তের সঙ্গে এইমত বন্দোবস্ত হয় যে সে ব্যক্তি পাঁচ অথবা দশ বৎসরপর্য্যন্ত নীলের কৃষি করিবেক এবং প্রতিবৎসরে আপনার হিসাব রফা করিয়া নূতন দাদন লইবেক এমত একরার প্রথম বৎসরের দাদনী টাকার তুল্য ইষ্টাম্প কাগজে লেখা হইলে তাহা মাতবর হইবেক কি না। এবং এইরূপ একরার হইলে ১৮৩০ সালের ৫ আইনানুসারে বৎসরের শেষে রাইয়তকে আপনার হিসাব রফা করাইতে হুকুম দেওয়া যাইতে পারে কি না এবং যদ্যপি রাইয়ত তাহা না করে তবে কবুলিয়তের মধ্যে যত কাল লেখা থাকে তত কালপর্য্যন্ত তাহার মধ্যের লিখিত সংখ্যার বিঘা ৩ ধারার মতে তাহাকে কৃষি করাণ যাইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে যদি এইমত প্রমাণ হয় যে রাইয়ত নীলের কৃষিকরণের ঐ কবুলিয়ৎ স্বেচ্ছাক্রমে লিখিয়া দিয়াছিল তবে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৩ ধারার বিধি ফৌজদারী আদালতের অবশ্য জারী করিতে হইবেক। এবং সেই প্রকার তমঃসুক যত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক যদ্যপি ঐ কবুলিয়ৎ তত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়াছে তবে ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৭ ধারানুসারে ইষ্টাম্পের বাবৎ ঐ একরারের বিষয়ে কোন ওজর হইতে পারে না। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে বৎসরের শেষে রাইয়তকে আপনার হিসাব রফাকরাওণের বিষয়ে ১৮৩০ সালের ৫ আইনে কোন হুকুম নাই। ৮৭৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬৩। নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহা দাখিল করিয়া দিবার কারণ যে কবুলিয়ৎ লেখা যায় তাহা একহইতে অধিক জনেতে লিখিয়া দেওয়াতে কিম্বা সেই কবুলিয়তের নিয়মিত কার্য্য একহইতে অধিকহওয়াতেও আপত্তি হইবেক না কিন্তু ইহা কর্ত্তব্য যে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য কার্য্য তাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা যায় এবং দাদনীর যতং টাকা দেওয়ার কথা তাহাতে লেখা যায় সেই সমুদয় টাকার তমঃসুকের কারণ যত টাকার ইষ্টাম্প কাগজ লাগে তত টাকার ইষ্টাম্প কাগজে তাহা লেখা যায় ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৮ ধা।

২২ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। রাইয়ত যেরূপে আপনার কবুলিয়তের বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে পারে তাহা।

১৬৪। নীলগাছের ক্ষেত করিবার নিমিত্তে দাদন লইয়া তমঃসুক লিখিয়াদেওনিয়া যে কোন লোক ঐ তমঃসুকের মিয়াদ পূর্ণ হইলে হিসাবকিতাব করিয়া ঐ তমঃসুকের বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে চাহে নীলকুঠীর কর্ত্তা কি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত লোক তাহার হিসাব নিষ্পত্তি করিতে অসম্মত হইলে ঐ লোক জিলার আদালতে আরজী দাখিল করিতে পারে এবং ঐ জিলার জজ সাহেব ঐ উভয় পক্ষীয় লোক কি তাহারদের স্থলাভিষিক্ত লোকেরদের সমক্ষে ঐ২ বিষয়ের যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিবেচনা করিয়া ঐ তমঃসুকের মিয়াদ পূর্ণ হওনের প্রমাণ হইলে ও ঐ আরজীকরণিয়ার স্থানে কিছু টাকা বাকী না থাকিলে অথবা যাহা বাকী থাকে তাহা ঐ আদালতে দাখিল করিলে তাহাকে ঐ তমঃসুকের বন্ধনহইতে মুক্ত করিতে হুকুম দিতে পারিবেন এবং ঐ নীলকুঠীর কর্ত্তা কি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত লোককে দাখিলকরা ঐ টাকা দিবেন।—১৮৩০ সা। ৫ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

১৬৫। যদি ঐ নীলকুঠীর কর্ত্তা কি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত লোক উপরের লিখিত সরাসরী বিচারক্রমে যে টাকা বাকী থাকে তাহা লইতে অসম্মত হন্ তবে জজ সাহেব ঐ আরজীকরণিয়াকে ঐ টাকা ফিরিয়া দিবেন এবং আসামী জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহার প্রতিকার পাইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩০ সা। ৫ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

১৬৬। কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে রাইয়ত আপন কবুলিয়তের মিয়াদ পূর্ণহওনের পূর্ব্বে যদি নীলকুঠীর কর্ত্তার সঙ্গে আপনার যে হিসাবকিতাব থাকে তাহা চুকাইতে দরখাস্ত করে তবে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের বিধির অনুসারে জিলার জজ সাহেব ঐ নালিশ সরাসরীমতে শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ না। রাজশাহীর জজ সাহেব এইরূপে এক নালিশ সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন পরে তাহার বিষয়ে সরাসরী আপীলহওয়াতে সদর আদালত সেই নিষ্পত্তি বাতিল করিলেন। ১১৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬৭। যে ব্যক্তিরা নীলের কৃষিকরণের বিষয়ে পুনর্ব্বার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিতে কবুল না করে এবং আপনার বন্দোবস্তহইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৫ ধারানুসারে সরাসরীমতে নালিশ করে তাহারদের ঐ নালিশ কেবল জজ সাহেবের দ্বারা বিচার হইবেক এবং রাজস্বের কর্ম্মকারকের নিকটে অর্পণ হইতে পারে না। ১৮৩৫ সালের ২০ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৬৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে রাইয়তের কবুলিয়তের মিয়াদ পূর্ণ না হইলে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৫ ধারানুসারে সেই ব্যক্তি আপনার হিসাবকিতাব চুকাইবার দাওয়া করিতে পারে না। যদ্যপি রাইয়ত কহে যে নীল গাছের বাবৎ নীলকুঠীর কর্ত্তার স্থানে আমার পাওনা আছে এবং সাহেব তাহা দিতে চাহেন্ না তবে তদ্বিষয়ে তাহার জাবেতামত নালিশ করিতে হইবেক। ৯৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩ ধারা।

সরকারী কার্য্যকারকেরদের টাকা তসরুফকরণের সরাসরী তজবীজ।

[এই ধারার বিষয়ি সমস্ত আইন প্রথম বালমের ২ অধ্যায়ের ৫ ধারাতে লেখা আছে।]

২৪ ধারা।

মুৎফরক্কা মোকদ্দমা। ভূম্যধিকারির অযোগ্যতার রিপোর্ট হইলে যাহা কর্ত্তব্য।

১৬৯। যদি কালেক্টর সাহেব কোন ভূম্যধিকারির এ আহ্বাল লিখেন্ যে সে অপ্রাপ্তব্যবহার ও সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহার পক্ষের কেহ সেই অধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার নহে এমত কহে তবে সেই অধিকারী কিম্বা তাহার পক্ষের লোকের সাধ্য থাকিবেক যে সেই আহ্বালের কৈফিয়ৎ তাহার ভূমি যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে জাহির করে সেই আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই জাহিরকরা বিবরণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান্ আর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতের এক হুকুমনামা সেই জিলার জজ সাহেবকে কিম্বা সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে এই মজমুনে পাঠান্ যে সেই অধিকারিকে আদালতে হাজির করাইয়া আর তিন জনের কম না হয় এমত যে মাতবর সাক্ষিরা সেই অধিকারির বিস্তারিত জানে তাহারদিগের প্রামাণ্য কথা এবং সেই অধিকারির স্থানে বিশেষ যাহা জানিতে পারেন্ তাহা সুকৃতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সেই অধিকারির বয়সের বৃত্তান্ত বোধের নিমিত্তে অন্য যে কিছু তদন্ত ও তহকীকাৎকরণ আবশ্যক জানেন্ তাহা করেন্ আর সেই অধিকারির কিম্বা তাহার পক্ষের লোকদিগের ও তাহার সাক্ষিদিগের সকল কথা ও এজহার শুনিয়া সেই অধিকারির বয়সের বিবরণ তহকীক করিয়া তাহা আপন বিবেচিত বেওরাসমেত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখেন্ পশ্চাৎ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই অধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার বটে কি না ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহারা এ বিষয়ে যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইবেক এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার নিষ্পত্তিপত্রের নকল দস্তখতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরে দেন্ ঐ শ্রীযুত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিষ্পত্ত্যনুসারে সেই অধিকারির ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এতমামের তলে থাকিবার কিম্বা না থাকিবার অর্থে হুকুম করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

১৭০। যদি কোন ভূম্যধিকারী বাতুল কিম্বা জড় হইবার অথবা শরীরাদির অন্য দোষ রাখিবার এজহারক্রমে অযোগ্য বোধ হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম করেন্ যে তিনি সেই আহ্বালের বেওরা কৈফিয়ৎ সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে সরকারের উকীলের মারফতে জাহির করেন্ আর সেই আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে

সেই কৈফিয়তের নকল সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সেই আদালতের জজ সাহেবের নামে কিম্বা যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালকে সেই ভূম্যধিকারির বসত থাকে তথাকার সাহেবদিগের নামে এক পরওয়ানা এই মজমুনে পাঠান্ যে তাহাকে আদালতে হাজির করাইয়া দৃষ্টিক্রমে তাহার আহ্বাল সত্য জানিয়া ও তদ্ভিন্ন তিন জনের কম না হয় এমত যে মাতবর লোকেরা সেই অধিকারির বিস্তারিত জানে তাহারদিগের স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই অধিকারির বিবরণসুদ্ধা তাহারদিগের প্রবোধিত কথা সুকৃত্যনুসারে শুনিয়া পশ্চাৎ সেই মোকদ্দমার রোয়দাদ আপন বিবেচিত কৈফিয়ৎসমেত লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহা পাইলে পর কর্ত্তব্য যে সেই অধিকারির অযোগ্যতার বিষয় মাতবর হইবার ও না হইবার নিষ্পত্তি করিয়া নিষ্পত্তি পত্রের নকল আসলের মোতাবেক শব্দযুক্ত দস্তখতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরে দেন ঐ শ্রীযুত সেই নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারির ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এতমামের তলে থাকিবার কিম্বা না থাকিবার অর্থে হুকুম করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

১৭১। যে ভূম্যধিকারিরা আজন্ম জড় না হয় কিন্তু পশ্চাৎ বাতুল হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনায় অযোগ্য বোধ হয় তাহাতে কর্ত্তব্য যে এপ্রকার অধিকারিরা প্রতিবৎসর একবার এবং যে জিলায় সেই অধিকারিরা বসত করে সেই জিলার আদালতের জজ সাহেব উচিত বুঝিলে ততোধিকবার তাঁহার নিকটে হাজির হয় এইহেতুক যে সেই অধিকারিরা সুস্থ হইয়াছে কি না ইহা জানা যায় আর যে কালে সেই আদালতের জজ সাহেব উপরের লিখিত প্রকারের কোন ভূম্যধিকারির আহ্বাল দৃষ্টে জানেন্ যে তাহার অযোগ্যতার হেতু দূর হইয়াছে সে কালে সেই জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে অব্যাজে তাহার সংবাদ তাহার আহ্বালের বিস্তারিত বিবরণসমেত লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহার অযোগ্যতার হেতু দূর হইবার কিম্বা না হইবার নিষ্পত্তি করিয়া আপনারদিগের নিষ্পত্তির বেওরা সংবাদ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরে দিবেন্ ঐ শ্রীযুত সেই নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারিকে তাহার ভূমির কার্য্যের ভার অর্পণ করিবার কিম্বা না করিবার অর্থে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগেরে হুকুম করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ৫ প্র।

১৭২। যে ভূম্যধিকারী এই ৫ পঞ্চম ধারার ২ দ্বিতীয় কিম্বা ৩ তৃতীয় অথবা ৪ চতুর্থ প্রকরণের লিখিত হেতুপ্রযুক্ত অযোগ্য বোধ হইয়া থাকে সে যদি আপনি জানে যে তাহার অযোগ্যতার হেতু দূর হইয়াছে তবে তাহার সাধ্য থাকিবেক যে আপন আহ্বাল সেই জিলার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে এজহার করে আর সেই জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার এজহার লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহা পাইলে পর কর্ত্তব্য যে সেই জিলার আদালতের জজ সাহেবের নামে কিম্বা সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের

সাহেবদিগের নামে এক হুকুমনামা এই মজমুনে পাঠান্ যে সেই বিষয়ের আহ্বাল তহকীক করিয়া এবং সেই অধিকারির সাক্ষিদিগের কথা যাহা আপন এজহারের প্রমাণার্থে রাখে তাহা শুনিয়া পরে তহকীকাতের কৈফিয়ৎ সমেত আপন বিবেচিত মর্ম্ম লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে চালান করেন্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সেই অধিকারির অযোগ্যতা দূর হইবার কিম্বা না হইবার বিষয়ে নিষ্পত্তি করিয়া সেই নিষ্পত্তির বেওরা সংবাদ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরে দেন্ ঐ শ্রীযুত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারিকে তাহার ভূমির কার্য্যের ভার অর্পণ করিবার কিম্বা না করিবার অর্থে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগেরে হুকুম করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ৬ প্র।

২৫ ধারা।

মুৎফরক্কা মোকদ্দমা। নাবালকেরদের অধ্যক্ষ নিযুক্তকরণ।

১৭৩। যদি সাধারণ অধিকারভূমির কোন অধিকারির মৃত্যু হয় ও তাহার উত্তরাধিকারী অল্পবয়স্ক কিম্বা বাতুল অথবা আজন্ম অজ্ঞান রহে এবং সেই মৃত ব্যক্তি মরণের পূর্ব্বে অধ্যক্ষপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও অধ্যক্ষ না করিয়া থাকে তবে যে জিলায় সেই অধিকারভূমি রহে সেই জিলার জজ সাহেব কিম্বা যদি সে অধিকার দুই কিম্বা ততোধিক জিলায় থাকে তবে যে জিলায় সেই অধিকারের ভূমি অতিরিক্ত ভাগে রহে সেই জিলার জজ সাহেব তাহার বেওরা হকীকৎ কালেক্টর সাহেবের দ্বারা পাইলে পর কিম্বা সেই মৃতের বংশের হিতার্থী যে কেহ থাকে সে সেই মৃতের উত্তরাধিকারির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাহার অধিকারের কার্য্য চালাইবার যোগ্য কেহ তস্য নিকট কুটুম্বের মধ্যে নাই এমত কথা জানাইলে তাহার সেই কথার তথ্য লইয়া পশ্চাৎ তাহাতে নির্ভর করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত জনেককে তাহার অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিবেন এবং এরূপ সকল বিষয়ের বেওরা হকীকৎ সর্ব্বদা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ১ ধা।

১৭৪। নাবালকের অধ্যক্ষের বিষয়ে সদর আদালত জানাইতেছেন যে যদি ঐ নাবালক বিধবার স্বামির দত্তক পুত্র হয় তবে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে জিলার আদালতের জজ সাহেবের কার্য্য করিতে হইবেক ঐ আইনে হুকুম আছে যে যে সাধারণ জমীদারীর মালগুজারী একেবারে সরকারে দাখিল হয় নাবালক জমীদার যদি এইমত জমীদারীর এক জন অংশী হয় এবং যদ্যপি অন্যান্য সকল অংশিরা অযোগ্য না হয় তবে দেওয়ানী আদালত ঐ নাবালক জমীদারের এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন এবং জিলার জজ সাহেব সেইরূপ এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলে সদর দেওয়ানী আদালত ১৮০০ সালের ১ আইনের ৭ ধারার লিখিতমতে তাহার বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবেন। ৩১০ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

১৭৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে সাধারণ জমীদারীর মালগুজারী একেবারে সরকারে দাখিল হয় কেবল এইমত জমীদারীর নাবালক উত্তরাধিকারির বিষয়ে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধি খাটে ইহা জ্ঞান করিতে হইবেক না। অতএব যে তালুকের খাজানা সরকারে দাখিল না হইয়া জমীদার এবং অন্যেরদিগকে দেওয়া যায় এই মত তালুকের নাবালক উত্তরাধিকারির এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে জিলার জজ সাহেবকে সদর আদালত অনুমতি দিয়াছেন। ৯১২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে নাবালকের জমীদারী যদি সাধারণে থাকে তবে জিলার জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ নাবালকের মাতার দরখাস্ত পাইলে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন্ এবং সদর আদালতে ঐ ব্যক্তিকে মঞ্জুর করিবার নিমিত্ত তাহার এক রিপোর্ট করেন্। ৬৬৩ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১৭৭। সদর আদালত জজ সাহেবকে হুকুম করিতেছেন যে ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে তিনি যে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন্ তাহার বিষয়ে সদর আদালতের সম্মতি পাইবার নিমিত্তে পশ্চাৎ লিখিত কোন এক নক্সামতে সম্বাদ দেন্।

১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে অধ্যক্ষ নিযুক্তকরণের কৈফিয়তের নক্সা।

১	২	৩	৪	৫	৬
মৃত ভূম্যধিকারির নাম এবং তাহার মরণের তারিখ।	নাবালকেরদের নাম ও তাহারদের বয়স এবং তাহারা মৃত ব্যক্তির যে কুটুম্ব হয় তাহা।	মহালের নাম এবং পরগনা ও জিলার নাম এবং ঐ মহালের যে অংশে নাবালকেরদের অধিকার তাহা।	অধ্যক্ষের নাম।	নাবালকেরদের সঙ্গে তাহার যে কুটুম্বতা অথবা দাস্য বা বন্ধুতা রূপে ঐ পরিবারের সহিত তাহার যে সম্পর্ক থাকে তাহা।	সেই ব্যক্তি বিনাবেতনে কি বেতন লইয়া অধ্যক্ষতা করিবেক এবং যদি বেতন লইয়া করে তবে কত লইবেক এবং ঐ বেতন ঐ মহালের উৎপন্ন টাকার যত অংশ হয় তাহা।

১৮৩২ সালের ১৪ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

১৭৮। সদর দেওয়ানী আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা যে২ হুকুম করেন্ তাহার উপর আপীল মফঃসল আপীল আদালত গ্রাহ্যকরণের ক্ষমতা রাখেন্ কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে উক্ত আইনে যে সকল বিষয়ের হুকুম আছে তাহাতে মফঃসল আপীল আদালতের কোন এলাকা নাই কিন্তু জিলা ও শহরের জজ সাহেবের হুকুমেতে যাহারা নারাজ হয় তাহারদের সদর আদালতে আপীল করিতে হইবেক। ৫৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭৯। সদর আদালত জিলার জজ সাহেবকে জানাইতেছেন যে নাবালকের অধ্যক্ষ সদর আদালতের দ্বারা মঞ্জুর হইলে নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ সদর আদালতের অনুমতিবিনা ঐ অধ্যক্ষকে তগীরকরা উচিত নহে। তাহাকে তগীরকরণের যে২ কারণ জিলার জজ সাহেব দর্শাইয়াছেন তাহা সদর আদালতের বোধে উপযুক্ত নহে যেহেতুক ঐ অধ্যক্ষ যে জমীদারী রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিল তাহা যদ্যপিও পক্ষান্তর ব্যক্তিরদের দখলে আছে তথাপি তাহার উপর নাবালকের যে দাওয়া থাকে তাহার নিষ্পত্তি অদ্যাপি হয় নাই এবং তাহার দখল পুনরায় পাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত নালিশ উপস্থিত ও নির্ব্বাহ করণার্থ সেই অধ্যক্ষকে বহালরাখা আবশ্যক হইতে পারে। অতএব সদর আদালত জজ সাহেবের হুকুম রদ করিয়া আজ্ঞা করিতেছেন যে ঐ অধ্যক্ষকে পুনর্ব্বার এ পদে নিযুক্ত করা যায়। ৬৬৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮০। ময়মনসিংহের জিলার জজ সাহেবের রুবকারীর দ্বারা বোধ হইতেছে যে মৃত মসম্মৎ চাঁদ বিবির কন্যা মসম্মৎ নুরুন্নিসা খাতুনের মৌলবী তমীজুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহ-

হওনের যে কল্প হইয়াছিল তাহা মফঃসল আপীল আদালতের এবং জিলার জজ সাহেবের পরস্পর মতের অনৈক্যহওয়াতে স্থগিত হইয়াছিল এবং জিলার জজ সাহেব এমত হুকুম করিলেন যে আমার অনুমতি না হইলে কাহারো সঙ্গে নূরুন্নিসার বিবাহ হইবেক না। তাহার পর মৌলবী বরকতুল্লা খাঁর পুত্র মৌলবী আবদুললী উক্ত জজ সাহেবের অনুমতি না পাইয়া অথবা তাঁহাকে সম্বাদ না দিয়া এবং নূরুন্নিসার বৈমাত্র ভ্রাতা অথচ ঐ নূরুন্নিসার অধ্যক্ষ গোলাম আবদুল লইস চৌধুরীকে কিছু না জানাইয়া ঐ নূরুন্নিসাকে বিবাহ করিল। পরে ঐ নূরুন্নিসা আদালতে দরখাস্ত করিল যে আমি যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছি এবং স্বেচ্ছাক্রমে মৌলবী আবদুললীকে বিবাহ করিয়াছি। অতএব সদর আদালত হুকুম করিলেন যে নূরুন্নিসা যে যৌবনপ্রাপ্ত এবং স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ করিয়াছে ইহা স্বীকার করিয়াছে এবং জজ সাহেব যে হুকুম দিলেন তাহা নূরুন্নিসা যৌবনপ্রাপ্ত হয় নাই বুঝিয়া দিয়াছেন অতএব আবদুললীর সঙ্গে তাহার যে বিবাহ হইয়াছে তাহা যদ্যপি জজ সাহেবের ও তাহার অধ্যক্ষের বিনাতানুমতিতে এবং অজ্ঞাতসারে হইয়াছে তথাপি তাহা মুসলমানেরদের শরার অনুসারে মাতবর ও সিদ্ধ এবং এ বিবাহপ্রযুক্ত এবং জজ সাহেবের হুকুম না মানাপ্রযুক্ত আবদুললীকে দোষি এবং দণ্ডের যোগ্য জ্ঞান করিতে হইবেক না। ৬৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮১। নাবালকের অধ্যক্ষ তাহার স্থলাভিষিক্ত অতএব যদি জমীদারী সরবরাহকারের দ্বারা সরবরাহ হয় তবে তাহার উৎপন্নেতে নাবালকের যে অংশ আছে তাহা ঐ অধ্যক্ষ লইতে পারে এবং নাবালকের সম্পত্তির ব্যয়ের বিষয়ে জিলার জজ সাহেব হাত দিতে পারেন্ না। ৬৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮২। ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া অধ্যক্ষ বা সরবরাহকারকে নাবালকের যে জমীদারী অর্পণ হইয়াছে সেই জমীদারীর সরবরাহ কার্য্য তাহারা আপনারদের বুদ্ধি সাধ্যপর্য্যন্ত করিবেক। ৬৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮৩। জিলার আদালতের কোন২ ওয়ার্ডসের জমীদারীর হিসাব রাখিবার নিমিত্ত, জিলার জজ সাহেব আমলারদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে এমত আমলা নিযুক্ত করিতে চলিত আইনে কোন হুকুম নাই এবং সদর আদালত তাহা অনাবশ্যক বোধ করেন অতএব সেই বিষয়ে জজ সাহেব যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহা সদর আদালত রদ করিলেন। ৬৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮৪। সাধারণ ভূমির অধিকারিরদের মধ্যে এক কি ততোধিক জন অপ্রাপ্তব্যবহার কি অঙ্গহীনইত্যাদি দোষপ্রযুক্ত আপন২ কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে ঐ২ লোকেরদের অধ্যক্ষ তাহারদের পিতার উইলেতে নিযুক্ত হউক অথবা ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে জিলার জজ সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হউক ঐ অধ্যক্ষেরা ঐ২ অকর্ম্মণ্য লোকেরদের সকল কর্ম্মের সরবরাহ করিবেক এবং তাহারা যাহারদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে সেই সকল লোক আপনারদের কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে যে২ কর্ম্ম করিত ভূমির সরবরাহী কার্য্যে তাহারা ঐ২ কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেক ইতি।— ১৮০৫ সা। ১৭ আ। ৫ ধা।

১৮৫। জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসাকরাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮০০ সালের ১ আইনক্রমে যে সকল অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয় তাহারদের হিসাবকিতাব তজবীজহওনের নিমিত্ত তাহা দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিতে জিলার জজ সাহেব হুকুম দিতে পারেন্ না এবং ঐ নাবালকের সম্পত্তির সরবরাহের বিষয়ে ঐ আদালতের সাহেবের হাত দিবার ক্ষমতা নাহি। কিন্তু যদ্যপি ঐ অধ্যক্ষের মন্দ আচারব্যবহারের বিষয়ে কোন বিশ্বাসযোগ্য এজহার দেওয়া যায় এবং যদি জজ সাহেবের এমত মনঃপ্রত্যয়

হয় যে সেই ব্যক্তি সেই কর্ম্মের অযোগ্য তবে জিলার জজ সাহেব সেই বিষয়ের তদন্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ অধ্যক্ষকে তগীরকরণের উপায় করিতে পারেন্। যদ্যপি তদন্ত করিয়া দৃষ্ট হয় যে ঐ অধ্যক্ষ কিছু সম্পত্তি কি টাকা তসরুফ করিয়াছে তবে তাহা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত জাবেতামত নালিশ না হইলে জজ সাহেব তাহাতে হাত দিতে পারেন্ না। ৭২০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮৬। বধির ও মূক ব্যক্তির যে অধ্যক্ষ ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত হইয়াছিল সে ব্যক্তি ঐ নাবালকের তরফে মোখ্তার নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনমতে আপীলকরণের অনুমতি পাইবার জন্য সদর আদালতে দরখাস্ত করিল তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণে যে প্রকার মান্যা স্ত্রীর বিষয় লেখা আছে এমত স্ত্রীব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি মোখ্তারের দ্বারা যোত্রহীনমতে আপীলকরণের অনুমতি পাইবার দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে না। ১২৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮৭। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নাবালকের পিতার জীবদ্দশায় তাহার নামে যে নালিশ হইয়াছিল সে নালিশের জওয়াব দিতে ঐ নাবালক আদালতের মোকররী এক জন উকীলকে ওকালৎনামা দিয়া নিযুক্ত করিতে পারে কি ঐ নাবালকের নাবালকী শেষ না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমার বিচার যস্থেস্থবে থাকিতে হইবেক। ১৮০০ সালের ১ আইনের ১ ধারায় হুকুম আছে যে নাবালকের অতিনিকট কুটুম্বকে অধ্যক্ষতার ভার দিতে কোন আপত্তি দৃষ্ট হইলে জজ সাহেব অন্য কোন মান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঐ নাবালকের অধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু যে বিষয়ে এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে তাহাতে দৃষ্ট হয় যে ঐ নাবালকের কোন কুটুম্ব নাই অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে যুক্তিক্রমে উক্ত আইনের ১ প্রথম ধারার বিধি এইমত গতিকেও খাটিতে পারে অতএব জজ সাহেবের উচিত যে অধ্যক্ষের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করেন্। তাহাতে জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেইরূপ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন্ এবং এইরূপে নিযুক্তহওয়া ব্যক্তি আপন নাবালকের মোকদ্দমার জওয়াব দিবার নিমিত্ত উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেক। ৩৯৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮৮। যাহারা এ আইনের অনুসারে অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের বাচনি জজ সাহেবেরা তাহারদিগের কৃতিত্ব ও সুপ্রতিষ্ঠা ও তাহারদিগের প্রতি বিশ্বাস বুঝিয়া করিবেন কিন্তু শাস্ত্রের কিম্বা শরার মতে যে কেহ কোন অল্পবয়স্কাদি অযোগ্য ভূম্যধিকারির উত্তরাধিকারী থাকে কিম্বা যে কেহ কোন অযোগ্য ভূম্যধিকারির মরণান্তর তস্য লভ্যপ্রাপক হইতে পারে সেই২ ব্যক্তিকে কদাচ সেই অযোগ্য অধিকারির অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিবেন না ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ২ ধা।

১৮৯। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর চাহেন্ যে মৃত ভূম্যধিকারিগণের আত্মীয় লোকে তাহারদিগের অযোগ্য সন্তানের অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইয়া বিনাবেতন গ্রহণে সে ভারের সংক্রান্ত সকল কার্য্য চালায়। কিন্তু যে কেহ অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হয় তাহাকে যদি কিছু বেতন দিবার আবশ্যক থাকে তবে জজ সাহেব বিষয় বুঝিয়া যত দেওয়া উচিত জানেন্ তাহাই দিবেন ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৩ ধা।

১৯০। যাহারা এ আইনের অনুসারে অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইবেক তাহারা জজ সাহেবদিগের মোহরে ও দস্তখতে সনদ পাইবেক এবং সনদ পাইবার পূর্ব্বে আপনারা সে ভারে নিযুক্ত থাকিবাপর্য্যন্ত হাজির রহিবার

নিমিত্তে জামিন এবং নীচের লিখিত পাঠে একরার লিখিয়া দিবেক। লিখিতং শ্রীঅমুকস্য আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অমুক অধিকারের এত কিস্‌মতের অংশী শ্রীঅমুক অধিকারির অধ্যক্ষতাভার এই নিয়মে স্বীকার করিয়া লইলাম যে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টিত ও মনোযোগী হইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মবুদ্ধিক্রমে অধ্যক্ষগণের কর্ত্তব্যাচরণার্থে যে আইন শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে ও হয় তাহার অনুসারে আপন ভারের সংক্রান্ত সকল কার্য্য বিলক্ষণরূপে করিব। আর অধ্যক্ষ কর্ত্তার যত টাকা আমার ভারাবলম্বে মম হস্তে আইসে তাহাহইতে আমার এই ভারানুযায়ি নিরূপিত বেতনঅপেক্ষা অধিক কিছু গোপনে বা অগোপনে লইব না এবং আপন জ্ঞাতসারে কাহাকেও লইতে দিব না। অধিকন্তু অধ্যক্ষ কর্ত্তার যত টাকা আমার হস্তে আইসে তাহার হিসাব চাহিবার সাধ্যবান ব্যক্তিতে হিসাব তলব করিলে তাহা যথা সঙ্গতক্রমে শুদ্ধ করিয়া বুঝাইয়া দিব। আর যদি সে টাকাহইতে কিছু আমি উড়াই কিম্বা খরচ করি অথবা ক্ষতি দর্শিবার কোন কর্ম্মে আসক্ত হই এমত প্রমাণ হয় তবে যত টাকা উড়াই কিম্বা খরচ করি অথবা ক্ষতি হয় তাহার তিনগুণ আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারিগণে অথবা মদনুযায়ি জনে দিব কিম্বা দিবেক ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৪ ধা।

১৯১। সদর আদালত জানাইতেছেন যে অধ্যক্ষতার ভার ত্যাগকরণের পর অথবা নাবালক বয়ঃপ্রাপ্তহওনের তারিখের পর বারো বৎসর অতীত না হওয়াপর্য্যন্ত উক্ত ৪ ধারায় যে একরারনামার বিষয় লেখা আছে তাহা আদালতের সিরিশ্‌তায় থাকিবেক। কিন্তু নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদি ঐ অধ্যক্ষকে ঐ একরার ফিরিয়া দিতে স্বীকার করে তবে তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ৯৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯২। যাহারা এ আইনের অনুসারে অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইবেক তাহারা অধ্যক্ষ কর্ত্তার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেক এবং সে কর্ত্তা অল্পবয়স্ক হইলে তাহাকে গুণাভ্যাস ও সুনীতি শিক্ষা করাইবেক। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২৩ ধারার তথা ২৪ ধারার অনুসারে সাধারণ অধিকারভূমির সরবরাহকারের নির্ণয় করিতে পারিবেক। এবং সেই সরবরাহকারের কর্ত্তব্য হইবেক যে সে অধিকারে যত টাকা লাভ হয় তাহার মোটহইতে সকল অংশির জনাজাতি যথার্থাংশক্রমে যাহা সেই অধ্যক্ষকর্ত্তাকে অর্হে তাহা সেই অধ্যক্ষের স্থানে বুঝাইয়া দেয় ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৫ ধা।

১৯৩। উপরের ধারানুসারে নিযুক্তহওয়া যে সরবরাহকারদিগের হস্তে যে যে অধিকারভূমি রাখা যায় সে সরবরাহকারেরা সেই২ অধিকার হইলে তাহার মালগুজারী করিবার দায়ী থাকিবেক। ও জানিবেন যে এ আইনের অনুক্রমে সেই২ অধিকারের মালগুজারীর বাকী কখন পড়িলে সে নিমিত্তে সেই২ অধিকার নীলামে বিক্রয় করিতে ক্ষমা দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৬ ধা।

১৯৪। যদি এ আইনের মতে প্রাপ্তক্ষমতাঅনুসারে কোন জিলার জজ সাহেবের কৃত কিছু কর্ম্মের দ্বারা কেহ আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত মানে তবে তাহার সাধ্য আছে যে আপনার সেই নালিশী আরজী লিখিয়া সেই জজ সাহেবের স্থানে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে দেয়। সে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে

এমত আরজী পাইলে তাহার নকল এবং সে মোকদ্দমার যে বিচার আপনি করেন্ তাহার রোয়দাদ একত্র করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে চালান করেন্। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে যে তাহা সাব্যস্ত রাখা কি অসাব্যস্ত করা যাহা উচিত বুঝেন্ তাহাই করেন্। আর এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে এমত সকল মোকদ্দমায় তাঁহারা যে হুকুম দিবেন তাহাই চূড়ান্তের তরে পাইবেক। এবং এ ধারানুসারে যে রোয়দাদী কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিবেক তাহার শুদ্ধ তরজমা ইঙ্গরেজী ভাষায় করিয়া সে কাগজপত্রের সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৭ ধা।

২৬ ধারা।

মুৎফরক্কা মোকদ্দমা। বিবাদি মহালের সরবরাহকার নিযুক্তকরণ।

১৯৫। বিভাগ না হওয়া সাধারণ ভূমিসকলের অংশিদিগের পরস্পর বিরোধ বিসম্বাদহওনেতে কোন২ প্রকারেতে ঐ অংশিদিগের ক্ষতির কারণ ও মালগুজারী তহসীলের সিরিশ্‌তার বিশৃঙখলের হেতু হইয়াছে একারন এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে সরকারের মালগুজারীসম্পর্কের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের মধ্যে কোন সাহেব কিম্বা সাধারণ ভূমির অংশিদিগের মধ্যে কেহ জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবের নিকটে এমত বিষয়ে তাহার মধ্যবর্ত্তিহওনের বিশিষ্ট হেতু দর্শাইয়া দরখাস্ত করিলে ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে এক জন কৃতকর্ম্মা ও মাতবর লোককে তাহার স্থানে জামিন লইয়া ঐ সাধারণ ভূমির সরবরাহকারীতে এতাবতা মালগুজারী উসুল তহসীলের ও সরকারী মালগুজারী আদায়করণের ও কৃষিকর্ম্ম ও চাসবাসের আধিক্যহওনের বিষয়ের ভারে নিযুক্ত করেন্ কিন্তু যদি মালগুজারীসম্পর্কের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেব লোক কি সাধারণ ভূমির অংশিদিগের মধ্যে কেহ আদালতের সাহেবের তরফহইতে যে ব্যক্তি ঐ ভূমির সরবরাহকারীতে নিযুক্ত হয় তাহার বিষয়ে কোন ওজর করেন্ তবে তাঁহারদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনারদিগের ওজরের কথাসম্বলিত আরজী তথাকার সম্পর্কীয় আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দাখিল করেন্ অতএব ঐ আদালতের সাহেব লোক মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া জিলার সাহেবের নিযুক্তকরা সরবরাহকারকে বহাল রাখিবেন কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ ভূমির সরবরাহকারীতে নিযুক্ত করিতে জিলার সাহেবকে হুকুম দিবেন ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২৬ ধা।

১৯৬। সদর আদালত জানাইতেছেন যে যদি বিশিষ্ট হেতু দর্শান যায় তবে জজ সাহেব বিভাগ না হওয়া সাধারণ জমীদারী সমুদয় ক্রোক করিতে পারেন্ ঐ প্রকার জমীদারীর এক অংশ ক্রোক করিতে পারেন্ না। কিন্তু যে হেতু দর্শান যায় তাহা বিশিষ্ট কি না এই বিষয়ে জজ সাহেব যাহা নিষ্পত্তি করেন্ তাহার উপর আপীল হইতে পারে। ৭১৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯৭। ময়মুনসিংহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার বিধি মফঃসলী তালুকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। ১২৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯৮। জোয়ানপুর জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান

করিলেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানুসারে বিভাগ না হওয়া সাধারণ জমীদারীর সরবরাহকার নিযুক্তকরণের আবশ্যক হইলে জজ সাহেবের উচিত যে প্রথমে সেই বংশের কোন এক ব্যক্তিকে কিম্বা অংশিরদের কোন মিত্রকে সেই কর্ম্মের ভার বিনা-বেতনগ্রহণে লওয়াইতে উদ্যোগ করেন্ কিন্তু যে ব্যক্তি সরবরাহ কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহাকে যদি কিছু বেতন না দিলেই নহে তবে যে জজ সাহেব তাহাকে নিযুক্ত করেন্ তিনি প্রত্যেক মোকদ্দমার বিশেষ ভাব বুঝিয়া বেতন নির্দ্দিষ্ট করিবেন। ঐ মহালের ভূম্যধিকা-রিরা পূর্ব্বে সরকারী মালগুজারী যেমতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করিত সেইমতে ঐরূপে নিযুক্তহওয়া সরবরাহকার কালেক্টর সাহেবের নিকটে মালগুজারী দাখিল করিয়া আপনি যে বেতন লইবার হুকুম পাইয়াছে তাহা লইয়া ঐ জমীদারীর অবশিষ্ট প্রাপ্তি অংশিদিগের জনাজাতির মধ্যে আপন২ অংশাংশমতে বুঝাইয়া দিবেক। ১১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯৯। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানু-সারে সরবরাহকার নিযুক্ত করিতে হইলে জমীদারীর পরিমাণ ও উৎপন্ন যথাসাধ্য বুঝিয়া সরবরাহকরণের খরচের নিয়ম করা উচিত। এবং এই বিষয়ে যে নিয়ম নিরূপণকরণের আবশ্যক হইয়াছে তাহার ভাব ও পরিসীমার বিষয়ে বোর্ড কমিস্যনর সাহেব এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবেক। ১৪২ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

২০০। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানুসারে যে ভূমির সরবরাহকার নিযুক্ত হয় তাহার ঝুঁকীর বিষয়ে যদ্যপি সেই আইনে বিশেষরূপে কিছু লেখা নাই তথাপি তাহাকে মোক্তারের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সে মওক্কেলের উপকা-রের নিমিত্ত কার্য্য করিবেক এবং যে কার্য্যের ভার তাহার প্রতি অর্পণ হয় সেই কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহকরণের বিষয়ে সে ব্যক্তি দায়ী হইবেক। সদর আদালত আরো বোধ করেন্ যে ঐ ধারাক্রমে ঐ সরবরাহকারেরদের স্থানে যে উপযুক্ত জামিন লইবার হুকুম আছে তাহার এমত অর্থ নহে যে সেই ব্যক্তি কেবল হাজিরজামিন দিবেক কিন্তু যে টাকা উসুল করে তাহার বিশ্বাসযোগ্য হিসাব দেওনের বিষয়ে মালজামিন দিবেক। এবং ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ৬ প্রকরণের অনুসারে দেওয়ানী আদালতের দ্বারা নিযুক্তহওয়া সরবরাহকারের বিষয়ে ঐ২ আইনে যেমত হুকুম আছে সেইমতে এই গতিকে জমীদারীর পরিমাণ বুঝিয়া মালজামিন নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক। ১৪২ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

২০১। ঐ মত যদি মালগুজারীর কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেব লোক কিম্বা ভূমির অংশিগণের মধ্যে কেহ সরবরাহকার নিযুক্ত হইলে পর তাহার কর্ম্মকার্য্যের দ্বারা কখন নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হন্ তবে তাহারদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে সে বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া তাহার তগীর অর্থাৎ অবসর হওনের দরখাস্ত জিলা কি শহরের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করেন্ এমতে ঐ দরখাস্তের উপর যে হুকুম হয় তাহাতে নারাজ হইলে তাঁহারদিগের ক্ষমতাও থাকিবেক যে আপনারদিগের ওজরের আরজী আপীল আদালতের সাহেব লোকের হজুরে দেন্ যে ঐ সাহেবেরা সে ব্যক্তির তগীরী কিম্বা বহালীর বিষ-য়ে যাহা বিহিত হয় তাহা ঠাহরান্ ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২৭ ধা।

২০২। ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৫ ও ৬ ধারায় এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণে এবং ১৮১২ সা-লের ৫ আইনের ২৬ ও ২৭ ধারাতে আর ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকরণেতে জিলা ও শহরের আদালতের হুকুম দ্বারা অধিকারভূমির

সরবরাহকারীর বিষয়ে যেং হুকুম লিখিত আছে তাহা নীচের লিখনক্রমে শুধরা যাইবেক ইতি।—১৮২৭ সা। ৫ আ। ২ ধা।

[ঐং শুধরা বিধি প্রথম বালমের তৃতীয় অধ্যায়ের ১১১ এবং ১১২ নম্বরী বিধিতে লিখিত আছে।]

২৭ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। নানা সুবাতে সুদের হার।

[বাঙ্গালা বেহার এবং উড়িষ্যা।]

২০৩। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পূর্ব্বের কর্জ হইলে তাহার সুদ নীচের লিখিত নিরিখহইতে অধিক কিম্বা অল্পক্রমে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ২ ধা। ১ প্র।

২০৪। সেই কর্জ সিক্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক না হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ৩৵ তিন টাকা দুই আনা বৎসরে ৩৭॥০ সাঁইত্রিশ টাকা আট আনা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ২ ধা। ২ প্র।

২০৫। সেই কর্জ সিক্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ২ দুই টাকা বৎসরে ২৪ চব্বিশ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

২০৬। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চহইতে তাহার পরের ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ জানুআরির পূর্ব্বের কর্জ হইলে তাহার সুদ নীচের লিখিত নিরিখহইতে অধিক কি অল্পক্রমে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

২০৭। সেই কর্জ সিক্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক না হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ২ দুই টাকা বৎসরে ২৪ চব্বিশ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

২০৮। সেই কর্জ সিক্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ১ টাকা বৎসরে ১২ বারো টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

২০৯। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ পহিলা জানুআরি কিম্বা তাহার পরের কর্জ হইলে সে কর্জের সুদ শত তঙ্কায় মাসে ১ এক টাকা বৎসরে ১২ বারো টাকার অধিক দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৪ ধা।

[কটক।]

২১০। জিলা কটকে ও পরগনা পটাসপুর ও কুমার দিচর ও বগরাই পরগনাতে টাকার সুদের বিষয়ে নীচের লিখিত বিধি চলন হইবেক ইতি।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

২১১। ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখের পূর্ব্বের কর্জ হইলে কোন আদালতের জজ সাহেব নীচের লিখিত হারহইতে অধিক কিম্বা

অল্পক্রমে সুদ দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না কিন্তু যদি উভয় পক্ষের মধ্যে তাহাহইতে অল্প সুদ লইবার করার হইয়া থাকে তবে সেই করারঅনুসারে সুদের ডিক্রী করিবেন ইতি।

সেই কর্জ সিক্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক না হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ২৷৷০ দুই টাকা আট আনা বৎসরে ৩০ ত্রিশ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।

সেই কর্জ সিক্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ২ দুই টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

২১২। ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখের পরের কর্জ হইলে কোন আদালতের জজ সাহেব শত তঙ্কায় বৎসরে বারো টাকার অধিক দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

২১৩। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর কিম্বা তাহার পর যে সাধু ও খাতকে যে বিষয়ে এই আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্ধারিত সুদের নিরিখছাড়া অধিক সুদের নিরিখে যে খত অথবা একরার দেওয়া ও লওয়া করিয়া থাকে তাহারদিগের প্রতি সে বিষয়ের সুদ কিছুই দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৯ ধা। ৪ প্র।

২৮ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। সুদ ও ওয়াসিলাতের বিষয়ি সাধারণ বিধি।

২১৪। কোন আদালতের জজ সাহেব ২ দ্বিতীয় কিম্বা ৩ তৃতীয় অথবা ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত সুদের নির্দ্ধারিত নিরিখের বহির্ভূতে উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণ অর্থাৎ সাধু ও খাতক উভয়ের স্বেচ্ছায় অল্প নিরিখে কর্জের সুদ ধার্য্য হইলে তাহার ব্যতিক্রমে সে কর্জের সুদ অধিক নিরিখে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৫ ধা।

২১৫। কোন আদালতের জজ সাহেব সাধু খাতকী হিসাব নিষ্পত্তিমুখে যে সুদ দেনা ও পাওনা হয় সে সুদের সুদ দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না। কিন্তু সাধু ও খাতক উভয়ের স্বেচ্ছায় যে হিসাব নিষ্পত্তিক্রমে সুদের বাকী আসলে চড়িয়া পূর্ব্বের খত ফিরিয়া নয়া খত হইয়া থাকে তাহার প্রতি এ হুকুম চলিবেক না সেই নয়া খতমাফিক সেই আসলে চড়ান সুদের সুদ দেওয়া ও লওয়ায় মঞ্জুর রাখিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৭ ধা।

২১৬। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চ কিম্বা তাহার পর যে সাধু ও খাতকে যে বিষয়ে এই আইনের নির্দ্ধারিত সুদের নিরিখছাড়া অধিক সুদের নিরিখে যে খত অথবা একরার দেওয়া ও লওয়া করিয়া থাকে তাহারদিগের প্রতি সে বিষয়ের সুদ কিছুই দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৮ ধা।

২১৭। উপরের লিখিত হুকুমের ভাবের বৈলক্ষণ্য দর্শিতে এবং মোকদ্দমাসকলের আপীল অনর্থক হইতে না পারিবার জন্যে কর্ত্তব্য যে মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরসকলের দেওয়ানী

আদালতের কোন ডিক্রী সাব্যস্ত রাখিলে ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতসকলের কোন ডিক্রী মঞ্জুর করিলে সে ডিক্রী যে সংখ্যায় হইয়া থাকে তাহার উপর সেই ডিক্রীর তারিখহইতে শতকরা এক টাকার হারে সুদ ধরিয়া সমেত সুদ ডিক্রীর টাকা রেস্পাণ্ডেণ্টকে দেওয়ান্ এবং অনর্থক আপীল হইবার বোধে সে মোকদ্দমার মর্ম্ম ও আপেলাণ্টের গতিকদৃষ্টে যে দণ্ড সরকারে করণ বিহিত জানেন্ তাহা করেন্ ইতি। ১৭৯৬ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।

২১৮। চাটিগাঁ জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে কলিকাতার সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব আপেলাণ্টের জরীমানা করিতে পারেন্ না যেহেতুক ঐ ধারা মুৎফরক্কা আপীলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। ১১৩৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১৯। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে কোন২ জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যখন আপীলক্রমে অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখেন্ তখন সুদের ডিক্রী করিবার বিষয়ে আপনারদের বিবেচনামত কার্য্য করিতে পারেন্ এই বোধ করিয়া তাঁহারা প্রতিমাসে শতকরা ১ টাকার হারঅপেক্ষা অল্প সুদ ধরিয়া ডিক্রী করিয়া থাকেন্। তাহাতে সদর আদালত জজ সাহেবেরদিগকে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩৫ ধারার বিধিতে মনোযোগ করিতে হুকুম দিয়া কহিলেন যে উক্ত প্রকার আপীলী মোকদ্দমায় মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবরদিগকে সুদের হারের সম্পূর্ণ ডিক্রী করিতে হুকুম ছিল। সেই হুকুমের অভিপ্রায় এই যে অনর্থক আপীল নিবারণ হয় ইহাতে দৃষ্টি রাখিয়া এবং মফঃসল আপীল আদালত রহিত হওয়াতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের প্রতি যে কর্ম্মের ভার অর্পণ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ ৩ ধারার বিধি জজ সাহেবেরদের দ্বারা নিষ্পত্তিহওয়া আপীলী মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে এবং সেই বিধির অনুসারে তাঁহারদের কার্য্য না করিলে নহে। অতএব উত্তর কালে জজ সাহেবেরা ঐ ৩ ধারার এই অর্থানুসারে কার্য্য করিবেন। ১৮৩৫ সালের ২ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

২২০। ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চ কিম্বা তাহার পর যে তারিখ হইতে যে নিরিখে সুদ দিবার ও লইবার হুকুম এই আইনে লেখা যায় ইহার ব্যতিক্রমে যদি কেহ অধিক সুদ লইয়া থাকে কিম্বা কোন খত অথবা একরার নিরিখছাড়া অধিক সুদে লেখা গিয়া থাকে তবে সেই পাওনার দাওয়া মহাজন ফরিয়াদীকে কিছুই সুদ অর্শিতে ডিক্রী করিবেন না আর যদি আসলের মধ্যহইতে ডিসকৌণ্ট অর্থাৎ সরাট অথবা অন্যোপলক্ষে কিছু কর্ত্তন করিয়া লইয়া থাকে তবে তাহার নালিশ ডিসমিস করিয়া খাতক আসামীর খরচা সেই ফরিয়াদীর স্থানহইতে দেওয়াইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৯ ধা।

২২১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের বিধি কেবল টাকার কর্জের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। ৪৮৭ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২২২। উপরের লিখিত সকল ধারার মতের সহিত রিস্পণ্ডেন্সিয়া ও ইনসুরিন্স এতাবতা বীমার কর্জের কিছু এলাকা নাই তাহার ব্যাজ নিয়মক্রমে কিম্বা যে স্থানে যে দাঁড়া থাকে তদনুসারে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ১২ ধা।

২২৩। খত অথবা অন্য কোন নিদর্শনপত্রক্রমে টাকা কর্জ দেওয়া গেলে সাধু খাতকের উভয়ের স্বেচ্ছাক্রমে বৎসরে শতকরা ১২ টাকার সুদের হার প্রায়ই লেখা থাকে

সেই নিদর্শনপত্রক্রমে টাকা পাইবার নিমিত্ত যে মোকদ্দমা হয় সাধুখাতকের মধ্যে যে বিশেষ করার হইয়াছিল তদনুসারে অবিকল সুদের ডিক্রী করিতে হইবেক। ১৮৩৭ সালের ৭ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

২২৪। কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন্ যে যে গতিকে ভূমি সম্পত্তির ওয়াসিলাৎ ধরিয়া ডিক্রী করিতে হয় অথবা যে গতিকে সাধুখাতকের মধ্যে সুদের বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম হয় নাই এইমত গতিকে ডিক্রী করিতে হয় সেই গতিকে নানা দেওয়ানী আদালতের এমত ক্ষমতা আছে যে সুদের হারের বিষয়ে তাঁহারা যেমত উপযুক্ত ও যথার্থ ঠাহরেন সেইমত ডিক্রী করেন্ কিন্তু ঐ হার শতকরা ১২ টাকার অধিক হইবেক না। ১৮৩৭ সালের ৭ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২২৫। কিন্তু সদর আদালত জানাইতেছেন যে তাহাতে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারায় এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩৫ ধারায় হুকুম আছে যে আপীল অনর্থক বোধ হইলে অধস্থ আদালত যত টাকার ডিক্রী করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যার উপর আপীল আদালত বৎসরে শতকরা ১২ টাকার হারের সুদ ধরিয়া ডিক্রী করিবেন উক্ত আইনের অর্থের দ্বারা ঐ ৩ ধারার কিছু ব্যতিক্রম হয় নাই। ১৮৩৭ সালের ৭ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ৫ দফা।

২২৬। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় যে টাকার ডিক্রী হয় এবং তাহার উপর আপীল হইলে যে টাকার ডিক্রী হয় সেই২ ডিক্রীতে সুদের হিসাবকরণের বিষয়ে এক আদালতে এক প্রকার অন্য আদালতে অন্য প্রকার হইয়া থাকে। অতএব ১৮৩৫ সালের ২ অক্টোবর তারিখে তাঁহারা যে সরকুলর অর্ডর প্রকাশ করিলেন [এই অধ্যায়ের ২১৯ নম্বরী বিধান দেখ] তাহার অনুক্রমে নীচের লিখিত বিধি জিলা ও শহরের আদালতের এবং তাঁহারদের অধীন আদালতসকলের উপদেশের নিমিত্ত প্রকাশ করিতেছেন। ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

২২৭। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় যে আসল টাকা ও সুদের বাবৎ দাওয়া হয় তাহার ডিক্রী হইলে আদালতের কর্ত্তব্য যে যে তারিখে কর্জ হইয়াছিল অথবা যে তারিখে টাকা পাওনা হইল সেই তারিখঅবধি ডিক্রীর তারিখপর্য্যন্ত সুদসমেত আসল টাকার ডিক্রী করেন্ এবং পরিশোধ না হওনের তারিখপর্য্যন্ত ঐ টাকার উপর সুদের হুকুম দেন্। কিন্তু যদি ঐ সুদ আসল টাকাঅপেক্ষা অধিক হইয়াছে তবে আসল টাকার তুল্য সুদ ধরিয়া ডিক্রী করিবেন। পরন্তু ১৮২৩ সালের ১৯ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডরে যে গতিকের বিষয় লেখা আছে তাহা বর্জ্জিত থাকিল। ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

২২৮। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চ তারিখের সরকুলর অর্ডরের ২ দফার এক ভাগের অর্থ বুঝিতে ভ্রম হইয়াছে অর্থাৎ ঐ দফার মধ্যম ভাগে "পরিশোধ না হওনের তারিখপর্য্যন্ত ঐ টাকার উপর সুদের হুকুম দিবেন" এই যে কথা লেখা আছে তাহার মধ্যে "ঐ টাকা" এই কথাতে কোন্ টাকা বুঝায়। কেহ২ বোধ করেন্ যে এই দফার প্রথম ভাগে যে আসল টাকা ও সুদের বিষয় লেখা আছে উভয় বুঝায়। অন্যে বোধ করেন্ যে ঐ কথাতে কেবল আসল টাকা বুঝায়। অতএব কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ঐ কথার এই অর্থ করিয়াছেন যে যে আসল টাকা এবং আদালতে নিরূপিত অমুক তারিখঅবধি অমুক তারিখপর্য্যন্তের সুদ আদালতের সাহেব ডিক্রীতে লিখিবার হুকুম পাইয়াছেন সুদসুদ্ধ সেই আসল টাকা ঐ কথাতে বুঝায়। ১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

২২৯। যদি ঐ ডিক্রীর উপর আপীল হয় এবং তাহা বহাল থাকে তবে আপীল আদালতের উচিত যে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে ঐ ডিক্রীর তারিখঅবধি

ঐ সমুদয় টাকা পরিশোধকরণের তারিখপর্য্যন্ত যে আসল টাকা ও সুদ ও খরচা আসল ডিক্রীতে হুকুম হইয়াছিল সেই জুমলা টাকার উপর সুদ দিবার ডিক্রী করেন্। ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৩০। যদি সেই দাওয়া অধস্থ আদালতে ডিসমিস হইয়া পরে আপীল আদালতের দ্বারা ডিক্রী হয় তবে অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তিহওনের তারিখপর্য্যন্ত আসল টাকার উপর সুদের হিসাব করিতে হইবেক এবং ঐ আসল টাকা ও সুদ ও খরচা এই জুমলা টাকার উপর দেনা পরিশোধের তারিখপর্য্যন্ত সুদ দিবার হুকুম করিতে হইবেক। ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৩১। ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর সদর দেওয়ানী আদালত পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া এই হুকুম দিয়াছেন যে টাকার বিষয় কি ভূমির বিষয় কি অন্যপ্রকার সম্পত্তির বিষয়ে দাওয়া হউক প্রত্যেক গতিকে মোকদ্দমার খরচার উপর সুদ দিবার হুকুম ডিক্রীর মধ্যে লিখিতে হইবেক। ১০৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩২। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যখন মোকদ্দমার খরচা ডিক্রীর মধ্যে লেখা যায় তখন ডিক্রীকরণিয়া আদালত যে বিষয়ের ডিক্রী করেন্ ঐ খরচা সেই বিষয়ের এক অংশ হয় এবং টাকার যে ডিক্রী হয় তাহার উপর যেমত আদালতের ডিক্রীর তারিখঅবধি সুদ চলিবেক সেইমত এই খরচার উপরও সুদ চলিবেক। ৭১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩৩। আরো জানান যাইতেছে যে ৭১৫ নম্বরী আইনের অর্থানুসারে যে খরচার ডিক্রী হয় তাহার উপর ডিক্রীর তারিখঅবধি টাকা দেওনের তারিখপর্য্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া সুদ দেওনের হুকুম হইতে পারে। ১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৩৪। সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে কোন ফরিয়াদী যদি কোন দেনার আসল টাকার বাবৎ নালিশ করিয়া থাকে এবং যদি ঐ নালিশের আরজীতে সুদের বিষয়ে দাওয়া না করিয়া থাকে তবে অবশ্য এমত বোধ করিতে হইবেক যে নালিশকরণের পূর্ব্বে ঐ দেনার উপর যত সুদ জমিয়াছিল তাহা ফরিয়াদী ছাড়িয়া দিয়াছে। অতএব আসল টাকার বাবৎ ডিক্রী পাইলে পর সেই ব্যক্তি সুদ পাইবার বাবৎ পুনর্ব্বার নালিশ করিতে পারে না যেহেতুক তাহাতে মোকদ্দমার হেতু দুই অংশ করা হয় এবং সেই হেতু এইরূপে দ্বিধাকরা আইনের নিয়ম ও আদালতের ব্যবহারের বিরুদ্ধ। অতএব যদি কোন ভূমি বা অন্য স্থাবর সম্পত্তির মালিকীয় স্বত্বের বাবৎ নালিশ হয় এবং নালিশ উপস্থিতকরণের পূর্ব্বে সেই ভূমির কোন ওয়াসিলাৎ পাওনা থাকে এবং সেই ওয়াসিলাতের বাবৎ সেই আরজীতে দাওয়া না করা যায় তবে এমত বোধ করিতেই হইবেক যে ফরিয়াদী ঐ ওয়াসিলাৎ ছাড়িয়া দিয়াছে এবং তাহা পাইবার নিমিত্ত তৎপরে পুনর্ব্বার নালিশ করিতে পারে না। ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

২৩৫। এ নিমিত্তে এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নির্দ্দিষ্ট কোন মিয়াদে বা মিয়াদভিন্ন সকল কর্জ বা টাকার উপর যে আদালতের দ্বারা ঐ কর্জ কিম্বা টাকা আদায় হইতে পারে সেই আদালত উচিত বোধ করিলে সুদের চলিত হারের অনধিক হারে সুদ দেওনের হুকুম করিতে পারেন্ অর্থাৎ যদ্যপি ঐ কর্জ বা টাকা লিখিত কোন নিদর্শনপত্রের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ে দেয় হয় তবে ঐ কর্জ বা টাকা যে সময়াবধি দেয় তদবধি সুদ দেওয়াইবেন এবং যদি বিনামিয়াদে দেয় হয় তবে যে সময়াবধি লিখনের দ্বারা ঐ টাকার দাওয়া হইয়াছিল এবং খাতককে এই মত এত্তেলা দেওয়া গিয়াছিল যে দাওয়ার তারিখঅবধি পরিশোধ না হওনের তারিখপর্য্যন্ত সুদ চলিবেক ঐ দাওয়ার সময়াবধি আদালত সুদ দেওয়াইবেন। কিন্তু এক্ষণে যে সকল গতিকে

আইনানুসারে সুদ দিতে হয় সেই সকল গতিকে সুদ দিতে হইবেক ইতি।—১৮৩৯ সা। ৩২ আ।

২৯ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। যেং স্থলে আসল টাকাহইতে সুদ অধিক হয় তাহা।

২৩৬। কোন আদালতের জজ সাহেব এই আইনের মতানুসারে যে কর্জের সুদ আসলহইতে অধিক হয় সে সুদ এই আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার লিখিত বিষয়ছাড়া বিষয়ান্তরে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৬ ধা।

২৩৭। উক্ত ধারায় এমত হুকুম আছে যে আইনমতে যে সুদ লওয়া যাইতে পারে তাহা বৃদ্ধি হইয়া যদি আসল টাকাহইতে অধিক হয় তবে আসল টাকাঅপেক্ষা অধিক সুদের ডিক্রী হইতে পারে না। ঐ ধারার হুকুম দৃষ্টে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে নালিশ উপস্থিতকরণের পর যদি সুদ এমত বৃদ্ধি হইয়া থাকে যে আসল টাকাহইতে অধিক হইয়াছে তবে ঐ ৬ ধারার নিষেধ খাটিবেক না যেহেতুক ঐ সুদের ঐ প্রকার বৃদ্ধি ফরিয়াদীর গতিক্রিয়াপ্রযুক্ত হয় নাই। ৩৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩০ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। ডিক্রীর মধ্যে সুদ কি ওয়াসিলাৎ দেওনের হুকুম লিখন।

২৩৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে টাকার উপর সুদ চলিতে পারে এমত টাকার ডিক্রী হইলে ঐ ডিক্রীতে এমত হুকুম লেখা উচিত যে ঐ ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওয়াপর্য্যন্ত তাহার উপর সুদ চলিবেক। এবং যদ্যপি ডিক্রীতে এমত বিশেষ হুকুম না লেখা গিয়া থাকে তবে যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার সাধ্য আছে যে ঐ সুদ পাইবার নিমিত্ত ডিক্রীদারকে পুনরায় নালিশ করিতে হুকুম না দিয়া ডিক্রীহওনের তারিখের পর যে সুদ জমিয়াছে তাহা দিবার হুকুম তৎপরে কোন সময়ে করিতে পারেন্। এবং যে ভূমি সম্পত্তির ডিক্রী হয় সেই ভূমির উপর ডিক্রী জারী না হওনপর্য্যন্ত যাহা উৎপন্ন হয় তাহা দিবার বিষয়েও দেওয়ানী আদালত সেইরূপ হুকুম করিতে পারেন্। ১৮২৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৩৯। সদর আদালত জানাইতেছেন যে মোকদ্দমা আরম্ভকরণের পর এবং তাহা আদালতে উপস্থিত থাকনসময়ে যে ওয়াসিলাৎ জমে তাহার বিষয়ে এমত ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকারি আদালত যদ্যপি আপনার ডিক্রীর মধ্যে ঐ ওয়াসিলাৎ দিবার হুকুম লিখিতে ক্রটি করিয়া থাকেন্ তবে ঐ ডিক্রীর দোষ শুধরণের নিমিত্ত ডিক্রীদার পুনর্ব্বার নালিশ করে। সদর আদালত বোধ করিতেছেন যে ঐ ব্যবহর অনুচিত এবং তাহা রহিত করিতে হইবেক। যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সেই ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত থাকনের সময়ে সুদ কিম্বা ওয়াসিলাৎ পাইতে পারে কি না এই বিষয় কেবল ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকারি আদালত নির্ণয় করিতে পারেন্। অতএব যদি ঐ আদালতের জজ সাহেব আপন ডিক্রীতে সেই বিষয়ের কোন বিশেষ হুকুম না দিয়া থাকেন্ তবে ডিক্রীদারের উচিত যে সেই সুদ বা ওয়াসিলাৎ পাইবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার নালিশ না করিয়া ঐ ডিক্রী সংশোধন করিবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দরখাস্ত করে। ঐ দরখাস্তকরণের যে মিয়াদ আইনে নিরূপিত আছে সেই মিয়াদের মধ্যে যদি ফরিয়াদী ঐ দরখাস্ত করে তবে যে আদালতে তাহা দাখিল হয় সেই আদালতে মুৎফরক্কা

দরখাস্ত যে মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয় সেই মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ দরখাস্ত লিখিবেক কিন্তু যদি ঐ মিয়াদ অতীত হইলে পর ঐ দরখাস্ত দেওয়া যায় তবে ১৮২৫ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের এবং ৪৯০ নম্বরী আইনের অর্থের অনুসারে ঐ দরখাস্ত সম্পূর্ণ মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। সদর আদালত আরো বিধান করিতেছেন যে এইরূপ যে ব্যবহার এক্ষণে চলন আছে তাহা নজির অর্থাৎ দৃষ্টান্তানুসারে হইতেছে এই প্রযুক্ত এই নূতন নিয়ম কেবল উত্তর কালে চলন হইবেক। ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

২৪০। ডিক্রীহওয়া যে টাকার উপর সুদ চলিতে পারে এমত টাকার ডিক্রীর বিষয়ে ১৮২৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরে এই২ বিধান হইল যে ঐ ডিক্রীতে এমত হুকুম লিখিতে হইবেক যে ডিক্রী চুড়ান্তরূপে জারী না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ টাকার উপর সুদ চলিবেক। যদ্যাপি ডিক্রীতে এমত হুকুম না লেখা গিয়া থাকে তবে ডিক্রীকারি আদালত ঐ সুদ পাইবার নিমিত্ত ডিক্রীদারকে নূতন নালিশ করিতে হুকুম না দিয়া তাহার স্থানে সরাসরীর দরখাস্ত পাইয়া এবং তাহা উত্তমরূপে বিচার করিয়া ও পক্ষান্তর ব্যক্তির ওজর শুনিয়া ডিক্রী হওনের তারিখের পর যত কাল গত হইয়াছে অথবা মোকদ্দমার ভাব দৃষ্টে সেই কালের মধ্যে যত কাল যথার্থ ও উচিত বোধ হয় তত কালের নিমিত্ত ঐ আসল টাকার উপর সুদ দিতে হুকুম করিতে পারেন্। এবং ভূমি সম্পত্তির ডিক্রী হওনের পর যত ওয়াসিলাৎ দেনা পড়ে তাহার বিষয়েও সেইরূপ বিধান করিতে হুকুম হইল। আসল মোকদ্দমা এবং আপীলী মোকদ্দমার উপর টাকার সুদের হিসাবকরণের বিধি ১৮৩৫ সালের ২ অক্টোবর এবং ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চ এবং ১৮৩৭ সালের ৭ আপ্রিল তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে পাওয়া যাইবেক। ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

৩১ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম।—বন্ধকদেওন।

২৪১। ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পুর্ব্বে যে মহাজন কোন খাতকের স্থাবর বন্ধক রাখিয়া কর্জ দিয়া উভয়ের সম্মত নিয়মানুসারে সেই স্থাবর স্বহস্তবশ রাখিয়া কিম্বা না রাখিয়া এদেশের পুর্ব্ব দাঁড়ামতে সুদহইতে তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিয়া থাকে তাহা সাব্যস্ত থাকিবেক ঐ তারিখ ও ঐ তারিখের পরে স্থাবর বন্ধকী পূর্ব্বের কর্জের এবং তদ্ভিন্ন যে স্থাবর বন্ধক ক্রমের কর্জ হইয়া থাকে ও আগামী যাহা হইবেক সে সকল বন্ধকী কর্জের সুদ তারিখওয়ারী নির্দ্ধারিত সুদের নিরিখমতে পাইবেক তাহার অধিক পাইবেক না এবং জানিবেক যে ঐ ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চহইতে পশ্চাৎ স্থাবর বন্ধকী কর্জ সুদসমেত যদি সেই স্থাবরের উপস্বত্বে কিম্বা প্রকারান্তরে খাতকের দ্বারা শোধ হইয়া থাকে তবে সেই বন্ধকী খত অকর্ম্মণ্য হইয়া সে কর্জ্জের দায়হইতে খাতক মুক্ত হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ১০ ধা।

২৪২। ১০ দশম ধারার লিখনানুসারে স্থাবর বন্ধকী কর্জের হিসাব নিষ্পত্তিকারণ মহাজনে বন্ধকী স্থাবরের উপস্বত্ব যাহা পাইয়া থাকে তাহার আদ্যোপান্তের জমা খরচ মহাজনের স্থানে তলব করিতে হইবেক তদনুসারে মহাজন জমা ও খরচের কাগজ দিয়া তাহা প্রমাণার্থে সুকৃতি করিবেক অথবা সে মহাজনের বিশিষ্টতাজন্যে তাহাকে সুকৃতিকরাণ জজ সাহেব উচিত না

জানিলে তাহার স্থানে ধর্ম্মতো নিয়মপত্র এমত লেখাইয়া লইবেন যে তাহাতে সেই কাগজ যথার্থ বোধ হয় পরে খাতক সেই কাগজ দৃষ্টে বিবেচনা করিয়া তাহার উপর যে আপত্তি করে তাহা মিটাইবার নিমিত্তে উভয় পক্ষের সাক্ষির কথা শুনিয়া জজ সাহেব হিসাব নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ১১ ধা।

২৪৩। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ১০ ও ১১ ধারার বিধির অনুসারে যে সকল নালিশ দেওয়ানী আদালতে হয় তাহার সরাসরীরূপে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক কি জাবেতামত মোকদ্দমায় যে সকল বিধি খাটে তদনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে ঐ ১০ ও ১১ ধারার লিখিত বিষয়ের সরাসরীরূপে নিষ্পত্তি করিতে আইনে কোন হুকুম নাই। ২৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪৪। আলাহাবাদের সদর আদালত আইনের অর্থের বহী অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন যে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ১৮১৭ সালের ৯ জুলাই তারিখের ২৭৭ নম্বরী আইনের অর্থে এমত হুকুম করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ১০ ও ১১ ধারানুসারে অর্থাৎ পশ্চিম দেশের চলিত ১৮০৩ সালের ৩৪ আইনের ৯ ও ১০ ধারানুসারে যে নালিশ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার সরাসরীমতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ঐ অর্থ আলাহাবাদের সদর আদালত যথার্থ বোধ করেন্ এবং উত্তর কালে আপনার অধীন আদালতসকলে তদনুসারে কার্য্য করিতে হুকুম দিবেন। ৮৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। বয়বলওফা কি কটকোবালাক্রমে বিক্রয়হওয়া ভূমি।

২৪৫। সুবে বেহারে অনেক কালাবধি পদ্য আছে যে লোকেরা আপনারদিগের ভূমি বন্ধক দিয়া কিম্বা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সুদসমেত আসল অথবা কেবল আসল কর্জা টাকা শোধ না পড়িলে বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক এমত কটে বিক্রয় করিয়া কর্জ লয় ও এরূপ বিক্রয়ের সংজ্ঞা বয়বলওফা কহে। এবং সুবে বাঙ্গালায় এপ্রকার কটে বিক্রয় হইলে তাহার সংজ্ঞা কটকোবালা বলে। ইত্যাদিসংজ্ঞক কটে কিম্বা এতদনুসারের কটান্তরে বিক্রয়ের রীতি সুবে উড়িষ্যায় ও বারাণসেও অবশ্য থাকিতে পারে। ইহাতে সুদের বিষয়ের ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনের হুকুম জারী হইবার সময়হইতে এ পদ্য একা সুবে বেহারে বিস্তর বাড়িয়া খাতকেরা কর্জ শোধিতে উদ্যত থাকিবার কথা প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে তাহারদিগের ভূমি হস্তছাড়া হইবেক এই আশয়ে প্রায় অনেকেই বয়বলওফার প্রবোধে নিয়ত কর্জ দিয়া এমত বিক্রয় সিদ্ধ করাইয়া ভূমি দখল করিবার বাসনায় খাতকেরা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কর্জ শোধিতে উদ্যত হইলে তাহা লইতে চাহে নাই অথবা কোন ছলছুতা করিয়া সে টাকা লয় নাই। বিশেষত ইহার প্রমাণ প্রয়োগ যোগান খাতকদিগের শিরে থাকে ও না যোগাইতে পারিলে তাহারদিগের বন্ধক দেওয়া ভূমি বন্ধকগ্রহীতাগণের হস্তে যায় এই সকলহেতুক এরূপ খাতকদিগের রক্ষার্থে এমত এক দাঁড়া ধার্য্যকরণ আবশ্যক হয় যে তাহাতে খাতকেরা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কর্জা টাকা শোধিতে উদ্যত ছিল মহাজনেরা তাহা লয় নাই। এবং মহাজনদিগের ও খাতকদিগের উভয়তঃ হওয়া আপোসী একরারমতে কার্য্য না হইবার জন্যে ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ পাইয়া তাহা

যথার্থক্রমে মহাজনদিগকে অর্শিয়াছে কি না এ সকল বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ অনায়াসে শীঘ্র যোগায় ও ইহাতে মহাজনেরা শঠতা করিতে না চাহিলে এ দাঁড়া ধার্য্যের ফলভাগীও হইতে পারে। অতএব উপরের লিখিত কুগতিক এবং অন্যং ব্যাঘাত না হইতে পারিবার নিমিত্তে শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেবের হজুর কৌন্সেলের বিবেচনায় নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসের আদালতসকলে এ আইন পঁহুছিলে পর কার্য্যে আসিবেক ইতি।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ১ ধা।

৩৩ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। বয়বলওফার কটক্রমে ভূমি বিক্রয় হইলে বন্ধকদেওনিয়া খাতক আপনার বন্ধকদেওয়া ভূমি যেরূপে উদ্ধার করিতে পারে তাহা।

২৪৬। যদি কেহ এ আইনের প্রথম ধারার লিখিত নিয়মে অর্থাৎ বয়বলওফার কটক্রমে কিম্বা সেমত অন্যসংজ্ঞক কটে আপন ভূমি বিক্রয় করিয়া কর্জ লয় ও তদনন্তর সে কর্জ শোধিয়া সেই ভূমি উদ্ধার করিতে চাহে তাহার কর্ত্তব্য যে নিরূপিত মিয়াদ পূরিবার দিনে অথবা তৎপূর্ব্বে সুদসমেত আসল কর্জা টাকা সেই স্বয়ং মহাজনকে দেয় অথবা সাধ্য রাখে যে সে ভূমি যে দেওয়ানী আদালতের সীমাভুক্ত সেই আদালতে সে টাকা আমানৎ রাখিয়া তথাকার জজ সাহেবের স্থানে তাহার রসীদ সে টাকার সংখ্যা ও তাহা দাখিলের তারিখ ও আমানৎ রাখিবার হেতু নিদর্শনে লয়। ও তাহা মহাজনের স্থানে দিতে গেলে পূর্ব্বে এমত ভাবিয়া উপায় করে যে যদি মহাজন আপনি সে টাকা শোধ না লয় ও তন্নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তৎকালে সে টাকা মিয়াদের মধ্যে দিতে খাতক উদ্যত ছিল ইহা না মানে তবে পশ্চাৎ তাহার প্রমাণ যোগাইতে পারে। আর জজ সাহেব আমানতী টাকা পাইলে উচিত যে সে সংবাদ মহাজনকে লিখেন্ ও মহাজন বয়বলওফার কটের কোবালা ফিরিয়া দিলে কিম্বা তাহা ফিরিয়া দিতে না পারিলে যেহেতুক না পারে তাহা বিশিষ্টরূপে জানাইলে তাহার স্থানে নির্দায়পত্র ও দরখাস্ত লেখাইয়া লইয়া আদালতের দফ্তরে দাখিল করিয়া সেই আমানৎ টাকা তাহাকে দেন্। তাহাতে খাতক কত টাকা আমানৎ রাখিবেক ইহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে যদি এমতে বিক্রীত ভূমি মহাজন ভোগ না করিয়া থাকে তবে সুদ দিবার নিয়ম থাকিলে বৎসরে শতকরা ১২ বারো টাকার হারে সুদ ধরিয়া আসলসুদ্ধা যত হয় তাহা। আর যদি মহাজন ও খাতকের আপোসে সুদ দিবার কিম্বা না দিবার করার কিছু না রহে তবে বৎসরে শতকরা ঐ ১২ বারো টাকার হারেই সুদ ধরিয়া আসলসমেত যে মোট হয় তাহা কিন্তু যদি মহাজন ভূমি ভোগ করিয়া থাকে তবে কেবল আসল টাকা আমানৎ রাখিবেক। ও ইহাতে মহাজন আপন ভোগকরা ভূমির ভোগ কালের উৎপন্নের নিকাশী জমাখরচ দাখিল করিলে তৎকালে তাহা বিবেচিয়া হিসাব নিষ্পত্তি পাইবেক। বুঝিবেন যে খাতক উপরের প্রস্তাবিত দুই গতিকের যে কোন গতিকে টাকা আমানৎ রাখে তাহাতেই ভূমি উদ্ধার করিতে পারিবেক। ইহাতে যদি মহাজন ভূমি না ছাড়ে তবে তৎক্ষণাৎ খাতক সে ভূমি ছাড়াইয়া লইবার দাওয়া করিতে সাধ্য রাখিবেক পশ্চাৎ নীচের লিখনানুসারে তাহার

হিসাব নিষ্পত্তি পাইবেক। এতদ্ভিন্ন যদি খাতক করারমতে দেনা টাকার সংখ্যাপেক্ষা কম আমানৎ দাখিল করিয়া এমত জানায় যে মহাজন আপন ভোগের কালে ভূমির উপস্বত্বের দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে যাহা পাইয়াছে তাহাবাদে তাহার আসল কি সুদের কিছু পাওনা হইবেক না তবে জজ সাহেব সেই কমসংখ্যায় দাখিল করা টাকাই আমানৎ রাখিবেন ও উপরের উল্লিখিত হুকুমমতে মহাজনকে সে সমাচার লিখিবেন। তাহাতে যদি মহাজন সে সংখ্যাপেক্ষা অধিক টাকা আপন পাওনা না কহে কিম্বা বিচারমুখে সেই কম সংখ্যাহইতে অধিক টাকা মহাজনের পাওনা না ঠাহরে তবে জানিবেন যে তাহাতেই সে ভূমি উদ্ধারিয়া লইবার অধিকার সর্ব্বতোভাবে খাতকের আছে নচেৎ এ গতিকে মহাজনের বিনাসম্মতিতে অথবা কর্জা টাকা সমুদয় শোধপড়ন সাব্যস্তব্যতিরেকে সে ভূমিতে খাতক দখল পাইবেক না ইতি।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ২ ধা।

২৪৭। যদি মহাজন বয়বলওফার কটক্রমে কিম্বা সেমত অন্যসংজ্ঞক কটে বিক্রীত ভূমি ভোগ করিয়া থাকে ও তাহাতে উভয়তঃ মহাজন ও খাতকের আপোসে হিসাব নিষ্পত্তি করিবার আবশ্যক হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনে বন্ধকী কর্জ্জের বিষয়ে মহাজনদিগের দখলে ভূমি থাকিবার সময়ের উৎপন্নের নিকাশী জমাখরচ যে দাঁড়ায় দিবার ধার্য্য আছে সেই দাঁড়ায় এমত কটে বিক্রীত ভূমির মোকদ্দমাতেও নিকাশ যোগাইতে হইবেক। এতদ্ভিন্ন বন্ধকী ভূমির উপস্বত্বে কিম্বা প্রকারান্তরে খাতকের দ্বারা সমেতসুদ আসল কর্জা টাকা শোধ পড়িলে সে ভূমি উদ্ধার হইবার যে হুকুম ঐ আইনের ১০ দশম ধারায় আছে সে হুকুম এ আইনের লিখিত কটে বিক্রীত ভূমির প্রতি খাটে না ও খাটিবেক না ইতি।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ৩ ধা।

২৪৮। জানিবেন যে এ আইনের লিখিত বয়বলওফার কটক্রমের কিম্বা সেমত অন্য সংজ্ঞক কটের কর্জা টাকা শোধের কারণ কেহ বরাতী টীপ দিতে চাহিলে তাহা মহাজনের বিনাস্বীকারে বলবৎ হইবেক না ও স্বীকার করিলে তাহার প্রামাণ্যগ্রহ কটে বিক্রীত কোবালা ফিরিয়া দিলে অথবা তদভাবে আপন পাওনা টাকা শোধ পাইবার নিদর্শনে নির্দায়পত্র লিখিয়া দিলে তদ্দৃষ্টে হইতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ৪ ধা।

২৪৯। বুঝিবেন যে এ আইনের লিখিত হুকুম অসঙ্গত সুদছাড়া অপর যে একরার উভয়তঃ মহাজন ও খাতকের আপোসে হইয়া থাকে ও হয় তাহাতে চলিবেক না। এবং তদর্থে তাহারদিগের উভয়তঃ বিরোধ জন্মিলে তাহার বিচার ও সমাধা দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলে হইবেক ইতি। —১৭৯৮ সা। ১ আ। ৫ ধা।

২৫০। ভূমি বন্ধকের যে২ তমঃসুক অর্থাৎ খত বয়বলওফার কটক্রমে কিম্বা কটকোবালা মতে অথবা তাহার মত অন্য প্রকার কট নিদর্শনে লেখা গিয়া থাকে সেই সকল খত বাতিল অর্থাৎ ঝুটাহওনের বিষয়ে নির্দ্ধারিত অনেক২ দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ আইন ও ১৮০৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনানুসারে সরকারের রাজ্যেতে চলন হইয়াছে পরে উপরের লিখিত দাঁড়াভিন্ন এক্ষণে অধিকন্তু এ কথারো ধার্য্য করা গেল যে বন্ধকের এ প্রকার খত লিখিয়া দেওনের সময়ে কিম্বা ঐ ভূমিবিক্রয় সিদ্ধহওনের পূর্ব্বে যে কোন সময়াবধি বন্ধকলওনিয়া মহাজন যদি ঐ বন্ধকী ভূমি আপনি দখল করিয়া

থাকে তবে যদি সেই বন্ধকদেওনিয়া খাতক সুদছাড়া কেবল আসল কর্জা টাকা সমুদয় ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে শোধ দেয় কিম্বা প্রকৃতার্থে ঐ কর্জা টাকা পরিশোধ নিমিত্তে তাহার নিকটে লইয়া গিয়া থাকে তবে এমতে ঐ ভূমি বন্ধকদেওনিয়া খাতক কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিরা পুনর্ব্বার আপন ভূমিতে দখল পাইতে পারিবেক আর যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন ঐ বন্ধকী ভূমি আপনি ভোগদখল না করিয়া থাকে তথাপি যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক বয়বলওফাইত্যাদি কটক্রমে লিখিত খতের মিয়াদের মধ্যে যে কোন সময় অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধহওনের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণেও যদি কর্জার আসল টাকা সমুদয় মহাজনকে দেয় কিম্বা ওয়াজিবী সুদের টাকাসমেত ঐ কর্জা টাকা দিবার নিমিত্তে প্রকৃতার্থে তাহার নিকটে লইয়া গিয়া থাকে তবে এমতেও ঐ বন্ধকদেওনিয়া খাতক কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিগণ পুনর্ব্বার আপনারা ঐ বন্ধকী ভূমিতে দখল পাইতে পারিবেক আর জানা কর্ত্তব্য যে নীচের ধারার লিখিত নিয়মানুসারে কার্য্য না করিলে বন্ধকী ভূমি কদাচ বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক না ও এই ধারাতে যেখানে২ বয়বাৎশব্দ লেখা গিয়াছে তাহার ভাবার্থ নীচের ধারার নির্ণীত লিখনমতে স্পষ্ট হইবেক পরে এমতে যে ব্যক্তি ভূমি বন্ধক দিয়া থাকে তাহার এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে হইবেক যে বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে কিম্বা তাহার তরফ মোক্তারকার অথবা তাহার উত্তরাধিকারিদিগকে প্রকৃতার্থে ঐ কর্জার আসল টাকা এবং আবশ্যক সময়ে সুদের টাকাও দিয়াছে কিম্বা দিবার নিমিত্তে ঐ টাকা তাহারদিগের নিকটে লইয়া গিয়াছিল অথবা ইহা প্রমাণ করিতে হইবেক যে ঐ ভূমি যে জিলা কিম্বা শহরের ব্যাপ্যাধিকার ভুক্ত হয় সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতে ঐ ভূমি বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধহওনের পূর্ব্বে সেই কর্জার টাকা দাখিল করিয়াছে আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৩৪ আইনের ১২ ধারার লিখিত যে২ নিয়ম ভূমি বন্ধকের তমঃসুক বাতিল অর্থাৎ বাটাহওনের নির্ণীত মিয়াদের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা এক্ষণে এই আইনের ৮ ধারার নির্ণীত মিয়াদের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ১৭ আ। ৭ ধা।

২৫১। কটকের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসাকরাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত বিধান করিলেন যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক অথবা তাহার প্রতিনিধি ব্যক্তি বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দখলে যে বন্ধকী ভূমি আছে তাহা উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়া যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজনের পাওনা টাকা সুদসমেত বা সুদছাড়া ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারা এবং ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ধারার বিধির অনুসারে আদালতে আমানৎ করে তবে বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে ঐ সম্পত্তির দখল ফিরিয়া দিবার যে সংবাদ দিতে হয় তাহার এক বৎসর মিয়াদকরণের আবশ্যক নাই কিন্তু বন্ধকলওনিয়া মহাজন সদর মোকামহইতে যত দূর বাস করে তাহা হিসাব করিয়া যে মিয়াদ উপযুক্ত সেই মিয়াদ ধার্য্য করা উচিত। ৯৭৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫২। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক যে টাকা কর্জ লইয়াছিল তাহার আসল টাকা যদি ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারানুসারে আদালতে আমানৎ করে তবে যে ভূমি বন্ধক দিয়াছিল তাহার দখল সরাসরী হুকুমক্রমে ফিরিয়া পাইতে পারে এবং বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দখলে ঐ ভূমি যত কাল ছিল তত কাল তাহার জমা খরচের হিসাবের মুখে তাহার সুদ বাবৎ যাহা দেনা হয় তাহার নিষ্পত্তি তৎপরে হইতে পারিবেক। ৩৩৯ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৫৩। যদি বন্ধকদেওনিয়া কহে যে কর্জের আসল টাকা ভূমির উপস্বত্ত্বের দ্বারা শোধ

হইয়াছে এবং যে বন্ধকলওনিয়ার দখলে ঐ ভূমি ছিল সে যদি কহে যে ইহা সত্য নহে তবে এই বিষয়ের সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে না। তাহা জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। ৩৩৯ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

২৫৪। কিন্তু যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক সেই কথা পুনর্ব্বার কহে এবং কেবল আপনার ভূমির ভোগদখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত আসল টাকা আদালতে আমানৎ করে তবে সে ব্যক্তি সুতরাং ঐ আমানৎহওয়া টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত তৎপরে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের নামে নালিশ করিতে পারে এবং যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক এমত প্রমাণ দিতে পারে যে সেই টাকা আমার দেনা ছিল না তবে তাহা খরচাসমেত ফিরিয়া পাইতে পারে। ৩৩৯ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

২৫৫। কোন আসামীর নিকটে যে বসতবাটী ৪৯৮ টাকায় বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল সেই বাটী উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রধান সদর আমীনের আদালতে নালিশ হইয়াছিল। ফরিয়াদীরা সেই বাটীর মূল্য ১০৫০ টাকা ধরিল কিন্তু সওয়াল জওয়াব সমাপ্ত হইলে পর এমত প্রমাণ দেওয়া গেল যে সেই বাটীর যথার্থ মূল্য অর্থাৎ যে মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে তাহা ৫০০০৲ টাকারো অধিক। ইহা অবগত হইলে প্রধান সদর আমীন কহিলেন যে এমত ভারি মোকদ্দমা আমার এলাকার মধ্যে নহে এবং তাহা আপন আদালতের নথীহইতে উঠাইয়া দিলেন। তাহাতে জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিলেন যে এই মোকদ্দমায় বন্ধকদেওনিয়া খাতককে যে টাকা কর্জ দেওয়া গিয়াছিল সেই টাকা এবং বন্ধকী দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে ৪৫০০ টাকার ইতর বিশেষ আছে অতএব আমি সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে বন্ধকী দ্রব্য উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যে মোকদ্দমা হয় সেই মোকদ্দমার আরজী কর্জ দেওয়া টাকার অনুসারে কি বন্ধকী দ্রব্যের মূল্যানুসারে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক যেহেতুক ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৩ প্রকরণে মোকদ্দমার মূল্য নিরূপণের বিষয়ে যে বিধি আছে তাহার মধ্যে এই প্রকার মোকদ্দমার বিষয় কিছু উল্লেখ নাই।

তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক বন্ধকী সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত যে নালিশ করে তাহার ইষ্টাম্পের মাসুলের সংখ্যা ঐ বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যানুসারে হিসাব করিতে হইবেক এবং যত টাকায় ঐ সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল তাহার সংখ্যানুসারে ইষ্টাম্পের মাসুল নির্ণয় করিতে হইবেক না। এইমত ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের অভিপ্রায় বোধ হইতেছে যেহেতুক তাহাতে হুকুম আছে যে দাবীর বস্তুর মূল্যানুসারে ইষ্টাম্পের মাসুল নির্ণয় করিতে হইবেক। ৯৫৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৪ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। বয়বলওফাক্রমে ভূমি বিক্রয় হইলে যেপ্রকারে বন্ধকলওনিয়া মহাজন বিক্রয় সিদ্ধ করিয়া বন্ধকী ভূমির দখল পাইতে পারে তাহা।

২৫৬। বয়বলওফাইত্যাদি প্রকারে লিখিত ভূমি বন্ধকের যে খতের বিবরণ ঐ আইনের মধ্যে প্রায় অনেক স্থানে লেখা গিয়াছে তাহা যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজনের স্থানে থাকে আর ঐ খতের লিখিত মিয়াদ অতীত হইয়া গেলে পর যদি সেই মহাজন ঐ বন্ধকী ভূমি বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয়সিদ্ধ করাইয়া আপনি ভোগদখল করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে প্রথমতঃ ঐ ভূমি বন্ধকদেওনিয়া খাতকের স্থানে কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিদিগের স্থানে আপন দেওয়া কর্জের টাকা তলব করে তাহার পর আপনি কিম্বা আদালতের নিয়োজিত উকীলের দ্বারা ঐ বন্ধকী ভূমি যে জিলা কিম্বা শহরের

আদালতের অধিকারভুক্ত হয় সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে ঐ ভূমি বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধহওনের দরখাস্ত দেয় এমতে সে আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত দরখাস্ত পাইলে পর তাহার নকল করাইয়া ঐ ভূমি বন্ধকদেওনিয়া খাতকের কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিগণের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ এবং তাহার নামে এই মজমুনে এক পরওয়ানা আদালতের মোহর আর আপন দস্তখৎসহিতে লিখিয়া পাঠান যে এই পরওয়ানার তারিখঅবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ ভূমি কিম্বা অন্য স্থাবর বস্তু বন্ধক বাবৎ কর্জা টাকা সমুদয় উপরের ধারার নির্ণীতমতে সেই বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে যদি না দেয় তবে সে বন্ধকী ভূমি কি অন্য স্থাবর বস্তু বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজন তাহার সমপূর্ণ স্বত্ত্বাধিকারী হইবেক ও বন্ধকদেওনিয়ার তাহাতে কিছু স্বত্ব ও অধিকার থাকিবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ১৭ আ। ৮ ধা।

২৫৭। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার এই মাত্র অভিপ্রায় যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক যাবৎ দেওয়ানী আদালতহইতে এমত সংবাদ না পায় যে বন্ধকলওনিয়া মহাজন করারের অনুসারে আপনার পাওনা টাকার সুদসুদ্ধ বা সুদছাড়া দাওয়া করিয়াছে এবং তুমি সংবাদ পাইবার তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে ঐ আইনের ৭ ধারার নিরুপিতমতে ঐ টাকা পরিশোধ না করিলে বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক তাবৎ ঐ কটকোবালাতে বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক না। ১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৫৮। এই ধারানুসারে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের বিষয়ে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের এইমাত্র কর্ত্তব্য যে বন্ধকদেওনিয়া খাতককে নিয়মিত সংবাদ দেন্ এবং ঐ বন্ধকদেওনিয়া খাতক যত টাকা দাখিল করে তাহা বন্ধকলওনিয়া মহাজন লইতে চাহিলে তাহাকে দেন্ এবং ঐ সংবাদদেওনের প্রমাণ লন্ এবং যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন ঐ টাকা লইতে না চাহে তবে তাহা বন্ধকদেওনিয়া খাতককে ফিরিয়া দেন্। ১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৫৯। মফঃসল আপীল আদালত উক্ত ধারার এই অর্থ করিয়াছিলেন যে বন্ধকদেওনিয়া খাতককে উক্ত সংবাদ দিলে তাহার স্থানে যত টাকার দাওয়া হয় তত টাকা এক বৎসরের মধ্যে তাহার না দিলেই নহে এবং যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক সেই টাকা না দেয় তবে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের নিকটে যে সকল ভূমি বন্ধক দিয়াছিল তাহার দখল তৎক্ষণাৎ সরাসরীরূপে ঐ মহাজনকে দেওয়াইতে হইবেক। ১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৬০। কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন্ যে ঐ ধারার কদাচ এমত অর্থ করিতে হইবেক না এবং বন্ধকদেওনিয়া খাতককে ভূমিহইতে বেদখল করিতে এবং সেই ভূমির দখল বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে দেওয়াইতে ঐ ধারার দ্বারা জজ সাহেবকে কোন ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই। ১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৬১। সদর দেওয়ানী আদালত আরো কহেন্ যে ঐ ধারাতে যে বিষয় লেখে সেই বিষয়ের সরাসরীমতে তদন্ত করিতে তাহাতে কোন হুকুম নাই এবং মফঃসল আপীল আদালত ঐ ধারার যে অর্থ করিয়াছেন তাহা যদি গ্রাহ্য হয় তবে যে কোন ব্যক্তি অন্যের উপর দাওয়া করে সেই দাওয়ার বিষয়ে কোন তজবীজ বা প্রমাণ না হইলেও সেই অন্য ব্যক্তি কথিত একরার যথার্থ ও সিদ্ধহওনের বিষয় স্বীকার না করিলেও তাহার অনেক টাকা দিতে হইবেক অথবা কএক বৎসরপর্য্যন্ত আপন ভূমিহইতে বেদখল থাকিতে হইবেক। ১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ৫ দফা।

২৬২। কিন্তু যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক দাবীর টাকা না দেয় তবে তাহা না দেওনের দায় তাহার শিরে পড়িবেক যেহেতুক যদ্যপি তৎপরে দৃষ্ট হয় যে ঐ বিক্রয় যথার্থ ও মাতবর ছিল এবং দাবীর টাকার কোন অংশ তাহার স্থানে পাওনা ছিল তবে ঐ কট-কোবালার বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক এবং বন্ধকদেওনিয়া খাতকের নামে নালিশ হইলে সে ব্যক্তি আপন ভূমিহইতে বেদখল হইবেক। ১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

২৬৩। উক্ত ধারার এইরূপ অর্থকরাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে যে মোকদ্দমার বিষয় সদর দেওয়ানী আদালতের নিকটে লেখা গিয়াছিল সেই মোকদ্দমাতে জজ সাহেব যে সরাসরী তজবীজ করিলেন তাহা অনাবশ্যক ছিল। ১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

২৬৪। সেই মোকদ্দমার বিষয়ে মফঃসল আপীল আদালত লিখিয়াছিলেন যে বন্ধক লওনিয়া মহাজন ভূমির দখল পায় নাই সেইপ্রযুক্ত ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দাওয়ার অনুসারে বন্ধকদেওনিয়া খাতকের স্থানে আসল টাকা ও সুদ তলব করিতে জিলা নদীয়ার জজ সাহেবের উচিত ছিল। মফঃসল আপীল আদালতের এই মতে সদর দেওয়ানী আদালত সম্পূর্ণ সম্মত আছেন। সদর আদালত আরো বোধ করেন্ যে মফঃসল আপীল আদালতের এমত ক্ষমতা ছিল যে জজ সাহেবের ঐ অসঙ্গত কর্ম্ম শুধরান্ এবং বন্ধকদেওনিয়া খাতককে এমত সংবাদ দিতে জজ সাহেবকে হুকুম করেন্ যে উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আসল টাকা ও সুদ পরিশোধ করে এবং সেই মিয়াদ ঐ সংবাদপত্রের মধ্যে লেখেন্। ১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

২৬৫। উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের কোন বিপরীত অর্থ না হয় এই নিমিত্তে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে ব্যক্তি বয়বলওফাক্রমে টাকা কর্জ করিয়া আপন ভূমির দখল বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে দিয়াছিল এবং বিক্রয় সিদ্ধ হওনের পূর্ব্বে আসল টাকা ফিরিয়া দিয়াছিল এমত ব্যক্তির বিষয়ে উক্ত বিধি খাটে না। সদর আদালত বোধ করেন্ যে এমতে যে ব্যক্তি আপন ভূমির দখল দিয়াছিল সেই ব্যক্তি ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারানুসারে নালিশ না করিয়া সরাসরীমতে আপনার ভূমির দখল পুনরায় পাইতে পারে। ১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা।

'এই অধ্যায়ের ২৫২ নম্বরী বিধান দেখ।

২৬৬। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে এই প্রদেশে জিলার জজ সাহেবেরদের মধ্যে এমত ব্যবহার আছে যে বন্ধকের এবং বয়বলওফার বিক্রয়ের মোকদ্দমাতে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের বিধির অনুসারে তাঁহারা সরাসরীমতে যে রুবকার করেন্ তাহাতে বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারকরণের নিমিত্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ অতীত হইলে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দরখাস্তমাত্র পাইয়া ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে এমত ডিক্রী করেন্। এবং ঐ জিলার জজ সাহেবেরা বয়বলওফাইত্যাদি প্রকার বন্ধকী ভূমির বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে এইমত আপনার জজী পদের সম্বন্ধে কহিয়া থাকেন্ এবং আরো সরাসরী বিচারের সময়ে যে নানা বিষয় উত্থাপিত হইয়া কেবল জাবেতামত মোকদ্দমাক্রমে নিষ্পত্তি হইতে পারে এইমত বিষয়ে জজ সাহেবেরা সেইরূপ আপনারদের মত জানাইয়া থাকেন্। সদর আদালত বোধ করেন্ যে এইরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অনুচিত যেহেতুক এদেশীয় যে বিচারকেরদের দ্বারা এই প্রকার মোকদ্দমা বারবার রুবকার হইয়া থাকে তাঁহারদের আদালতে বন্ধকী সম্পত্তির দখল পাইবার নিমিত্ত জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে ঐ দেশীয় বিচারকেরা বোধ করেন্ যে জজ সাহেব বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে কহাতে বিক্রয় সিদ্ধ হওয়া না হওয়ার বিষয়ে আমারদের আর তজবীজ করিয়া ডিক্রী করিবার সাধ্য নাই এবং জজ সাহেব যে সরাসরী রুবকার করিয়াছিলেন তাহামাত্র দেখিয়া বন্ধকী ভূমির দখল দেওয়ান্। অতএব সদর আদালত জজ সাহেবদিগকে হুকুম করিলেন যে এই প্রকার মোকদ্দমা উত্তর-

কালে তোমারদের নিকটে উপস্থিত হইলে সরাসরী কার্য্যকরণেতে যাহা২ হইল অর্থাৎ বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দরখাস্ত লওন এবং সংবাদ দেওন এবং উভয় পক্ষের লোক যে সকল দরখাস্ত দেয় তাহা লওন এবং সামান্যতঃ ১৮১৩ সালের ২২ জুলাই তারিখের সরকুলর অর্ডরের দ্বিতীয় দফায় অন্যান্য যে কার্য্য করিতে হুকুম আছে তাহা করণ এইমাত্র আপনার রুবকারীতে লেখেন্ এবং তাহাছাড়া আর কিছু না লেখেন্। ১৮৩৪ সালের ১৭ জানুআরির সরকুলর অর্ডর।

২৬৭। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার বিধির অনুসারে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের নিকটে যে ভূমি বন্ধক দেওয়া গিয়াছে সেই ভূমি যদ্যপি লিখিত মিয়াদ অতীত হওনের সময়ে উদ্ধার না হইয়া থাকে তথাপি যদ্যপি বন্ধকদেওনিয়া খাতক কহে যে ঐ ভূমির দখল পাইতে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের অধিকার নাই তবে আদালতের হুকুম ক্রমে ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজন সেই ভূমির দখল পাইতে পারে না। এবং এমত হইলে সরাসরী বিচারক্রমে বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়াইতে জজ সাহেবের ক্ষমতা নাহি কেবল জাবেতাগত মোকদ্দমার দ্বারা সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দখল পাইতে পারে। ৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৮। সদর আদালত জিলার জজ সাহেবকে আরো জানাইলেন যে বন্ধকলওনিয়া মহাজন বন্ধকী ভূমির দখল না পাইবার কোন কারণ দর্শাইতে যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতককে হুকুম করা যায় এবং যদ্যপি সেই ব্যক্তি কহে যে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের সেই সম্পত্তির দখল পাইবার কোন অধিকার নাই তবে সেই অধিকারের বিষয়ের কেবল ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ৫ ধারার নিরূপিতমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে। ৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৯। বয়বলওফাইত্যাদি প্রকারে বন্ধকী ভূমির বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধকরণের নিমিত্ত যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন মোকদ্দমা করে তবে যে আদালতে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই আদালতের ক্ষমতা আছে যে ঐ বন্ধকী ব্যাপার গোড়াঅবধি বেআইনী ছিল কি না ইহা তজবীজ করিয়া নিষ্পত্তি করেন্। ১১৪০ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

২৭০। যদ্যপি এইমত প্রমাণ দেওয়া যায় যে বন্ধকদেওনিয়া খাতককে বিধিমত সংবাদ দেওয়া যায় নাই তবে ফরিয়াদীকে ননসুট করিতে হইবেক এবং নিয়মিত সংবাদ খাতককে দেওনের বিষয়ে মহাজনের দরখাস্ত করিতে হইবেক। ১১৪০ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৭১। আইনের মধ্যে এইমত হুকুম নাই যে বন্ধকী খতের নকল সংবাদ দেওনের সময়ে বন্ধকদেওনিয়া খাতককে দেওয়া যায় কেবল বন্ধকলওনিয়া মহাজন নিয়মিত সংবাদ দেওনের বিষয়ে জজ সাহেবের নিকটে যে দরখাস্ত করে তাহার এক নকল বন্ধকদেওনিয়াকে দিতে হইবেক। ৬৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭২। বন্ধকলওনিয়া মহাজন বন্ধকী খতক্রমে যে দাওয়া করে তাহা যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক স্বীকার না করে তবে ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজন বন্ধকী খতের মিয়াদ অতীত হইলে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার হুকুমমতে বিক্রয় সিদ্ধকরণার্থ দরখাস্ত না করিলে বন্ধকী ভূমির দখল পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারে না। ১০৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭৩। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুসারে বয়বলওফাক্রমে বন্ধকহওয়া সম্পত্তির উদ্ধারের নিমিত্ত যে এক বৎসর মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ঐ ধারার মধ্যে বিশেষরূপে লিখিত সংবাদ দেওনের তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক। ২৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭৪। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে ঐ ৮ ধারাতে বন্ধকদেওনিয়া খাতক অথবা তাহার প্রতিনিধি ব্যক্তিকে যে লিখিত সংবাদ দিবার হুকুম আছে তাহা ঐ আইনের বিশেষ হুকুমের অভিপ্রায়ানুসারে অগৌণে না দিয়া কখন২ এক মাস বা

ততোধিক কালপর্য্যন্ত পড়িয়া থাকে তাহাতে বন্ধকলওনিয়া মহাজন বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধ করিবার যে দরখাস্ত দেয় তাহা যত শীঘ্র বন্ধকদেওনিয়া খাতককে জানাইতে হয় তত শীঘ্র তাহাকে জানান যায় না অথচ বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারকরণার্থ যে এক বৎসর মিয়াদ নিরূপিত আছে তাহা হুকুমমতে ঐ সংবাদের তারিখঅবধি গণ্য করিতে হই- বেক। তাহাতে সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাতে যে সম্বাদ বন্ধকদেওনিয়া খাতক কিম্বা তাহার প্রতিনিধি ব্যক্তিকে দিবার হুকুম আছে সেই সম্বাদের পরওয়ানা যে দিবসে পাঠাইবার হুকুম হয় সেই দিবসে যদি পাঠান না যায় তবে যে দিবসে প্রকৃতপ্রস্তাবে পাঠান যায় সেই দিবসেই তাহার তারিখ লিখিতে হইবেক এবং বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারকরণের যে এক বৎসর মিয়াদ নিরূপিত আছে তাহা ঐ তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক। ১৮১৭ সালের ৯ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৭৫। তাহাতে জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে ইহার পরে এই প্রকার সংবাদ দিতে হইলে উক্ত বিধির অনুসারে কার্য্য করেন্ এবং ঐ প্রকার সংবাদের পরওয়ানা করণের অনাবশ্যক কোন বিলম্ব না হওনার্থ মনোযোগ করেন্ যেহেতুক বন্ধকলওনিয়া মহা- জনের প্রতি যথার্থ আচরণ করিবার নিমিত্ত এবং ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ও ৮ ধারার অভিপ্রায় সফলকরণার্থ বিক্রয় সিদ্ধ করিবার জন্য বন্ধকলওনিয়া মহাজন যে দর- খাস্ত দেয় তাহা দাখিলহওনের পর যথাসাধ্য শীঘ্র তাহার সংবাদ বন্ধকদেওনিয়া খাতককে দেওয়া উচিত। ১৮১৭ সালের ৯ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৭৬। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাতে এমত বিশেষ হুকুম আছে যে বিক্রয় সিদ্ধকরণার্থ বন্ধকলওনিয়া মহাজন যে দরখাস্ত দেয় তা- হার এক নকল ঐ সংবাদের পরওয়ানার সঙ্গে২ বন্ধকদেওনিয়া খাতকের নিকটে পাঠান যায়। এবং সদর আদালত আরো বোধ করেন্ যে বন্ধকলওনিয়া মহাজন আপনার দরখাস্ত দা- খিলকরণের সময়ে ঐ পরওয়ানা পক্ষান্তর ব্যক্তির উপর যে পেয়াদার দ্বারা জারী করিতে হইবেক সেই পেয়াদার তলবানা দাখিল করিতে তাহার প্রতি হুকুম দেওয়া উচিত তাহা হই- লে ঐ পরওয়ানা পাঠাইবার কিছু বিলম্ব হইবেক না। ৬৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭৭। কলিকাতার এবং আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ বন্ধকী সম্পত্তি যদি বয়বলওফার কটক্রমে বন্ধক দেওয়া গিয়া থাকে এবং যদি কর্জের টাকা না দেওয়া যায় তবে বন্ধকলওনিয়া মহাজন উত্তম ও মাতবর কারণ না দেখাইতে পা- রিলে কেবল ঐ বন্ধকী সম্পত্তির দখল পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারে এবং তা- হার এমত সাধ্য নাই যে আপনার যে মত উপকার বোধ হয় সেই মতে ইচ্ছাক্রমে হয় টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত অথবা ভূমির দখল পাইবার নিমিত্ত নালিশ করে। ৮৯৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৫ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব।

২৭৮। যদি জিলা ও শহরসকলের কোন দেওয়ানী আদালতের ব্যাপ্য হিন্দু কিম্বা মুসলমান অথবা অন্য জাতির কেহ উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা আপনার ন্যস্ত ধনাধিকারের উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়া সে ধনাধি- কারের ব্যাপার চালাইবার অর্থে কাহাকেও অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া মরে ও সেই কৃতোত্তরাধিকারী অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণের বিষয়ী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের মতে কোর্ট ওয়ার্ডসের ব্যাপ্য না হয় তবে সেই অধ্যক্ষ দেওয়ানী আদালতের জজপ্রভৃতি সরকারের

কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগেরে না জানাইয়া তৎপত্রানুসারে এবং শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে তথা এ দেশাচারক্রমেও সেই ধনাধিকারকে স্বহস্তে রাখিতে ও তাহার অধ্যক্ষতা করিতে পারিবেক। ইহাতে জজ সাহেবদিগের কাহার কর্ত্তব্য নহে যে কোন উত্তরাধিকারপত্র সিদ্ধাসিদ্ধের কারণ কিম্বা সে পত্রের সদসদ্বিবেচনার নিমিত্তে অথবা তৎসংঘটিত অপর কোন বিষয়হেতুক কাহার নামে কেহ নালিশ না করিলে সেমত কোন মোকদ্দমায় হস্ত নিঃক্ষেপ করেন্। ও উচিত যে তদর্থে কেহ নালিশ করিলে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৮ অষ্টম ধারাক্রমে দেওয়ানী আদালতের সংক্রান্ত অন্যং মোকদ্দমার নালিশ শুনিবার মতে শুনেন্ এবং সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি আইনসকলের অনুসারে করেন্। ও তাহাতে যদি শাস্ত্র কিম্বা শরার সম্মতে এরূপের কৃত নির্দ্দিষ্ট কোন অধ্যক্ষকে এমত কোন ধনাধিকারের অধ্যক্ষতা অর্শিবার প্রতি কিছু আপত্তি জন্মে তবে তদর্থে আদালতের পণ্ডিতের স্থানে যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা কিম্বা শরাজ্ঞানির স্থানে এতাবতা কাজীর নিকটে শরার সম্মত যে ফতওয়া হয় তাহা লইবেন ও তদ্দৃষ্টে সে অধ্যক্ষ পদচ্যুত হইলে সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতাকর্ম্ম অন্য কোন্ ব্যক্তি করিবেক তাহা জিজ্ঞাসিবেন এবং এমত মোকদ্দমায় অপর যে কোন হেতুতে ব্যবস্থা কি ফতওয়া লইবার দায় রাখে তাহাতেই পণ্ডিত কিম্বা শরাজ্ঞানির স্থানে ব্যবস্থা কি ফতওয়া লইবার দায় রাখে তাহাতেই পণ্ডিত কিম্বা শরাজ্ঞানির স্থানে ব্যবস্থা কি ফতওয়া লইয়া তাহার মতভেদে যদি কোন আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখিত ডৌলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্ধার্য্য ও জারী না হইয়া থাকে তবে সেই ব্যবস্থা কিম্বা ফতওয়াদৃষ্টে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ২ ধা।

২৭৯। যদি কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের ব্যাপ্য হিন্দু কিম্বা মুসলমানে অথবা অন্য জাতির কেহ উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও নিজোত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট না করিয়া মরে ও তাহার পুত্র কিম্বা অন্যোত্তরাধিকারী থাকে ও সে উত্তরাধিকারিকে শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে সেই মৃতের ন্যস্ত ধনাধিকার সম্যক্ অর্শে তবে সেই উত্তরাধিকারী সে ধনাধিকারের কর্ম্ম চালাইবার যোগ্য যুবা হউক কি অযোগ্য শিশু হইয়াইবা কোর্ট ওয়ার্ডসের অব্যাপ্য হউক তথাচ তাহার পক্ষে তস্য সংসারের অধ্যক্ষ কিম্বা নিকট সম্পর্কীয় অভিভাবক যে কেহ কোন বিশেষ হুকুমের অনুসারে কিম্বা শাস্ত্র কি শরার মতে অথবা দেশাচারক্রমে অধ্যক্ষতাভার রাখে তাহার কর্ত্তব্য নহে যে সে উত্তরাধিকারী অবিরোধে ও বিনাজোরে সেই ধনাধিকার ভোগদখল করিতে পারিলে তাহা করিতে তথাকার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের অনুমতির অপেক্ষা করে। ইহাতে জজ সাহেবদিগের প্রতিও হুকুম আছে যে বিনানালিশে এমত কোন মোকদ্দমায় হস্ত নিঃক্ষেপ না করেন্ ও নালিশ পঁহুছিলে তাহার বিচার আইনদৃষ্টে করেন্ ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

২৮০। যদি কেহ উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও নিজোত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট না করিয়া মরে ও তাহার উত্তরাধিকারী জনেকের অধিক থাকিয়া আপোসে সর্ব্বসম্মতিতে এক জনকে সেই মৃতের ন্যস্ত ধনাধিকারের অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহা ভোগদখল করিতে চাহে তবে তাহারা তাহা করিতে পারে। ও জজ সাহেবদিগের প্রতি যেরূপে বিনানালিশে জনেক

উত্তরাধিকারির স্বত্বাধিকারের মোকদ্দমায় হস্ত নিক্ষেপ করিতে নিষেধ হইয়াছে সেই রূপে এমত মোকদ্দমাতেও হাত দিতে বারণ আছে।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

২৮১। কিন্তু কোন ধনাধিকারের দাওয়াদার অনেক থাকিলে যদি তাহা জনেক কিম্বা জনকএকে দখল করে তবে এমতাপত্তিসূচক নালিশ বেদখল ব্যক্তি করিলে তৎকালে জজ সাহেব সেই দখীলকার আসামীর কিম্বা আসামীদিগের স্থানে সে মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইবেক তাহা তাহারা মানিবার কারণ জামিন লইবেন ও তাহাতে যদি নিরূপিত কালের মধ্যে জামিন না দেয় তবে সেই ফরিয়াদীর স্থানে তদনুসারে জামিন লইয়া সেই ধনাধিকারে দখল দেওয়াইবেন। ও তৎকালে এমত জানাইবেন যে তাহাকে এরূপে সে ধনাধিকারে দখল দেওয়াইবাতে তাহার অন্য স্বত্ববানদিগের স্বত্ব লোপ হইবেক না কেবল বিচারপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বত্বলাভার্থে ও সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতাকর্ম্ম চলিবার কারণ এমত করা গেল ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

২৮২। যদি কোন মৃত ব্যক্তির ন্যস্ত ধনাধিকারের দাওয়াদারদিগের কেহ উপরের ধারার লিখনানুসারে জামিন দিতে না পারে কিম্বা যদি কেহ সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে কি নির্দ্দিষ্ট হইয়াইবা সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতা করিতে না চাহে তবে এই সকল হেতুতে সে ধনাধিকার যে জিলায় থাকে সেই জিলার জজ সাহেবের কিম্বা সে মৃত ব্যক্তির বাস যে জিলায় ছিল তথাকার জজ সাহেবের অথবা সে ধনাধিকার দুই কিম্বা ততোধিক জিলায় থাকিলে যে জিলায় অধিক ভাগ রহে সেই জিলার জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে প্রথম হেতুতে সে দাওয়াদারদিগের বিরোধভঞ্জন না হইবাপর্য্যন্ত জনেককে সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করেন্। ও দ্বিতীয় হেতুতে যে ব্যক্তি শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে সে ধনাধিকারের উত্তরাধিকারী হয় সেই ব্যক্তি কি সে মতে অন্য যে লোক সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতার যোগ্য হয় সেই লোকেইবা উপস্থিত হইয়া উত্তরাধিকারিতার দাওয়া কিম্বা অধ্যক্ষতা করিবার দরখাস্ত করিলে জজ সাহেব সেই দাওয়া ও দরখাস্ত সম্ভব জানিলে কিম্বা বিচারতঃ সঙ্গত বোধ করিলে সে দাওয়া ও দরখাস্ত বলবৎ হইবেক। এবং সেই উত্তরাধিকারি কিম্বা অধ্যক্ষকে জজ সাহেবের দ্বারা নিযুক্তহওয়া অধ্যক্ষ সে ধনাধিকার গতাইয়া আপন অধ্যক্ষতার কালের জমা খরচওগয়রহ নিকাশ প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝাইয়া দিবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৫ ধা।

২৮৩। এ আইনমতে কেহ অধ্যক্ষতাকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে লাগিলে তাহার কর্ত্তব্য যে তৎকর্ম্মে বসিবার পূর্ব্বে সেই ন্যস্ত ধনাধিকারের লাভ ও মূল বিবেচিয়া তাহার রক্ষণাদি যথান্যায়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে করিবার অর্থে জামিন দেয়। তাহাতে সে লোককে প্রবর্ত্তকারক জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাহার শ্রম বুঝিয়া যাহা দেওয়ান উচিত জানেন্ তাহা সে ধনাধিকারের উৎপন্নের মধ্যে সরঞ্জামী খরচাবাদে অবশিষ্ট স্থিতের শতকরার উপর নিরূপিয়া মঞ্জুরের কারণ হকীকৎ লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৬ ধা।

২৮৪। যদি জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের কেহ সমাচার পান্ যে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা

কাহাকেও উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট না করিয়া মরিয়াছে ও তাহার ন্যস্ত কিছু অস্থাবর ধন আছে এবং সে ধনের দাওয়াও কেহ করে না তবে কর্ত্তব্য যে কিছু কালের জন্যে সে ধনাবরণার্থে যে বিহিত উপায় খাটে তাহাই করেন্। এবং এ দেশীয় ভাষায় ইশ্‌তিহারনামা এতাবতা ঘোষণাপত্র এই পাঠে যে কেহ সেই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী থাকে কিম্বা যে কেহ সে ধনের অধ্যক্ষ সম্ভবে সে লোক সে ধন লইবার কিম্বা তাহার অধ্যক্ষতা করিবার কারণ উপস্থিত হয় লিখিয়া যথায় সে ধন মিলিয়া থাকে তথায় এবং তথাকার ব্যাপক জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে এবং সেই মৃত ব্যক্তির বসতির ঠিকানা মিলিলে সে স্থানেও লট্‌কাইয়া দেওয়ান্। আর যদি সেই ব্যক্তি বিলায়তী টোপীওয়ালা হয় তবে কলিকাতার গেজেট অর্থাৎ সরকারী আখবারের কাগজে সে পাঠ লেখাইয়া ঘোষণা দেওয়াইবেন। এবং সে ঘোষণা দেওয়া গেলে পর যদি কেহ উপস্থিত হইয়া উত্তরাধিকারিতা কিম্বা অধ্যক্ষতা অর্শিবার প্রমাণ দেয় তবে তাহাতে সে ধনাবরণার্থে যে খরচ যথার্থ হইয়া থাকে তাহা দিলে সে ধন তাহাকে গতাইবেন। আর যদি সেই ঘোষণাপত্রের তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে কেহ উপস্থিত না হয় তবে সে বিষয়ে যথোপযুক্ত হুকুম হইবার কারণ সে ধনের তালিকাফিরিস্তি ও হকীকৎ লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে চালান করিবেন ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৭ ধা।

[১৮২৭ সালের ৫ আইনের বিধি এই গতিকে খাটিবেক।]

২৮৫। এইং প্রদেশের মধ্যে মৃত জমীদারের জায়দাদের উত্তরাধিকারির বিষয়ে বিরোধ হইলে অনেক কালেক্টর সাহেব দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ধারণ করিয়া নানা দাওয়াদারের দাওয়ার বিষয়েতে তজবীজ করিয়া কোনং গতিকে যে ব্যক্তির যে অংশের অধিকার বোধ হইল তাহাকে সেই অংশের দখল দেওয়াইয়াছেন। এইমত কর্ম্ম করাতে বিশেষতঃ ভূমির দখল দেওয়ানেতে কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছেন। সদর আদালত জানাইতেছেন যে এমত গতিকে রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা ১৮০০ সালের ৮ আইনের ২১ ধারাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে সেই ধারাতে এইমত হুকুম আছে যে কোন মালগুজারী কি লাখেরাজ ভূমি উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কোন ব্যক্তি পাইয়াছে কালেক্টর সাহেব ইহা শুনিবামাত্র তাঁহার উচিত যে ঐ উত্তরাধিকারিত্বক্রমে ভূমি পাইয়াছে কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত যেং তজবীজকরণের আবশ্যক তাহা করেন্ এবং যদ্যপি বোধ হয় যে সেই রূপেতে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারিত্বক্রমে ভূমি পাইয়াছে তবে তাহার নামইত্যাদি আপনার রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে লেখেন্। সদর আদালত বোধ করেন্ যে যদি কালেক্টর সাহেবদিগকে অবিকল এই বিধির অনুসারে কার্য্য করিতে হুকুম হয় তবে যে ক্লেশ হইয়াছে তাহা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইবেক। ১০০৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

২৮৬। এক্ষণে যে বিষয়ের বিবেচনা হইতেছে সেই বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের কি পর্য্যন্ত এলাকা আছে তাহার বিষয়ে সদর আদালত জানাইতেছেন যে তাঁহারদের উপদেশের নিমিত্ত যে সাধারণ নিয়ম হইয়াছে তাহাতে হুকুম আছে যে তাঁহারা সেই প্রকার বিষয়েতে সরাসরীমতে হাত দিবেন না এবং যদ্যপিও এইমত কোন বিষয় উপস্থিত হইতে পারে যে তাহাতে দেওয়ানী আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত তথাপি জজ সাহেবের পত্রের ২৩ দফাতে যে সাধারণ কথা লেখা আছে তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত সম্মত হইতে পারেন্ না সেই সাধারণ কথা এই যে কোন ভূম্যধিকারির নানা দাওয়াদার থাকিলে তাহার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি দখল না পাইয়া থাকে তবে এইপ্রযুক্ত প্রত্যেক গতিকে দেওয়ানী আদালতের হস্তক্ষেপ করিতেই হইবেক। কিন্তু আইনের বর্ত্তমান অবস্থা থাকি-

তে প্রত্যেক মোকদ্দমার ভাবগতিক বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবেক অতএব দেওয়ানী আদালতের উপদেশের নিমিত্ত সরকুলর অর্ডরের দ্বারা আর কোন নূতন নিয়ম করা উচিত বোধ হয় না যেহেতুক ঐ জজ সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তক্রমে কিম্বা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানুসারে ঐ বিষয়েতে যাহারদের ক্ষতিবৃদ্ধি আছে তাহারদের দরখাস্তক্রমে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার প্রত্যেক মোকদ্দমার ভাবগতিক বুঝিয়া তাহার নিষ্পত্তি করেন্। ১০০৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

৩৬ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। যে সম্পত্তির দাওয়া না হয় তাহার এবং মৃত ব্যক্তিরদের বিশেষতঃ মৃত ব্রিটনীয় প্রজারদের সম্পত্তি অদালতের জিম্মাকরণের বিষয়।

২৮৭। যদি জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের কেহ সমাচার পান্ যে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট না করিয়া মরিয়াছে ও তাহার ন্যস্ত কিছু অস্থাবর ধন আছে এবং সে ধনের দাওয়াও কেহ করে না তবে কর্ত্তব্য যে কিছু কালের জন্যে সে ধনাবরণার্থে যে বিহিত উপায় খাটে তাহাই করেন্। এবং এ দেশীয় ভাষায় ইশ্তিহারনামা এতাবতা ঘোষণাপত্র এই পাঠে যে কেহ সেই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী থাকে কিম্বা যে কেহ সে ধনের অধ্যক্ষ সম্ভবে সে লোক সে ধন লইবার কিম্বা তাহার অধ্যক্ষতা করিবার কারণ উপস্থিত হয় লিখিয়া যথায় সে ধন মিলিয়া থাকে তথায় এবং তথাকার ব্যাপক জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে এবং সেই মৃত ব্যক্তির বসতির ঠিকানা মিলিলে সে স্থানেও লট্কাইয়া দেওয়ান্। আর যদি সেই মৃত ব্যক্তি বিলায়তী টৌপীওয়ালা হয় তবে কলিকাতার গেজেট অর্থাৎ সরকারী আখবারের কাগজে সে পাঠ লেখাইয়া ঘোষণা দেওয়াইবেন। এবং সে ঘোষণা দেওয়া গেলে পর যদি কেহ উপস্থিত হইয়া উত্তরাধিকারিতা কিম্বা অধ্যক্ষতা অর্শিবার প্রমাণ দেয় তবে তাহাতে সে ধনাবরণার্থে যে খরচ যথার্থ হইয়া থাকে তাহা দিলে সে ধন তাহাকে গতাইবেন। আর যদি সেই ঘোষণাপত্রের তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে কেহ উপস্থিত না হয় তবে সে বিষয়ে যথোপযুক্ত হুকুম হইবার কারণ সে ধনের তালিকাফিরিস্তি ও হকীকৎ লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে চালান করিবেন ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৭ ধা।

২৮৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে ব্যক্তিরা উইল না করিয়া মরে এবং তাহারদের কোন উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হয় কেবল এমত ব্যক্তিরদের সম্পত্তির বিষয়ে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারা খাটে। সদর আদালত আরো বোধ করেন্ যে পোলীসের দারোগারা যে জিনিস মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া থাকে তাহা চলিত ব্যবহারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমক্রমে বিক্রয় করিলে ভাল হয় এবং এমত কার্য্যেতে অনর্থক জজ সাহেবের সময় হরণকরা উচিত নহে। ৯২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮৯। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে উইল না করিয়া যে ব্যক্তিরা মরিয়াছে তাহারদের যে কএক খত তমঃসুকপ্রভৃতি আদালতে দাখিল হইয়াছে তাহার বিষয়ে আমার কি কর্ত্তব্য। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ১৭৯৯ সা-

লের ৫ আইনের ৭ ধারার বিধির অনুসারে সম্পত্তির স্বামির মরণের পর বারো মাসের মধ্যে তাহার যে সকল অস্থাবর সম্পত্তির উপর কেহ দাওয়া না করে তাহার এক তালিকা ফিরিস্তি শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুম পাইবার নিমিত্ত তথায় পাঠাইতে হইবেক। অতএব এই প্রকার যে সকল সম্পত্তি আদালতে আমানৎ থাকে তাহার বিষয়ে জজ সাহেব এইরূপ কার্য্য করিবেন। ৫৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯০। রঙ্গপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসাকরাতে বিধান হইল যে যাহারা উইল না করিয়া মরে তাহারদের সম্পত্তির যে কোন হুণ্ডী কি অন্য কোন তমঃসুক থাকে তাহার মিয়াদ পূর্ণ হইলে জিলার জজ সাহেব টাকা আদায় করিতে পারেন্ এবং ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারাতে যে বারো মাস মিয়াদ লেখা আছে তাহা অতীত না হওনপর্য্যন্ত আপন আদালতে আমানৎ রাখিবেন। কিন্তু যে খত নিরূপিত মিয়াদের পর পাওয়া যাইবেক এবং সেই মিয়াদের মধ্যে তাহার টাকা আদায় না করিলে ক্ষতি হইতে পারে কেবল এমত খতের নির্ব্বিরোধে যে টাকা আদায় হইতে পারে তাহা জজ সাহেব আদায় করিবেন। কিন্তু মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির যে দাওয়া দেনদার স্বীকার না করে কিম্বা যে দাওয়ার বিষয়ে বিরোধ হইতে পারে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ১২৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯১। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম করিতেছেন যে যে সম্পত্তির উপর কোন দাওয়া না হয় এমত সম্পত্তি সরকারের অনুমতিক্রমে বিক্রয় হইলে তাহার উপর টাকাপ্রতি /০ আনা করিয়া কমিস্যন দেওয়া যাইবেক। নাজিরকে ঐ সম্পত্তি উপযুক্তরূপে রক্ষাকরণের এবং নীলামে যথার্থ ও উপযুক্তমতে তাহা বিক্রয়করণের পুরস্কারস্বরূপ ঐ কমিস্যন দেওয়া যাইবেক। কিন্তু যদি নাজির সেই২ কার্য্য জজ সাহেবের খাতিরজমা মতে নির্ব্বাহ না করিয়া থাকে তবে সেই নাজির সেই কমিস্যন পাইবেক না। ১৮২০ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।

২৯২। ১৮২০ সালের ২৫ ফেব্রুআরি তারিখের সরকুলর অর্ডরে এমত হুকুম হইয়াছিল যে যাহারা উত্তরাধিকারপত্র না লিখিয়া মরে তাহারদের যে সম্পত্তির উপর দাওয়া না হয় তাহা দেওয়ানী আদালতের নাজিরেরা নীলাম করিলে ঐ সম্পত্তির মূল্যের কি টাকার উপর এক আনা করিয়া রসুম পাইবেক। ঐ সরকুলর অর্ডরের সম্পর্কে সদর আদালতের হুকুমক্রমে জজ সাহেবকে জানান যাইতেছে যে ফৌজদারী আদালতের যে নাজিরেরা নাওয়ারিস সম্পত্তি অথবা যে সম্পত্তির উপর দাওয়া না হয় তাহা নীলামকরণের হুকুম পায় তাহারাও সেইরূপ রসুম পাইবেক। ১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।

২৯৩। সদর আদালত বোধ করিতেছেন যে অমুক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে ধাধা লাগিয়াছিল তাহার কারণ এই যে তিনি যে সম্পত্তির উপর দাওয়াদার নাই তাহা এবং নাওয়ারিস সম্পত্তি একি জ্ঞান করিলেন। যে ভূমির উপর কোন দাওয়াদার না থাকে সেই ভূমির বিষয়ে ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারার ১৬ প্রকরণে বিশেষরূপে লেখা আছে যে তাহা সরকারের সম্পত্তির ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং সেই প্রকার যত সম্পত্তি পোলীসের দারোগার হাতে আইসে তাহা ঐ দারোগা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেক। এই প্রকার সম্পত্তির বিক্রয়করণের ভার সুতরাং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পণ আছে এবং কমিস্যনর সাহেব ও গবর্ণমেন্ট সেই বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব করিবেন কিন্তু দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব তাহাতে হাত দিতে পারেন্ না। ১৮৩৭ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৯৪। কিন্তু যে ব্যক্তিরা উইল না করিয়া মরে এমত ব্যক্তিরদের নাওয়ারিস সম্পত্তি লইয়া যাহা করিতে হয় তাহার বিষয়ে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারায় বিশেষ হুকুম আছে। সেই হুকুম এই যে ঐ সম্পত্তির উপর বারো মাসের মধ্যে যদি

কোন দাওয়াদার উপস্থিত না হয় তবে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সে-লের হুকুম পাইবার নিমিত্ত সেই বিষয়ের বেওরা কৈফিয়ৎ এবং সেই সম্পত্তির এক তালিকা ফিরিস্তি শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইতে হইবেক অতএব সেই প্রকার কোন সম্পত্তি যদ্যপি মাজিস্ট্রেট সাহেবের হাতে আইসে তবে তাঁহার উচিত যে তাহা অগৌণে ঐ জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান্ এবং জজ সাহেব উক্ত আইনের উক্ত ধারার মতে তাহার বিষয়ে কার্য্য করিবেন। ১৮৩৭ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৯৫। ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের সমস্ত ধারাতে এমত কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে বিলায়তী কোন গোরা লোক ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ অধ্যক্ষপত্র লিখন দ্বারা আপন ধনাদির অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট না করিয়া কোন স্থানে মরিলে সেখানকার জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেব ঐ মৃত ব্যক্তির ন্যস্ত ধন সম্পত্ত্যাদির সম্বন্ধে ঐ২ দাঁড়ার লিখনক্রমে যেমত২ আচরণ করা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ প্রচণ্ড প্রতাপ শ্রীলশ্রী তৃতীয় জর্জ ক্ষিতিপালকের ৩৯ সাল জ্যুসের নির্দ্ধারিত আইনের ৭৯ বাবের ২১ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে হিন্দুস্থান রাজ্যেতে বাদশাহী প্রজা লোকের মধ্যে কোন ইঙ্গরেজ আপন ধনাদির ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ অধ্যক্ষপত্র কাহার নামে লিখিয়া না রাখিয়া মরিলে যদি তাহার কোন কর্জা মহাজন কিম্বা কোন উত্তরাধিকারী তাহার ন্যস্ত ধনাদির দাওয়া না করে তবে বড় আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের আবশ্যক যে মৃত ব্যক্তির ন্যস্ত বস্তু ও ধন সম্পত্তি একত্র করিয়া যে ব্যক্তি তাহার স্বত্বাধিকারী হয় তাহাকে দেন্ অতএব এক্ষণে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের উচিত ও আবশ্যক যে তাঁহারদি-গের ব্যাপ্য অধিকারের মধ্যে বাদশাহী প্রজাহইতে কোন গোরা লোক মরিলে যদি তাহার কাগজপত্রের মধ্যে তাহার লিখিত ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ অধ্যক্ষ পত্র না পাওয়া যায় তবে এ কথার সমাচার শীঘ্র বড় আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে দেন্ এবং বড় আদালতহইতে যাবৎ ঐ আদালতের রে-জিষ্টর সাহেব কিম্বা আর কোন ব্যক্তি ঐ ধনাদি বস্তু একত্রকরণের অনুমতি না পান্ এই কালের মধ্যে সে সকল বস্তুসম্পত্তি এক স্থানে করিয়া সাবধানে রা-খেন্ পরে বড় আদালতহইতে হুকুম হইলে তদনুসারে ঐ আদালতের রে-জিষ্টর সাহেব কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রতি এই বিষয়ের ভার হয় তা-হার জিম্মা করিয়া দেন্ ইতি।—১৮০৬ সা। ১৫ আ। ৬ ধা।

২৯৬। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে ব্যক্তিরা উইল না করিয়া মরে কেবল সেই ব্যক্তিরদের সম্পত্তির বিষয়ে ১৮০৬ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারানুসারে জজ সাহেবেরা কার্য্য করিবেন কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে উক্ত আই-নের ঐ ধারানুসারে যে ব্রিটনীয় অর্থাৎ বাদশাহী প্রজারা উইল না করিয়া মরে কেবল এমত ব্যক্তিরদের সম্পত্তির বিষয়ে জজ সাহেব হস্তক্ষেপ করিবেন এমত নহে কিন্তু ১৮০৬ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারাতে এমত বিশেষ হুকুম আছে যে কোন জিলা বা শহরের আদালতের এলাকার মধ্যে কোন ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা মরিলে জজ সাহেব ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি আপন জিম্মায় লইবেন এবং তৎপরে তাহার উইল দৃষ্ট হইলে যে ব্যক্তি সেই উইলের প্রোবেট পায় তাহাকে ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিবেন। ৯৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯৭। জিলার জজ সাহেব আরো জিজ্ঞাসা করিলেন যে মৃত ব্যক্তির কোন উইল যদি না পাওয়া যায় অথবা যদি কোন উইল না থাকে এবং যদি কোন দাওয়াদার অথবা অভিভাবক বা তৎস্থানীয় কোন বিশ্বস্ত মিত্র সেই সম্পত্তি আপনার জিম্মায় লইতে এবং তাহার বিষয়ে দায়ী হইতে স্বীকৃত হয় তবে জজ সাহেব সেই সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে

পারেন্ কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে মৃত ব্যক্তির কোন উইল যদ্যপি না পাওয়া যায় অথবা না থাকে এবং যদ্যপিও কোন দাওয়াদার অথবা অভিভাবক কি তৎস্থানীয় কোন বিশ্বস্ত মিত্র সেই সম্পত্তি আপন জিম্মায় লইতে এবং তাহার বিষয়ে দায়ী হইতে স্বীকৃত হয় তথাপি সেই সম্পত্তি ২৯৬ নম্বরী বিধির গতিকের মতে আপন জিম্মায় লইতে জজ সাহেবের প্রতি ঐ আইনে বিশেষ হুকুম আছে এবং জজ সাহেবের উচিত যে তদ্বিষয়ের সম্বাদ তৎক্ষণাৎ কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্টর সাহেবকে দেন্ এবং যাবৎ ঐ রেজিষ্টর সাহেব অথবা অন্য কোন ব্যক্তি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন অর্থাৎ ঐ সম্পত্তির সরবরাহকরণের অনুমতি সুপ্রিম কোর্টহইতে না পায় তাবৎ জজ সাহেব ঐ সম্পত্তি আপন দখলে রাখেন্ পরে সুপ্রিম কোর্ট যে ব্যক্তিকে ঐ সম্পত্তির সরবরাহ করিতে অনুমতি দেন্ তাহাকে ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিতে হইবেক। এমত গতিকে জিলার জজ সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা ঐ আইনে বিশেষরূপে লেখা আছে এবং জজ সাহেব সেই বিষয়ে আপনার বিবেচনামতে কার্য্য করিতে পারেন্ না আইনের নির্দ্দিষ্ট হুকুমমতে তাঁহার কার্য্য না করিলে নহে। ৯৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি বিধান।

২৯৮। ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০১ সালের ২০ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২০১ সালের ১৭ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২০১ সালের ২০ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫১ সালের ১৭ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২০৮ সালের ২ জীহিজ্জার পর কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির মৃত্যু হইলে তাহার ভূমি যাহাকে অর্পণ হইবেক সেই ব্যক্তি নির্ণয়ের ও সে ভূমি অংশ হইবার বিষয়ে ওসীয়ৎনামা কিম্বা অন্য নিদর্শনলিপি প্রস্তুত অথবা বাচনিক ধার্য্য অর্থাৎ জোবানী একরার স্থির না করিয়া মরিলে তাহার উত্তরাধিকারী দুই কিম্বা অধিক জন এমত যদি থাকে যে শরা ও শাস্ত্রের মতে সে ভূমির বিভাগ তাহারদিগের অর্শে তবে তাহারদিগের প্রত্যেকেই মুসলমান হইলে শরার মতে ও হিন্দু হইলে শাস্ত্রানুসারে আপনং অংশ পাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১১ আ। ২ ধা।

২৯৯। ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাইর পূর্ব্বে কিম্বা পরে উদ্দেশ দানপত্র অথবা অন্য নিদর্শন কিম্বা বাচনিক ধার্য্যক্রমে কোন ভূম্যধিকারী আপন অধিকারভূমি অন্যের স্বত্বরহিত অর্থাৎ অসাধারণ করিয়া আপনার উত্তরাধিকারিদিগের কিম্বা উপরি লোকসকলের এক জনকে সমুদয় অথবা যে কএক জনকে দেওয়া উচিত জানে তাহাকে তাহা দিতে চাহিলে সেই দান ও উদ্দেশ দানপত্র অথবা অন্য নিদর্শন কিম্বা বাচনিক ধার্য্য শরা ও শাস্ত্রের মতের বহির্ভূতে এবং শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরের আইনসকলের অন্যথায় না হইয়া ঐ সকল মতানুসারে হইলে তাহা দিতে এই আইনের মতে নিষেধ না জানে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১১ আ। ৬ ধা।

৩০০। জানিবেন যে জিলা মেদিনীপুরের এবং অন্যং জিলার বনাল ভূমির উত্তরাধিকারিতা যে পদ্যানুসারে উত্তরাধিকারপত্র না লিখিয়া মৃত তদধিকারিগণের উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যের এক জনকে এ কালপর্য্যন্ত অর্শিয়াছে সে পদ্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১১ একাদশ আইনের অনুসারে

নিবৃত্ত ও ফেরফার হইবেক না সে বনাল ভূমির চিহ্নিত পদ্য কেবল তথাতেই পূর্ব্বমতে সাব্যস্ত ও বলবৎ থাকিবেক। আদালতসকলের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে বনাল ভূমির উত্তরাধিকারিতার দাওয়ার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সেই পদ্যদৃষ্টেই করেন ইতি।—১৮০০ সা। ১০ আ। ২ ধা।

৩০১। জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা অন্য ভূমি কিম্বা বাটীআদি স্থাবর বস্তু কাহারো বিনাসম্পর্কে লাভ হইবার ও উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্ব বিষয়ে যে সকল মোকদ্দমা কোন জিলা কিম্বা শহরের আদালতে উপস্থিত হয় তাহা একের অধিক লোকের প্রাপ্তব্য হইলে ও তাহারদিগের হিন্দু কিম্বা মুসলমান যে জাতি হউক তদনুসারে শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে অংশ অর্শিলে এমত মোকদ্দমায় সেই অংশিদিগের যে অংশ তাহারদিগের জাত্যনুসারে শাস্ত্র ও শরার মতে ন্যায্য প্রাপ্তব্য হয় তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না লিখিয়া ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৩ ধা।

৩০২। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে কোন এক জমীদারী বা তালুক বা ভূমি সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারির যে পৈতৃক স্বত্ত্ব আছে কেবল তাহার বিষয়ে সেই ব্যক্তি প্রথমে দাওয়া করিয়া অন্য জমীদারীর কোন অংশে তাহার যে স্বত্ত্ব থাকে তাহার বিষয়ে তৎপরে নালিশ করিতে তাহার ক্ষমতা আছে কি না এবং পৈতৃক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে উত্তরাধিকারিরদের যে দাওয়া থাকে সেই তাবৎ দাওয়া একি মোকদ্দমায় তাহারদের উপস্থিত করিতে হইবেক কি তাহারা এক সময়ে স্থাবর বস্তুর বিষয়ে অন্য সময়ে অস্থাবর বস্তুর বিষয়ে নালিশ করিতে পারে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে যে নালিশ হয় তাহাতে সেই নালিশের হেতুর সম্পর্কে যত দাওয়া থাকে সেই সমুদয় দাওয়া এক কালে উপস্থিত করিতে হইবেক। ১০৪০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩০৩। স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার ৪ প্রকরণে যে বিধি আছে তাহা কেবল মুনসেফেরদের উপদেশের নিমিত্ত হইয়াছিল ইহা ঐ প্রকরণে স্পষ্টই লেখা আছে। এইমত গতিকে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের যাহা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে ১৮৩১ সালের ৫ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে যে হুকুম ছিল সেই হুকুমই অবিকল রহিল। ৭০৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩০৪। বিনাসম্পর্কে প্রাপ্তব্য কিম্বা উত্তরাধিকারিত্ব অর্থাৎ হকদারী কিম্বা ওয়ারিসী দাওয়া অথবা কুলাচার ও ব্যবহারক্রমের বিবাহ ও নিকা কিম্বা জাত্যংশাদি বিষয়ক সমস্ত মোকদ্দমায় জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মুসলমানের মোকদ্দমা শরার মতে ও হিন্দুর মোকদ্দমা শাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি করেন এবং মুসলমানের মোকদ্দমায় মুসলমান ফাজিলেরা ও হিন্দুর মোকদ্দমায় পণ্ডিতেরা ফতওয়া ও ব্যবস্থা দিবার কারণ আদালতে উপস্থিত হইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১৫ ধা।

৩০৫। বারাণস দেশের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে যে মোকদ্দমার ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ে এক ধর্ম্মাক্রান্ত না হইয়া জাতিভেদ থাকে সে মোকদ্দমায় আসামীর জাতিধর্ম্মানুসারে আর মুসলমান ও হিন্দু উভয় জাতির মোকদ্দমাছাড়া কোন বিলায়তী কি বর্ণান্তরের মোকদ্দমা হইলে তাহাতে ফরিয়াদীর জাতিধর্ম্ম ক্রমে ফতওয়া কি ব্যবস্থা লন তাহা এক্ষণে রদ হইল এবং হকদারী কি ওয়ারিসী কিম্বা পুণ্যক্রিয়ার সম্পর্কীয় কিম্বা কুলাচার ও ব্যবহারক্রমের বিবাহ ও নিকা কিম্বা জাত্যংশাদিঘটিত যে২ মোকদ্দমা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মধ্যে২ উপস্থিত হয় সেই মোকদ্দমায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের

১৫ ধারার হুকুম এবং তদনুরূপ ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ১ প্রকরণের হুকুম খাটিবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৮ ধা।

৩০৬। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুমের অভিপ্রায় এই যে যে সময়ে ধর্ম্মসম্পর্কীয় যে কোন বিধিক্রমে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় সেই সময়ে যে ব্যক্তি ঐ প্রকারে ধর্ম্মের মতাবলম্বী নিতান্ত ছিল সেই প্রকার লোকভিন্ন অন্য কাহারু সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না যেহেতুক ঐ২ লোকদিগের স্বত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্তে ঐ২ হুকুম দেওয়া যায় এবং অন্য২ লোকের স্বত্বহানির নিমিত্তে নহে অতএব দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে উভয় পক্ষেরা ভিন্ন২ মতাবলম্বী হইলে অর্থাৎ এক পক্ষে হিন্দু হইলে ও অন্য পক্ষে মুসলমান হইলে অথবা উভয় পক্ষের মধ্যে এক কি ততোধিক পক্ষীয় লোক না হিন্দু না মুসলমান হইলে ঐ২ ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধিব্যতিরেকে ঐ২ লোকের যে২ স্বত্ব হইত ঐ২ স্বত্বের হানি ঐ২ ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধিতে হইবেক না এ প্রকার সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ন্যায় ও ধর্ম্ম ও উত্তম বিবেচনানুসারে হইবেক কিন্তু স্পষ্ট জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের হুকুমের তাৎপর্য্য এমত নহে যে তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয় কি অন্য২ দেশীয় ব্যবস্থা চালান যায় অথবা উপরের উক্ত ন্যায় ও ধর্ম্ম ও উত্তম বিবেচনানুসারে যে কোন হুকুম না হইতে পারে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৯ ধা।

৩০৭। কিন্তু শরা ও শাস্ত্রের বিধানের কিছু জিজ্ঞাস্য হইলে তাহা কাজী ও পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন ও যে সময় এমত সওয়ালকরণ আবশ্যক হয় সে সময় জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সওয়ালকরণের ইচ্ছা হয় তাহার মর্ম্মযুক্তে ফর্দ্দ লেখাইয়া তাহার উপর আপন স্বাক্ষর করিয়া আদালতের কাজী ও পণ্ডিতকে তাহার জওয়াব লিখিবার কারণ দেন্। কাজী ও পণ্ডিত তাহার যে জওয়াব লিখেন্ তাহা সেই সওয়ালের ফর্দ্দে লিখিলে পর সে কাগজের উপর অলিখিত স্থান থাকিলে তথায় অথবা তাহাতে অন্য কাগজ যোড়িয়া আপনারদিগের স্বাক্ষর করেন্ এবং সেই সওয়াল ও তাহার জওয়াব লিখিবার তারিখও সেই কাগজে লেখা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১৬ ধা।

৩০৮। জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারার এবং ১৭৯৫ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে ঐ দুই ধারার প্রস্তাবিত মোকদ্দমাসকল শরার ও শাস্ত্রের মতে নিষ্পত্তি করেন্। বিশেষত ঐ দুই ধারার লিখনাধীন ঐ সকল আদালতের কাজী ও পণ্ডিতগণের প্রতি এমত হুকুম স্পষ্ট আছে বুঝা যায় যে তাঁহারা যে সকল মোকদ্দমায় ফতওয়া ও ব্যবস্থা দিবার নিমিত্তে সাক্ষাৎ থাকিবেন ও তাহাতে তাঁহারা যে ফতওয়া ও ব্যবস্থা দিবেন তাহা জজ সাহেবেরা সঙ্গত জানিলে গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে ডিক্রী করিবেন। অথবা তাঁহারদিগের দেওয়া ফতওয়া ও ব্যবস্থাকে বাদি কিম্বা প্রতিবাদির দর্শান অন্য ফতওয়া ও ব্যবস্থাক্রমে অথবা কোন বলবৎ শরা ও শাস্ত্রদৃষ্টে অসঙ্গত বুঝিলে অন্য ফতওয়া কিম্বা ব্যবস্থা মফঃসল আপীল আদালতসকলের কাজী অথবা মুফ্তী ও পণ্ডিতগণের স্থানে ঐ আদালতসকলের জজ সাহেবদিগের দ্বারা চাহিতে পারিবেন। কোন২ আদালতে এমতে ফতওয়া ও ব্যবস্থা চাহিবার পদ্য পড়িয়াছে এবং এইক্ষণেও সমস্ত

জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালত-সকলের জজ সাহেবদিগকে ভার দেওয়া যাইতেছে যে যে সময়ে ঐ পদ্যানুসা-রে কার্য্য করিবার আবশ্যক হয় সে সময়ে তাহা করিবেন। এবং আদালত সকলের কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতগণছাড়া অপর কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতগ-ণের স্থানে ফতওয়া ও ব্যবস্থা তলবকরণ ঐ সাহেবদিগের অকর্ত্তব্য জানিবেন এইহেতুক যে অপর কাজীপ্রভৃতি ফতওয়া ও ব্যবস্থা সঙ্গতাসঙ্গতের দায় ঠে-কেন্ না। কিন্তু মোকদ্দমার বিচারকালে বাদি কিম্বা প্রতিবাদিতে যে কোন ফতওয়া ও ব্যবস্থা দর্শায় তাহা ঐ সাহেবেরদের লইবার বাধা নাই বরং উচিত বুঝিলে তাহা সঙ্গতাসঙ্গতের বিবেচনার কারণ আপনং আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী ও পণ্ডিতকে দেখান্ অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতগণের নিকটে পাঠান্ ইতি।—১৭৯৮ সা। ২ আ। ৪ ধা।

৩০৯। নানা দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার হওন সময়ে যে বিষয়ে (জজ সাহেব আ-পন) আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীরদের নিকটে কোন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেইং বিষ-য়ে তাঁহারা যে ব্যবস্থা ও ফতওয়া দিয়াছেন তাহা সদর দেওয়ানী আদালত দেখিতে চাহেন্। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে জিলার আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে মো-কদ্দমার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইয়াছে তাহাভিন্ন অন্য সকল মোকদ্দ-মায় ১৮০৩ সালঅবধি ১৮১২ সালপর্য্যন্ত সেইরূপ যে জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া গিয়াছিল আদালতের রোয়দাদহইতে সেই উত্তরের নকল করিতে এবং তাহা সদর আদালতে পাঠা-ইতে ঐ আদালত হুকুম করিতেছেন। এবং উত্তর কালে দেওয়ানী মোকদ্দমায় পণ্ডিত ও মৌলবীরা আপনারদের যে ব্যবস্থা ও ফতওয়া লেখেন্ তাহা প্রতিবৎসরে সদর আদালতে পাঠাইতে হইবেক। ১৮১৩ সালের ১১ মার্চের সরকুলর অর্ডর।

৩১০। সদর আদালত কোন এক জিলার জজ সাহেবকে জানাইলেন যে ২৩ মার্চ তারিখের পত্রে তিনি যে মোকদ্দমার প্রস্তাব করিয়াছিলেন সেই মোকদ্দমাকরণিয়ার বংশ যে পরগনার মধ্যে বাস করে সেই পরগনায় চলিত হিন্দুশাস্ত্র যদি ঐ বংশের ব্যবহারের বিরুদ্ধ না হয় তবে সেই শাস্ত্রানুসারে ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে হইবেক যদি বিরুদ্ধ হয় তবে ঐ বংশের ব্যবহারানুসারেই নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। পশ্চাৎ লিখিত* মোকদ্দমা দৃষ্টি করিয়া তোমার বোধ হইবেক যে কোন বংশের মধ্যে বিরোধ হইলে সেই বংশের নিবাস স্থানে যে ব্যবহার চলন আছে সেই ব্যবহারমতে সেই বিরোধের নিয়ত নিষ্পত্তি করিতে হইবেক এমত নহে। ১০০৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম। উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায়রূপে দখল নিবারণের আইন।

৩১১। যেহেতুক ব্যক্তিরা স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া মরিলে এবং দান অথবা উত্তরাধিকারিত্বের দ্বারা স্বত্বের ভাক্ত দাওয়া হইয়া ঐ সম্পত্তি হস্তগতহওয়াতে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে এবং যেহেতুক এমত গতি-কে অস্থাবর সম্পত্তির কিং প্রকার তাহা নিশ্চয় করিয়া জানান দুঃসাধ্যপ্রযুক্ত এবং ঐ প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি এবং স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব অন্যায়রূপে

---

* রামচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী আপেলান্ট। গোকুলচন্দ্র গুপ্ত রেস্পাণ্ডেন্ট। গঙ্গা দত্ত ঝা আপেলান্ট। শ্রী নারায়ণ রায় ওং রেস্পাণ্ডেন্ট।

লওনের সুযোগপ্রযুক্ত এবং জাবেতামত মোকদ্দমা কেবল ক্লেশ দেওনের নিমিত্তে দেরী হইলে ঐ দেরীপ্রযুক্ত এবং উত্তরাধিকারিরা বেদখল হইলে তাহারদের হকের বিষয়ে নালিশ করিতে অক্ষম হওনপ্রযুক্ত ঐ সম্পত্তির বলে বা ছলে দখল করিবার অনেক প্রবৃত্তি জন্মে। এবং যেহেতুক উক্ত নানা কারণেতে সমস্ত বিবাদির কথা শুননের পর জজ সাহেবের সরাসরী মোকদ্দমার ফয়সলাতে যেরূপে যথার্থ অধিকারের নির্ণয় হয় তেমনি উত্তরাধিকারিত্বের শক্তিক্রমে কেবল সম্পত্তির দখলহওয়াতে তাদৃশ যথার্থ অধিকারের নির্ণয় হইতে পারে না। অথচ ঐ সরাসরী মোকদ্দমাক্রমে যে ব্যক্তি বেদখল হয় তদ্বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাহার প্রতি নিষেধ নাহি। এবং যেহেতুক উত্তরাধিকারিত্বের শক্তিক্রমে অন্যায়রূপে সম্পত্তির দখলকরণের যে নানা প্রবৃত্তি থাকে যদ্যপি ঐ সরাসরী মোকদ্দমাহওয়াতে তাহার অনেক নিবারণ হইতে পারে তথাপি ঐরূপ মোকদ্দমার কাল দেরীপ্রযুক্ত ঐ সকল প্রবৃত্তির বিশেষতঃ অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে প্রতিকার হইতে পারে না। এবং যেহেতুক যে স্থলে সম্পত্তির অন্যায়রূপে অধিকার বা ক্ষতি কি রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটি বিষয়ে সংশয়হওনের সম্ভাবনা হয় এবং যে স্থলে এক জন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে নিযুক্তকারি কার্য্যকারক সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া উপকারক বোধ করেন্ সেই স্থলে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের পূর্ব্বে উত্তরাধিকারিত্ব সম্পর্কীয় সম্পত্তি লইয়া রাখিবার নিমিত্ত এক জন সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরা বিহিত হইতে পারে। এবং যেহেতুক সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরণ অথবা সরাসরী মোকদ্দমাকরণের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে হস্তক্ষেপকরণের উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট না হইলে এবং কেবল জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা সাধারণ উপায় হইলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা ইহার হৃদ্বোধজনক প্রমাণ যে ব্যক্তির দ্বারা বা যে ব্যক্তির পক্ষে দেওয়া যায় তাহারা উক্ত প্রকার কার্য্যের বিষয়ের দাওয়া না করিলে উক্ত দুই প্রকারের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে হস্তক্ষেপকরা অনিষ্ট হইবেক।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১ ধা।

৩১২। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যখন কোন ব্যক্তি স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু রাখিয়া লোকান্তরগত হয় তখন যে কোন ব্যক্তি আপনাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঐ সম্পত্তির অথবা তাহার কোন অংশের স্বত্বের বিষয়ে দাওয়া করে সেই ব্যক্তি অন্য কেহ তাহা দখলকরণের পর অথবা বলপূর্ব্বক তাহা দখলকরণের সংশয় হইলে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ যে জিলার মধ্যে আছে বা থাকে তাহার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে প্রতিকারের দরখাস্ত করিতে পারে ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১ ধা।

৩১৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মোখ্তারকার অথবা কুটুম্ব কিম্বা আত্মীয় ঐরূপ প্রতিকারের নিমিত্তে দরখাস্ত করিতে পারে অথবা উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বরূপে কোন নাবালক অথবা অযোগ্য কিম্বা অনুপস্থিত ব্যক্তির স্বত্ব থাকিলে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের সাহেবেরদের তদ্বিষয়ে কর্তৃত্ব থাকিলে তাঁহারা সেইরূপ প্রতিকারের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে পারেন্ ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ২ ধা।

৩১৪। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ দরখাস্ত যে জজ সাহেবের নিকটে করা যায় সম্পত্তির দখীলকার ব্যক্তি কিম্বা বলপূর্ব্বক দখলকরণের

নিমিত্ত উদ্যোগি ব্যক্তির ঐ সম্পত্তিতে কোন যথার্থ স্বত্ব আছে কি না এবং দরখাস্তকরণিয়ার অথবা যে ব্যক্তির পক্ষে দরখাস্ত হয় তাহার যথার্থ স্বত্ব আছে কি না এবং রীতিমতে মোকদ্দমা করণের সামান্য উপায়মাত্র থাকিলে ঐ ব্যক্তির অতিভারি ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা আছে কি না এবং ঐ দরখাস্ত নিষ্কপটরূপে করা গিয়াছে কি না এই সকল বিষয়ে তিনি প্রথমতঃ ফরিয়াদীর প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং আপনার বিবেচনাক্রমে সাক্ষ্য ও দলীলদস্তাবেজের দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য দৃঢ় প্রমাণ আছে কি না ইহা তত্ত্ব করিয়া দেখিবেন ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৩ ধা।

৩১৫। ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের ৩ ধারার বিধির বিষয়ে বিধান হইল যে ঐ আইনে যে প্রতিজ্ঞাকরণের হুকুম আছে তাহা দরখাস্তকারির স্বয়ং উপস্থিত হইয়া করিতে হইবেক এবং ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞা কোন মোখ্তারের দ্বারা করা যাইতে পারে না। ১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির আইনের অর্থ।

৩১৬। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রবল কারণ থাকনের বিষয়ে জজ সাহেবের হৃদ্বোধ হইলে তিনি আসামীকে তলব করিবেন এবং ঐ সম্পত্তি কাহারো দখলে নাই অথবা দখলের বিষয়ে বিবাদ আছে ইহার সম্বাদ ইশ্‌তিহারের দ্বারা দিবেন এবং উপযুক্ত মিয়াদ অতীত হইলে দখলের স্বত্বের বিষয় সরাসরীরূপে নিশ্চয় করিবেন এবং তদনুসারে দখল দেওয়াইবেন পরন্তু পশ্চাৎ লিখিতমত ঐ বিষয়ের জাবেতামত মোকদ্দমা হইতে পারে কিন্তু জজ সাহেবের ঐরূপ হৃদ্বোধ না হইলে ঐরূপ কার্য্য করিবেন না। এবং জজ সাহেব আসামীকে তলব করিবার নিমিত্তে যে তজবীজ আবশ্যক হয় তাহা সমাপ্ত করিলে বা না করিলে যদ্যপি তাঁহার নিকটে দরখাস্ত করা যায় তবে ঐ সম্পত্তির তালিকা লিখিবার নিমিত্ত এবং অগৌণে তাহাতে মোহর করণের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে ঐ সম্পত্তির সাবধানরূপে রাখনের নিমিত্তে এক জন আমলাকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৪ ধা।

৩১৭। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রকার দরখাস্ত এবং তজবীজের পর যদ্যপি এমত দৃষ্ট হয় যে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তি অপহরণ অথবা ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা আছে এবং দখীলকার ব্যক্তির স্থানে জামিন লওনের বিলম্বেতে অথবা ঐ জামিন অপ্[illegible]রহওয়াতে বেদখলহওয়া ব্যক্তি তাহার প্রকৃত স্বামী হইলে তাহার অত্যন্ত বিঘ্নহওনের সম্ভাবনা তখন জজ সাহেব পশ্চাৎ লিখিত ক্ষমতাবিশিষ্ট এক বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং তাহার বা তাহারদের স্বং সনদের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদপর্য্যন্ত তাহারদের ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে অথবা সেই নিষ্পত্তিক্রমে ঐ বস্তুর দখল মঞ্জুর হইলে অথবা অন্যকে দখল দেওয়া গেলে তাহারদের ক্ষমতার শেষ হইবেক। কিন্তু ভূমির বিষয় হইলে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবকে অথবা তাঁহার আমলাকে সম্পত্তিরক্ষকের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্ এবং কোন সম্পত্তির বিষয়ে সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত হইলে তাহা রীতিমত ঘোষণা করিতে হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৫ ধা।

৩১৮। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব হয় সাধারণরূপে অথবা দখীলকার ব্যক্তির জামিন না দেওয়াপর্য্যন্ত অথবা ঐ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত না হওয়াপর্য্যন্ত কিম্বা দখীলকার ব্যক্তির ঐ সম্পত্তির অপহরণ বা নষ্ট-

করণের নিবারণার্থে অন্য যে কোন উপায়ের আবশ্যক হয় তাহার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তিরক্ষককে ঐ সম্পত্তি তাহার দখলে লইতে হুকুম দিতে পারেন কিন্তু দখীলকার ব্যক্তি জামিন দিলে জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে ঐ সম্পত্তি তাহার দখলে থাকিবার অনুমতি দিতে পারেন্ বা না পারেন্ এবং তাহার দখলে থাকিতে অনুমতি হইলেও সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকরণের বিষয়ে অথবা দলীলদস্তাবেজ কি অন্য বস্তু নির্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ে জজ সাহেব যে হুকুম দিবেন তাহা সেই ব্যক্তি প্রতিপালন করিবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৬ ধা।

৩১৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব ঐ সম্পত্তিরক্ষকের হস্তে যে কর্ম্ম অর্পণ করেন্ তাহা বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহকরণের বিষয়ে এবং পশ্চাৎ লিখিত মতে তাঁহার হৃদ্বোধ প্রকার হিসাবদেওনের বিষয়ে তাহার স্থানে জামিন লইবেন এবং যে মেহনতানা উচিত বোধ হয় তাহা ঐ সম্পত্তি-হইতে লইতে হুকুম দিতে পারেন্ কিন্তু তাহা কোন গতিকে অস্থাবর সম্পত্তির অথবা স্থাবর সম্পত্তির বার্ষিক উপস্বত্বের শতকরা ৫৲ টাকার অধিক হইবেক না। এবং অবশিষ্ট যত টাকা ঐ সম্পত্তিরক্ষক আদায় করে তাহা আদালতে দাখিল করিবেক এবং সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সময়ে যাহারদের স্বত্ব নির্ণয় হয় তাহারদের নিমিত্তে ঐ টাকা লইয়া কোম্পানির প্রোমিসরি নোট ক্রয় করা যাইবেক। কিন্তু যদ্যপি সম্পত্তিরক্ষকের স্থানে নিয়ত যত শীঘ্র হইতে পারে জামিন লইতে হইবেক এবং যদ্যপি সাধ্যমতে ঐ সম্পত্তিরক্ষক তৎপরে যে সকল কর্ম্মেতে নিযুক্ত হয় সেই সকলের বিষয়ে জামিন সাধারণমতে খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক তথাপি জামিন লওনের বিলম্ব হইলেও ঐ সম্পত্তিরক্ষককে সেই পদের ক্ষমতা অগৌণে অর্পণ করিতে জজ সাহেবের প্রতি নিষেধ নাই ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৭ ধা।

৩২০। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সমুদয় কিম্বা কোন অংশ সরকারের করদায়ি ভূমি হইলে দখীলকার ব্যক্তিকে তলবকরা এবং সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরা এবং ঐ পদে বিশেষ ব্যক্তিকে মনোনীতকরা উচিত কি না এই নানা বিষয়ে জজ সাহেব কালেক্টর সাহে-বের স্থানে এক রিপোর্ট চাহিবেন এবং এই ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেবের প্রতি ঐ রিপোর্ট দিতে হুকুম হইল। কিন্তু অত্যাবশ্যক হইলে জজ সাহেব প্রথমতঃ সেইরূপ রিপোর্ট না পাইয়া কার্য্য করিতে পারেন এবং সেই রি-পোর্টানুযায়ি তাঁহার কার্য্য না করিলে নয় এমত নহে কিন্তু যদ্যপি তিনি ঐ রিপোর্ট না মানিয়া অন্য প্রকারে কর্ম্ম করেন্ তবে তিনি তাহার কারণ লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিবেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যদি ঐ কারণে সম্মত না হন্ তবে জজ সাহেবকে কালেক্টর সাহেবের রিপোর্টানুযায়ি কার্য্য করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৮ ধা।

৩২১। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণ বা তা-হার জওয়াব দেওনের বিষয়ে ঐ সম্পত্তিরক্ষক জজ সাহেবের সমস্ত আজ্ঞানু-সারে কার্য্য করিবেক এবং ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বিষয়ে সম্পত্তিরক্ষকের নামে মোকদ্দমাসকল উপস্থিত করা যাইতে পারে এবং তাহার জওয়াব দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সম্পত্তিরক্ষকের নিযুক্তহওনের সনদে দেনা ও খাজানা আদায়করণের বিশেষ ক্ষমতা দেওনের আবশ্যক হইবেক কিন্তু ঐ

বিশেষ ক্ষমতা পাইলে সম্পত্তিরক্ষক ঐ ক্ষমতাপ্রযুক্ত যে সকল টাকা আদায় করে তাহার সম্পূর্ণ রসীদ দিতে পারিবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৯ ধা।

৩২২। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সম্পত্তিরক্ষকের জিম্মায় ঐ সম্পত্তি থাকনসময়ে জজ সাহেব ঐ বিষয়সম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের স্বত্ব ও বিভবের সরাসরী তজবীজ করিয়া যে ব্যক্তিরদের অধিকার আছে দেখা যায় তাহারদিগকে যেং খরচ আবশ্যক বোধ হয় তাহা দেওয়াইবেন এবং আপনার বিবেচনা-মতে তাহারদের স্থানে এইমত জামিন লইবেন যে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে যদি ঐ ব্যক্তিরদের ঐ সম্পত্তিতে অধিকার নাই বোধ হয় তবে তা-হারা ঐ টাকা সুদসমেত ফিরিয়া দিবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১০ ধা।

৩২৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সম্পত্তিরক্ষক সংক্ষেপে মাসিক হিসাব দাখিল করিবেক এবং যদ্যপি তাহার রক্ষকতার কার্য্য অনেক কাল থাকে তবে তিনং মাসানন্তর সেইরূপ হিসাব দাখিল করিবেক পরে ঐ সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দিলে যাহাতে জজ সাহেবের হৃদ্বোধ হয় এমত আপনার কার্য্যের সবিশেষ হিসাব দাখিল করিবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১১ ধা।

৩২৪। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ বিষয়সম্পর্কীয় সকল ব্যক্তি উপ-রের লিখিত সম্পত্তিরক্ষকের হিসাব দেখিতে পারিবেক এবং ঐ সম্পত্তিরক্ষক যে জমাখরচের হিসাব রাখে তাহার এক নকল রাখিবার নিমিত্ত ঐ বিষয়-সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্র কাহাকে নিযুক্ত করিতে পারে। এবং যদি দৃষ্ট হয় যে কোন সম্পত্তিরক্ষকের হিসাব বাকী পড়িয়াছে কিম্বা তাহাতে কিছু ভুল আছে বা তাহা সম্পূর্ণ না হয় অথবা জজ সাহেব সম্পত্তিরক্ষককে হিসাব দা-খিল করিতে হুকুম করিলে যদি তাহা দাখিল না করে তবে এমত প্রত্যেক দোষের নিমিত্ত সে ব্যক্তি এক হাজার টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১২ ধা।

৩২৫। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলার জজ সাহেব যখন কোন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করেন্ যদি মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির বিষয়ে তাহাকে নিযুক্ত করেন্ তখন ঐ রাজধানীর অধীন অন্য কোন জিলার জজ সাহেব অন্য কোন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কেবল কতক অংশের নিমিত্ত সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকে তবে তদ্দ্বারা সম্পত্তির অবশিষ্ট অথবা তাহার অন্য কোন অংশের বি-ষয়ে অন্য সম্পত্তিরক্ষককে ঐ রাজধানীর মধ্যে নিযুক্তকরণের প্রতিবন্ধক হই-বেক না। কিন্তু যে সম্পত্তির বিষয়ে এই আইনক্রমে সরাসরী মোকদ্দমা কোন জজ সাহেবের নিকটে পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছে সেই সম্পত্তির বিষয়ে অন্য কোন জজ সাহেব সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে অথবা সরাসরী মোকদ্দমা শুনিতে পারিবেন না। এবং আরো হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির নানা অংশের বিষয়ে যদি ভিন্নং জজ সাহেবেরা দুই বা ততোধিক সম্পত্তি-রক্ষককে নিযুক্ত করিয়া থাকেন্ তবে সমস্ত সম্পত্তির উপর এক জন সম্পত্তি-রক্ষক নিযুক্তকরণের বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে হুকুম বিহিত বোধ করেন্ তাহা দিতে পারেন্ ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৩ ধা।

৩২৬। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকারিত্বের শক্তিক্রমে দাওয়া হয় তাহার মরণের পর ছয় মাসের মধ্যে যদি উক্তমতে জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত না করা যায় তবে এই আইনানুসারে কার্য্য হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৪ ধা।

৩২৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সরকারের সহিত যে কোন বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তাহা এই আইনের শক্ত্যনুসারে উল্লঙ্ঘন হইবেক না। এবং মৃত ব্যক্তি আপনার উত্তরাধিকারির নাবালকীতে বা অন্য কোন গতিকে আপনার মরণের পর আপনার সম্পত্তির দখলের বিষয়ে আইনসিদ্ধ যে নিয়ম করিয়া যায় সেই নিয়মের বিরুদ্ধে এই আইন বলবৎ হইবেক না। কিন্তু এমত প্রত্যেক গতিকে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর যে জজ সাহেবের এলাকা থাকে তিনি সেইরূপ নিয়ম থাকনবিষয় নিশ্চয় অবগত হইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা।

৩২৮। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন রাজধানীর কোর্ট ওয়ার্ডসের দখলের বিঘ্ন জন্মাইবার নিমিত্ত এই আইন প্রবল হইবেক না এবং যে ব্যক্তির পক্ষে এই আইনানুসারে দরখাস্ত করা যায় সেই ব্যক্তি যদি নাবালক হয় অথবা অন্য প্রকারে অযোগ্য ব্যক্তি হয় এবং যদি তাহার সম্পত্তি কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীনে থাকে তবে জজ সাহেব দখীলকার ব্যক্তিকে তলব করিতে এবং সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে নিশ্চয় করিলে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে ঐ সম্পত্তিরক্ষকতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাঁহারদের স্থানে পূর্ব্বোক্তমতে জামিন লইবেন না। এবং যদ্যপি সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে এমত দৃষ্ট হয় যে ঐ নাবালক অথবা অন্য অযোগ্য ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির নিতান্ত অধিকারী তবে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৬ ধা।

৩২৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দখীলকার ব্যক্তির তলবহওনের পূর্ব্বে বা পরে যে ব্যক্তির দরখাস্ত হেয় হইয়াছিল তাহার জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে অথবা এই আইনক্রমে যে ব্যক্তি বেদখল হয় তাহার ঐরূপ মোকদ্দমা করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৭ ধা।

৩৩০। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে সরাসরী মোকদ্দমাতে জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহাতে প্রকৃত দখল নির্ণয়করণব্যতিরেকে আর কোন ফল হইবেক না। কিন্তু দখলের বিষয়ে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক এবং তাহার উপর কোন আপীল হইবেক না এবং তাহা পুনর্ব্বিচার করণের কোন হুকুম হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৮ ধা।

৩৩১। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট কোন এক কিম্বা ততোধিক জিলার নিমিত্ত সাধারণ সম্পত্তিরক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্। এবং এই আইনের পূর্ব্বের লিখিত নানা ধারাক্রমে যে সকল স্থলে জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্ সেই২ স্থলে জজ সাহেবের এলাকা থাকিলে তিনি ঐ সাধারণ সম্পত্তিরক্ষককে বা রক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৯ ধা।

৩৩২। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কো-র্টের এলাকার প্রকৃত সরহদ্দের মধ্যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া যদি কোন ব্যক্তি মরে এবং ঐ আদালতের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কোন ব্যক্তির আইনমতে স্বত্ব আছে ইহা নির্ণয় করিতে২ ঐ সম্পত্তির অপহরণ এবং ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তবে ঐ আদালত আপন ইক্লিসিয়াষ্টিকেল রেজিষ্টর সাহেবকে অথবা এক বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে ঐ সম্পত্তি সংগ্রহ করিতে এবং তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে এবং তাহা আমা-নৎ করিতে অথবা যেরূপে ও যে স্থানে ও যে জামিনক্রমে ও যে হুকুম ও নিয়মানুসারে ঐ আদালত উচিত বোধ করেন্ সেইরূপে ঐ টাকা অর্পণ করি-তে ক্ষমতা ও হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ২০ ধা।

৩৩৩। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮৪১ সালের ১৯ আইনক্রমে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে নীচের লিখিত পাঠানুসারে ব্যবহার করিতে হইবেক। ১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৩৩৪। সম্পত্তিরক্ষকের একরারনামার পাঠ।

লিখিতং শ্রী অমুকস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি ১৮৪১ সালের ১৯ আই-নের বিধির অনুসারে মৃত অমুক ব্যক্তির সম্পত্তি কিছু কালপর্য্যন্ত আপনার দখলে রাখি-তে অমুক জিলার জজ সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হওয়াতে আমি ইহার দ্বারা ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার এবং একরার করিতেছি যে আমাকে যে কার্য্য অর্পণ হইয়াছে তাহা আমি যত্নপূর্ব্বক এবং বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করিব এবং আমাকে যে সকল হুকুম দেওয়া যাইবেক তাহার অনুসারে সর্ব্বপ্রকারে কার্য্য করিব এবং সম্পত্তির মালিকেরদের লাভের নিমিত্তে আমার বিবেচনার সাধ্যপর্য্যন্ত কার্য্য করিব। আরো আমার হাতে যে সম্পত্তি অর্পিত হইয়াছে, তাহার বিষয়ে কি তাহার সম্পর্কে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের অথবা জওয়াব দেওনের বিষয়ে জজ সাহেবের সমুদয় হুকুম মানিব। আরো আমি অঙ্গীকার এবং একরার করিতেছি যে মৃত অমুক ব্যক্তির পাওনা যত টাকা অথবা খাজানা আদায় করি তাহার ফারখত দিব এবং মৃত ব্যক্তির যে বিষয় আদায় করি তাহার ঠিক ও যথার্থ হিসাব দিব এবং ঐ সম্পত্তির যাহা পাইয়াছি তাহার এক তালিকা যত শীঘ্র দিতে পারি দিব এবং মাসে২ ও তিন২ মা-সের পরে মোট হিসাব জজ সাহেবের দপ্তরখানায় দাখিল করিয়া দিব এবং ঐ সম্পত্তির দখল ত্যাগকরণ সময়ে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে আমি যে সকল কার্য্য করিয়াছি তাহার হিসাব বেওরা করিয়া দাখিল করিব। আরো আমি অঙ্গীকার এবং একরার করিতেছি যে সম্পত্তি-রক্ষকের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে২ হুকুম করিবেন তাহার এবং জজ সাহেবের স্থানহইতে যে সকল হুকুম পাইব তাহার অনু-সারে অবিকলরূপে কার্য্য করিব এবং আমার নিযুক্ত হওনের সনদে আমার যে মেহনতা-না নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত আমার যে কর্ম্ম অর্পণ হইল তাহার দ্বারা প্রকাশরূপে বা অপ্রকাশরূপে নিজে কিছু লাভ করিব না। শ্রী অমুক।

৩৩৫। জামিনী পত্রের পাঠ।

লিখিতং শ্রী অমুকস্য জামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতুক মৃত অমুক ব্যক্তির ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের বিধির অনুসারে সম্পত্তির দখল লইতে অমুক জিলার জজ সাহেবের দ্বারা অমুক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন অতএব আমি ইহার দ্বারা অঙ্গীকার ও একরার করিতেছি যে আমি তাহার জামিন হইলাম এবং উক্ত অমুক যে সনদের দ্বারা নি-যুক্ত হইয়াছেন তাহার নিয়মমতে তিনি বিশ্বস্তরূপে আপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ইহার দায়ী আমি হইলাম। ঐ সনদের এক নকল আমাকে দেওয়া গিয়াছে। আরো আমি একরার করিতেছি যে আমি এবং আমার উত্তরাধিকারিরা ও আত্মস্বরূপ জনেরা নীচের

লিখিত তফসীলের লেখা কোন সম্পত্তি বিক্রয় অথবা দান অথবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর কিম্বা অর্পণ করিব না এবং এই একরারনামার নিয়ম সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ না হওন-পর্য্যন্ত আমি এই একরারের নিমিত্তে আমার ঐ সম্পত্তি বন্ধক রাখিলাম।

শ্রী অমুক।

[সম্পত্তির তফসীল এই স্থানে লিখিতে হইবেক।]

৩৩৬। সনদের পাঠ।

শ্রী অমুক প্রতি আগে।

যেহেতুক তুমি অমুক ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের বিধির অনুসারে মৃত অমুক ব্যক্তির সম্পত্তি কিছু কালের জন্যে দখলে লইবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়াছ তোমাকে যে কার্য্য অর্পণ হইয়াছে তাহা তুমি যত্নপূর্ব্বক এবং বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করিবা এবং তোমাকে যে সকল হুকুম দেওয়া যায় তদনুসারে ও সম্পত্তির মালিকেরদের লাভের নিমিত্তে তোমার বিবেচনার সাধ্যপর্য্যন্ত কার্য্য করিবা। এবং তোমাকে যে সম্পত্তি অর্পণ করা গিয়াছে তাহার বিষয়ে কি তাহার সম্পর্কে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণ বা জওয়াব দেওনের বিষয়ে জজ সাহেবের সমস্ত হুকুম মানিবা এবং অন্য প্রকার হুকুম না হওনপর্য্যন্ত মৃত অমুক ব্যক্তির যে টাকা বা খাজানা পাওনা তাহা লইবা কিন্তু ১৮৪১ সালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে অথবা উক্ত অমুকের সম্পত্তির নিমিত্তে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্ট কোন প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দিলে পাওনা টাকা আদায়করণের তোমার ঐ ক্ষমতা রহিত হইবেক। আরো উক্ত অমুকের সম্পত্তির বিষয়ে যে সকল পাওনা টাকা বা খাজানা তুমি আদায় কর তাহার ফারখত দিবা এবং উক্ত সম্পত্তির বাবতে তুমি যাহা পাও তাহার ঠিক ও যথার্থ হিসাব দিবা এবং যত সম্পত্তি তুমি পাইয়াছ তাহার এক তালিকা যত শীঘ্র হইতে পারে দাখিল করিবা এবং মাসে২ ও তিন২ মাসের পর তোমার মোট হিসাব জজ সাহেবের দপ্তরখানায় দাখিল করিয়া দিবা এবং ঐ সম্পত্তির দখল ত্যাগকরণ সময়ে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে তুমি যে সকল কার্য্য করিয়াছ তাহার হিসাব বেওরা করিয়া দাখিল করিবা। এবং সম্পত্তিরক্ষকেরদের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে সকল আইন করেন্ তদনুসারে এবং জজ সাহেবের স্থানহইতে যে সকল হুকুম পাও তদনুসারে অবিকলরূপে কার্য্য করিবা এবং অস্থাবর যে সকল সম্পত্তি তোমার হাতে অর্পণ হইল তাহার উপর এবং স্থাবর সম্পত্তির সালিয়ানা লাভের উপর তোমাকে মেহনতানা বলিয়া শতকরা যে ৫৲ টাকা এই সনদের দ্বারা দেওয়া গেল তাহাছাড়া তোমার হাতে অর্পিত কার্য্যের দ্বারা তুমি প্রকাশরূপে কি অপ্রকাশরূপে নিজে কিছু লাভ করিবা না এবং উক্ত সম্পত্তির দখলের অধিকারের বিষয়ে এক্ষণে যে সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত আছে তাহার নিষ্পত্তি না হওনপর্য্যন্ত অথবা এই আদালতের অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত তুমি এই সনদের অনুসারে সম্পত্তিরক্ষকের ক্ষমতার অনুরূপ কার্য্য করিবা।

[সম্পত্তিরক্ষকের হাতে যে সম্পত্তি দেওয়া যায় তাহার তালিকা এই স্থানে লিখিতে হইবেক।]

১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৩৯ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম।—উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকার আদায় সুগমকরণের নিমিত্ত এবং মৃত ব্যক্তিরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদিগকে যাহারা আপন২ কর্জা টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাহারদের বেঝুঁকী-হওনের নিমিত্তে বিধি।

৩৩৭। যেহেতুক মৃত হিন্দু ও মুসলমান ও বৃটনীয় প্রজা নামে বিখ্যাত না হওয়া অন্য ব্যক্তিরদের যে টাকা পাওনা ছিল তাহা ঐ২ মৃত ব্যক্তিরদের

স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগকে যাহারা দেয় তাহারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বেঝুঁকী রাখিবার নিমিত্ত এবং ঐ পাওনা টাকার দাওয়া এবং আদায় করিতে আইনমতে যাহার অধিকার আছে তাহার বিষয়ে সন্দেহসকল দূর করণের দ্বারা ঐ পাওনা টাকা আদায়ের সুগমকরা উচিত বোধ হইল।—১৮৪১ সা। ২০ আ। হেতুবাদ।

৩৩৮। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যদ্যপি আদালতের বিচারকের এমত বোধ না হয় যে পাওনা টাকা লইবার অধিকারী কে এই বিষয়ে উপযুক্ত সন্দেহহওয়াতে দেনদার আপনার দেনা বাকী রাখিতেছে এবং চাতুরীর বা বিঘ্ন জন্মাইবার অভিপ্রায়ে বাকী রাখে নাহি তবে কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশের স্বত্ত্বের যে ব্যক্তি দাওয়া করে সেই ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিত প্রকারের প্রাপ্ত সর্টিফিকট কিম্বা প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন যদি না দেখায় তবে মৃত ব্যক্তির দেনদারের দেনা তাহাকে দিতে কোন আদালতের বিচারক হুকুম করিতে পারেন্ না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১ ধা।

৩৩৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কোন অংশ যে জিলা বা প্রদেশের এলাকার মধ্যে থাকে তাহার জজ সাহেব এই আইন ক্রমে সর্টিফিকট দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন। দরখাস্তকারির যে প্রকার অধিকার থাকে তাহা আপন দরখাস্তে লিখিবেক পরে জজ সাহেব ঐ দরখাস্ত হইয়াছে এমত এস্তেহা দিয়া দাওয়াদারেরদিগকে আহ্বান করিবেন এবং দরখাস্ত শুননির নিমিত্তে কোন এক দিন নিরূপণ করিবেন এবং নিরূপিত দিবসে অথবা তৎপরে যত শীঘ্র সুগম হয় সর্টিফিকট পাইবার অধিকার যাহার আছে তাহা নিশ্চয় করিয়া তদনুসারে সর্টিফিকট দিবেন ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ২ ধা।

৩৪০। দিল্লীর জজ সাহেব নীচের লিখিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

১। ১৮৪১ সালের ২০ আইনের নিরূপিত সর্টিফিকটের দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক কি না এবং যদি লিখিতে হয় তবে কত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।

২। সর্টিফিকটের দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ভাষায় কি উর্দ্দু ভাষায় লিখিতে হইবেক।

৩। ঐ সর্টিফিকট ইষ্টাম্প কাগজে লিখিয়া দিতে হইবেক কি না।

তাহাতে বিধান হইল

১। ঐ আইনের ২ ধারানুসারে সর্টিফিকটের দরখাস্ত জিলা অথবা প্রদেশের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে দিতে হুকুম আছে এইপ্রযুক্ত ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B তফসীলের ৭ প্রকরণের নির্দ্ধারিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।

২। গবর্ণমেণ্ট আদালতের কার্য্যের নিমিত্তে যে ভাষা নিরূপণ করিয়াছেন অর্থাৎ দেশীয় ভাষা তাহাতে দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। তাহা হইলে ঐ দরখাস্তের আপত্তিকারকেরা আপেলাণ্টের দাওয়ার মর্ম্ম বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়া তাহার জওয়াব দিতে পারিবেক যেহেতুক তাহারা প্রায়ই ঐ ভাষা উত্তমরূপে জ্ঞাত আছে কিন্তু কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ঐ দরখাস্তের সঙ্গে ইঙ্গরেজী ভাষার এক তরজমা দিতে পারে।

৩। ১৮৪১ সালের ২০ আইনে অথবা অন্য কোন আইনে এইমত স্পষ্টতঃ অথবা ভাবের দ্বারা হুকুম নাই যে প্রতিনিধি হওনের সর্টিফিকট ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক অতএব তাহা শাদা কাগজে দিতে হইবেক। ১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির আইনের অর্থ।

৩৪১। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সমস্ত দেনদারের স্থানে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির টাকা দাওয়া করণের অধিকার আছে ইহা জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকটের দ্বারা সমপূর্ণরূপে স্থির হইবেক এবং যাহাকে ঐ সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহাকে সমস্ত দেনদার আপনারদের দেনার টাকা দিলে তাহারদের উপর আর কিছু দাওয়া থাকিবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৩ ধা।

৩৪২। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেব যাহাকে সর্টিফিকট দিবেন তাহার আদায়করা টাকার হিসাব দাখিল করণ বিষয়ে এবং সর্টিফিকটক্রমে আদায়হওয়া সমস্ত টাকা বা তাহার কতক অংশ যে ব্যক্তিরদের পাইবার অধিকার আছে তাহারদিগকে তাহা দেওনের বিষয়ে যেমত জামিন লওয়া উচিত বোধ করেন্ তাহার স্থানে সেইমত জামিন লইবেন। এবং সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থানে ঐ টাকা পাইবার নিমিত্ত জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে ঐ টাকা পাইবার অধিকারিরদের যে ক্ষমতা আছে তাহা এই আইনের দ্বারা লোপ হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৪ ধা।

৩৪৩। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করণের দ্বারা ঐরূপ সর্টিফিকট দেওয়া স্থগিত হইতে পারে। ঐ সর্টিফিকট যাহাকে দেওয়া উচিত তাহা ঐ আদালতের সাহেবেরা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ অথবা সর্টিফিকট পাইবার অধিকারের বিষয়ে অনুসন্ধানকরণের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিতে হুকুম দিতে পারেন্। এবং জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেব সর্টিফিকট দিলে পর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা দরখাস্ত পাইয়া ঐ জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকট বাতিল করিয়া নূতন সর্টিফিকট দিতে পারেন্ এবং যাহাকে প্রথম সর্টিফিকট দেওয়া গিয়াছিল সেই ব্যক্তি তাহা বাতিলহওনের সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে যে টাকা আদায় করিয়া থাকে সেই টাকার বিষয়ে ঐ নূতন সর্টিফিকটের দ্বারা পুনর্ব্বার দাওয়া হইতে পারিবেক না। কিন্তু তাহার মধ্যের নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে তদ্দ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক যে প্রথম সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপন সর্টিফিকটক্রমে যে টাকা আদায় করিয়াছিল তাহা তাহার স্থানে দাওয়া করিয়া লইতে পারে ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৫ ধা।

৩৪৪। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে রাজধানীর মধ্যে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহার সকল স্থানে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ সর্টিফিকটের দ্বারা ক্ষমতাপন্ন হইবেক এবং সেই সম্পত্তির বিষয়ে তাহার পরে যে কোন সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহা নীচের লিখিত গতিকভিন্ন সিদ্ধ ও প্রবল হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৬ ধা।

৩৪৫। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্তমতে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্টের প্রোমিসরি নোটের সুদ এবং ব্যাঙ্ক স্যার অর্থাৎ অংশ বা তাহার কোন ভাগের ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সুদের টাকা আদায় করিতে এবং উক্ত প্রকার নোটইত্যাদি ক্রয়বিক্রয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে আরো উক্ত সুদ অথবা ডিবিডেণ্ডের কোন ভাগ আদায় করিতে এবং উক্ত নোট ইত্যাদির কোন ভাগ ক্রয়বিক্রয় করিতে তাহাকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সর্টিফিকটের মধ্যে এইরূপ ক্ষমতা বিশেষরূপে না লেখা হইলে ঐ ব্যক্তির ক্ষমতা হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৭ ধা।

৩৪৬। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পূর্ব্বে সর্টিফিকট না দেওয়া গেলে পরে দেওয়া সর্টিফিকট সিদ্ধ হইত এমত স্থলে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে যে ব্যক্তি পূর্ব্বের দেওয়া সর্টিফিকটের বিষয় না জানিয়া পরের দেওয়া সর্টিফিকটধারি ব্যক্তিকে টাকা দেয় ঐ টাকার বিষয়ে পূর্ব্বের সর্টিফিকটের দ্বারা তাহার উপর কোন দাওয়া হইতে পরিবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৮ ধা।

৩৪৭। এবং মৃত হিন্দু ও মুসলমান এবং যাহারা ব্রিটনীয় প্রজারূপে বিখ্যাত নহে তাহারদের সম্পত্তির বিষয়ে ইহাতে হুকুম হইল যে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনদেওনিয়া আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল তবে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া গেলে পর যদি ঐ সম্পত্তির বিষয়ে কোন সর্টিকিকট দেওয়া যায় তবে তাহা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৯ ধা।

৩৪৮। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পূর্ব্বে প্রোবেট কিম্বা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন না দেওয়া গেলে সর্টিফিকট সিদ্ধ হইত সেই স্থলে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া যাওনবিষয় অবগত না হইয়া যে কেহ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে টাকা দেয় ঐ টাকার বিষয়ে পূর্ব্বের দেওয়া প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনের দ্বারা তাহার উপর আর দাওয়া হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১০ ধা।

৩৪৯। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সর্টিফিকটদায়ি আদালতের এলাকার মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণ সময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল তবে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে পর যদি সেই সম্পত্তির বিষয়ে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া যায় তবে ঐ প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনের শক্তিতে মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায় হইতে পারিবেক না এবং দেনদারেরা টাকা দিলে তাহারা বেঝুঁকী হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১১ ধা।

৩৫০। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পূর্ব্বে সর্টিফিকট না দেওয়া গেলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন সিদ্ধ হইত সেই স্থলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া গেলে সর্টিফিকট দেওয়া যাওনবিষয় অবগত না হইয়া যে ব্যক্তি টাকা দেয় তাহার উপর পূর্ব্বের দেওয়া সর্টিফিকটের দ্বারা ঐ টাকার বিষয়ে আর দাওয়া হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১২ ধা।

৩৫১। এবং যেহেতুক মৃত ব্যক্তিরদের অসি এবং আডমিনিষ্ট্রেটরের যে কতক২ ক্ষমতা এই আইনক্রমে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদিগকে অর্পণ হইয়াছে সেই২ ক্ষমতা ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের মতে সংসারাধ্যক্ষ ব্যক্তিরদের প্রতি অর্পণ হইতে পারে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সর্টিফিকট অথবা প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন নিতান্ত দেওয়া গেলে ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির অথবা অসির কি আডমিনিষ্ট্রেটরেরদের ঐ আইন জারী না হইলে যে ক্ষমতা হইত সেই ক্ষমতানুসারে উক্ত আইনের দ্বারা নিযুক্ত সংসারাধ্যক্ষেরা কার্য্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু জজ সাহেব যে সং-

সারাধ্যক্ষকে পাওনা টাকা কিম্বা খাজানা আদায় করিতে ক্ষমতা দেন তাহাকে যে সকল লোক ঐ পাওনা টাকা অথবা খাজানা দেয় তাহারা বেঝুঁকী থাকিবেক এবং যে ব্যক্তি সর্টিফিকট পাইয়াছে তাহাকে কিম্বা অসিকে অথবা আডমিনিষ্ট্রেটরকে সংসারাধ্যক্ষ আপনার আদায়করা টাকা দিবার বিষয়ে দায়ী হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১৩ ধা।

৩৫২। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেশনদেওনিয়া যে আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঐ আদালতের দেওয়া প্রোবেটইত্যাদি বৃটনীয় প্রজার সম্পত্তির বিষয়ে দেওয়া প্রোবেটইত্যাদির তুল্য বলবৎ হইবেক কিন্তু কেবল পাওনা টাকা আদায়ের নিমিত্ত এবং কর্জ্জ পরিশোধকরণিয়া দেনদারেরদের বেঝুঁকী হইবার নিমিত্ত দেওয়া যাইবেক। কিন্তু এই আইনে যেপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা বর্জিত থাকিল ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১৪ ধা।

৩৫৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি সামান্যতঃ বৃটনীয় প্রজারূপে বিখ্যাত এমত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর এই আইনের কোন বিধি খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১৫ ধা।

৩৫৪। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮৪১ সালের ২০ আইনের বিধির সম্পর্কে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে নীচের লিখিত পাঠানুসারে ব্যবহার করিতে হইবেক।

৩৫৫। উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকা আদায়করণের নিমিত্তে যে ব্যক্তিকে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহার একরারনামার পাঠ।

লিখিতং শ্রী অমুকস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতুক মৃত অমুকের যে টাকা পাওনা আছে তাহা আদায় করিতে অমুক জিলার জজ সাহেব ১৮৪১ সালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে আমাকে সর্টিফিকট দিয়াছেন আমি অঙ্গীকার এবং একরার করিতেছি যে মৃত অমুক ব্যক্তির পাওনা যত টাকা আমি আদায় করি তত টাকার ফারখত দিব। আরো আমি অঙ্গীকার এবং একরার করিতেছি যে মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায় করণের নিমিত্তে যাহারা সর্টিফিকট পায় তাহারদের কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে সকল আইন জারী করিয়াছেন বা করিবেন তদনুসারে আমি অবিকলরূপে কার্য্য করিব।　　শ্রী অমুক।

৩৫৬। জামিনী পত্রের পাঠ।

লিখিতং শ্রী অমুকস্য জামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতুক মৃত অমুক ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায়করণের নিমিত্তে অমুক জিলার জজ সাহেব ১৮৪১ সালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে অমুক ব্যক্তিকে সর্টিফিকট দিয়াছিলেন অতএব উক্ত অমুকের জামিন হইতে এবং ঐ সর্টিফিকটক্রমে তাহার দ্বারা আদায়হওয়া যে সকল টাকার ১৮৪১ সালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে আইনমতে দাওয়া হইতে পারে তাহার বিষয়ে আমি দায়ী হইতে ইহার দ্বারা অঙ্গীকার ও একরার করিতেছি। আরো আমি একরার লিখিয়া দিতেছি যে আমি ও আমার উত্তরাধিকারিরা এবং আত্মস্বরূপ জনেরা ইহার সঙ্গে গাঁথা নীচের লিখিত তফসীলের সম্পত্তি বিক্রয় কি দান অথবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর কি অর্পণ করিব না এবং এই একরারনামার সমস্ত নিয়ম যেপর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ না হয় সেইপর্য্যন্ত এই একরারনামার কার্য্যের নিমিত্তে ঐ সম্পত্তি আমি বন্ধক রাখিলাম।　　শ্রী অমুক।

[সম্পত্তির তফসীল এই স্থানে লিখিতে হইবেক।]

৩৫৭। সর্টিফিকটের পাঠ।

শ্রীঅমুক প্রতি আগে।

এই আদালতের অমুক তারিখের হুকুমানুসারে মৃত অমুক ব্যক্তির সম্পত্তির বিষয়ে ১৮৪১ সালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে এই সর্টিফিকট তোমাকে দেওয়া যাইতেছে ইহার দ্বারা উক্ত অমুক ব্যক্তির পাওনা সমস্ত টাকা আদায় করিতে তোমাকে হুকুম ও ক্ষমতা দেওয়া গেল এবং তুমি যত টাকা আদায় কর তাহার ফারখত দিবা।

"আরো উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মধ্যে গবর্ণমেন্টের যে নোট থাকে তাহার সুদ অথবা কোন ব্যাঙ্কের স্যার কি তাহার কোন অংশ থাকিলে তাহার ডিবিডেণ্ড লইতে এবং ঐ নোটইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল আরো উক্ত মৃত ব্যক্তির পাওনা কোন সুদ অথবা ডিবিডেণ্ডের কোন অংশ লইতে এবং ঐ নোটইত্যাদির কোন অংশ ক্রয় বিক্রয় করিতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল।"*

আরো মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায়করণের নিমিত্তে যাহারদিগকে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহারদের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে সকল আইন জারী করিয়াছেন বা করিবেন তদনুসারে অবিকলরূপে কার্য্য করিবা।

মোহরের স্থান। শ্রী অমুক জজ।

১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৪০ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম।—উন্মাদ ব্যক্তিরা।

৩৫৮। উন্মাদ ব্যক্তির সম্পত্তি কেবল অস্থাবর বিষয় লইয়া হইতে পারে অতএব দেওয়ানী আদালতের তাহাতে হাতদেওনের কোন আইন নাহি। ১৮৪১ সালের ৫ নবেম্বরের আইনের অর্থ।

৪১ ধারা।

আইনের মূল নিয়ম।—পোঁতা ধন।

৩৫৯। যেহেতুক নিধি অর্থাৎ পোঁতা ধন পাওয়া গেলে তাহার বিষয়ে মুসলমানের শরায় যেং হুকুম ও হিন্দু লোকের শাস্ত্রে যেং বিধান আছে তাহাতে অনেক ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে ও পোঁতা ধন পাওনিয়াদিগের বিষয় একরূপ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা উচিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। হেতুবাদ।

৩৬০। যদি সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে মৃত্তিকাতে পুঁতিয়া রাখা কি অন্য প্রকারে গোপনে রাখা আশ্‌রফী কি টাকাইত্যাদি সোনা কি রূপার মুদ্রা কিম্বা মুদ্রাভিন্ন সোনা কি রূপা অথবা মণি মুক্তা প্রবালাদি রত্ন কিম্বা উত্তমং বস্তু পাওয়া যায় ও ইশ্‌তিহার দিয়া বিলক্ষণ প্রচার ও প্রকাশকরণের পরে তাহার মালিক অর্থাৎ স্বামী না মিলে তবে সেই নগদের কি বস্তুর মূল্যের

---

* মন্তব্য। এইমত ক্ষমতা যদি সর্টিফিকটধারি ব্যক্তিকে না দেওয়া যায় তবে এই " " চিহ্নের মধ্যের কথা সর্টিফিকটে লেখা যাইবেক না।

সংখ্যা সিক্কা এক লক্ষ টাকাহইতে অধিক না হইলে এবং তাহা পাওনিয়া ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা পশ্চাৎ এই আইনেতে যেং নিয়ম লেখা যাইতেছে তাহার মত কার্য্য করিলে সেই পোঁতা ধন যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা পাইয়া থাকে তাহা সেই ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদিগের হইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ২ ধা।

৩৬০। যদি কোন ব্যক্তি সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে কোন স্থানে উপরের ধারার উক্ত কোন প্রকার পোঁতা ধন পায় তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার সেই স্থান যে জিলার কি শহরের মোতালক হয় সেই জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হুজুরে দেয় ও সেই ধন তাহার ঠিক্ঠাক্ তফসীলের ফর্দ্দসহিত ঐ জিলা কি শহরের আদালতে আমানৎ রাখে ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

৩৬১। আদালতে এমত ধন আমানৎ হইলে ও তাহা তাহার তফসীলের ফর্দ্দের সহিত খুব মিলাইয়া দেখা গেলে পর আমানৎকরনিয়া ব্যক্তিকে জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের হুজুরহইতে তাহার রসীদ দেওয়া যাইবেক ও ঐ জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এক ইশ্‌তিহারনামা দেশের চলন ভাষাতে এই মজমুনে যে যে কেহ ঐ ধনে আপন অধিকার পাইবার দাওয়া রাখে তাহার উচিত যে এই ইশ্‌তিহারনামার তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে স্বয়ং কি আপন উকীল এই আদালতে হাজির হইয়া কি করিয়া আপন দাওয়া সাবুদ করে লেখাইয়া আপন কাছারীতে ও জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে লট্‌কাইয়া দেওয়ান্ ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

৩৬২। যদি এমত ধনে সরকারের হকীয়তের অর্থাৎ অধিকারহওনের দাওয়া করা কর্ত্তব্য বোধ হয় তবে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগের বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কি সুবে বেহার ও বারাণস দেশের কমিস্যনর সাহেব কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে কর্ত্তব্য যে উপরের প্রস্তাবিত নিয়মমতে তাহাতে সরকারের অধিকার হইবার দাওয়া দরপেশ করিয়া দাওয়া সাবুদ করিবার উদ্যোগ ও চেষ্টা করেন্ ও উপরের ধারার প্রস্তাবিত ইশ্‌তিহারনামার লিখিত নিয়মমতে ঐ ধনের বাবৎ দাওয়া প্রজা লোকের তরফহইতে কি সরকারের তরফহইতে দরপেশ হইলে জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার সরাসরী তজবীজ করেন্ ও তাহাতে যদি আমানৎহওয়া সম্যক কি কতক ধনে সরকারের কি অন্য দাওয়াদারের হক নিঃসন্দেহ সাবুদ হয় তবে সেই ধন যে তাহার হকদার হয় সেই পাইবেক ও সেই ধন যে ব্যক্তি পাইয়া থাকে তাহার যাহা খরচখরচা হইয়া থাকে তাহা তাহাকে তাহার পাওনজন্য উপযুক্ত ইনামের সহিত দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৫ ধা।

৩৬৩। যদি এই আইনের ৪ ধারার উক্ত ইশ্‌তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে সরকারের কি অন্য দাওয়াদারের তরফহইতে কোন দাওয়া দরপেশ না হয় কিম্বা দাওয়া কি দাওয়াসকল দরপেশ হইয়া সরাসরী তজবীজে তাহা সাবুদ না হয় ও এক সময়ে ও এক স্থানে পাওয়া সেই পোঁতা নগদের কি বস্তুর মূল্যের সংখ্যা সিক্কা এক লক্ষ টাকার অধিক না হয় তবে জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই ধন যে ব্যক্তি কি যাহারা পাইয়া আমানৎ রাখিয়া থাকে তাহাকে কি তাহারদিগকে এই আইনের হুকুমমত কার্য্যকরণেতে যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহা কাটিয়া লইয়া এই

আইনের ২ ধারার লিখিত কথার দৃষ্টে সমর্পণ করেন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৬ ধা।

৩৬৪। যদি এক সময়ে ও এক স্থানে পাওয়া পোঁতা নগদের কি জিনিসের মূল্যের সংখ্যা সিক্কা এক লক্ষ টাকার অধিক হয় ও কোন প্রকারে তাহার উপর কাহারু করা দাওয়া সত্য ও সাবুদ না হয় তবে যে ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিরা তাহা পাইয়া আমানৎ রাখিয়া থাকে তাহাকে কি তাহারদিগকে উপরের ধারার লিখিতমতে সিক্কা এক লক্ষ টাকা দিবার হুকুম হইবেক ও তাহা বাদে যাহা বাকী থাকে তাহা সরকারের থাকিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৭ ধা।

৩৬৫। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ২ ধারার প্রস্তাবিত ধন পাইয়া এক মাসের মধ্যে এই আইনের ৩ ধারার লিখিত হুকুমমতে তাহার সমাচার জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে না দেয় ও সেই ধন আদালতে আমানৎ না রাখে তবে সেই ধনেতে সে ব্যক্তির কিছু স্বত্ব ও অধিকার হইবেক না ও তাহাতে তাহার যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহাও এই আইনের লিখিত হুকুমমতে যে ইনাম বখ্‌শিশ্ দেওয়াইবার হুকুম আছে তাহা কিছুই কোন প্রকারে পাইবেক না ও এ প্রকারে যত ধন গোপনে রাখিয়া থাকে পরে যদি তাহার উপর দরপেশ হইয়া সরাসরী তজবীজেতে আর কোন ব্যক্তির হক্ সাবুদ হয় তবে সেই ধন তাহার সুদ ও ইহার মোকদ্দমাতে সে ব্যক্তির যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহাসমেত তাহার মালিককে দেওয়ান যাইবেক ও যদি সেই ধনে কাহারু কোন দাওয়া সাবুদ না হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণস দেশের কমিস্যনর সাহেবের সম্মতিক্রমে সরকারী উকীল দাওয়া দরপেশ করিলে সে ধন ক্রোক হইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৮ ধা।

৩৬৬। জিলা কিম্বা শহরের আদালতের কোন আদালতহইতে এই আইনমতে সরাসরী বিচারানুসারে এমত মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তি হইলে সে নিষ্পত্তির উপর সামান্য যে সকল দাঁড়া সরাসরী আপীলের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল দাঁড়ামতে প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতে সরাসরী আপীল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৯ ধা।

৩৬৭। প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতে এমতং মোকদ্দমার আপীল হইলে ঐ আদালতের দুই জন কি তাহাহইতে অধিক জজ সাহেবের হজুরহইতে যেং নিষ্পত্তি হয় তাহাই সিদ্ধ ও চূড়ান্ত হইবেক কিন্তু যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কেবল নিষ্পত্তি দেখিয়া কিম্বা মোকদ্দমার মোতালক কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার সরাসরী আপীলমতে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইবার নিমিত্তে বিশিষ্ট হেতু পান্ তবে ঐ আদালতে এমত আপীল মঞ্জুর ও গ্রাহ্য হইতে পারিবেক ও এমত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে সরাসরী আপীলের নিমিত্তে সামান্য যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে তাহার বিচার করিতে হইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ১০ ধা।

৪২ ধারা।

আদালতের দ্বারা মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণকরণ।

৩৬৮। হিসাবী ও শরাকতী ও কর্জ্জা ও খরীদ ও ফরোখ্তীর কৌলকরারী এবং কন্ত্রাক্ট অর্থাৎ বেলমোক্তাচুক্তি করারদাদের না আদায়ের বিরোধের

যে সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতসকলে উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমার মধ্যে যে যে মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা সিক্কা ২০০ দুই শত টাকার অধিক হয় তাহাতে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই মোকদ্দমার উভয় বিবাদিকে পরামর্শ দেন্ যে সেই২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে মধ্যস্থাদরণ এতাবতা সালিস কবুল করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ২ ধা।

৩৬৯। বিধান হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে প্রধান সদর আমীন উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন্। ১৮৪১ সালের ২৬ মার্চের আইনের অর্থ।

৩৭০। বিধান হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন্। ১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির আইনের অর্থ।

৩৭১। যে নগদ টাকা কি অস্থাবর বস্তুর সংখ্যা কিম্বা মূল্য সিক্কা ২০০ দুই শত টাকার অধিক না হয় তাহার সকল মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উভয় সম্মতিক্রমে সে সকল মোকদ্দমা তাহার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে এক জন সালিসকে সমর্পণ করেন্ আর সে সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদিগের উকীলদিগের কর্ত্তব্য যে আগামি আদালতের দিনে অথবা তাহার পূর্ব্বে যে কেহ উভয়ের অন্তরঙ্গ থাকে কিম্বা অন্য যে কেহ সালিসী কার্য্য স্বীকার ও কবুল করে তাহার নাম নির্দ্দিষ্ট করে তাহাতে যদি উভয়ে সেই সালিসের নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে একপরামর্শ না হয় অথবা সেই সালিস সালিসী কবুল না করে কিম্বা অন্য যে কেহ সালিসী কবুল করে তাহার নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে উভয় বিবাদী অথবা উভয়ের উকীলেরা একবাক্য হয় তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে উভয় সম্মতিক্রমে চাহেন্ যে স্থানে সে মোকদ্দমার উত্থাপন হইয়া থাকে তথাকার ভূম্যধিকারী না হয় সে স্থানের সদরের মালগুজার যে ইজারদার অথবা সে পরগনার কাজী কিম্বা তথাকার তহসীলদার কিম্বা অন্য যে কেহ মাতবর থাকে এমত লোকের যে কেহ সে মোকদ্দমার এলাকা কোন প্রকারে না রাখে তাহাকে সালিস মোকরর করেন্ কিন্তু যদি উভয় বিবাদিতে সালিসের নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে একপরামর্শ না হয় কিম্বা সেই সালিস সালিসী কবুল না করে ও অন্য যে কেহ সালিসী কবুল করে তাহাকে মানিতে উভয় বিবাদিতে ঐক্য না হয় এবং জজ সাহেবের বিবেচনাক্রমে কোন সালিস নির্দ্দিষ্ট হইলেও তাহাকে না মানে তবে সে মোকদ্দমা তাহার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে সালিসকে সমর্পণ হইবেক না বরং হয় জজ সাহেবের সাক্ষাৎ বিচার হইবেক না হয় সে মোকদ্দমা জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকিলে সেই আদালতের জজ সাহেব যদি সে মোকদ্দমা রেজিষ্টর সাহেবকে সমর্পণকরণ উচিত বুঝেন্ তবে সেই রেজিষ্টর সাহেবের সমক্ষে বিচার হইবেক ইহাতে যে কোন সালিস সালিসী কবুল করে তাহার নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে যদি উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়ের উকীলেরা একবাক্য হয় অথবা জজ সাহেবের বিবেচনানুসারে কোন সালিস নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহাকে মানে তবে এরূপে যাহার নাম নির্দ্দিষ্ট করা যায় সেই ব্যক্তি সে মোকদ্দমার বিচারার্থে সালিস মোকরর হইবেক। কিন্তু জানিবেক যে এই ধারার লিখিত মোকদ্দমাসকলের উভয় বিবাদী এবং

২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত মোকদ্দমাসকলের উভয় বিবাদিদিগেরো সাধ্য আছে যে আপনারদিগের মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যর্থে দুই জন কিম্বা ততোধিক জনকে সালিস ঠাহর করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৩ ধা।

৩৭২। নগদ টাকার কি অস্থাবর বস্তুর যে মোকদ্দমার সংখ্যা কিম্বা মুল্য সিক্কা ২০০ টাকার অধিক না হয় এমত সকল মোকদ্দমা জজ সাহেবেরা ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ৩ ধারানুসারে এক জন সালিসকে সমর্পণ করিতে পারেন্। যে মোকদ্দমার সংখ্যা বা মুল্য তাহা-হইতে অধিক হয় তাহা এইরূপে এক জন সালিসকে জজ সাহেব সমর্পণ করিতে পারেন্ না। অতএব জিজ্ঞাসা হইল যে কেবল জাবেতামত মোকদ্দমা এইরূপ অর্পণ করণের নিষেধ আছে কি বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত যে সরাসরী মোকদ্দমা হয় তাহাও অর্পণ করণের নি-ষেধ আছে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ আইনের কথা অতিসাধারণ-রূপে লেখা গিয়াছে এবং যে নিষেধের হুকুম আছে তাহা সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে এমত অর্থ করিতে হইবেক। সদর আদালত আরো জানাইলেন যে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারানুসারে উভয় বিবাদির স্বেচ্ছাক্রমে যে মোকদ্দমা সালিসকে অর্পণ করা যায় তাহার বিষয়ে উক্ত নিষেধ খাটে না। ৯৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৩। আদালতের জজ সাহেবদিগেরে হুকুম করা যাইতেছে যে যত পারেন্ মাতবর ও সুখ্যাত লোকদিগের সালিসী কার্য্য করিতে বাঞ্ছান্বিত করান্ কিন্তু ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে এ বিষয়ে কিছু অত্যাচার ও জবরদস্তী করেন্। এবং কদাচ ইহাও না হয় যে তাঁহারদিগের নিজের চাকর কিম্বা আমলা অথবা আদালতের উকীলদিগের কেহ সালিসী কার্য্যের ভার আপন শিরে লয়। আর ঐ সাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে সমস্ত মোকদ্দমার উভয় বিবাদিতে স্বেচ্ছা ও সম্মতিক্রমে আপনারদিগের মোকদ্দমাসকল বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে যে সালিসের নিকটে উপস্থিত করিতে চাহে তাহার নিকটে উপস্থিত করাইতে যথোচিত চেষ্টা করেন্ কিন্তু এ বিষয়েও কোন প্রকারে অত্যাচার ও জবরদস্তী না করেন্। আর ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত যে যে গতিকে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের শক্তিলাভ আপনারদিগের বিবেচনানুসারে উভয়ের সম্মতিক্রমে সালিস নির্দ্দিষ্ট করিতে আছে তদ্ভিন্ন যাবদীয় গতিকেই উভয় বিবাদির বিবেচনাক্রমে সালিসেরা নির্দ্দিষ্ট ও মোক-রর হইবেক ও সেই সালিসেরা বেতন ও রসুমের আপত্তি না করিয়া সেই সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৪ ধা।

৩৭৪। ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারার বিষয়ে সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে যে মোকদ্দমা জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিত আছে অথবা যে মোকদ্দমাতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিষ্পত্তির উপর উপরিস্থ আদালতে আপীল হইয়াছে সেই মোকদ্দমাতে ঐ জিলা বা শহরের আদালতের কোন সদর আমীন অথবা পণ্ডিত কি মৌলবী সালিসী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন্ কি না। তাহাতে কলিকাতার সদর আদালত বিধান করিলেন যে উক্ত ধারায় জজ সাহেবের আদালতের যে ব্যক্তিরদিগকে সালিসী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে নিষেধ আছে সেই ব্যক্তিরদের মধ্যে সদর আমীন কি পণ্ডিত বা মৌলবীরদিগকে গণ্য করিতে হইবেক না। সেই বিধি কেবল আদালতের আমলার বিষয়ে খাটে এবং সদর আমীন কি পণ্ডিত বা মৌলবী সেইরূপ আমলা নহেন্। ১৮৩২ সালের ৯ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৭৫। দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপনং আদালতের উকীলদিগেরে ক্ষমতা ও অনুমতি দেন্ যে এক্ষণকার চলিত

আইনের লিখিত যে সকল হুকুম সালিসদিগকে নিষ্পত্তিকরণের কারণ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিবার বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া সালিসী ভারানুসারে উপস্থিত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৯ ধা।

৩৭৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে সালিস নিযুক্তকরণের ভার যখন দেওয়ানী আদালতের প্রতি থাকে তখন রেজিষ্টর সাহেব যথাসাধ্য কানুনগোরদিগকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না কিন্তু যখন তাহারদিগকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত না করিলে নহে তখন তাহারদিগকে মনোনীতকরণের সম্বাদ তৎক্ষণাৎ কালেক্টর সাহেবকে এই কারণে দিবেন যে কানুনগো যে কর্ম্মে মোকরর থাকে সেই কর্ম্ম অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারেন্ এবং কালেক্টর সাহেবকে তাহার সম্বাদ না দিয়া কানুনগোরদিগকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে ইহার পূর্ব্বে যে ক্লেশ হইয়াছে তাহা নিবারণ হয়। ২৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৭। যে কালে কোন মোকদ্দমা বিচারার্থে সালিসকে সমর্পণ হয় সে কালে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে তাহার উভয় বিবাদির স্থানে এই নিদর্শনে একরারনামা যে আমরা ঐ সালিসের নিষ্পত্তি মানিব এবং সেই নিষ্পত্তি আদালতের ডিক্রীর ন্যায় হইবেক লেখাইয়া লন্ আর জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সালিসের রফানামা দাখিল হইবার মিয়াদ যত দিন উচিত জানেন্ তত দিন নিরূপণ করিয়া সালিসনামায় লেখান। আর যদি কোন মোকদ্দমা দুই জন কিম্বা ততোধিক জন সালিসকে সমর্পণ হয় ও তাহারা অনৈক্যপ্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে আপনারদিগের রফানামা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করে এমত হয় তবে তাহার সমাধার এক শেষের কারণ যে সকল উদ্যোগ নির্দ্ধার্য্য আছে তাহার বেওরা এই যে যদি সে মোকদ্দমা দুই জন কিম্বা ততোধিক জন সালিসকে তাহারা গণনায় সমান হয় কিম্বা অসমান বা হউক সমর্পণ হয় তবে সে মোকদ্দমার উভয় বিবাদির সাধ্য থাকিবেক যে সেই কালেই এক জন আমীনের নাম নির্দ্দিষ্ট করে অথবা যদি সেই সালিসেরা তিন জন কিম্বা ততোধিক জন থাকে ও গণনাক্রমে অসমান হয় তবে উভয় বিবাদির শক্তি থাকিবেক যে হয় সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির সীমা অধিক জন সালিসের একবাক্যতাক্রমের বিবেচনানুসারেরপ্রতি রাখে না হয় সেই সালিসদিগের সকলকে ভার দেয় যে তাহারা জনেক আমীনের নাম নির্দ্দিষ্ট করে আর কর্ত্তব্য যে সেই আমীনেরো নাম তাহা রফানামা দাখিল হইবার মিয়াদ নিদর্শনে সালিসদিগের বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে যে সালিসনামা লেখা যায় সেই সালিসনামাতেই লিপি হয় আর জনেক আমীনের নাম নির্দ্দিষ্ট হইলে যদি সালিসেরা নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে আপনারদিগের রফানামা দাখিল না করে তবে সেই মিয়াদ গত হইবার সময়হইতে সেই সালিসদিগের নিকটহইতে সালিসী ভার উঠিয়া সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ভার সেই আমীনকেই হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৫ ধা।

৩৭৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কোন মোকদ্দমা যখন সালিসীতে অর্পণ হয় তখন যে আদালতে তাহা উপস্থিত করা গিয়াছিল সেই আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে সালিসেরদের অনৈক্যপ্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে তাহারদের রফানামা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না হওনের সম্ভাবনায় সেই বিষয়ের শেষকরণার্থ ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ৫ ধারাতে যে সকল নিয়ম নির্দ্ধার্য্য আছে তাহার কোন এক নিয়মমতে

সালিসেরদের বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরদিগকে সম্মত করান্ যদি ঐ নিয়ম একরারনামার মধ্যে না লেখা গিয়া থাকে এবং সালিসেরা অনৈক্য হয় তবে তাহারদের সকল কার্য্য অসিদ্ধ হইবেক এবং সেই মোকদ্দমার সালিসী গোড়াঅবধি নূতন করিতে হইবেক। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত জানাইতেছেন যে ঐ ধারার মধ্যে একরারনামার নিয়মের বিষয়ে যে২ উদ্যোগকরণের হুকুম আছে সাবধান হইয়া সেইরূপ উদ্যোগ করিলে কোন বিভ্রাট হইতে পারে না। ৩৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৯। যে কালে বিচারার্থে মোকদ্দমা সালিসকে সমর্পণ হইয়া উপরের ধারার লিখিত পাঠক্রমে একরারনামা লেখাইয়া লওয়া যায় সে কালে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই মোকদ্দমা তাহার বিচারার্থে সমর্পণ হইবার নিদর্শনে আদালতের মোহরে এক সালিসনামাসমেত নালিশী আরজীর নকল সালিসের নিকটে পাঠান্ তাহাতে সেই সালিসের কর্ত্তব্য যে উভয়ের উত্তরপ্রত্যুত্তর ও সাক্ষিদিগের প্রামাণ্য কথা শুনিয়া এবং উভয়ের নিদর্শনী কাগজপত্র দেখিয়া সেই মোকদ্দমার বিচারে মনোযোগী হয় আর উভয় বিবাদির হাজিরের বিষয়ে এবং যে সাক্ষিদিগের প্রামাণ্য কথা সালিস কিম্বা উভয় বিবাদিতে চাহে তাহারদিগের হাজিরের অর্থে জজ সাহেবের উচিত যে তাঁহার আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমাসকলে হাজিরহওন ও সুকৃতিকরণের যে সকল উদ্যোগ কর্ত্তব্য আছে তাহা করেন্ ইহাতে যদি তাহারদিগের কেহ জজ সাহেবের তলব মাফিক সালিসের নিকটে হাজির না হয় কিম্বা প্রামাণ্য কথা কহিতে অথবা অপর বিষয়ে ত্রুটি করে কিম্বা আপন জোবানবন্দীতে দস্তখৎ না করে অথবা মোকদ্দমার বিচারকালে সালিসকে অবজ্ঞা করে তবে আদালতসকলের উপস্থিত মোকদ্দমায় এমত ব্যাঘাতের অর্থে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডই সালিসের হুকুমনামাক্রমে সেই লোকের প্রতি সাব্যস্ত ও বহাল হইবেক যদি সালিস সেই হুকুমনামা তাহার সকল মর্ম্মযুক্তে পাঠাইবার দ্বারা জজ সাহেবকে সংবাদ দিয়া সেই সাহেবের মঞ্জুরী হুকুম পায়। অতএব যে জজ সাহেব এমত হুকুমনামায় দস্তখৎ করেন্ তাঁহার কর্ত্তব্য যে আপন মঞ্জুরীতে সেই সালিসকে সমাচার দেন্ আর যদি আদালতের স্থানহইতে সালিসের বৈঠকের জায়গা দূরে থাকে তবে জজ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে সালিসের নামে এক সনদ তাহাকে এই শক্তি অর্পণ যুক্তে দেন্ যে যাহার জোবানবন্দী সুকৃত্যনুসারে লইতে চাহে তাহাকে সুকৃতি করায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৬ ধা।

৩৮০। যদি সালিস কিম্বা আমীন যে বেওরাকৈফিয়ৎ চাহে তাহা কিম্বা আবশ্যক প্রামাণ্য কথা না জানিতে পারিবার কারণে অথবা অপর হেতুতে আপনার রফানামা নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করিতে পারে তবে জজ সাহেবের কর্ত্তৃত্ব আছে যে রফানামা দাখিল হইবার নিমিত্তে আর এক মিয়াদের নির্দ্ধার্য্য করেন্ কিন্তু সেই সালিস দুসরা মিয়াদেও রফানামা দাখিল না করিলে যদি সে মোকদ্দমায় জনেক আমীন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তদনুসারে তাহারও রফানামা দাখিল হইবার মিয়াদ নির্ণয় করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৭ ধা।

৩৮১। যে কোন মোকদ্দমা সালিস কিম্বা আমীনকে সোপর্দ্দ হয় তাহা নিষ্পত্তি পাইলে পর কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের মোহর ও দস্তখতে সেই মোকদ্দমার মোতালক রোয়দাদ ও জোবানবন্দীর সমস্ত কাগজ ও নির্শনী কাগজ-

পত্রসমেত রফানামা জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করে। আর ঐ সাহেবের উচিত যে সেই রফানামাক্রমে ডিক্রী করেন্ ইহাতে সেই ডিক্রী আদালতের অন্যং ডিক্রীর অনুসারে জারী হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৮ ধা।

৩৮২। সালিসের কোন রফানামা রদ হইবেক না যদি দুই জন মাতবর সাক্ষির সুকৃতিক্রমে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে সেই মোকদ্দমায় সেই সালিস রেশ্বৎ লইয়াছে কিম্বা পক্ষপাত করিয়াছে এমত প্রমাণ না হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৯ ধা।

৪৩ ধারা।

ভূমির বিষয়ে সালিসীকরণ। উভয় পক্ষের নির্দ্দিষ্টকরা সালিসকে মোকদ্দমা সমর্পণকরণ।

৩৮৩। যে বাদী প্রতিবাদিদিগের ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারীর কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় অন্য প্রকার স্বত্বের দাওয়ার বাবৎ মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাকে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারা আপনারদিগের মোকদ্দমা তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ সালিসেরদিগের নিকটে উপস্থিত করে ও আদালতের সাহেব লোকেরো কর্ত্তব্য যে বাদি প্রতিবাদিদিগকে উচিত ও বিহিত প্রকারেতে ভরসা ও পরামর্শ দেন্ যে তাহারা আপনারদিগের বিবাদের সমাধা ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি এই প্রকারেতে করে ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৩৮৪। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ আইন ও ১৮০৩ সালের ২১ আইনেতে মোকদ্দমা বিচারার্থে সালিসেরদিগকে সোপর্দ্দকরণের বিষয়ে ও সালিস ও আমীনদিগকে নির্দ্দিষ্টকরণের ও সালিসেরদিগেরে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমার বিচারের ও তাহার নিষ্পত্তিহওনের মিয়াদ ও প্রকারের নিরূপণকরণের অর্থে ও সে নিষ্পত্তি রদ ও নামঞ্জুরকরণের কি বহাল রাখিবার বিষয়ে যে সকল দাঁড়া লেখা গিয়াছে তাহা যে সকল মোকদ্দমা এই আইনানুসারে আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে সালিসদিগকে সোপর্দ্দ হইবেক তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৩৮৫। যে সকল লোকদিগের মধ্যে ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারীর কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় অন্য প্রকার স্বত্বের বিবাদ বিরোধ হইয়া তাহা আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে বা না থাকে সে সকল লোকদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারা আদালতের সাহেবদিগের সম্মতি না লইয়া আপনারদিগের মোকদ্দমা সালিসেরদিগের নিকটে উপস্থিত করে ও আদালতের সাহেব লোকের কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত প্রকারেতে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিস ও আমীনেরা যে নিষ্পত্তি করে তাহাই নীচের বেওরা করা দাঁড়া ও বিশেষ লিখনমতে বহাল রাখিয়া জারী করেন্ ইতি। ১৮১৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৩৮৬। যদি উপরের উক্ত প্রকারের দাওয়ার কোন বিবাদ আদালতের সাহেবের সম্মতি না লইয়া উভয়েতে সালিসদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়া থাকে ও সালিসদিগের নিকটে বিশিষ্ট ও যথার্থরূপে তাহার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে ইহাতে যদি উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি সেই নিষ্পত্তি না মানে তবে এমতে তরফছানী অর্থাৎ পক্ষান্তর ব্যক্তির ক্ষমতা আছে যে সেই নিষ্পত্তি অর্থাৎ ফয়সলার তারিখহইতে ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে ঐ ফয়সলা জারীহও-

নের নিমিত্তে সরাসরীমতে আদালতে দরখাস্ত দেয় পরে আসামীর স্থানে জওয়াব তলব করিয়া যদি আদালতের সাহেবদিগের চিত্তে এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে উভয়ের স্বেচ্ছা ও সম্মতিক্রমে নির্দ্দিষ্ট করা সালিস কি আমীনদিগের বিচারে নিষ্পত্তি যথার্থরূপে হইয়াছে ও তাহাতে যদি এমত ত্রুটি না পাওয়া যায় যে যাহা আদালতের সাহেবের জ্ঞাতসারে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিস ও আমীনদিগের ফয়সলাতে পাওয়া গেলে সে ফয়সলা রদ হইতে পারে তবে আদালতের সাহেব লোকের কর্ত্তব্য যে সরাসরীমতে আদালতহইতে হওয়া ডিক্রীর ন্যায় সে ফয়সলা জারী করেন্ ও আদালতের সাহেব লোকেরা সালিস ও আমীনদিগকে তাহারদিগের ফয়সলা জারীকরণের সহায়তা ও সহকারিতার্থে আনান আবশ্যক বুঝিলে তাহারদিগকে তলব করেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি উভয়ের নির্দ্দিষ্টকরা সালিসদিগের বিচারের ফয়সলা জারী হইবার নিমিত্তে সেই ফয়সলার তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে সরাসরীমতে আদালতে দরখাস্ত না দিয়া থাকে তবে আদালতের সাহেব তাহার দরখাস্ত দেওনেতে বিলম্বহওনের কোন ওজর না শুনিয়া তাহাকে হুকুম দিবেন যে দাঁড়ামতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৩৮৭। নদীয়ার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহাকে সদর আদালত নীচের লিখিত উত্তর দিলেন। নদীয়ার পূর্ব্বকার জজ সাহেবের গত ২০ সেপ্টেম্বরের ২১৬ নম্বরী পত্র সদর আদালতের সাহেবেরা বিবেচনা করিয়া এই উত্তর দিতেছেন যে ঐ পত্রেতে যে ফয়সলার বিষয় লেখা আছে তাহা ১৮৪০ সালের ২৮ ডিসেম্বরে হইয়াছিল এবং ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারানুসারে মোকদ্দমাসম্পার্কীয় ব্যক্তিরা ঐ প্রকার ফয়সলা জারীকরণের নিমিত্ত যে ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে তাহা ১৮৪১ সালের ২৯ জুনের পূর্ব্বে অতীত হয় নাই। কিন্তু এই মোকদ্দমার দরখাস্তকারি ব্যক্তি যে শেষ দিন অর্থাৎ ২৮ জুনে দরখাস্ত করিতে পারিত তাহা এবং তাহার পর দিন অর্থাৎ ২৯ জুন পরবের দিন ছিল অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিতেছেন যে ঐ ২৯ জুনের পর যে প্রথম দিনে আদালতের কাছারী হয় সেই দিনে ঐ ব্যক্তি আপনার দরখাস্ত গুজরাইতে পারে। নদীয়ার জজ সাহেব যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া সদর আদালতের সাহেবেরা এই সাধারণ বিধান করিয়াছেন যে আইনমতে যদি কোন ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে আদালতে কোন প্রস্তাব করিতে হয় তবে ঐ মিয়াদের শেষ দিন রবিবার কি অন্য কোন পরবের দিন হইলে সেই ব্যক্তিকে ঐ মিয়াদের পর সেই প্রস্তাব করিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। ১৩৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮৮। যদি আদালতের সাহেবের অজ্ঞাতসারে উভয়ের নির্দ্দিষ্টকরা সালিসদিগের নিষ্পত্তিপত্র অর্থাৎ ফয়সলনামা আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রের মতে দাখিল হয় ও যদি এমত বুঝা যায় যে সে ফয়সলনামা আমলে আসিয়াছে ও তদনুসারে বিরোধীয় ভূমিতে ভোগদখল হইয়াছে তবে এমতে আদালতের সাহেব সে ফয়সলনামা আদালতহইতে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিসদিগের করা ফয়সলনামার ন্যায় মাতবর জানিবেন আর যদি ঐ ফয়সলনামার কিছুই আমলে না আসিয়া থাকে কি কেবল তাহার কিছু আমলে আসিয়া থাকে তবে আদালতের সাহেব লোক তাহা মাতবর জ্ঞান করিবেন না কিন্তু যদি মাতবর দলীলে অর্থাৎ দৃঢ় প্রমাণক্রমে সে ফয়সলনামা প্রামাণ্য ও সাব্যস্ত হয় ও এমত সুস্পষ্ট লেখা ও বুঝিবার সুগম হয় যে তাহা আমলে আনা অতিসহজ ও তাহা আমলে আনিতে যে বিলম্ব হইয়াছে তাহার মাতবর অর্থাৎ বিশিষ্ট হেতু ও কারণ

থাকে তবে এমতে মাতবর হইতেও পারিবেক ইতি।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৩৮৯। সদর আদালতের নিকটে এই বিষয়ের পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা হওয়াতে তাঁহারা উত্তর দিয়াছিলেন যে উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরা মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিলে সালিসেরদের ফয়সলা জারীকরণের বিষয়ে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণানুসারে জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করা গেলে ঐ প্রকরণেতে সরাসরী হুকুম জারী করণের বিষয়ে যে বিধি আছে সেই বিধির অনুসারে ঐ ফয়সলা লইতে ও জারী করিতে হইবেক। ১৮১৬ সালের ২৪ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৯০। সদর দেওয়ানী আদালত আরো জানাইতেছেন যে ঐ সরাসরী হুকুম হইলেও ১৮২৯ সালের ১০ আইনানুসারে বিষয়ের মূল্য হিসাব করিয়া তাহার জাবেতামত মোকদ্দমা জিলা বা শহরের আদালতে বা মফঃসল আপীল আদালতে হইতে পারে। কিন্তু ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধির স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে উভয় পক্ষের নির্দ্দিষ্টকরা সালিসেরদিগের ফয়সলনামা যখন জিলা বা শহরের আদালতের দ্বারা সরাসরীমতে মঞ্জুর এবং জারী হইয়াছে তখন ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের বিধির অনুসারে আদালতের নির্দ্দিষ্ট সালিসদিগের করা ফয়সলনামার ন্যায় মাতবর জ্ঞান করিতে হইবেক। অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ফয়সলা হইয়াছে সেই ব্যক্তি জাবেতামত মোকদ্দমা অথবা আপীল করিলে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ৯ ধারাতে যেমত বিশেষ রূপে লেখা আছে সেইমত যদি দুই জন মাতবর সাক্ষী যুকৃতিক্রমে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে সেই মোকদ্দমায় এমত প্রমাণ না দেয় যে সেই সালিস রেশ্বৎ লইয়াছে কিম্বা পক্ষপাত করিয়াছে তবে ঐ সালিসের কোন ফয়সলনামা রদ হইবেক না। ১৮১৬ সালের ২৪ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৯১। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ২ ও ৩ ধারাতে সালিসের একরারনামার বিষয়ে কিছু লেখা নাই অতএব ঐ প্রকার একরারনামা দস্তখৎ হয় নাই কেবল এইপ্রযুক্ত উক্ত ধারার বিধির অনুসারে উভয় পক্ষের নির্দ্দিষ্ট সালিসের মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতের সরাসরীমতে কার্য্য করিতে বাধা নাই। কিন্তু মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ হইয়াছিল ইহা যদি অপহ্নব না হয় তবে আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে সেই ফয়সলা সরাসরীমতে জারী করেন্ সুতরাং উক্ত ধারার মধ্যে যে সকল সাধারণ বিধি ও নিষেধ আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া জারী করিবেন। ১১৫৩ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

৩৯২। কিন্তু যদি ফরিয়াদী এই মত কহে যে সালিসেরদের ফয়সলা মানিতে আমি কখন স্বীকার করি নাই তবে সেই বিষয়ের সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিলে অনিষ্ট হইতে পারে। অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে এমত আপত্তি হইলে উভয় বিবাদিকে জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে হুকুম দেওয়া উচিত। ১১৫৩ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৩৯৩। ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের বিধি ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারী ইত্যাদির দাওয়ার বাবৎ মোকদ্দমাতে অর্শিবার হুকুম ১৮১৩ সালের ৬ আইনের দ্বারা দেওয়া গেল। অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ২ ধারানুসারে সেই প্রকার সকল মোকদ্দমার যে মুল্য হউক তাহা সালিসীতে অর্পণ হইতে পারে। ২৫৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

[এই অধ্যায়ের ৩৭৮ নম্বরী বিধি দেখ।]

৩৯৪। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জানাইলেন যে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধির অনুসারে সালিসের যে ফয়সলা হইয়াছিল তাহা সরাসরীমতে জারী করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত হওয়াতে আসামী এই ওজর করিল যে ঐ আইনের ঐ ধারাতে কেবল ভূমি ও ভূমির স্বত্বসম্পর্কীয় ফয়সলার বিষয় লেখে এবং কর্জ ও

বিবাদি হিসাব ও শরাকতীপ্রভৃতির ফয়সলা ঐ আইনক্রমে আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারে না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের হেতুবাদের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ আইন কেবল ভূমিবিষয়ক বিবাদ ও মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। ৪৭২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৯৫। যেহেতুক এমত অনুমান হইতেছে যে আদালতের সাহেবদিগের হুজুরহইতে কোন২ ডিক্রী জারী হইয়াছে সে সকল ডিক্রী ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারীর কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় অন্য প্রকার স্বত্বের বিবাদ বিরোধের নিষ্পত্তির নিমিত্তে আদালতের জ্ঞাতসার কিম্বা সম্মতিক্রমে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিসদিগের ফয়সলনামার দৃষ্টে হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে এই আইন জারী হইলে পর উপরের উক্ত বিষয়েতে আদালতহইতে হওয়া কোন ডিক্রী তাহাতে আর কিছু ত্রুটি না থাকিলে পূর্ব্বের চলিত আইনের মতে অসিদ্ধ না হওন কিম্বা সালিসের ফয়সলনামার দৃষ্টে হওনহেতুক রদ হইবেক না।—১৮১৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা।

৩৯৬। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণকরণ এবং ঐ সালিসের ফয়সলনামা জারীকরণ বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ৯ ধারা দেখ।

৩৯৭। সদর আদালতের সাহেবেরা অবগত হইয়াছেন যে কোন২ দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা বোধ করেন যে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার লিখিত মোকদ্দমাঘটিত দাওয়ার সংখ্যা বা মূল্য যদি ২০০৲ টাকার অধিক হয় তবে তাঁহারা ঐ আইনের ৩ ও ৪ ধারার মর্ম্মানুসারে তাহা এক জন সালিসকে অর্পণ করিতে পারেন্ না। তাহাতে সদর আদালত এই বিধান করিলেন যে ঐ ধারার এমত অভিপ্রায় নহে যেহেতুক ঐ আইনের ৪ ধারায় এমত হুকুম আছে যে আপনারদের মোকদ্দমা উভয় সম্মতিহওয়া এক সালিসকে অর্পণ করিতে উভয় পক্ষকে লওয়াইতে জজ সাহেব সর্ব্বদা চেষ্টা করেন্। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে দেওয়ানী মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরা সম্মত হইলে যে দাওয়ার সংখ্যা বা মূল্য ২০০৲ টাকার অধিক না হয় এবং যে মোকদ্দমার সংখ্যা বা মূল্য তদপেক্ষা অধিক হয় এই উভয় মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ আইনে এইমাত্র ইতর বিশেষ আছে যে ২০০৲ টাকার অধিক না হইলে জজ সাহেব কোন২ ব্যক্তিকে উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে ৩ ধারার লিখিত প্রকার কোন এক ব্যক্তিকে সালিসী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন্ কিন্তু ২০০৲ টাকার অধিক বিষয় হইলে উভয় বিবাদী আপনারাই সালিস নিযুক্ত করিবেক এবং সেই প্রকার মোকদ্দমায় সালিসকে মনোনীত করণ বিষয়ে জজ সাহেব স্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে হাত দিতে পারেন্ না। অতএব উত্তর কালে জজ সাহেব আইনের এই অর্থানুসারে কার্য্য করিবেন এবং আপন জিলার অধস্থ আদালতের বিচারকেরদের উপদেশের নিমিত্ত তাহা তাঁহারদিগকে জানাইবেন। ১৮৩৮ সালের ১২ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৪ ধারা।

রেজিষ্টরীকরণ।—যে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে হইবেক তাহা।

৩৯৮। সমস্ত দান বিক্রয়াদির কাগজপত্র রেজিষ্টরী করাইবার এতাবতা তাহার নকল রেজিষ্টরী সিরিশ্‌তায় দাখিল করাইয়া তথাকার নিদর্শন লিপি লইবার কারণ সকল জিলা ও শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঙ্গীর নগর ও শহর মুরশিদাবাদে এক২ সিরিশ্‌তা নির্দ্দিষ্ট করা যাইবেক। এবং সেই সিরিশ্‌তার ব্যাপারের ভারসকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর

সাহেবদিগের প্রতি রহিবেক অতএব রেজিষ্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সিরিশ্‌তার মোতালক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আপনং কর্ম্মস্থানের জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে নীচের লিখিত পাঠক্রমে সুকৃতি করেন্। সুকৃতির পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক জিলা কিম্বা শহরের মোতালক সমস্ত কাগজপত্রের রেজিষ্টরী ধর্ম্মতঃ ও প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব এবং ইহাতে এই আইনের অনুসারে ও পশ্চাৎ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে ছাপা ও জারীহওয়া কোন আইনের মতে আমার যে লাভপ্রসক্তি আছে ও হয় তদ্ভিন্ন লাভান্তর কোন প্রকারে এতদ্দ্বারাবলম্বনে গোপনে কিম্বা অগোপনে করিব না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ২ ধা।

৩৯৯। সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত হুকুম করিতেছেন যে রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা যে প্রকার দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণের হুকুম আছে তাহা আইনমতে জজ সাহেব নিজে রেজিষ্টরী করিতে পারেন্ না অতএব জজ সাহেবের প্রতি সেই দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে নিষেধ হইল।

সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ২ ধারানুসারে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণার্থ যে সিরিশ্‌তা নিরূপণ হইল তাহা জিলার সদর মোকামে থাকা উচিত। ১৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪০০। রেজিষ্টর সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে নীচের লিখিত বেওরাক্রমের সকল কাগজপত্রের রেজিষ্টরী করেন্।

সকল ভূমি এবং বাটীঘর ও অন্যং স্থাবর বস্তুর খরীদগী কোবালা ও হেবানামা অর্থাৎ বিক্রয়পত্র ও দানপত্র।

সকল ভূমি এবং বাটীঘর ও অন্যং স্থাবর বস্তুর বন্ধকপত্র ও তাহার উদ্ধারপত্র।

সকল ভূমি এবং বাটীঘর ও অন্যং স্থাবর বস্তুর পাট্টা ও অপর কালনিয়মী কটপত্র আর ঐ সকল মতের যে কোন কাগজের অনুসারে যত কালের জন্যে যে স্থাবর বস্তু একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় তাহা।

ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ উদ্দেশ দানপত্র।

কোন স্ত্রীর নামে তাহার স্বামী দত্তক পুত্র করিবার জন্য যে অনুমতিপত্র লিখিয়া দিয়া থাকে তাহা ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৩ ধা।

৪০১। সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের প্রতি বাকরগঞ্জের জজ সাহেব ১৮৪২ সালের ১১ জুলাই তারিখে যে পত্র লিখেন্ তাহার চুম্বক।

“২ দফা। রাম এই দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিয়াছে যে আমি গোপালকে এক বিক্রয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিলাম কিন্তু রেজিষ্টরী দফ্তরের কার্য্যকারক ঐ বিক্রয়পত্র এই ওজর করিয়া গ্রাহ্য করিলেন না যে ইহার পূর্ব্বে কোন এক ব্যক্তি সাক্ষিরদের দ্বারা দস্তখৎহওয়া রামের এক মোখ্তারনামা আনিয়া এবং ঐ সাক্ষিরদিগকে তাহার বিষয়ে শপথ করাইয়া সেই মোখ্তারনামার ক্ষমতাক্রমে অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের নামে লেখা রামের সেইরূপ এক বিক্রয়পত্র রেজিষ্টরী করিয়া লইয়াছে। তাহাতে রাম রেজিষ্টরী কর্ম্মকারকের নিকটে দরখাস্ত করিল যে ঐ বিক্রয়পত্র এবং মোখ্তারনামা উভয়ই জাল অতএব যাহাতে আমার ক্ষতি না হয় আপনি এমত উদ্যোগ করুন কিন্তু উক্ত কার্য্যকারক সাহেব কোন কারণ না দিয়া ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন। ঐ দরখাস্তের উপর যে হুকুম লেখা

গেল তাহাতে এমত কিছু নির্দ্দিষ্ট নাই যে ঐ দরখাস্তের তারিখের পরে মোখ্তারনামা প্রকৃত কি জাল এই বিষয়েতে কোন তজবীজ করা গিয়াছিল কি না। তাহাতে আমি বোধ করি যে যে মোখ্তারনামা ও বিক্রয়পত্র পূর্ব্বে রেজিস্টরী করা গিয়াছে সেই উভয়ের বিষয়ে যদি কিছু তজবীজ না করা গিয়া থাকে তবে যাথার্থ্য প্রতিপালনের নিমিত্তে রেজিস্টর সাহেবকে সেইমত তজবীজকরণের হুকুম দেওয়া উচিত এবং যদি ঐ উভয় পত্র বিশেষতঃ মোখ্তারনামা জাল হইয়াছে দৃষ্ট হয় তবে জালকরণের কি মিথ্যা শপথকরণের নিমিত্তে কি মাতবর কারণ হইলে উভয় দোষের নিমিত্তে অপরাধিদিগকে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দ করিতে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিতে রেজিস্টর সাহেবের উচিত।

"৩ দফা। কিন্তু দলীলদস্তাবেজের রেজিস্টরী দফ্তরের কার্য্যকারকের কোন কার্য্যেতে হাত দেওনের ক্ষমতা জজ সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে ইহা আমি কোন আইনেতে দেখি না বরং জজ সাহেবের প্রতি হুকুম আছে যে ঐ দফ্তরের কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম দেখিলে তাহা গবর্ণমেন্টে জানান্। অতএব ইহা নূতন বিষয়হওয়াতে আমি সদর আদালতের হুকুম পাইবার নিমিত্ত তাহার বিষয়ে দরখাস্তকরা স্থির করিলাম।

"৪ দফা। বোধ হয় যে অন্য এক বিষয়ে আপনারদের অভিমত স্পষ্ট করিয়া জানাইতে হইবেক। উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে যদি ঐ মোখ্তারনামা কি রেজিস্টরীহওয়া বিক্রয়পত্র জাল সাবুদ হয় তবে আমি বোধ করি যে রেজিস্টরী কার্য্যকারকের উচিত যে পূর্ব্বের রেজিস্টরী কাটিয়া ফেলেন্ এবং এক্ষণে রেজিস্টরীর নিমিত্ত যে বিক্রয়পত্র আনা গিয়াছিল তাহা রেজিস্টরী করেন্। এইমত হইলে কি অন্য কোন অবস্থায় রেজিস্টর সাহেব যদি কোন পত্র রেজিস্টরী করিতে কিম্বা রেজিস্টরী হইলে পর তাহা বাতিল করিতে অস্বীকার করেন্ তবে তাঁহাকে সেইরূপ কার্য্য করাইবার নিমিত্ত জজ সাহেব কোন আপীলের দরখাস্ত লইতে পারেন্ কি না।"

তাহাতে কলিকাতার সদর আদালত এই উত্তর করিলেন।

"রেজিস্টরী হইবার নিমিত্ত যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল হয় তাহা রেজিস্টর সাহেবের অবশ্য রেজিস্টরী করিতে হইবেক। এবং দুই বিক্রয়পত্রের মধ্যে কোন্ পত্র যথার্থ ও প্রকৃত এই বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে হইবেক এবং দেওয়ানী আদালত তাহার নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু রেজিস্টর সাহেবের উচিত যে ঐ দলীলদস্তাবেজ রেজিস্টরীকারি ব্যক্তি যদি আপনি হাজির হয় তবে সেই ব্যক্তি সেই কি না ইহা মনঃপ্রত্যয়রূপে অবগত হন্ কিন্তু যদি মোখ্তারের দ্বারা ঐ দলীলদস্তাবেজ রেজিস্টরীহওনের নিমিত্ত পাঠান যায় তবে মোখ্তারনামাতে রীতিমত সাক্ষিরদের দস্তখৎ আছে কি না এবং তাহা মাতবর কি না এই বিষয় নিশ্চয় করিতে হইবেক।" ১৩৫১ নম্বরী আইনের অর্থ।

পশ্চিম দেশের সদর আদালত তাহাতে সম্মত হইলেন।

৪০২। ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের জানুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ১৯ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ২৭ জীহিজ্জার পর রেজিস্টরী দফ্তরের মহাফেজ সাহেবের ইহাও উচিত যে বিলায়তনিবাসী কিম্বা এদেশীয় যে সকল লোকেরা নীলের কুঠীর কার্য্য করে তাহারদিগের ও প্রজাইত্যাদির সহিত নীলের সরবরাহের নিমিত্তে যে সকল করারদাদ হয় তাহাতে রেজিস্টরী করেন্ ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৪০৩। ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১ জানুআরি তারিখ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ১৯ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯

সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ২৭ জিহীজ্জার পর রেজিষ্টরী বহীর মহাফেজ সাহেবেরো উচিত যে তমঃসুকইত্যাদি দেনা ও পাওনার লিখনপত্রেতে ঐ তমঃসুকইত্যাদি লিখনপত্র যে ব্যক্তি লিখিয়া দিয়াছে তাহারি তরফহইতে রেজিষ্টরীর দরখাস্ত নিজে কিম্বা মোখ্তারকারের দ্বারা দাখিল হইলে রেজিষ্টরী করেন্ ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

৪০৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন্ যে মোকদ্দমার খরচা দেওন বিষয়ে যে জামিনী পত্র দেওয়া যায় তাহা ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৫ ধারানুসারে রেজিষ্টরী হইতে পারে। ১২৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪০৫। জানা কর্ত্তব্য যে রেজিষ্টরী দফ্তরের মহাফেজ সাহেবদিগকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ও ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের ও এই আইনের লিখিত দস্তাবেজভিন্ন অন্য কোন দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে অনুমতি নাহি ও ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে উত্তর কালে রেজিষ্টরী বহীসকল কেবল ইঙ্গরেজী কাগজেতে প্রস্তুত হইয়া জিল্দবন্দী হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৭ ধা।

৪০৬। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনে অথবা ১৮১২ সালের ২০ আইনে ইজারানামা রেজিষ্টরীকরণের হুকুম নাই অতএব ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৭ ধারাতে যে নিষেধ লেখা আছে সেই নিষেধানুসারে তাহা রেজিষ্টরী করা বেআইনী। ৮১২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৬ ধারা।

রেজিষ্টরীকরণ।—রেজিষ্টরীকরণের নিয়ম।

৪০৭। রেজিষ্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই কার্য্য করিবার জন্যে আপন২ দফ্তরখানায় রবিবার ও অন্য২ পর্ব্বের দিনছাড়া অপর সকল দিনেই সূর্য্যোদয়াস্ত কালের মধ্যে এতাবতা দিবাভাগে এক সময় অবধারিত করিয়া বৈঠক করেন্ ও যে সময়ে সেই বৈঠকের অবধারণ করেন্ তাহা সকলের জ্ঞাতসারের নিমিত্তে সেই সময়ের নিদর্শনে এক ইশ্তিহারনামা আপন দফ্তরখানায় সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্কাইয়া দেওয়ান্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১৩ ধা।

৪০৮। যে জিলা কিম্বা শহরের মধ্যে যে স্থাবর বস্তু থাকে তাহার কাগজপত্র সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের সিরিশ্তায় রেজিষ্টরী হইবেক। ইহাতে যদি কোন স্থাবর বস্তু দুই কিম্বা ততোধিক স্থানের দেওয়ানী আদালতের মোতালকে রহে তবে তাহার কাগজপত্র সেই২ স্থানের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের সিরিশতায় রেজিষ্টরী করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৭ ধা।

৪০৯। আলাহাবাদের এবং কলিকাতার সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৭ ধারা এবং ১৪ নম্বরী আইনের অর্থের অনুসারে যে জিলার মধ্যে ভূমি থাকে তাহাছাড়া অন্য জিলাতে তাহার দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিলে তাহা আইনসিদ্ধ জ্ঞান হইতে পারে না এবং ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৬ ধারাতে রেজিষ্টরীহওয়া দলীল দস্তাবেজ যেরূপ প্রামাণিকত্ব বিষয়ে অগ্রগণ্য হইবার হুকুম আছে সেইরূপে তাহা অগ্রগণ্য হইবেক না। ১০১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪১০। কর্ত্তব্য যে এক২ প্রকার কাগজ পৃথক২ এক২ রেজিষ্টরী বহীতে অর্থাৎ নকলওগয়রহ করা যায় ও সেই বহীর প্রতি সফায় পত্রাঙ্ক এতাবতা নম্বর দাগ হয় এবং যে জিলা কিম্বা শহরের এলাকার সে বহী তথাকার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে সেই বহীর প্রতি ওরকে দস্তখৎ করিয়া তাহার শেষ সফায় সকল সফার নম্বরের শুমার স্বহস্তে লিখেন এবং তাহার উপরেও আপন খেদমতের নিদর্শনে দস্তখৎ করেন এমতে নম্বর দাগ ও দস্তখৎ না হইলে রেজিষ্টরী কোন বহী মাতবর জ্ঞান হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

৪১১। কর্ত্তব্য যে রেজিষ্টরী যে যে বহীতে যে যে কাগজের নকলওগয়রহ লেখা যায় সেই২ বহীর নম্বর লেখা যায়। এবং যে সনের যে মাসের যে তারিখে যত বেলার সময় সেই কাগজের নকল বহীর যে স্থানে দাখিল হয় তাহার নিদর্শন সেই স্থানের পার্শ্বে রাখা যায় ও সে বহী সমস্তই দেওয়ানী আদালতের সিরিশ্‌তার সকল কাগজের শামিলে থাকিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

৪১২। যদি কোন ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৩ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের উক্ত প্রকারের কোন দস্তাবেজের নকল রেজিষ্টরী বহীতে দাখিল করিতে চাহে তবে সে ব্যক্তি আসল দস্তাবেজ তাহার বজিনিস নকল উভয়ের দস্তখতে কিম্বা তাহার এক জনের এতাবতা যে ব্যক্তি দস্তাবেজ লিখিয়া দিয়া থাকে তাহার কিম্বা যাহার নিমিত্তে দস্তাবেজ লেখা গিয়া থাকে তাহার দস্তখতে ও ঐ দস্তাবেজের সাক্ষিদিগের মধ্যে এক জনের কিম্বা ততোধিক জনের দস্তখতে নিজে কিম্বা আপন মোখ্তারকারের দ্বারা রেজিষ্টর সাহেবের দফ্তরখানাতে লইয়া যাইবেক ও রেজিষ্টর সাহেব আসল দস্তাবেজের মাতবরীর তথ্য ও তদন্তকরণের বিষয়ে যে২ নিয়ম নিরূপণ আছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া ও দরপেশকরা নকল আসল দস্তাবেজের সহিত মোকাবিলা করিয়া পরে অবিলম্বে ঐ নকলের পৃষ্ঠে তাহা দাখিলহওনের তারিখ ও বেলা রেজিষ্টরীর নিমিত্তে লিখিয়া নম্বর বিলিক্রমে সে নকল দফ্তরে দাখিল করিবেন ও রেজিষ্টরী বহীতেও তাহার নকল ঐ প্রকার বিলিমতে লিখিবেন ও তাহা লেখা যাইবার ও দৃষ্টিহওনের তারিখ ও বেলাও তাহাতে লিখিবেন ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৪১৩। উপরের নির্ণীত লেখাপড়াআদি সারা হইলে পর রেজিষ্টর সাহেব আসল দস্তাবেজের পৃষ্ঠে তাহাতে রেজিষ্টরীহওনের তারিখ ও বেলা রেজিষ্টরী বহীর যে সফাতে তাহার নকল হইয়া থাকে তাহার পত্রাঙ্কসুদ্ধা আপন দস্তখৎসহিতে লিখিয়া সেই আসল দস্তাবেজ যাহার হয় তাহাকে ফিরিয়া দিবেন ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৪১৪। যাহারা রেজিষ্টরী করাইতে চাহে তাহারদিগের দরপেশ করা নকলের পৃষ্ঠেতে যখন দস্তখৎ হয় যদি হইতে পারে তবে তখনি রেজিষ্টরী বহীতে ঐ দস্তাবেজের নকল হইবেক আর যদি তখন না হয় তবে কোন প্রকারে পর দিবসপর্য্যন্ত তাহার বিলম্ব হইবেক না ইতি। ১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

৪১৫। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইল যে ১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে যে দলীলদস্তাবেজের নকল রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্ত আনা যায় তাহা

ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক আছে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ নকল কেবল রিকার্ড হইবার নিমিত্ত আনা গিয়া থাকে অতএব তাহা শাদা কাগজে লিখিয়া আনিলে হয়। ১৮১৩ সালের ২২ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।

৪১৬। ময়মুনসিংহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে হেবানামা অর্থাৎ দানপত্র দাতার মরণের পর রেজিষ্টরী হইতে পারে না অতএব দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর সাহেব তাহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে ভালই করিয়াছেন। ১২১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪১৭। যে কেহ কোন কাগজপত্র করে তাহার উচিত যে আপনি কিম্বা আপন পক্ষে নিযুক্তকরা অন্য কাহাকেও সেই কাগজপত্রে যাহারা সাক্ষী হইয়া থাকে তাহারদিগের জনেক কিম্বা ততোধিক জন সমভিব্যাহারে রেজিষ্টরী দফ্তরখানায় হাজির হইয়া সেই কাগজপত্র যথার্থক্রমে লেখা গিয়াছে এমত প্রমাণ কথা রেজিষ্টর সাহেবের সাক্ষাৎ সুকৃতিপূর্ব্বক কহে তদনন্তর সেই রেজিষ্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কাগজপত্রের নকল যে বহীতে দাখিল করাইতে হয় তাহাতে তাহার আসলের মোতাবেক নকল করাইয়া তাহার উপর সেই কাগজের কর্ত্তা কিম্বা তাহার পক্ষে নিযুক্তকরা লোকের স্বাক্ষর দুই জন মাতবর লোকের সমক্ষে করাইয়া এবং সেই দুই জন সাক্ষির নাম তাহাতেও লেখাইয়া সেই নকল যে সনের যে মাসের যে তারিখের যত বেলার সময় বহীতে দাখিল হয় তাহার নিদর্শনে আপন দস্তখতী এক এত্তেলানামাসমেত সেই আসল কাগজ তাহার কর্ত্তা কিম্বা তাহার পক্ষের নিযুক্তকরা লোকের স্থানে দেন্ এবং যে বহীর যে সফায় সেই নকল দাখিল হয় তাহার নিদর্শন সেই এত্তেলানামাতেও থাকে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

৪১৮। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণের নিয়মের বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণেতে যে হুকুম আছে আপনারা তাহার কি অর্থ করেন্। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে আমারদের বোধে ঐ ধারার এই অর্থ হয় যে ঐ দলীলদস্তাবেজে যে ব্যক্তি দস্তখৎ করে সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার মোখ্তার ঐ দলীলে দস্তখৎ হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিবার নিমিত্ত রেজিষ্টরী দফ্তরে হাজির হইবেক এবং যে ব্যক্তিরদের সাক্ষাৎ তাহা সহী হইয়াছিল তাহার মধ্যে এক বা দুই জন হাজির হইয়া শপথপূর্ব্বক তাহাতে সহী হইবার প্রমাণ দিবেক। যে ব্যক্তি ঐ দলীলে দস্তখৎ করিয়াছিল সেই ব্যক্তি যদি স্বয়ং হাজির না হইয়া এক জন মোখ্তারকে মোখ্তারনামা দিয়া সেই দলীল স্বীকার করিবার নিমিত্ত রেজিষ্টরী দফ্তরে পাঠায় তবে ঐ মোখ্তারনামা সেই ব্যক্তির দ্বারা দেওয়া গিয়াছে ইহা শপথপূর্ব্বক দুই জন সাক্ষির দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবেক। কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন্ না যে ঐ দলীলদস্তাবেজের দস্তখৎ করণিয়া ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার মোখ্তারকে শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতে আইনের মধ্যে কোন হুকুম আছে। ২২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪১৯। উপরের ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখনানুসারে যে এত্তেলানামায় রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎ হয় সে এত্তেলানামাক্রমে সকল আদালতেই প্রমাণ জানা যাইবেক যে তাহার লিখিত কাগজ রেজিষ্টরী হইয়াছে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১০ ধা।

৪৬ ধারা।

রেজিষ্টরীকরণ।—রেজিষ্টরী বহী দেখন ও তাহাহইতে কোন কথার নকলকরণ।

৪২০। রেজিষ্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কেহ রেজিষ্টরী বহীর মধ্যের যে কাগজ দেখিতে চাহে তাহাকে তাহা দেখান্ এবং যে কেহ সে কাগজের এলাকা রাখে সে তাহার নকল লইতে চাহিলেও তাহাকে তাহা দেন্। ইহাতে যে আসল কাগজের মোতাবেক সে নকল হয় সেই আসল কাগজ হারাইলে কিম্বা নষ্ট হইলে অথবা উপস্থিত না থাকিলে সেই আসল কাগজের সাক্ষিরদিগের দ্বারা যদি এমত প্রমাণ হয় যে সেই আসল কাগজ যথার্থক্রমে লেখা গিয়াছিল তবে সেই নকল দৃষ্টে সকল আদালতেই সেই আসল কাগজের যাথার্থ্য প্রমাণ হইতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১১ ধা।

৪২১। রেজিষ্টর সাহেবের উচিত যে যে সকল দস্তাবেজের নকল রেজিষ্টরী বহীতে দাখিল হইয়া থাকে তাহার নকলের প্রয়োজন যাহার হয় তাহার দরখাস্তক্রমে তাহাকে নকল দেন্ আর যদি আসল দস্তাবেজ কোন প্রকারে হারায় কি নষ্ট হয় তবে যদি আসল দস্তাবেজের লিখিত সাক্ষিরা সত্যাসত্য ঐ দস্তাবেজ লেখা গিয়াছিল হলফ করিয়া ইহা কহে তবে অবশ্যই ঐ নকল আসল দস্তাবেজের ন্যায় আদালতের কাছারীতে গ্রাহ্য হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

৪২২। উপরের নিরূপিত কর্ম্মাদি করা হইলে পর রেজিষ্টর সাহেব আসল দস্তাবেজের পৃষ্ঠে তাহা রেজিষ্টরীহওনের তারিখ ও বেলা ও রেজিষ্টরী বহীর যে সফাতে তাহার নকল লেখা গিয়া থাকে তাহার পত্রাঙ্ক আপন দস্তখৎসহিতে লিখিয়া সে আসল দস্তাবেজ যাহার হয় তাহাকে ফিরিয়া দিবেন ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

৪৭ ধারা।

রেজিষ্টরীকরণ।—রিকার্ডকরণের নিয়ম।

৪২৩। যে কালে কাহাকেও এমত সন্দেহের নিমিত্ত যে যে কাগজের নকল রেজিষ্টরী বহীতে দাখিল হইয়া থাকে সে বহী কিম্বা এই আইনের অনুসারে যে এত্তেলানামা দেওয়া গিয়া থাকে তাহার কিছু সেই ব্যক্তি কৃত্রিম অথবা ফেরফার করিয়াছে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দকরণ কর্ত্তব্য হয় সে কালে তথাকার রেজিষ্টর সাহেবের উচিত যে তদর্থে সরকারের তরফে তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করেন্ এবং শরার মতে তাহার অপরাধ প্রমাণ করাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা পান্ আর সে বিষয়ে তাহার উপর কেতাবুল্লার যে হুকুম হয় তাহাও জারী করাইতে যথোচিত উদ্যোগী হন্।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১২ ধা।

৪২৪। রেজিষ্টর সাহেব লোকের ইহাও উচিত যে ইঙ্গরেজী প্রতিবৎসর গত হইলে পর গত বৎসরের বাবৎ রেজিষ্টরী বহীসকলের মজমুনের ফিরিস্তি যত শীঘ্র হইতে পারে প্রস্তুত করেন্ ইতি।—১৮১২ সা ২০ আ। ৯ ধা।

৪২৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮১২ সালের ২০ আইনের ১০ ধারানুসারে যে ব্যক্তিরা দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করাইবার নিমিত্ত রেজিষ্টরী দফ্তরে হাজির হয় তাহারদের মোখ্তারনামা ঐ আইনের ৭ ধারামতে স্বতন্ত্র এক বহীতে লিখিতে হইবেক। ৭৩২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮ ধারা।

রেজিষ্টরীকরণ। দস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণেতে যেরূপ বলবৎ হইবেক তাহা।

৪২৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরি তারিখের পূর্ব্বে উপরের ধারার লিখিত যে সকল কাজগপত্র হইয়াছে কিম্বা হইবেক তাহাতে সকলেই ক্ষমতা রাখিবেক যে চাহে সে সকল কাগজ রেজিষ্টরী করায় অথবা না করায় ও তাহা না করাইলেও সে সকল কাগজের অনুসারে যাহার যে স্বত্ব থাকে তাহা লোপ না হইয়া সাব্যস্ত ও বরকরার থাকিবেক যেমত এই আইন নির্দ্দিষ্ট না হইলে থাকিত ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৪ ধা।

৪২৭। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরি তারিখের পূর্ব্বে কিম্বা পরে ৩ তৃতীয় ধারার ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের লিখিত যে সকল কাগজপত্র হইয়াছে কিম্বা হইবেক তাহাতে সকলেই সাধ্য রাখিবেক যে সে সকল কাগজ বাসনা হয় রেজিষ্টরী করায় না হয় না করায় ও তাহা না করাইলেও সে সকল কাগজের অনুসারে যাহার যে স্বত্ব থাকে তাহা নষ্ট না হইয়া সাব্যস্ত ও বরকরার রহিবেক যেমত এই আইন নির্দ্দিষ্ট না হইলে রহিত ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৫ ধা।

৪২৮। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরি ও তাহার পরে ৩ তৃতীয় ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত সকল কাগজপত্রের যাহা এই আইনের অনুসারে রেজিষ্টরী হইবেক সে কাগজ রেজিষ্টরী হইবার বিশ্বাস অর্থাৎ মাতবরী যদি আদালতে প্রমাণ হয় তবে সে কাগজের লিখিত স্থাবর বস্তুর নিদর্শনে সেমত অন্য যে কাগজ উপরের লিখিত তারিখ ১ পহিলা জানুআরির পর হইয়া তাহা রেজিষ্টরী না হয় সে কাগজ অসাব্যস্ত ও বাতিল হইবেক যদ্যপি সেই না রেজিষ্টরী হওয়া কাগজ সেই রেজিষ্টরী হওয়া কাগজের তারিখের পূর্ব্বে কি পরেই বা লেখা যায়।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

৪২৯। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরি ও তাহার পরে ৩ তৃতীয় ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের লিখিত বন্ধকী খতের যাহা এই আইনের অনুসারে রেজিষ্টরী হইবেক সে কাগজ রেজিষ্টরীহওনের মাতবরী যদি আদালতে প্রমাণ হয় তবে সেই কাগজের লিখিত স্থাবর বস্তুর নিদর্শনে সেমত অন্য যে কাগজ উপরের লিখিত তারিখ ১ পহিলা জানুআরির পর হইয়া তাহা রেজিষ্টরী না হয় সে কাগজের অনুসারে টাকা শোধ না পড়িয়া অগ্রে সেই রেজিষ্টরীহওয়া কাগজের লিখিত টাকা পরিশোধ হইবেক যদিস্যাৎ সেই রেজিষ্টরীহওয়া কাগজ সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগজের পূর্ব্বে কি পরেই বা লেখা যায়।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

৪৩০। উপরের দুই প্রকরণের লিখিত হুকুমের মর্ম্ম এই যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরির পর যে কালে কেহ কোন স্থাবর বস্তু মূল্য দিয়া লয় অর্থাৎ খরীদ করে কিম্বা দানে পায় অথবা বন্ধক লয় তাহার

প্রতি সে বস্তু তাহার পূর্ব্বে বিক্রয় কিম্বা দান অথবা বন্ধকের দ্বারা অন্যের হস্তে গিয়া থাকিলেও তন্নিমিত্তে কিছু আঘাত ও দাগা হইতে পারিবেক না। আর এ প্রকরণের মর্ম্ম এই যে যে ব্যক্তি কোন স্থাবর বস্তুর পূর্ব্বে একের হস্তে বিক্রয় কিম্বা দান অথবা বন্ধকের দ্বারা গিয়াছে এমত জানিয়া পশ্চাৎ সে বস্তু-কে ঐ সকল মতের কোন মতে স্বহস্তবশ করে সে ব্যক্তির প্রতিও আঘাত ও দাগাহওন জ্ঞান হইবেক না জানিবেক যে ঐ ১ পহিলা জানুআরি তারিখের পর যে সময়ে কোন লোকে স্থাবর বস্তুর যাহা বিক্রয় কিম্বা দান অথবা বন্ধকের দ্বারা পাইয়া তাহার বিক্রয়পত্র কিম্বা দানপত্র অথবা বন্ধকী খত রেজিষ্টরী না করাইয়া থাকে ইহা জ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ যদি সে বস্তু অন্য ব্যক্তিতে খরীদ করিয়া কিম্বা দানে পাইয়া অথবা বন্ধক লইয়া তাহার খরীদগী কোবালা কিম্বা দানপত্র অথবা বন্ধকী খত রেজিষ্টরী করায় তথাচ সে কাগজ রেজিষ্টরী করা-ইবার মাতবরীতে তাহার পূর্ব্বে সে বস্তু ঐ সকল মতের যে কোন মতে যে লো-কের হস্তে গিয়া থাকে তাহাতে তাহার যে স্বত্ব থাকে তাহা সেই লোকের পা-ওয়া কাগজ রেজিষ্টরী না হইয়া থাকিবার জন্য লোপ না হইয়া সেই রেজিষ্ট-রীহওয়া কাগজের অনুসারে যে ব্যক্তির যে প্রাপ্তব্য হয় সে ব্যক্তি তাহা পাই-বার অগ্রে সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগজের ক্রমে যে লোকের যে প্রাপ্তব্য হয় সে লোক তাহা পাইবেক যদি আদালতে সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগ-জের মতে সেই বস্তু সেই লোকের হস্তে যাওয়া প্রমাণ হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

৪৩১। ঐ সকল করারদাদকরনিয়া ব্যক্তিরা তাহার রেজিষ্টরী করাইবার এবং না করাইবার ক্ষমতা রাখে কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের জানুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পর নীলের সরবরাহের বাবৎ যে কোন করার-দাদ হইয়া এই আইনের দাঁড়ানুসারে তাহার রেজিষ্টরী হয় ইহাতে যদি সেই ভূমির উৎপন্নহওয়া নীলের সরবরাহের অর্থে আর কোন করারদাদ হইয়া থাকে কিম্বা হয় ও তাহার রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে এমতে উপরের উক্ত করারদাদের মাতবরী প্রমাণ হইলে তাহার পূর্ব্বের কি পরের লেখা আর সমস্ত করারদাদঅপেক্ষা ঐ উপরের উক্ত করারদাদের মাতবরী হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৪৯ ধারা।

রেজিষ্টরীকরণ। ফীস অর্থাৎ রসুম।

৪৩২। রেজিষ্টর সাহেবেরা রেজিষ্টরী বহীতে যে সকল কাগজপত্রের নকল দাখিল হইবেক তাহার একং কাগজের রসুম ২ দুই টাকা করিয়া সেইং কাগজের কর্ত্তার স্থানে এবং সেই বহীহইতে যে যে কাগজের নকল যে যে ব্যক্তিকে দিতে হইবেক তাহার একং কাগজের রসুম ১ এক টাকা করিয়া সেইং ব্যক্তির স্থানে ও সেই বহীর যে যে কাগজ যে যে লোককে দেখাইতে হইবেক তাহার একং কাগজের রসুম ॥০ আট আনা করিয়া সেইং লোকের স্থানে পাইবেন ইহাতে সেই সকল কাগজের কর্ত্তাপ্রভৃতির কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের যে কেহ যে কাগজ রেজিষ্টরী করায় কিম্বা নকল লয় অথবা দেখে সে তাহার রসুম ঐ নিরূপিত হারে দেয় ইহার অধিক না দেয়। রেজিষ্টর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যাবৎ ঐ নিরূপিত রসুম না

পান তাবৎ আপনার প্রতি অর্পিত এই ভারের কার্য্য করিতে মনোযোগী না হন্। আর যে রসুম পান্ তাহাহইতে কাগজপত্রের নকল রেজিষ্টরী বহীতে করাণওগয়রহের জন্যে এদেশি লোককে আমলা নিযুক্ত এবং ঐ রেজিষ্টরী দফ্তরের সরঞ্জামী কলম কাগজ কালিইত্যাদির সরবরাহ করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১৪ ধা।

৪৩৩। যে কোন নিদর্শনেতে রেজিষ্টরী হয় যে ব্যক্তি তাহা রেজিষ্টরী করাইতে লইয়া আইসে সে ব্যক্তি তাহার প্রত্যেক নিদর্শনেতে ২ দুই টাকা করিয়া রেজিষ্টর সাহেবকে দিবেক ইহার অধিক নহে ও যেং দস্তাবেজেতে রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহার নকল লইবার দরখাস্ত দাখিল হইলে দরখাস্ত-দেওনিয়া ঐ সাহেবকে প্রতিনকলেতে ১ এক টাকা করিয়া রসুম দিবেক ইহার অধিক নহে ও যে ব্যক্তি রেজিষ্টরী বহী দেখিবেক সে ব্যক্তি ॥০ আট আনা রসুম ঐ সাহেবকে দিবেক ইহার অধিক নহে ও ঐ রসুম না দিলে রেজিষ্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে রেজিষ্টরী ইত্যাদি না করেন্ ও জানা কর্ত্তব্য যে নকল লিখিবার ও রেজিষ্টরী বহী লিখিবার নিমিত্তে যে সকল মুহুরীর নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের মেহনতানা অর্থাৎ শ্রমের বেতন ও কাগজের মূল্য ঐ রসু-মের টাকাহইতে রেজিষ্টর সাহেব দিবেন ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৪ ধা।

৫০ ধারা।

রেজিষ্টরীকরণ। নায়েব নিযুক্তকরণ।

৪৩৪। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের দ্বারা সকল জিলা ও শহরেতে নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরীকরণের যে পদ স্থির করা গিয়াছে এবং ১৭৯৫ সালের ২৮ আইনের দ্বারা বারাণস দেশে এবং ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩২ ধারাক্রমে জিলা কটকেতে স্থির করা গি-য়াছে এবং ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের দ্বারা দত্ত দেশসকলের নিমিত্তে পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে এবং ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারার ১ প্রকরণের দ্বারা জয়করা দেশের ও জিলা বুন্দেলখণ্ডের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ পদের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে জিলা কি শহরের আদালতের স্থানেতে নির্ব্বাহ করা যাইবেক এবং উপরের উক্ত ঐ২ আইনেতে যেমত হুকুম আছে ঐ মত জিলা কিম্বা শহরের আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা কিম্বা যে-খানে একহইতে অধিক রেজিষ্টর সাহেব থাকেন্ সেইখানে যে রেজিষ্টর সা-হেব জিলা কি শহরের আদালতেতে রেজিষ্টরী কার্য্য করেন্ তিনি যত দিন ঐ স্থানেতে থাকেন তত দিন তাঁহার দ্বারা ঐ কর্ম্মের নির্ব্বাহ হইবেক এবং চলিত আইনেতে যেমত হুকুম পূর্ব্বে করা গিয়াছে সেইমত যত দিন ঐ রে-জিষ্টর সাহেব ঐ স্থানে থাকেন তত দিন পীড়া কি অন্য কোন কারণেতে বাধা না হইলে আপনার প্রতি অর্পণহওয়া ঐ পদের কর্ম্ম স্বয়ং নির্ব্বাহ করিবেন ও পীড়িত হইলে কিম্বা আর কোন কারণে তথাহইতে অল্প দিনের নিমিত্তে স্থানান্তর হইতে হইলে যে জিলা কি শহরের আদালতে ঐ সাহেব নিযুক্ত থা-কেন্ সেই জিলা কি শহরের আদালতের জজ সাহেবের সম্মতি লইয়া ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণার্থে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ-করণের ক্ষমতাপন্ন কোন সাহেবকে আপন কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে আপ-

নার নায়েবীতে পূর্ব্বমতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ও নিদর্শনপত্রাদি কাগজ পত্রের রেজিষ্টরীর নিমিত্তে যে দিব্য নিরূপিত আছে সেই দিব্য করিয়া ঐ নায়েব সাহেব রেজিষ্টর সাহেবের কর্ত্তব্য সকল কর্ম্ম করিতে পারেন্ ইতি। —১৮২৪ সা। ৪ আ। ২ ধা।

৪৩৫। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে জিলার দেওয়ানী আদালতের একটিং দ্বিতীয় রেজিষ্টর শ্রীযুত জাকসন সাহেব যদি কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত জিলার কালেক্টরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন্ তবে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে পারেন্ কি না অথবা দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণের কার্য্যে তাঁহাকে ১৮২৪ সালের ৪ আইনের বিধির অনুসারে পুনর্ব্বার নিযুক্তকরণের আবশ্যক আছে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ সাহেব দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরীকরণের কার্য্যে নিযুক্তই আছেন অতএব কিছু কালের নিমিত্ত কালেক্টরী কার্য্যের ভার পাইলে উক্ত আইনানুসারে রেজিষ্টরী কার্য্যে তাঁহাকে পুনরায় নিযুক্তকরণের আবশ্যক নাই। ৩৬৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৪৩৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের অবর্ত্তমানে তাঁহার এওজে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলে যদি ঐ রেজিষ্টর জিলা ও শহরের আদালতের রেজিষ্টর সাহেব না হন তবে তিনি রেজিষ্টরীর রসুম পাইবেন। ৭৪৩ নম্বরী অইনের অর্থ।

৪৩৭। কোন জিলা কি শহরের রেজিষ্টর সাহেব উপরের ধারানুসারে নায়েব নিযুক্ত না করিয়া আপন পদসম্পর্কীয় কর্ম্মস্থানহইতে যদি অন্যত্র যান্ তবে ঐ স্থানের জজ সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মক্ষম ও চিহ্নিত চাকর কোন সাহেবকে নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরীকরণের ভারাক্রান্ত রেজিষ্টর সাহেবের নায়েবীতে নিযুক্ত করিতে এই ধারার লিখনদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন ও ঐ প্রকারে নিযুক্ত ঐ নায়েব সাহেব নিরূপিত দিব্য করিয়া ঐ পদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৩ ধা।

৪৩৮। রেজিষ্টর সাহেবের পদ খালীহওনপ্রযুক্ত যে কোন সময়ে উপরের ধারার লিখনানুসারে নায়েব নিযুক্ত না হইতে পারে সে সময়ে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর কোন সাহেবকে নিযুক্ত করেন্ ইতি।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৪ ধা।

৪৩৯। এই আইনের ৩ ও ৪ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে জজ সাহেব নিদর্শনপত্রাদি রেজিষ্টরীকরণের পদ বিশ্বাস করিয়া দিতে পারেন্ কোম্পানি বাহাদুরের এমত কোন চিহ্নিত চাকর ঐ স্থানেতে না থাকিলে জজ সাহেব ঐ পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ আপনি করিতে ক্ষমতা ও অনুমতিপ্রাপ্ত হইলেন ইতি। —১৮২৪ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

৪৪০। নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরী জিলা কি শহরের জজ সাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব অনুপস্থিত থাকিলে জজ সাহেবের সম্মতিতে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর অন্য যে কোন সাহেব নিরূপিত মতে করিয়া থাকেন ঐ রেজিষ্টরী জিলা কি শহরের আদালতের রেজিষ্টর সাহেব করিলে যেমন প্রবল হইত সেই মত প্রবল এই ধারার লিখিত হুকুম মতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

৪৪১। এই আইনের ২ কি ৩ কি ৪ ধারানুসারে যে নায়েব রেজিষ্টর কি তৎকর্ম্মকারি রেজিষ্টর সাহেব নিযুক্ত হন্ তিনি যে সময়েতে সেই কর্ম্ম করেন্ সেই সময়ে আইনের নিরূপিত ফিস পাইবেন কিন্তু এ আইনের ৫ ধা-

রানুসারে যখন জজ সাহেব ঐ কর্ম্ম করেন তখন ঐ ফিসহইতে ঐ কর্ম্মের আমলার খরচ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সরকারে জমা করা যাইবেক ইতি। —১৮২৪ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

৪৪২। জিলা আদালতের প্রধান আসিষ্টান্ট দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরীকরণের রসুমের দাওয়া করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ইহার পূর্ব্বে যে ব্যক্তিরা প্রধান আসিষ্টান্ট নামে বিখ্যাত ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা তাঁহারদের তুল্য পদে আছেন। অতএব ঐ প্রধান আসিষ্টান্টেরা রেজিষ্টরীকরণের নিমিত্ত যে রসুম পাইতেন সেই রসুম ঐ জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা অবশ্য পাইতে পারেন্। ১৮৩৭ সালের ২৪ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।

৫১ ধারা।

রেজিষ্টরীকরণ। রেজিষ্টরী বিষয়ে কর্ত্তৃত্বকরণ।

৪৪৩। রেজিষ্টরী দফ্তরের মহাফেজ লোক আপন২ ভারের কর্ম্মকরণেতে ক্রটি না করেন্ এ নিমিত্তে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের উচিত যে রেজিষ্টরীহওনের তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে এই আইনানুসারে দস্তাবেজ সকলের যে২ নকল দফ্তরে রাখিবার হয় তাহার পৃষ্ঠে ও রেজিষ্টরী বহীতে যে২ নকল হইয়া থাকে তাহার উপর রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতের উপরন্ত আপন দস্তখৎ করেন আর যদি জজ সাহেব সেখানে না থাকনপ্রযুক্ত ইহা হইতে না পারে তবে ঐ সাহেব ফিরিয়া আইলে পর এক মাসের মধ্যে উপরের নির্ণীতানুসারে আপন দস্তখৎ করিবেন ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৬ ধা। ২প্র।

৪৪৪। জজ সাহেব যখন দস্তাবেজের নকলে ও ঐ সকল রেজিষ্টরী বহীতে আপন দস্তখৎ করেন্ তখন তাঁহার উচিত যে যদি রেজিষ্টরী দফ্তরের মহাফেজ সাহেব আপন ভারের যে২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহাকরণেতে ক্রটি করিয়া থাকেন্ কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব আইনের নির্ণীতমতে কার্য্য না করিয়া থাকেন্ তবে ইহার সম্বাদ কৌন্সেলের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের জ্ঞাতহওনার্থে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

৪৪৫। শ্রীযুত বৈস প্রসীডেন্ট সাহেবের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে সদর আদালত জানাইতেছেন যে যে গতিকে কিছু কালের নিমিত্ত রেজিষ্টরীকরণের পদ শূন্য হয় কেবল সেই গতিকে ১৮২৪ সালের ৪ আইনের ৪ ধারা খাটে এবং বর্ত্তমান রীত্যনুসারে সাধারণ এই নিয়ম করিতে হইবেক যে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরীকরণের ভার সদর মোকামের প্রধান আসিষ্টান্ট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে হয়। ১৮৩১ সালের ১৩ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

৪৪৬। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদিগকে হুকুম করা গেল যে তাঁহারদের আদালতের রেজিষ্টরী বহী এবং রিকার্ড হইবার নিমিত্ত যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল হইয়াছে তাহার নকল রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবেরদের ছয়২ মাসীয় পরিভ্রমণ সময়ে ঐ সাহেবকে দেখান্। অতএব সদর দেওয়ানী আদালত রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি হুকুম করিতেছেন যে সেই বহী ও কাগজপত্র তাঁহার নিকটে দাখিল হইলে তিনি তাহার তদারক করেন এবং ১৮১২ সালের ২০ আইনের বিধিতে যে নিয়মে রেজিষ্টরীকরণের এবং জজ সাহেবের দস্তখৎকরণের হুকুম আছে সেই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম দেখিলে সদর আদালতে তাহা জানান্। ১৮৩১ সালের ২৫ মার্চের সরকুলর অর্ডর।

৪৪৭। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে কোন২ জিলায় অদ্যাপি এমত ব্যবহার

আছে যে রেজিষ্টরী করণার্থ যে ব্যক্তিরা দলীলদস্তাবেজ আনে তাহারদিগকে ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৯ ধারার বিধান মতে রেজিষ্টরী বহীতে ঐ দস্তাবেজের যে নকল হয় তাহাতে ঐ ব্যক্তিরদের দস্তখৎ করিতে হুকুম দেওয়া যায়। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার দ্বারা উক্ত আইনের ৯ ধারা রদ হইয়াছে অতএব যদি সেইরূপ ব্যবহার কোন জিলাতে থাকে তাহা রহিত করিতে হইবেক। ১৮৩৬ সালের ২ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

৪৪৮। দস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ৪ আইনের লিখিত হুকুম মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শর-রের জজ সাহেব উচিত বুঝিলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি পাইয়া দস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণের ভার সদর মো-কামনিবাসি প্রধান সদর আমীনের হাতে দিতে পারিবেন এবং ঐ কার্য্যনির্ব্বা হের অর্থে যে সকল হুকুম এক্ষণে চলন আছে তাহা ঐ প্রধান সদর আমীনের উপর খাটিবেক ও ঐ প্রধান সদর আমীন যত কাল ঐ কর্ম্ম করিতে থাকেন তত কাল ঐ কার্য্য নির্ব্বাহের অর্থে যত রসুম আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা পাই-বেন ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৪ ধা।

৫২ ধারা।

রেজিষ্টরীকরণ। দেওয়ানী মোকামে রেজিষ্টরী দফ্তর স্থাপনকরণ।

৪৪৯। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের যে ২ দ্বিতীয় এবং ১৪ ধারা ১৭৯৫ সালের ২৮ আইনের দ্বারা বিস্তার করা গিয়াছিল তাহা এবং ১৮০৩ সালের ১৭ আইন এবং ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারা এবং ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩২ ধারা এবং ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৪ ধারা এবং ৬ ধারার ২। ৩ প্রকরণ এবং ১৮২৪ সালের ৪ আইনের ২ ধারা মতান্তর হইল ইতি।—১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ১ ধা।

৪৫০। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ২ ধারা যে পদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহার অতিরিক্ত জজইত্যাদির কোন সদর মোকামে নিদর্শনপ-ত্রাদির রেজিষ্টরীর নিমিত্তে পদ স্থাপন হইতে পারে এবং ঐ২ মোকামবাসি যে কোন কার্য্যকারককে গবর্ণমেণ্ট ঐ পদের নিমিত্তে নিযুক্ত করেন তাঁহার হস্তে ঐ পদের কর্তৃত্ব কর্ম্ম গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে অর্পণ হইতে পারে ইতি। —১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ২ ধা।

৪৫১। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে জিলা বা শহরের আদাল-তের মোকামে স্থাপিত কোন পদে নিদর্শনপত্রাদি রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত যে রসুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৪ ধারায় নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছে এই আইনের দ্বারা হুকুমহওয়া কোন রেজিষ্টরীর পদে কোন নিদর্শন-পত্রাদির রেজিষ্টরী করিতে হইলে সেই রসুম লাগিবেক ইতি।—১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ৩ ধা।

৪৫২। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৬ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ এই আইনানুসারে নিদর্শনপত্রাদির রে-

জিষ্টরী করিবার নিমিত্তে যে পদ স্থাপিত হয় এবং যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয় তাহার উপর খাটিবেক না ইতি।—১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ৪ ধা।

৪৫৩। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তিরা ইউরোপীয় ভাষার লিখিত কোন নিদর্শনপত্রাদি বাঙ্গলা দেশের রাজধানীর অধীন প্রদেশের কোন রেজিষ্টরীর পদে রেজিষ্টরী করিতে বাঞ্ছা করে সেই ব্যক্তিরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৪ ধারার নিরূপিত রসুমের অতিরিক্ত ঐ নিদর্শনপত্রাদি নকলকরণের নিমিত্তে সেকসন অর্থাৎ চুক্তিরূপে নকলকরণের যে হার নিরূপিত আছে তদনুসারে তাহা নকলকরণের খরচ দিবেক ইতি।—১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ৫ ধা।

৪৫৪। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে নিদর্শন পত্রাদির রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি মরিলে অথবা ছুটী লইয়া বিদায় হইলে জিলার জজ সাহেব অথবা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বিশেষরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারক অন্য যে কোন ব্যক্তিকে উচিত বোধ করেন তাহাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে ঐ পদের ভার গ্রহণ করিতে এবং ঐ ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে ঐ পদে নিযুক্ত হইলে যেমত হইত সেইমত তাহাকে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করিতে হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।—১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ৬ ধা।

পঞ্চম অধ্যায়।

আপীল।

১ ধারা।

মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের ডিক্রীর উপর সরাসরী আপীল।

১। সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন্ যে যে গতিকে মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া তাহা বিলম্ব কিম্বা বেদাঁড়া অথবা অন্য কসুরপ্রযুক্ত নামঞ্জুর হইয়াছে কেবল এইমত গতিকে তাহার ডিক্রীর উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে। ৮০৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১ অক্টোবর তারিখঅবধি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তাঁহারা যে স্থলে তাঁহারদের তাবেমুনসেফেরা জাবেতামত তাহারদের শুনিবার যোগ্য মোকদ্দমাগ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিয়া থাকে অথবা সেইমত কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্যকরণের পর ঐ মোকদ্দমার কিম্বা রীতিমতে তাহারদিগকে অর্পিত মোকদ্দমার যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিবেচনা না করিয়া বিলম্ব কি বেদাঁড়া অথবা অন্য কোন ত্রুটিহওন প্রযুক্ত তাহা ডিস্‌মিস করিয়া থাকেন্ মুনসেফের এইমত করা হুকুম অথবা ডিক্রীর উপর সরাসরী আপীল গ্রাহ্য করেন্ ইতি।—১৮৩৮ সা। ২২ আ। ১ ধা।

৩। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের মধ্যের ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১ প্রকরণে এবং ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারায় ও ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৭ ধারায় যে২ বিধি আছে তাহা এই আইনের ক্ষমতাক্রমে প্রস্তাবহওয়া সরাসরী আপীলের বিষয়ে চলন হইবেক ইতি।—১৮৩৮ সা। ২২ আ। ২ ধা।

৪। ঐ মত যদি জিলা ও শহরের রেজিষ্টর সাহেবেরা কি সদর আমীনেরা তাঁহারদিগকে দাঁড়ামতে যে কোন মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইয়া থাকে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টহইতে কসুরহওনপ্রযুক্ত মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের বিচার করণবিনা তাহা ডিস্‌মিস্ করেন্ তবে তাহাতে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে রেজিষ্টর সাহেবদিগের কি সদর আমীনদিগের করা নিষ্পত্তি কি দেওয়া হুকুমের উপর সরাসরী আপীল মঞ্জুর করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

৫। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত হুকুমসকল এবং ঐ২ হুকুম শুধরিবাতে খাস আপীল ও সরাসরী আপীল গ্রহণ করিবার ও শুনিবার বিষয়ে যে২ হুকুম হইয়াছে ঐ২ হুকুম এবং ফয়সলা পুনর্দ্দৃষ্টি করিবার বিষয়ি উপরের লিখিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের

২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিকরা প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও আপীলের উপর খাটিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৯ ধা। ১ প্র।

৬। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণানুসারে যদি মোকদ্দমা ননসুট হয় এবং যদি ফরিয়াদী এমত প্রমাণ দিতে পারে যে আমি সম্পত্তির যে মূল্য ধরিয়াছিলাম তাহা কম ছিল না অতএব সদর আমীন বা প্রধান সদর আমীন যে হুকুম করিলেন তাহা অসঙ্গত তবে ঐ ননসুটহওয়া মোকদ্দমার সরাসরী আপীল হইতে পারে। ৮৭২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭। যদ্যপি মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া কেবল কসুরপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া থাকে তবে যে বিচারকের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে তিনি আপনার ডিক্রীর মধ্যে "ননসুট" এই কথা যদ্যপি না লেখেন্ তবে সেই কথা না লিখনেতে ফরিয়াদীর সরাসরীমত আপীলকরণের নিবারণ হইবেক না। ৮৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮। উপরের প্রকরণের বিবরণ করিয়া লেখা সমস্ত প্রকারেতে সরাসরী আপীলের দরখাস্ত জাবেতামতে আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইবার বিষয়ে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক ও এমত সরাসরী আপীলের দরখাস্তের বিষয়ে নীচের প্রকরণের লিখিত কথা খাটিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

[মুনসেফ ও সদর আমীন এবং প্রধান সদর আমীনেরদের হুকুমের উপর জাবেতামত আপীলকরণের মিয়াদের বিষয়ে এই অধ্যায়ের ৪ ধারা দেখ।]

৯। উপরের প্রস্তাবিত মোকদ্দমাতে কোন ব্যক্তি সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দাখিলকরণের মনস্থ রাখিলে তাহার কর্ত্তব্য যে উপরের লিখনানুসারে ঐ দরখাস্ত যে আদালতে শুনা যাওনের যোগ্য হয় সেই আদালতে আপনি নিজে কিম্বা আপনার মোকররকরা উকীলের মারফতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার (এক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের) নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজেতে সে দরখাস্ত লিখিয়া ও সে মোকদ্দমাতে যে হুকুম কি নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার দস্তখতী নকলের সহিত দাখিল করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৬ প্র।

১০। জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি ঐ মত সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল করে তাহার স্থানে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার মতে নালিশের প্রথমকার রসুমের বদলে ইষ্টাম্পকাগজের যে রসুম এতাবতা মূল্য নিরূপণ হইয়াছে তাহা লওয়া যাইবেক না ও দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তির আপন মোকররকরা উকীলের মেহনতানার টাকা আমানৎ রাখিতে হইবেক না ও যে ডিক্রীহইতে আপীল করিয়াছে সেই ডিক্রী জারীহওয়া মৌকুফ রাখিতে হইলে চলিত আইনের মতে যে জামিনী তাহার দাখিলকরা উচিত হয় তাহাভিন্ন কোন জামিনী দাখিল করিতে হইবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৭ প্র।

১১। যদি এমত সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল হয় তবে তাহাতে রেস্পাণ্ডেণ্টকে তাহার সমাচারদেওনের ও আদালতে তাহার হাজিরহওনের আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্তু যদি বিশেষ কোন মতেতে আদালতের সাহেবদিগের তাহা করা উচিত বোধ হয় তবে রেস্পাণ্ডেণ্টকে সমাচার দেওয়া ও তাহাকে আদালতে হাজির করাণ যাইবেক। ও এমত সরাসরী আপীলের

বিষয়ে যে আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়াছে সে আদালতে ঐ মোকদ্দমা বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত ও আইনমতে নামঞ্জুর কি ডিস্‌মিস্ হইয়াছে কি না ইহা জানা যাওনের নিমিত্তে যে সওয়াল ও জওয়াব ও বিচারকরণের প্রয়োজন হয় তাহাব্যতিরিক্ত আর কিছু সওয়াল ও জওয়াব ও বিচারের দরকার হইবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৮ প্র।

১২। যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে অথবা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের হজুরে উপরের প্রকরণের মতে সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দরপেশ হয় তবে যদি সরাসরী বিচারের সময়ে ঐ আদালতে এমত জানা যায় যে ঐ মোকদ্দমা প্রথমতঃ বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে ও আইনের অন্যমতে নামঞ্জুর হইয়াছে কিম্বা মঞ্জুর হইয়া বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে ও আইনের অন্যমতে মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের তহকীক তদন্ত না হইয়া তাহা ডিস্‌মিস্ হইয়াছে তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আদালতের যে সাহেব কি অন্য কার্য্যকারকের করা ডিক্রী কি দেওয়া হুকুমের উপর সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে তাঁহার প্রতি প্রথম প্রকারেতে এমত হুকুম দেন্ যে পুনর্ব্বার মোকদ্দমার আরজী কি আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ ও দ্বিতীয় প্রকারেতে এবিষয়ের হুকুম দেন্ যে পুনরায় ঐ মোকদ্দমা মিসিলের শামিল করিয়া আইনের মতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৯ প্র।

১৩। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ৯ প্রকরণের মধ্যে "আইনের অন্যমতে" এই যে কথা লেখা আছে তাহার অর্থ এই যে আইনের মধ্যে লিখিত না হওয়া হেতুপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস অথবা নামঞ্জুরকরণ অথবা উভয় বিবাদিকে হাজির হইয়া আপন২ মোকদ্দমার ডিসমিস না হওনপ্রভৃতির কারণ দর্শাইতে আইনের মধ্যে যে নিয়ম আছে সেই নিয়মানুসারে কার্য্য না করণের পূর্ব্বে মোকদ্দমা ডিসমিস কি নামঞ্জুরকরণ। ৮০৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের কি জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের হজুরে সরাসরী আপীলের কোন দরখাস্ত দাখিল হইলে যদি এমত জানা যায় যে ঐ দরখাস্ত বিরোধবিবাদের ও দুঃখদেওনের নিমিত্তে কি কেবল নিরর্থক করিয়াছে তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা বরং তাঁহারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে সরাসরী আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া মোকদ্দমার ভাব ও আপেলাণ্টের শক্তি বুঝিয়া যে জরীমানা উপযুক্ত হয় তাহা দেওনের হুকুম আপেলাণ্টের উপর দেন্ কিন্তু ঐ জরীমানার টাকা এমত মোকদ্দমা সরাসরীভিন্ন অন্য প্রকারে প্রথমতঃ কি আপীল মতে উপস্থিত হইতে হইলে ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্যের যত টাকা আপেলাণ্টের দিতে হইত কোন প্রকারে তাহাহইতে অধিক না হয় ও জানা কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কি প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের কিম্বা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে আপেলাণ্টের উপর জরীমানাকরণের অর্থে কি আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুরকরণের বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহাই চূড়ান্ত ও সিদ্ধ বোধ হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ১০ প্র।

১৫। যদ্যপি চলিত আইনানুসারে জাবেতামত আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে তবে সরাসরী আপীল নামঞ্জুর হওয়াতে ঐ জাবেতামত আপীলের নিবারণ হইবেক না। ৭২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬। যদি ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১২ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ১ প্রকরণ এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে মোকদ্দমা ডিসমিস হয় তবে মোকদ্দমার শুনানি না হইলে ফরিয়াদী সেই দাওয়ার বিষয়ে যেরূপে নূতন নালিশ করিতে পারিত সেইরূপে ঐ দাওয়ার বিষয়ে নূতন নালিশ করিতে পারিবেক। ৮৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭। যদি বিনাতজবীজে কোন মোকদ্দমা ডিসমিস হয় আর ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের মধ্যে কেহ মুনসেফের নিষ্পত্তিতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হইয়া আপীল করে তবে আদালতের যে সাহেবের প্রতি আপীলমতে সে মোকদ্দমার বিচারের ভার আছে তাঁহার কর্ত্তব্য যে আপনি নিজে সে মোকদ্দমার যথার্থ বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করেন্ কিম্বা সে মোকদ্দমা যে মুনসেফের আদালতে ডিসমিস হইয়া থাকে তাহার নিকটে অথবা অন্য কোন আদালতে এমত মোকদ্দমার বিচারের ভার থাকিলে তথায় গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২৭ ধা। ২ প্র।

১৮। যদ্যপি কোন মুনসেফ কসুরপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস করিলে তাহার উপর আপীল গ্রাহ্য হয় তবে জজ সাহেব আসল মোকদ্দমার কসুরের যে কারণ দর্শান গেল তাহা দৃষ্টে ঐ ডিসমিস বহাল রাখিতে পারেন্ না কিন্তু তাঁহার উচিত যে কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিসের হুকুম অন্যথা করিয়া সেই মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া তাহা আপনি নিষ্পত্তি করেন্ অথবা মুনসেফকে ঐ মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া তাহার নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দেন্। এবং যদি আসামীরা কহে যে আমরা কোন কারণপ্রযুক্ত আদালতে হাজির হইতে অক্ষমহওনের সময়ে আমারদের প্রতিকূলে মোকদ্দমার একতরফা ডিক্রী হইয়াছিল এবং আমরা এইপ্রযুক্ত আপীল করিয়াছি তবে তাহারদের ঐ আপীলের বিষয়ে সেই প্রকার কার্য্য করিতে হইবেক। ৮৭০ নম্বরী আইনের অর্থের ৭ দফা।

১৯। গোরক্ষপুরের একটিং জজ সাহেবের সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮৩৮ সালের ৭ এবং ২২ আইনের দ্বারা ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণের বিধি এবং ৮৭০ নম্বরী সেই আইনের অর্থ রদ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। ১২২৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০। সদর আদালত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণের যে অর্থ করিয়াছিলেন তাহার বিষয়ে জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসাকরাতে ঐ আদালত উত্তর করিলেন যে ফরিয়াদী সরাসরী আপীল করিলে এবং উভয় পক্ষ জাবেতামত আপীল করিলে ১৮৩৮ সালের ৭ এবং ২২ আইনানুসারে জজ সাহেবের সাধ্য আছে যে যথার্থ বিচারহওনের নিমিত্ত আবশ্যক বোধ হইলে তিনি সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমা ছানী তজবীজ এবং নিষ্পত্তির নিমিত্ত অথবা গোড়াগুড়ি বিচার হইবার নিমিত্ত অর্পণ করেন্। অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮৩৪ সালের ১৮ আপ্রিলে তাহার যে অর্থ তাঁহারা ফতেপুরের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন তাহা রদ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। ১৮৩৯ সালের ২৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

[১৮ নম্বরী বিধি ১৯ নম্বরী বিধানের দ্বারা রদ হইয়াছে এবং ঐ ১৮ নম্বরী বিধি এখানে দেওনের অভিপ্রায় এই যে তাহা পূর্ব্বাবধি চলন হইয়া আসিতেছে অতএব যে আইনের অর্থের দ্বারা তাহা রদ হইয়াছে তাহা সকল লোকের গোচর হয়।]

২১। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৭ ও ৮ ধারার বিধি দৃষ্টি করিয়া সদর আদালত বোধ করেন্ যে প্রথমোক্ত আইনের ৩ ধারাক্রমে যদি সরাসরী আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে তবে আপেলাণ্ট ভ্রমক্রমে কিম্বা কারণান্তরে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে খাস আপীলের দরখাস্ত করিলে তবু তাহার সরাসরী আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে। এমত হইয়া থাকিলে আপেলাণ্ট আপনার দরখাস্তের নিমিত্ত যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিয়াছিল তাহাহইতে সরাসরী আপীলের দরখাস্তের উপযুক্ত ইষ্টাম্পের মূল্য অর্থাৎ ২ টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ৬১৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

[এদেশীয় বিচারকেরদের সরাসরী ডিক্রীর উপর আপীল হইলে উকীল ও ইষ্টাম্পের বিষয়ি বিধি ২ অধ্যায়ের ইং ২৯৩ লাং ২৯৭ নম্বরে লেখা আছে।]

২ ধারা।

৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমার প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর এবং সামান্যতঃ জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর উপর সরাসরী আপীল।

২২। ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের যে সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন নিষ্পত্তি করেন্ তাহার উপর ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে যে সকল সরাসরী আপীল হয় তাহা একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক। ১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরক্যুলর আর্ডরের ৫ দফা।

২৩। ঐ মত যদি জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা দাঁড়ানুসারে প্রথমতঃ কি আপীলমতে যে কোন মোকদ্দমা তাঁহারদিগের শুনিবার যোগ্য হয় তাহার দাওয়ার আরজী কি আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ কিম্বা ঐ আরজী কিম্বা দরখাস্ত ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টহইতে বিলম্ব কি দাঁড়া ও জাবেতার অন্য মত কি অন্য কসুর হওনপ্রযুক্ত মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের বিচারকরণবিনা তাহা ডিসমিস করেন্ তবে তাহাতে প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি কি দেওয়া হুকুমের উপর সরাসরী আপীল মঞ্জুর করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

২৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ ও ৫ ধারার বিধির অনুসারে ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনেরা যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহার উপর সরাসরী আপীল কেবল সদর আদালতে হইবেক। ১১৪৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

২৫। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারার নিয়মের কথা সাধারণরূপে লেখা আছে অতএব সেই ধারানুসারে যেমন ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ সংখ্যা বা মূল্যের মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইলে তাহার বিষয়ে খাটে তেমনি তত টাকার ন্যূন মূল্যের যে সকল মোকদ্দমা তাঁহার নিকটে অর্পণ হয় তাহার বিষয়েও খাটে। অতএব এইমত গতিকে প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর যে আপীল হয় তাহা প্রথমতঃ জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক এবং তাহার পর খাস আপীলমতে সদর আদালতে অর্পণ হইবেক। ১১৪৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

৩ ধারা।

৫০০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমাতে মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের নিষ্পত্তির উপর জিলার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে জাবেতামত আপীল।

২৬। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে উভয় বিবাদির দেওয়া সম্বাদের দ্বারা অথবা ডিক্রী জারীকরণক্রমে কিম্বা ডিক্রী জারীকরণের পর কোন মুৎফরক্কা কার্য্যক্রমে যদি আমার এমত জ্ঞাতসার হয় যে অধস্থ আদালতের বিচারকের ডিক্রীতে কোন বেদাঁড়া কি বেআইনী কর্ম্ম হইয়াছে তবে তাঁহারদের ঐ ডিক্রী আমি অন্যথা করিতে পারি কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে বেদাঁড়া কিম্বা বেআইনী কর্ম্ম হওনপ্রযুক্ত তুমি অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী সরাসরীমতে অন্যথা করিতে পার না কিন্তু তোমার উচিত যে সেই বিষয়ে যাহারদের লাভালাভ আছে তাহারদিগকে সেই বিষয়ে আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ অতীত হইলেও আপীলকরণের হুকুম দেও। ১০৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭। ছিলটের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসাকরাতে আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে মোকদ্দমার মূল্য নিরূপণকরণেতে আসল টাকার উপর আদালতের খরচা চড়াইতে নিষেধ আছে। ১১৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮। যে কোন ব্যক্তি মুনসেফের ফয়সলাতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হয় তাহাকে অনুমতি আছে যে এই আইনের ৪১ ধারামতে ফরিয়াদী ও আসামীকে কিম্বা তাহারদিগের উকীলদিগের স্থানে ডিক্রীর নকল দেওয়া যাওনের তারিখের পর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীলের দরখাস্ত দাখিলকরণের নিয়মে জজ সাহেবের হজুরে সে মোকদ্দমার আপীল করে কিন্তু জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যদি মুনসেফের হুকুমের উপর আপেলাণ্ট আপীলের দরখাস্ত নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে পর দাখিল করে ও মিয়াদের মধ্যে তাহা দাখিল করিতে না পারিবার বিশিষ্ট হেতু তাঁহার হজুরে জাহির করে তবে তাঁহার আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ১ প্র।

২৯। মুনসেফদিগের ফয়সলাহইতে আপীলের যে সকল দরখাস্ত দিতে হয় কর্ত্তব্য যে তাহা সেই মুনসেফেরা যে২ জিলা কি শহরের জজ সাহেবের তাবে অধিকারের হয় সেই২ জজ সাহেবের হজুরে দেওয়া যায় ও মুনসেফদিগকে হুকুম আছে যে আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত না লয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ২ প্র।

৩০। কর্ত্তব্য যে মুনসেফদিগের ফয়সলাহইতে আপীলকরণের দরখাস্ত আপেলাণ্ট আপনি নিজে কিম্বা সিরিশ্‌তার কোন উকীলের মারফৎ দাখিল করে ও যদি আপীল মঞ্জুর হয় ও আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্ট নিজে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব না করে তবে যে২ উকীল তাহারদিগের তরফহইতে মোক্‌রর্ হয় তাহারা আপনারদিগের ওকালতীর রসুম আদালতে উপস্থিতহওয়া অন্য২ মোকদ্দমাতে যে হারে মোকরর্ আছে সেই হারে পাইবেক ইতি। ১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ৩ প্র।

৩১। মুনসেফদিগের ফয়সলা কেবল বেসিরিশ্‌তায় কার্য্যকরণের কসুরে নামঞ্জুর হইবেক না তাহার মঞ্জুরী ও নামঞ্জুরী কেবল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির

দোষগুণ বিবেচনাক্রমে হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ৪ প্র।

[১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৬ ধারার ১। ২। ৩। ৪ প্রকরণ সদর আমীনের ডিক্রীর উপর আপীলের বিষয়ে খাটিবার সেই আইনের ৭৩ ধারার হুকুম আছে।]

৩২। জিলা ভাগলপুরে উপস্থিত এক মোকদ্দমা ঐ জিলাহইতে খারিজ হইয়া ১৮৩৮ সালের ২৭ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে জিলা পূরণিয়াতে দাখিল হইল এবং ঐ জিলার জজ সাহেব বিচারার্থ তাহা সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করেন্। তাহাতে পূরণিয়ার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল যে ঐ সদর আমীনের ফয়সলার উপর আপীল পূরণিয়ার জিলা আদালতে হইবেক এবং ভাগলপুরের জিলাতে হইবেক না। ১৩৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩। প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি প্রধান সদর আমীনের দ্বারা হয় তাহার আপীল জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইবেক এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল চলিত আইনের লিখিত যে হুকুম এই বিষয়ে খাটে তদনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি। ১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ২ প্র।

৩৪। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন মুনসেফের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা উক্ত রাজ্যের কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেব বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৭ ধারাতে দেওয়া ক্ষমতাক্রমে বিচারের নিমিত্তে সদর আমীন অথবা প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন্ তখন সেই মোকদ্দমার প্রথমতঃ মুনসেফের দ্বারা গ্রহণ হইয়া বিচার হইলে ইষ্টাম্পের মাসুল ও আপীলের বিষয়ে যে২ বিধানানুসারে কার্য্য হইত সেই২ বিধি এই গতিকেও চলন হইবেক ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৫ ধা।

৩৫। ফরক্কাবাদের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারানুসারে যদি কোন মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের প্রতি সোপর্দ্দ হয় তবে হুকুম জারীকরণের তলবানার বিষয় এবং অবশেষ সওয়াল জওয়াব লইবার বিষয়ে মুনসেফেরদের আদালতে যে বিধান চলন আছে সেই বিধানমতে প্রধান সদর আমীনের কার্য্য করিতে হইবেক কি না। তাহাতে বিধান হইল যে প্রধান সদর আমীনেরা যে২ বিশেষ বিষয়েতে মুনসেফেরদের আদালতের নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে কার্য্য করিবেন তাহা ঐ ২৫ আইনে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয় এবং আপীলের বিষয়। অতএব এই দুই বিষয়ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাঁহারা ঐ ২৫ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন না এবং তৎপ্রযুক্ত যে দুই বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে সেই দুই বিষয়ে মুনসেফেরদের আদালতে যে হুকুম খাটে তাহাতে প্রধান সদর আমীনেরা বদ্ধ নহেন্। ১৩৬২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬। কিন্তু যখন এপ্রকার কোন মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তি হয় তখন সেই নিষ্পত্তির উপর আপীল জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক এবং কেবল তিনিই তাহার বিচার করিবেন এবং ঐ আপীলের জিলা বা শহরের জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহা চূড়ান্ত হইবেক এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৬ ধা।

৩৭। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন সদর আমীনের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা উক্ত রাজ্যের কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেব বিচারের নিমিত্তে প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন্ তখন ঐ মোকদ্দমা প্রথমতঃ

সদর আমীনকে অর্পণ হইলে এবং তাঁহার দ্বারা বিচার হইলে ইষ্টাম্পের মাসুলের ও আপীলের বিষয়ে যে২ বিধি চলিত আছে ঐ মোকদ্দমার এই২ গতিকেও সেই২ বিধি চলন হইবেক ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৭ ধা।

৩৮। ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে যে কোন মোকদ্দমা সদর আমীনের নিকটে কি জিলা কি শহরের রেজিষ্টর সাহেবের কি জজ সাহেবের হজুরে নিষ্পত্তি পায় ও জাবেতামতে সে মোকদ্দমা আপীলহওনের যোগ্য হয় ফরিয়াদী কি আসামী যদি তাহার আপীল করিবার মনস্থ রাখে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে যে জিলা কি শহরের আদালতের জজ সাহেবের অধিকারে সে মোকদ্দমার ডিক্রী হইয়া থাকে সেই জজ সাহেবের হজুরে ডিক্রীর নকলব্যতিরেকে আপীলের এক দরখাস্ত দাখিল করে ও এমত আপীলের দরখাস্তকরণেতে দরখাস্তদেওনিয়ার আবশ্যক হইবেক না যে তাহার হেতুসকল বেওরা করিয়া লিখিয়া দেয় কিন্তু এই মজমুনে মোটে এজহার লিখিয়া দিলেই হইবেক যে আপেলাণ্ট ঐ নিষ্পত্তিতে নারাজ হইয়া আপীলকরণের মনস্থ রাখে কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ আপীলের দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার (এক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের) নিরূপিত কাগজে ১৪ ধারার লিখিত কথার দৃষ্টে লিখনের ও তাহার সঙ্গে আপীল খরচার বাবৎ নিরূপিত জামিনী দাখিলকরণের আবশ্যক হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

৩৯। ত্রিহুতের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসাকরাতে আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুসারে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং মুনসেফেরা যে ডিক্রী করেন্ তাহার উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীলের আরজী হইলে সেই আরজীর সঙ্গে২ আসল ডিক্রীর নকল দিবার আবশ্যক নাহি। ১১৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪০। আপেলাণ্টের ক্ষমতা আছে যে যে নিষ্পত্তির উপর আপীল করে তাহার প্রতি যে২ ওজর রাখে তাহা আপীলের অন্য হেতুর বিবরণ ও বেওরার সহিত আপীলের আসল দরখাস্তে লিখিয়া দেয় কিম্বা আলাহিদা আরজীতে লিখিয়া যে আদালতেতে আপীলের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হওনের বিষয় সেই আদালতে দাখিল করে ও শেষ কল্পে কর্ত্তব্য যে এমত আরজী ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৭ ধারার (এক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের) মতে যে ইষ্টাম্পকাগজ আর২ সওয়াল ও জওয়াবের কাগজের নিমিত্তে নিরূপণ হইয়াছে সেই কাগজে লেখা যায় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৫ প্র।

৪১। ১৮২৯ সালের ১০ আইন কিম্বা অন্য কোন আইনের দ্বারা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৫ প্রকরণ রদ হয় নাহি সেই প্রকরণে হুকুম আছে যে যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার বিশেষ ওজর যদি আপীলী দরখাস্তের মধ্যে না লেখা যায় তবে তাহা আলাহিদা এক আরজীর মধ্যে লেখা যাইতে পারে। ঐ আলাহিদা আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক তাহা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৯ প্রকরণে লেখা আছে। ৫৫৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৪২। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২৩ ধারানুসারে উকীলের রসুমের টাকার যে জামিনী ইহার পূর্ব্বে তলব হইত তাহার

বদলে উকীলের মেহনতানার বাবৎ যে টাকা আমানৎরাখণের ধার্য্য হইয়াছে তাহা আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে আপেলাণ্টের দাখিল করিতে হইবেক না কিন্তু যদি আপীলের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার কারণ উকীল মোকরর করে তবে আপীলের মোকদ্দমার বিচার যে আদালতে হওনের বিষয় হয় সেই আদালতেতে উকীলের মেহনতানার বাবৎ টাকা আপেলাণ্টের আমানৎ রাখিতে হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৪ প্র।

৪৩। জানা কর্ত্তব্য যে উপরের প্রস্তাবিত কথার অনুসারে জিলা কি শহরের আদালতে কি প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতে কি সদর দেওয়ানী আদালতে প্রথমতঃ নিষ্পত্তিহওয়া সমুদয় মোকদ্দমাতে সমস্ত ফরিয়াদী ও আসামীকে অনুমতি আছে যে ডিক্রীর নকলবিনা আপীলের দরখাস্ত দাখিল করে কিন্তু জাবেতামতে যে কোন মোকদ্দমা প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতে কি সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওনের যোগ্য হয় তাহাতে যদি ফরিয়াদী কি আসামী আইনানুসারে তাহারদিগের যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে এমত মনস্থ রাখে যে আপন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত যে আদালতে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে সে আদালতে না দিয়া সেই আপীলের মোকদ্দমা যে আদালতের বিচারযোগ্য হয় সেই আদালতে দাখিল করে তবে তাহার উচিত হইবেক যে আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে আদালতের মোহর ও দস্তখতে ডিক্রীর নকল দাখিল করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৭ প্র।

৪৪। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলার ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে প্রত্যেক সদর দেওয়ানী আদালত ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরের পদসম্পর্কীয় দস্তখৎকরা হুকুমের দ্বারা ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন কোন জিলা বা শহরের আদালতে যে কোন মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হয় অথবা আপীল হয় তাহার বিচারকরণের ভার ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন অন্য কোন জিলা বা শহরের আদালতে অর্পণ করিতে আজ্ঞা দিতে পারেন্ ইতি। ১৮৩৭ সা। ৩ আ। ১ ধা।

৪৫। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ধারার দ্বারা যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তদনুসারে যখন উক্ত কোন এক সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমার বিচার এক আদালতহইতে উঠাইয়া অন্য আদালতে অর্পণ করেন্ তখন ঐরূপ অর্পণের কারণ আপনার রোয়দাদে লিখিয়া রাখিবেন ইতি।—১৮৩৭ সা। ৩ আ। ২ ধা।

৪৬। হুকুম হইল যে ১০০০৲ এক হাজার টাকার অনধিক সংখ্যা বা মূল্যের দাওয়ার বিষয়ি প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা এবং সদর আমীন ও মুনসেফের করা ফয়সলার উপর আপীলহওয়া মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব ব্যতিরেকে যে২ জিলা বা শহরে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলন হইয়াছে কি উত্তরকালে হইবেক সেই২ জিলা বা শহরের জজ সাহেবের আদালতের সমস্ত সওয়ালজওয়াব ৪৲ চারি টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক উপরের বিশেষ করিয়া লেখা দুই প্রকার মোকদ্দমার সমস্ত সওয়ালজওয়াব পূর্ব্বের মত কেবল ১৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৩ ধা।

৪৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে রেজিষ্টর সাহেব ও প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল হয় তাহা ১৮৩২ সালের ৭ আই-

নের ৩ ধারার বর্জ্জিত বিষয়ের মধ্যে লেখা নাহি অতএব সেইরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব ৪ টাকা মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ৮৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮। ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারা এই প্রকরণক্রমে রদ হইল এবং যে সকল মাফ উপরের প্রকরণে [অর্থাৎ ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণে] লেখা গিয়াছে তাহা এই আইন জারী হইবার নিরূপিত দিনের পরে প্রথমতঃ উপস্থিতহওয়া কোন নালিশে কিম্বা আপীলে যত টাকার দাওয়া জিলা কিম্বা শহরের আদালতে হইয়া থাকে সেই সকল মোকদ্দমা জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের দ্বারা নিষ্পত্তি হউক কি তাঁহারদিগের দ্বারা সদর আমীন কি রেজিষ্টর সাহেবদিগের সমীপে সোপর্দ্দ করা যাউক তাহাতে খাটিবেক না ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৯ ধারা। ৩ প্র।

৪৯। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরা যে ডিক্রী করেন্ তাহাতে যে কোন ব্যক্তি নারাজ হয় ঐ নিষ্পত্তির উপর চলিত নিয়মানুসারে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল করিতে সেই ব্যক্তির অধিকার আছে। সেই আপীলের দরখাস্ত জিলার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে তাঁহার সিরিশ্তাদার বা অন্য কোন প্রধান আমলা তাহা তৎক্ষণাৎ তহকীক করিবেন এবং যদ্যপি ঐ আপীলের আরজী নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়া থাকে এবং যদি আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আদালতে দাখিল হইয়া থাকে তবে তাহা নথীতে গাঁথা হইয়া আদালতের রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে নম্বর করিয়া লেখা যাইবেক। যদ্যপি ঐ দুই বিষয়ে চলিত নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় তবে ঐ সিরিশ্তাদার কি ঐ প্রধান আমলার উচিত যে তাহা জজ সাহেবকে বিশেষরূপে জানান্ এবং জজ সাহেব তাহার বিষয়ে যেমত বিহিত বোধ করেন্ সেইমত হুকুম করিবেন। ১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

৫০। সদর আদালত জানাইতেছেন যে আপীলের বিষয়ে যে নিয়ম করা গিয়াছে সেই নিয়মের যদি কিছু ব্যতিক্রম আপীলের আরজীতে দৃষ্ট হয় তবে আমলারদের উচিত যে তাহা জজ সাহেবকে বিশেষরূপে জানান্ এবং জজ সাহেব তাহার বিষয়ে যেমত বিহিত বুঝেন্ সেইমত হুকুম দিবেন। ১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৫১। অতএব যদি সেই আপীলের আরজী সর্ব্ব প্রকারে দাঁড়ামত ও উপযুক্ত হয় তবে সিরিশ্তাদার অথবা অন্য প্রধান আমলার কর্ত্তব্য যে তাহা আরজীর পৃষ্ঠে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া তাহাতে আপনি দস্তখৎ করেন্। তাহার পর মোকদ্দমার আসল রোয়দাদ অর্থাৎ মিসিল আপীলের আরজীর শামিলে রাখিতে হুকুম দেওয়া যাইবেক তাহার অভিপ্রায় এই যে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত বিধির অনুসারে যখন জজ সাহেব আপীল শুনেন তখন যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহা যথার্থ কি না ইহা তাঁহার বোধ হওনের নিমিত্ত রোয়দাদের যে ভাগ দৃষ্টিকরা আবশ্যক বোধ হয় তাহা দৃষ্টি করিতে পারেন্। যেহেতুক ঐ ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিতে ১৮৩১ সালের ৭ আইনের দ্বারা জিলা ও শহরের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল। সদর আদালত জানাইতেছেন যে সামান্যতঃ যে দিবসে আপীলের আরজী দাখিল হয় সেই দিবসে নিদানে তাহার পর কাছারীর দিবসে সিরিশ্তাদারের দ্বারা মোকদ্দমার কাগজপত্র তহকীক করণের এবং মোকদ্দমার রোয়দাদ অর্থাৎ মিসিল আপীলের আরজীর শামিল রাখিবার হুকুম দেওনের কিছু বাধা নাই। ১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৫২। জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে মোকদ্দমার আসল রোয়দাদের শামিলে থাকা ফয়সলনামা দৃষ্টি করিয়া যদি ঐ আপীলের

দরখাস্ত ও নিরূপিত জামিনী এমত আপীলের দরখাস্ত শুনা যাওনের অর্থে আইনেতে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে উপরের নির্দ্ধারিত মতে দাখিল হয় তবে সে দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।

৫৩। জাবেতামত আপীল মঞ্জুরকরণের নিমিত্ত জজ সাহেবের কেবল এই বিষয় নিশ্চয় করিয়া জাননের আবশ্যক আছে যে আপীলের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ অতীত হয় নাই এবং আপীলের দরখাস্ত নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে (১৮৩২ সালের ২৪ আগষ্ট তারিখের ৬০ নম্বরী সরকুলর অর্ডর দেখ) কিন্তু আপীল নথীর শামিল করা গেলে এবং শুননির নিমিত্ত উপস্থিত হইলে যদ্যপি রেস্পাণ্ডেন্টের উপর হুকুম জারী হওনের পর অথবা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের বিধানানুসারে জজ সাহেবের এইমত দৃষ্ট হয় যে আপেলান্টকে প্রথম বিচারকারি আদালত উচিতমত এত্তেলা দিয়াছিলেন এবং ঐ আদালতের জজ সাহেব কার্য্যের নিয়মানুসারে এবং গবর্ণমেন্টের আইনানুসারে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন এবং যদি আরো দৃষ্ট হয় যে আপেলান্ট ত্রুটির যে কারণ জানাইয়াছেন তাহা অনর্থক এবং অমূলক অথবা তিনি জানিয়া শুনিয়া অধস্থ আদালতে হাজির হইতে ত্রুটি করিয়াছিলেন তবে এই আদালতের স্পষ্ট বোধ হয় যে ঐ আপীল ডিসমিস করা উচিত। ইহাতে জজ সাহেব জ্ঞাত হইবেন যে কোন মোকদ্দমা যদি প্রথম বিচারকারি আদালতে আইনমতে ডিক্রী হইয়া থাকে তবে তাহা একতরফাতে ডিক্রী হইয়াছিল কেবল ইহাতে গোড়াগুড়ি বিচারকরণের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠাওনের অথবা আসল মোকদ্দমায় আপেলান্টের অজুহাৎ বিবেচনা করিবার উপযুক্ত কারণ নহে। ১৮৪১ সালের ১২ মার্চের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

৫৪। সদর আদালতের আজ্ঞাক্রমে তোমাকে এই আদেশ করিতেছি যে আপীলহওয়া যে সমস্ত মোকদ্দমার ডিক্রী করিবা সেই সকল ডিক্রীর মধ্যে ঐ মোকদ্দমা যে তারিখে তোমার অধস্থ আদালতে তজবীজ ও বিচারের নিমিত্তে অর্পণ হইয়াছিল তাহা লিখিবা। এবং অচিহ্নিত বিচারকদিগকে এমত হুকুম করিবা যে সেইরূপ মোকদ্দমায় তাঁহারদের আসল ডিক্রীতে সেইরূপ সংবাদ লেখেন্। ১৮৪০ সালের ১৪ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।

৫৫। যে টাকার বাবৎ নালিশ হইয়াছিল তাহার অর্দ্ধেকের ডিক্রী হইল কিন্তু আসামীর আপীলকরাতে আপীল আদালত বোধ করিলেন যে সমুদয় টাকার ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী করা উচিত ছিল। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ফরিয়াদী যদি স্বয়ং সেই ডিক্রীর বিষয়ে ওজর না করিয়া থাকে তবে তাহার উপকারের নিমিত্ত অধস্থ অদালতের ডিক্রী সংশোধন হইতে পারে না। ৮৬৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৬। জিলার আদালতে নানা ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রীহওয়াতে তাহার মধ্যে এক জনমাত্র সদর আদালতে আপীল করিল অন্যেরা আপীল করিল না তাহাতে জিজ্ঞাসা হইল যে এইমত আপীলী মোকদ্দমার বিচারকরণেতে সদর আদালতের উপযুক্ত বোধ হইলে যে সকল ব্যক্তির প্রতিকূলে জিলার আদালত ডিক্রী করিয়াছিলেন সেই প্রত্যেকের বিষয়ে ঐ সদর আদালত বিচার করিতে পারেন্ কি জিলার আদালতের ডিক্রীর যে ভাগে আপীলকরণিয়া ব্যক্তির স্বত্ব ও লাভ আছে কেবল সেই ব্যক্তির সম্পর্কে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্। তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালত কহিলেন যে কেবল শেষোক্ত ব্যক্তির স্বত্ব ও লাভের বিষয়ে আপীল আদালত বিবেচনা করিতে পারেন্ আমারদের এমত বোধ হয় কিন্তু কলিকাতাস্থ সদর আদালতে কি ব্যবহার চলন আছে তাহা আমরা অবগত হইতে চাহি। এই বিষয়ে যে নিয়ম ধার্য্য হয় তাহা জজ সাহেব কি প্রধান সদর আমীনের বিচারিত মোকদ্দমার সকল আপীলের বিষয়ে খাটিবেক। ৯৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৭। তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত কহিলেন যে যে ব্যক্তিরা আপীল করে কেবল সেই ব্যক্তিরদের আপত্তির বিষয়ে আপীল আদালতের বিচার করা উচিত কিন্তু যখন যথার্থ বিচারহওনের নিমিত্তে অত্যাবশ্যক বোধ হয় তখন ডিক্রীর দ্বারা যে সকল

ব্যক্তির লাভালাভ হয় সেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপীল আদালতের ডিক্রী-করা উচিত। ৯৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৮। মুনসেফ কি সদর আমীনের করা ফয়সলার উপর আপীল হইলে জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক চলিত আইনের লিখিত কোন হুকুম তাহার বিপরীত হইলেও তাহাতে নিষেধ হইবেক না ইতি। ১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ১ প্র।

৫৯। বিধান হইল যে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আপীলের দরখাস্ত শুনিবার বিষয়ে যে ক্ষমতা ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হইল সামান্য আইনানুসারে ঐ আদালত যে প্রকার আপীল শুনিতে পারেন্ কেবল তাহার বিষয়ে সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক। অতএব সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে ডিক্রী করেন্ সেই ডিক্রীর উপর কোন আপীল সদর আদালত শুনিতে পারেন না যে-হেতুক ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারাতে হুকুম আছে যে সেই আপীলের মুখে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহা চূড়ান্ত। ৬৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪ ধারা।

বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত বিচারকেরদের ডিক্রীর উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীলকরণের মিয়াদ।

৬০। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ রদ হইল এবং যে সকল স্থলে প্রধান সদর আমীনের করা বিচার কিম্বা হুকুমের উপর আইনমতে জিলা বা শহরের জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আপীল যদ্যপি প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির কি হুকুমের তারিখের পর ৩০ দিন মিয়াদের মধ্যে না করা যায় তবে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না এবং ঐ ৩০ দিন মিয়াদ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ প্রকরণের লিখিত বিধানানুসারে গণনা করা যাইবেক কিন্তু যদ্যপি এমত প্রমাণ হয় যে আপেলাণ্ট তাহার অনিবার্য্য বাধাপ্রযুক্ত মিয়াদের মধ্যে আপীল করিতে পারে নাহি তবে ঐ মিয়াদ অতীত হইলেও তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৯ ধা।

৬১। আলাহাবাদের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসাকরাতে বিধান হইল যে মুৎফরক্কা বিষয়ে মুনসেফেরদের হুকুমের উপর আপীলকরণের মিয়াদ আপীলহওয়া হুকুমের তারিখ অবধি গণ্য করিতে হইবেক কিন্তু হুকুমের নকলের দরখাস্ত করিলে পর তাহা প্রস্তুত করিতে যত কাল লাগে তাহা ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না। মুনসেফের ঐ হুকুমের নকল শাদা কাগজে দিতে হইবেক।

মন্তব্য কথা। নকল পাইবার দরখাস্তের তারিখ এবং তাহা দিবার নিমিত্তে প্রস্তুত হওনের তারিখ ঐ হুকুমের নকলে মুনসেফেরদের সর্ব্বদাই টুকিয়া রাখিতে হইবেক। ১৩২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬২। সদর আমীন কি মুনসেফের করা ফয়সলার উপর আপীলকরণের মিয়াদ পূর্ব্বের মত ৩০ ত্রিশ দিন নিরূপিত থাকিল এই প্রকরণের আপীলকরণের মিয়াদ ও পূর্ব্বের লিখিত দুই প্রকরণের আপীলকরণের নিরূপিত মিয়াদ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ প্রকরণের লেখা হুকুমানুসারে হিসাব করা যাইবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

৬৩। জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যদি মুনসেফের হুকুমের উপর আ-পেলাণ্ট আপীলের দরখাস্ত নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে পর দাখিল করে ও মিয়াদের মধ্যে তাহা দাখিল করিতে না পারিবার বিশিষ্ট হেতু তাঁহার হজুরে জাহির করে তবে তাহার আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ১ প্র।

৬৪। সদর আদালত জানাইতেছেন যে সাবেক নিযুক্তহওয়া মুনসেফেরদের বেদাঁড়া ডিক্রী নিবারণার্থ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৬ প্রকরণ নির্দ্দিষ্ট হয় কিন্তু ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে যাঁহারা মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা পূর্ব্বা-পেক্ষা মান্য ও গুণশালী এইপ্রযুক্ত তাঁহারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে এবং তাঁহারদের বিষয়ে ঐ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৬ প্রকরণ খাটে না। এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারা এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার অনুসারে অন্যান্য আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে যে সাধারণ বিধি হইয়াছে সেই সাধারণ বিধি মুনসেফেরদের ডিক্রীর বিষয়েও খাটে। অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে তাঁহারদের ডিক্রীতে কিছু বেদাঁড়া বা অসঙ্গত হইলেও নিরূপিত মিয়াদ অতীত হওনের পর তাঁহারদের ডিক্রীর উপর কোন আপীল লওয়া যাইতে পারে না কিন্তু যদ্যপি সেই মিয়াদের মধ্যে আপীল না করণের কোন মাতবর হেতু দর্শান যায় তবে আপীল লওয়া যাইতে পারে। ৯৭৯ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৬৫। উচিত বুঝা গেল যে চলিত আইনের লিখনানুসারে মোকদ্দমার আপীলকরণের বিষয়ে যে পৃথক্২ মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে সেই২ মিয়াদের প্রথম দিবসের গণনা যে দিবস ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা তাহারদিগের উকীলের স্থানে আদালতের কাছারীর মধ্যে ডিক্রীর নকল দেওয়া যায় কিম্বা আইনানুসারে তাহারদিগেরে দিবার নিমিত্তে অগ্রে রাখা যায় সেই দিবস-হইতে হইবেক কিন্তু এমতে ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা তাহারদিগের উকী-লেরা হাজির না থাকিলে সে মিয়াদের প্রথম দিবসের গণনা যে দিবস তাহার-দিগেরে দিবার নিমিত্তে ডিক্রীর নকল প্রস্তুত করিয়া রাখা গিয়াছিল সেই দিবসহইতে হইবেক পরে এ বিষয়ে জজ সাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব অথবা কমিস্যনর লোক যাঁহার চলিত আইনের অনুসারে আপন২ কৃত ডিক্রীর উপর দস্তখৎ করিতে হয় তাঁহার উচিত যে ডিক্রীর নকল দিবার নিমিত্তে অমুক তারিখে এ নকল প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু অমুক কারণে দেওয়া হয় নাহি ইহা ঐ ডিক্রীর নকলের উপর লিখিয়া রাখেন্।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৮ ধা।

৬৬। জানা কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত শুনা যাও-নের অর্থে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদ ডিক্রীহওনের তারিখহইতে হিসাব করা যাইবেক কিন্তু যে তারিখে আপেলাণ্ট ইষ্টাম্পকাগজ দাখিল করে সেই তারিখঅবধি যে তারিখে আপেলাণ্টকে ডিক্রীর নকল দেওয়া যায় কি তাহাকে দিবার নিমিত্তে চলিত আইনমতে উপস্থিত করা যায় সেই তারিখপর্য্যন্ত যে কএক দিবস গত হয় তাহা ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না ও তাহাতে যে কএক দিন গত হয় তাহা আদালতের সাহেবের এই ধারার ৯ প্রকরণের অনুসারে ডিক্রীর পৃষ্ঠে যে২ কথা লেখা উচিত তাহা দৃষ্টি করি লেই বুঝিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ১০ প্র।

৬৭। জানান যাইতেছে যে আপীলকরণের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মুসলমানের কি হিন্দুর কোন পরব অথবা নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামের দিন পড়িলে

পূর্ব্বের লিখিত মিয়াদের ন্যূনতা হইবেক না কিন্তু কোন পরব কি বিশ্রাম-প্রযুক্ত আদালত বন্দ হইলে যদি সেই দিন পূর্ব্বোক্ত মিয়াদের শেষ দিন হয় তবে পুনরায় আদালত আরম্ভ হইবামাত্র আপেলাণ্ট দরখাস্ত করিলে তাহার কোন অপরাধ হইবেক না ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

৬৮। কোন জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিলেন যে জাবেতামত যে আপীলের দরখাস্ত একেবারে সদর আদালতে দেওয়া যায় সেই আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ হিসাব করণেতে জিলার আদালতে ইষ্টাম্পকাগজ দাখিলকরণ অবধি ঐ ডিক্রীর নকল আপেলাণ্টকে দেওন কিম্বা দিতে প্রস্তাব করণপর্য্যন্ত যত দিন গত হয় তাহা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৭। ৮। ৯। ১০ প্রকরণের নিরূপিত মতের বিরুদ্ধে এই আদালতে এইপর্য্যন্ত ধরা যাইতেছে কিন্তু আমার বোধ হয় যে ঐ ধারার ১০ প্রকরণের নিতান্ত এই অভিপ্রায় ছিল সেই সকল দিন ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে জজ সাহেব এই বিষয়ে যাহা ঠাহরাইয়াছেন তাহা অতি-যথার্থ এবং কি জাবেতামত কি সরাসরী কি খাস আপীল সকল আপীলকরণের মিয়াদের হিসাব করণেতে সেই সকল দিবস ধরিতে হইবেক না। ৪১৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৯। কলিকাতাস্থ সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরদের সম্মতিক্রমে আলাহাবাদের সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা বিধান করিলেন যে যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে পরন্তু আপীল গুজরাণ যায় নাই এমত মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তি ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে তাহার পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত দরখাস্ত করে এবং সেই দরখাস্ত মঞ্জুর না হয় তবে প্রথম ডিক্রীর উপর জাবেতামত আপীলকরণের যে মিয়াদ আইনে নিরূপণ আছে তাহা হিসাবকরণেতে অধস্থ আদালতে তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যত কাল উপস্থিত ছিল তত কাল ঐ মিয়াদের মধ্যে না ধরিতে সেই ব্যক্তি আপন হক বলিয়া দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে তাহার আপীলের দরখাস্ত না দেওনের এই কারণ জানায় যে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তপ্রযুক্ত তাহার মোকদ্দমা অধস্থ আদালতে উপস্থিত ছিল তবে ঐ আপীল আদালতের উচিত যে সেই কারণের বিষয় বিবেচনা করিয়া বিলম্বের অন্য কোন কারণ দর্শান গেলে যেরূপ হইত সেইরূপে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বুঝিয়া যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেমতে ঐ কারণ মঞ্জুর করেন্ কি না করেন্। ১১২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫ ধারা।

রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিতে অথবা তাহা ছানী তজবীজের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠাইতে জিলার জজ সাহেবের ক্ষমতা।

৭০। যখন কোন মুনসেফ কি সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার উপর জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইবেক তখন প্রথমতঃ কোন হুকুমনামা রেস্পাণ্ডেণ্টের নিকটে পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না আর আপেলাণ্ট কিম্বা তাহার উকীলের সমক্ষে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার রোয়দাদ ও আপীলের দরখাস্ত পাঠ করিলে যদি জজ সাহেব যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়াছে ঐ নিষ্পত্তির অন্যথা কি মতান্তর করিতে কোন হেতু না দেখেন্ তবে তাহা বহাল রাখিতে পারেন্ এবং তাহা বহাল রাখিবার হুকুম যে আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়া থাকে সেই আদালতের মারফৎ রেস্পাণ্ডেণ্টের নিকটে পাঠাইবেন যে ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে শীঘ্র যাহাং কর্ত্তব্য তাহা করিতে পারে ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৬ ধা। ৩ প্র।

৭১। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণে যে "রোয়দাদের" কথা লেখা আছে তাহার অর্থের বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ কথা কেবল ডিক্রীর রুবকারী বুঝায় এমত নহে কিন্তু তাবৎ মিসিল বুঝায়। পরন্তু সেই প্রকরণের এমত অভিপ্রায় নহে যে জজ সাহেবের প্রত্যেক মোকদ্দমার প্রত্যেক কাগজ পাঠ করিতেই হইবেক কিন্তু আপীলহওয়া ডিক্রী যথার্থ ইহা মনঃপ্রত্যয় হইবার জন্য আসল মোকদ্দমার মিসিলের যে২ কাগজ পাঠকরা আবশ্যক তাহামাত্র পাঠ করিবেন। ১৮৩৬ সালের ১৯ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৭২। কোন অধীন আদালতের ফয়সলা কিম্বা হুকুমের উপর হওয়া আপীলী মোকদ্দমার বিচারে কিম্বা আপীলের কোন আরজী শুননিতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব এমত বোধ করেন্ যে ঐ ফয়সলা কিম্বা হুকুম যথার্থ ও তাহা পরিবর্ত্ত করিবার যথেষ্ট হেতু দেখা না যায় তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে তাহা নম্বরবিলি না করিয়া প্রতিবাদিকে তলবকরণব্যতিরেকে আর বিষয়বিবেচনাতে সমুদয় রোয়দাদ পুনর্দৃষ্টি করিয়া কি না করিয়া তাহা বহাল রাখেন্ কিন্তু যদি এক জন জজ সাহেব এমত বুঝেন্ যে যে ফয়সলা কি হুকুমের উপর আপীল হইয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে অযথার্থ কিম্বা কোন চলিত আইনের বিরুদ্ধ কিম্বা হিন্দুর শাস্ত্রের ও মুসলমানের শরার মতের কিম্বা অন্য যে কোন শাস্ত্র ঐ বিষয়ে খাটে তাহার বিরুদ্ধ কিম্বা তাহা উপযুক্ত বিচারকরণব্যতিরেকে জারী হইয়াছে কিম্বা তাহা স্পষ্টরূপে মিথ্যা কল্পনামূলক হয় অথবা ঐ বিরোধি বিষয়ের সহিত সম্পর্ক না রাখে আর উপরের লিখিত কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহা পরিবর্ত্ত কি শুধরিবার যোগ্য হয় তবে ঐ এক জন জজ সাহেবের উচিত যে আপীলী মোকদ্দমার রোয়দাদ কি ফয়সলা কিম্বা হুকুমেতে যে সকল বেদাঁড়া ও অবিধি কিম্বা অন্য কোন স্পষ্ট দোষ থাকে তাহা হুকুমনামাতে লিখিয়া যে আদালতহইতে হুকুম কি ফয়সলা জারী হইয়াছে ঐ আদালতের সাহেবের নিকটে পাঠান্ এবং তাহাতে ঐ সাহেবকে তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে এবং ঐ মোকদ্দমাতে ন্যায় ও আইন মতাচরণ করিতে হুকুম দেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৭৩। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবকে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন রাজ্যের কোন জিলা বা শহরের আদালতের জজ সাহেবের প্রতি সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে হুকুম হইল ইতি।—১৮৩৮ সা। ৭ আ।

৭৪। ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের হুকুমমতে জজ সাহেবের উচিত যে মোকদ্দমার নম্বর না মানিয়া যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র আপেলাণ্ট অথবা তাহার উকীলের সম্মুখে আপীলের দরখাস্ত এবং রোয়দাদের যে২ ভাগ পাঠকরা আবশ্যক বোধ হয় তাহা পাঠ করেন্। এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করিয়া যদি আপীলহওয়া ডিক্রী যথার্থ হইয়াছে বোধ করেন্ তবে তাহা বহাল রাখেন্ এবং রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ ডিক্রী জারীকরণার্থ অগৌণে উদ্যোগ করিতে পারে এ নিমিত্ত ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের হুকুমমতে যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছিল সেই আদালতে ঐ ডিক্রী বহালহওনের হুকুমের সম্বাদ দিবেন। ১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৭৫। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে কোন এক আদালতে আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইলে জজ সাহেব আপেলান্টকে এমত হুকুম দিলেন যে সেই ব্যক্তি তিন দিনের পর হাজির থাকে এবং যে দিবসে তাহার আপীলের বিচার হইবেক সেই দিবসে আপনি অথবা উকীলের দ্বারা হাজির হয় এবং হাজির না হইলে তাহার মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক অথবা নথীহইতে উঠান যাইবেক। তাহাতে সদর আদালত হুকুম করিলেন যে আপেলান্ট স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির না হইলে জজ সাহেবের আপীলী মোকদ্দমায় যাহা২ কর্ত্তব্য তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ১৮৩৮ সালের ৭ আইনে লেখা আছে অতএব তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা কার্য্য করেন্। ১৮৩৯ সালের ২৩ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

৭৬। ১৮৩২ সালের ২৪ আগষ্ট তারিখের সদর আদালতের সরকুলর অর্ডরে এমত হুকুম আছে যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার বিধির অনুসারে যে আপীল হয় তাহা জাবেতামত আপীলের ন্যায় জ্ঞান হইয়া রেস্পাণ্ডেন্টকে প্রথমে তলব না করিয়াও একেবারে নথীর শামিল করা যাইবেক অতএব ১৮১২ সালের ৫ নবেম্বর তারিখের সরকুলর অর্ডরের বিধি এমত সকল মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং আপীলের দরখাস্তের শুননির সময়ে যদ্যপি আপেলান্ট হাজির না থাকে তবে ঐ ১৮১২ সালের ৫ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডরের অনুসারে কার্য্য করিতে হইবেক। ১৮৩৯ সালের ২৩ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

[কিন্তু ১৮১২ সালের ৫ নবেম্বরের বিধি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের দ্বারা একপ্রকার মতান্তর হইয়াছে সেই আইন দেখ।]

৭৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এমত সকল গতিকে আপেলান্টের আপীল ডিসমিস বা নামঞ্জুর হইয়াছে জজ সাহেব এইমাত্র কথা আপন হুকুমনামাতে লিখিবেন না। কিন্তু অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রহিল ইহা লিখিবেন। কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন্ যে জাবেতামত ডিক্রী প্রস্তুতকরণের জজ সাহেবের আবশ্যক নাই অর্থাৎ যে আদালতে মোকদ্দমার প্রথম বিচার হইয়াছিল সেই আদালতের করা সকল কার্য্যের বেওরা ডিক্রীতে লিখনের আবশ্যক নাই। জজ সাহেবের এইমাত্র আবশ্যক যে আপীলহওয়া ডিক্রী বহালরাখণের এক সংক্ষেপ হুকুম লেখেন্ এবং সেই হুকুমের মধ্যে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আপেলান্ট যে সকল ওজর করিয়াছিল তাহার খোলাসামাত্র লেখেন্। সেই খোলাসা লিখনের অভিপ্রায় এই যে ঐ মোকদ্দমার যদি খাস আপীল হইতে পারে তবে যে আদালতে ঐ আপীল হয় সেই আদালত একেবারে দেখিতে পারিবেন যে আপেলান্ট জজ সাহেবের নিকটে যে২ ওজর করিয়াছিল তাহাছাড়া কোন নূতন ওজর করিতেছে কি জাবেতামত আপীলে যে ওজর জজ সাহেব নামঞ্জুর করিয়াছিলেন সেই ওজর পুনর্ব্বার করিতেছে। কিন্তু জজ সাহেবের ঐ হুকুম জাবেতামত ডিক্রীর ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তাহার তুল্য বলবৎ হইবেক। অতএব যখন উভয় বিবাদী সেই হুকুমের নকল পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করে তখন জজ সাহেবের আদালতের ডিক্রীর নকল যে পরিমাণ ও যে মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লইবার হুকুম আছে সেই পরিমাণ ও সেই মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ হুকুমের নকল লইতে হইবেক। ১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৬ দফা।

৭৮। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যেপর্য্যন্ত জজ সাহেব ডিক্রী এবং অন্যান্য কাগজ পাঠ করিয়া ঐ আপীল মঞ্জুর করিতে নিশ্চয় না করেন্ এবং যেপর্য্যন্ত রেস্পাণ্ডেন্টকে তলব না করেন্ এবং ঐ আপীল নথীর শামিল করিতে হুকুম না দেন্ সেইপর্য্যন্ত ঐ আপীলের দরখাস্ত মুৎফরক্কা দরখাস্তের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ইহার পূর্ব্বে আপীলের বিষয়ে যে২ নিয়ম চলন ছিল ১৮৩১ সালের

৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের দ্বারা সেই২ নিয়মের এইমাত্র বৈলক্ষণ্য হইয়াছে যে ঐ ৩ প্রকরণের দ্বারা জজ সাহেব রেস্পাণ্ডেণ্টকে হাজির হইতে হুকুম না দিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিতে পারেন্। অতএব পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবহার হইয়া আসিতেছিল তাহাতে এইমাত্র বিশেষ করিতে হইবেক যে আপীলের আরজীর জওয়াব দিবার নিমিত্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের তলব হওনের পূর্ব্বে তাহার কোন খরচা লাগিতে পারে না এইপ্রযুক্ত জওয়াব দিবার নিমিত্ত রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলবকরণের পূর্ব্বে আপেলাণ্টের স্থানে ঐ খরচার মালজামিনের দাওয়া করিতে হইবেক না। আপীল গ্রাহ্যকরণের পূর্ব্বে আপীলের আরজী ও ডিক্রী পাঠকরণের আবশ্যক নাই জজ সাহেবের এইমাত্র আবশ্যক যে আপীলের নিরূপিত মিয়াদ অতীত হয় নাই এবং আপীলের আরজী নিরূপিত মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে ইহা নিশ্চয় অবগত হন্। ১৮৩২ সালের ২৪ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৭৯। সদর আদালত জানাইতেছেন যে আপীলের দরখাস্ত ও ডিক্রী জজ সাহেব যে পর্য্যন্ত পাঠ না করেন্ সেইপর্য্যন্ত আপেলাণ্টকে আপনার দাওয়া সাব্যস্তকরণের নিমিত্ত নূতন প্রমাণ দর্শাইতে অনুমতি করিবেন না। ৭৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮০। প্রথম আপীল যদ্যপি আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে করা যায় তবে সেই আপীল করিতে আপেলাণ্টের অধিকার আছে এই বোধে জজ সাহেবের তাহা গ্রাহ্য করিতেই হইবেক অতএব আসল মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠকরণের পূর্ব্বে যদি জজ সাহেব অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখেন্ তবে তাহাতে আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না কিন্তু আপীলের দোষগুণ বিবেচনা করিয়া তাহা চূড়ান্তরূপে ডিসমিস হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। ৭৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮১। সদর আদালত জানাইতেছেন যে আপীল গ্রাহ্যকরণের বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে হুকুম আছে যে আপীলের আরজীর সঙ্গে অজুহাৎ অর্থাৎ আপীল করণের কারণ না লেখা থাকিলেও তাহা নথীর শামিল করা যাইতে পারে এবং সেই নিয়ম নূতন আইন না হওন বিনা অন্যথা হইতে পারে না অতএব জজ সাহেবের উচিত নহে যে আপেলাণ্টকে আপনার আপীলের আরজীর সঙ্গে ডিক্রীর নকল এবং অজুহাৎ দাখিল করিতে হুকুম দেন্। ৮৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮২। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের বিধির অনুসারে যে আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার বিষয়ে জজ সাহেব সদর আদালতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ঐ আপীল আইনের হুকুমমতে রোয়দাদ পাঠকরণের পর মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনাক্রমে জাবেতামত নিষ্পত্তিহওয়া আপীলের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেইরূপ মাসিক কৈফিয়তে লিখিতে হইবেক। ৮৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬ ধারা।

আপেলাণ্টকে তলব না করিয়া যে আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার ইষ্টাম্প ও উকীলের রসুম ও খরচার বিষয়ি বিধি।

৮৩। সদর আদালত ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার বিধির বিষয়ে নীচের লিখিত ব্যবহারের নিয়ম ধার্য্য করিয়াছেন। ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

৮৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যদি রেস্পাণ্ডেণ্টকে হাজির না করাইয়া অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী বহাল হয় তবে আপেলাণ্ট যে ইষ্টাম্প কাগজে আপীলের দরখাস্ত লিখিয়াছিল সেই ইষ্টাম্পের মুল্যের কোন অংশ ফিরিয়া পাইবেক না এবং আপেলাণ্ট উকীলের যে রসুম আমানৎ করিয়াছিল তাহা সমুদয় ঐ উকীল পাইবেন। ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৮৫। যদি রেস্পাণ্ডেণ্টের হাজির হইতে তলব না হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি তথাপি আদালতের এক জন উকীলের দ্বারা আপীলের দরখাস্তের জওয়াব দাখিল করে তবে সেই উকীলের রসুম ঐ রেস্পাণ্ডেণ্ট আপনি দিবেক। ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

৮৬। যদি ডিক্রী পুনর্দৃষ্টি করিবার হুকুম অধস্থ আদালতে পাঠান যায় তবে ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৮ ধারার নিরূপিত বিধির অনুসারে আপেলাণ্ট আপন আপীলের দরখাস্তের যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিয়াছিল তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং যদি আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল হাজির ছিল তবে তাঁহারা নিরূপিত রসুমের চারি অংশের এক অংশের অধিক পাইবেন না। ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

৮৭। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের নিয়মানুসারে যে মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি হয় সেই মোকদ্দমাতে নিযুক্ত উকীলেরা আইনের নির্দ্দিষ্ট সমুদয় রসুম পাইবেন। ৮৭৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৮৮। এমত মোকদ্দমার ইষ্টাম্পের মাসুলের কোন ভাগ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। ৮৭৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

৮৯। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে কোন২ মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিয়া রেস্পাণ্ডেণ্টের খরচা দিতে আপেলাণ্টকে হুকুম করিলেন এবং যে রসুম খাজানাখানাতে আমানৎ হইয়াছিল তাহা রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীলকে দিতে হুকুম করিলেন। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এরূপ হুকুমকরা বেআইনী। ১৮৩২ সালে ২৪ আগষ্ট তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে সদর আদালত বিশেষ বিধান করিয়াছিলেন যে আপীলের দরখাস্তের জওয়াব দিতে রেস্পাণ্ডেণ্টের তলব না হইলে তাহার কিছু খরচা লাগে না অতএব ঐ জওয়াব দিবার নিমিত্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের তলব না হইলে সেই খরচার জামিন আপেলাণ্টের স্থানে তলব করণের আবশ্যক নাই। ১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

৯০। উক্ত আইনের সুতরাং এইমত অভিপ্রায় নহে যে সেই প্রকার মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত পাঠকরণের সময়ে রেস্পাণ্ডেণ্টকে স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির হইতে নিষেধ আছে। যদ্যপি সেই রেস্পাণ্ডেণ্ট আপনার ইচ্ছাপূর্ব্বক হাজির হয় তবে উকীল নিযুক্ত করণেতে কি কারণান্তরে তাহার যে কোন খরচা লাগে তাহা তাহাকে নিজে দিতে হইবেক এবং আপেলাণ্টের শিরে তাহা পড়িবেক না। এবং ঐ খরচার বিষয়ে হুকুম করণের আবশ্যক নাহি। কিন্তু আপেলাণ্টের আপীল করণেতে যে খরচা লাগিয়াছে অর্থাৎ যে খরচা আদৌ তাহার নিজে দিতে হইয়াছে সেই খরচার সংখ্যা জজ সাহেবের ডিক্রীর নিম্নভাগে এই কারণে লেখা উচিত যে জজ সাহেবের নিষ্পত্তি যদি খাস আপীলক্রমে মতান্তর হয় তবে সেই খরচা দেওয়াওনের বিষয়ে উদ্যোগ হইতে পারিবেক। ১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা।

৯১। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে উক্ত প্রকার মোকদ্দমায় যদি আপেলাণ্ট আপনার জাবেতামত আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর এক নকল দাখিল করিয়া থাকে তবে তাহার আপীল নামঞ্জুর হইলে সেই নকল তাহাকে ফিরিয়া দিতে হইবেক। এবং সদর আদালত আরো বিধান করিতেছেন যে ঐ মোকদ্দমার যদ্যপি খাস আপীল হইতে পারে তবে আপেলাণ্ট খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে ডিক্রীর সেই নকল দাখিল করিতে পারিবেক এবং আপীল আদালত তাহার আপীল নামঞ্জুর করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিয়া যে হুকুম করিলেন সেই হুকুমের এক নকল তাহার সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক। ১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

৯২। যদি রেস্পাণ্ডেণ্টের রীতিমত তলব না হয় তবে তাহার প্রতিকূলে আদালত কোন চূড়ান্ত ডিক্রী করিতে পারেন না। ৯৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

[অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহালকরণের সময়ে সুদের বিষয়ে যে হুকুম দিতে হইবেক তাহার বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ের ২১৯ নম্বরী বিধি দেখ।]

৭ ধারা।

মুনসেফ ও সদর আমীনের ডিক্রীর উপর আপীল প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণকরণ।

৯৩। উপরের লিখিত হুকুম শুধরিবাতে এমত হুকুম হইল যে জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের ক্ষমতা নাহি যে কোন আপীলের নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে যদ্যপি কোন সদর আমীন উপরের লিখিত হুকুমানুসারে বিশেষ ক্ষমতা পাইয়া থাকে তথাপি তাহাকে সোপর্দ্দ করেন্ কিন্তু যখন জিলা ও শহরের জজ সাহেবের এমত বোধ হইবেক যে তাঁহার নিকটে এত মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া আছে যে যেমত শীঘ্র তাহা নিষ্পত্তি করিতে হয় সেইমত শীঘ্র নিষ্পত্তি করিতে না পারেন্ তখন তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে এই বিষয়ের বিশেষ রিপোর্ট করিবেন এবং মুনসেফদিগের কিম্বা সদর আমীনেরদের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার উপর যে২ আপীল হইয়াছে তাহাহইতে যে২ মোকদ্দমা জজ সাহেবের বিবেচনায় এই আইনের ১৭ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে যে প্রধান সদর আমীন নিযুক্ত হইবেন তাঁহার নিকটে সোপর্দ্দ করা আবশ্যক বোধ হয় তাহার সংখ্যা লিখিয়া অনুমতি পাইবার দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে করিবেন এমত বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ আর উপরের ধারার লিখিত হুকুমসকল এমত আপীলী মোকদ্দমাতে খাটিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৬ ধা। ২ প্র।

[যে বিধির বিষয় উপরে লেখা গেল তাহা ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার ৪ প্রকরণ এবং ঐ আইনের ৯ ধারার ৪ প্রকরণ তাহার মর্ম্ম এই২।]

৯৪। [১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার ৪ প্রকরণেতে হুকুম আছে যে সদর আমীন সেইরূপ আপীলী মোকদ্দমার বিচারকরণসময়ে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৫ ধারার বিধির অনুসারে কার্য্য করেন্ এবং যদ্যপি জিলার জজ সাহেব দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল মঞ্জুরকরণের হেতু না দেখেন্ তবে ঐ সদর আমীনের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৫ ধারাতে হুকুম আছে যে সদর আমীনেরদের নিকটে সেইরূপে যে আপীল অর্পণ হয় তাহার এক স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী রাখিবেন এবং যে মোকদ্দমা প্রথমতঃ তাঁহারদের নিকটে বিচারের নিমিত্ত সোপর্দ্দ হয় সেই মোকদ্দমার সঙ্গে রাখিবেন না এবং আপীল নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে জিলার জজ সাহেবেরদের প্রতি যে২ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ নিয়মানুসারে সদর আমীনেরা আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন।]

৯৫। [১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৯ ধারার ৪ প্রকরণে হুকুম আছে যে জিলার জজ সাহেব রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে যে আপীলী মোকদ্দমা অর্পণ করেন্ তাহা রেজিষ্টর সাহেব বিচার করিবেন এবং যদি তাঁহার নিষ্পত্তির উপর জজ সাহেব কোন দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল লইতে উচিত বোধ না করেন্ তবে রেজিষ্টর সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক।]

৯৬। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদের অন্যান্য কার্য্যের ক্ষতি না করিয়া যেপর্য্যন্ত সাধ্য হয় সেইপর্য্যন্ত সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির সকল আপীল দৃষ্টি করেন্ অথবা ঐ বিচারকেরা সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন্ এই নিমিত্ত তাঁ-

হারদের কোন২ ডিক্রীর আপীল আপনারদের নথীতে রাখেন্। কিন্তু যখন মুনসেফ ও সদর আমীনেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীলের দরখাস্ত জমাহওয়াতে কিম্বা জিলা ও শহরের আদালতের কার্য্যের অনেক বাকী পড়াতে জিলার আদালতের জজ সাহেব সেই আপীল যেমত শীঘ্র দৃষ্টি করিতে হয় সেইমত শীঘ্র তাহা দৃষ্টি করিতে না পারেন্ তখন তাঁহার উচিত যে মধ্যে২ ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ২ প্রকরণানুসারে এবং ১৮৩২ সালের ১৯ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডরের নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রমে আপন অধীন প্রধান সদর আমীনের নিকটে যেমত উচিত ও উপযুক্ত বোধ হয় সেই মতে ঐ প্রকার আপীলী মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অর্পণ করিতে সদর আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করেন্। ১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

৯৭। ঐরূপ দরখাস্ত সদর আদালতে দেওনের সময়ে জিলার জজ সাহেবের উচিত যে নীচের লিখিত পাঠানুসারে এক কৈফিয়ৎ সদর আদালতে পাঠান্। এবং যদ্যপি কোন সময়ে জিলার জজ সাহেব প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার মূল্য বা সংখ্যা বুঝিয়া তাহা আপনার অধীন আদালতের বিচারকেরদের নিকটে অর্পণ না করিয়া আপনার নথীতে রাখেন্ তবে সেই রূপ রাখণের হেতু ঐ কৈফিয়তে লিখেন্।

জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা।

	সংখ্যা
প্রথমতঃ উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা।	
কালেক্টর সাহেব ও প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর আপীল। ..	
সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর আপীল।	
মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল।	
মুৎফরক্কা মোকদ্দমা।	
জুমলা	

অমুক প্রধান সদর আমীনের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা।

[যদি একহইতে অধিক প্রধান সদর আমীন থাকেন্ তবে প্রত্যেক জনের নথীতে যত মোকদ্দমা থাকে তাহা লিখিতে হইবেক।]

১০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা।	
১০০০৲ টাকার কম মূল্যের প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা এবং তাহা অধস্থ আদালতে অর্পণ না করণের হেতু।	
সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর আপীল।	
মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল।	
মুৎফরক্কা মোকদ্দমা।	
জুমলা	

১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

৯৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ প্রত্যেক মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণকরণের পূর্ব্বে আসল মোকদ্দমার রোয়দাদ এবং আপীলের দরখাস্ত জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরদের পাঠ করিবার অথবা অধস্থ আদালতের কার্য্যসকলে দৃষ্টি করিবার আবশ্যক নাই যেহেতুক প্রধান সদর আমীন যে ডিক্রী করেন্ তাহার উপর খাস আপীল হওনের আবশ্যক বোধ হইলে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে এবং খাস আপীল মঞ্জুরহওনের বিষয়ি অন্যান্য বিধির অনুসারে জজ সাহেবের নিকটে তাহার খাস আপীল হইতে পারে। ১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৯৯। প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমা ও আপীলী মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের সমীপে পাঠান যাইবেক সদর আমীনের বিষয়ে যেং বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন আর যে বিষয়ে ঐ সকল বিধি স্পষ্টরূপে না খাটে ঐ বিষয়ে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের উপদেশের নিমিত্তে আইনসকলে যে সকল বিধি লেখা আছে তদনুসারে কর্ম্ম করিবেন ইতি। ১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৮ ধা। ৪ প্র।

১০০। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে প্রধান সদর আমীনেরা মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন তাঁহারা কোন মোকদ্দমা ছানী তজবীজের নিমিত্তে মুনসেফের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন্। যদ্যপি ঐ প্রধান সদর আমীনের এইমত বোধ হয় যে মুনসেফ কোন মোকদ্দমা অসঙ্গতমতে ননসুট করিয়াছেন তবে তাঁহার উচিত যে তাহা জজ সাহেবকে ফিরিয়া দিয়া পরামর্শ দেন্ যে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার নথীর শামিল করিতে এবং তাহার দোষগুণ বিবেচনাপূর্ব্বক বিচার করিতে মুনসেফকে হুকুম দেওয়া যায়। ১০২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০১। সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে জজ সাহেব সদর আদালতের অনুমতিক্রমে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের ডিক্রীর উপর আপীল প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করিলে ঐ প্রধান সদর আমীনের এইমত ক্ষমতা নাহি যে ঐ মোকদ্দমা যে আদালতে আদৌ নিষ্পত্তি হইয়াছিল সেই আদালতে তাহা ফিরিয়া পাঠাইয়া নথীর যে নম্বরে ছিল পুনর্ব্বার সেই নম্বরের শামিল করিয়া তাহা গোড়াগুড়ি বিচার করিতে হুকুম দেন্। সেই হুকুমের উপলক্ষে সদর দেওয়ানী আদালত এক্ষণে জিলার জজ সাহেবের এবং তাঁহার অধীন প্রধান সদর আমীনেরদের উপদেশের নিমিত্ত নীচের লিখিত বিধান করিতেছেন। ১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১০২। উক্ত প্রকার আপীলের বিচারকরণ সময়ে যদি প্রধান সদর আমীনের এমত বোধ হয় যে অধস্থ আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিয়া সেই মোকদ্দমা নথীর শামিল পুনর্ব্বার করিবার এবং গোড়াগুড়ি তাহার বিচার করিবার নিমিত্ত তাহা ঐ আদালতে ফিরিয়া পাঠান উচিত তবে তিনি আপনার সেইরূপ বিবেচনাকরণের হেতু এক রুবকারীতে লিখিয়া মোকদ্দমার কাগজপত্রসমেত জজ সাহেবের হুকুম পাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে অর্পণ করেন্ এবং আপনার আদালতের ১ নম্বরী কৈফিয়তের মধ্যে তাহা লিখেন্। ১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১০৩। জজ সাহেব সেই প্রকার দরখাস্ত পাইয়া আপনার আদালতের দ্বিতীয় নম্বরী কৈফিয়তের তৃতীয় নম্বরী ঘরের ১৬ নম্বরী শিরোভাগের নিম্নে লিখিবেন এবং প্রধান সদর আমীনের রুবকারীতে যে সকল হেতু লেখা থাকে তাহা বিবেচনা করিয়া সেই মোকদ্দমা তাঁহার নিকটে ফিরিয়া পাঠাইয়া যে আদালতে আদৌ তাহার বিচার হইয়াছিল সেই আদালতে তাহা ফিরিয়া পাঠাইতে অথবা নিজে তাহা নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিবেন। ১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১০৪। কিন্তু উক্ত বিধির এইমত অভিপ্রায় নহে যে প্রধান সদর আমীন আপনি সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণের জন্য যে ছানী তজবীজ আবশ্যক বোধ হয় তাহা করিতে অধস্থ আদালতে হুকুম দিতে পারেন্ না। ১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১০৫। যদি জজ সাহেব সেই মোকদ্দমা গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিত্ত অধস্থ আদালতে তাহা পাঠাইতে অনুমতি দেন্ তবে ১৮৩৮ সালের ২১ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডরের সঙ্গে যে বিধি পাঠান যায় তাহার মধ্যে "পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠান মোকদ্দমার" সম্পর্কে ১ নম্বরী কৈফিয়তের চতুর্থ ঘরের লিখিত কথাতে যেরূপ নিয়ম ছিল সেইরূপে ঐ প্রকার মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের ১ নম্বরী কৈফিয়তের নবম

ঘরে লিখিতে হইবেক এবং যে আদালতে সেই মোকদ্দমা প্রথমে বিচার হইয়াছিল সেই আদালতের ১ নম্বরী কৈফিয়তের চতুর্থ ঘরে লিখিতে হইবেক। ১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

১০৬। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে সদর আমীন ও মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর যে আপীল ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ২ প্রকরণানুসারে প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হইয়াছে তাহার কোন২ আপীল নিষ্পত্তিকরণের সময়ে তাঁহারা ঐ আইনের ৩ ধারাক্রমে জজ সাহেবের প্রতি অর্পিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেছেন। তাহাতে কলিকাতাস্থ ও আলাহাবাদের সদর আদালত হুকুম করিলেন যে উক্ত আইনের ২ ধারানুসারে বিচারহওনার্থ যে আপীল প্রধান সদর আমীনেরদের নিকটে অর্পণ হয় তাহার বিষয়ে ঐ ধারার ৩ প্রকরণ খাটিতে পারে না অতএব যদ্যপি কোন জিলায় প্রধান সদর আমীন এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন তবে তাহা রহিত করিতে হইবেক। ১৮৩৭ সালের ২১ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

[অধস্থ আদালতের ডিক্রী মঞ্জুরকরণ সময়ে যে সুদ দিবার হুকুম করিতে হইবেক তাহার বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ের ২১৯ নম্বরী বিধান দেখ।]

১০৭। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও আপীলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবাতে প্রধান সদর আমীনের প্রতি হুকুম আছে যে কোন দস্তাবেজ দাখিল করিবার কিম্বা উভয় পক্ষের কোন ব্যক্তির এজহারের পুষ্টির নিমিত্তে সাক্ষি তলব করিবার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার লিখিত প্রকার ও দাঁড়ানুসারে যথার্থরূপে কার্য্য করেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২১ ধা।

১০৮। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৭ ধারার দ্বারা ১৮২১ সালের ২ আইনের ১১ ধারার ২ বিধি জিলা ও শহরের আদালতের মোকামছাড়া অন্য মোকামে নিযুক্তহওয়া প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের বিষয়ে খাটিবার হুকুম হইল। ১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরে এমত হুকুম আছে যে সকল আপীল প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণহওনের পূর্ব্বে জজ সাহেবের ঐ আপীলসম্পর্কীয় কাগজপত্র দৃষ্টিকরণের আবশ্যক নাই। অতএব সদর আদালত বোধ করিতেছেন যে ফরিদপুরে নিযুক্ত প্রধান সদর আমীন যেরূপে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা লইতে পারেন্ সেইরূপে উক্ত প্রকরণের নিয়মমতে তাঁহাকে আপীল লইতে অনুমতি দিবার কোন আপত্তি নাই। ১৮৩৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৮ ধারা।

জিলার আদালতের নিষ্পত্তির উপর এবং ৫০০০ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে জাবেতামত আপীল।

১০৯। জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেব প্রথমতঃ যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন তাহার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ৩ প্র।

১১০। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২ ধারানুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে অর্পণকরা ক্ষমতাক্রমে যেং জিলা বা শহরে ঐ শ্রীযুত ঐ আইনের হুকুম চলন করিতে হুকুম দিয়াছেন কি উত্তর কালে দিবেন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারায় প্রবিন্স্যল আদালতের সাহেবদিগের করা ফয়সলার উপর আপীলকর-

ণের যে মিয়াদ অর্থাৎ যে তিন মাস মিয়াদ নিরূপণ আছে ঐ২ জিলা বা শহ-রের জজ সাহেবের করা ফয়সলার উপর আপীল কি খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করিবার অর্থে সেই মিয়াদ নিরূপিত থাকিল ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ১ প্র।

১১১। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ১ প্রকরণে যে টাকা বা মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যার বা মূল্যের যে সমস্ত মোকদ্দমা এই আইনের ১ ধারার ক্ষমতাক্রমে প্রধান সদর আমীনেরে অর্পণ হয় ঐ প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক এবং জিলার জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল যে২ বিধানানুসারে ঐ সদর দেওয়ানী আদালতে হইত সেই২ বিধানানুসারে সর্ব্ব প্রকারে এই আপীলেরও কার্য্য হইবেক এবং ঐ নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিবেচনা করণের দরখাস্ত করিতে হইলে তাহা প্রধান সদর আমীন এককালে সদর দেওয়ানী আদালতে করিবেন এবং জিলার জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিবেচনার্থে দরখাস্ত হইলে যে বিধানানুসারে কার্য্য হইত সেই বিধানানুসারে ইহারো কার্য্য হইবেক ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৪ ধা।

১১২। ময়মনসিংহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ৫০০০ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমা হইলে যদি প্রধান সদর আমীন তাহাহইতে অল্প টাকার ডিক্রী করেন্ তবে প্রধান সদর আমীনের ঐ ডিক্রীর উপর আপীল সদর আদালতে হইবেক। ১২৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১৩। জাবেতামত কোন মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর যদি সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হয় এবং যদি জিলার জজ সাহেব কিম্বা প্রধান সদর আমীনকে ঐ আপীলের দরখাস্ত দেওয়া যায় তবে তাঁহার উচিত যে ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার বিধির অনুসারে কার্য্য করেন্ এবং ঐ দরখাস্ত ও তাহার সঙ্গে যে কোন কাগজপত্র দাখিল হইয়াছিল তাহা যথাসাধ্য শীঘ্র সদর আদালতে পাঠান্ এবং তাহার সঙ্গে এক সর্টিফিকট ও রুবকারী পাঠান্। ঐ রুবকারীর মধ্যে উভয় বিবাদির নাম এবং ডিক্রীর খোলাসা ও তাহার তারিখ ও আপীলের আরজী দাখিলকরণের তারিখ এবং ঐ আরজী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়াছে ইহা যে২ নিদর্শনে বোধ হইয়াছিল তাহা লিখিতে হইবেক। ১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১১৪। এবং তাহার সমকালীন আপেলাণ্টকে এমত লিখিত এত্তেলানামা দিতে হইবেক যে তোমার আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান গিয়াছে অতএব ঐ দরখাস্ত ঐ আদালতের নথীর শামিল হওনের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে যদি ঐ আপীল চালাইতে ক্রটি কর এবং সেই ক্রটির কোন মাতবর কারণ সদর আদালতে জানাইতে না পার তবে তোমার ঐ আপীল ডিসমিস হইবেক এবং ঐ এত্তেলানামা রীতিমত জারী হইয়াছে এই বিষয়ের এক সর্টিফিকট আদালতে পাঠাইতে হইবেক। ১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১১৫। প্রত্যেক আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে এক স্বতন্ত্র রুবকারী ও সর্টিফিকট পাঠাইতে হইবেক। ১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১১৬। নিষ্কর ভূম্যাদি স্থাবর যে বস্তুর সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক হয় এবং করসম্পর্কীয় যে জমীদারী ও হুজুরী তালুকআদির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ হাজার টাকার অতিরিক্ত হয় এবং মফঃসলী যে সকল তালুকের রাজস্ব সম্বৎসরে সিক্কা ১০০০ টাকার

অধিক হয় এবং উপরের অপ্রস্তাবিত যে সকল স্থাবর বস্তুর উৎপন্ন সম্বৎসরে সিক্কা এক হাজার টাকার অধিক হয় এবং অস্থাবর যে বস্তুর মূল্য সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক হয় এমত বিষয়ের সকল মোকদ্দমার যে মোকদ্দমা কোন মফঃসল আপীল আদালতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ মে তারিখের পরে নিষ্পত্তি পাইয়া ডিক্রী হয় সে ডিক্রীক্রমে যে কেহ আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত অনুমান করে তাহার সাধ্য আছে যে সে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে এক আরজী দিয়া করে ও সে আরজী সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমির মোকদ্দমা হইলে তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্ন ও নগদ টাকা হইলে তাহার সংখ্যার উপর ও অন্য বস্তু হইলে তাহার মূল্য এবং যাহার স্বত্বে অর্থাৎ হকে ডিক্রী হয় তাহার নাম এবং যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইয়া থাকে সেই এলাকার আপীল আদালতের নাম এবং ডিক্রীর হুকুম হইবার সময়ে এবং যে বস্তুর উপর ডিক্রী হয় ও সে ডিক্রী জারী হইয়াছে কি না এবং সে মোকদ্দমার আপীলের হেতু বেওরা করিয়া কিম্বা মোটে সেই আরজীতে লেখা যায় এবং মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর মঞ্জুরী নকল কিম্বা যে লোক আরজী দেয় তাহার অথবা তাহার উকীলের একরারনামা এই নিদর্শনে যে সেই লোক সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির তারিখহইতে ১০ দিনের পরে সে ডিক্রীর নকল পাইবার দরখাস্ত মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে করিয়াছিল কিন্তু পায় নাই সেই আরজীর সঙ্গে দেয়। এবং ডিক্রীর তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে এমত আরজী সে মোকদ্দমা যে মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইয়া থাকে তথায় অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল হয় ইহাতে যে লোক আরজী দেয় তাহার আরজী ঐ নিয়মিত কাল গতেও সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিবার সাধ্য এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেব দিগেরো লইবার শক্তি আছে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে সে আপীলের আরজী দিতে বিলম্বের বিষয়ে শুনিবার যোগ্য কিছু বিশিষ্ট হেতু জানাইতে পারে। কিন্তু নিয়মিত কাল গতে যে সময়ে আপীলের এমত আরজী সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দাখিল হয় সে সময়ে তাঁহারা সে আরজী লন্ কি না লন্ তাহার বেওরা হেতু বহীতে লেখাইবেন আর নিয়মিত কাল গতে যে সকল মোকদ্দমার আপীল হয় তাহার আরজী এমতে লইলে তাহা শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার বিষয়ে ৯ নবম ধারার লিখনক্রমে সাবধান হইবেন।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১০ ধা।

১১৭। ফরিয়াদী কি আসামী আপীলের যে সকল দরখাস্ত মফঃসলের আদালতে অথবা সদর আদালতে দাখিল করে তাহার মধ্যে সমস্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের নাম না লিখিয়া ওগয়রহ অথবা অন্যান্য ব্যক্তি এমত শব্দ লিখিয়া থাকে তাহাতে প্রত্যেক রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে নির্দ্দিষ্ট হুকুম জারী হইতে পারে না এইপ্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে শুননির নিমিত্ত প্রস্তুত করিতে বারবার বিলম্ব হইতেছে। এই ব্যবহার ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার (দত্ত দেশের নিমিত্ত ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার ৩ প্রকরণের) বিধানের বিরুদ্ধ। অতএব আপীলের যেং দরখাস্তে সমস্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের নাম না লেখা যায় তাহা বেদাঁড়া জ্ঞান করিতে হইবেক এবং আইনানুসারে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। এবং রীতিমতে আপীলের দরখাস্ত হইলে আপীলকরণের নিরূপিত মিয়াদ হিসাবকরণের বিষয়ে যেরূপ কার্য্য হয় সেইরূপ কার্য্য এই প্রকার বেদাঁড়া দর-

খাস্তের বিষয়ে হইবেক না। ১৮৪২ সালের ১ জুলাইয়ের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১১৮। অতএব ইহার পর অধস্থ আদালতে আপেলাণ্টের বিপক্ষ যাহারা ছিল তাহারদের কোন এক ব্যক্তির নাম লিখিতে যদি আপেলাণ্ট ত্রুটি করে এবং তাহা না লিখনের কোন কারণ না দর্শায় তবে আপীলের মিয়াদের মধ্যে তাহারদের নাম লিখিয়া দাখিল করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাইবেক কিন্তু তাহা যদি না করে তবে তাহার আপীল বেদাঁড়া বোধ হইবেক। ১৮৪২ সালের ১ জুলাইয়ের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১১৯। আপীলের উক্ত প্রকার বেদাঁড়া দরখাস্ত সদর আদালতে পাঠাইবার নিমিত্ত যে জজ সাহেবেরদের এবং প্রধান সদর আমীনেরদের হজুরে দাখিল হয় তাঁহারা ঐ দরখাস্তকারিরদিগকে পূর্ব্বোক্ত হুকুমের বিষয় জানাইবেন। ১৮৪২ সালের ১ জুলাইয়ের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১২০। যে কালে উপরের লিখনানুসারে মাতবর মালজামিনসমেত একরারনামা মফঃসল আপীল আদালতে দাখিল হয় সে কালে আমি জজ অর্থাৎ সে আদালতের প্রধান সাহেব অব্যাজে আপীলের দরখাস্তী আরজীর পৃষ্ঠে তাহা দাখিল হইবার তারিখ আপন কলমে লিখিয়া আপন নাম দস্তখতে সহী করিবেন এবং রোয়দাদের মধ্যে যে স্থানে ডিক্রী লেখা থাকে তাহার পার্শ্বে সমান স্থানে আপীল হইল এই শব্দ লিখিবেন পশ্চাৎ সে আরজী সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন এবং যে লোক আপীলের দরখাস্ত করে তাহাকে ঐ বিষয়ের সংবাদ সেই মফঃসল আপীল আদালতের এই মজমুনের এক লিখনের দ্বারা দিবেন যে তাহার মোকদ্দমার রোয়দাদের নকল ১৫ পনের দিনের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিবেক তাহাতে যে লোক আপীলের দরখাস্ত করে সে লোক যদি সদর দেওয়ানী আদালতের মিসিলে তাহার মোকদ্দমা দাখিল হইলে পর ৬ ছয় হপ্তার মধ্যে তাহায় সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করে তবে তাহা করনের বিলম্বের বিষয়ে শুনিবার যোগ্য কিছু বিশিষ্ট হেতু না জানাইতে পারিলে তাহার মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে ডিস্‌মিস্ হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১০ ধা।

১২১। সর্ব্ব সাধারণ লোককে জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত তোমাকে জানাইতেছি যে কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা এই স্থির করিয়াছেন যে কোন অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল সদর আদালতে হইলে ঐ আপীল যে উকীল অধস্থ আদালতে দাখিল করেন্ তিনি আপেলাণ্টের নিযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক হওয়াতে ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারা এবং ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারায় যে এত্তেলা দিবার হুকুম আছে সেই এত্তেলা তাঁহার অবশ্য লইতে হয় এবং তিনি তাহার বিষয়ে রসীদ দিলে আপেলাণ্টের উপর জারী হইয়াছে এমত বোধ করা যাইবেক। ১৮৪১ সালের ১৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১২২। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ বা ভ্রম না হয় এ নিমিত্তে সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে উক্ত প্রকার আপীলের দরখাস্ত কোন উকীলের কোন অধস্থ আদালতে দাখিল করিতে হইলে তিনি আপনার ওকালতনামাতে এই বিষয়ে এমত কথা লেখাইয়া লইবেন যে ঐ নিয়মিত এত্তেলা লইতে তাঁহাকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া গেল। কিন্তু যদ্যপিও ওকালৎনামায় ঐরূপ কথা লেখা না থাকে তথাপি আপনার মওক্কেলের উপর ঐ এত্তেলা জারীকরণের নিমিত্ত তাহা লইতে উকীলের যে কর্ত্তব্যতা আছে তাহাহইতে তিনি মুক্ত নহেন্। ১৮৪১ সালের ১৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১২৩। আপীলী মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদের নথী পাঠাইবার বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারা এবং ঐ সনের ৬ আইনের ১১ ধারা শুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে জিলা কিম্বা শহরের কি প্রবিন্স্যাল কোর্টের জজ সাহেবেরা উপস্থিত বিষয়মতে কেবল আসল সওয়াল জওয়াবের কাগজ ও জোবানবন্দী ও দস্তাবেজ যাহা দাখিল করিয়া থাকে তাহা ফিরিস্তি সমেত পাঠাইবেন আর প্রথমতঃ সাক্ষির হাজির করিবার দরখাস্ত ও পরওয়ানা ও নাজিরের কৈফিয়ৎ ও অন্যং নানা প্রকার কাগজপত্র ও রোয়দাদ যাহা আপীলের বিচারের নিমিত্তে আবশ্যক নহে তাহা পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে আদালতে আপীল করা গিয়া থাকে সেই আদালতের সাহেবেরা সর্ব্বদা এমত নানা প্রকার কাগজ দৃষ্টি করিতে উচিত বোধ হইলে তাহা তলব করিতে কিম্বা তাহার নকল দাখিল করিবার নিমিত্তে উভয় পক্ষকে হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ৮ ধা।

১২৪। ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত আপীলের সমস্ত দরখাস্ত একেবারে সদর আদালতে অথবা প্রধান সদর আমীনের নিকটে করিতে হইবেক। প্রধান সদর আমীনের নিকটে দাখিল হইলে যদ্যপি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপীল দাখিল হইয়া থাকে* তবে ঐ প্রধান সদর আমীন যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র ঐ আপীলের দরখাস্ত এবং তাহার সঙ্গে যে কোন কাগজপত্র নথীতে গাঁথা গিয়া থাকে তাহা এবং আপনার পদসম্পর্কীয় মোহর ও দস্তখতে এক সর্টিফিকট এবং উভয় বিবাদির নামের ফর্দ্দ এবং ডিক্রীর চুম্বক ও নিষ্পত্তির তারিখ ও আপীলের দরখাস্ত যে তারিখে দাখিল হইয়াছিল তাহা এক রুবকারীতে লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। প্রধান সদর আমীন সদর দেওয়ানী আদালতহইতে হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত আসল কাগজপত্রের নকল করাইবেন না ও তাহা পাঠাইবেন না পরে হুকুম পাইলে তাহা পাঠাইবেন এবং তাহা জলের দ্বারা নষ্ট না হয় এ নিমিত্তে নীচের লিখিত† ঐ আদালতের যে হুকুম আছে তদনুসারে সাবধান করিবেন এবং রোয়দাদের যে নকল করিতে হুকুম আছে তাহা নির্ব্বিঘ্নে রাখণের নিমিত্তে জজ সাহেবের রিকার্ড দফ্তরে দাখিল করিবেন ইতি। ১৮৪০ সালের ৬ জানুআরির সরকুলর অর্ডর।

১২৫। সদর আদালত ইহার পূর্ব্বে বিধান করিয়াছেন যে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব কিম্বা ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীন যে ডিক্রী করেন্ তাহার উপর আপীল হইলে যদি সেই আপীলের দরখাস্ত জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনকে দেওয়া যায় তবে সেই দরখাস্তের সঙ্গে আপীলহওয়া ডিক্রীর নকল দিবার আবশ্যক নাই অতএব ১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবর তারিখের সরকুলর অর্ডরে যে ১ নম্বরী সর্টিফিকটের বিষয়ে হুকুম আছে তাহা মতান্তর করিতে হইবেক। অতএব তোমার প্রতি হুকুম হইল যে ঐ প্রকার পাঠানুসারে কৈফিয়ৎ লিখিতে হইলে ঐ সর্টিফিকটের ১ দফাহইতে নীচের লিখিত তিন কথা উঠাইয়া ফেলিতে হইবেক। ১৮৩৮ সালের ২৪ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

[ঐ তিন কথা সেই সর্টিফিকটহইতে উঠাইয়া ফেলান গিয়াছে।]

১২৬। উক্ত আইনের অর্থের অনুসারে মোকদ্দমার আপীল হইলে সেই মোকদ্দমার ডিক্রীর তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে ঐ আপীলের আরজী জিলার জজ সাহেব অথবা

---

* ১৮৩৮ সালের ২৪ আগষ্টের ১৬ নম্বরী সরকুলর অর্ডর।

† ১৮২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের এবং ১৮২৪ সালের ২১ মাইর ৬৭ ও ৭০ নম্বরী সরকুলর অর্ডর।

প্রধান সদর আমীনের নিকটে দিতে হইবেক এবং কোন কারণে ঐ তিন মাসহইতে কিছু অধিক কাল দেওয়া যাইবেক না। যদি সেই মিয়াদের মধ্যে ঐ আপীলের আরজী দাখিল না হয় তবে জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীন এমত লিখিতে পারিবেন না যে তাহা রীতিমতে দাখিল হইয়াছে। ১৮৩৮ সালের ২৪ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১২৭। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে আদালতের ডিক্রীর নকল পাইবার নিমিত্ত বাদী কি প্রতিবাদী যে ইষ্টাম্পকাগজ দাখিল করে তাহা অধস্থ আদালতের আমলারা কএক মাসপর্য্যন্ত রাখিয়া ডিক্রীর নকল প্রস্তুত করে না তাহাতে আপীলকরণের মিয়াদ অনাবশ্যকমতে বাড়ে অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে তুমি অতিসাবধান হইয়া দেখিবা যে তোমার আদালতের আমলারা ঐ ডিক্রীর নকল প্রস্তুতকরণেতে অনাবশ্যকমতে কিছু বিলম্ব না করে এবং যে বৃত্তান্ত লিখিতে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৯ প্রকরণে হুকুম আছে সেই সকল বৃত্তান্ত ডিক্রীর নকলের পৃষ্ঠে লিখিতে তোমার আদালতের সিরিশ্তাদারকে হুকুম দিবা এবং ইষ্টাম্পকাগজ দাখিলকরণের পর এক মাসের মধ্যে যদি ডিক্রীর নকল না দেওয়া যায় তবে ঐ বিলম্বের কারণ স্পষ্ট করিয়া লিখিতে তাহাকে হুকুম দিবা। ১৮৩২ সালের ১৮ মের সরকুলর অর্ডর।

১২৮। এমত হইতে পারে যে সদর আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার আসল কাগজপত্র তথায় পাঠাওনের সময়ে হারাণ যাইতে পারে। অতএব তাহার উপায়ের নিমিত্ত সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে সেইরূপে যত আসল কাগজপত্র পাঠান যায় তাহার এক২ নকল রাখিতে হইবেক কিন্তু কি২ প্রকার কাগজ পাঠাইতে হইবেক তাহার বিষয়ে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৮ ধারাতে দৃষ্টি করিতে হইবেক। এবং ১৮৩২ সালের ১৮ মে তারিখের সদর আদালতের সরকুলর অর্ডরে হুকুম আছে যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার বিধির অনুসারে অধস্থ আদালতে দাখিলহওয়া আপীলের আরজীর সঙ্গে যে আসল কাগজপত্র দাখিল হয় বিশেষ হুকুম না হইলে তাহার নকল করিতে কিম্বা তাহা উপরিস্থ আদালতে পাঠাইতে হইবেক না। ৭৪২ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

১২৯। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে অধস্থ আদালতে যে আপীলের দরখাস্ত করা যায় তাহা ১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরকুলর অর্ডরের অনুসারে উপরিস্থ আদালতে পাঠাইতে হইলে তাহার সঙ্গে দুইখান সর্টিফিকট দিতে হইবেক সেই দুই সর্টিফিকটের পাঠ আদালতের জজ সাহেবেরদের নিকটে পাঠান গিয়াছে এবং তাঁহারদিগকে হুকুম দেওয়া গিয়াছে যে উক্ত সরকুলর অর্ডরের ২ দফাতে যে সকল বৃত্তান্ত লেখা আছে তাহা প্রথম সর্টিফিকটের সঙ্গে পাঠান রুবকারীতে লিখিতে বিশেষ মনোযোগী হন্। ১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৩০। সদর দেওয়ানী আদালত আরো হুকুম করিতেছেন যে ঐ কাগজপত্র পাঠাওনেতে কোন ভ্রম বা ব্যতিক্রম না হয় এ নিমিত্ত জজ সাহেবেরা সদর দেওয়ানী আদালতহইতে ঐ সর্টিফিকটের নকল আনাইবেন এবং এই পত্রের সঙ্গে পাঠান সর্টিফিকটের নকলের পৃষ্ঠে যেরূপ লেখা আছে ঐ২ সর্টিফিকটের পৃষ্ঠেও আবশ্যকমতে সেইরূপ লিখিবেন। তাহার মধ্যে যে সকল লিপি পাঠান যায় সেই২ লিপি অর্থাৎ প্রত্যেক দরখাস্ত রুবকারী এত্তেলাপ্রভৃতি এক ফর্দ্দ কাগজের অধিকে লেখা গেলেও প্রত্যেক লিপির আলাহিদা২ নম্বর দিতে হইবেক। কোন২ জিলার জজ সাহেবেরা রুবকারী আলাহিদা২ ফর্দ্দ কাগজে এবং উভয় পৃষ্ঠাতেই লিখিয়া পাঠান্ ইহাতে ঐ রুবকারী নথীর শামিল গাঁথিতে অত্যন্ত ক্লেশ হয়। তাহাতে সদর আদালত জজ সাহেবকে হুকুম করিলেন যে তোমার আদালতে যদ্যপি এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে তবে তাহা রহিত করিবা এবং উত্তর কালে সাধ্যপর্য্যন্ত রুবকারীর নকল কাগজের কেবল এক পৃষ্ঠাতে লিখিয়া প্রত্যেক ফর্দ্দ অপর ফর্দ্দের সঙ্গে লেই কিম্বা লাসার দ্বারা যুড়িয়া ঐ যোড়ের স্থানে তুমি আপনার নাম ও পদ লিখিবা। ১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৩১। ১ নম্বরী সর্টিফিকট।

অমুক জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালত।

অমুক আপেলাণ্ট।

অমুক রেসপাণ্ডেণ্ট।

১। আমি এই পত্রের দ্বারা জানাইতেছি যে এই জিলার অমুক জজ সাহেবের ডিক্রীর উপর উক্ত মোকদ্দমার আপীলের এক দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে অমুক ডিক্রী পাঠান গিয়াছে।

ডিক্রী অমুক তারিখে হয়।

আপীলের দরখাস্ত অমুক তারিখে দেওয়া যায়।

২। আমি আরো জানাইতেছি যে ঐ আপীলের দরখাস্ত আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দেওয়া গিয়াছিল এমত বোধ করি এবং আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপীল চালাইবার জন্য আপেলাণ্টকে স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির হইতে রীতিমত এত্তেলা অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

৩। ঐ ডিক্রী জারী হইয়াছে (বা না হইয়াছে)।

আমার দস্তখতে এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

শ্রীঅমুক

জজ।

দেওয়ানী আদালত।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

১৩২। ২ নম্বরী সর্টিফিকট।

অমুক জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালত।

অমুক আপেলাণ্ট।

অমুক রেসপাণ্ডেণ্ট।

সদর দেওয়ানী আদালতের শ্রীযুত রেজিষ্টর সাহেব বরাবরেষু।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের উপরের লিখিত মোকদ্দমায় যে সর্টিফিকট সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়াছিলাম তাহার বিষয়ে যে আসল এত্তেলানামা পাঠান গিয়াছিল তাহা এই পত্রের সঙ্গে পাঠাইয়া জানাইতেছি যে তাহা আপেলাণ্টের উপর রীতিমত জারী হইয়াছে।

আমার দস্তখতে এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

শ্রীঅমুক

জজ।

দেওয়ানী আদালত।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে।

১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৩৩। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীনেরা আপীলের দরখাস্তের যে সর্টিফিকট সদর আদালতে পাঠান্ এবং সদর আদালতের হুকুমনামার যে রিটর্ন করেন্ তাহা কোন নিয়মিত পাঠানুসারে করেন্ না তাহাতে অনেক অনৈক্য দৃষ্ট হইতেছে। এইরূপ অনৈক্যেতে ক্লেশ হইতেছে অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে জিলার জজ সাহেবেরা যে পাঠানুসারে সর্টিফিকট ও রিটর্ন লিখিয়া থাকেন সেই পাঠানুসারে প্রধান সদর আমীনেরাও তাহা লিখিবেন কেবল ইঙ্গরেজী ভাষাতে তাহা না লিখিয়া উর্দু ভাষাতে লিখিবেন। ১৮৩৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৩৪। সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া ক্ষমতা যথার্থরূপে জারী করিতে ঐ আদালতের সাহেবদিগকে পরাক্রম দিবার নিমিত্তে সকল অধীন আদালতের প্রতি দৃঢ়রূপে হুকুম হইল যে চলিত আইনের যেং দাঁড়ানুসারে উভয় পক্ষের বিবাদের মূলীভূত বিষয়সকল লেখা আবশ্যক এবং যে হেতুর উপর তাঁহারদিগের ডিক্রী কি হুকুম জারী হইয়া থাকে তাহা লেখা আবশ্যক তদনুসারে কর্ম্ম করেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৭ প্র।

১৩৫। আপীলী মোকদ্দমার যে রোয়দাদ ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৮ ধারানুসারে সদর আদালতে পাঠাইতে হয় তাহাতে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারাতে যে কৈফিয়ৎ লিখিতে জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইয়াছিল ঐ কৈফিয়ৎ না লিখিয়া রোয়দাদ বারবার পাঠান গিয়াছে। সদর দেওয়ানী আদালত ইহা অবগত হইয়া জানাইতেছেন যে ঐ কৈফিয়ৎ না পাঠাওনেতে অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে যেহেতুক আপেলাণ্ট কখনং কহে যে আমি যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিতে চাহিয়াছিলাম তাহা জজ সাহেব লন্ নাহি অথবা যে সাক্ষিরদের ইসমনবিসী দিয়াছিলাম জজ সাহেব তাহারদিগের নামে সফীনা দেন্ নাই। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে সদর আদালতে যে সকল আপীলী মোকদ্দমা তোমার পাঠাইতে হয় তাহার সঙ্গে নিয়ত ঐ কৈফিয়ৎ পাঠাইবা। ১৮৩৬ সালের ৫ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডর।

১৩৬। হুকুম হইল যে অধস্থ আদালত যে সকল আপীলের দরখাস্ত সদর আদালতে পাঠান্ তাহার সঙ্গে ইহাও লিখিয়া জানাইতে হইবেক যে যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহা জারী হইয়াছে কি না। ১৭৯৬ সালের ২৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

১৩৭। এক জন জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যেপর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমাসম্পর্কীয় চূড়ান্ত হুকুম না হইবেক সেপর্য্যন্ত যদি অধীন আদালতের ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় কোন ডিক্রী কি হুকুম স্থগিত রাখিতে উচিত বুঝেন্ তবে তাহা স্থগিত রাখিতে হুকুম করেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

৯ ধারা।

আপীলী মোকদ্দমার খরচার মালজামিন।

[সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলী মোকদ্দমার খরচার মালজামিনী দিবার যে হুকুম ছিল তাহা ১৮৪১ সালের ১৭ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে। অতএব নীচের লিখিত বিধান কেবল জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের ও অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীলের বিষয়ে খাটে।]

১৩৮। যদি কেহ আপীলের যোগ্য মোকদ্দমার আপীল করিয়া তাহার ওকালতীতে আদালতের চিহ্নিত কোন উকীলকে নিযুক্ত করিতে চাহে তবে কর্ত্তব্য যে সে উকীলের রসুমের ও আপীলের খরচার নিশার কারণ মাতবর মালজামিনী তাহার আপীলের আরজীর সঙ্গে দাখিল করে। জামিনী দাখিল না করিলে যদি যোত্রহীনদিগের সম্পর্কীয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ ষট্চত্বারিংশৎ আইনের অনুসারে আপেলাণ্ট যোত্রহীন প্রমাণ না হয় তবে তাহার আপীলের আরজী লওয়া যাইবেক না এবং যেরূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারায় কেহ আপীলের আরজী দিয়া নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে ঐ আইনের লিখিত আপীলের নিরূপিত রসুম দাখিল না করিলে সে মিয়াদ গতে তাহার আপীল করিবার অধিকার না থাকিবার হুকুম আছে সেইরূপে এই ধারার অনুসারে কেহ আপীলের আরজী দিয়া এই ধারার নির্ণীত জামিনী নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করিলে সে মিয়াদ

গতে তাহার আপীলকরণের অনধিকার হইবেক ইতি।—১৭৯৮ সা। ২ আ। ১০ ধা।

১৩৯। মফঃসল আপীল আদালতের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে জাবেতামত মোকদ্দমায় অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে যদি আপেলাণ্ট পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন না হইয়া পক্ষান্তর ব্যক্তির খরচার নিশার কারণ মালজামিনী দাখিল না করে তবে ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ১২ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে ঐ আপীলের আরজী উপরিস্থ আদালতের লইতে হইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে খরচার নিশার কারণ জামিনী দাখিল না হওনের পূর্ব্বে যদ্যপি কোন আপীলের আরজী গ্রাহ্য হইতে পারে না তথাপি আরজীর সঙ্গে জামিনী দাখিল না করণের যদি মাতবর কারণ দর্শান যায় তবে উপরিস্থ আদালতের সাধ্য আছে যে সেই দরখাস্ত গ্রাহ্য করেন্ এবং আপেলাণ্টকে জামিনী দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত সময় দেন্ সদর আদালতে এইমত ব্যবহার আছে। ৩৬৯ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১৪০। খরচার নিশার কারণ আপেলাণ্টেরদের যে মালজামিনী দিতে হয় তাহার বিষয়ে সদর আদালত যে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহার এক নকল জিলার জজ সাহেবের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্ত পাঠান যাইতেছে এবং আপীলী মোকদ্দমায় উত্তর কালে জামিনেরদের যে জামিনী পত্র লিখিয়া দিতে হইবেক তাহার পাঠের এক নকল এই ক্ষণে জজ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইতেছে। সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে আপীলী মোকদ্দমাতে যে ব্যক্তি আপেলাণ্টের খরচার জামিন হন্ তাহার একরারনামার মজমুন এই যে আপীলের ডিক্রী হওন সময়ে আপেলাণ্টের স্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকুন না কেন। আপীলেতে যে সকল খরচা লাগে তাহার নিশাকরণের বিষয়ে আমি দায়ী আছি অতএব যখন আপেলাণ্ট কিম্বা রেস্পাণ্ডেণ্ট অথবা জামিন আপীল উপস্থিত থাকিতে মরে তখন নূতন জামিন তলব করিবার আবশ্যক নাই যেহেতুক তাহাতে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব হয়। ১৮৩২ সালের ১৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

১৪১। মুনসেফেরদের ডিক্রীর উপর যে আপীল হয় তাহাতে খরচার নিশার কারণ জামিনী তলব করিতে আইনেতে কোন বিধি নাই কিন্তু আইনে বিশেষ লেখা আছে যে অন্য সকল আদালতে আপেলাণ্টেরদের স্থানে সেইরূপ জামিনী তলব করিতে হইবেক। অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে মুনসেফেরদের ডিক্রীর বিষয়ে সেইরূপ না লেখা ভুলক্রমে হয় নাই কিন্তু মুনসেফেরদের ডিক্রীর উপর যে ব্যক্তিরা আপীল করে তাহারদের স্থানে সেইরূপ জামিনী লইবার আবশ্যক নাই। ১৮৩৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

[কিন্তু তাহার পর জারীহওয়া আইনে এমত হুকুম হইল যে আপীল আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টকে হাজির না করাইয়া আপীলের ডিক্রী বহাল রাখিতে পারেন্ এইপ্রযুক্ত আপীলের আরজীর সঙ্গে আপেলাণ্টের খরচার জামিনী দিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু যখন আপীল আদালত সেই মোকদ্দমা জাবেতামত আপীলের ন্যায় শুনিতে এবং রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব করিতে নিশ্চয় করেন্ তখন খরচার নিশার কারণ জামিনী আপেলাণ্টের নিকটে তলব করিতে হইবেক। নীচের লিখিত বিধান এই নূতন নিয়মের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।]

১৪২। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণের শেষ ভাগে হুকুম আছে যে প্রত্যেক আপীলের আরজীর সঙ্গে আপীলের খরচার নিয়মিত জামিনী দাখিল করিতে হইবেক। কিন্তু এক্ষণে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণানুসারে পক্ষান্তর ব্যক্তিকে হাজির না করাইয়া জিলা বা শহরের আদালতের নিষ্পত্তি বহাল রাখিতে অথবা তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম দিতে পারেন্ এইপ্রযুক্ত সদর আদালতের হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত খরচার জামিনী প্রথমে তলব করিবার আবশ্যক নাই। ১৮১৩ সালের ২৮ জুনের সরকুলর অর্ডরের ৫ দফা।

১৪৩। যখন আপীল আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব করিবার আবশ্যক বোধ করেন্

তখন আপীলের খরচার নিশার কারণ নিয়মিত জামিনী দাখিল করিবার নিমিত্ত আপেলাণ্টকে কত মিয়াদ দেওয়া যাইবেক কি ছয় সপ্তাহের মিয়াদ দিতে হইবেক কি যে আদালতে আপীল উপস্থিত হয় সেই আদালত আপন বিবেচনামতে মিয়াদ নিরূপণ করিতে পারেন্ এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার নিয়মমতে হিসাব করা এক মাস অতীত হওনের পর যদি জামিনী দিতে এবং রেসপাণ্ডেণ্টকে তলব করিতে হুকুম হয় এবং যদি আপেলাণ্ট জামিনী পত্র তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে প্রস্তুত না থাকে তবে যে আদালতে আপীল হইয়াছে সেই আদালতের এমত ক্ষমতা আছে যে প্রত্যেক মোকদ্দমার গতিক বুঝিয়া যে মিয়াদ উচিত বোধ করেন্ সেই মিয়াদ দেন্। এবং যদি আপেলাণ্ট সেই মিয়াদের মধ্যে জামিনী দাখিল না করে এবং বিলম্বকরণের কোন মাতবর কারণ না দর্শাইতে পারে তবে তাহার আপীল কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হইবেক। ১৮৩৯ সালের ১২ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৪৪। উক্ত [১৪১ নম্বরী] বিধান প্রধান সদর আমীনের আদালতের বিষয়েও খাটিবেক এবং জিলার জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে ঐ বিধানের মর্ম্ম তাঁহাকে জানাইয়া হুকুম করেন্ যে জজ সাহেবের আদালতহইতে খরচার নিমিত্ত জামিনী দেওনের বিষয়ে যদি হুকুম না হইয়া থাকে তবে ঐ আপীল প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইলে পর তিনি কিছু বিলম্ব না করিয়া সেই জামিনী দাখিল করিবার যথোচিত হুকুম দেন্। ১৮৩৯ সালের ১২ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৪৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ এক মাস মিয়াদ ডিক্রীহওনের তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক। তাঁহারা আরো জানাইতেছেন যে ঐরূপ হিসাবকরা এক মাস অতীত না হইতে২ যদি সেই হুকুম দেওয়া যায় এবং এক মাস সম্পূর্ণহওনের অবশিষ্ট যে কাল থাকে সেই কাল যদি এমত অল্প হয় যে আপেলাণ্ট মাসের শেষ না হওনের পূর্ব্বে জামিনী দাখিল করিতে না পারে তবে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের সাধ্য আছে যে আর যত মিয়াদ দেওয়া উচিত বোধ হয় তাহা আপনার বিবেচনামতে দেন্। এবং সেই মাস অতীত হইলে বা না হইলে জজ সাহেব এইরূপ কার্য্য করিবেন। ১২৪৪ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

• [ভিন্ন রাজারদের অধিকারনিবাসি আপেলাণ্ট ও রেসপাণ্ডেণ্টের দ্বারা আপীলী মোকদ্দমায় খরচার জামিনী দেওনের বিষয়ি বিধি ৩ অধ্যায়ের ৬১ ধারাতে লেখা আছে।]

১০ ধারা।

আপীলী মোকদ্দমার শুনন ও নিষ্পত্তিকরণ।

১৪৬। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের কর্ম্ম করিবার বিষয়ি দাঁড়া ও হুকুমের মতে আপীলের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের কার্য্য করিবার নিমিত্তে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়া এক্ষণকার চলিত আইনেতে লেখা আছে তাহা নীচের লিখিত কথার অনুসারে নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

১৪৭। যদি ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে জিলা কি শহরের কোন আদালতে কিম্বা কোন প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে সরাসরীভিন্ন আপীলের কোন মোকদ্দমাতে আপীলের কোন দরখাস্ত দাখিল হয় ও তাহাতে রেস্পাণ্ডেণ্টের ক্ষমতা আছে যে আপেলাণ্টের দরখাস্তের ও আপীলের হেতুর জওয়াব দাখিল করে বা না করে কিন্তু যদি কোন মোকদ্দমাতে কোন রেস্পাণ্ডেণ্ট জও-

য়াব দাখিল না করে ও যে সাহেবদিগের নিকটে আপীলের মোকদ্দমার বিচার হয় তাঁহার আপীলের দরখাস্তের জওয়াব কি মোকদ্দমার বেওরা স্পষ্ট বুঝা যাইবার নিমিত্তে তাহার লিখিত কোন কথার জওয়াব দাখিলহওন উচিত বুঝেন্ তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহা দাখিল করিবার অর্থে রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর হুকুম দেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

১৪৮। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে আপীলের যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে আপেলাণ্টের আপীলের দরখাস্ত ও হেতুর আরজীভিন্ন ও রেস্পাণ্ডেণ্টের জওয়াবভিন্ন সওয়াল ও জওয়াবের আর কোন কাগজপত্র লওয়া যাইবেক না কিন্তু যদি এই আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণের মতে নালিশী আরজীর অন্য নকল দাখিল করণের আবশ্যক হয় কি এই আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণের অনুসারে সওয়াল ও জওয়াবের কোন কাগজের অবশেষ কথা দাখিলকরণের অর্থে আদালত হইতে অনুমতি হয় তবে তাহা দাখিল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

১৪৯। আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া বিধান করিতেছেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার বিধি কেবল জাবেতামত মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে আপীলী মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে না। ১১৯১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫০। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার বিধি যেমত প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার উপর খাটে তেমনি আপীলী মোকদ্দমার উপরেও খাটে অতএব সকল মোকদ্দমার যে মূল বিষয় লইয়া বিবাদ আছে তাহা এবং উভয় বিবাদী যে২ হেতুতে আপনারদের সওয়ালজওয়াবের পোষকতা করে তাহা অতিমনোযোগপূর্ব্বক লিখিয়া রাখিবা। ১৮৪০ সালের ২ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৫১। জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে হইলে যদি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা বুঝেন্ যে সে মোকদ্দমার বিচার জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে যথার্থক্রমে হয় নাই তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের শক্তি আছে যে সে কালে সেই হেতুতে কিম্বা অন্য হেতুতে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি দৃষ্টে বিশিষ্ট প্রকারে আপনারা অন্য২ সাক্ষির সাক্ষ্য শ্রবণের দ্বারা নিষ্পত্তি করেন্ কিম্বা পুনর্ব্বার সে মোকদ্দমা বিচার কারণ সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে সোপর্দ্দ করেন্। ইহাতে যদি সে মোকদ্দমা জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে সোপর্দ্দ হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার যথার্থ বিচারার্থে অন্য২ সাক্ষির সাক্ষ্য শুনিবার বিষয়ে ও উভয় বিবাদির ও সাক্ষিদিগের অক্লেশ অর্থাৎ আশানের জন্য যাহা উচিত জানেন্ তাহা জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবকে লিখিবেন কিন্তু যে সময়ে আপীল আদালতের সাহেবেরা এমত কার্য্য করেন্ সে সময়ে সেই হেতু রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন। আর যদি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই সকল সাক্ষির সাক্ষ্য আপনারদিগের এলাকার আদালতে শুনেন তবে দরবারের সময়ে আপনারা সেই সাক্ষিদিগেরে দিব্য করাইয়া সাক্ষ্য শুনিয়া জোবানবন্দীতে তাহারদিগের দস্তখৎ করাইয়া লন্ কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবকে অনুমতি করেন্ যে ঐ মতে সাক্ষিদিগেরে

দিব্য করাইয়া সাক্ষ্য শুনিয়া জোবানবন্দীতে তাহারদিগের দস্তখৎ করাইয়া লইয়া আপনিও তাহাতে সহী করেন্ এই দুই রূপে যাহা যথার্থ বিচার ও বেওরা অবগতার্থে ও সাক্ষিদিগের সম্বন্ধে ভাল জানেন্ তাহাই করিবেন ইহাতে যদি সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য রেজিষ্টর সাহেবকে শুনিতে হয় তবে রেজিষ্টর সাহেব সেই সকল সাক্ষির জোবানবন্দী উভয়ের সাক্ষাৎ কিম্বা উভয়ের উকীলদিগের মোকাবিলায় করাইবেন তাহাতে উভয় ও উভয়ের উকীলদিগের সাধ্য আছে যে সে কালে সাক্ষিদিগের স্থানে যাহা জিজ্ঞাসা অর্থাৎ সওয়ালকরণ আবশ্যক হয় তাহা করে ও উভয় বিবাদির সেই সকল সওয়াল ও সাক্ষিরা তাহার যে জওয়াব দেয় সে সকল সওয়াল ও জওয়াব লেখা গিয়া তাহাতে জনাজাৎ সাক্ষির দস্তখৎ করাণ যায় এবং রেজিষ্টর সাহেবের সহীও তাহার উপর হয় কিন্তু উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদিগের উকীলেরা রেজিষ্টর সাহেবের নিকট সেই সকল সাক্ষির জোবানবন্দী হইবেক সংবাদ পাইয়া জোবানবন্দী হইবার সময়ে সে কি তাহারা তথায় হাজির না থাকে তবে রেজিষ্টর সাহেব উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়ের উকীলদিগের গরহাজিরীতেও সেই সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী উপরের লিখনানুসারে করাইবেন এবং সে জোবানবন্দী মাতবর জানা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৫ আ। ১৮ ধা।

১৫২। যদি কোন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তী আরজী মফঃসল আপীল আদালতে দাখিল হইলে তাহর পর ৬ ছয় হপ্তার মধ্যে আপেলাণ্ট সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করে তবে তাহা না করিবার কোন বিশিষ্ট হেতু তথায় না দর্শাইতে পারিলে সে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক বরং মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা উচিত জানিলে রেস্পাণ্ডেণ্ট অর্থাৎ আসামীকে আদালতের খরচা দেওয়াইতে হুকুম করিবেন। কিন্তু ঐ সাহেবেরা এমতে যে মোকদ্দমা শুনেন্ কিম্বা ডিসমিস করেন্ অর্থাৎ না শুনেন্ তাহার বেওরা রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৫ আ। ২১ ধা।

১৫৩। ইহাতে হুকুম হইল যে কোন আদালতে কোন সময়ে যদি ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত মোকদ্দমা বা আপীল চালাইতে ক্রুটি করে তবে সেই মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হইবেক এবং মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিসকরণের পূর্ব্বে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্টকে কিছু এত্তেলা দিবার আবশ্যক হইবেক না। যদি বিশেষ দরখাস্তক্রমে অধিক মিয়াদ দেওয়ার বিষয়ে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট কিম্বা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার মোখ্তারকার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি না পাইয়া থাকে তবে আদালতের অথবা আসামীর কি অন্য কাহারো কোন কর্ম্ম করণব্যতিরেকে এবং কারণ না দর্শাইয়া ঐ মোকদ্দমা বা আপীল কায়েং ডিসমিস হইবেক। এবং আদালত যদি কোন গতিকে অধিক মিয়াদ দেন্ তবে অধিক মিয়াদ দেওনের কারণ বিশেষ করিয়া রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন কিন্তু অধিক মিয়াদের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলে তাহার কারণ বিশেষরূপে লিখনের আবশ্যক হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২৯ আ। ১ ধা।

১৫৪। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধির বিষয়ে তোমাকে জানাইতে আদেশ পাইয়াছি যে ঐ আইন জারীহওনের তারিখে তোমার নথীতে যে সকল মোকদ্দমা মুলতবী ছিল তাহাতে বাদী কিম্বা প্রতিবাদী ঐ তারিখঅবধি ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত চালাইতে ক্রুটি করিলে ঐ মোকদ্দমাতে ঐ আইন খাটিবেক এবং ঐ আইন কলিকাতা গেজেটের যে

নম্বরে প্রকাশ হয় তাহা অথবা ঐ আইনের ছাপাহওয়া নকল যে তারিখে তোমার কাছারীতে পঁহুছে সেই তারিখঅবধি ঐ ছয় সপ্তাহ গণ্য করিতে হইবেক। ঐ আইন জারীহওনের পরে যত মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে সুতরাং ঐ আইন খাটিবেক। আরো তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে তুমি উপরের লিখিত হুকুম এদেশীয় বিচারকদিগকে অবিলম্বে জানাইবা। ১৮৪১ সালের ২৪ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৫৫। যখন আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া যায় তখন যে তারিখে দরখাস্ত আদালতে গুজরাণ যায় সেই তারিখঅবধি আপীল উপস্থিতহওয়া সুতরাং গণ্য হইবেক। কিন্তু যে আদালতে মোকদ্দমা হইয়াছিল তথায় যখন আপীলের দরখাস্ত গুজরাণ যায় তখন ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারানুসারে যে তারিখে সদর আদালতে ঐ আপীলের দরখাস্ত দেওয়া যায় অর্থাৎ যে তারিখে দরখাস্ত ঐ আদালতে পঁহুছে সেই তারিখঅবধি আপীল উপস্থিতহওয়া গণ্য করিতে হইবেক। ইহার উভয় গতিকে আপীল উপস্থিতহওনের তারিখঅবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে মোকদ্দমা চালাইতে আপেলান্টের প্রতি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারায় হুকুম আছে অতএব জিজ্ঞাসা হইতেছে যে "মোকদ্দমা চালাইতে" ইহার অর্থ কি। তাহাতে বিধান হইল যে আপেলান্টকে যে ছয় সপ্তাহের মিয়াদ দেওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে যদি স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা আপীলের হেতু না গুজরায় তবে তাহার কসুর হইয়াছে বোধ করিতে হইবেক এবং তাহার আপীল ডিসমিসহওনের যোগ্য হইবেক। সুদ্ধ উকীল নিযুক্তকরণেতে তাহার আপীল ডিসমিসহওনের প্রতিবন্ধক হইবেক না। ১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আইনের অর্থ।

১৫৬। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মোকদ্দমা বা আপীল উক্ত ধারানুসারে ডিসমিস হইলে আসামী অথবা রেস্পাণ্ডেণ্ট মোকদ্দমায় বা আপীলে যে সকল খরচপত্র করিয়া থাকে তাহা আদালত তাহাকে দেওয়াইয়া দিবেন কিন্তু যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের প্রতি সময়ের খেলাফপ্রযুক্ত অথবা আপীলের মিয়াদপ্রযুক্ত প্রতিবন্ধক না থাকে অথবা ডিসমিসহওয়া মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিতকরণ এবং তাহা ডিসমিসহওনপ্রযুক্তভিন্ন অন্য কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিসহওয়াতে নূতন মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিতকরনের কিছু প্রতিবন্ধক হইবেক না এবং ঐ মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিসহওয়াতে মোকদ্দমার মিয়াদের আইনক্রমে সময়ের খেলাফ নিবারণ হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২৯ আ। ২ ধা।

১৫৭। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ২ ধারায় এই কথা লেখা আছে "যে কোন গতিকে মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হয়" অতএব মুরাদাবাদের জজ সাহেব এই বিধির এই সাধারণ কথার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপীলহওয়া মোকদ্দমার জওয়াব দিতে রেস্পাণ্ডেন্টের তলব না হইলে যদি সেই ব্যক্তি জওয়াব দেয় এবং উকীলকে নিযুক্ত করে এবং ঐ আপীল উক্ত আইনানুসারে ডিসমিস হয় তবে ঐ রেস্পাণ্ডেণ্টকে আদালতের খরচা দেওয়াইতে ডিক্রী করিতে হইবেক কি না। তাহাতে বিধান হইল যে প্রতিবাদি ব্যক্তির তলব না হইয়া আদালতে যে উপস্থিত হইবেক এমত গতিক জজ সাহেবের উল্লেখ হওয়া ধারার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না বোধ হইতেছে। যেহেতুক ঐ প্রতিবাদি ব্যক্তিকে "রেস্পাণ্ড" করিতে অর্থাৎ জওয়াব দিতে তলব না হইলে তাহাকে প্রকৃতমতে "রেস্পাণ্ডেণ্ট" বলা যায় না। পুনশ্চ জজ সাহেবকে ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ দেখিতে হুকুম হইল। ঐ নম্বরী আইনের অর্থেতে "রেস্পাণ্ডেণ্ট" শব্দ কেবল "প্রতিবাদি ব্যক্তি" বুঝায় এমত লেখে। ১৩২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫৮। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের যে ভাগে লেখে যে ১ ধারানুসারে কসুরপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হইলেও যদি কালের এবং আপীলকরণের মিয়াদের খেলাফ হওয়া-

প্রযুক্ত আপীলকরণের প্রতিবন্ধক না থাকে তবে আপেলাণ্ট নূতন আপীল করিতে পারেন্। এই ভাগের উপলক্ষে ফরক্কাবাদের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল যে ঐ আইনের কথা সাধারণ এবং সকল আপীলের বিষয়ে খাটে অতএব যদি জিলার জজ সাহেবের আদালতে কোন আপেলাণ্ট ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে কসুর করে এবং ঐ আইনের বিধির অনুসারে যদি তাহার মোকদ্দমা নথীহইতে উঠান যায় তবে তাহার আপীল মিথ্যা হইল। ১৩৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫৯। [জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা এবং প্রধান সদর আমীনেরা যেমতে ও যে পরাক্রমানুসারে এবং যে বিধি ও নিষেধদৃষ্টে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ সাধ্যপর্য্যন্ত সেইরূপে আপীলী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন এবং প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় যেরূপে ডিক্রী প্রস্তুত ও নকল করিতে এবং সেই ডিক্রী উভয় বিবাদিকে দিতে কি দিবার প্রস্তাব করিতে হুকুম আছে সেইরূপে তাঁহারা আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রীর বিষয়ে করিবেন।]

১৬০। যে সময়ে যে মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত হয় সে সময়ে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেব সেই আদালতের উপস্থিত যাবদীয় মোকদ্দমার নালিশী আরজী ও উত্তর প্রত্যুত্তরাদির কাগজে ও নিদর্শনী কাগজপত্রে যেমতে পত্রাঙ্ক অর্থাৎ নম্বর ও চিহ্ন ও তারিখ স্বাক্ষরে লিখেন্ সেই মতে মফঃসল আপীল আদালতের রেজিষ্টর সাহেব আপীলের দরখাস্তী আরজী ও উত্তর প্রত্যুত্তরাদির জোবানবন্দী ইত্যাদি নিদর্শনী কাগজপত্রে নম্বর ও চিহ্ন ও তারিখ স্বাক্ষরে লিখিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৫ আ। ২৯ ধা।

১৬১। উপরের লিখিত হুকুমের ভাবের বৈলক্ষণ্য দর্শিতে এবং মোকদ্দমাসকলের আপীল অনর্থক হইতে না পারিবার জন্যে কর্ত্তব্য যে মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রী সাব্যস্ত রাখিলে ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতসকলের কোন ডিক্রী মঞ্জুর করিলে সে ডিক্রী যে সংখ্যায় হইয়া থাকে তাহার উপর সেই ডিক্রীর তারিখহইতে শতকরা এক টাকার হারে সুদ ধরিয়া সমেতসুদ ডিক্রীর টাকা রেস্পাণ্ডেণ্টকে দেওয়ান্ এবং অনর্থক আপীল হইবার বোধে সে মোকদ্দমার মর্ম্ম ও আপেলাণ্টের গতিক দৃষ্টে যে দণ্ড সরকারে করণ বিহিত জানেন্ তাহা করেন্ ইতি।—১৭৯৬ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।

১৬২। যদি ঐ ডিক্রীর উপর আপীল হয় এবং তাহা বহাল থাকে তবে আপীল আদালতের উচিত যে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে ঐ ডিক্রীর তারিখঅবধি ঐ সমুদয় টাকা পরিশোধকরণের তারিখপর্য্যন্ত যে আসল টাকা ও সুদ ও খরচার আসল ডিক্রীতে হুকুম হইয়াছিল সেই জুমলা টাকার উপর সুদ দিবার ডিক্রী করেন্। ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৬৩। বর্ত্তমান আইনানুসারে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১২ ধারার বিধিসম্পর্কীয় মোকদ্দমায় যে ব্যক্তির জরীমানা হয় সেই ব্যক্তি জরীমানার টাকা না দিলে কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক। কিন্তু যদি ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে অনর্থক আপীলকরণের নিমিত্তে জরীমানা হয় এবং যদি অপরাধি ব্যক্তি সেই টাকা তৎক্ষণাৎ না দেয় তবে আদালতের ডিক্রী জারীকরণের বিষয়ে যে২ হুকুম আছে সেই২ হুকুমানুসারে তাহা উসুল হইবেক। ১০৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

[কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে আলাহাবাদের সদর আদালত সম্প্রতি কহিয়াছেন যে ১৭৯৬

সালের ১৩ আইনের ৩ ধারা জিলা আদালতের বিষয়ে খাটে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে যেহেতুক তাহা জরীমানাকরণ বিষয়ের আইন।]

১৬৪। যদি সেই দাওয়া অধস্থ আদালতে ডিসমিস হইয়া পরে আপীল আদালতের দ্বারা ডিক্রী হয় তবে অধস্থ আদালতের ডিক্রীহওনের তারিখপর্য্যন্ত আসল টাকার উপর সুদের হিসাব করিতে হইবেক এবং ঐ আসল টাকা ও সুদ ও খরচা এই জুমলা টাকার উপর দেনা পরিশোধের তারিখপর্য্যন্ত সুদ দিবার হুকুম করিতে হইবেক। ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৬৫। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যখন মোকদ্দমার খরচা ডিক্রীর মধ্যে লেখা যায় তখন ডিক্রীকরণিয়া আদালত যে বিষয়ের ডিক্রী করেন্ ঐ খরচা সেই বিষয়ের এক অংশ হয় এবং অন্যান্য বস্তুর যে ডিক্রী হয় তাহার উপর যেমত আদা-লতের ডিক্রীর তারিখঅবধি সুদ চলিবেক সেইমত এই খরচার উপরও সুদ চলিবেক। ৭১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬৬। রেস্পাণ্ডেণ্ট অধস্থ আদালতে যে নালিশ করিয়াছিল সেই নালিশ যদ্যপি আপীল আদালত ব্যামোহদায়ক জ্ঞান করেন্ তথাপি ঐ আপীল আদালত সেই বিষয়ে ঐ রেস্পাণ্ডেণ্টের জরীমানা করিতে পারেন্ না। ১৮৩৩ সালের ২৫ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের ৫ দফা।

১১ ধারা।

আপীলকরণের সময়ে বিলায়তের সনদঅপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত বিচারকের-দের হুকুম জারীকরণ কি স্থগিত রাখণ।

১৬৭। মুনসেফের নিষ্পত্তিকরা কোন মোকদ্দমার আপীল মঞ্জুর হইলে পর আপেলাণ্ট যদি আদালতহইতে যে ফয়সলা হইবেক তাহা আমলে আ-সিবার নিমিত্তে জজ সাহেব যে মিয়াদ নিরূপণ করেন তাহার মধ্যে মাতবর জামিনী দাখিল করে তবে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে মুনসেফের ডিক্রী জারীকরা মৌকুফ রাখেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ৫ প্র।

১৬৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে নগদ টাকা অথবা অন্য অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ের ডিক্রী হইলে এবং সেই ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদি আপেলাণ্ট আপীল আদালতে করা নিষ্পত্তি আমলে আনিবার নিমিত্তে উত্তম ও মাতবর জামিনী দাখিল করে তবে প্রথম ডিক্রী জারী স্থগিত করিতে হইবেক। ২৮৪ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

১৬৯। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৪ ও ৬ প্রকরণের কথার এই অর্থ দৃষ্ট হইতেছে যে মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীল যদি গ্রাহ্য হয় এবং যদি আপীলহওয়া ডিক্রী জারী স্থগিতকরণার্থ নিরূপিত জামিন দেওয়া যায় তবে আপীলের বিচার হওন সময়ে ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত থাকিবেক। ২৮৪ নম্বরী আই-নের অর্থের ৫ দফা।

[এই অধ্যায়ের ১৬৭ নম্বরী বিধান ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৩ ধারার দ্বারা সদর আমীনেরদের প্রতি খাটান গেল।]

১৭০। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১১ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে যে জিলার জজ সাহেবের নিকটে সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় সেই ডিক্রী জারীকরণ বা স্থগিতকরণের ভার ঐ জজ সাহেবের প্রতিই আছে এবং যে রেজিষ্টর অথবা প্রধান সদর আমীনের নিকটে জজ সাহেব সেই আপীল অর্পণ করেন্ তাঁহার প্রতি সেই ভার নাই। ৬৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

[৫০০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ যে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া তাহার উপর জাবেতামত আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হয় সেই২ মোকদ্দমার বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত আপীলসম্পর্কীয় বিধি খাটে।]

১২ ধারা।

ভূমিবিষয়ক মোকদ্দমায় জিলার আদালতের নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে আপীল হইলে ঐ জিলার আদালতের হুকুম জারী কি স্থগিত রাখন।

১৭১। কোন ব্যক্তি ভূমি কিম্বা বাটী অথবা যে আর কোন স্থাবর বস্তু তাহার ভোগদখলের বহির্ভূত হইয়াছে তাহার স্বত্বের দাওয়াতে নালিশ করিয়া মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বিচার হইলে পর সেই বস্তুতে আপন স্বত্ব সাব্যস্ত-হওনে এতাবতা সেই ভূমিইত্যাদি আপনি পাওনের বিষয়ে ডিক্রী পায় তা-হাতে সে মোকদ্দমার প্রথম বিচার জিলা কি শহরের আদালতে অথবা প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতেই বা হইয়া থাকে ফল এমতে যে ব্যক্তি ডিক্রী পায় সে যদি দ্বিতীয় ডিক্রী জারীহওনের নিমিত্তে দাওয়ার বস্তু যদি মালগুজা-রীর ভূমি হয় তবে তাহার এক বৎসরের উৎপন্নের ও নিষ্কর ভূমি হইলে তা-হার দশ বৎসরের উৎপন্নের ও বাটী কিম্বা আর কোন স্থাবর বস্তু হইলে তাহার আন্দাজী অর্থাৎ আনুমানিক মূল্যের তুল্য সংখ্যায় মাতবর অর্থাৎ প্রত্যয়যোগ্য জামিনী দাখিল করে তবে সে মোকদ্দমার আপীল উপস্থিত হই-লেও প্রথম ডিক্রীর লিখনমতে সে ব্যক্তি ঐ বস্তুতে দখল পাইয়া ভোগ করিতে পারিবেক ইতি।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা। ২ প্র।

১৭২। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত যে কোন মোকদ্দমার আপীল যে আদালতে উপস্থিত হয় সে আদালতের সাহেবের চিত্তে ঐ বিরোধের বস্তু আ-পীলের অবস্থাতে কোন বিশেষহেতুক আপেলাণ্টের ভোগদখলে থাকা রহিত বোধ হয় তবে সে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে আপেলাণ্টের স্থানে উপরের লিখিত মতে এক কেতা জামিনী লইয়া ঐ বস্তু তাহার ভোগদখলে রাখান্ ইতি।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা। ৩ প্র।

১৭৩। সদর আদালত বোধ করেন্ যে কালবিশেষে এমত হইতে পারে যে ডিক্রী জারী-ক্রমে জিলা বা শহরের আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টকে ভূমির দখল দেওয়াইলে পর সেই ভূমির দখল আপেলাণ্টকে দিতে সদর আদালতের সাহেবের উচিত হইবেক অর্থাৎ যে স্থলে আপেলাণ্ট জাবেতামত আপীল করিয়া এবং জিলা বা শহরের আদালতে রীতিমত জামিন দিবার প্রস্তাব করিয়া এমত দরখাস্ত দেয় যে উপরিস্থ আদালতের হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত ডিক্রী জারী স্থগিত থাকে। যদ্যপি এমত গতিকে জিলা বা শহরের আদালত আপনার ডিক্রী জারী করেন্ এবং যদি উপরিস্থ আদালতের এমত বোধ হয় যে ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত করণের বিশেষ হেতু আছে এবং রেস্পাণ্ডেণ্টকে ঐ জিলার বা শহরের আদালত যে ভূমির দখল দেওয়াইয়াছিলেন সেই ভূমি তাহার হাতছাড়া করিয়া আপেলাণ্টকে দখল দেওয়াই-বাতে কোন ক্লেশ হইবেক না তবে সেইরূপে আপেলাণ্টকে তাহার দখল দেওয়াইতে হয়। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে আরো অনেক প্রকার গতিকে এই আদালতের সেইরূপ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা উচিত হইতে পারে কিন্তু সেই সকল বিষয় ভাঙ্গিয়া লেখা দুঃসাধ্য। ৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭৪। আইনানুসারে যেং মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে সেই২ মোকদ্দমায় আ-পীলকরণের নিরূপিত মিয়াদ অতীত না হইলে শেষ ডিক্রী মানিবার অর্থে ডিক্রীদার জামিন

না দিলে তাহাকে সেই ভূমির দখল দেওয়াইতে হইবেক না। কিন্তু সেইরূপ জামিন দিবার প্রস্তাব করিলে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১১ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুসারে সেই ব্যক্তি ভূমির দখল পাইতে পারে। ৫৩৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১৭৫। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ৯০ নম্বরী আইনের অর্থ অর্থাৎ এই অধ্যায়ের ১৭৩ নম্বরী বিধানে যে গতিকে অধস্থ আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টকে ভূমির দখল দেওয়াইয়াছিলেন সেই গতিকে আপীল আদালতের সেই ভূমির দখল পুনর্ব্বার আপেলাণ্টকে দেওয়াইবার ক্ষমতার বিষয় লেখে তাহাতে সুতরাং এমত বোধ হইতে পারে যে তদ্বিষয়ে অধস্থ আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্টকে ভূমির দখল দেওয়াইবার যে হুকুম দিয়াছিলেন আপন বিবেচনামতে আপীল আদালতের হুকুম পাইবার অপেক্ষায় উপযুক্ত কালপর্য্যন্ত সেই হুকুম জারীকরণের বিলম্ব করিতে পারেন্। এবং যে প্রকরণের বিষয় এইক্ষণে বিবেচনা হইতেছে তাহার দ্বারা যে গতিকে এমত কার্য্য করা উচিত বোধ হয় সেই গতিকে সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক সেইরূপ কার্য্যকরণের নিষেধ নাই। ১০৭৭ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১৭৬। উত্তর কালে আদালতের ডিক্রী জারী স্থগিতকরণের মালজামিনী পত্র পশ্চাৎ A এবং B চিহ্নিত পাঠানুসারে লিখিতে হইবেক। ১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৭৭। আপীল হইলে আপীলহওয়া ডিক্রী জারীকরণ বা স্থগিত রাখণের বিষয়ে যে ব্যক্তি জামিন হয় তাহার একরারের মজমুন এই যে আপীলের ডিক্রী হওনের সময়ে আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকুক না কেন আপীলের যে ডিক্রী হয় তাহার টাকার নিশাকরণের বিষয়ে আমি এবং আমার জামিনী পত্রের লিখিত জায়দাদ দায়ী আছে অতএব যখন আপেলাণ্ট কিম্বা রেস্পাণ্ডেণ্ট অথবা জামিন আপীল উপস্থিত থাকিতে মরে তখন নূতন জামিনী তলব করিবার আবশ্যক নাই যেহেতুক তাহাতে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব হয়। ১৮৩২ সালের ১৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

১৭৮। মালগুজারীর ভূমি আপীলের কালে আপেলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্টের ভোগদখলে থাকিলে সে ভূমির ভোগবান তাহার মোকররী জমার টাকা দিতে গয়ঙ্গচ্ছ ও বিলম্ব করে আর সেইহেতুক সে ভূমির নীলামের হুকুম হয় তবে এমতে তাহার তরফসানী অর্থাৎ প্রতিবাদি ব্যক্তি যদি নীলামের পূর্ব্বে সরকারের মালগুজারীর প্রকৃত বাকী টাকা দেয় ও নির্ণীত জামিনী দাখিল করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সে ভূমিতে দখল দেওয়ান যাইবেক আর সেই তরফসানী যত টাকা দিবেক সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রীর হিসাব রফা যেমতে হয় সেই মতে সে টাকা শতকরা মাসে এক টাকার হিসাবে সুদসমেত হিসাব করা যাইবেক ইতি।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা। ৪ প্র।

১৭৯। সদর দেওয়ানী আদালতে এবং মফঃসল আপীল আদালত সকলে আপীলহওয়া মোকদ্দমা মুলতবী অর্থাৎ বিনানিষ্পত্তিতে যবস্থবে রহিলে তথায় তাহার আপেলাণ্ট আদৌ যে মালজামিন ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে দিয়া থাকে তাহাতে রেস্পাণ্ডেণ্টের দরখাস্তমতে তাহার ক্ষতির নিশা না মিলিবার অনুমান সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির বিলম্ববোধে ঐ সকল আদালতের সাহেবেরা করিলে ক্ষমতা রাখেন যে সে মোকদ্দমা আপীলে সমাধা না পড়িবাপর্য্যন্ত তাহার আদি ডিক্রী জারী না হইবাতে রেস্পাণ্ডেণ্টের যত ক্ষতি দর্শিতে পারে তাহার নিশা মিলিবার অনুসারে অন্য মালজামিন আপেলাণ্টের স্থানে চাহেন্। তাহাতে আপেলাণ্ট বিহিত নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে অন্য মালজামিন না দিলে তৎকালে ঐ সাহেবদি-

গের শক্তি আছে যে নোকসান জামিন না দিলে যেরূপে ডিক্রী জারী হয় সেইরূপে সে মোকদ্দমার ডিক্রীও জারী করান্ কিন্তু এমত করিতে লাগিলে উচিত যে রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে তাহাকে সবিরোধ বস্তুতে দখল দেওয়াইবার পূর্ব্বে আইনমতে মাতবর মালজামিন লন্ ইতি।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

১৮০। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে আইনানুসারে যে মোকদ্দমার দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় যদি ডিক্রীদার আপীলকরণের মিয়াদের মধ্যে ভূমির দখল পাইতে চাহে তবে শেষ ডিক্রীর হুকুম মানিবার নিমিত্ত তাহার স্থানে আদালতের মালজামিনী অবশ্য তলব করিতে হইবেক কি না যেহেতুক এই আদালতের মধ্যে সেইরূপ মালজামিনী তলব হইতেছে না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ৫৩৬ নম্বরী আইনের অর্থে [অর্থাৎ এই অধ্যায়ের ১৭৪ নম্বরী বিধানে] এই বিষয়ের প্রচুর হুকুম লেখা আছে এবং আইনের ঐ অর্থ ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণে কিম্বা তাহার পরে হওয়া কোন আইনের দ্বারা রদ হয় নাই এমত তাঁহারদের বোধ আছে অতএব তদনুসারে নিয়ত কার্য্য করিতে হইবেক। ১০৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩ ধারা।

আপীলকরণের সময়ে বিবাদি ভূমিবিষয়ক নিয়ম।

১৮১। কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর কোন মোকদ্দমা ফরিয়াদীর নামে অর্থাৎ প্রাপকে ডিক্রী হইলে যদি আসামী তাহাতে সম্মত না হইয়া তথাহইতে মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল করিয়া আইনমতে মালজামিন দিয়া সবিরোধ বস্তুতে ভোগদখল রাখিয়া সে মোকদ্দমা সেই আপীল আদালতে উপস্থিত থাকিতে কিম্বা তথায় নিষ্পত্তি পাইয়া তথাহইতে পুনরায় সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইয়া সেখানে মুলতবী অর্থাৎ বিনানিষ্পত্তিতে যবস্থবে রহিতে সে বস্তু স্বেচ্ছায় বিক্রয় কিম্বা দান করে অথবা বন্ধক দেয় তবে সে ডিক্রী আপীলে মঞ্জুর হইলে সেই বিক্রয়াদি অসিদ্ধ হইবেক।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

১৮২। কিন্তু এ গতিকে সকর ভূমি যাহার দখলে থাকে সেই তাহার মালগুজারীর দায় ঠেকে ও তাহাতে সরকারের মালওয়াজিবী আদায় না হইবাতে সে সকর ভূমি ও তৎসংক্রান্ত নিষ্কর ভূম্যাদি স্থাবর বস্তু সরকারের মালওয়াজিবী তহসীলের সচরাচর দাঁড়াক্রমে তাহার ভোগবানের হস্তছাড়া হইয়া সরকারের পক্ষে নীলাম হইতে পারে ইহাতে যাহার নামে আপীলে চূড়ান্ত ডিক্রী হয় তাহার ভোগেও সে বস্তু আসিতে পারে না যদ্যপি সে ব্যক্তি নীলামের কালে আপনি সে বস্তু খরীদ না করে। ও খরীদ করিলে তাহার স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট কোনরূপে হইবেক ইহার সন্দেহভঞ্জনার্থে লেখা যাইতেছে যে কোন দেওয়ানী আদালতে কাহার নামে ডিক্রীহওয়া ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা আপীল হইয়া তাহার নিষ্পত্তি আপীলে না হইবাপর্য্যন্ত সে বস্তু আপেলাণ্টের ভোগদখলে রহিলে তৎকালে কিম্বা তাহার চূড়ান্ত ডিক্রী জারী হইবার পূর্ব্বে যদি সে বস্তু সরকারের মালওয়াজিবী আদায়ের নিমিত্তে নীলাম হয় ও তাহা রেস্পাণ্ডেণ্ট খরীদ করে ও তদনন্তর আপীলের বিচারে রেস্পাণ্ডেণ্টের নামেই চূড়ান্ত ডিক্রী হয় তবে সেই খরীদার রেস্পাণ্ডেণ্ট যে মূল্যে সে বস্তু খরীদ

করিয়া থাকে তাহার উপর খরীদগী খরচা চড়াইয়া অপর যাবদীয় বিষয়ের পাওনাসুদ্ধা আদি ডিক্রী হইবার দিনহইতে নীলামের দিবসপর্য্যন্ত বৎসরে শতকরা ১২ বারো টাকার হারে সুদ ধরিয়া মোটে যত টাকার ডিক্রী তাহার নামে চূড়ান্ত হয় তাহা সমস্ত সেই বস্তুর উপস্বত্বক্রমে আপেলাণ্টের স্থানে পাইবেক।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

১৮৩। যদিস্যাৎ রেস্পাণ্ডেণ্ট সে বস্তু নীলামে খরীদ না করে তথাচ তাহা যত টাকায় বিকায় তত টাকা অপর সমস্ত বিষয়ের পাওনাসমেত আদি ডিক্রীর তারিখহইতে নীলামের তারিখপর্য্যন্ত ঐ হারে সুদ ধরিয়া মোটে যে টাকার ডিক্রী তাহার নামে চূড়ান্ত পায় তাহা সমস্ত আপেলাণ্টের স্থানে লাভ করিবেক। বিশেষতঃ যদি নীলামে সে বস্তু আপেলাণ্ট নিজে গোপনে কিম্বা অগোপনে অথবা তাহার পক্ষের কেহ খরীদ করে ও পশ্চাৎ চূড়ান্ত ডিক্রীর অনুসারে রেস্পাণ্ডেণ্ট সে বস্তুতে আপন স্বত্ব সিদ্ধ করিয়া তাহা আপেলাণ্টের খরীদকরা প্রতিপন্ন করে তবে আপেলাণ্টের খরীদ বৃথা হইয়া সে বস্তুতে রেস্পাণ্ডেণ্ট দখল পাইবেক অধিকন্তু খরচাওগয়রহ যাহা চূড়ান্ত ডিক্রীর অনুসারে পাইবার তাহাও সে বস্তুর উপস্বত্বক্রমে আপেলাণ্টের স্থানে লাভ করিবেক ইতি।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

১৮৪। কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে হওয়া মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীল হইলে সে ডিক্রী জারী না হইবার কারণ আসামী আইনমতে মালজামিন না দিবাতে যদি ফরিয়াদী সে ডিক্রীর অনুসারে ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুতে দখল পায় তবে জানিবেন যে সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী আপীলে না হইবাপর্য্যন্ত উপরের দুই ধারার লিখিত বিধি তাহাতে এবং যে কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে স্থাবর বস্তু কাহার দখলে রহিয়া সে মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে ও তথাহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে ও সেখানহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৬ যোড়শ আইনের অনুসারে আক্ট পার্লিমেণ্ট সংজ্ঞা বিলায়তের কানুনমতে অখণ্ডপ্রতাপ ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের সন্নিধানে হইলে তাহার শেষ নিষ্পত্তি আপীলে না হইবাবধি তাহাতেও খাটিবেক ইতি।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৫ ধা।

১৮৫। সময় বিশেষে এমত হইতেও পারে যে আপেলাণ্ট কিম্বা রেস্পাণ্ডেণ্ট আপীলহওয়া মোকদ্দমার পূর্ব্ব ডিক্রী জারী না হইবার অথবা জারী হইবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার এবং এ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে অবধারিত মালজামিন দিতে পারে না এপ্রযুক্ত লেখা যাইতেছে যে এমত কালে যাবৎ বাদি ও প্রতিবাদির কেহ অবধারিত মালজামিন না দেয় কিম্বা সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী আপীলে না হয় তাবৎ কোন আদালতের ডিক্রীক্রমে ভূমি নীলামে বিক্রয় হইবার সম্পর্কীয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ আইনের লিখিত সেমত ভূমি ক্রোক হইবার বিধির যত খাটিতে পারে তদনুসারে সেই ডিক্রীর নিদর্শনী ভূম্যাদি স্থাবর বস্তু তাহার ব্যাপক কালেক্টর সাহেবের দ্বারা ক্রোক হইবেক ও যাহার নামে চূড়ান্ত ডিক্রী হয় তাহার স্থানে সে ক্রোকী খরচা মিলিবেক। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সেই পূর্ব্ব ডিক্রীহওয়া জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের ক্রোকী পরও-

য়ানা·না পাইয়া সে বস্তু ক্রোক করেন্। ও ইহাতে তথাকার জজ সাহেবের উচিত যে তন্নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নামে যে পরওয়ানা পাঠান্ তাহাতে ক্রোক হইবার বস্তুর নিদর্শন রাখেন্ এবং ক্রোক খালাসীর জন্যে অন্য পর-ওয়ানা না পাইবাপর্য্যন্ত সে বস্তু ক্রোক রাখিবার হুকুম লিখেন। পরে যে সময়ে উভয় বিবাদির কেহ মালজামিন দেয় কিম্বা চূড়ান্ত ডিক্রী পায় সেই সময়ে সে ক্রোক খালাসী পরওয়ানা দিবেন ইতি।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৬ ধা।

১৮৬। জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেব লোক যে সকল মোকদ্দমাতে মালআমওয়াল ও বস্তুসম্পত্তি ক্রোক করিলে পর যদি সে ক্রোক কোর্ট আপীল ও সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওন-পর্য্যন্ত বহাল থাকে আর এইমত যে সকল মোকদ্দমাতে আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্ট জামিন না দিতে পারিলে যদি সদরের ও কোর্ট আপীলের সাহেব লোক তাহারদিগের ঐ বস্তুসম্পত্তি ক্রোকের হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন্ তবে এমতে ঐ সাহেব লোকেরাও এই আইনের ৫ ও ৬ ধারার লিখিত কথা ও হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ৭ ধা।

১৪ ধারা।

নগদ টাকা কিম্বা অন্য কোন অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ি মোকদ্দমার উপর সদর আদালতে আপীল উপস্থিত থাকনসময়ে জিলার আদালতের ডিক্রী জারী কি স্থগিত রাখণ।

১৮৭। উপরের ধারার লিখিত দাঁড়াসকল নগদ টাকা ও অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমাসকলের ডিক্রী জারীহওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে না একারণ এমত মোকদ্দমার ডিক্রী তাহার আপীল হইলে জারীহওন ও না হওনের বিষয়ে চলিত আইনের ও নীচের লিখিত দাঁড়া খাটিবেক ইতি।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১২ ধা। ১ প্র।

১৮৮। নগদ টাকা ও অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার ডিক্রী জারী না হওনের মতে আপেলাণ্টের তরফহইতে অথবা ডিক্রী জারীহওনের মতে রেস্পাণ্ডেণ্টের তরফহইতে মোকদ্দমার আপীলের অবস্থাতে যে জামিনী তলব হয় সে জামি-নীতে ডিক্রীর লিখিত আসল অথবা মূল্যাদির টাকা এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার ও ১৮০৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩৫ ধারার লিখিত দাঁড়ামতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওন কালপর্য্যন্ত তাহার উপর যে সুদ অতিশয় হয় তাহাসমেত আদায়হওনের উপযুক্ত টাকার পরিমাণ লেখা কর্ত্তব্য ইতি।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১২ ধা। ২ প্র।

১৮৯। জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালত কিম্বা কোর্ট আপীল আ-দালতের কোন মোকদ্দমাতে কোন ফরিয়াদী কি আসামীর স্থানে হাজিরজামিন ও মালজামিন তলব করা গেলে পর সে যদি প্রত্যয়জন্যে প্রয়োজনোপযুক্ত নগদ টাকা কিম্বা প্রমিসোরি নোট অথবা নগদ টাকার সরকারী তমঃসুক ও খত কিম্বা নগদ টাকার আর কোন দস্তাবেজ অর্থাৎ দিনর্শনপত্র আমানৎ অর্থাৎ গচ্ছিত রাখণের মতে দাখিল করে তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য

যে তাহার জামিনীর বদলেতে তাহা মঞ্জুর ও কবুল অর্থাৎ গ্রাহ্য ও স্বীকার করিয়া ও আমানৎ রাখা টাকা ও নোটইত্যাদির কাগজ আদালতের খাজাঞ্চীকে আপন নিকটে অতিসাবধানে রাখিতে হুকুম দেন্ আর মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর কিম্বা তাহা আমানৎ থাকনের প্রয়োজন না থাকিলে পর তাহা ফিরিয়া দেন্ কিম্বা যে প্রকার উচিত বুঝেন্ তদনুরূপ কর্ম্ম করিবেন ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ৮ ধা।

১৯০। আপীলের সময়ে জামিনীর বদলে আপেলাণ্টেরদিগকে আপন২ ভূমি অর্পণ করিতে বা বন্ধক দিতে কোন২ আদালতে অনুমতি আছে কোন২ আদালতে নিষেধ আছে। তাহাতে সদর আদালত এই অনিশ্চিত ব্যবহারের বিষয়ে বিবেচনা করিয়া জানাইতেছেন যে হাজিরজামিন ও মালজামিনের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা অথবা প্রোমিসরি নোট অথবা নগদ টাকার সরকারী তমঃসুক ও খত কিম্বা নগদ টাকার আর কোন দস্তাবেজ আমানৎকরণের বিষয়ে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৮ ধারাতে হুকুম আছে কিন্তু তাহাতে ভূমি অর্পণকরণের বিষয়ে কিছু লেখা নাই। তাহাতে সদর আদালত জানাইতেছেন যে আপেলাণ্টকে আপনার ভূমি এইরূপ অর্পণ করিতে অনুমতি দিলে রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে অন্যায় হয় যে হেতুক তাহার যত জামিনী পাওয়া সম্ভব তাহাতে তত পাওয়া হয় না কেননা যদ্যপি আপেলাণ্ট পরাজিত হয় তবে তাহার ভূমি বিক্রয়ের দ্বারা রেস্পাণ্ডেণ্ট সর্ব্বদা আপনার ডিক্রী প্রথমে জারী করিতে পারে। আপেলাণ্ট উক্ত প্রকারে আপনার ভূমি জামিনীর বদলে অর্পণ করিলে সেই ভূমিতে রেস্পাণ্ডেণ্টের কিছু অধিক এখ্তিয়ার হয় না অথচ অন্য ব্যক্তি আপনার ভূমি জামিনীস্বরূপ দিলে রেস্পাণ্ডেণ্টের যে উপকার হইত তাহা হয় না অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে জামিনীর বদলে আপেলাণ্টকে আপনার ভূমি বন্ধক দিতে বা অর্পণ করিতে অনুমতি দেওয়া অনুচিত এবং এমতও হইতে পারে যে তাহা আইনসিদ্ধ নহে। ১০২৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯১। নগদ টাকা কিম্বা অন্য অস্থাবর বস্তুর বিষয়ের ডিক্রীর উপর যদি আপীল হয় তবে সেই ডিক্রী জারী বা স্থগিতকরণের বিষয়ে নানা আদালত আপনারদের বিবেচনামতে কার্য্য করিতে পারেন্ না যেহেতুক আপীলের মুখে যে ডিক্রী হয় তাহা মানিবার অর্থে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১২ ধারানুসারে যদি আপেলাণ্ট উপযুক্ত ও মাতবর জামিন দেয় তবে আপীল উপস্থিত থাকনের সময়ে সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে না। ১০৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫ ধারা।

আপীল হওন সময়ে যে সম্পত্তি জামিনস্বরূপ দেওয়া গিয়াছে তাহার বিষয়ি এবং তাহার রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ি বিধান।

১৯২। আপীলের ডিক্রী জারী হইবার নিমিত্তে আপেলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্টের তরফহইতে যে আদালতে জামিনী দাখিল হয় সেই আদালতের জজ সাহেবের উচিত ও অত্যাবশ্যক যে সে জামিনী প্রামাণ্য ও প্রত্যয়যোগ্য বটে কি না ইহা সুন্দররূপে যাচিয়া বুঝিয়া নিশ্চয় করেন্ এবং আদালতের নাজির ও আর যে আমলার প্রতি জামিনদারদিগের বস্তুসম্পত্ত্যাদি যাহা২ আছে ইহার নিশ্চয় জানিবার ভার আছে সর্ব্ব প্রকারেতে তাহারদিগকে হুকুম দেন্ যে যথাসাধ্য ঐ বস্তুসম্পত্তির প্রকৃত প্রস্তাব ও কৈফিয়ৎ অর্থাৎ লিখিত বৃত্তান্ত তদাদিতদন্তের গতিক ও প্রকার লিখিয়া একসহিতে দাখিল করে আর সেই কৈফিয়ৎ ও বিবরণেতে ইচ্ছাক্রমে কিছু মিথ্যা লেখা গেলে তাহার জওয়াব তাহারদিগের দিতে হইবেক ইহাও তাহারদিগকে জানান্ ইতি।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১৩ ধা।

১৯৩। আপীলহওয়া মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিতে হওনমতে রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে ও আপীলের কালে ডিক্রী জারীকরা মৌকুফ রাখিতে হওনমতে আপেলাণ্টের স্থানে যে জামিনী তলব হয় তাহার বিষয়ে চলিত আইনেতে যে সকল কথা লেখা আছে তাহার অতিরিক্ত নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৩ ধা। ১ প্র।

১৯৪। যে সকল ব্যক্তিরা উপরের প্রকরণের উক্তমতে কোন আপেলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্টের মালজামিন হইবেক তাহারদিগকে নিষেধ আছে যে যেং মতলবে তাহারদিগের জামিনী লওয়া যায় যাবৎ তাহা সমুদয় হাসিল না হয় তাবৎ মালামালের তালিকার ফর্দ্দের লিখিত আপনং ভোগদখলে থাকা কোন ভূমি কি অন্য যে স্থাবর বস্তু দৃষ্টে তাহারদিগের জামিনী মঞ্জুর হয় তাহা বিক্রয় কি দানকরণ কি বন্ধকদেওনদ্বারা কি অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর না করে ও না করায় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।

১৯৫। জানা কর্ত্তব্য যে জামিনীর দ্বারা ঐ জামিনদারের যাহা দেনা ঠা- হরে তাহা তাহার স্থানে সুন্দররূপে আদায় হইলে ঐ বস্তু যে কোন প্রকারে হস্তান্তর কি বন্ধক হইয়া থাকে তাহা সিদ্ধ হইবেক না উপরের করা নিষেধেতে এমত বোধ না হয় কিন্তু এই প্রকরণানুসারে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে যদি ঐ জামিনদার জামিনী লিখিয়া দেওনের তারিখঅবধি ও ডিক্রীর সমুদয় হুকুমমতে কার্য্যকরণপর্য্যন্ত ইহার মধ্যে যদি ঐ বস্তু বিক্রয় করে কি বন্ধক দেয় কিম্বা অন্য প্রকারে পরহস্ত করে তবে এরূপে হস্তান্তর করিলেও আদা- লতসম্পর্কীয় পাওনা বলবৎ এতাবতা অগ্রে আদায়হওনের যোগ্য বোধ হইয়া জামিনীতে ঐ জামিনদারের যাহা দেনা হয় তাহা সে সুন্দররূপে আদায় না করিলে ঐ বস্তু সমুদয় কি তাহার হিস্যাহইতে লওনের যোগ্য হইবেক ইতি। —১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৩ ধা। ৩ প্র।

১৯৬। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যদি কোন নীলের কুঠী ডিক্রী জারীকরণের বিষয়ে বন্ধক দেওয়া গিয়াছে এবং তাহা যদি বিক্রয় করিতে কি হস্তান্তর করিতে উদ্যোগ হয় তবে সেই খরীদারকে অথবা যে ব্যক্তিকে বিক্রয় ভিন্ন প্রকারান্তরে দেওনের কল্প হয় তাহাকে জজ সাহেবের ইহা জানান উচিত যে সেই নীলের কুঠীর উপর দেওয়ানী আদালতের অধিকার আছে। এবং সেই মোকদ্দমার রেস্পাণ্ডেণ্টের হকে ডিক্রী না হওয়া- পর্য্যন্ত সেই নীলকুঠীর উপর আদালতের অধিকার থাকিবেক কিন্তু যদি আপেলাণ্টের হকে ডিক্রী হয় তবে রেস্পাণ্ডেণ্ট যেপর্য্যন্ত তাহা খালাস না করে সেইপর্য্যন্ত তাহার উপর আদালতের অধিকার থাকিবেক। ৬৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯৭। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণানুসারে আদালতের ডিক্রী জারী বা স্থগিতকরণের বিষয়ে কোন ব্যক্তিরা জামিন হইলে যে জায়দাদের তালিকাদৃষ্টে তাহারদের জামিনী মঞ্জুর হইয়াছিল জামিনীর অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়াপর্য্যন্ত সেই তা- লিকার ফর্দ্দের লেখা ভূমি বা অন্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা দান কি প্রকারান্তরে হস্তান্তর করিতে নিষেধ হইল। সদর আদালত বোধ করেন যে কোন ব্যক্তিরা ঐ ভূমি সেইরূপ বন্ধকহওনের বিষয় কিছু সন্ধান না পাইয়া তাহা ক্রয় করিয়াছে। ফলত এক্ষণে যেরূপ সেই জামিনের বিষয়ে কার্য্য হইয়া থাকে তাহাতে যে ব্যক্তি কোন ভূমি খরীদ করিতে চাহে সেই ব্যক্তি জানিতে পারে না যে ঐ ভূমি জামিনীস্বরূপ আদালতে বন্ধক দেওয়া গিয়াছে কি না। ১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৯৮। অতএব কোন স্থাবর সম্পত্তি আদালতে বন্ধক হইয়াছে কি না ইহা সকলে জানিতে পারিবার নিমিত্ত এবং চাতুরীক্রমে ঐ ভূমি হস্তান্তর নিবারণের নিমিত্ত সদর

আদালত নীচের লিখিত বিধান করিতেছেন। ১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৯৯। প্রথম। যখন কোন ব্যক্তি আপনার ভূমি বা অন্য স্থাবর সম্পত্তি জামিনী স্বরূপ আদালতে বন্ধক দিয়াছে তখন নাজিরের উচিত যে সেই জামিনের মাতবরীর বিষয় নিশ্চয় জ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে এক কৈফিয়ৎ এবং তাহাতে ঐ সম্পত্তির দলীলদস্তাবেজের খোলাসা লেখে। নাজির আরো লিখিবেক যে আমি এই সকল দলীল-দস্তাবেজ তদারক করিয়াছি এবং এই জামিনী মাতবর জ্ঞান করি।

২০০। দ্বিতীয়। যে সকল সম্পত্তি জামিনীস্বরূপ বন্ধক দেওয়া যায় পশ্চাৎ লিখিত পাঠা নুসারে নাজির তাহার এক রেজিষ্টর রাখিবেক এবং কোন বিশেষ সম্পত্তি আদালতে জামিনীস্বরূপ বন্ধক হইয়াছে কি না ইহা যাহারা জানিতে চাহে তাহারদিগকে সর্ব্বদা ঐ রেজিষ্টর দেখিতে দিবেক।

পাঠ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জামিনের নাম।	বন্ধকদেওয়া সম্পত্তির বেওরা।	মোকদ্দমার নম্বর এবং যে ব্যক্তিরদের নিমিত্ত জামিন দেওয়া গিয়াছে তাহারদের নাম।	জামিনের অভিপ্রায় ও সংখ্যা ও তাহা তলবকরণের হুকুমের তারিখ।	জামিনী পত্রের তারিখ।	যে তারিখে জামিনের বিষয় নিষ্পত্তি হইল তাহা।	মন্তব্য কথা।

২০১। যদি সকর ভূমি আদালতে জামিনীস্বরূপ বন্ধক দেওয়া যায় তবে তাহার বিষয়ের সম্বাদ কালেক্টর সাহেবকে দিয়া এইমত হুকুম করিতে হইবেক যে ঐ ভূমি যদি সরকারী মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলাম হয় তবে তিনি ফাজিল টাকা আমানৎ করিয়া রাখিবেন এবং আদালতে তাহার সম্বাদ দিয়া যেপর্য্যন্ত আদালতহইতে সম্বাদ না পান্ যে জামিন আপনার দায়হইতে মুক্ত হইয়াছে সেইপর্য্যন্ত তাহা আমানৎ রাখেন্। ১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

[জিলা ও শহরের আদালতের ডিক্রীর উপর সদর আদালতে আপীল থাকনের সময়ে ঐ ডিক্রী জারী কি স্থগিতকরণের বিষয়ে যে সকল বিধি আছে তাহা ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারার দ্বারা ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের যে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া আপীল হয় তাহার বিষয়ে খাটিবেক।]

১৬ ধারা।

জিলার আদালতের জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল।

২০২। ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৫ ধারা শুধরিবাতে [সদর আদালতের] এক জন জজ সাহেবের ক্ষমতা হইল যে যদি ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম মত কোন হেতু দেখেন্ তবে ঐ এক জন জজ সাহেব আপনি খাস আপীল মঞ্জুর করেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

২০৩। যে সকল ডিক্রী প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে হইবেক তাহা জিলা ও শহরের জজ সাহেবের করা ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে যে সকল সামান্য হুকুম আছে তদনুসারে ঐ প্রধান সদর আমীনের দ্বারা জারী হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত বিষয়সকলে [অর্থাৎ ৫০০০৲ টাকার মূল্যের মোকদ্দমায়] প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর প্রথমতঃ জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল ও খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২২ ধা।

২০৪। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৯ ধারার ৪ প্রকরণের ও ৭ ধারার ৪ প্রকরণের লিখনানুসারে মুনসেফদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার উপর মঞ্জুরকরা আপীলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে যে ২ সদর আমীন কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব বিশেষ অনুমতি পাইয়াছেন সেই সদর আমীন কি রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে এপর্য্যন্ত জিলা ও শহরের জজ সাহেবের ইচ্ছাক্রমে ঐ সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইয়াছে আর ঐ আইনের লিখনানুসারে ঐ মত মোকদ্দমার দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে এপর্য্যন্ত হইয়াছে ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৬ ধা। ১ প্র।

২০৫। উপরের লিখিত হুকুম শুধরিবাতে এমত হুকুম হইল যে জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের ক্ষমতা নাহি যে কোন আপীলের নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে যদ্যপি কোন সদর আমীন উপরের লিখিত হুকুমানুসারে বিশেষ ক্ষমতা পাইয়া থাকে তথাপি তাহাকে সোপর্দ্দ করেন কিন্তু যখন জিলা ও শহরের জজ সাহেবের এমত বোধ হইবেক যে তাঁহার নিকটে এত মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া আছে যে যেমত শীঘ্র তাহা নিষ্পত্তি করিতে হয় সেই মত শীঘ্র নিষ্পত্তি করিতে না পারেন্ তখন তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে এই বিষয়ের বিশেষ রিপোর্ট করিবেন এবং মুনসেফদিগের কিম্বা সদর আমীনেরদের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার উপর যে ২ আপীল হইয়াছে তাহাহইতে যে২ মোকদ্দমা জজ সাহেবের বিবেচনায় এই আইনের ১৭ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে যে প্রধান সদর আমীন নিযুক্ত হইবেন তাঁহার নিকটে সোপর্দ্দ করা আবশ্যক বোধ হয় তাহার সংখ্যা লিখিয়া অনুমতি পাইবার দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে করিবেন এমত বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করেন আর উপরের ধারার লিখিত হুকুমসকল এমত আপীলী মোকদ্দমাতে খাটিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৬ ধা। ২ প্র।

২০৬। ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারানুসারে যে মুৎফরক্কা বিষয় প্রধান সদর

আমীনের নিকটে অর্পণ হয় তৎসম্পর্কে ঐ প্রধান সদর আমীনেরা যে হুকুম করেন্ তাহার বিষয়ে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ আইনের কথা অতি সাধারণমতে লেখা আছে এবং যে মোকদ্দমায় বিবাদি বিষয়ের মূল্য বা সংখ্যা ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ হয় এবং যে মোকদ্দমাতে তাহাহইতে অল্প হয় এই উভয় প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে। অতএব ঐ মুৎফরক্কার বিষয়ে প্রধান সদর আমীন যে হুকুম করেন্ তাহার উপর প্রথম আপীল জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইবেক এবং তাহার পর খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক। ১৮৩৮ সালের ৫ জুনের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২০৭। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত হুকুমসকল এবং ঐ২ হুকুম শুধরিবাতে খাস আপীল ও সরাসরী আপীল গ্রহণ করিবার ও শুনিবার বিষয়ে যে২ হুকুম হইয়াছে ঐ২ হুকুম এবং ফয়সলা পুনর্দ্দৃষ্টি করিবার বিষয়ি উপরের লিখিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি করা প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও আপীলের উপর খাটিবেক ইতি।— ১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৯ ধা। ১ প্র।

২০৮। সদর আদালত জানাইতেছেন যে রেজিষ্টর সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল জিলা ও শহরের জজ সাহেবের দ্বারা মঞ্জুরহওনের পূর্ব্বে মফঃসল আপীল আদালতে রিপোর্টকরণের আবশ্যক নাই অতএব মফঃসল আপীল আদালত [অর্থাৎ সদর দেওয়ানী আদালতে] জিজ্ঞাসা না করিয়া জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে পারেন্। ৩৩১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০৯। এই আইন জারীহওনের পরে প্রবিন্স্যল কোর্টের ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা খাস কিম্বা দ্বিতীয় আপীল গ্রাহ্যকরণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৭ ধারার এবং ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৩ ও ৪ ও ৫ ধারার লিখিত হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

২১০। ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৯ আইনের ২৪ ধারার ও ১৮০৫ সালের ২ আইনের ১০ ধারার ও ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখিত কথার পরিবর্ত্তে এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের ও প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কোন মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তিপত্র মজমুনের কি তাহার সঙ্গে দাখিলহওয়া দস্তাবেজের দ্বারা তাঁহারদিগের এমত বোধ হওনব্যতিরিক্ত যে ঐ নিষ্পত্তি আদালতের চলিত কোন দাঁড়া ও দস্তুরের ব্যতিক্রমে কি এক্ষণকার চলিত আইনের কোন আইনের অন্যথা হইয়াছে অথবা শাস্ত্রের ও শরার উক্ত মতানুসারে যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহাতে তাহার ব্যতিক্রমে হইয়াছে কিম্বা অন্য যে কোন দাঁড়া কি পূর্ব্বের রেওয়াজ মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার অন্যথা হইয়াছে কি ঐ নিষ্পত্তিতে লোকদিগের স্বত্বসম্বন্ধীয় এমত কোন ভারি বিষয় যে তাহাতে পূর্ব্বে কখন প্রধান২ আদালতহইতে কোন হুকুম হয় নাহি তাহা আছে খাস আপীল এতাবতা দ্বিতীয় আপীলের কোন দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে ক্ষমতা থাকিবেক না ও জানা কর্ত্তব্য যে নিষ্পত্তিপত্রেতে মোকদ্দমার

বিবরণ ও বেওরাসম্পর্কীয় যাহাং লেখা থাকে তাহা সর্ব্বপ্রকারে প্রমাণ জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ১ প্র।

২১১। খাস আপীল মঞ্জুর হইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণে যেং হেতু লেখা গিয়াছে তাহার মধ্যে এক হেতু এই যে যদি জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবেরা ও প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবেরা ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমা-তে এমত বুঝেন যে সে মোকদ্দমার ফয়সলা আদালতের চলিত কোন দাঁড়া কিম্বা দস্তুরের অন্য মতে হইয়াছে তবে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে এমত মোকদ্দমার খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন কিন্তু উপরের লিখিত হুকুম যেং মোকদ্দমাতে এক আদালতহইতে পরস্পর অসমান ফয়সলা হয় কিম্বা সমান ও এক মত বুনিয়াদ অর্থাৎ আমূলের যেং মোকদ্দমার নালিশ তাহার বিচার হইতে পারিবার যোগ্য দুই আদালতে দরপেশ হইয়া ঐং আদালত-হইতে তাহাতে পরস্পর অসমান ফয়সলা হয় সেইং মোকদ্দমার সহিত যদ্য-পি ন্যায় মতে ঐ অসমান দুই ফয়সলার এক কিম্বা দুই ফয়সলাই শুধরা অতি আবশ্যক তথাপি সম্পর্ক রাখিবেক এমত বোধ হয় না একারণ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণেতে খাস আপীল মঞ্জুরীর যেং হেতু লেখা গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত এই ধারানুসারে ইহা লেখা যাই-তেছে যে যদি কোন আদালতের যে ফয়সলার উপর আপীল হয় সেই আ-দালতহইতে হওয়া অন্য যে ফয়সলা আপীলের দরখাস্তকরণিয়া দরপেশ করে তাহার সহিত স্পষ্ট ব্যতিক্রম ও অসমান বোধ হয় কিম্বা যদি সমান বুনি-য়াদ অর্থাৎ আমূলের কোনং মোকদ্দমাতে তাহার বিচার হইবার যোগ্য দুই আদালতের এক আদালতহইতে হওয়া যে ফয়সলার উপর আপীল হয় অন্য আদালতের যে ফয়সলা আপীলের দরখাস্তকরণিয়া দরপেশ করে তাহার সহিত স্পষ্ট ব্যতিক্রম ও অসমান বোধ হয় তবে ঐ সকল মোকদ্দমার খাস আ-পীল মঞ্জুর হইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

২১২। জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যদি ডিক্রী বিনাসাক্ষ্যে বা স্পষ্টতঃ সাক্ষ্যের বিরুদ্ধ করা গিয়া থাকে তবে মোকদ্দমার বিবরণ ও বেওরার বিষয়ে যে ভুল হইয়াছিল তাহা শুধরণের নিমিত্ত খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারানুসারে এইং কারণে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতুক তাহাতে হুকুম আছে যে ডিক্রীতে মোকদ্দমার বিবরণ ও বেওরা সম্পর্কীয় যাহাং লেখা থাকে তাহা সর্ব্বপ্রকারে প্রমাণ জ্ঞান করা যাইবেক। ২৪৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২১৩। জিলার আদালত আরো জিজ্ঞাসা করিলেন যে অসঙ্গতরূপে ক্ষতিপূরণের টাকার ডিক্রী হইলে তাহার উপর খাস আপীল হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত এবং ক্ষতিপূরণের কত টাকা দিবার হুকুম হইয়াছিল তাহা না জানিয়া আমরা কহিতে পারি না যে ১৮১৪ সালের ২৬ আই-নের ২ ধারার ১ প্রকরণে খাস আপীল গ্রাহ্যকরণের যেং হেতু লেখা আছে তাহার মধ্যে এই মোকদ্দমা গণ্য হইতে পারে কি না। অতএব সদর আদালত এইমত পরামর্শ দিতেছেন যে খাস আপীল গ্রাহ্যকরণের যেং হেতু আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং হেতু এই মোকদ্দ-মার মধ্যে দৃষ্ট. হয় কি না ইহা অধস্থ আদালত আপনার বিবেচনামতে নিশ্চয় করিবেন। ২৪৬ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

২১৪। ত্রিহুতের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে কলিকাতাস্থ ও আলাহাবাদের সদর

আদালত বিধান করিলেন যে খাস আপীল গ্রাহ্য না হওনের পূর্ব্বে খাস আপীলের দর-খাস্ত মুৎফরক্কা দরখাস্তের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক। ১১৩৯ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

১৭ ধারা।

দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল। আপীল চালাওনের বিধান।

২১৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে খাস আপীল গ্রাহ্যকরণের দরখাস্তের সঙ্গে যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার এক নকল সর্ব্বদা দিতে হইবেক। ১১৩৯ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২১৬। যদি জাবেতামতে কোন মোকদ্দমার আপীল হইয়া তাহার বিচারহওনের যোগ্য আদালতহইতে নিষ্পত্তি হইয়া তাহাতে ফরিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ উপরের প্রকরণের লিখিত কোন হেতু-প্রযুক্ত ঐ আদালতের নিষ্পত্তিতে নারাজ হইয়া খাস আপীল এতাবতা দ্বিতীয় আপীলের অনুসারে পুনর্ব্বার বিচারহওনের মনস্থ রাখে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার আপীলের যে দরখাস্ত জাবেতামতে দরপেশ হয় তাহা শুনা যাইবার অর্থে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ ও ২৫ আইনের অনুসারে যে আদালতে এমত মোকদ্দমার খাস আপীল মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা থাকে সেই আদালতে খাস আপীলের দরখাস্ত দেয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ২ প্র।

২১৭। জানা কর্ত্তব্য যে ঐ দরখাস্ত দাওয়া নগদ টাকার হইলে তাহার সংখ্যার দৃষ্টে কিম্বা বস্তুর হইলে তাহার মূল্য ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার কিম্বা দেওয়ানী আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার দাওয়ার বিষয়ের সংখ্যা কি মূল্যের নিরূপণ ও নিয়মের বিষয়ে উত্তর কালে যে কোন আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার লিখনমত হিসাবে যত হয় তাহার দৃষ্টে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার [এইক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের] নির্দ্ধারিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ও যে হেতু কি হেতুতে এই ধারার ১ প্রকরণের মতে খাস আপীল করিবার মনস্থ হয় তাহা সেই দরখাস্তে স্পষ্ট ও নিরূপণ করিয়া লেখা যাইবেক ও কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি এমত দরখাস্ত করিতে চাহে সে ব্যক্তি নিজে কিম্বা আদালতের মোকররী কোন উকীলের মারফতে ঐ দরখাস্ত দাখিল করে ও শেষ কল্পে যে উকীল ঐ দরখাস্ত দাখিল করিবেক তাহার কর্ত্তব্য যে তাহাতে আপন দস্তখৎ করে ও তাহার পৃষ্ঠে এ কথা লিখে যে এই ধারার ১ প্রকরণের দৃষ্টে খাস আপীল মঞ্জুরহওনের অর্থে দরখাস্তেতে যে২ হেতু লেখা আছে তাহা সম্পূর্ণ বিবেচনা ও প্রণিধান-পূর্ব্বক বিশিষ্ট ও উপযুক্ত বুঝা গেল ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

২১৮। সদর আদালত জানাইতেছেন যে খাস আপীলের যে২ দরখাস্তের বিষয়ে এইপর্য্যন্ত কোন হুকুম হয় নাই সেই দরখাস্তে যদি দেখা যায় যে আপেলাণ্ট ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের মতে খাস আপীল করিবার হেতু বা হেতু-সকল স্পষ্ট করিয়া না লিখিয়াছে এবং যদ্যপি তাহার না লেখা কেবল অনবধানতাপ্রযুক্ত হইয়াছে তবে সদর আদালত বোধ করেন যে উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত অবশেষ আরজী দাখিল করিতে আপেলাণ্টকে অনুমতি দেওয়া উচিত। ২৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১৯। যদি কোন মোকদ্দমাতে তাহার কথার দৃষ্টে আদালতের সাহেবেরা এই ধারার ১ প্রকরণের লিখিত কোন হেতুপ্রযুক্ত খাস আপীল মঞ্জুর-

করা উচিত বুঝেন্ তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে নিরূপিত জামিনী দাখিলকরণের ও চলিত আইনানুসারে উকীলকে রসুমের যত টাকা দিতে হইবেক তাহা আমানৎ রাখনের বিষয়ে উপযুক্ত মিয়াদ নিরূপণ করিয়া তাহা করিতে আপেলাণ্টের প্রতি হুকুম দেন্ ও ঐ নিরূপিত জামিনী ও আদালতের টাকা দাখিল হইলে আদালতের সাহেবেরা খাস আপীল মঞ্জুর করিয়া জাবেতামতে হওয়া আপীলের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং হুকুমমতে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি। —১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

২২০। জন কএকের প্রতিকূলে এইমত ডিক্রী হইল যে তাহারা ও তাহার বংশেরা ডিক্রীদারের গোলাম ও সম্পত্তি। ঐ ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালত বহাল রাখিলেন কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত এই হেতুতে তদ্বিষয়ের খাস আপীল গ্রাহ্য করিলেন যে ঐ গোলাম অর্থাৎ আপেলাণ্ট মুসলমানের শরার মতে গোলামের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। ঐ আপেলাণ্টেরা ডিক্রী জারী স্থগিত করণার্থ কোন জামিন দিল না অথচ ডিক্রীদার তাহারদের স্থানে সেইরূপ জামিন তলব করিবার দরখাস্ত করিল তাহাতে জিজ্ঞাসা হইল যে সেই ডিক্রী জারী করিতে হইবেক কি না যদি তাহা স্থগিত করিতে হয় তবে কিং কারণে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে আপেলাণ্টেরদিগকে গোলাম হওনের বিষয়ে যে ডিক্রী করা গেল তাহা অন্যায় এই বোধে খাস আপীল মঞ্জুর হইল যদি তাহারদিগকে গোলাম বলিয়া ডিক্রীদারের হাতে সোপর্দ্দ হয় তবে তাহারা আপনারদের আপীল চালাইতে কদাচ পারিবেক না এইপ্রযুক্ত এই বিশেষ গতিকে আপেলাণ্টেরদের স্থানে জামিনের দাওয়া না করিয়াও ডিক্রী জারী স্থগিত করিতে হইবেক। ৫৫০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২১। জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপেলাণ্ট হুকুম পাইয়া নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপীলবিষয়ক খরচার জামিন না দেওয়াতে কোন জজ সাহেব ঐ আপেলাণ্টের খাস আপীলের দরখাস্ত নথীহইতে উঠাইলে পর যদি ঐ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ জামিনী দাখিল না করণের মাতবর কারণ আপেলাণ্ট দর্শায় তবে জজ সাহেব ঐ দরখাস্ত পুনর্ব্বার নথীর শামিল করিতে পারেন্ কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে খাস আপীলের দরখাস্ত কোন কারণে নথীহইতে উঠান গেলে পর জজ সাহেব উপরিস্থ আদালতের বিনানুমতিতে সেই দরখাস্ত পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিতে পারেন্ না। ১১৭১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২২। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ও কোর্ট আপীল আদালতের সাহেবেরা তাঁহারদিগের হুজুরে খাস আপীলের দরখাস্ত গুজরিলে তাহা মঞ্জুর করণের পূর্ব্বে উভয় পক্ষের যে পক্ষ খাস আপীলের দরখাস্ত দেয় সেই পক্ষ যে কিম্বা যেং দস্তাবেজ দাখিল করে তাহার অতিরিক্ত মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিলে থাকা অন্য কোন দস্তাবেজ তলব করিয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ৯ আ। ৪ ধা।

২২৩। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে এই আইনের উপরের ধারার লিখনানুসারে এমত বোধ না হয় যে খাস আপীলের দরখাস্ত দিবার নিরূপিত মিয়াদের বাবৎ কি এক্ষণে তাহা মঞ্জুরীর যে প্রকার দস্তুর আছে তাহার বাবৎ এক্ষণকার চলিত দাঁড়ার কিছু পরিবর্ত্ত হইল ইতি।—১৮১৯ সা। ৯ আ। ৬ ধা।

২২৪। আদালতের যে সাহেব কি সাহেবেরা উপরের লিখিত খাস আপীল মঞ্জুরকরণের ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহারদিগের স্বয়ং মোকদ্দমার তজবীজ করিয়া নাতক্ অর্থাৎ পুরা হুকুম দিবার কিম্বা যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথম

উপস্থিত হইয়া তাহাতে নিষ্পত্তির হুকুম হইয়া থাকে সেই আদালতে অথবা দ্বিতীয়বারে প্রথম আপীলমতে যে আদালতে দরপেশ হইয়া হুকুম হইয়া থাকে সে আদালতে পুনর্ব্বার পাঠাইবার ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

২২৫। এই প্রকরণানুসারে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা ও প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবদিগের এই আইনের মতে যে ক্ষমতা হইয়াছে তদনুসারে খাস আপীল এতাবতা দ্বিতীয় আপীল নামঞ্জুর করণের বিষয়ে যে হুকুম দেন্ তাহা এবং যে২ মোকদ্দমাতে তাহার খাস আপীল মঞ্জুর হইয়া ঐ সাহেবদিগের হজুরহইতে যে২ নিষ্পত্তি হয় তাহা সর্ব্বপ্রকারেতে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ও উপরকার আদালতে পুনর্ব্বার বিচারহওনের যোগ্য হইবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ৬ প্র।

২২৬। সাবেক জজ শ্রীযুত বর্ড সাহেব মথুর উপাধ্যায়ের ও অন্যেরদের খাস আপীলের এক দরখাস্ত নামঞ্জুর করাতে তাহারা সদর আদালতে আরজী দিল। অপর দৃষ্ট হইল যে জজ সাহেব সেই দরখাস্ত পাইয়া কিছু বিচার করিলেন না কেবল সেই দরখাস্তের এক কোণেতে খাস আপীল নামঞ্জুর হইল এইমাত্র হুকুম লিখিলেন এবং আপেলান্ট কি তাহার উকীল সেই সময়ে হাজির ছিল কি না ইহাও লিখিলেন না। তাহাতে প্রবিন্স্যল আদালত জজ সাহেবের ঐ হুকুম রদ করিয়া ঐ খাস আপীলের দরখাস্ত পুনর্ব্বার লইতে এবং নিয়মিতমতে রুবকার করিতে এবং তাহা মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করণের রীতিমতে হুকুম দিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে ঐ মফঃসল আপীল আদালত সদর আদালতে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে বর্ড সাহেব বেআইনীমতে উক্ত যে খাস আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছিলেন সেই খাস আপীলের দরখাস্ত তাঁহাকে পুনরায় শুনিবার হুকুম দিতে আমারদের ক্ষমতা আছে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ দরখাস্ত ডিসমিসকরণের যে হুকুম ঐ জজ সাহেব দিয়াছিলেন তাহা আমারদের বোধে আদৌ বেদাঁড়া ছিল যেহেতুক তাহা আদালতের নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারের বিরুদ্ধ অতএব সেই আপীল জজ সাহেবকে পুনর্ব্বার বিচার করিবার হুকুম দিতে আপীল আদালতের অবশ্য ক্ষমতা আছে। ৬৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২৭। সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে প্রত্যেক জন সদর আমীন ও মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর যে খাস আপীল হইয়াছে তদ্বিষয়ে জজ সাহেব বার্ষিক কৈফিয়তের মন্তব্য কথার ঘরের মধ্যে লিখিবেন যে কত মোকদ্দমাতে জজ সাহেব প্রধান সদর আমীনের সঙ্গে সম্বৎসরে ঐক্য হইয়া তাহার নিষ্পত্তি বহাল কিম্বা মতান্তর করিলেন এবং কত মোকদ্দমাতে তিনি প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল অথবা মতান্তর করিলেন। জিলার আদালতের জজ সাহেব তাহার অধীন এদেশীয় নানা বিচারকেরদের নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত বা খাস আপীলের ফলের বিষয় বিবেচনা করিয়া যেপর্য্যন্ত তাঁহারদের গুণ ও যোগ্যতার বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জজ সাহেব তাঁহারদের গুণ ও যোগ্যতার বিষয় নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারিবেন। ১৮৩৭ সালের ৮ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২২৮। এক্ষণকার এমত ব্যবহার আছে যে খাস আপীলের নিষ্পত্তি হইলে জজ সাহেবেরা চূড়ান্ত ডিক্রীর মধ্যে কেবল ইহা লেখেন্ যে খাস আপীল মঞ্জুর হইয়াছিল কিন্তু সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে উত্তর কালে খাস আপীলের নিষ্পত্তি

হইলে চূড়ান্ত ডিক্রীর মধ্যে ঐ খাস আপীল মঞ্জুর করণের হেতু লিখিতে হইবেক। ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

১৮ ধারা।

দ্বিতীয় অথবা খাস আপীল। ইষ্টাম্প এবং উকীলের রসুম।

২২৯। ১৮৩০ সালের ৮ জানুআরি তারিখে সদর আদালত এই বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২০ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে খাস আপীল গ্রাহ্যকরণের যে দরখাস্ত হয় তাহার সঙ্গে দাখিলহওয়া দলীলদস্তাবেজের কোন ইষ্টাম্প রসুম লাগিবেক না। ৫৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩০। উপরের প্রকরণেতে যে প্রকার খাস আপীলের কথা লেখা গেল তাহার কিম্বা অন্য যে সকল খাস আপীল কি তদ্ভিন্ন যে আপীল এক্ষণকার চলিত আইনমতে হইতে পারে তাহার কোন মোকদ্দমা যে আদালতে ঐ আপীল হয় সেই আদালতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির হুকুমহওনবিনা যে আদালতের হওয়া হুকুমের উপর আপীল হইয়া থাকে সেই আদালতে ছানী তজবীজ অর্থাৎ পুনর্ব্বার বিচার করিয়া অন্য নিষ্পত্তির হুকুম দিবার কারণ যদি পাঠান যায় তবে আপেলাণ্ট আপন আপীলের দরখাস্ত দাখিলকরণের সময়ে ইষ্টাম্প কাগজের যত টাকা মূল্য দিয়া থাকে তাহা সমুদয় তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও যদি এমত মোকদ্দমার আপেলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্ট আপন মোকদ্দমার তদবীর করিবার কারণ আদালতের মোকররী উকীলের মধ্যে কোন উকীলকে মোকরর করিয়া থাকে তবে সে উকীলের মেহনতানা মোকদ্দমার নালিশ সরাসরীভিন্ন মতে দরপেশ হইলে উকীলের যে মেহনতানা পাওনা হইত তাহার এক চৌথাইহইতে অধিক না হইয়া যে আন্দাজ আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগের উচিত বোধ হয় তাহা তাহার মওক্কেলের স্থানহইতে তাহাকে দেওয়ান যাইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ৮ ধা।

২৩১। যদি আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনাতে কোন মোকদ্দমার খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুরকরণের অর্থে উপযুক্ত কোন হেতু না ঠাহরিয়া ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় তবে এই ধারার ৩ প্রকরণের অনুসারে আপেলাণ্ট যে ইষ্টাম্পকাগজে ঐ দরখাস্ত লিখিয়া দিয়া থাকে সে ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্যের টাকা ফিরিয়া পাওনের যোগ্য হইবেক না কিন্তু যদি আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমার বিষয়ের দৃষ্টে এমত বুঝেন্ যে আপেলাণ্টের স্থানে ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্যের সমুদয় টাকা লওয়া গেলে তাহার অধিক ক্ষতি হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই ইষ্টাম্পকাগজের রসুমের টাকার মধ্যে কতক এই নিয়মে যে তাহার চারি হিস্যার তিন হিস্যাহইতে অধিক না হয় যে ব্যক্তি ঐ টাকা দিয়া থাকে তাহাকে কিম্বা তাহার ওয়ারিস্ লোককে ফিরিয়া দেওয়ান্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

[খাস আপীলে উকীলের রসুমের বিষয়ি বিধি ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৭ ধারার ১। ২। ৩। ৪ প্রকরণে পাওয়া যাইবেক।]

১৯ ধারা।

যে মোকদ্দমা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচারহওনের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠান যায় তাহার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতসকলের যাহা কর্ত্তব্য তাহার নিয়ম।

২৩২। যখন কোন মোকদ্দমার গোড়াগুড়ি বিচার হইবার নিমিত্ত কোন আদালতে ফিরিয়া পাঠান যায় তখন যদি কোন বিশেষ বিষয় বা বিষয়সকলের তজবীজকরণের কোন বিশেষ হুকুম না দেওয়া যায় তবে তাবৎ মোকদ্দমার গোড়াঅবধি বিচার করিতে হইবেক এমত জ্ঞান করা যাইবেক। ১০৭৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচারকরণের মোকদ্দমায় উভয় বিবাদিকে হাজির করাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের যে নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক তাহা।

২৩৩। যদি কোন মোকদ্দমা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচারকরণের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠান যায় এবং মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে যে উকীলেরা মোকরর ছিল তাহারা যদি হাজির থাকে তবে উপরিস্থ আদালতের রুবকারী পাইলে পর জজ সাহেবের উচিত যে অগৌণে ঐ উকীলেরদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন্ যে তোমরা আপন মওক্কেলের স্থানে কোন হুকুম পাইয়াছ কি না এবং মোকদ্দমা চালাইতে প্রস্তুত আছ কি না। যদ্যপি তাহারা কহে যে আমরা প্রস্তুত আছি তবে উভয় বিবাদিকে আর কোন সম্বাদ দিবার আবশ্যক নাই। ১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৩৪। যদি ফরিয়াদীর উকীল হাজির না থাকে অথবা হাজির থাকিয়া যদি কহে যে আমি আপন মওক্কেলের স্থানে কোন হুকুম পাই নাই অথবা মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত নহি তবে ঐ উকীল আপন মওক্কেলের স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অপেক্ষায় জজ সাহেব সেই মোকদ্দমার বিচার বিলম্ব করিবেন না। বরং তাঁহার কর্ত্তব্য যে বিষয় বুঝিয়া নীচের লিখিত A এবং B চিহ্নিত পাঠানুসারে এক এত্তেলানামা ফরিয়াদীর উপর রীতিমত জারী করিয়া তাহাকে আইনমত কার্য্য করিতে হুকুম দেন্। এবং যদি ফরিয়াদী সেইরূপ এত্তেলা পাইয়া তাহার পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপনি অথবা উকীলের দ্বারা মোকদ্দমার তদবীর করিতে ত্রুটি করে তবে জজ সাহেব ১৮১২ সালের ৫ নবেম্বর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফার অনুসারে কার্য্য করিবেন এবং ফরিয়াদীকে মোকদ্দমার তদবীর না করণের হেতু দর্শাইবার হুকুম দিবেন এবং সে ব্যক্তি তাহা না দর্শাইতে পারিলে তাহার মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস করিবেন। ১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

[১৮১২ সালের ৫ নবেম্বর তারিখের ঐ সরক্যুলর অর্ডর ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের দ্বারা মতান্তর হইয়াছে।]

A

যেহেতুক যে মোকদ্দমায় তুমি অমুক ফরিয়াদী এবং অমুক ব্যক্তি আসামী তাহা অমুক তারিখে এই আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া অমুক উপরিস্থ আদালত তাহা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠাইয়া এই আদালতের নথীতে তাহার যে আসল নম্বর ছিল সেই নম্বরে দাখিল করিতে হুকুম দিয়াছেন। এবং অনুসন্ধানকরাতে এইমত দৃষ্ট হইতেছে যে তোমার তরফে মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কোন উকীল আদালতে হাজির নাই অতএব তোমাকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে যদ্যপি এই এত্তেলানামা জারী হইবার তারিখের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে তোমার মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত তুমি স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা কোন তদবীর না কর তবে ঐ মিয়াদে মোকদ্দমা

নির্ব্বাহ না করণের যাহাতে আদালতের খাতিরজমা হয় এইমত কারণ না দর্শাইলে তোমার ঐ মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হইবেক।

B

যেহেতুক যে মোকদ্দমায় তুমি অমুক ফরিয়াদী এবং অমুক ব্যক্তি আসামী তাহা অমুক তারিখে এই আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া অমুক উপরিস্থ আদালত ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠাইয়া এই আদালতের নথীতে তাহার যে আসল নম্বর ছিল সেই নম্বরে দাখিল করিতে হুকুম দিয়াছেন। এবং অনুসন্ধানকরাতে এইমত দৃষ্ট হইতেছে যে মোকদ্দমার আদৌ বিচারের সময়ে তুমি যে উকীল নিযুক্ত করিয়াছিলা সেই উকীল এক্ষণে হাজির আছে কিন্তু তোমার স্থানে কোন হুকুম পায় নাই এবং মোকদ্দমা চালাইতে প্রস্তুত নহে অতএব তোমাকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে যদ্যপি এই এত্তেলা জারী হইবার তারিখের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে তোমার মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত তুমি স্বয়ং অথবা কোন উকীলের দ্বারা কোন তদবীর না কর তবে ঐ মিয়াদে মোকদ্দমা নির্ব্বাহ না করণের যাহাতে আদালতের খাতিরজমা হয় এইমত কারণ না দর্শাইলে তোমার ঐ মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হইবেক।

২৩৫। যদি নাজির এমত রিপোর্ট করে যে ঐ ফরিয়াদীর উপর এত্তেলানামা জারী হইতে পারিল না তবে জজ সাহেব নাজিরের ঐ রিপোর্ট পাইলেই জিলার কাছারীতে এবং ফরিয়াদীর বাসস্থানের বহির্দ্বারে অথবা যে গ্রামে সে ব্যক্তি বসতি করে তাহার সর্ব্ব লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে উপরের লিখিত A এবং B চিহ্নিত পাঠানুসারে অর্থাৎ যে গতিকে যে পাঠ অর্শে সেই পাঠানুসারে এক ইশ্‌তিহারনামা লটকাইয়া ফরিয়াদীকে আইনমতে কার্য্য করিতে হুকুম দিবেন। পরে যদি ঐ ইশ্‌তিহারের তারিখঅবধি ঐ ইশ্‌তিহারের নিরূপিতমতে ফরিয়াদী ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা আপনার মোকদ্দমা চালাইতে ক্রটি করে তবে জজ সাহেব উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের নিয়মমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন। ১৮৩৮ সালের ৩১ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৩৬। মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে আসামী যে উকীলকে নিযুক্ত করিয়াছিল সে যদি হাজির না থাকে অথবা হাজির থাকিয়া কহে যে আমি আপনার মওক্কেলের স্থানে কোন হুকুম পাই নাই অথবা মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত নহি তবে ঐ উকীল আপন মওক্কেলের স্থানে সেই বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অপেক্ষায় জজ সাহেব সেই মোকদ্দমার বিচার বিলম্ব করিবেন না কিন্তু তাঁহার উচিত যে মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া পশ্চাৎ লিখিত C এবং D চিহ্নিত পাঠক্রমে রীতিমতে এক এত্তেলানামা আসামীর উপর জারী করেন্ এবং তৎপরে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ এবং ৩ ধারার বিধির অনুসারে কার্য্য করেন্। ১৮৩৮ সালের ৩১ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

C

যেহেতুক যে মোকদ্দমায় তুমি অমুক ফরিয়াদী এবং অমুক ব্যক্তি আসামী তাহা অমুক তারিখে এই আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া অমুক উপরিস্থ আদালত তাহা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠাইয়া এই আদালতের নথীতে তাহার যে আসল নম্বর ছিল সেই নম্বরে দাখিল করিতে হুকুম দিয়াছেন এবং অনুসন্ধানকরাতে এইমত দৃষ্ট হইল যে তোমার তরফে মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কোন উকীল আদালতে হাজির নাই অতএব তোমাকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি যদি এই মোকদ্দমার জওয়াব দিবার বিষয়ে অমুক তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা তদবীর না কর তবে এই আদালতে ঐ মোকদ্দমা একতরফা বিচার হইবেক এবং তুমি হাজির হইয়া ও জওয়াব ও সাক্ষ্য দিলে যেরূপ ডিক্রী হইত সেইরূপ ডিক্রী করিবেন।

D

যেহেতুক যে মোকদ্দমায় তুমি অমুক ফরিয়াদী এবং অমুক ব্যক্তি আসামী তাহা অমুক তারিখে এই আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া অমুক উপরিস্থ আদালত তাহা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠাইয়া এই আদালতের নথীতে তাহার যে আসল নম্বর ছিল সেই নম্বরে দাখিল করিতে হুকুম দিয়াছেন এবং অনুসন্ধানকরাতে এই মত দৃষ্ট হইতেছে যে মোকদ্দমার পূর্ব্বকার বিচারের সময়ে তুমি যে উকীল নিযুক্ত করিয়াছিলা সেই উকীল এক্ষণে হাজির আছে কিন্তু তোমার স্থানে কোন হুকুম পায় নাই এবং মোকদ্দমা চালাইতে প্রস্তুত নহে অতএব তোমাকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি যদি এই মোকদ্দমার জওয়াব দিবার বিষয়ে অমুক তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা তদবীর না কর তবে এই আদালতে ঐ মোকদ্দমার একতরফা বিচার হইবেক এবং তুমি হাজির হইয়া ও জওয়াব ও সাক্ষ্য দিলে যেরূপ ডিক্রী হইত সেইরূপ ডিক্রী করিবেন।

২৩৭। উক্ত বিধানের এইমত অভিপ্রায় নহে যে সেই মোকদ্দমার ছানী তজবীজ কিম্বা গোড়াগুড়ি বিচারের নিমিত্ত ফিরিয়া আইলে ঐ মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে যে উকীলেরা নিযুক্ত ছিল তাহারদের মওক্কেলের ইচ্ছা হইলে সেই উকীলেরা সেই মোকদ্দমা নির্ব্বাহকরণের ভারহইতে মুক্ত হয় যেহেতুক ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৪ ধারায় এমত বিশেষ হুকুম আছে যে আদালতের সমস্ত উকীলদিগের উচিত যে তাঁহারা যে২ মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে নিযুক্ত হয় সেই২ মোকদ্দমার বিচারকালীন এবং তাহার নিষ্পত্তি ও ডিক্রী জারী হইবাপর্য্যন্ত তাহাতে যখন যে কিছু আরজী ও দরখাস্ত গুজরাইবার কি অন্য তদবীর করিবার আবশ্যক হয় তাহা করে। এবং যে উকীলেরা মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে নিযুক্ত ছিল ঐ মোকদ্দমার ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচারহওনের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠান গেলে আইনমত তাহারা কিছু অধিক রসুম পাইবেক না। যেহেতুক মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে তাহারা যে রসুম পাইয়াছিল তাহা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত তাহারদের মেহনতের সম্পূর্ণ রসুমের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং সেই নিমিত্ত তাহারদিগকে অধিক রসুম দিবার হুকুম করিতে আদালতের সাহেবেরদের প্রতি নিষেধ আছে। ১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সর্‌ক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

২৩৮। যে মোকদ্দমা গোড়াগুড়ি বিচারের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠান যায় সেই মোকদ্দমার খরচার বিষয়ে যদি আপীল আদালত কোন হুকুম না করিয়া থাকেন্ তবে যে আদালতে তাহা পাঠান যায় সেই আদালত প্রথম বিচারের খরচা এবং আপীলী খরচা এবং সেই মোকদ্দমার গোড়াগুড়ি বিচারের যে খরচা হইতে পারে এই সকল দেওয়াইতে পারেন্ কি না এই বিষয় জিজ্ঞাসা হওয়াতে সদর আদালত জানাইলেন যে এই বিষয়ে যে সন্দেহ থাকে তাহা ভঞ্জনার্থ এবং এই বিষয়ে একি প্রকার ব্যবহার হয় এ জন্য সদর আদালত আপন আদালতের এবং অন্য আদালতের নিমিত্ত এই সাধারণ বিধান করিয়াছেন যে যখন মোকদ্দমা গোড়াগুড়ি বিচার হইবার নিমিত্ত অধস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠান যায় তখন মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার হুকুমে আপীল আদালতের জজ সাহেব এমত লিখিবেন যে যে আদালতে মোকদ্দমা এরূপে পাঠান যায় সেই আদালতে মোকদ্দমার যে খরচা লাগিয়াছিল তাহা দেওনের বিষয়ে এবং মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হওনঅবধি ক্রমে২ যে নানা আদালতে ভ্রমণ করিয়া থাকে সেই২ আদালতে উভয় বিবাদির যে খরচা হইয়াছে তাহার বিষয়ে যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইমত হুকুম দিবেন। কিন্তু যদি কোন বিশেষ কারণপ্রযুক্ত আপীল আদালতে ফয়সলাহওনের তারিখপর্য্যন্ত যে সকল খরচা লাগিয়াছে তাহা উভয় বিবাদির এক জনের শিরে রাখা অথবা উভয়কেই আপন২ খরচা দিবার হুকুম করা যথার্থ বোধ করেন্ তবে আপীল আদালত খরচার বিষয়ে সেইরূপ হুকুম করিতে পারেন্। ১৮৩৬ সালের ৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৩৯। সদর আদালত আরো হুকুম করিতেছেন যে মোকদ্দমা এইরূপে ফিরিয়া পাঠান গেলে অধস্থ আদালতের উচিত যে তাহার বিষয়ে সর্ব্বদা অতিশীঘ্র মনোযোগ করেন্ এবং স্থানী তজবীজ অথবা মোকদ্দমা গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিত্ত আপীল আদালত যে হুকুম দেন্ তদনুসারে অবিলম্বে কার্য্য করেন্। সদর আদালত জানাইতেছেন যে এই প্রকার কোন২ মোকদ্দমা অদ্যাপি আদালতের নথীতে আছে এবং যে তারিখে ঐ মোকদ্দমা অধস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠান গিয়াছিল তদ্দৃষ্টে ঐ২ মোকদ্দমা ইহার অনেক কাল পূর্ব্বে নিষ্পত্তিকরা উচিত ছিল। অতএব তাঁহারা হুকুম করিতেছেন যে বৎসরের শেষে এই প্রকার যে সকল মোকদ্দমা মুলতবী থাকে তাহার নিষ্পত্তি না হওনের সম্পূর্ণ কারণ লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক এবং যে২ তারিখে ঐ২ মোকদ্দমা পঁহুছিল এবং তৎপরে ঐ মোকদ্দমা প্রস্তুত করিতে যে২ উদ্যোগ হইয়াছে তাহাও লিখিতে হইবেক এবং সেই প্রকার যে সকল মোকদ্দমা জজ সাহেবের আদালত অথবা অধস্থ আদালতে মুলতবী থাকে সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণার্থ যে২ কার্য্য শেষ রিপোর্ট লিখনের তারিখের পর হইয়াছে তাহাও মাসিক কৈফিয়তের মধ্যে লিখিতে হইবেক। ১৮৩৭ সালের ৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৪০। মোকদ্দমার স্থানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিত্ত যে বৎসরেতে ফিরিয়া পাঠান যায় সেই বৎসরের তারিখ তাহাতে না দিয়া মোকদ্দমা প্রথম যে বৎসরে উপস্থিত করা গিয়াছিল তাহার তারিখ তাহাতে লিখিতে হইবেক। এবং সেই মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাওনের হুকুমের তারিখ এবং যে তারিখেতে অধস্থ আদালতে পঁহুছিল এবং তৎপরে তাহা রুবকার করণার্থ যে২ কার্য্য হইয়াছে এই সকল বিষয়ের এক সংক্ষেপ কৈফিয়ৎ মন্তব্য কথার ঘরের মধ্যে লিখিতে হইবেক। এবং যে মাস অথবা বৎসরের কৈফিয়ৎ হয় সেই মাস অথবা বৎসরের শেষে সেই প্রকার যে মোকদ্দমা এক বৎসরের অধিক কাল মুলতবী আছে সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণের বিলম্বের কারণ সেই ঘরের মধ্যেও লিখিতে হইবেক। ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৪১। সদর আদালত জিলার জজ সাহেবকে হুকুম করিতেছেন যে তুমি আগামি মাসের ১ তারিখঅবধি আরম্ভ করিয়া নীচের লিখিত ৪ সংখ্যক পাঠানুসারে এক কৈফিয়ৎ লিখিয়া মাসে২ এই দফ্তরে পাঠাইবা। ১৮৪১ সালের ১৯ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৪২। ঐ কৈফিয়তের দ্বারা জিলা কি শহরের জজ সাহেব যত মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিকটে গোড়াগুড়ি বিচারার্থে প্রতিমাসে ফিরিয়া পাঠান্ তাহা দৃষ্ট হইবেক। ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের যে বিধি ১৮৩৮ সালের ৭ আইনের দ্বারা জিলা ও শহরের জজ সাহেবের বিষয়ে চলন হইল তদনুসারে ঐ কৈফিয়তের নানা শিরোভাগ প্রস্তুত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা আপীলহওয়া ডিক্রী যে বিশেষ কারণে ভ্রমযুক্ত এবং দোষী বোধ হইয়াছে তাহা সদর আদালতের সাহেবেরা নিশ্চয় জানিতে পারিবেন। ১৮৪১ সালের ১৯ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৪৩। সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন্ যে ঐ কৈফিয়তের দ্বারা জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা এবং উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেবেরা আপনারদের অধীনে নিযুক্ত প্রত্যেক অচিহ্নিত বিচারকেরদের আচরণ ও বুদ্ধি এবং আইনবিষয়ক জ্ঞানের বিষয়ে প্রকৃতরূপে অনুভব করিতে পারিবেন। এবং সদর আদালতের সাহেবেরা ঐ কৈফিয়ৎ অতিমনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা করিবেন এবং তাহা দেখিয়া আপনারদের বার্ষিক দেওয়ানী রিপোর্ট সর্ব্বদা প্রস্তুত করিবেন এইহেতুক তোমরা যথাসাধ্য সাবধানপূর্ব্বক তাহা প্রস্তুত কর এবিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা তোমারদের উপর বিশ্বাসপূর্ব্বক নির্ভর রাখেন্। ১৮৪১ সালের ১৯ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৪৪। আরো তোমাকে জানাইতে আদেশ হইয়াছে যে সদর আদালতের হুকুম-ক্রমে যে সকল ডিক্রীর ছানী তজবীজহওনার্থ জিলা ও শহরের জজ সাহেব এবং প্রধান সদর আমীনেরদের নিকটে পাঠান যায় তাহার সেইরূপ এক কৈফিয়ৎ এই সিরিশ্‌তায় প্রস্তুত হইবেক। ১৮৪১ সালের ১৯ মার্চের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৪ নম্বর।

অমুক সালের অমুক মাসে অমুক জিলার প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের করা যে ডিক্রীর বিষয়ি ১৮৩৮ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে জজ সাহেব অধীন আদালতের বিচারকদিগকে মোকদ্দমার ছানী তজবীজকরণের হুকুম দিয়াছেন তাহার কৈফিয়ৎ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন অথবা মুনসেফের নাম।	যে ডিক্রী স্পষ্টতঃ অন্যায় তাহা।	যে ডিক্রী আইনবিরুদ্ধ।	হিন্দু শাস্ত্রের বিরুদ্ধ যে ডিক্রী তাহা।	মুসলমানের শরার বিরুদ্ধ যে ডিক্রী তাহা।	মোকদ্দমার যে২ আইন খাটে তাহার কোন আইনের বিরুদ্ধ ডিক্রী।	যথোচিত বিবেচনা না করিয়া যে ডিক্রী করা গিয়াছে তাহা।	যে ডিক্রী অসম্পর্কীয় বা অসংযুক্ত অনুভবমূলক হইয়াছে তাহা।	পুনর্ব্বিবেচনার্থে যত ডিক্রী ফিরিয়া পাঠান গিয়াছে তাহার মোট।	মন্তব্য কথা।

২০ ধারা।

জিলার জজ সাহেবের দ্বারা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার।

২৪৫। কোন জিলা ও শহরের আদালতে কিম্বা কোন প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে জাবেতামতে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া সরাসরীভিন্ন যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া তাহার নিষ্পত্তির উপর উপরকার আদালতে আপীল না হইয়া থাকে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে ফরিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষের কোন পক্ষ যদি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে ও ডিক্রী হওনের সময়ে যে কোন নূতন দস্তাবেজ কি দলীলের সন্ধান জানিত না তাহার সন্ধান পাওনহেতুক কিম্বা তাহা দরপেশ করিতে পারিয়াছিল না সেপ্রযুক্ত কি অন্য বিশিষ্ট ও উপযুক্ত কারণ ও হেতুপ্রযুক্ত যে সাহেব কি সাহেবদিগের নিকটে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে তাঁহারদিগের হজুরে তাহার পুনর্ব্বিচার করাইবার মনস্থ রাখে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে যে

আদালতে ঐ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই আদালতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দেয় ও এমতে ঐ দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার (এক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের) নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিয়া যে তারিখে দরখাস্তকরণিয়াকে কি তাহার উকীলকে ডিক্রীর নকল দেওয়া গিয়া থাকে কিম্বা দিবার নিমিত্তে উপস্থিতকরা গিয়া থাকে সেই তারিখহইতে তিন মাস মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক ও এই আইনের ৮ ধারার ১১ প্রকরণের লিখনমতে ঐ মিয়াদের হিসাব করা যাইবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

২৪৬। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের কথা জাবেতামত মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে তাহা সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়েও খাটিতে পারে। ২১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪৭। বেহারের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসাকরাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণ মুৎফরক্কা মোকদ্দমার বিষয়েও খাটে। ১২৪৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪৮। বিধান হইল যে জিলার জজ সাহেব মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া কসুরপ্রযুক্ত তাহা ডিসমিস করিলে তাঁহার সেই হুকুমের ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে পুনর্ব্বিচার হইতে পারে। ১২৬৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪৯। ঐ মিয়াদ গতহওনের পরে পুনর্ব্বিচারের কোন দরখাস্ত দাখিল হইলেও যদি দরখাস্তকরণিয়া নিরূপিত কালের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল করিতে না পারিবার বিশিষ্ট হেতু প্রমাণ করে তবে আদালতের সাহেবেরা সে দরখাস্ত লইতে ক্ষমতা রাখেন্ তথাপি ঐ সাহেবদিগ্‌কে অতিতাকীদ হুকুম আছে যে নিরূপিত মিয়াদ অতীতহওনের পরে এমত দরখাস্ত লইবার বিষয়ে তাঁহারদিগের ক্ষমতা হইল তাহার মতে কার্য্য করিতে অতিসাবধান হন এবং ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যদি মিয়াদ গত হইলে পর এমত দরখাস্ত লন্ তবে তাহার হেতু বেওরা করিয়া আপনারদিগের রুবকারীর বহীতে লিখেন্ ও যদি ঐ সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হইবার কোন বিশিষ্ট ও উপযুক্ত হেতু ও কারণ নাহি তবে তাঁহারা সে দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন ও এ বিষয়ে ঐ সাহেবেরা যে হুকুম দেন তাহাই সিদ্ধ ও চূড়ান্ত বোধ হইবেক ও তাহা না হইয়া যদি ঐ সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে পূর্ব্বের নিষ্পত্তিতে হওয়া কোন ভারি গলৎ কি অন্য চুক ভুল সারিবার নিমিত্তে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করা আবশ্যক কি ন্যায়মতে কোন কারণে তাহা করা কর্ত্তব্য তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের সম্বাদ আপনারদিগের অভিপ্রায়ের সমস্ত কথার সহিত লিখিয়া আপনারদিগের আদালতে দাখিলহওয়া দরখাস্তের ও মোকদ্দমাতে হওয়া ডিক্রীর নকলসহিত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

২৫০। উপরের প্রকরণানুসারে কোন মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান গেলে যদি ঐ আদালতের সাহেবেরা স্পষ্ট করিয়া লেখা হেতুর ও মোকদ্দমার সমস্ত বেওরা ও ভাব দৃষ্টে এমত বুঝেন্ যে ন্যায়মতে তাহার পুনর্ব্বিচার করা কর্ত্তব্য তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিবার অর্থে হুকুম দেন্ ও ঐ মত তাঁহারদিগের নিষ্পত্তিকরা যে

মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত প্রচণ্ড প্রতাপ শ্রীলশ্রী ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুরে না হইয়া থাকে কিম্বা আপীলহওনমতেও মোকদ্দমার মোতালক কাগজপত্র ঐ বাদশাহের হজুরে পাঠান না গিয়া থাকে সে মোকদ্দমাতে যদি তাঁহারদিগের হজুরে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দাখিল হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপরের লিখিত কথার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ ও যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমাতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুরকরণের হেতু আপনারদিগের রুবকারীর বহীতে লিখেন্ ও এমত কোন মোকদ্দমার নূতন কোন দলীল প্রমাণ লওয়া কি না লওয়া যাওনের বিষয়ে ন্যায়মতে যাহা উচিত বুঝেন্ তাহার হুকুম করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

২৫১। জানা কর্ত্তব্য যে যদি জিলা ও শহরের কোন আদালতের সাহেব কি কোন প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতের সাহেবেরা কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা প্রথমতঃ তাঁহারদিগের নিকটে দেওয়া পুনর্ব্বিচারের কোন দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাঁহারদিগের তাবে কোন আদালতহইতে ঐ বিষয়ে অনুমতি চাহিয়া পাঠানমতে তাহা নামঞ্জুরকরণের বিষয়ে হুকুম দেন্ তবে তাহাতে ঐ দরখাস্তদেওনিয়াকে মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য হইলে জাবেতামতে যে আদালতে সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত শুনা যাওনের যোগ্য হয় সে আদালতে আপীলের দরখাস্ত এমত আপীল শুনা যাওনের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত হুকুমের দৃষ্টে দাখিল করিতে নিষেধ আছে এমত বোধ না হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।

২৫২। সদর আদালত সম্প্রতি অবগত হইয়াছেন যে জিলার এক জন জজ সাহেব আপন হুকুমের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে সেই হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত পাইয়া ভ্রমক্রমে বোধ করিলেন যে সদর আদালতের অনুমতি না লইয়া তিনি ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারানুসারে সেই হুকুমের পুনর্ব্বিচার করিতে পারেন্। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে যদ্যপি এইমত ব্যবহার কোন আদালতে হইতেছে উত্তর কালে সেইরূপ করিতে হইবেক না। ১৮৩৪ সালের ৫ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৫৩। যদি জিলার জজ সাহেবের এমত মনঃপ্রত্যয় না হয় যে যথার্থ বিচারহওনের নিমিত্ত তাঁহার হুকুমের পুনর্ব্বিচার করা আবশ্যক তবে তিনি আদালতে তাহার বিষয়ে দরখাস্ত করিবেন না এবং যে কারণে তিনি সেইরূপ বোধ করিয়াছেন তাহাও আপনার পত্রের মধ্যে সপষ্ট করিয়া লিখিবেন। যথা যদি হুকুমের পুনর্ব্বিচারের এই কারণ হয় যে ডিক্রীহওনের সময়ে যে বিষয় অথবা সাক্ষী ফরিয়াদী অথবা আসামীর জ্ঞাতসার ছিল না অথবা সেই সময়ে উপস্থিত করিতে পারিল না এমত বিষয় বা সাক্ষী তৎপরে দৃষ্ট হইল তবে সেই নূতন বিষয় কিরূপে দৃষ্ট হইল তাহা এবং উপযুক্ত সময়েতে ঐ সাক্ষী উপস্থিত করিতে না পারিবার কারণ এবং তাহার প্রমাণ এবং ঐ নূতন বিষয় বা সাক্ষির দ্বারা পূর্ব্ব ডিক্রী কিপর্য্যন্ত মতান্তরকরণের যোগ্য এই সকল বৃত্তান্ত সদর আদালতে লিখিয়া জানাইতে হইবেক। যে২ কারণে ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারে সেই সকল কারণ উপরে নির্দ্দিষ্ট হইল এমত বোধ করিতে হইবেক না কিন্তু পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তে সম্মতহওনের আবশ্যক কি না ইহার বিচার করণার্থ সদর আদালতে যে প্রকার বৃত্তান্ত জানাইতে হয় তাহা উপরে লেখা গেল। ১৮৩৫ সালের ২৭ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৫৪। ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার করণের দরখাস্ত নামঞ্জুরীর হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত বিবাদিরা মুৎফরক্কা দরখাস্তের নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে অর্থাৎ ২ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে ইহা বলিয়া লিখিয়া থাকে যে হুকুমের তারিখের পর তিন মাস অতীত না হইতে২ তাহারা দরখাস্ত দিয়াছে। কিন্তু সেই দরখাস্ত বাস্তব সেই বিষয়ের দ্বিতীয় দরখাস্ত এইপ্রযুক্ত পুনর্ব্বিচারের প্রথম দরখাস্তের ইষ্টাম্প মূল্যের বিষয়ে যে নিয়ম আছে সেই নিয়মানুসারে দ্বিতীয় দরখাস্তের মূল্য নির্ণয় হইবেক। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে এইমত যে প্রত্যেক দরখাস্ত আপীলহওয়া ডিক্রী দিবার অথবা দিতে প্রস্তাব করিবার পর তিন মাসের মধ্যে দেওয়া যায় তাহা ২৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইতে পারে কিন্তু তিন মাসের পর যদি সেই দরখাস্ত দেওয়া যায় তবে ১৮২৫ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের হুকুমমতে ডিক্রীর উপর জাবেতামত আপীল হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তির প্রতিকূলে যত মূল্য বা সংখ্যার টাকার ডিক্রী হইয়াছে সেই সংখ্যানুসারে হিসাব করিয়া ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে ঐ দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। ৮৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫৫। উপরের লিখিত হুকুমের স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে তদনুসারে যে সকল মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দাখিল হয় তাহা সাধ্যানুসারে যে জজ সাহেব কি সাহেবেরা ঐ সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ তাঁহার কি তাঁহারদিগের দ্বারা ঐ সকল মোকদ্দমা উচ্চতর আদালতে আপীলহওনের যোগ্য হইলে সামান্য নিয়মমত তাহার আপীলহওনের অধীনতায় গ্রাহ্য হয় ও নিষ্পত্তি পায়।—১৮২৫ সা। ২ আ। ৩ ধা।

২৫৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে জিলা বা শহরের জজ সাহেব যদি ছয় মাসের অতিরিক্ত মিয়াদের ছুটী পাইয়া থাকেন্ এবং যদি ছয় মাসের অতিরিক্ত কাল্ তাঁহার অবর্ত্তমান হওনের সম্ভাবনা হয় তবে তাঁহার পদে যে সাহেব নিযুক্ত হন তাঁহার ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার নিয়মানুসারে সাধ্য আছে যে ঐ ছয় মাস মিয়াদ অতীত হওনের অপেক্ষা না করিয়া সাবেক জজ সাহেবের হুকুমের পুনর্ব্বিচার করণের বিষয়ে যে দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহা লইয়া রীতিমত কার্য্য করেন্। অতএব জিলার জজ সাহেবদিগকে উত্তর কালে এই বিধানানুসারে কার্য্য করিতে হুকুম হইল। ১৮৩৯ সালের ৭ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৫৭। যখন উক্ত নিয়মানুসারে পুনর্ব্বিচারকরণের অনুমতির দরখাস্ত সদর আদালতে করা যায় তখন যে জজ সাহেব মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন সেই সাহেব ছয় মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন না ইহা কি২ কারণে বোধ হইল তাহা জানাইতে হইবেক সেই সংবাদ পাইলে সদর আদালত বিবেচনা করিতে পারিবেন যে ঐ রূপ মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিবার অনুমতি দেওয়া উচিত কি না। ১৮৩৯ সালের ৭ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৫৮। ত্রিহুতের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদস্থ সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে কোন জিলার জজ সাহেবের অবর্ত্তমানে যদি অতিরিক্ত জজ সাহেব তাঁহার এওজে কার্য্য করণ সময়ে ডিক্রী করেন এবং ঐ ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার করিতে হয় তবে ঐ অতিরিক্ত জজ যদ্যপি সেই জিলার মধ্যে নিযুক্ত থাকেন্ তবে সেই ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার তিনিই করিবেন জজ সাহেব করিবেন না। ১১২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫৯। এই দুই বিষয়ে সন্দেহ হইল। প্রথম। প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হওয়াতে ঐ জজ সাহেব যে ফয়সলা করেন্ তাহার উপর খাস আপীলের দরখাস্ত সদর আদালতে হইলে এবং ঐ সদর আদালতের দ্বারা তাহা নামঞ্জুর হইলে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে কোন্ হুকুমের

পুনর্ব্বিচার করিতে হইবেক কি সদর দেওয়ানী আদালতের শেষ হুকুমের কি জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর উপর কোন আপীল মঞ্জুর না হওয়াতে ঐ জজ সাহেব ১৮১৪ সালের ১৫ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে আপনার ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার করিবার অনুমতির দরখাস্ত করিতে পারেন্। দ্বিতীয়। ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতাক্রমে তাঁহারা জিলার জজ সাহেবের আসল ডিক্রী বহাল রাখিলে যদি পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হয় তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে কোন্ হুকুমের পুনর্ব্বিচার করিতে হইবেক কি সদর দেওয়ানী আদালতের শেষ হুকুমের কি জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে সদর আদালত জজ সাহেবের ডিক্রী বহাল রাখিলে সেই বহালী হুকুম ডিক্রীর ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেই ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার কেবল সদর আদালত করিতে পারেন্। ১০৫৭ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

২১　　।।

জিলা আদালতের দ্বারা পুনর্ব্বিচার। ইষ্টাম্প।

২৬০। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণে যে কথাক্রমে এমত হুকুম আছে যে ঐ প্রকরণের উক্ত মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার [এক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৭ প্রকরণের] নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ঐ কথা এই আইন জারীহওনের পরে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্র দেওয়া যাওনের কি দিবার নিমিত্তে উপস্থিতকরণের তারিখহইতে উপরের উক্ত প্রকরণের হুকুমমত তিন মাস মিয়াদের মধ্যে পুনর্ব্বিচারের যেং দরখাস্ত উপস্থিত করা যায় কেবল সেইং দরখাস্তের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐ মিয়াদ গতহওনের পরে পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে যে দরখাস্ত করা যায় ঐ দরখাস্তকরনিয়া পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন না হইলে ঐ নিষ্পত্তির উপর জাবেতামতে আপীলের দরখাস্তের ন্যায় ঐ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত তাহা করণিয়ার পরাজয়ে যে বস্তুর বিষয়ে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা কি মূল্যানুসারে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার [এইক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের] নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ও ঐ দরখাস্তকরনিয়া পাপর হইলে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনে পাপর আপেলাণ্টের বিষয়ে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে সেই সকল হুকুম তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি। —১৮২৫ সা। ২ আ। ২ ধা। ১ প্র।

২৬১। এই আইন জারীহওনের পরে পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে যে দরখাস্ত করা যায় তাহা প্রার্থিত পুনর্ব্বিচারের উপযুক্ত হেতু না থাকনপ্রযুক্ত ঐ দরখাস্ত লওয়া যাইবার আদালতে অগ্রাহ্য হইলে ঐ দরখাস্তকরনিয়া ঐ দরখাস্ত যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়া থাকে তাহার মূল্য ফিরিয়া পাইবেক না কিন্তু ঐ দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার [এইক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের] নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গেলে ঐ দরখাস্ত যে আদালতে অগ্রাহ্য হয় সেই আদালতের সাহেবেরা তাহার সকল বিষয় উপযুক্তরূপে বিবেচনাকরণানন্তর যদি

বুঝেন্ যে ঐ কাগজের মূল্যের সমুদয় টাকা ঐ দরখাস্তকরনিয়ার লাগিতে হইলে তাহার অতিক্লেশ হয় তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ৫ প্রকরণানুসারে খাস আপীলের দরখাস্তের বিষয়ের মত বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ কাগজের মূল্যের টাকার তিন পোওয়ার অধিক না হয় এমত যে অংশ উচিত বোধ হয় তাহা সরকারের ত্রেজুরীহইতে ফিরিয়া দিতে হুকুম দিবার ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ২ আ। ২ ধা। ২ প্র।

২৬২। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার [১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৭ ধারার] নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত অগ্রাহ্য দরখাস্ত যে আদালতেতে অগ্রাহ্য হয় সেই আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনায় যদি ঐ দরখাস্ত এমত অকারণ ও ক্লেশদায়ক বোধ হয় যাহাতে তাহা যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়া থাকে তাহার মূল্য অমনি যাওনের অতিরিক্ত জরীমানা ও তাহা দেওনিয়ার হওয়া উচিত হয় তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের এ ক্ষমতা আছে এবং তাঁহারদিগকে হুকুমও দেওয়া যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ১০ প্রকরণে ক্লেশদায়ক সরাসরী আপীলের দরখাস্তের বিষয়ে যেমন২ করিবার অর্থে হুকুম লেখা গিয়াছে সেই মত ঐ দরখাস্ত ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার [১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ ধারার] নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইতে হইলে যে মূল্য দিতে হইত ঐ মূল্যের অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার হুকুম ঐ দরখাস্তের লিখিত বিষয়ের ভাবক্রমে ও তাহা দেওনিয়ার অবস্থানুসারে তাহার প্রতি দেন্।—১৮২৫ সা। ২ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

২৬৩। পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে দরখাস্ত গ্রাহ্য হইলে যে আদালতে ঐ পুনর্ব্বিচার হয় সেই আদালতের সাহেব কি সাহেবেরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তির সময়ে ঐ দরখাস্তকরনিয়ার দাখিলকরা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের বিষয়ে যেমত ন্যায্য ও উপযুক্ত বোধ হয় সেই মত ঐ মূল্য মোকদ্দমার খরচার ন্যায় পক্ষান্তরের দিতে হইবার কি তাহার তিন পোওয়ার অধিক না হয় এমত কোন অংশ সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবার হুকুম দিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ২ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

২৬৪। তিন মাসের পর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দাখিলকরণের বিষয়ে যে অতিরিক্ত খরচা লাগিবেক তাহা কেবল ঐ বিলম্বের এবং তাহাতে যে ক্লেশ সম্ভাবনা তাহার দণ্ডস্বরূপ হুকুম হইয়াছে এবং যে আদালতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দেওয়া যায় সেই আদালত ঐ দরখাস্ত কোন হেতুতে নামঞ্জুর করিতে পারেন্। যেহেতুক যে বাদী বা প্রতিবাদী পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ দরখাস্ত দাখিল না করণের যাহাতে আদালতের খাতিরজমা হয় এমত যথার্থ ও মাতবর কারণ না দর্শাইতে পারে তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে ঐ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্যকরণের আবশ্যক নাই। ৪৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৫। কলিকাতাস্থ সদর আদালতের সম্মতিক্রমে বিধান হইল যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে পুনর্ব্বিচারের যে দরখাস্ত হয় তাহার সঙ্গে দাখিলহওয়া কাগজপত্র দলীলদস্তাবেজের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং ঐ কাগজপত্র আসল নালিশ অথবা জাবেতামত কি খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৫ প্রকরণের বিধিমতে তাহাতে ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক। ১০৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২ ধারা।

প্রধান সদর আমীনের দ্বারা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার।

২৬৬। উপরের লিখিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিকরা প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও আপীলের উপর খাটিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৯ ধা। ১ প্র।

২৬৭। যদি প্রধান সদর আমীনের বিবেচনাতে এমত বোধ হয় যে পুনর্দৃষ্টি করিবার দরখাস্ত মঞ্জুরকরা কর্ত্তব্য তবে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে তাহার রিপোর্ট করিবেন ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ প্রকার দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে করণ বিষয়ে চলিত আইনে যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে অনুমতি দেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৯ ধা। ২ প্র।

২৬৮। বিধান হইল যে প্রধান সদর আমীন আপনার ফয়সলার পুনর্দৃষ্টি করা উচিত বোধ করিলে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৯ ধারার ২ প্রকরণানুসারে জিলার জজ সাহেবের নিকটে ঐ বিষয় অর্পণ হইলে যদি তিনি পুনর্দৃষ্টির বিষয়ে সম্মত না হন্ তবে ঐ জিলার জজ সাহেবের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক এবং সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলক্রমে তাহার পুনর্ব্বিচার হইতে পারে না। ১৮৪১ সালের ১৪ মের আইনের অর্থ।

২৬৯। প্রধান সদর আমীন যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন্ তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত একেবারে তাঁহার নিকটে করিতে হইবেক এবং তিনি তদ্বিষয়ে১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৯ ধারার বিধির অনুসারে কার্য্য করিবেন। এবং যদি ৫০০০ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় সেইরূপ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হয় তবে সেই দরখাস্ত প্রধান সদর আমীন একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন। ১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

২৭০। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ১ প্রকরণে যে টাকা বা মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যার বা মূল্যের যে সমস্ত মোকদ্দমা এই আইনের ১ ধারার ক্ষমতাক্রমে প্রধান সদর আমীনেরে অর্পণ হয় ঐ প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক এবং জিলার জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল যেই বিধানানুসারে ঐ সদর দেওয়ানী আদালতে হইত সেই বিধানানুসারে সর্ব্ব প্রকারে এই আপীলেরও কার্য্য হইবেক এবং ঐ নিষ্পত্তির পুনর্বিবেচনাকরণের দরখাস্ত করিতে হইলে তাহা প্রধান সদর আমীন এককালে সদর দেওয়ানী আদালতে করিবেন এবং জিলার জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তির পুনর্বিবেচনার্থে দরখাস্ত হইলে যে বিধানানুসারে কার্য্য হইত সেই বিধানানুসারে ইহারো কার্য্য হইবেক ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৪ ধা।

২৭১। এই অধ্যায়ের ২৫৬ এবং ২৫৭ নম্বরী বিধি প্রধান সদর আমীনের আদালতের বিষয়ে খাটে। ১৮৩৯ সালের ৭ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৩ ধারা।

সালিসের ফয়সলার উপর আপীল।

২৭২। জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে মধ্যস্থের বিচারক্রমে নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমা অর্থাৎ সালিসে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া থাকে তাহার আপীলের দরখাস্তী আরজী মফঃসল আপীল আদালতের সা-

হেবদিগের নিকটে উপস্থিত হইলে ঐ সাহেবেরা স্বমধ্যস্থেরা সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে রেশ্বৎখুরী কিম্বা পক্ষপাত করিয়াছে এমত প্রমাণ ২ দুই জন মাতবর সাক্ষির সুকৃতির দ্বারা না জানিলে সে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া আদালতের খরচা দিতে সেই ফরিয়াদীর উপর হুকুম করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৫ আ। ২৮ ধা।

২৭৩। সালিসের ফয়সলাঅনুসারে যে ডিক্রী হয় তাহার উপর আপীল হইলে সেই আপীল গ্রাহ্য না হওনের পূর্ব্বে ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার বিধির অনুসারে ডিসমিস হইবেক না। ৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ডিক্রী জারী।

১ ধারা।

জিলার আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী।

১। প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া যে কোন মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে যে নিষ্পত্তি হয় জিলা ও শহরের কি প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে নিষ্পত্তি নীচের লিখিত হুকুম ও কথার মত ব্যতিরিক্ত জারী করিবেন না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র।

২। ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে হওয়া কোন নিষ্পত্তি যে ব্যক্তি জারীকরণের বাসনা রাখে তাহার কর্ত্তব্য যে যে আদালতহইতে ঐ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই আদালতে ও সদর আমীনহইতে হইয়া থাকিলে সে সদর আমীন যে জিলা কি শহরের অধিকারের হয় সে জিলা কি শহরের আদালতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার (১৮২৯ সালের ১০ আইনের) নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে ঐ নিষ্পত্তি জারীহওনের প্রার্থনায় এক আরজী লিখিয়া আপনি নিজে হাজির হইয়া কিম্বা উকীলের মারফতে দাখিল করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৫ প্র।

৩। ঐ দরখাস্তেতে মোকদ্দমার নম্বর ও ফরিয়াদী ও আসামীর নাম ও ডিক্রীর মজমুনের খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক ও সেই ডিক্রীহওনের তারিখ ও সেই নিষ্পত্তির উপর আপীলের কোন দরখাস্ত দরপেশ ও মঞ্জুর হইয়াছে কি না ও ডিক্রীহওনের পরে উভয় বিবাদির মধ্যে বিবাদের রফা হইয়াছে কি না ও হইয়া থাকিলে কি প্রকারে হইয়াছে তাহাও ডিক্রীর অনুসারে আদালতের খরচাতে কি অন্য প্রকারেতে দরখাস্তদেওনিয়ার যত টাকা পাওনা হয় তাহার সংখ্যার নিরূপণ ও যাহারদিগের নামে ডিক্রী জারী করিতে হইবেক তাহার কি তাহারদিগের নাম লিখিতে হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৬ প্র।

৪। ডিক্রী জারীকরণের দরখাস্ত নানা দেওয়ানী আদালতে দেওনের সময়ে ঐ দরখাস্তে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৬ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট যে নানা বিশেষ কথা ডিক্রীদারেরদের লিখিতে হয় তাহা তাহারা প্রায়ই লেখে না এবং তাহাতে অনেক বিলম্ব ও ক্লেশ হয় অতএব সর্ব্ব সাধারণ লোকেরদের বিজ্ঞাপনার্থ সদর আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত ব্যবহারের বিধি প্রকাশ করিয়া হুকুম করিতেছেন যে জজ সাহেবেরা আপন২ জিলার অধস্থ প্রত্যেক আদালতে ঐ বিধির এক২ নকল পাঠান্ এবং ঐ২ আদালতের বিচারকেরদিগকে যথাসাধ্য সর্ব্বত্র তাহা প্রকাশ করিতে হুকুম করেন্। ১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

৫। ইহা স্পষ্ট জ্ঞাত করিতে হইবেক যে সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা জিলার আদালতের অথবা অধস্থ আদালতের* ডিক্রী জারীকরণের দরখাস্তের বিষয়ে ঐ বিধি তুল্যরূপে খাটিবেক। ১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

বিধি।

৬। যেহেতুক ডিক্রীদারেরা আপন২ ডিক্রী জারীকরণের নিমিত্ত নানা আদালতে যে দরখাস্ত দেয় সেই দরখাস্তের মধ্যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৬ প্রকরণে নানা বিবরণ লিখনের হুকুম আছে কিন্তু ঐ বিধি সর্ব্বদাই পালন হয় না এবং ঐ বিধি চলনকরা অত্যাবশ্যক অতএব সাধারণ লোকেরদের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে সদর আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত বিধি প্রকাশ করিতেছেন এবং ঐ বিধির অন্য মতে উত্তর কালে কোন দরখাস্ত দাখিল হইলে ঐ দরখাস্তের উপর কোন হুকুম লিখিত না হইয়া তাহা সিরিশ্তায় দাখিল হইবেক। ১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।

৭। কোন ডিক্রীদার যোত্রহীন হউক কি না হউক আপনার ডিক্রী জারীকরণের ইচ্ছা করিলে যে আদালতে ডিক্রী করা গিয়াছে সেই আদালতের বিষয়ে যে ইষ্টাম্পের মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মূল্যের কাগজে দরখাস্ত লিখিবেক অর্থাৎ মুনসেফের আদালতে হইলে শাদা কাগজে এবং সদর আমীনের কি প্রধান সদর আমীনের অথবা জিলার আদালতে হইলে ॥০ আনা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে এবং সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে ২ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে দরখাস্ত লিখিবেক। ১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।

৮। ডিক্রী জারীকরণের দরখাস্তের শিরোভাগে নীচের লিখিত পাঠানুসারে এক কৈফিয়ৎ থাকিবেক ও তাহাতে নীচের লিখিত বিশেষ কথা লেখা যাইবেক। ১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।

৯। ডিক্রীদার যখন বিপক্ষ ব্যক্তিকে কয়েদকরণের হুকুমের বিষয়ে দরখাস্ত করে তখন যে আদালতে ঐ দরখাস্ত দাখিল করে অর্থাৎ যে আদালতে ঐ ডিক্রী হইয়াছিল অথবা যে আদালতে ডিক্রী জারীর নিমিত্তে সোপর্দ্দ হয় সেই আদালতে ডিক্রীদার দরখাস্তের মধ্যে বিপক্ষ ব্যক্তির বাস স্থান লিখিবেক এবং গ্রেপ্তারী পরওয়ানা যে স্থানে জারী হইবেক তাহাও লিখিবেক। যদি কোন সম্পত্তির নীলামের নিমিত্তে দরখাস্ত করে তবে ঐ সম্পত্তির এবং তাহা যে স্থানে আছে তাহার এক তফসীল উক্ত কৈফিয়তের নীচে লিখিতে হইবেক এবং তফসীলের মধ্যে যে কোন ঘর কি বাগান অথবা ভূমির বিষয় লেখা থাকে তাহার চতুঃসীমাও লিখিতে হইবেক। ১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।

---

* ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র। এবং ১৮৩১ সা। ৫ আ। ২২ ধা। এবং ১৮৩২ সা। ৭ আ। ৭ ধা দেখ।

ডিক্রী জারীর দরখাস্তের শিরোভাগে যে পাঠ লেখা যাইবেক তাহার কৈফিয়ৎ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭*	৮
মোকদ্দমার নম্বর।	উভয় পক্ষের নাম।	ডিক্রীর তারিখ।	ডিক্রীর মর্ম অর্থাৎ যে বস্তুর ডিক্রী হইয়াছে।	ফয়সলার উপর আপীল হইয়াছে কি গ্রাহ্য হইয়াছে।	ডিক্রীর পরে বিবাদের বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না এবং যদি হইয়াছে তবে তাহা কি প্রকার।	ডিক্রীর অনুসারে দরখাস্তকারি ব্যক্তির ঠিক যত টাকা পাওনা আছে।	যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী জারীকরণের দরখাস্ত হইয়াছে।
১	সীতারাম ফরিয়াদী কি অপেলান্ট রামজীপ্রভৃতি আসামী কি রেসপাণ্ডেণ্ট।	১৮৪১। ১ জানুআরি।	ওয়াসীলাৎ সুদ্ধ মৌজে রামনগর প্রভৃতির দখল অথবা সুদসুদ্ধ ২০০০৲ টাকা।	আপীল হয় নাই।	কিছু বন্দোবস্ত হয় নাই।	৩২০০৲ টাকা।	রামজী প্রসাদি লালপ্রভৃতি।

* ৭ নম্বরী শ্রেণীতে যে মোট টাকা লিখিত হইয়াছে তাহার নানা দফা অর্থাৎ আসল টাকা কি সুদ অথবা মোকদ্দমার খরচা কিম্বা ওয়াসীলাৎ কি অন্য যে কোন বিষয়ে হয় তাহা দরখাস্তের শেষে বেওরা করিয়া লেখা যাইবেক এবং যে তারিখঅবধি যে তারিখপর্য্যন্ত সুদ অথবা ওয়াসীলাতের দাবী হইয়াছে তাহাও বিশেষরূপে লিখিতে হইবেক ফলতঃ মোকদ্দমার শীঘ্র নিষ্পত্তি হয় এই অভিপ্রায়ে যে সকল বেওরার দ্বারা দাওয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে এবং তাহার বিষয়ে অন্য ব্যক্তি আপত্তি করিলে বিরোধি বিষয়ের শীঘ্র নিষ্পত্তি হইতে পারে এমত সকল বিবরণ লিখিতে হইবেক।

১০। আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার রোয়দাদী কাগজপত্রের শামিলে যে আসল নিষ্পত্তি থাকে তাহার সঙ্গে ঐ দরখাস্তের লেখা কথার মোকাবিলাকরণের পরে যেং আইন এক্ষণে চলন আছে কি ইহার পরে চলন হইবেক তাহার মতে নিষ্পত্তি জারী করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৭ প্র।

১১। জজ সাহেব এইরূপে সেই ডিক্রী চলন ও জারী করিবেন যে যদি সে মোকদ্দমা জমীদারী কিম্বা হুজুরী তালুক অথবা মফঃসলী তালুক কিম্বা অন্যপ্রকার ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর হয় তবে যাহার ন্যায্যের উপর ডিক্রী হইয়া থাকে তাহাকে তাহাতে দখল দেওয়ান ও সে মোকদ্দমা নগদ কিম্বা জিনিসের ন্যায় অস্থাবর বস্তুর হইলে সেই টাকা অথবা জিনিস যাহার ন্যায্য প্রাপ্তব্য তাহাকে দেওয়ান্ কিম্বা সেই জিনিসের মূল্য অথবা নগদ টাকা পরিশোধের কারণ সেই আন্দাজে যাহার দেনা ঠাহরিয়া ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার ভোগদখলী সকল ভূমি কিম্বা বাটী অথবা অন্য বস্তুর মধ্যের কিছু বরং আবশ্যক জন্য উপরের লিখিত তাহার ভূম্যাদি সকল বস্তু নীলামে বিক্রয় করেন কিম্বা তাহাকে কয়েদ রাখেন্ বরং যদি জজ সাহেব আবশ্যক জানেন তবে তাঁহার সাধ্য আছে যে তাহার সকল বস্তুও নীলাম করেন্ এবং তাহাকেও কয়েদ রাখেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

১২। জানা কর্ত্তব্য যে যদি ডিক্রী জারী করাইবার বিষয়ে কোন দরখাস্ত দাখিল হয় তাহাতে যদি মোকদ্দমা একতরফা তজবীজ হইয়া নিষ্পত্তি হইয়া থাকে কিম্বা ডিক্রীহওনের তারিখহইতে ঐ দরখাস্ত গুজরিবার তারিখপর্য্যন্ত এক বৎসরহইতে অধিক কাল গত হইয়া থাকে কিম্বা পক্ষান্তরের উত্তরাধিকারিদিগের নামে কিম্বা যে কএক জনের প্রতি ডিক্রীর হুকুম সমান সম্পর্ক রাখে তাহার মধ্যে কেবল এক ব্যক্তির প্রতি ডিক্রী জারী করিতে হইবার মনস্থ হয় কিম্বা যদি এমত বোধ হয় যে ডিক্রীহওনের পরে উভয় বিবাদি বিবাদ যে বিষয় লইয়া তাহা পক্ষান্তর স্বেচ্ছাক্রমে দরখাস্তকরণিয়াবে দেওনেতে কি ডিক্রীর লিখিত সমুদয় টাকা কি তাহার মধ্যে যাহা হয় তাহা কিস্তিবন্দীরূপে কি অন্য প্রকারে আদায়করণেতে রফা হইয়াছে তবে এমতে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে হঠাৎ ডিক্রীর হুকুমেতে কার্য্যকরণের বদলে যাহার উপর ডিক্রী জারী করিতে হইবেক তাহার নামে এক এত্তেলানামা এই মজমুনে পাঠান যে আদালতের সাহেবের হুজুরহইতে নিরূপণহওয়া মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া ডিক্রী জারীহওয়া নিবারণ হইবার কোন বিশিষ্ট হেতু থাকিলে তাহা জাহির করে। ও ঐ এত্তেলানামা পাঠাইলে পরে যদি ঐ ব্যক্তি আপনি নিজে কি তাহার উকীল হাজির না হয় কি ডিক্রী জারী না হইবার নিমিত্তে আদালতের সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত বোধ হয় এমত কোন মাতবর হেতু হাজির না করে তবে আদালতের সাহেবেরা এক্ষণকার চলিত আইনের মতে ডিক্রী জারীহওনের বিষয়ে হুকুম দিবেন আর যদি সেই ব্যক্তি আপনি নিজে কি তাহার উকীল আদালতে হাজির হইয়া ডিক্রী জারী হওয়ার বিষয়ে কোন ওজর দরপেশ করে তবে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার সমুদয় ভাব বৃত্তান্ত বিবেচনা ও প্রণিধান করিয়া যাহা বিহিত বুঝেন্ তাহার হুকুম দেন্।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৮ প্র।

১৩। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণেতে এ হুকুম লেখা গিয়াছে যে বিষয়বিশেষে কোন ডিক্রীর মতাচরণ করিবার নিমিত্তে যে আদালতের সাহেবকে হুকুম লিখিয়া পাঠান যায় সেই আদালতের সাহেব তৎক্ষণে ঐ ডিক্রীর মতাচরণ না করিয়া যাহার পরাজয়ে ঐ ডিক্রী করা গিয়া থাকে তাহার নিকটে এই অর্থে এক এত্তেলানামা পাঠাইবেন যে নিরূপিত অমুক মিয়াদের মধ্যে আপনার উপর ঐ ডিক্রীর মতাচরণ না করা যাওনের যে কারণ থাকে তাহা জানায় ঐ হুকুমের অর্থ আরো স্পষ্ট করিবার নিমিত্তে এই ধারাতে ইহা জানান যাইতেছে যে উপরের উক্ত হুকুমের অভিপ্রায় এই যে যে২ বিষয়েতে ঐ হুকুম সম্পর্ক রাখে সেই২ বিষয়েতে তাহাই চূড়ান্ত হয় এবং ঐ বিষয়েতে ঐ আদালতের সাহেবের কোন বিবেচনাকরণের ক্ষমতা না থাকে কিন্তু কোন জনের পক্ষে অন্যায় না হইবার নিমিত্তে এক্ষণে তদতিরিক্ত হুকুম করা যাইতেছে যে যে লোকের পরাজয়ে ঐ ডিক্রী হইয়া থাকে সেই লোক কিম্বা সেই লোক মরিলে তাহার স্থলাভিষিক্ত যে জন ঐ ডিক্রীর টাকাআদির দায়ী হয় সেই জন যদি ডিক্রীর টাকা উসুলকরণের যোগ্য বস্তু স্থানান্তর কি হস্তান্তর করিতে উদ্যত হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের এ ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণের লিখনানুসারে ঐ ডিক্রীর মতাচরণের নিমিত্তে যত টাকার আবশ্যক হয় তত টাকার জামিন ঐ জনের স্থানে লন্ এবং জামিন না দেওয়া গেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারাতে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমার বিষয়েতে ঐ প্রকারের নিমিত্তে যেমন২ হুকুম লেখা আছে সেই২ মতে বস্তু ক্রোক করিবার হুকুম দেন্।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৭ ধা।

১৪। ফত্তেপুরের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণ এবং ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে যখন আসামীকে ডিক্রী জারী না হওনের কারণ জানাইতে হুকুমনামা না পাঠান গিয়া এত্তেলানামা পাঠান গিয়া থাকে এবং সেই আসামীর সন্ধান না পাওয়া যায় তখন আদালতহইতে ইশ্‌তিহার দিতে হইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ আসামীর উপর যদি এত্তেলানামা জারী না হইতে পারে তবে ইশ্‌তিহার দিতেই হইবেক। কিন্তু যদি ঐ ইশ্‌তিহারের মর্ম্ম এত্তেলানামার মধ্যে লেখা যায় এবং যদি নাজিরের নিকটে এই মজমুনে এক পরওয়ানা ঐ এত্তেলানামার সঙ্গে পাঠান যায় যে তাহা আসামীর উপর জারী করিতে না পারিলে তাহা আসামীর বাটীতে লট্‌কায় তবে কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে।—১২৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫। সদর আদালতের ডিক্রী জারী করণের কার্য্য সহজ করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ লিখিত ব্যবহারের নিয়ম ঐ আদালতের সাহেবেরা স্থির করিয়াছেন।

যখন ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণের লিখিত কোন গতিকে যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত হইয়াছে সেই ডিক্রী জারী না করণের কারণ দর্শাইতে ঐ ব্যক্তির প্রতি এত্তেলা দেওনের আবশ্যক হয় তখন উক্ত এত্তেলা দিতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে হুকুম দিলেই হইবেক। তাহার পর যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী জারীর দরখাস্ত হয় সে ব্যক্তি যদি কোন ওজর না করে তবে জিলা অথবা শহরের জজ সাহেব সদর আদালতে আর জিজ্ঞাসা না করিয়া রীতিমতে ডিক্রী জারী করিবেন। যদ্যপি কোন ওজর হয় তবে জজ সাহেব আবশ্যকমতে তাহার তহকীক করিবেন এবং ঐ তহকীকে যাহা দৃষ্ট হয় তাহাতে সদর আদালতের হুকুম পাইবার নিমিত্ত রিপোর্ট করি-

বেন এবং হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত ডিক্রী জারীকরণের সকল ব্যাপার স্থগিত রাখিবেন। ১৮৩৪ সালের ৪ জুলাই তারিখের কলিকাতার সদর আদালতের নির্দ্ধারণ।

১৬। জানা কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণের লিখিত কথার দ্বারা এমত বোধ না হয় যে আদালতের সাহেবেরা ফেব্রুআরি মাসের পূর্ব্বে কিম্বা পরে নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমাতে রসুমের কি খরচার বাবৎ যে টাকা সরকারের পাওনা হয় তাহা কি ফরিয়াদী আসামীর স্থানে রসুমের যে টাকা উকীলদিগকে দেওয়াইতে হইবেক তাহা উসুলকরণের বিষয়ে হুকুম দিতে পারিবেন না বরং আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমাতে এবং যে সকল মোকদ্দমাতে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষকে মুফলিসী অর্থাৎ যোত্রহীনমতে সওয়াল ও জওয়াব করিতে অনুমতি হয় সে সকল মোকদ্দমাতে উভয় বিবাদির মধ্যে কাহারু দরখাস্ত দাখিলহওয়াবিনা রসুমের কি অন্য খরচার বাবৎ যে টাকা সরকারের কি উকীলদিগের পাওনা হয় তাহা উসুলের বিষয়ে ডিক্রীর লিখিত যে সকল হুকুম সম্পর্ক রাখে তাহা জারী করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৯ প্র।

১৭। যদ্যপি ডিক্রীদার আপন ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে হওয়া ডিক্রীর টাকা আদায়ের যোগ্য কোন সম্পত্তি না পাওয়া যায় তবে তাহার খাতক অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে আপন পক্ষে যে ডিক্রী পাইয়াছে তাহার উপর ঐ ডিক্রীদার যথার্থ দাওয়া করিতে পারে এবং যে ব্যক্তির প্রতিকূলে খাতকের পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সেই ব্যক্তি তাহা জারী না করণের কোন বিশিষ্ট কারণ না দর্শাইলে ডিক্রীদার তাহা জারী করিতে পারে।—২৯৩ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

১৮। কানপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসাকরাতে বিধান হইল যে কৃষ্ণের প্রতিকূলে বংশীর প্রমাণ না হওয়া যে দাওয়া থাকে তাহা বংশীর প্রতিকূলে রামনামক অন্য ব্যক্তি আপন ডিক্রী জারীকরণের নিমিত্ত অধিকার করিতে পারে এবং তাহা নীলাম হইতে পারে। এবং যে ব্যক্তি তাহা খরীদ করে সেই ব্যক্তি কৃষ্ণের স্থানে তাহার দাওয়া করিতে পারে এবং কৃষ্ণ সেই টাকা না দিলে তাহা পাইবার নিমিত্ত তাহার নামে নালিশ করিতে পারে। ১২৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯। আরো বিধান হইল যে প্রমাণ হওয়া যে দাওয়ার ডিক্রী হইয়াছে তাহার বিষয়েও পূর্ব্বোক্ত বিধান খাটিবেক এবং যে ব্যক্তি নীলামে সেই দাওয়া খরীদ করে আসল ডিক্রীদার যেরূপে সেই ডিক্রী জারী করিতে পারিত সেই ব্যক্তিও সেইরূপ করিতে পারে। ১২৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০। ফতেপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে রামের পক্ষে ডিক্রী হইয়া যদি সেই রাম তাহার পিঠে লিখিয়া গোপালকে ঐ ডিক্রী দেয় তবে দেওয়ানী আদালত ঐ খারিজদাখিল রীতিমতে মঞ্জুরকরণের নিমিত্ত খারিজদাখিলকরণিয়া রামের আবশ্যক যে সে স্বয়ং অথবা সেই বিশেষ কারণে মোখ্তার নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা জোবানীতে বা দরখাস্তের দ্বারা গোপালকে ঐ ডিক্রী দেওনের এত্তেলা দেয় পরে ডিক্রী জারী করণের হুকুমে আসল ডিক্রীদারের নাম কাটিয়া গোপালের নাম লেখা যাইবেক। ১৩৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে সরকারহইতে যে পেনসন দেওয়া যায় তাহা আদালতের ডিক্রী জারীকরণার্থ ক্রোক হইতে পারে না। ৭৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২। ডিক্রী জারীকরণার্থ দেওয়ানী আদালত সেনাপতি সাহেবেরদের মাহিয়ানা ক্রোক করিতে পারেন্ না। ৯০২ নম্বরী অইনের অর্থ।

২৩। জিলা ও শহরের জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ডিক্রী জারী ক্রমে সরকারী চাকরেরদের মাহিয়ানা ক্রোক হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে সরকারী চাকরেরদের মাহিয়ানার যে টাকা পাওনা থাকে তাহা অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় ক্রোক হইতে পারে অতএব জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা সেই প্রকার টাকা ক্রোক করিতে পারেন্ এবং যে কর্ম্মকারক ঐ মাহিয়ানা বাঁটেন্ তাঁহাকে ঐ মাহিয়ানা ক্রোক করিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ মাহিয়ানাবাঁটনিয়া কর্ম্মকারকের প্রতি সেইরূপ করিতে হুকুম আছে। যে মাহিয়ানার টাকা পাওনা আছে তাহাতে যদি ঐ ডিক্রীর টাকা অকুলান হয় তবে ঐ আসামীকে সুতরাং কয়েদ করা যাইতে পারে। ৮২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন ব্যক্তি নীলামে কোন প্রকার জিনিস অথবা অস্থাবর সম্পত্তি খরীদ করিলে এবং অনুমতিক্রমে তাহা উঠাইয়া লইয়া গেলে যদি সেই ব্যক্তি ঐ জিনিসের মূল্য দিতে কিম্বা জিনিস ফিরিয়া দিতে স্বীকার না করে তবে কি কর্ত্তব্য। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে অস্থাবর সম্পত্তি যে ব্যক্তি খরীদ করে সেই ব্যক্তি তাঁহার মূল্য না দিয়া কদাচ তাহা উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। এবং যদি নাজির অথবা নীলামের অধ্যক্ষ অন্য কোন ব্যক্তি জিনিসের মূল্য না পাইয়া খরীদারকে তাহা দেয় এবং সেই খরীদার যদি তৎপরে টাকা না দেয় তবে সেই টাকার বিষয়ে নাজির অথবা নীলামের অন্য অধ্যক্ষ দায়ী হইয়া নিজহইতে দিবেক এবং তৎপরে আইনমতে খরীদারের স্থানে ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত নাজিরপ্রভৃতি মোকদ্দমা করিতে পারিবেক। ৭৮৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫। পশ্চিম বর্দ্ধমানের জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নীচের লিখিত বিষয়ে আমার কি কর্ত্তব্য

দীন্তরাম শাহার দরখাস্তপ্রযুক্ত আমি তদারক করিয়া অবগত হইলাম যে ১৮৪০ সালের ৬ জুন তারিখে সে সোণামুখীর মুনসেফের কাছারীতে গণেশ গরাইনের নামে ১৯৬৲ টাকার দাবীতে নালিশ করিল এবং ঐ গরাইনের বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হইতে পারিত তাহা জারী না হওনের নিমিত্ত সে ব্যক্তি গোপাল গরাইননামক তাহার এক কুটুম্বকে তাহার নামে বরজুরার মুনসেফের কাছারীতে ঐ মাসের ৫ তারিখে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করায় এবং ঐ মাসের ৮ তারিখে ঐ গণেশ গরাইন এক ফেরেবী “একওয়াল দাবী” দাখিল করে তাহাতে সে ঐ মিথ্যা দাওয়া স্বীকার করে এবং দাওয়া পরিশোধের নিমিত্তে আপনার সমস্ত জায়দাদ বন্ধকস্বরূপ দিল এবং তাহার অনুসারে সেই দিবসে তাহার পক্ষে এক ডিক্রী হয়। তাহাতে জজ সাহেবকে কহা গেল যে উক্ত বিবরণ দৃষ্টে ক্ষতিগ্রস্ত ডিক্রীদারের উক্ত ফেরেবী কার্য্যের দ্বারা যত নোকসান হইয়াছে তাহার বিষয়ে ঐ ফেরেবী ব্যক্তির নামে জাবেতামত মোকদ্দমা করে এবং মোকদ্দমার বিচার হওনের সময়ে উক্ত সমস্ত জায়দাদ ক্রোক হইতে পারে এবং তাহার দ্বারা ডিক্রীদারের হক রক্ষা হইতে পারে। ১৮৪১ সালের ৪ জুনের আইনের অর্থ।

২৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন ডিক্রীদারের পক্ষে যে সম্পত্তির ডিক্রী হয় তাহার দখল সরকারী কার্য্যকারকের দ্বারা তাহাকে দেওয়াইতে হইবেক তাহাতে যে খরচা লাগে তাহা পক্ষান্তর ব্যক্তির দিতে হইবেক। ১১৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এক ডিক্রী জারীকরণের বিষয়ি নানা কাগজপত্র যে মোকদ্দমার ডিক্রী হয় সেই মোকদ্দমার সকল রোয়দাদের সঙ্গে একি নথীতে রাখিতে হইবেক এবং অধস্থ সকল আদালতের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতে হুকুম দিতে হইবেক। ১৮২৪ সালের ২৮ মের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৮। সদর আদালত আরো বিধান করিতেছেন যে ডিক্রী জারীকরণের দরখাস্ত এবং ঐ দরখাস্তের বিষয়ে যে কার্য্য হয় তাহার রেজিষ্টর এই রাজধানীর অধীন তাবৎ দেওয়ানী

আদালতের মধ্যে একি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হইবেক এবং প্রত্যেক আদালতে যে রেজিষ্টর রাখিতে হইবেক তাহা নীচের লিখিত পাঠানুসারে লেখা যাইবেক। এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেব ও রেজিষ্টর সাহেব ও সদর আমীন ও মুনসেফেরা যে সকল ডিক্রী করেন্ তাহা পৃথক২ বহীতে লিখিতে হইবেক। ১৮২৪ সালের ২৮ মের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৯। তথাচ সদর দেওয়ানী আদালত জিলা ও শহরের জজ সাহেবকে এবং তাঁহার অধীন অধস্থ আদালতকে জানাইতেছেন যে নীচের লিখিত ঐ সাধারণ পাঠ কেবল সকল আদালতের কর্ম্ম একি মত রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্ত নিরূপণ করা গিয়াছে এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনক্রমে দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী জারী করিবার যে দরখাস্ত হয় তাহা অগৌণে জারীহওনের যে অত্যাবশ্যক কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত ঐ রেজিষ্টরের পাঠ নিরূপণ হইয়াছে যদি জজ সাহেবেরা কর্ম্মের অনুশীলনক্রমে বোধ করেন্ যে ঐ রেজিষ্টরের মধ্যে কোন নূতন ঘর বা বিভাগ করিলে সেই কার্য্য আরো উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবেক তবে সেই প্রকার ঘর বা বিভাগ করিতে তাঁহার প্রতি নিষেধ নাহি। ১৮২৪ সালের ২৮ মের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

অমুক জিলার জজ সাহেবের করা ডিক্রী জারীকরণার্থ দরখাস্তের রেজিষ্টরের পাঠ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
দরখাস্তের নম্বর ও তারিখ।	ডিক্রীর নম্বর ও তারিখ।	আসামী ও ফরিয়াদীর নাম।	যে বস্তু ও যাহার নামে ডিক্রী হইল তাহা।	ডিক্রী জারীকরণার্থ যে হুকুম ও যে তারিখে হইল তাহা।	ঐ হুকুমের যে রিটর্ণ হয় ও যে তারিখে পাওয়া যায় তাহা।	ক্রোকহওয়া সম্পত্তির বিষয়ে দাওয়াদারেরদের দরখাস্ত এবং তাহা যে তারিখে দাখিল হয় তাহা।	সম্পত্তি বিক্রয় কিম্বা খালাস হওনের হুকুম ও তাহার তারিখ।	ডিক্রী জারীকরণেতে যে টাকা উসুল হয় এবং যে সম্পত্তি দাখিল হয় এবং উভয় প্রকার সম্পত্তির বিষয়ে প্রাপ্ত রসীদের তারিখ।	যে ব্যক্তিরা ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদ হইয়াছে এবং তাহারদিগকে কয়েদকরণের হুকুমনামার তারিখ।	তাহারদের খালাসকরণের হুকুমের তারিখ।	বিবিধ হুকুম ও মন্তব্য কথা।

মন্তব্য কথা। প্রত্যেক আদালতের নিমিত্ত উক্ত পাঠানুসারে নম্বরওয়ারী রেজিষ্টরের এক রেজিষ্টরী বহী রাখিতে হইবেক এবং জজ সাহেব ও রেজিষ্টর সাহেব ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদের দ্বারা যে সকল ডিক্রী করা যায় তাহার আলাহিদা২ রেজিষ্টরী রাখিতে হইবেক।

৩০। হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি ফোর্ট উলিয়মের প্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় বাঙ্গলা দেশের জিলা অথবা শহরের কোন জজ সাহেবের সমক্ষে ডিক্রী জারীর দরখাস্ত গুজরাইলে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে চলিত আইনানুসারে ডিক্রী জারীকরণের ক্ষমতা প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন্ ইতি।—১৮৩৬ সা। ৫ আ।

৩১। ডিক্রী জারীকরণেতে ঐ ডিক্রীর অভিপ্রায় সিদ্ধকরণার্থ সুদ বা ওয়াসীলাতের বিষয়ে অথবা বিবাদিরদের মধ্যে বিরোধি অন্য কোন বিষয়ে যে হুকুম করা যায় তাহা নূতন মোকদ্দমার হেতু জ্ঞান করিতে হইবেক না এবং সেই হুকুমের বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দমা হইবেক না। ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা।

৩২। কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে ওয়াসীলাৎ কিম্বা সুদ অথবা উভয় বিবাদির বিরোধি অন্য কোন বিষয়ে ডিক্রী জারীকরণ সময়ে যে কোন হুকুম দেওয়া যায় তাহা ডিক্রীকরণিয়া আদালত যে বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়াছেন ঐ বিষয় সম্পর্কে সেই আদালতের অভিপ্রায় সিদ্ধকরণার্থ আবশ্যক হুকুম এমত জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তাহা নূতন মোকদ্দমার কারণ জ্ঞান করিতে হইবেক না। ১১২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২ ধারা।

আদালতের ডিক্রী জারীকরণার্থ রাজস্বের কর্ম্মকারকের দ্বারা ভূমির নীলাম।

৩৩। যে কালে আদালতের ডিক্রীক্রমে সরকারের করসম্পর্কীয় কোন ভূমি নীলামে বিক্রয় করিতে হয় সে কালে যে আদালতের জজ সাহেবের মারফতে সে ডিক্রী জারী করিতে হয় সেই আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার রোয়দাদ ছাড়িয়া কেবল ডিক্রীর হুকুমের নকল তাহার ইঙ্গরেজী তরজমাসমেত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ২ ধা।

৩৪। ঢাকা জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারাতে যে পত্তনি তালুক ও অন্যান্য বিক্রয়যোগ্য পাট্টার ভূমির বিষয় লেখে সেই প্রকার পত্তনি তালুকপ্রভৃতি মালগুজারীর ভূমি হইলে ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ২ ধারানুসারে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে রিপোর্ট না করিয়া ডিক্রী জারীকরণার্থ বিক্রয় হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে ৩৪৯ নম্বরী আইনের অর্থে এমত হুকুম আছে যে ডিক্রী জারীক্রমে পত্তনি ও দরপত্তনি তালুক নীলাম করিতে হইলে তাহা কালেক্টর সাহেবের দ্বারা করিতে হইবেক এবং ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ২ ধারানুসারে তাহার রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা যাইবেক। ৮৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৫। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যত ত্বরাতে পারেন্ ভূমির মধ্যের যাহা বিক্রয় হইলে ডিক্রীর মতাচরণ হয় তাহা নীলামে বিক্রয় করান্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৩ ধা।

৩৬। যে কালে সরকারের করসম্পর্কীয় কোন ভূমির কিছু অংশ নীলামে বিক্রয় হয় সে কালে কর্ত্তব্য যে তাহার মোকররী জমার ধার্য্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারাক্রমে হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৪ ধা।

৩৭। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের ক্ষমতাক্রমে কোন ভূমি নীলাম করাইতে হইলে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দেন্ যে সেই ভূমির ক্রোককরণ ও তাহার এতমামের কারণ এক জন আমীন নিযুক্ত করেন্ অথবা সেই ভূমির নিকটে যে তহসীলদার কিম্বা তহসীলের এলাকার অন্য যে আমলা তাঁহার তরফ থাকে তাহাকেই সে ভূমির এতমামের ভার দেন্ ইহাতে যে লোক সে কার্য্যে নিযুক্ত হয় সে লোকের কর্ত্তব্য যে সে ভূমির মাল-

গুজারী তহসীল করে ও তাহার কিছুই সে ভূমির অধিকারিকে খরচ করিতে না দেয় এবং সে ভূমির মোকররী জমার স্বার্থ্যকারণ যে বেওরা কৈফিয়ৎ তলব হয় তাহাও দেয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৫ ধা।

৩৮। ভূমি ক্রোক ও বিক্রয় করিতে যে খরচা হয় তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে ভূম্যধিকারির শিরে পড়িয়া তাহা সে ভূমির তহসীলের অন্দরে কর্ত্তন হইবেক ও তাহাতে আদায় না হইতে পারিলে সে ভূমি বিক্রয়ের মূল্যহইতে লওয়া যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৬ ধা।

৩৯। যে ভূমির ক্রোক ও এতমামে আমীন নিযুক্ত হয় সে ভূমির অধিকারির কর্ত্তব্য যে আপন তরফ জনেক আমলাকে সেই এতমামদার আমীনের জমা খরচের রুজু লিখিতে প্রবৃত্ত করে। আর সেই আমীনের কর্ত্তব্য যে সে ভূমির অধিকারির সহিত তাহার তাবের কট্‌কিনাদার ও শামিলাৎ তালুকদার ও প্রজাদিগের যে করারদাদ থাকে সেই করারদাদ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনক্রমে হউক কি না হউক তথাচ তদনুসারে তাহারদিগের স্থানে মালগুজারী তহসীল করে তাহার অধিক না লয় তাহাতে যদি অতিক্রম করে তবে সে কারণে সেই আমীনের নামে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক আর যদি সেই ভূম্যধিকারির সহিত তাহার তাবের কোন কট্‌কিনাদার কিম্বা শামিলাৎ তালুকদার অথবা প্রজার কিছু করারদাদ না হইয়া থাকে তবে কর্ত্তব্য যে তাহার স্থানে মালগুজারী সেই পরগনার শরেমাফিক তহসীল করা যায় ইহাতে যদি সেই আমীন সেই ভূমির এতমামদার থাকিতে সে ভূমির কিছু খাজানা তসরুফ কিম্বা বিষয়ান্তরে কিছু ক্ষতি করিয়া থাকে তবে সে জন্য তাহার নামে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা কট্‌কিনার ইজারদার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে শক্ত হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৭ ধা।

৪০। নীলাম হইবার ভূমি ক্রোকের এতমামদার আমীনের প্রতি যে সকল হুকুম উপরের ধারায় লেখা গেল ঐ মত ভূমির এতমামে তহসীলদার প্রভৃতির যে আমলা নিযুক্ত হইবেক তাহার প্রতিও সেই সকল হুকুম বহাল থাকিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৮ ধা।

৪১। নীলাম হইবার ভূমি ক্রোকের কারণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমে কালেক্‌টর সাহেব এই আইনের ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে যে কোন এতমামদার আমীন কিম্বা আপন তরফ অন্য আমলাকে নিযুক্ত করেন্ তাহারদিগের কাহারো সহিত যদি সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা সেই ভূমি ইজারা দেওয়া গিয়া থাকিলে তাহার ইজারদার অথবা তাহার জামিনদার আপনি জোর করে কিম্বা অন্যের মারফতে করায় তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা জামিনদার জোর করিলে কিম্বা করাইলে তাহার প্রতি কালেক্‌টর সাহেব যে মতাচরণ করিয়া থাকেন্ ঐ ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা জামিনদারের প্রতিও সেই মতাচরণ করিবেন তদ্ভিন্ন কেহ এই ধারাক্রমে অপরাধ করিলেও তাহার সমুচিত জামিনদারের উপর নালিশ হইলে তাহার সমুচিত যে মত হয় সেই মত হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৯ ধা।

৪২। যে কালে কোন ভূমি নীলামে বিক্রয়ের হুকুম হয় সে কালে কালেক্‌টর সাহেবের মোহর ও দস্তখতে এক হুকুমনামা পাইলে সেই ভূমির অধিকারী

কিম্বা সে ভূমি ইজারা দেওয়া গিয়া থাকিলে তাহার ইজারদারের কর্ত্তব্য যে আপনি কালেক্টর সাহেবের নিযুক্তকরা সে ভূমি ক্রোকের এতমামদার আমীন কিম্বা অন্য আমলার নিকটে রুজু হয় অথবা আপন তরফ জনেক ওয়াকিফকার এমত গোমাশ্তাকে রুজু করে যে তাহাহইতে সে ভূমির মোতালক সকল কার্য্যের সরবরাহ হওনে কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধ অর্থাৎ খাতিরজমা হয় ও তাহারা সেই ভূমি সমুদয় কিম্বা তাহার যে অংশ বিক্রয় হয় তাহার জমা খরচ ও জমাওয়াসীলবাকীওগয়রহ কাগজপত্র ঐ আমীনপ্রভৃতির নিকটে দাখিল করে এইহেতুক যে সেই কাগজ দৃষ্টে সেই বিক্রীত ভূমির মোকররী জমার ধার্য্য করা যায় ইহাতে যদি কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার এ হুকুম না মানিয়া আপনি কিম্বা আপনার তরফ ওয়াকিফকার গোমাশ্তাকে সে ভূমির জমাখরচাদি কাগজ আমীনপ্রভৃতির নিকটে দাখিল করিয়া কালেক্টর সাহেবের হুকুমের মতাচরণ করিতে ক্রুটি করে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে কারণে তাহারদিগের অপরাধ ও শক্ত্যনুসারে দিনপ্রতি যত দণ্ড লওন উচিত জানেন্ তাহার নিরূপণ করিয়া তাবৎ সেই দণ্ড লওয়াইতে থাকেন্ যাবৎ তাহারা কালেক্টর সাহেবের সেই হুকুমমতে কার্য্য না করে ও দিনপ্রতি তাহার যে দণ্ডের নিরূপণ হয় তাহা মঞ্জুরকারণ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরে সম্বাদ দেন্ ও সেই দণ্ড বাকী মালগুজারী উসুলকরণের হুকুমমতে উসুল করা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১০ ধা।

৪৩। কালেক্টর সাহেবের হুকুমনামা পাইলে পর ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের কর্ত্তব্য যে আপন তরফ কর্ম্মচারী কিম্বা জমীদারীদিগরের অন্য আমলাকে সেই ভূমির উসুল তহসীলকারণ এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৬২ ধারাক্রমে সে ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যের নিমিত্ত কাগজপত্র ওয়াকিফ করাইবার জন্য আমীনপ্রভৃতির নিকটে রুজু করে ইহাতে যদি কেহ অন্য মত করে তবে তাহার দণ্ড উপরের ধারার লিখনানুসারে হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১১ ধা।

৪৪। কর্ত্তব্য যে ভূমি নীলাম হইবার পূর্ব্বে ইশ্তিহারনামা দেওয়া যায় ইহাতে যদি সমুদয় ভূমি নীলাম হয় তবে তাহার একজাই জমা অথবা কিসমৎওয়ারীক্রমে বিক্রয় হইলে কিসমৎওয়ারী জমা ইশ্তিহারনামায় লেখা রহে এবং যে স্থানে নীলাম হইবেক সেই স্থানের নির্ণয় ও নীলাম হইবার তারিখ ও বার ও সময় তাহাতে লেখা যায় আর যে সন ভূমি নীলাম হয় সে সনের বাকী মালগুজারী যাহা খরীদারের দেওয়া উচিত হইবেক তাহাও সেই ইশ্তিহারনামায় লেখা থাকে কিন্তু যদি সেই মালগুজারীর সংখ্যা স্থির না হইতে পারে তবে তাহার সংখ্যা যেমতে হইবেক তাহা ইশ্তিহারনামায় লেখা রহে ইহাতে ইশ্তিহারনামা ভূমি সুবে বাঙ্গলা কিম্বা সুবে উড়িষ্যায় থাকিলে পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে থাকিলে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় লেখা গিয়া জিলার দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে ও কালেক্টর সাহেবের দফ্তরখানায় ও সেই অধিকারভূমির মধ্যে প্রধান গ্রামে ও বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারীর দফ্তরখানায় সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্কান যায়। এবং নীলামের পূর্ব্বে এক মাসের কম না হয় এমত কাল থাকিতে ঐ সকল স্থানে ইশ্তিহারনামা লট্কান যায় আর ১৩ ত্রয়োদশ ও

১৪ চতুর্দ্দশ ধারাক্রমে ও অপর যে নিয়মের ধার্য্য হয় তদনুসারে নীলামের কটের বেওরা ফর্দ্দ নীলামের দিবসে বরং তাহার তিন দিন পূর্ব্বে নীলামের মোকামে সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্‌কান যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১২ ধা।

৪৫। সদর আদালত জানাইতেছেন যে জমা ধার্য্যকরণের বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১২ ধারাতে যে বিধি আছে তাহা যে জমীদারীর মালগুজারী একেবারে সরকারে দাখিল হয় কেবল সেই জমীদারীর কিস্‌মতের বিষয়ে খাটে এবং যে সিকমী অর্থাৎ মফঃসলী তালুকের খাজানা জমীদারকে দিতে হয় এবং ঐ সিকমী তালুকদারের ও জমীদারের মধ্যে বিরোধ হয় সেই প্রকার তালুকের বিষয়ে ঐ বিধি খাটে না অতএব কালেক্‌টর সাহেবের প্রস্তুতকরা বিক্রয়ের কাগজপত্রের মধ্যে ঐ প্রকার তালুকের জমা না লিখিতে কমিস্যনর সাহেব তাঁহাকে যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহা কোন প্রকারে বেআইনী বোধ হইতে পারে না। ১১৯৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৬। এই আইনের মতে ভূমি নীলামের সময় তাহার খরীদার সেই ভূমির মূল্যের ফি শতে ৫ পাঁচ টাকার হিসাবে বায়না সরকারে দাখিল করিবেক। পরে যদি সেই খরীদার সেই ভূমির মূল্যের টাকা নিয়মিত কালের মধ্যে না দেয় তবে সেই বায়নার টাকা সরকারে জব্দ হইয়া সেই ভূমি পুনরায় নয়া ডৌলে নীলাম হইবেক ও তাহার খরচা পহিলা খরীদার দিবেক তাহাতে যদি সেই ভূমির মূল্য প্রথম নীলামের সময়াপেক্ষা দুসরা নীলামে অল্প হয় তবে তাহাতে যে নোক্‌সান হয় তাহার নিশাও পহিলা খরীদার করিবেক যদি সে ভূমি দুসরা নীলামে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় তবে তাহা ভূম্যধিকারির হিসাবে মজুরা পড়িবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৩ ধা।

৪৭। যদি পহিলা খরীদার উপরের লিখনানুসারে বায়নাক্রমে টাকা সরকারে দাখিল না করে অথবা দুসরা নীলাম করিতে হইলে যে নোক্‌সান হয় তাহা দুসরা নীলামের খরচাসমেত না দেয় তবে কর্ত্তব্য যে সেই খরীদার কালেক্‌টর সাহেবের জিলায় থাকিলে কালেক্‌টর সাহেব ও কলিকাতায় থাকিলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে সেই টাকার তলবে তাহার নামে এক হুকুমনামা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখনানুসারে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের শিরের মালগুজারীর বাকী টাকার তলবে যেমতে কালেক্‌টর সাহেবের পরওয়ানা যায় সেইমতে পাঠান্‌ ও সেই টাকার সরবরাহ্‌ যেমতে আদালতের ডিক্রীর মতাচরণ হয় সেই মতে লওয়া যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৪ ধা।

৪৮। এই আইনের মতে যে সকল ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যায় সে সকল ভূমির মালগুজারীর বাকী কিম্বা মৌকুফী টাকা যাহা নীলাম হইবার বৎসরের পূর্ব্বের দরুন সরকারের পাওনা থাকে তাহা নীলামের খরীদারের দিবার নির্ণয় নীলামের কটে না থাকিলে সে টাকা সে ভূমির মূল্যের টাকা হইতে আদায় হইবেক। অথবা সে ভূমির পুর্ব্বাধিকারির স্থানে লওয়া যাইবেক ও সে সহজে সে টাকা না দিলে তাহার উসুলের কারণ তাহার দ্রব্যান্তর জব্দ হইবেক কিম্বা তাহাকে কয়েদ করা যাইবেক বরং তদর্থে তাহার দ্রব্যান্তর জব্দ ও তাহাকেও কয়েদকরণ উচিত হইবেক। ইহাতে সেই পুর্ব্বাধিকারির

তাবের কট্‌কিনাদার ও শামিলাৎ তালুকদার ও প্রজাবর্গের স্থানে সে ভূমি নীলামের পূর্ব্বের যে মালগুজারী তাহার পাওনা থাকে সে তাহার স্বত্ব অর্থাৎ হক্ জানিয়া চাহে তাহা উসুলের নিমিত্তে তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে এবং তাহাহইতে স্বত্বত্যাগী হইয়া তাহা লইতে ও খরচ করিতে ঐ খরীদারকে অনুমতি দিতেও পারিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৫ ধা।

৪৯। আদালতের ডিক্রীক্রমে সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমি নীলামের বিষয়ে যে সকল হুকুম উপরের ধারায় লেখা গেল ইহার মধ্যের যেং হুকুম নিষ্কর ভূমি নীলামের বিষয়ে চলিতে পারে তাহাই চলিবেক ও সে ভূমিতে তাহার পূর্ব্বাধিকারির যে স্বত্ব ছিল নীলামের খরীদার কেবল সেই স্বত্বেই স্বত্ববান হইবেক। অধিকন্তু এই জানিবেক যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ঊনবিংশতি ও ৩৭ সপ্তত্রিংশৎ আইন এবং পশ্চাৎ যে সকল আইন জারী হয় তাহার ক্রমে সে ভূমিতে সরকারী মালগুজারীর যে দাওয়া থাকে তাহা সে ভূমির অধিকারির পরিবর্ত্তে লোপ পাইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৭ ধা।

৫০। এলাকা বারাণসের মধ্যে অনেক প্রকার সনদী ভূমি আছে তাহাতে কোন একং তালুক কিম্বা জমীদারী অথবা গ্রামে তাহার অধিকারিদিগের একের স্বত্বের অন্তর্গর্ভে অন্যাধিকারিদিগের স্বত্ব বর্ত্তিতেছে এবং সেই একং ভূমির মালগুজারীর সরবরাহ একং পাট্টার অনুসারেই তাহার অধিকারিদিগের মধ্যের জনেক দুই জন প্রধানের মারফতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২ দ্বিতীয় ও ৬ ষষ্ঠ আইনের লিখনক্রমে হয় অতএব জানিবেক যে এমতে একাধিকারির স্বত্বের অন্তর্গর্ভে অন্যাধিকারিদিগের স্বত্ব সাব্যস্ত থাকিবার যে ভূমি কেহ খরীদ করে তাহার খরীদার কেবল সেই অধিকারির স্বত্বেই স্বত্ববান হইবেক যাহার দায়ে সে ভূমি বিক্রয় হয় এতদ্ভিন্ন অন্যাধিকারিদিগের স্বত্ব তাহাতে বিচলিত হইবেক না ইতি।—১৭৯৫ সা। ২০ আ। ১৯ ধা।

৫১। কোন ভূমি নীলামে বিক্রয় হইলে পর কালেক্‌টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ঊনবিংশতি ও ৩৭ সপ্তত্রিংশৎ ও ৪৮ অষ্টচত্বারিংশৎ আইনের মতে যে ভূমি যেমত তাহার গতিক ও মহাল বুঝিয়া সরকারের খারিজদাখিলের সিরিশ্‌তার বহীতে সে ভূমির খারিজদাখিলের কৈফিয়ৎ লিখেন্ ইতি।— ১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৮ ধা।

৫২। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ডিক্রী জারীক্রমে পত্তনি ও দরপত্তনি তালুক নীলাম করিতে হইলে তাহা কাহার দ্বারা নীলাম হইবেক তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে কালেক্টর সাহেব তাহা নীলাম করিবেন। ৩৪৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৩। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ডিক্রী জারীক্রমে সিকমী এবং অন্যান্য তালুক বিক্রয় করিতে হইলে তাহা পত্তনি তালুকের মত বিক্রয় করিতে হইবেক। ৯২১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৪। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ডিক্রী অথবা আদালতের অন্য হুকুম জারীকরণার্থ যখন ভূমি নীলাম করিতে হয় এবং আইনমত সেই নীলামকরণার্থ যখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে দরখাস্ত করিতে হয় তখন জজ সাহেবের উচিত যে সেই ভূমি ক্রোক করিতে এক জন চাপরাসী বা আদালতের অন্য কোন আমলাকে তথায়

পাঠান্ এবং যেপর্য্যন্ত ঐ নীলাম না হয় অথবা নিষেধ না হয় সেইপর্য্যন্ত তাহা ক্রোক করিয়া রাখেন্। ১৮১৬ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৫৫। সদর আদালত আরো বিধান করিতেছেন যে ঐ ভূমির দখীলকার ব্যক্তিকে বেদখল করিতে পূর্ব্বোক্ত আইনের মধ্যে যে ক্ষমতা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতানুসারে তাঁহারা হুকুম না দেওনপর্য্যন্ত যে ব্যক্তির দখলে ঐ ভূমি থাকে সেই ভূমির সরবরাহ কর্ম্ম ঐ ব্যক্তির হাতছাড়া করণের আবশ্যক নাই। কিন্তু রীতি-মত ইশ্‌তিহার দেওয়া গেলে পর ঐ ভূমি ক্রোক করণের হুকুমনামা জিলা বা শহরের আদা-লতের মোহরে ঐ ক্রোকহওয়া সম্পত্তির কোন স্থানে লট্‌কাইতে হইবেক এবং ঐ হুকুমনামা জারী করিতে যে ব্যক্তিকে পাঠান যায় তাহার উচিত যে ঐ ভূমি নীলামহওনের পর ক্রোক খালাস না হওয়াপর্য্যন্ত অথবা নীলাম নিষেধ না হওনপর্য্যন্ত সেই ভূমির উপর থাকে। ১৮১৬ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৫৬। ডিক্রী জারীকরণার্থ ভূমি কিম্বা অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে যখন দেওয়ানী আদালত হুকুম দেন্ তখন ঐ আদালত আপন বিবেচনামতে সেই ভূমিতে কোন চাপরাসী বা অন্য আমলাকে বসাইবেন বা না বসাইবেন। এবং যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে সেই ভূমি ক্রোক হয় সেই ব্যক্তি অথবা তাহার উকীলের ইচ্ছা বুঝিয়া দেও-য়ানী আদালত সেই ভূমিতে এইরূপ কার্য্য করিবেন কিন্তু জজ সাহেবের উচিত যে চাপরাসী না বসাওনেতে যে অশুভ ফল হইতে পারে তাহা ঐ ব্যক্তিকে বুঝান্। এবং ঐ সম্পত্তির মূল্য এবং মোকদ্দমার অন্যান্য বিশেষ বিষয় বিবেচনা করিয়া জজ সাহেবেরা ঐ চাপ-রাসীর বিষয়ে হুকুম করিবেন। ১৮৩৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৫৭। যে কালে আদালতের ডিক্রীক্রমে কোন ভূমি নীলাম করিতে হয় সে কালে যে আদালতহইতে সে ডিক্রী হইয়া থাকে তথাকার সাহেবেরা কিম্বা যে আদালতের মারফতে সে ডিক্রী জারী হয় তথাকার সাহেব মাফিক ডিক্রী টাকা দাখিল হইবাতে অথবা বিশিষ্ট কারণান্তরে সে ভূমির নীলাম বারণ কিম্বা মৌকুফকরণ উচিত জানিলে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তৎকালে সে ভূমির নী-লাম বারণ কিম্বা মৌকুফকরণ কালেক্‌টর সাহেবের নিকটে নীলাম হইবার হইলে তাঁহার নামে এক হুকুমনামা ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে নীলাম হইতে লাগিলে তাঁহারদিগের স্থানে এক লিখন লিখিয়া পাঠান্ ও যে হেতুতে নীলাম বারণ অথবা মৌকুফ করেন তাহাও সেই হুকুমনামা কিম্বা লি-খনে লিখেন্ আর জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যদি কেবল মৌকুফের কারণ লিখেন্ তবে পুনর্ব্বার যে কালে সে ভূমি নীলাম নির্দ্দিষ্টকরণ উচিত জানেন্ তাহার প্রস্তাব সেই হুকুমনামায় কিম্বা সে লিখনে লিখেন্ ও বোর্ড রেবিনি-উর সাহেবেরা কিম্বা কালেক্‌টর সাহেব আদালতের সাহেবদিগের এমত লি-খন কিম্বা হুকুমনামা পাইলে কর্ত্তব্য যে তদনুসারে কার্য্য করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৬ ধা।

৫৮। আদালতের ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে কালেক্‌টর সাহেব কি রাজস্বের সিরিশ্‌তাসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যকারক সাহেব ভূমি নীলাম করিতে হইলে ঐ নীলামের সহিত উপরের ধারার শেষ প্রকরণের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক এবং ঐ প্রকার নীলামের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল হুকুম চলন আছে তাহা শুধরণের নিমিত্ত নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

৫৯। আদালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির টাকা উসুল করিবার কারণ ভূমি নীলাম করণের আবশ্যক হইলে এবং যে জন ঐ ডিক্রীর কি অন্য

নিষ্পত্তির টাকা উসুল করণের প্রার্থনা করে ঐ জন নীলাম করা যাইবার নি-মিত্তে যেং ভূমি দেখায় ঐং ভূমি যদি এ প্রকার হয় যে ঐ ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির মতাচরণকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের সাহেবেরা সরকারের মাল-গুজারী তহসীলের ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের নিকটে সমাচার দেওনব্যতিরে-কে নীলাম করিতে পারেন না তবে ঐ ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির মতাচরণকরা যে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য ঐ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আই-নের ও ১৭৯৫ সালের ২০ আইনের ও ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের হুকুম মত ঐ ডিক্রীর কি নিষ্পত্তিপত্রের নকল ও তরজমা তৎস্থানের বোর্ড রেবি-নিউর সাহেব লোকের নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ সময়ে ঐ ডিক্রী কি অন্য নিষ্পত্তি যে জনের টাকা পাইবার অর্থে হইয়া থাকে সেই জন যে লোক কি লোকদিগের স্থানে ঐ টাকা পাইবেক তাহার কি তাহারদের অধিকৃত যেং ভূমি দেখাইয়া দিবেক তাহার বেওরা লিখিয়া ঐ বোর্ডে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

৬০। বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোক উপরের উক্ত পত্র পাইলে উপরের লিখিত আইনের হুকুমমত কার্য্য করিবেন এবং যেং ভূমি নীলাম করিতে হয় তাহা যে জিলার মধ্যগত হয় সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে ঐ প্রকারে পাওয়া বেওরাপত্রের নকল পাঠাইবেন এবং ঐ ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে ঐ বেওরাপত্রের লিখিত যেং ভূমি নীলাম করা উপযুক্ত বোধ হয় এবং ঐ টাকা উসুল হইতে কুলায় এমত কোনং ভূমি নীলাম করিবার নিমিত্তে বাচনি করিতে ঐ কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

৬১। যাবৎ এমতং ভূমি ও স্থাবর বস্তু [অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে দোষ করণপ্রযুক্ত জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমক্রমে যে ভূমি] ক্রোক থাকে তাবৎ তাহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর লিখিত টাকা কিম্বা দণ্ডওগয়-রহের টাকা উসুলের নিমিত্তে বিক্রয় হইবেক না ইতি।—১৮১৮ সা। ৩ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

৬২। উপরের প্রকরণের লিখিত প্রকারেতে যে তদবীর ও উপায় আদা-লত ও ইনসাফের মতানুযায়ি হয় তাহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর টাকা উসুলের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল-হইতে জানান যাইবেক ইতি।—১৮১৮ সা। ৩ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

৬৩। সদর আদালত জানাইতেছেন যে কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী হইলে সেই ব্যক্তির অধিকার বহির্ভূত সম্পত্তির উপর সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে না। অতএব কৃষ্ণের নামে রাম যে নালিশ করিল সেই নালিশে গোপাল যদি বাদী বা প্রতিবাদী না হয় তবে কৃষ্ণের প্রতিকূলে যে ডিক্রী হয় তাহা জারীকরণের নিমিত্ত গোপাল আপন ভূমি-হইতে বেদখল হইতে পারে না। ৭৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ডিক্রী জারী করণার্থ যোতদারের স্বত্ত্ব ও লাভ নীলাম হইতে পারে। ৮৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৫। যদি ডিক্রী জারীকরণার্থ কোন ভূমি নীলাম হয় এবং সেই নীলাম অসিদ্ধ হয় এবং নীলামের আমানতী যে টাকা সরকারে পূর্ব্বে জমা হইয়াছিল তাহা যদি দেওয়ানী আদালত ফিরিয়া দিতে হুকুম করেন্ তবে সেই হুকুম কালেক্টর সাহেবের অবশ্য প্রতি-পালন করিতে হইবেক। যদি সেই হুকুমে কালেক্টর সাহেব অসম্মত হন্ তবে তিনি আপীল করিতে পারেন। ১১১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে দেওয়ানীর কার্য্যকারকেরদের দ্বারা বাটী কি ফলের বাগান কি বাগান অথবা ক্ষুদ্র২ ভূমিখণ্ড নীলাম।

৬৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ২০ আইনের এবং ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের কি চলিত অন্য যে কোন আইনের যে২ কথাক্রমে এ হুকুম আছে যে আদালতের ডিক্রীর মতাচরণার্থে ভূমি নীলাম করিতে হইলে তাহা সরকারের মালগুজারীর কালেক্টর কিম্বা সরকারের রাজস্বের সিরিশ্তাসম্পর্কীয় অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা করা যায় ঐ২ হুকুম এই প্রকরণের দ্বারা নীচের লিখনক্রমে সুস্পষ্ট করা ও শুধরা যাইতেছে ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৬৭। উপরের উক্ত আইনের লিখিত হুকুম বাটী ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর ক্ষুদ্র২ ভূমিখণ্ড নীলামের সহিত সম্পর্ক রাখে ইহা বোধ করা যাইবেক না ও আদালতের কোন ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণ করণের নিমিত্তে ভূম্যাদি নীলাম করণের আবশ্যক হইলে ঐ ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির মতাচরণ করণের ক্ষমতাপন্ন আদালতের সাহেবের কি কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা ঐ নীলাম পূর্ব্বমত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি জিলার কালেক্টর সাহেবের কি রাজস্বের সিরিশ্তাসম্পর্কীয় অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের জ্ঞাতসারকরণব্যতিরেকে করা যাইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৬৮। আইনানুসারে ভূম্যাদি বিক্রয়করণ দ্বারা আদালতের কোন ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণ করিবার ক্ষমতাপন্ন জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য কর্ম্মকারি সাহেবের ক্ষমতা আছে যে আদালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণার্থে যেমন নীলামের যোগ্য কোন অস্থাবর বস্তু নীলাম করণের হুকুম দিতে পারেন্ সেই মত তদর্থে নীলামের যোগ্য কোন বাটী ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর কোন ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড নীলাম করিতে হুকুম দেন্ ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

৬৯। সদর আদালত ১৮২৫ সালের ৭ আইনের হেতুবাদ বিবেচনা করিয়া এবং ঐ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ সেই আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণ ও ৩ ধারার ১ প্রকরণের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া বোধ করিতেছেন যে বাটী ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় দেওয়ানী আদালতের দ্বারা নীলাম করিতে হইবেক। কিন্তু নিষ্কর বৃহৎ ভূমিখণ্ড এবং মালগুজারীর সকল ভূমি যত ক্ষুদ্র হউক তাহা ফলের বাগান বা বাগিচা না হইলে রাজস্বের কর্ম্মকারকের দ্বারা নীলাম করিতে হইবেক। ৯৩৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭০। বীরভূমের সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসাকরাতে বিধান হইল যে গ্রাম্য চৌকীদারেরদের ভরণপোষণের নিমিত্ত যে ভূমি বৃত্তি আছে তাহার ফসল ঐ ভূমির মালিকের প্রতিকূলে হওয়া ডিক্রী জারীকরণার্থে বিক্রয় হইতে পারে। ১২১২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭১। জিলা ও শহরের আদালতের যে জজ ও রেজিষ্টর সাহেবেরা আদালতের ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির মতাচরণ করণের নিমিত্তে সামান্যতঃ ঐ২ আদালতের নাজিরদিগকে কিম্বা ঐ জজ কি রেজিষ্টর সাহেব আপন২ মোকামে সদর আমীনদিগকে এবং আপন২ সরহদ্দের মধ্যে অন্য২ স্থানে তথাকার

মুনসেফদিগকে অস্থাবর বস্তু নীলাম করিবার ভার দেন্ ঐ সাহেবদিগকে এই প্রকরণের দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে আবশ্যক বোধ হইলে এই আই-নের হুকুমানুসারে যে২ বাটী ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর ক্ষুদ্র কোন ভূমিখণ্ড নীলাম করা কর্ত্তব্য তাহা নীলাম করিবার ভার ঐ২ কর্ম্ম-কারিদিগকে দেন্ ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৭২। ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারাতে হুকুম আছে যে ভূমি ক্রোক ও নীলাম করণের কার্য্যে নাজির নিযুক্ত হইতে পারে কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন্ যে ঐ নী-লামের উৎপন্নের উপর নাজিরেরা কিছু কমিস্যন পাইতে পারে না। ৫০৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৩। আদালতের কোন ডিক্রীর কিম্বা অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণার্থে অস্থাবর কি উপরের উক্তমত স্থাবর বস্তু ক্রোক করা গিয়া নীলাম করিতে হইলে ঐ নীলাম হইবার কথা এবং তাহার সময় ও স্থানের নিরূপণ ও যে বস্তু নীলাম হইবেক তাহার বেওরা এবং যে টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে ঐ নীলাম করা যাইবেক তাহার সংখ্যা ঐ নীলামের ঘোষণা দিবার হুকুম হওনের তারিখের পর ও ঐ নীলামহওনের নিমিত্তে নিরূপিত দিনের পূর্ব্বে ৩০ ত্রিশ দিনের কম না থাকে ঐ নীলামের নিরূপিত দিনের এত দিন পূর্ব্বে সেই দেশের চলিত ভাষাতে ঘোষণা দেওনদ্বারা প্রচার করা যাইবেক।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৭৪। সদর আদালতের সাহেবেরা সম্প্রতি বারম্বার অবগত হইয়াছেন যে মফঃসলের অনেক দেওয়ানী আদালতে ১৮২৫ সালের ৭ আইনানুসারে ডিক্রী বা আদালতের অন্যান্য হুকুম জারীকরণার্থ নীলাম হইলে ঐ নীলামের ইশ্‌তিহারে যে২ বেওরা লিখনের বিষয়ে ও সেই ইশ্‌তিহার যেরূপে করিতে এবং ঘোষণা করিতে হয় এই বিষয়ে ঐ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণে যে সকল বিধি আছে তদনুসারে ঐ মফঃসল আদালতের বিচারকেরা কার্য্য করেন্ না অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা উক্ত বিধানের বিষয়ে সকল আদালত সম্পর্কীয় বিচারকদিগকে বিশেষ মনোযোগ করিতে হুকুম দিতেছেন এবং আদেশ করি-তেছেন যে অধস্থ আদালতেরা কোন সময়ে ঐ হুকুম লঙ্ঘন করিলে জজ সাহেবেরা নিয়ত শাসন করিবেন। ১৮৪২ সালের ১৫ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

৭৫। যে স্থানেতে ঐ বস্তু ক্রোক থাকে সেই স্থানে দস্তুরমতে ঢোল পিটাইয়া ঐ ঘোষণা দেওয়া যাইবেক এবং যে গ্রামে কি নগরে ঐ বস্তু ক্রোক হয় তাহার মধ্যগত সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এবং ঐ স্থানের মুনসেফের কাছারীতে এবং তথাকার জিলার কালেক্টর সাহেবের এবং জিলার যে জজ কি রেজিষ্টর সাহেব ঐ নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন্ তাঁহারো কাছারীতে তদর্থে ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কান যাইবেক ও ঐ নীলাম সদর আ-মীনের দ্বারা হইতে হইলে তাঁহারো কাছারীতে ঐ ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কান যাইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৭৬। ঐ প্রকার হইলে ঐ নীলামের হুকুম যে জজ কি রেজিষ্টর সাহেব কি আদালতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব দেন্ তিনি ঐ বিষয়ের সকল অবস্থা বিবেচনা করণের পরে বিষয়বিশেষে যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেইমত ঐ ক্রোক ও নীলামের দস্তুরমত হুকুম পরে২ কিম্বা একেবারে দিতে পারিবেন। ১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৭৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ডিক্রী জারীক্রমে কোন জিনিস ক্রোক

হইলে সেই জিনিস কোন ব্যক্তি আপন জিম্মায় রাখিতে ইচ্ছা না করিলে তাহাকে সেইরূপ রাখিতে হুকুম দেওয়া যাইতে পারে না কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাক্রমে সেই জিনিস আপন জিম্মায় লইতে করার করে তবে সেই করারঅনুসারে বিশ্বস্তরূপে কার্য্য করিতে সেই ব্যক্তি দায়ী হয় এবং যদি সেই জিনিসের কিছু ক্ষতি হয় তবে তাহার নামে ক্ষতির দাওয়াতে দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত নালিশ হইতে পারে কিন্তু তাহার নামে কোন সরাসরী নালিশ হইতে পারে না। ৯৫৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৭৮। সামান্যতঃ যে ব্যক্তির দরখাস্তে কোন বস্তু ক্রোক হয় ঐ বস্তুর ক্রোক থাকন সময়ে নির্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ে সেই ব্যক্তি দায়ী জ্ঞান হইবেক। ৯৫৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৭৯। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারায় লাঙ্গলইত্যাদি কৃষিকর্ম্মের দ্রব্যজাত বিক্রয় করণের যে নিষেধ আছে তাহার অভিপ্রায় যে কেবল বকেয়া খাজানা উসুলকরণের নিমিত্ত সেই বস্তু নীলাম হইতে পারে না। ডিক্রী জারী করণার্থ সেই প্রকার বস্তু নীলাম করিতে নিষেধ নাই অতএব ডিক্রী জারী করণার্থ মুনসেফ সেই প্রকার বস্তু নীলাম করিতে পারেন্। ৯৬২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮০। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ডিক্রী জারী করণার্থ আদালতের আমলার দ্বারা জিনিস নীলাম হইলে যদি খরীদার খরীদের টাকা দিতে এবং জিনিস আপন দখলে লইতে স্বীকার না করে তবে জজ সাহেবের কি কর্ত্তব্য এবংযদি প্রথম নীলামঅপেক্ষা দ্বিতীয় নীলামে অল্প মূল্যে সেই জিনিস বিক্রয় হয় তবে প্রথম নীলামের অপেক্ষা যত টাকা কম হয় তাহা কিরূপে জজ সাহেবের উসুল করিতে হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ হুকুমানুসারে ঐ টাকা উসুল করিতে হইবেক। ৫৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে খরীদারকে যদি আপনার খরীদা জিনিসে দখল দিবার প্রস্তাব হইলে পর সেই ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা আপন দখলে লইতে অস্বীকার করে তবে খরীদের টাকা ডিক্রীদারকে দিতে হইবেক এবং দখল না লওয়াতে যে অনিষ্ট হইবেক তাহা খরীদারের শিরে পড়িবেক ইহা তাহাকে বিশেষরূপে বুঝাইতে হইবেক। ৫৩২ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৮২। ডিক্রীদারের ডিক্রী জারী করণার্থ যে জিনিস নীলাম হয় তাহা ঐ ডিক্রীদার আপনি খরীদ করিলে খরীদের সমুদয় টাকা দাখিল না করিয়া তাহার পক্ষে যত টাকার ডিক্রী হইয়াছে তত টাকার রসীদ আদালতে দাখিল করিতে জজ সাহেব তাহাকে অনুমতি দিতে পারেন্ কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এইমত গতিকে অন্যান্য যে ব্যক্তিরদের সেই জিনিসের উপর সমান দাওয়া থাকে তাহারদের স্বত্বের যদি কিছু ব্যাঘাত না হয় তবে ডিক্রীদারের যত দাওয়া ছিল তাহার [illegible] বিক্রয়হওয়া জিনিসের তত্তুল্য খরীদের টাকার রসীদ আদালতে দিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। এবং ঐ জিনিসের দখল দেওনের বিষয়ে অন্যান্য খরীদারেরদের সম্পর্কে যে২ বিধি খাটিত সেই২ বিধি এইমত গতিকেও খাটিবেক। কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে বিক্রয়হওয়া জিনিস যদি মালগুজারীর ভূমি হয় তবে ঐ ভূমির উপর সরকারের যে দাওয়া থাকে তাহার নিষ্পত্তি অগ্রে করিতে হইবেক। ১৮৩৯ সালের ১৮ জানুআরির সরকুলর অর্ডর।

৮৩। ১৮৩৯ সালের ১৮ জানুআরি তারিখের ৩০ নম্বরী ছাপাহওয়া সরকুলর অর্ডরের বিষয়ে মেদিনীপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে যদি ডিক্রীদার আপন খাতকের কোন সম্পত্তি কালেক্টরী নীলামে আপন ডিক্রীর সংখ্যার অপেক্ষা অধিক টাকাতে খরীদ করে তবে ঐ ডিক্রীদারের ঐ খরীদের সমুদয় টাকার উপর শতকরা ১৫৲ টাকার হিসাবে আমানৎ করিতে হইবেক অথবা আপনার পাওনা টাকা বাদ দিয়া

বাকী সমস্ত টাকা দাখিল করিতে হইবেক যেহেতুক আপনার ডিক্রীর টাকা বাদে বাকী টাকা যদি ডিক্রীদার দাখিল না করে তবে ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক এবং খরীদার আপনি যত টাকা ডাকিয়াছিল তাহার উপর যে টাকা বায়না দিয়াছিল তাহা হারিবেক। ১৩৫০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৪। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ডিক্রী জারীকরণেতে যদি কোন আস্ত বাড়ী খরীদ করিবার নিমিত্ত কোন খরীদার উপস্থিত না হয় এবং যদি কেহ২ কহে যে তাহার সরঞ্জাম আলাহিদা বিক্রয় হইলে আমরা খরীদ করিতে প্রস্তুত আছি তবে সেই বাটী ভাঙ্গিয়া তাহার সরঞ্জাম পৃথক্২ করিয়া নীলাম হইতে পারে কি না। ১২২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

৮৫। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এইমত কার্য্য করিতে আইনে কোন হুকুম নাহি যেহেতুক আইনের বিধানের এই অভিপ্রায় বোধ হয় যে সম্পত্তি নীলাম করণের পূর্ব্বে তাহার কোন প্রকারে ক্ষতি করিতে হইবেক না। কিন্তু নীলামের খরীদার নীলাম সিদ্ধ হওনের পর আপন ঝুঁকীতে সেই বাটীর কোন ভাগ স্থানান্তর করিতে পারে। পরন্তু নীলামক্রমে তাহার কি২ স্বত্ব হইয়াছে যদ্যপি তদ্বিষয়ে অন্যান্য দাওয়াদার বিরোধ করে তবে তাহারদের দাওয়ার বিষয়ে সেই ব্যক্তি জওয়াব দিবেক। ১২২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৮৬। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে উক্ত [৮৫] বিধানের মতাচরণ করাতে কিছু অনিষ্ট হইতে পারে না যেহেতুক ১৮৩৯ সালের ১৮ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের অনুসারে ডিক্রীদার আপনি সেই সম্পত্তি খরীদ করিতে পারে এবং আপনার যত টাকার দাওয়া আছে তত টাকার রসীদ আদালতে দাখিল করিতে পারে। ১২২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৮৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে বৃক্ষ সেইরূপে নীলাম হইলে সেই বিধি তাহার বিষয়েও খাটিবেক এবং ঐ বৃক্ষ নীলাম হওনের পূর্ব্বে কাটা যাইতে পারে না। ১২২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

৮৮। যে সাগর ও নর্ম্মদা দেশের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী আইন এইপর্য্যন্ত চলন হয় নাই সেই দেশের দেওয়ানী আদালতের এক ডিক্রী জারী করণার্থ জিলা মীর্জাপুরের জজ সাহেব আপন এলাকার মধ্যস্থিত এক বাটী ক্রোক ও বিক্রয় করিতে হুকুম দিলেন। তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালতে সেই হুকুমের উপর আপীল হওয়াতে এই জিজ্ঞাসা হইল যে এইমত ডিক্রী জারীর বিষয়ে জজ সাহেব হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না। অতএব আলাহাবাদের সদর আদালত সেই বিষয়ে কলিকাতাস্থ সদর আদালতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। ১১৩৩ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

৮৯। তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ১৮০৯ সালের ২৭ জুনে আডবোকেট জেনরল সাহেবের নিকটে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছিল যে সদর দেওয়ানী আদালত কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী করিলে এবং সেই ব্যক্তি ইঙ্গলণ্ড দেশে চলিয়া গেলে তাহার স্থানে ঐ ডিক্রীর টাকা উসুলকরণের কোন উপায় আছে কি না যদি থাকে তবে সে উপায় কি। তাহাতে আডবোকেট জেনরল সাহেব কহিলেন যে ভিন্ন রাজার দেশে যে ডিক্রী হয় তাহা ধরিয়া সামান্যত ইঙ্গলণ্ড দেশে নালিশ হইতে পারে এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের দেশান্তরে বসতি স্থানের এবং ভারতবর্ষের আদালতের ডিক্রী ভিন্ন রাজার অধিকারের ডিক্রীর ন্যায় ইঙ্গলণ্ড দেশের আদালতে গণ্য আছে। কিন্তু যদি এইরূপ ডিক্রী বস্তুতঃ অসঙ্গত হয় তবে তাহা ধরিয়া নালিশ হইতে পারে না যেহেতুক যে ডিক্রী ন্যায্য ও আইনের মুল নিয়মের অনুযায়ি কেবল এমত ডিক্রী ইঙ্গলণ্ড দেশে জারী হইতে পারে এবং ঐ ডিক্রীর যেপর্য্যন্ত অন্যায্যের প্রমাণ না হয় সেইপর্য্যন্ত তাহা ন্যায্য গণ্য হইবেক। অতএব উপরের উক্ত মোকদ্দমায় আপেলান্টেরদের উচিত যে সাধারণ নিয়মানুসারে তাহারা সেই মোকদ্দমার

সমস্ত কাগজপত্রের এবং সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর এক নকল লইয়া তাহাতে ঐ আদালতের মোহর ও জজ সাহেবের দস্তখৎ করাইয়া মোখ্তারনামাসমেত ইঙ্গলণ্ড দেশে কোন উকীলের নিকটে পাঠায় এবং সদর দেওয়ানী আদালতের ঐ ডিক্রী ধরিয়া রেস্পাণ্ডেন্টের নামে সেইখানে নালিশ করে। ১১৩৩ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৯০। অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে যে মোকদ্দমার বিষয়ে উপরের [৮৮ নম্বরে] জিজ্ঞাসা হইল সেই মোকদ্দমাতে এই বিধানানুসারে কার্য্যকরা উচিত। অতএব তাঁহারা এই পরামর্শ দিতেছেন যে মীর্জাপুরের জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমাতে যে হুকুম করিলেন তাহা বেআইনী বলিয়া অন্যথা করা যায় এবং ডিক্রীদারকে কহা যায় যে সাগর ও নর্ম্মদা দেশের দেওয়ানী আদালতে তাহার পক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহা ধরিয়া পক্ষান্তর ব্যক্তির নামে মীর্জাপুরের আদালতে নালিশ করে। ১১৩৩ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৯১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে বংশী কিছু টাকা কর্জ করিলে এবং আনন্দ তাহার জামিন হইলে যদি তিনি জামিনী খতে লেখেন্ যে আমি অমুক২ তালুকের জমীদার কিন্তু সেই খতের মধ্যে যদি না লেখেন্ যে এই কর্জের নিমিত্তে ঐ তালুক আমি বন্ধক রাখিলাম তবে জামিনীর ঝুঁকী তাহার উপর থাকিতে তিনি সেই ভূমি হস্তান্তর করিতে পারেন্। ১০১৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪ ধারা।

ভিন্ন এলাকার সম্পত্তির নীলাম।

৯২। ১০০০ নম্বরী আইনের অর্থের দ্বারা এমত হুকুম হইয়াছিল যে যে আদালতের দ্বারা অন্য এলাকার সম্পত্তি নীলামকরণের হুকুম হয় ঐ হুকুমের বিষয়ে যে ওজর হয় তাহা সেই আদালতের জজ সাহেব নিষ্পত্তি করিবেন এক্ষণে ঐ আইনের অর্থ দৃষ্টে জজ সাহেবকে জ্ঞাপন করিতে হুকুম হইয়াছে যে উত্তর কালে এই বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সদর আদালত নীচের লিখিত বিধান করিয়াছেন। ১৮৪০ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৯৩। অন্য এলাকার মধ্যস্থিত সম্পত্তি বিক্রয়ের কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে হইবেক ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া গেলে যে জিলার মধ্যে ঐ বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি থাকে সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে ঐ দরখাস্ত অর্পণ করিতে হইবেক। এবং নীলামের হুকুমকরণিয়া আদালতের এলাকার মধ্যে ঐ সম্পত্তি থাকিলে জজ সাহেব ঐ হুকুমসম্পর্কীয় যে সকল কার্য্য করিতেন এবং উপস্থিত যে সকল বিষয়ের তজবীজ করিতেন যে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে ভূমি থাকে তিনি সেইরূপে তাহার বিষয়ের সমস্ত কার্য্য ও তজবীজ করিবেন। ১৮৪০ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৯৪। রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরদের হুকুম হইলে কিম্বা তাঁহারদের হুকুমব্যতিরেকেই বা হউক সমস্ত নীলামের উপর এই বিধি খাটিবেক। ১৮৪০ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৯৫। যে এলাকার মধ্যে ডিক্রী হয় তাহাছাড়া অন্য এলাকার মধ্যস্থিত কোন সম্পত্তির ডিক্রী জারী করণার্থ নীলামের বিষয়ে ইশ্তিহার হইলে সেই সম্পত্তির উপর দাওয়া যে কার্য্যকারকের নিষ্পত্তিকরা কর্ত্তব্য তাহার বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৮ মে তারিখের ৮৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর হয় সেই অর্ডরের বিধি যেমন জিলা আদালতে অর্শে তেমন অধীন আদালতের বিষয়ে অর্শিবার কোন বিশেষ হুকুম নির্দ্দিষ্ট ছিল না অতএব কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর আদালতের সাহেবেরা একিপ্রকার রীতি চালাওনের নিমিত্ত এবং লোকেরদের সুগমের নিমিত্ত ঐ হুকুম অধস্থ আদালতে চলিত করিতে উচিত বোধ করিয়া-

ছেন এবং ঐরূপ চলন হওনের বিষয়ে এই পত্রের দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। ১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

৯৬। উক্ত সরকুলর অর্ডর অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে ঐ অধস্থ আদালত ১২৩৫ নম্বরী আইনের অর্থের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবেন এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন যে জিলা অথবা শহরের আদালতের জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে সম্পত্তি থাকে তাঁহার নিকটে আপনারদের মোহর ও দস্তখৎকরা রুবকারীসমেত আপনার দরখাস্ত পাঠাইবেন এবং মুনসেফেরা ঐ দরখাস্ত আপন২ জিলার জজ সাহেবের দ্বারা ও দস্তখৎক্রমে পাঠাইবেন। ১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

৫ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে যে ভূমি নীলাম হইবার ইশ্‌তিহার হয় তাহার উপর দাওয়া এবং তাহার নীলামের বিষয়ে ওজর।

৯৭। এই ধারানুসারে যে ভূম্যাদি নীলাম হইবার ইশ্‌তিহার দেওয়া গিয়া থাকে সেই ভূম্যাদির কোন দাওয়া উপস্থিত হইলে কিম্বা ঐ ইশ্‌তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে ঐ নীলামহওনের কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে ঐ দাওয়া কিম্বা প্রতিবন্ধকতার তজবীজ যে জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটহইতে ঐ নীলামের হুকুম হইয়া থাকে সেই সাহেবের নিকটে হইবেক কিম্বা তাহার তজবীজ করিয়া রিপোর্ট করিবার নিমিত্তে কোন সদর আমীন কি তথাকার মুনসেফের প্রতি ভার দেওয়া যাইবেক এবং ন্যায়ের প্রতিবন্ধকতার নিমিত্তে ঐ দাওয়াদির আরজী দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ও অনাবশ্যক বিলম্ব করা গিয়াছে ইহা বোধ না হইলে যদি আবশ্যক বোধ হয় তবে যাবৎ ঐ দাওয়া কি প্রতিবন্ধকতার বিবেচনা না হয় তাবৎ ঐ নীলাম করিতে বিলম্ব করা যাইবেক কিন্তু আবশ্যক যে ঐ আরজী যে জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন্ তাঁহার নিকটে ঐ নীলামের ইশ্‌তিহার দেওয়া যাওনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র সর্ব্বদা দেওয়া যাইবেক ও আরজীদেওনিয়ার প্রবঞ্চনাকরণের অভিপ্রায় বোধ হইলে নীলাম করিতে বিলম্ব করা যাইবেক না এবং ঐ দাওয়াদার নীলামের পরে জাবেতামতে দেওয়ানী আদালতে নালিশকরণদ্বারা আপন দাওয়া বুঝিয়া পাইবার উপায় করিতে পারে ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৬ প্র।

৯৮। ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণক্রমে ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মুল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন আপন ডিক্রী জারীকরণার্থ যে২ হুকুম দেন তাহার উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক। ১১৪৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৯৯। যে ভূম্যাদি নীলামকরণের প্রয়োজন হয় তাহার উপর কালেক্টর সাহেবের নিকটে কোন দাওয়া কিম্বা আদালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তিপত্রের লিখিত টাকার দায়ি জনের কি জনেরদের ঐ ভূম্যাদিতে অধিকার নাহি সুতরাং তাহা ঐ টাকা উসুলের নিমিত্তে নীলামের যোগ্য নহে এইরূপ প্রতিবন্ধকতার দরখাস্ত উপস্থিত হইলে যে আদালতের সাহেব ঐ ভূম্যাদি নীলাম করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নিকটে হুকুম পাঠাইয়া থাকেন্

সেই আদালতের সাহেবের নিকটে ঐ কালেক্টর সাহেব ঐ দাওয়ার কি প্রতিবন্ধকতার এবং ঐ বিষয়ে যাহাং আপন সিরিশ্তায় লেখা থাকে তাহার বেওরা লিখিয়া পাঠাইবেন এবং তাহার প্রত্যুত্তরে যেং হুকুম পাওয়া যায় তদনুসারে ঐ নীলামের কার্য্য করিবেন অথবা না করিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।

১০০। যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী জারীকরণের দরখাস্ত হয় সেই ব্যক্তিভিন্ন অন্যের নামে যদি কালেক্টর সাহেবের বহীতে জমীদারীর রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তবে কেবল সেই-প্রযুক্ত কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারী নীলাম করিতে অস্বীকার করিতে পারেন্ না। কিন্তু যদ্যপি ঐ জমীদারীর উপর কোন দাওয়া হয় অথবা তাহা নীলামের বিষয়ে কোন ওজর করা যায় তবে কালেক্টর সাহেব ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার ৪ ও ৫ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিবেন। ৬৪৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১০১। কোন জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জানাইলেন যে ভূমি সম্পত্তি নীলাম করণের বিষয়ে আমি যে হুকুম দিয়াছিলাম তাহার মতাচরণ করিতে এই জিলার কালেক্টর সাহেব স্বীকার না করাতে অনেক ক্লেশ জন্মিয়াছে অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি যে জিলার আদালতের হুকুমক্রমে যে ভূমি নীলামকরণের ইশ্তিহার হয় তাহার উপর দাওয়া করা গেলে সেই দাওয়া কালেক্টর সাহেবের দ্বারা কি নীলামের হুকুমকরণিয়া আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে আদালতহইতে ঐ নীলামের হুকুম হয় কেবল সেই আদালতের দ্বারা এই প্রকার দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারে এবং যদি সেই প্রকার দাওয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে তাঁহার উচিত যে সেই দাওয়ার বিচার হওনার্থ তাহা দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ এবং আদালতের পুনর্ব্বার হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত আপনার কার্য্য যবেস্থবে রাখেন্। ৭৯৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০২। ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার ৪ প্রকরণের অভিপ্রেত গতিকে কালেক্টর সাহেব নীলামকরণে বিলম্ব করিতে পারেন্ কি না এই বিষয়ে ঐ আইনের ঐ প্রকরণের অর্থ করণবিষয়ে সদর আদালতে সম্প্রতি এক জিজ্ঞাসা হইয়াছে অতএব তদ্বিষয়ে সদর আদালত বিধান করিলেন যে নীলামের হুকুমকারি আদালতের বিশেষ নিষেধ না হইলে ঐ প্রকরণের দ্বারা নীলাম বিলম্ব করণের ক্ষমতা কালেক্টর সাহেবকে অর্পণ হয় নাহি। এবং যদি ঐরূপ নিষেধ না পাওয়া যায় তবে নির্দ্ধারিত দিবসে অবশ্য নীলাম করিতে হইবেক। ১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১০৩। নীচের লিখিত* ১৮৩৩ সালের ১২ জুন তারিখের ৭৯৪ নম্বরী মুদ্রাঙ্কিত আইনের অর্থের দ্বিতীয় দফার শেষ কথা রদ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। ১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টম্বরের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১০৪। উপরের প্রকরণানুসারে আদালতের কোন ডিক্রী কি অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণ যে আদালতহইতে হয় সেই আদালতের সাহেবের নিকটে ঐ ভূম্যাদির বিষয়ে হওয়া কোন দাওয়ার কি প্রতিবন্ধকতার দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটহইতে পাঠান গেলে কিম্বা আদালতের হুকুমমতাচরণার্থে যে ভূম্যাদি নীলাম করণের প্রয়োজন হয় তাহার বিষয়ে যে জজ কি অন্য কর্ম্মকারি সাহেব তাহা নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন্ সেই সাহেবের নিকটে কোন দাওয়াদার দাওয়া দরপেশ করিলে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণে ঐ দাওয়া সত্য হওয়া না হওয়ার ও তাহার কোন হেতু থাকা না থাকার সরাসরী বিবে-

---

* অর্থাৎ "আদালতের অন্য হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত কার্য্য স্থগিত রাখণ"।

চনা করিবেন এবং আবশ্যক বোধ হইলে ঐ বিবেচনা করা পূর্ণ না হওনপর্য্যন্ত ঐ নীলাম করিতে বিলম্ব করিবার হুকুম কালেক্টর সাহেবকে দিবেন কিন্তু কালেক্টর সাহেবের ঐ নীলামের ইশ্‌তিহার দেওনের পর উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে ঐ দাওয়া কি প্রতিবন্ধকতার দরখাস্ত উপস্থিত না করা গেলে এবং নীলামের ব্যাঘাত করণের অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা উপস্থিত করিতে বিলম্ব করা গিয়াছে এমত বোধ হইলে ঐ নীলাম করিতে বিলম্ব করা আবশ্যক বোধ হইবেক না ও এমত২ হইলে আদালতের সাহেব ঐ নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারিবেন এবং দাওয়াদার আপন দাওয়া বুঝিয়া পাইবার নিমিত্তে জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিতে চাহিলে করিতে পারিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ৫ প্র।

১০৫। আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ সম্পত্তি বিক্রয় কিম্বা হস্তান্তর করণের হুকুম হইলে নানা ব্যক্তিরা যে নানা ওজর করে কোন২ আদালত সেই সকল ওজর এক রোয়দাদের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া থাকেন্ ইহাতে ক্লেশ হওনপ্রযুক্ত সদর আদালত তাহা নিবারণ করিয়া হুকুম দিতেছেন যে উক্ত প্রকার ওজরের প্রত্যেক দরখাস্ত পৃথক্২ মিসিলে রাখিতে হইবেক এবং সেই দরখাস্ত সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ করণার্থ যে দলীলদস্তাবেজ অথবা জোবানবন্দী দেওয়া যায় তাহা এবং ডিক্রীদারের জওয়াব অতিমনোযোগপূর্ব্বক ঐ দরখাস্তের শামিল রাখিতে হইবেক এবং সেই সম্পত্তির বিষয় অন্যান্য দাওয়ার মিসিলের সঙ্গে মিশাল করিতে হইবেক না এবং প্রত্যেক মিসিলের পৃষ্ঠে নীচের* নিরূপণমতে লিখিতে হইবেক। সেই রূপে ঐ ওজরের বিষয়েতে যে২ হুকুম করা যায় সেই২ হুকুমের উপর আপীল হইলে যে বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে আপীলের সম্পর্ক রাখে অন্য হুকুম না হইলে কেবল সেই বিশেষ বিষয়ের রোয়দাদ আপীল আদালতে পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ রোয়দাদের সঙ্গে ঐ ডিক্রীর নকল এবং ডিক্রী জারীকরণার্থ ডিক্রীদারের দরখাস্ত ও সম্পত্তির ক্রোকের বিষয়ে ও নিয়মিত এত্তেলানামা জারীকরণের বিষয়ে নাজিরের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবেক। কিন্তু ডিক্রী জারীকরণের সম্পর্কে সমস্ত কাগজপত্র একি নথীতে সেই মোকদ্দমার রোয়দাদের সঙ্গে রাখিতে হইবেক এবং ঐ ডিক্রী জারীকরণেতে যে সকল ওজর হইয়াছিল তাহার সংখ্যার এক ফিরিস্তি তাহার সঙ্গে দিতে হইবেক এবং পৃষ্ঠায় যাহা লিখিবার হুকুম উপরে দেওয়া গিয়াছে তাহা ঐ ফিরিস্তির উপর লিখিতে হইবেক। ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১০৬। হুকুমের বাধকতা করণ বিষয়ের কাগজপত্র সেইরূপে পৃথক্ রাখিতে হইবেক এবং বাধকতা হওনের রিপোর্ট প্রত্যেক মিসিলের আরম্ভে রাখিতে হইবেক। ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১০৭। ১৮২৮ সালের ৬ জুনের সরক্যুলর অর্ডরে এমত হুকুম আছে যে ১৮২৫ সালের ৭ আইনানুসারে স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইলে যাবৎ ওজর করণের নিরূপিত মিয়াদ অতীত না হয় এবং খরীদারকে সেই সম্পত্তির দখল না দেওয়া যায় তাবৎ ঐ ভূমির উৎপন্ন টাকা আমানৎ রাখিতে হইবেক। সদর আদালত ঐ সরক্যুলর অর্ডর বিবেচনা করিয়া এবং মফঃসল আপীল আদালতের কর্ত্তৃত্ব রহিত হওয়াতে জিলা বা শহরের জজ সাহেবের হুকুমে যাহারা নারাজ হয় তাহারদের অনেক দূর গমন করিতে হয় সেই বিষয়ও বিবেচনা করিয়া বিধান করিলেন যে ডিক্রী জারীকরণার্থ স্থাবর

---

* ৩৫১ নম্বরী যে মোকদ্দমাতে শিবচরণ ফরিয়াদী কি আপেলাণ্ট কাশীনাথ আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্ট সে মোকদ্দমার ২১ নম্বরী ডিক্রী জারীর বিষয়ে ১ নম্বরী ওজরদার রাম সিংহ।

সম্পত্তি বিক্রয় করিতে জজ সাহেব অথবা আদালতসম্পর্কীয় অন্য কর্ম্মকারক হুকুম দিলে যদি ইশ্‌তিহারের মিয়াদের মধ্যে ইশ্‌তিহার হওয়া সম্পত্তির উপর দাওয়া হয় অথবা তাহার বিক্রয়ের বিষয়ে ওজর হয় তবে ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৫ প্রকরণে আপীল করণের যে মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে তাহা অতীত না হইলে ঐ হুকুম জারী হইবেক না এবং ঐ মিয়াদ নীলাম করণের শেষ হুকুমের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক এবং বাদি বা প্রতিবাদির নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজ আদালতে দাখিল করণের তারিখঅবধি ঐ হুকুমের নকল সেই ব্যক্তিকে দিবার বা দিতে প্রস্তাব করিবার তারিখপর্য্যন্ত যে সময় গত হয় তাহা ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না। ১৮৩৩ সালের ১৯ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।

১০৮। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮৩৩ সালের ১৯ জুলাই তারিখের সরকুলর অর্ডরে যে কথা লেখা আছে অর্থাৎ "ইশ্‌তিহারের মিয়াদের মধ্যে সম্পত্তির নীলামের বিষয়ে যে ওজর হয়" এই কথার অর্থের মধ্যে যে আসামীরদের প্রতিকূলে হুকুম হইয়াছে সেই আসামীরা আপন২ সম্পত্তির নীলামহওনের বিষয়ে যে ওজর করে সেই ওজর গণ্য করিতে হইবেক কি ঐ সম্পত্তির দাওয়াদার বা অন্য ব্যক্তিরা ঐ নীলামের বিষয়ে যে ওজর করে কেবল তাহা গণ্য হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে যে সম্পত্তি নীলাম করিবার ইশ্‌তিহার হয় তাহাতে অন্যান্য ব্যক্তি এবং আসামী যে ওজর করে এমত সকল প্রকার ওজরদারের ওজরের সঙ্গে ঐ সরকুলর অর্ডরের কথার সম্পর্ক আছে। ৮৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৯। যদবধি সদর আদালত এমত হুকুম করিলেন যে নীলামের ইশ্‌তিহারহওয়া ভূমির উপর দাওয়া নামঞ্জুর করণের হুকুমের তারিখঅবধি তিন মাস গত না হইলে ডিক্রী জারীক্রমে ভূমি সম্পত্তি নীলাম করিতে হইবেক না তদবধি এমত ব্যবহার হইতেছে যে নীলাম করণের যে দিবস নিরূপণ হয় তাহার পূর্ব্ব দিবসে তাহার উপর দাওয়ার দরখাস্ত দাখিল হয় ঐ দরখাস্ত সেই ভূমির উপর কোন দাওয়া সাব্যস্ত করণার্থ দাখিল হয় না কিন্তু তাহার এইমাত্র অভিপ্রায় যে ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় এবং তৎপরে নীলামের আর তিন মাস বিলম্ব হয়। সেই তিন মাস অতীত হইতে২ অন্য কোন ব্যক্তি তাহার উপর নূতন দাওয়ার দরখাস্ত করে তাহাতে ডিক্রী জারী করণের অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে। অতএব সদর আদালতে বিশেষ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবসে যে দরখাস্ত বিনা দলীলদস্তাবেজে অথবা বিনা কোন প্রমাণে দাখিল করা যায় তাহা পাইলে নীলাম তিন মাসপর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে হইবেক কি না এই বিষয়ে আমি সদর আদালতের জজ সাহেবেরদের বিশেষ হুকুম প্রার্থনা করি সেই হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত আইনানুসারে কার্য্য করিতে আমার মানস আছে। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে আমারদের গত বৎসরের ১৯ জুলাই তারিখের [উপরের ১০৭ নম্বরী] সরকুলর অর্ডরের যথার্থ অর্থ তুমি বোধ কর নাই সেই সরকুলর অর্ডরের এমত অভিপ্রায় ছিল না যে নীলামবিষয়ক ওজরের প্রত্যেক দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলে নীলাম স্থগিত করিতে হইবেক কিন্তু তাহার এইমাত্র অভিপ্রায় ছিল যে ঐ হুকুমে যে ব্যক্তিরা নারাজ হয় তাহারা তিন মাসের মধ্যে আপীল করিতে পারিবার নিমিত্ত ঐ আপীল করণের যে তিন মাস মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত না হওনের পূর্ব্বে নীলামের হুকুম জারী না হয়। ৮৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১০। এই আইনানুসারে ভূম্যাদি নীলাম করিতে হইলে ঐ নীলামের সময়ে ডাকনিয়া লোকদিগকে সর্ব্বদা স্পষ্টরূপে ইহা জানাইতে হইবেক যে আদালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তিপত্রের লিখিত যে টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে ঐ নীলামের হুকুম হয় সেই টাকার দায়ি জনের ঐ ভূম্যাদিতে যে

স্বত্ব ও লাভ থাকে তাহারা ঐ ভূমিতে অতিরিক্ত আর কিছুই পাইবেক না ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৭ প্র।

১১১। যে সম্পত্তির উপর পূর্ব্বের বন্ধকপ্রযুক্ত দাওয়া থাকে তাহা আদালতের ডিক্রীক্রমে বিক্রয় হইলে সেই নীলাম নির্ব্বাহ করণের যে ব্যবহার হইতেছে তাহা অসঙ্গত এই বোধ হওয়াতে নীচের লিখিত বিধান তোমার এবং তোমার অধীন সমস্ত আদালতের বিজ্ঞাপন ও কার্য্য সাধনের নিমিত্ত পাঠাইতে আদেশ পাইয়াছি। ১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১১২। সম্প্রতি এই সদর আদালত এইমত বিধান করিয়াছেন যে উক্ত প্রকার সম্পত্তির উপর পূর্ব্বে বন্ধক হইয়াছে বলিয়া বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি যে দাওয়া করে সেই দাওয়ার বিষয়ে আদালত বারম্বার যে সরাসরী বিচার করিয়া থাকেন্ তাহা বেআইনী এবং অনাবশ্যক যেহেতুক পূর্ব্বের কোন বন্ধকের দাওয়া থাকিতে আসামীর ঐ সম্পত্তিতে যে স্বত্ব ও সম্পর্ক আছে কেবল তাহাই বিক্রয় হয় এবং আইনে এমত হুকুম আছে যে ঐ নীলামে যাঁহারা ডাকেন্ তাঁহারদিগকে অতিস্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিতে হয় যে ঐ বিক্রয়হওয়া ভূমি বা অন্য সম্পত্তিতে আসামীর যে স্বত্ব ও সম্পর্ক আছে কেবল তাঁহারদিগকে তাহাই অর্পণ করা যায়। ১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১১৩। সদর আদালতের সাহেবেরা এমত বিবেচনা করেন্ যে নীলাম সম্পন্ন না হইতে২ যদি পূর্ব্বকার দাওয়া উপস্থিত করা যায় তবে যে কার্য্যকারক নীলাম নির্ব্বাহ করেন্ তাঁহার উচিত যে ঐ প্রকার দাওয়া থাকনের বিষয় নীলামে ডাকনিয়া ব্যক্তিরদিগকে জ্ঞাপন করেন্ এবং নীলামের রুবকারীতে তাহা লিখিয়া রাখেন্। ১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১১৪। সদর আদালত জিলা ও শহরের জজ সাহেবকে জানাইলেন যে ডিক্রী জারী করণেতে নীলামের উৎপন্ন টাকা আমানৎ রাখিবার বিষয়ে তুমি যাহা ঠাহরিয়াছ তাহা যথার্থ বটে এবং ঐ টাকার বিষয়ে আদালতের যাহা২ কর্ত্তব্য তাহা সদর আদালত এইক্ষণে সংক্ষেপরূপে জানাইতেছেন। ১০২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

১১৫। নীলামের পূর্ব্বে জজ সাহেবের নিকটে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে দাওয়া বা ওজর হইলে এবং জজ সাহেব তাহা নামঞ্জুর করিলে তাঁহার হুকুমের তারিখঅবধি তিন মাসপর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিতে হইবেক। ১০২৭ আইনের অর্থের ২ দফা।

১১৬। যদি ঐ ওজর নীলামের পর জিলার জজ সাহেবের নিকটে করা যায় এবং তিনি তাহা নামঞ্জুর করিয়া নীলাম বহাল রাখেন্ তবে ঐ ওজর যে তারিখে জজ সাহেব নামঞ্জুর করিয়া নীলাম বহাল রাখিতে হুকুম দিলেন সেই তারিখঅবধি ঐ টাকা তিন মাসপর্য্যন্ত আদালতে আমানৎ রাখিতে হইবেক। ১০২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

১১৭। কিন্তু যদি নীলামের পূর্ব্বে কোন দাওয়া না করা যায় তবে ঐ নীলাম ত্রিশ দিবসের মধ্যে হইতে পারে এবং যদি নীলামের পর ত্রিশ দিবসের মধ্যে কোন ওজর না করা যায় তবে ঐ সময় অতীত হইলে নীলামের উৎপন্ন টাকা ডিক্রীদারকে দেওয়া যাইতে পারে। ১০২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

১১৮। সদর আদালত বারম্বার বিধান করিয়াছেন যে যে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের নিকটে যে ভূমি বন্ধক হইয়াছে সে মহাজনছাড়া অন্য ব্যক্তির পক্ষে হওয়া ডিক্রী জারী করণার্থ সেই ভূমি নীলাম হইতে পারে কিন্তু বন্ধকলওনিয়া মহাজনের যে স্বত্ব ও লাভ তাহাতে থাকে তাহা বহাল রাখিয়া নীলাম করিতে হইবেক। ৮৫৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১১৯। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যখন নানা ওজরদারের দাওয়া ও ওজরক্রমে ডিক্রীহওয়া টাকা উসুলের বিলম্ব হয় তখন তাহার সুদ কাহার শিরে পড়িবেক। এমত গতিকে ডিক্রীদারের সমস্ত টাকা উসুল হওনের বিলম্বের অপরাধ

যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী হইয়াছে তাহার প্রায় কহা যাইতে পারে না অথচ তাহার স্বজনগণ ও অধীন ব্যক্তিরদের সঙ্গে তাহার কারসাজী করাতে এইরূপ বিলম্ব বারম্বার হইতেছে যেহেতুক ভূমি নীলামের ইশ্‌তিহার হইলেই সেই প্রকার কোন এক ব্যক্তি দাওয়াদার উপস্থিত হয় তথাপি ঐ ব্যক্তির প্রতি সুদ দিতে হুকুম করিলে অযথার্থ হয়। পক্ষান্তরে ডিক্রীর তাবৎ টাকা পরিশোধ না হওয়াপর্য্যন্ত ডিক্রীদারের সুদ পাইবার অধিকার আছে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে জিলার জজ সাহেবের বিবেচনায় যে দাওয়াদারের ওজর স্পষ্টতঃ ফেরেবী করিয়া অথবা কেবল ব্যামোহ দিবার নিমিত্ত হইয়াছে কিম্বা অমূলক বোধ হয় সেই দাওয়াদারকে সেই টাকার সুদ দিবার হুকুম দিতে পারেন্। সেই হুকুমের উপর সুতরাং সদর আদালতে আপীল হইতে পারে। ১০১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২০। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৪ ধারা ১৮১২ সালের ১৮ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে বটে কিন্তু ডিক্রী জারী করণের সময়ে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের সাধ্য আছে যে নানা দাওয়াদারের ওজরের সরাসরী তজবীজ করিয়া যে পাট্টা চাতুরীক্রমে হইয়াছে এমত মনঃপ্রত্যয় হয় সেই পাট্টা বাতিল করেন্। যে ব্যক্তি তাঁহার ঐ নিষ্পত্তিতে নারাজ হয় সে ব্যক্তি সরাসরীমতে সদর আদালতে আপীল করিতে পারে অথবা তাহার যে স্বত্ত্ব আছে কহে তাহা পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্ত জারেতামত মোকদ্দমা করিতে পারে। ১০৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

[ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তির নীলামকরণের ওজরের বিচারকরণের বিষয়ে সদর আদালত শেষ যে বিধান করিয়াছেন তাহা এই২।]

১২১। ডিক্রী জারী করণার্থ সম্পত্তি বিক্রয়ের বিষয়ে যে২ ওজর হয় তাহার নিষ্পত্তি করণে দেওয়ানী আদালতের রীতি নির্ণয় ও স্থিরকরণের নিমিত্ত কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত নীচের লিখিত বিধি করিয়াছেন এবং তাহা সকল আদালতের উপদেশের নিমিত্ত এই সরকুলর অর্ডরের দ্বারা নির্দ্ধার্য্য হইতেছে। ১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১২২। ১। এমত গতিকে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় করণের সামান্যতঃ যে২ ওজর করা যায় তাহা তিন প্রকার।

প্রথম। নীলাম হওনের নিমিত্ত যে সম্পত্তির ইশ্‌তিহার হইয়াছে তাহা ওজরদারের নিকটে বন্ধক আছে।

দ্বিতীয়। যে টাকার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তির নীলাম হওনের ইশ্‌তিহার হইয়াছে সেই টাকার দায়ি জনের ঐ সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ লাভ নাহি কেননা ঐ সম্পত্তির অন্য২ শরীক আছে এবং তাহারদের মধ্যে ওজরদার এক জন এবং ঐ সম্পত্তির বিভাগ হয় নাহি।

তৃতীয়। যে ব্যক্তি সেই টাকার দায়ী তাহার ঐ ক্রোক ও নীলামের জন্য ইশ্‌তিহারহওয়া সম্পত্তিতে কোন লাভ নাই এবং কোন লাভ কখন ছিল না অথবা ঐ ব্যক্তি কি তাহার পূর্ব্বপুরুষের ঐ সম্পত্তিতে যে লাভ ছিল তাহা তাহারা ইহার পূর্ব্বে সওদাপত্রক্রমে কি দানপত্রের দ্বারা কিম্বা সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করণের অন্য কোন প্রকারে ওজরদারকে দিয়াছিল কিম্বা ওজরদার যে ব্যক্তির স্থানে স্বত্ত্ব পাইয়াছে তাহাকে দিয়াছিল। ১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১২৩। ২। প্রথম প্রকার ওজরের বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখের ১০৬ নম্বরী সরকুলর অর্ডরে বিধান হইয়াছে যে বন্ধকলওনিয়ার দাওয়ার বিষয়েতে কোন সরাসরী তহকীক করিতে হইবেক না যেহেতুক নীলামের পূর্ব্বে সম্পত্তির সঙ্গে বন্ধকদেওনিয়া ব্যক্তির যে সম্পর্ক ছিল নীলামের পর নীলামের খরীদারের ঠিক সেই সম্পর্ক আছে এবং বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তির যে অধিকার এবং লাভ আছে নীলামের দ্বারা তাহার কোন প্রকারে ব্যাঘাত হয় নাই। সেই সময়ে আরো বিধান হইল যে সময় থাকিলে নীলামের কর্ত্তা এমত দাওয়া থাকনের সম্বাদ নীলামে ডাকনিয়া ব্যক্তিরদিগকে জানাইবেন।

এই বিধানের মূল নিয়ম এই যে ঐ সম্পত্তিতে আসামীর কোন২ অধিকার ও লাভ আছে ইহা ওজরদার অস্বীকার করে না অতএব ঐ বিষয়ে যে কোন তহকীক হইত তাহাতে ঐ নীলামের একেবারে নিষেধ হইত না কিন্তু ওজরদারের কিপর্য্যন্ত স্বত্ব আছে এবং সম্পত্তির উপর তাহার স্বত্বাধিকার যথার্থ কি না এইমাত্র নির্ণয় হইত এবং সরাসরী তহকীকের দ্বারা এমত বিষয় উচিতমতে নিশ্চয় হইতে পারে না। ১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১২৪। ৩। দ্বিতীয় প্রকার ওজর এই যে ওজরদার ক্রোকহওয়া এবং নীলামের ইশ্‌তিহারহওয়া সম্পত্তির অংশের উপর দাওয়া রাখে এবং এমত দরখাস্ত করে যে ঐ অংশ নীলাম না হয় এবং যে টাকার নিমিত্ত সম্পত্তি নীলাম হওনের জন্য ইশ্‌তিহার হয় সেই টাকার দায়ি ব্যক্তির অংশমাত্র নীলাম হয়। এই প্রকার ওজর উক্ত মূল নিয়মানুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।

অতএব আদালত এই প্রকার ওজর শুনিবেন না এবং যে ব্যক্তি টাকার দায়ী কেবল তাহার অংশ নীলামহওনের নিমিত্ত এবং ওজরদারের অংশ বা অংশসকল নীলাম না হইবার নিমিত্ত ঐ টাকার দায়ি ব্যক্তির এবং ওজরদার ব্যক্তিরদের নীলামের ইশতিহারহওয়া সম্পত্তিতে যে২ বিশেষ অংশ আছে তাহা মুৎফরক্কা সিরিশ্‌তায় নিশ্চয় করিবেন না যেহেতুক যে ব্যক্তি টাকার দায়ী কেবল তাহার স্বত্ব ও লাভ বিক্রয় হয় অতএব ঐ সম্পত্তিতে অন্য২ শরীকেরদের যে অধিকার ও লাভ থাকে তাহার কিছু ব্যাঘাত হইবেক না। এইমত গতিকেও নীলামের সময়ে নীলামের কর্ত্তা ঐ সম্পত্তিতে ওজরদার বা ওজরদারসকল যে দাওয়া উপস্থিত করিয়াছে তাহা সকলকে জানাইবেন। ১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১২৫। ৪। তৃতীয় প্রকার ওজর এই যে ওজরদার নীলামে ধরিয়া দেওয়া সম্পত্তি বেকরার কটে খরীদ করিয়াছে বা অন্য প্রকারে তাহার সম্পূর্ণরূপে স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে অতএব ঐ সম্পত্তি দেনদারের নহে। এই প্রকার ওজরের বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিয়াছেন যে ঐ প্রকার দাওয়ার সরাসরী তহকীক করিতে হইবেক কেননা ঐ কল্পিত নীলাম হইবেক কি না তাহা ঐ তহকীকের দ্বারা নিশ্চয় হইবেক। কিন্তু এই প্রকার সকল তহকীকের মূল নিয়ম এই যে মুৎফরক্কা সিরিশতায় সম্পত্তি কাহার দখলে আছে কেবল তাহাই তজবীজ করিয়া নিশ্চয় করিতে হইবেক। এবং যদ্যপি এমত মাতবর প্রমাণ হয় যে সম্পত্তি ক্রোক হওনের পূর্ব্বে অথবা নীলামের জন্যে ইশতিহার দেওনের পূর্ব্বে তাহা ওজরদার কি দাওয়াদারের দখলে ছিল তবে তাহার কথিত স্বত্ব যথার্থ কি না এই বিষয়ের তজবীজ না করিয়া নীলাম স্থগিত করণের উপযুক্ত কারণ আছে বোধ করিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তি ইহাতে নারাজ হন্ তিনি জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে পারিবেন। ১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১২৬। ৫। এবং ইহা বিশেষরূপে স্মরণে রাখিতে হইবেক যে এই প্রকার নীলাম হইলে যে ব্যক্তির বিষয় বিক্রয় হয় নীলামের সময়ে তাহার ঐ সম্পত্তিতে যে স্বত্ব ও লাভ ছিল তাহাবিনা খরীদারকে আর কিছু বিক্রয় হয় নাই এবং আদালত আপনার ডিক্রী জারী করণেতে বিক্রীত দ্রব্যের সম্পর্কে আসামী যে স্থানে ছিল কেবল সেই স্থানে খরীদারকে স্থাপন করিবেন। ১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

১২৭। ৬। উক্ত বিধি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে সমানরূপে খাটিবেক। ১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

৬ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে ভূমির যে নীলাম হয় তাহা অসিদ্ধকরণ।

১২৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ভূমি বিক্রয় করাতে যে টাকা পাওয়া

যায় তাহা অতি অল্প হইয়াছে বলিয়া সেই ভূমি পুনর্ব্বার নীলাম করা বেআইনী। জজ সাহেব যথাসাধ্য সাবধান হইবেন যে ঐ সম্পত্তির যে মূল্য বাজারে হইতে পারে তাহার কম মূল্যে তাহা বিক্রয় না হয় কিন্তু যখন নীলাম সমাপ্ত হইয়াছে এবং ডাকনিয়া ব্যক্তিকে এমত কহা গিয়াছে যে তুমি যে টাকা ডাকিয়াছ সেই টাকায় তুমি এই বস্তুর খরীদার হইলা তখন সেই বস্তুতে খরীদারের স্বত্ত্ব হয় এবং তাহা পুনর্ব্বার নীলাম হইতে পারে না। ৮২৯ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১২৯। ঐ প্রকার হইলে ঐ নীলামের হুকুম যে জজ কি রেজিষ্টর সাহেব কি আদালতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব দেন তিনি ঐ বিষয়ের সকল অবস্থা বিবেচনা করণের পরে বিষয়বিশেষে যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেইমত ঐ ক্রোক ও নীলামের দস্তুরমত হুকুম পরে২ কিম্বা একেবারে দিতে পারিবেন কিন্তু উপরের প্রকরণের বিশেষ করিয়া লিখনমত পূর্ব্বে ইশ্‌তিহার দেওনব্যতিরেকে কোন নীলাম কোন প্রকারে হইবেক না এবং যে জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন সরাসরী বিচারেতে সেই সাহেবের প্রত্যয়জনক ঐ নীলামের বিষয়ে আইনবিরুদ্ধ কার্য্য হওনের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাহাতে ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক কিন্তু আবশ্যক যে জিলা ও শহরের আদালতে মুৎফরক্কা দরখাস্তের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প কাগজের আবশ্যক হয় সেই ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত এবং আইনবিরুদ্ধে যে কার্য্য হইয়া থাকে তাহার বেওরাযুক্তে এক আরজী যে জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা ঐ নীলামের হুকুম হইয়া থাকে নীলামের পরে এক মাসের মধ্যে ঐ সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা যায় ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

১৩০। কোন নীলাম উপরের প্রকরণানুসারে কিম্বা আর কোন কারণপ্রযুক্ত অসিদ্ধ হইলে যদি তাহাতে খরীদারের কোন চাতুরী ও প্রবঞ্চনা প্রকাশ না হয় তবে ঐ খরীদার ঐ খরীদকরা বস্তু ফিরিয়া দিলে বিষয়বিশেষে যেমত হুকুম হয় সেইমত সুদমুদ্ধা কি তাহাব্যতিরেকে আপন খরীদের টাকা ফিরিয়া পাইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

১৩১। এই ধারানুসারে জিলা কি শহরের জজ কি রেজিষ্টর সাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তির উপর আপীল হইবার বিষয়ে চলিত হুকুমানুসারে প্রবিন্স্যাল কোর্টে [এক্ষনে সদর দেওয়ানী আদালতে] সরাসরী আপীল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

১৩২। আদালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তি পত্রের লিখিত টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যকারক সাহেবদিগের করা ভূমি নীলাম দেওয়ানী আদালতে জাবেতামতে মোকদ্দমা করণ কিম্বা ঐ নীলামের ইশ্‌তিহার দেওয়া এবং অন্য কার্য্য করা আইনানুসারে না হওয়ার প্রমাণ হওনব্যতিরেকে সরাসরীতে অসিদ্ধ হইতে পারিবার বিষয়ে সন্দেহ জন্মিল অতএব এই প্রকরণক্রমে ইহা জানান যাইতেছে যে জিলা কি শহরের আদালতের যে জজ সাহেব কি আদালতের কার্য্য করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে সাহেব ঐ নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন সেই সাহেব সরাসরী বিচারেতে যদি আইনের অন্যমত করা ও সুতরাং আইনের বিরুদ্ধ হওয়া প্রত্যয়যোগ্য প্রমাণ হয় তবে জিলা ও শহরের আদালতে দিবার মুৎফরক্কা দরখাস্ত যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় সেইমত কাগজে ঐ আইন বিরুদ্ধ হওয়ার বেওরা বিশেষ করিয়া লিখিত আরজী যে আদালতহইতে ঐ নীলামের হুকুম হইয়া

থাকে নীলামের পরে এক মাসের মধ্যে সেই আদালতে উপস্থিত করা গেলে ঐ নীলাম অসিদ্ধ ও নিরর্থক করিতে এবং আইনানুসারে ঐ নীলাম পুনর্ব্বার করিবার হুকুম দিতে পারেন ও এমতং হইলে যে আদালতের হুকুমেতে নীলাম অসিদ্ধ হয় সেই আদালতের সাহেবের এ ক্ষমতাও আছে যে এই আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণে এমতং প্রকারের নিমিত্তে যেমনং হুকুম আছে সেইমত ঐ অসিদ্ধ হওয়া খরীদের টাকা সুদসুদ্ধা কি তাহাব্যতিরেকে ফিরিয়া দিবার হুকুম দেন্ ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

১৩৩। এই ধারানুসারে যে সরাসরী নিষ্পত্তি করা যায় তাহার উপর সরাসরী আপীল হইবার বিষয়ে যেং হুকুম চলন আছে তদনুসারে প্রবিন্স্যাল কোর্টে [এক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালতে] সরাসরী আপীল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

১৩৪। [১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৫ ধারানুসারে আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা যদি বেদাঁড়ামতে ভূমির নীলাম করেন্ তবে সেই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ যে সরাসরী মোকদ্দমা হয় তাহা যে আদালতের দ্বারা নীলামের হুকুম হইয়াছিল প্রথমতঃ সেই আদালতে উপস্থিত করিতে হইবেক এবং তাহা তথায় নিষ্পত্তি হইবেক ও সেই নিষ্পত্তির উপর নিয়মমতে আপীল হইতে পারে। যদি সেই নীলাম জজ সাহেবের হুকুমে হইয়া থাকে তবে জজ সাহেব সেই সরাসরী নালিশ প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনের নিকটে তজবীজ ও রিপোর্ট হওনার্থ অর্পণ করিতে পারেন্ অবশেষে আপনি তাহার বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন। ১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির গবর্ণমেণ্টের হুকুমের ৬ দফা।]

৭ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে নীলামহওয়া ভূমির উৎপন্ন টাকা বণ্টন করণ।

১৩৫। ভূমির নীলাম বিষয়ক যেং বিধি চলন আছে তাহা সদর আদালত পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া নীলামহওয়া সম্পত্তিতে যাহারদের স্বত্ব থাকনের বিষয় নীলামের পরে দৃষ্ট হয় তাহারদের স্বত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত হুকুম করিতেছেন যে ১৮২৫ সালের ৭ আইনানুসারে স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইলে ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ওজর করণের যে মিয়াদ ঐ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণে ও ৫ ধারার ১ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদ যাবৎ অতীত না হয় এবং সেই ভূমির দখল যাবৎ খরীদারকে না দেওয়া যায় তাবৎ ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা আমানৎ রাখিতে হইবেক। ১৮২৮ সালের ৬ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

১৩৬। সদর দেওয়ানী আদালত সম্প্রতি জ্ঞাত হইয়াছেন যে ১৮২৮ সালের ৬ জুন তারিখে উক্ত বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালত যে সরক্যুলর অর্ডর করিয়াছিলেন তাহা কোন এক জন জজ সাহেব না মানিয়া স্থাবর সম্পত্তি নীলামের উৎপন্ন টাকা দিলেন তাহাতে সদর আদালত ঐ অর্ডরের বিধির বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে জজ সাহেবকে হুকুম দিয়া জানাইলেন যে কোন জজ সাহেব যদি আইন এবং সদর আদালতের বিশেষ হুকুম না মানিয়া আপনার খাজানাখানাহইতে কোন টাকা দেন্ তবে তিনি তাহার দায়ী হইবেন। ১৮৩৬ সালের ২ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৩৭। উত্তর কালে এরূপ বেদাঁড়া কর্ম্ম না হয় এনিমিত্তে সদর আদালত এক রুবকারীর পাঠ জজ সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইয়া হুকুম করিতেছেন যে ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইলে প্রত্যেক মোকদ্দমার ভাবগতিক বুঝিয়া নীচের লিখিত পাঠানুসারে এক রুবকারী লিখিতে হইবেক।

যে পাঠানুসারে রুবকারী লিখিতে হইবেক তাহা।

ওজরদারের নানা ওজর উক্ত নানা কারণপ্রযুক্ত এই আদালতের বিবেচনায় অকারণ

অথবা প্রবঞ্চনামূলক বোধ হয়। অতএব হুকুম হইল যে ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৫ ধারানুসারে নীলাম বহাল হয় এবং এই রুবকারীর এক নকল কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান যায়। আরো হুকুম হইল যে নাজির ঐ খরীদকরা সম্পত্তির দখল খরীদারকে দেওয়াইয়া দেয় এবং খাজাঞ্চীর নিকটে এই মজমুনে এক পরওয়ানা পাঠান যায় যে তিনি ১৮২৮ সালের ৬ জুনের সরকুলর অর্ডরঅনুসারে ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা এই রুবকারীর তারিখঅবধি তিন মাস আমানৎ রাখেন্। তিন মাসের পর নাজির রিপোর্ট করিবেক যে খরীদার ঐ সম্পত্তির দখল পাইয়াছে কি না এবং তৎপরে টাকা দেওনের বিষয়ে আদালতহইতে চূড়ান্ত হুকুম হইবেক। ১৮৩৬ সালের ২ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৩৮। দেওয়ানী আদালতের হুকুমানুসারে নীলাম হইলে তাহার উপস্বত্ব লইয়া কার্য্যকরণের বিষয়ে এক্ষণে যে ব্যবহার চলিতেছে তাহা সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিলেন যে ১৮২৫ সালের ৭ আইনে লেখা আছে যে আদালতের ডিক্রীর যে টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে নীলামের হুকুম হয় সেই টাকার দায়ি জনের ঐ ভূম্যাদিতে যে স্বত্ব ও লাভ থাকে তাহার অতিরিক্ত ঐ নীলামের দ্বারা আর কিছু অর্পণ হইল না অতএব সরকারের সম্পর্কে ঐ নীলাম খোশখরীদের ন্যায় জ্ঞান করিতে হয় এবং যে মহালে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের স্বত্ব ও লাভ নীলাম হয় সেই মহালের সরকারের যে বাকী রাজস্ব পাওনা থাকে নীলামের মূল্যহইতে তাহা বাদ দেওয়া অনাবশ্যক এবং অনুচিত। যে ব্যক্তির বিষয়ে এই নীলামের হুকুম জারী হয় তাহার যখন সাধারণ অবিভক্ত মহালের নিয়মিত কোন অংশ থাকে তখন ঐরূপ ব্যবহার করা স্পষ্টতঃ অনুচিত এবং অযথার্থ। এবং সকল গতিকে এইরূপ কার্য্যকরা অনুচিত বোধ হয় যেহেতুক তাহাতে দুই স্বতন্ত্র২ কার্য্যের গোলমাল হয় এবং ভূমির উপর যে জমা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ ভূমি সরকারেতে নিবন্ধ আছে এই মূল বিধানের ব্যাঘাত হয়। ১৮৪১ সালের ১৫ অক্‌টোবরের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৩৯। অতএব বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে উক্ত ব্যবহার নিবৃত্ত হয় এবং কালেক্টর সাহেবকে এইমত হুকুম দেওয়া যায় যে আদালতের ডিক্রীক্রমে বা অন্য সেইরূপ দাওয়াক্রমে যে সকল গতিকে ভূমি নীলাম হয় সেই২ গতিকে তিনি অতিমনোযোগপূর্ব্বক সকল লোককে ইহা জ্ঞাত করেন্ যে ভূমি নীলামের নিয়ম এই যে ভূমির সাবেক মালিকের উপর যে সকল দায় ছিল তাহা খরীদারের উপর অর্শিবেক (১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১৫ ধারা দেখ) এবং ঐ মহালের উপর সরকারের যে দাওয়া থাকে তাহা ঐ নীলামের দ্বারা কিছু লোপ হইল না। ১৮৪১ সালের ১৫ অক্‌টোবরের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৪০। খরীদারকে সম্পত্তির দখল দেওয়াইবার প্রস্তাব হইলে পর যদি উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সম্পত্তির দখল লইতে স্বীকার না করে তবে নীলামের উৎপন্ন টাকা ডিক্রীদারকে দিতে হইবেক এবং সেই সম্পত্তির দখল না লওয়াতে খরীদারের যে অনিষ্ট হইবেক তাহা তাহাকে বুঝাইতে হইবেক। ৫৩২ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৮ ধারা।

ডিক্রী জারী করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের মিয়াদ।

[ডিক্রী জারী করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের মিয়াদের মূল বিধান এই।]

১৪১। জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বের কোন মোকদ্দমা না শুনেন্ এবং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিও না করেন্। এবং ১২ দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বের যে মোকদ্দমা হয় তাহার ফরিয়াদী যদি ঐ মিয়াদের মধ্যে সে

বিষয়ের দাওয়া সেই আসামীর উপর করিয়া থাকে কিম্বা সে আসামী সে দাওয়া যথার্থক্রমে দিতে চাহিয়া থাকে কিম্বা দিবার একরার করিয়া থাকে কিম্বা যে আদালতে সে মোকদ্দমার নালিশ হইতে পারে তথায় নালিশ করিয়া থাকে অথবা যে কারণ সে মোকদ্দমা যবেস্থবে থাকে কিম্বা সে ফরিয়াদীর বাল্যাবস্থাকারণ পূর্ব্বে নালিশ না করিতে পারিয়া থাকে কিম্বা অন্য কোন হেতুতে আপন দাওয়া বুঝিয়া না লইতে পারিয়া থাকে ইত্যাদি কোন বিশিষ্ট হেতু না দর্শাইতে পারে তবে সে মোকদ্দমাও আদালতে না শুনেন্ এবং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিও না করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৪ ধা।

১৪২। ঢাকার প্রবিন্স্যল আদালতের সাহেবেরদের জিজ্ঞাসা করাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে বারো বৎসর এবং ততোধিক কালপর্য্যন্ত ডিক্রী জারী না হইলে যদি ডিক্রীদার ডিক্রী জারী না করণের মনঃপ্রত্যয়ের কারণ দর্শায় এবং পক্ষান্তর ব্যক্তি কোন মাতবর ওজর করিতে না পারে তবে নূতন মোকদ্দমা না করিয়া কেবল দরখাস্তক্রমে সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে। ৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪৩। ডিক্রী হওনের সময়ে যদি তাহা জারী না হয় তথাপি ডিক্রীর তারিখের পর বারো বৎসরের মধ্যে দরখাস্ত করিলে তাহা জারী হইতে পারে কিন্তু জারী করণের পূর্ব্বে পক্ষান্তর ব্যক্তিকে এই হুকুম দিতে হইবেক যে তাহা জারী না হওনের কারণ থাকিলে তাহা দর্শায়। কিন্তু যদি ডিক্রীদার বারো বৎসরের মধ্যে তাহা জারী করণের দরখাস্ত না করে তবে বিলম্বের উপযুক্ত ও মাতবর কারণ না দর্শাইলে তাহার সেই দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে হইবেক না। ১৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৯ ধারা।

ডিক্রী জারী করণেতে কালেক্‌টর সাহেবের ও অন্যং আদালতের সাহায্য।

১৪৪। চলিত আইনানুসারে জিলা এবং শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে আপনারদিগের কি আপনারদিগের রেজিষ্টর সাহেব লোকের করা সকল ডিক্রীর নকল ও সকর কি নিষ্করুরূপে দখল করা ভূমির স্বত্বাধিকারের কি দখলের বিষয়ে উপরকার আদালতহইতে তাঁহারদিগের নিকটে পাঠান ডিক্রীসকলের নকল আপনং অধিকারের কালেক্‌টর সাহেবদিগের এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোকের নিকটে ঐং সাহেবদিগের সিরিশ্‌তার রেজিষ্টরী বহীতে তাহার যাহা লিখিতব্য তাহা লিখনের ও কর্ত্তব্য মতান্তর করণের নিমিত্তে পাঠান্ এক্ষণে তদতিরিক্ত দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগকে এই ধারাক্রমে এ ক্ষমতা অর্পণ করা যাইতেছে যে যদি তাঁহারদিগের ইহা বোধ হয় যে ঐ সকল ডিক্রীর মতাচরণে তাহার লিখিত বস্তুতে যাহারদিগকে দখল দেওয়াইতে হয় তাহারদিগকে দখল দেওয়ানদ্বারা হউক কি ওয়াসিলাতের হিসাব দুরস্ত করণদ্বারা কি আর কোন কার্য্য করণ দ্বারাই বা হউক তথাকার কালেক্‌টর সাহেবের সহায়তা পাইলে ঐং ডিক্রীর মতাচরণ অবিলম্বে ও সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে তবে ঐ সহায়তা করিবার নিমিত্তে কালেক্‌টর সাহেবদিগকে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৬ ধা।

১৪৫। সদর আদালত বোধ করেন্ যে ভূমির স্বত্ত্বাধিকারের অথবা দখলের বিষয়ের ডিক্রী হইলে দেওয়ানী আদালতের উচিত যে সেই ডিক্রী জারী করণেতে ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার বিধির অনুসারে যথাসাধ্য রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের সাহায্য লইয়া

কর্ম্ম করেন্ যেহেতুক তাহা হইলে ঐ প্রকার ডিক্রী অতিশীঘ্র ও যথার্থরূপে জারী হইবার সম্ভাবনা আছে। ১৮৩৭ সালের ৬ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৪৬। ১৮৩৪ সালের ২১ জুলাই তারিখে জুডিসিয়ল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীর পত্রের ৬ দফাতে এমত হুকুম হইল যে ডিক্রী জারীকরণের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেওয়ানী আদালতহইতে যে সকল হুকুম পাঠান যায় তাহার মধ্যে যে২ হুকুমের মতাচরণ কালেক্টর সাহেব না করেন্ তাহার এক ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ নীচের লিখিত পাঠানুসারে* কালেক্টর সাহেব যে কমিস্যনর সাহেবের অধীন থাকেন্ তাঁহার নিকটে জজ সাহেব পাঠাইবেন এবং যদি তৎপরে ঐ হুকুমের মতাচরণের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব পুনর্ব্বার অধিক বিলম্ব করেন্ এবং ঐ বিলম্বের মাতবর কারণ না দর্শাইতে পারেন্ তবে জজ সাহেবের উচিত যে তাহার এক রিপোর্ট সদর আদালতে পাঠান্। ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

১৪৭। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের প্রতি আরো হুকুম হইল যে তাঁহারা ডিক্রী জারীর সাহায্য করিতে অন্যান্য আদালতের প্রতি হুকুম দিলে পর যদি তাঁহারা সেইরূপ সাহায্য করিতে বিলম্ব করেন্ তবে জজ সাহেব তাহার এক রিপোর্ট করিবেন। এবং যদি প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফেরা আপন২ আদালতের কি অন্য আদালতের ডিক্রী জারী করণেতে বিলম্ব করেন্ এবং জিলা বা শহরের জজ সাহেবেরা সেই কর্ম্ম শীঘ্র করিতে উপদেশ দিলে যদি তাঁহারা সেই হুকুম না মানেন্ তবে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার রিপোর্ট সদর আদালতে করেন্। ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

* অমুক স্থানের দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা অমুক স্থানের কালেক্টর সাহেবকে ডিক্রী জারী করিতে যে২ হুকুম করিয়াছেন তাহার মধ্যে যে২ ডিক্রী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে সম্পূর্ণরূপে জারী না হইয়াছিল তাহার ত্রৈমাসিক রিপোর্ট।

উভয় পক্ষের নাম।	যে তারিখে হুকুম হয়।	ডিক্রীর হুকুমের মর্ম্ম।	কালেক্টর সাহেব যে কারণে তাহা জারী করেন্ নাই তাহা।	ঐ কারণের বিষয়ে জজ সাহেবের মত।
অমুক ফরিয়াদী। অমুক আসামী।	১৮৩৩ সাল ১০ জানুআরি।	রামপুর পরগনার মৌজা রামনগরে ১০০/ বিঘা ভূমির দখল ফরিয়াদীকে দেওয়ান।		
অমুক ফরিয়াদী। অমুক আসামী।	১৮৩৪ সাল ১০ জানুআরি।	আলমপুর পরগনার মৌজা আলমপুরে আসামীর ১১১/ বিঘা দশ বিশ্বা ভূমি নীলামকরণ।		

১৪৮। যদি সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির রকমওয়ারী কিম্বা মহালবিশেষে স্বতন্ত্রং সীমা নিরূপণহওয়া কোন হিস্যার উপর কাহারু হক্ অর্থাৎ স্বত্ব সাব্যস্ত হওনের ডিক্রী কোন আদালতহইতে হয় ও কালেক্টর সাহেবের নামে এই মজমুনে এক হুকুমনামা হয় যে ঐ জমীদারী কিম্বা তালুক অংশাংশ করেন ও সেই জমীদারীওগয়রহ্ সরকারের খাসতহসীলে অথবা ইজারাতে না থাকিলে অমুক অমুককে আদালতহইতে হওয়া ডিক্রীর মতে তাহারদিগের হিস্যাতে দখল দেওয়ান্ তবে সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত হুকুম দেওনের সময়ে এ বিষয়েরো হুকুম দেন্ যে ডিক্রীর লিখিত জমীদারী কি ভূমির হিস্যা বাঁটওয়ারা ও খারিজ করিবাতে ও তাহাতে দখল দেওয়াইবাতে ও সরকারের জমার ধার্য্য করিবাতে যে খরচপত্র হয় তাহা সমস্ত যে ব্যক্তি কিম্বা যাহারা ঐ হক্ অর্থাৎ স্বত্ব কবুল না রাখিয়া থাকে তাহারদিগের শিরে দেনা হইবেক কিন্তু যদি ঐ দাঁড়ার অন্য মতাচরণ করিবার কোন বিশিষ্ট হেতু জানা যায় তবে আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে ঐ খরচার টাকা ফরিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষের কিম্বা তাহারদিগের এক পক্ষের উপর মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে ন্যায় ও বিচার্য্যমতে যে সংখ্যায় হয় তাহা দেওনের হুকুম দেন্ ও আদালতের সাহেবদিগের ইহাও উচিত যে এই ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়ানুসারে যে সকল হুকুম দেন্ সে সমস্ত হুকুমের নকল কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত ও অবগত করণার্থে এই মজমুনে এক হুকুমনামার সহিত যে ডিক্রীমতে ঐ জমীদারী কিম্বা তালুক অংশাংশ করিয়া অমুক অমুককে তাহারদিগের হিস্যাতে দখল দেওয়ান্ ঐ কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৫ ধা।

১৪৯। জিলার ফৌজদারী আদালতে যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ আমীন হলফ অর্থাৎ দিব্যের অন্যথা কিছু নগদ কিম্বা জিনিস অথবা অপর বস্তু কোন অংশী কিম্বা তাহার পক্ষের কোন লোকের স্থানে স্পষ্টক্রমে কিম্বা চক্রান্তে আপনি লইয়াছে অথবা অন্যকে লইতে দিয়াছে তবে আপনি যাহা লইয়া থাকে কি অন্যেরে লইতে দিয়া থাকে তাহার সংখ্যা কিম্বা মূল্যের তিনগুন জরীমানা অর্থাৎ দণ্ড সরকারে দাখিল করাণ যাইবেক ও সে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ও এই প্রকরণের অনুসারে যে দাওয়া হয় তাহা ফৌজদারীর সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও কালেক্টর সাহেব সরকারী উকীলের মারফৎ এমত দাওয়ার ফরিয়াদী হইবেন কিন্তু এই প্রকরণানুসারে এ হুকুমও আছে যে ঐ আমীনের নামে দেওয়ানী আদালতেও নালিশ হইতে পারে ও দেওয়ানী আদালতে ঐ দাওয়া প্রমাণ হইলে সেই নগদ টাকা কিম্বা জিনিস যাহার স্থানে লইয়া থাকে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়ান যাইবেক এবং তাহার স্থানহইতে আদালতের খরচাও ফরিয়াদীকে দেওয়ান যাইবেক এবং সে যাবৎ ডিক্রীর টাকা না দেয় কিম্বা ঐ ডিক্রীর টাকা তাহার জিনিস বিক্রয়দ্বারা আদায় না হয় তাবৎ কয়েদ থাকিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।

১০ ধারা।

ডিক্রীদারের কসুর।

১৫০। যখন কোন ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী হইয়াছে অথবা যখন ডিক্রীদারের পক্ষে

যে ডিক্রী হয় তাহা জারী করণার্থ যথোচিত তদবীর না করাতে ঐ ডিক্রী নথীহইতে উঠান গিয়া রিকার্ড দফ্তরে রাখা যায় তখন ডিক্রী জারীবিষয়ক দরখাস্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

১৫১। যে মোকদ্দমায় ডিক্রীদার ডিক্রী জারীকরণের বিষয়ে মনোযোগ করে নাই অথবা ডিক্রী জারীকরণার্থ বিক্রয়ের যোগ্য সম্পত্তি দেখাইয়া দিতে পারে নাই সেই প্রকার মোকদ্দমা নথীতে রাখা অনাবশ্যক এবং তাহাতে অনেক বিঘ্ন হয়। যখন কোন ডিক্রী-দার আপন ডিক্রী জারীকরণের বিষয়ে ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত কিছু তদবীর না করে অথবা সেই ব্যক্তি যে সম্পত্তি দেখাইয়া দিয়াছিল তাহা নীলাম হইয়া যে ব্যক্তির প্রাপ্য তাহাকে তাহার উৎপন্ন টাকা দেওয়া গিয়াছে অথবা যখন অন্যান্য দাওয়াদারেরা ঐ সম্পত্তির বি-ষয়ে আপনারদের স্বত্ব সাব্যস্ত করাতে ঐ সম্পত্তির ক্রোক খালাস হইয়াছে তখন ঐ ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা নথীহইতে উঠাইয়া দিতে হইবেক। তৎপরে যদি ডিক্রীদার পুনর্ব্বার দরখাস্ত করে তবে সেই মোকদ্দমা ডিক্রী জারীর নূতন অথবা পুনরুত্থাপিতহওয়া মোকদ্দ-মার ন্যায় নথীর শামিল করা যাইবেক এবং যে তারিখে তাহা আদালতে পুনর্ব্বার গ্রাহ্য হয় তাহাই তাহার তারিখ হইবেক এবং প্রথম দরখাস্ত করণের তারিখ তাহাতে থাকি-বেক না। এবং নথীতে থাকনের কাল পুনর্ব্বার নথীর শামিল করণের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক। ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

১১ ধারা।

নীলামের উৎপন্ন টাকা পাইতে ডিক্রীদারেরদের বিশেষ২ অধিকার।

১৫২। অধীনস্থ আদালতের ডিক্রী জারী করণের নিমিত্ত যে নীলাম হয় তাহার উৎ-পন্নের অংশ পাইবার নিমিত্ত ডিক্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পরস্পর যে দাওয়া উপস্থিত করে তাহা যে আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইহার রীতি নির্ণয় করণের নিমিত্ত সদর আদালতের আজ্ঞাক্রমে নীচের লিখিত যে বিধান আদালতের ব্যবহারের দ্বারা স্থাপন হইয়াছে তাহা জজ এবং এদেশীয় বিচারকেরদের বিজ্ঞাপন ও কার্য্যসাধনের নিমিত্তে তোমাকে জ্ঞাপন করিতেছি। ১৮৪০ সালের ২০ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৫৩। আদালতের ডিক্রী জারীকরণার্থ সম্পত্তির নীলাম হইলে তাহার উৎপন্নের অংশ পাইবার যত দাওয়া হয় তাহা যে আদালতের হুকুমের দ্বারা নীলাম হয় সেই আ-দালতের ডিক্রী হউক কি অন্য আদালতের ডিক্রী হউক সেই আদালতে প্রথমতঃ উপস্থিত ও নিষ্পত্তি হইবেক। এবং সেই আদালত ডিক্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যে ব্যক্তিকে অন্যের অগ্রে পাইবার যোগ্য বোধ করেন্ তাহার পক্ষে হুকুম দিবেন এবং যে ব্যক্তি ঐ হুকুমেতে সম্মত না হয় সে জজ সাহেবের নিকটে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের শুনি-বার যোগ্য হইলে তথায় আপীলের দ্বারা প্রতিকার পাইবার চেষ্টা করিবেক কিন্তু উপ-রিস্থ আদালতে এই বিষয় রীতিমতে আপীলের দ্বারা উপস্থিত না হইলে ঐ আদালত এই প্রকার বিষয়ের নিষ্পত্তিকরণার্থ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন্ না। ১৮৪০ সালের ২০ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৫৪। ডিক্রী জারীর উৎপন্ন যে২ টাকা আদালতে আমানৎ হয় তাহা প্রত্যেক দাওয়া পরিশোধ করণার্থ অকুলান হইলে সেই২ টাকা আদালতের নানা ডিক্রীর দাওয়া পরি-শোধ করণেতে যেরূপে বিলি হইতেছে তাহার বিষয়ে নানা আদালতে বিবিধ মত ও বিবিধ ব্যবহার হইতেছে তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালত কলিকাতাস্থ সদর আদালতের সাহেবেরদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিলেন যে কলিকাতার সদর আদালতের আজ্ঞাক্রমে যে ব্যবহার হইতেছে তাহা আমরা ইহা বোধ করি অর্থাৎ যে ডিক্রীতে আগে-কার তারিখ থাকে তাহা আগে পরিশোধ হইবেক না কিন্তু যে সকল ডিক্রীক্রমে ক্রোকের হুকুম হইয়াছে সেই সকল ডিক্রী যদি আমানৎহওয়া টাকা বিলি করণের পূর্ব্বের তারিখ

হইয়া থাকে তবে প্রত্যেক ডিক্রীদার অংশাংশিমতে টাকা পাইতে পারে। কিন্তু যদি কোন বিশেষ দাওয়ার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল তবে সেই দাওয়া প্রথমে পরিশোধ হইবেক। তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত লিখিলেন যে আদালতের মধ্যে সামান্যত এইরূপ ব্যবহার চলিতেছে। ৯৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫৫। কলিকাতাস্থ ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে যে সকল ডিক্রীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করণের হুকুম হইয়াছে যদি টাকা বিলি করণের পূর্ব্বের তারিখ সেই ডিক্রীতে থাকে তবে তাহার ডিক্রীদার জনাজাত অংশাংশিমতে ডিক্রীর টাকা পাইবেক কিন্তু যদ্যপি ডিক্রীর সম্পত্তি অগ্রে প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল তবে সেই বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তির দাওয়া অন্যান্য দাওয়াদারেরদের অগ্রে পরিশোধ করিতে হইবেক। ১০৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে আমীনেরা যে সম্পত্তি নীলাম করেন্ তাহার মূল্য যে মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক তাহা।

১৫৬। ডিক্রী জারীক্রমে আমীনেরা যে সম্পত্তি বিক্রয় করে তাহার মূল্য খরীদারের দাখিল করণের কোন বিশেষ মিয়াদ আইনে নির্দ্দিষ্ট নাই। অতএব বাঙ্গলাপ্রভৃতি ও উত্তর পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে আমীনেরদের দ্বারা যে নীলাম হয় তাহার ইশ্‌তিহারনামাতে নীচের লিখিত কথা লেখা যাইবেক। ১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৫৭। নীলামে সম্পত্তি খরীদ করণের সময়ে খরীদার যে মুল্যেতে তাহা ক্রয় করে তাহার উপর শতকরা ১০৲ দশ টাকা করিয়া বায়নাস্বরূপ আমানৎ করিবেক এবং যদি তাহা না করে তবে ঐ সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় হইবেক। ১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৫৮। স্থাবর সম্পত্তির নীলাম হইলে খরীদার তাহার মুল্যের সমুদয় টাকা নীলামের দিবসের পর ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করিবেক তাহা দিতে ক্রটি করিলে তাহার বায়নার টাকা জব্দ হইবেক। এবং ঐ সম্পত্তি প্রথম খরীদারের ঝুঁকীতে পুনর্ব্বার নীলাম হইবেক ঐ দ্বিতীয় নীলামেতে যদি তাহার ডাকঅপেক্ষা অধিক ডাক হয় তবে প্রথম খরীদার সেই অধিক টাকা পাইবেক না যদি কম হয় তবে তাহার নিশা করিবেক। ১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৫৯। অস্থাবর সম্পত্তির মুল্যের সমুদয় টাকা নীলামের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এবং ঐ সম্পত্তি খরীদারকে দেওনের পূর্ব্বে দিতে হইবেক যদি খরীদার তাহা না দেয় তবে উপরের বিধানমতে তাহার দণ্ড হইবেক। ১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৬০। নীলাম যদি সিদ্ধ না করা যায় তবে বায়নার যে টাকা জব্দ হইয়াছিল তাহাহইতে ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকার উপর আমীনের রসুম বাদ দিয়া বাকী টাকা ডিক্রীদারের নিমিত্তে সম্পত্তির মালিকের নামে জমা হইবেক। ১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ৫ দফা।

১৩ ধারা।

মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের দ্বারা ডিক্রী জারী করণ।

১৬১। যে সকল ডিক্রী প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে হইবেক তাহা জিলা ও শহরের জজ সাহেবের করা ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে যে

সকল সামান্য হুকুম আছে তদনুসারে ঐ প্রধান সদর আমীনের দ্বারা জারী হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত বিষয় সকলে [অর্থাৎ ৫০০০৲ টাকার ন্যূন মূল্যের মোকদ্দমায়] প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর প্রথমতঃ জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল ও খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২২ ধা।

১৬২। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১১ ধারা রদ হইল ও ঐ সালের ৫ আইনের ২২ ধারায় প্রধান সদর আমীনদিগকে আপনারদিগের করা ডিক্রী জারী করিবার যে হুকুম দেওয়া গিয়াছে ঐ হুকুম ঐ আইনানুসারে নিযুক্ত মুনসেফ ও সদর আমীনের উপরও খাটিবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে দেওয়ানী বিষয়ি কোন হুকুমনামা জারী করণের অর্থে ঐ কার্য্যকারকেরা উক্ত হুকুমক্রমে আপনং ক্ষমতায় কোন আসামীকে কয়েদ করিবার হুকুম দিতে পারিবেন না ঐ প্রকার কয়েদ করণের হুকুম দেওনের আবশ্যক হইলে যে কার্য্যকারকের দ্বারা আসামী গ্রেফ্তার হইয়া থাকে ঐ কার্য্যকারক তাহাকে কয়েদ রাখণের নিমিত্তে যে খোরাকী আমানৎ হইয়া থাকে তাহাসমেত জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং জিলা বা শহরের জজ সাহেব তাহাকে কয়েদ না করিবার কোন হেতু দেখা যাওনব্যতিরেকে আপন আমলার দ্বারা তাহাকে জেলখানায় কয়েদ করিবার হুকুম দিবেন ঐং গতিকে মুনসেফ বা সদর আমীনের করা হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা বা শহরের জজ সাহেব যে হুকুম করিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৭ ধা।

১৬৩। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে মুনসেফেরদের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে তাঁহারদের নিকটে যে দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহা এবং তাঁহারদের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার ওকালৎনামা শাদা কাগজে লিখিতে হইবেক। ৭৯৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১৬৪। আলাহাবাদের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ডিক্রী জারী করণার্থ সম্পত্তি নীলাম বা হস্তান্তর করণবিষয়ে যাহারা ওজর করে তাহারা সেই বিষয়ের দরখাস্ত মুনসেফের আদালতে শাদা কাগজে করিতে পারে। ১২৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬৫। মুনসেফেরা কোন আসামীর সম্পত্তি বিক্রয় করণার্থ আপনারদের সিরিশ্তার কোন আমলাকে পাঠাইতে পারেন্। ১০৫০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ডিক্রী জারী করণার্থ যে লাখেরাজ ভূমি ক্রোক হয় তাহা কাহার দখলে আছে এ বিষয়ের অন্যান্য বিচারকেরা যেরূপ বিচার করিতে পারেন্ সেইরূপ মুনসেফেরদের করিবার ক্ষমতা আছে। ৭৯৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

১৬৭। বীরভূমের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে উভয় সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে মুনসেফেরদের ডিক্রী জারীক্রমে ক্রোকহওয়া লাখেরাজ ভূমির উপর দাওয়া হইলে সেই দাওয়ার নিষ্পত্তি করিতে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারানুসারে মুনসেফেরদের প্রতি নিষেধ নাই। ১০৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬৮। বিধান হইল যে বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত জাবেতামত মোকদ্দমা হইলে মুনসেফেরা যে ডিক্রী করেন্ তাহা জারী করণার্থ সম্পত্তি বিক্রয় করিতে মুনসেফেরদের যে ক্ষমতা ছিল তাহা ১৮৩৯ সালের ১ আইনের দ্বারা রহিত হয় নাই। ১২১৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬৯। মুনসেফেরদের ডিক্রী অন্যান্য আদালতের ডিক্রীর মত জারী হইবেক অর্থাৎ সেই ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদি আপীল আদালত তাহা স্থগিত করিতে হুকুম না দেন্ তবে ঐ ডিক্রী জারী করিতে হইবেক কেবল আপেলান্টের আপীল করাতে ডিক্রী জারী স্থগিত হইতে পারে না। ১৮৩৫ সালের ৬ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

১৭০। উক্ত [১৬৯ নম্বরী] সরকুলর অর্ডরের বিধি প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাঁহারদের আদালতের সকল মোকদ্দমার ডিক্রী আপীল আদালত জারী স্থগিত করণের হুকুম না দিলে ডিক্রী জারী স্থগিত হইবেক না। এবং যদ্যপি যথার্থমতে ঐ হুকুম প্রতিপালন হয় তবে আপীলের দরখাস্ত শুনিতে কিছু বিলম্ব হইলে আপেলান্ট অন্যায়মতে আপনার উপকারের নিমিত্ত কিছু করিতে পারে না। ১৮৩৯ সালের ২৩ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৭১। অধস্থ আদালতে ডিক্রী হইলে এবং জজ সাহেব রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব করণের পর সেই ডিক্রী বহাল রাখিলে ঐ ডিক্রী জজ সাহেবের আদালতের ডিক্রীর ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং জজ সাহেবের আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ যে বিধি চলন আছে সেই বিধির অনুসারে তাহা জারী করিতে হইবেক। ৮৬১ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১৭২। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণানুসারে যদি রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী আপীল আদালতে বহাল রাখা যায় অথবা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হয় তবে ঐ আপীল ডিসমিস অথবা ঐ ডিক্রী বহাল হওনের সম্বাদ ঐ অধস্থ আদালতে দিতে হইবেক এবং ঐ ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত যে আদালতে আসল ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে করিতে হইবেক এবং কোন আপীল না হইলে তাহা যে রূপে জারী হইত সেইরূপে ঐ আদালত তাহা জারী করিবেন। কিন্তু যদি রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব করা যায় এবং মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া আপীলের নিষ্পত্তি হয় তবে আপীল আদালতে ঐ ডিক্রী জারী করণার্থ দরখাস্ত করিতে হইবেক এবং ঐ আদালতের দ্বারা তাহা জারী হইবেক। ১৮৩৪ সালের ২২ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ৫ দফা।

১৭৩। যে মুনসেফ ডিক্রী করেন্ যদি আসামী সেই মুনসেফের এলাকাছাড়া অন্য মুনসেফের এলাকায় বাস করে অথবা ঐ ডিক্রী জারী করণার্থ যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হয় তাহা যদি অন্য মুনসেফের এলাকার মধ্যে থাকে তবে যে মুনসেফের এলাকায় আসামী কি দ্রব্য থাকে জজ সাহেব ঐ ডিক্রী জারী করণের ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিবেন। ৭০১ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

[এই অধ্যায়ের ৩০ নম্বরী বিধি দেখ।]

১৭৪। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারাতে হুকুম আছে যে "যে সকল ডিক্রী প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে হইবেক তাহা জিলা ও শহরের জজ সাহেবের করা ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে যে সকল সামান্য হুকুম আছে তদনুসারে ঐ প্রধান সদর আমীনের দ্বারা জারী হইবেক" সেই ধারা দৃষ্টে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদিগকে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে আপন২ ডিক্রী জারী করণের ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তাঁহারা জজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া ঐ ধারার লিখিত বিশেষ বিধিতে দৃষ্টি রাখিয়া আপন২ আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ দরখাস্ত লইতে এবং তাহার বিষয়ে হুকুম করিতে পারেন্। ১৮৩৩ সালের ১ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৬ দফা।

১৭৫। ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা আপন২ ডিক্রী জারী করিতে পারেন্ অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে সাধ্যপর্য্যন্ত সেই কর্ম্মের সমুদায় ভার তাঁহারদের হাতে রাখা অতিকর্ত্তব্য। এইপ্রযুক্ত সদর আদালত

বিধান করিতেছেন যে বিশেষ কারণপ্রযুক্ত জিলা ও শহরের জজ সাহেবয দি সেই ডিক্রী আপনি জারী করিতে উচিত না বুঝেন্ তবে ঐ সদর আমীন ও মুনসেফেরদের ডিক্রী জারী করণেতে হস্তক্ষেপ করিবেন না কেবল তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীল লইয়া বিচার করিবেন। যেহেতুক এমত মোকদ্দমায় অধস্থ আদালতের হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহা চূড়ান্ত। কিন্তু যদ্যপি জজ সাহেব আদৌ সেই ডিক্রী জারী করণের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন্ তবে যে ব্যক্তি তাঁহার হুকুমে নারাজ হয় সেই ব্যক্তির সদর আদালতে আপীল করিতে হইবেক এবং তাহা হইলে ঐ প্রকার ক্ষুদ্র২ বিষয়ে সদর আদালতের মিথ্যা সময় হরণ হয়। ১৮৩৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৭৬। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারাতে প্রধান সদর আমীনেরদের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে যে হুকুম আছে তাহা ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে সকল সদর আমীন ও মুনসেফের বিষয়ে খাটে। ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারাতে বিশেষ হুকুম আছে যে প্রধান সদর আমীনের আদালতে যে সকল ডিক্রী হয় তাহা ঐ আদালতের দ্বারা নিয়ত ও অবর্জনীয়রূপে জারী হইবেক। অতএব সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের বিধির অনুসারে যে মুনসেফেরা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদের ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত জিলা ও শহরের জজ সাহেব আপনার ক্ষমতাক্রমে প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন্ না এবং মুনসেফের করা সকল ডিক্রী আইনমতে তাঁহারদের দ্বারা জারী হইবেক। যে গতিকে আইনমতে মুনসেফ কোন জাবেতামত মোকদ্দমা শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ না কেবল এমত গতিকে ঐ মুনসেফ সেই মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিতে পারেন্ না। ১২২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭৭। কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে ওয়াসিলাৎ কিম্বা সুদ অথবা উভয় বিবাদির বিরোধি অন্য কোন বিষয়ে ডিক্রী জারী করণ সময়ে যে কোন হুকুম দেওয়া যায় তাহা ডিক্রীকরণিয়া আদালত যে বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়াছেন ঐ বিষয় সম্পর্কে সেই আদালতের অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ আবশ্যক হুকুম এমত জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তাহা নূতন মোকদ্দমার কারণ জ্ঞান করিতে হইবেক না। ১১২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭৮। ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ১ ও ৪ ধারার বিধির অনুসারে যে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হয় সেই প্রকার মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীল যে রূপে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হয় সেইরূপে ঐ প্রকার মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করণেতে যে সকল হুকুম প্রধান সদর আমীন করেন্ তাহার উপর আপীল ঐ আদালতেও করিতে হইবেক। ১৮৩৮ সালের ৫ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৭৯। মুনসেফ ও সদর আমীন এবং প্রধান সদর আমীনেরদের আদালতে উপস্থিত হওয়া জাবেতামত মোকদ্দমার যে রোয়দাদী কাগজপত্র মাসে২ পাঠাইতে হয় তাহার সঙ্গে পূর্ব্ব মাসে তাঁহারা যে সকল ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা এবং মুৎফরক্কা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার রোয়দাদও জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। কিন্তু ঐ মাসের মধ্যে ডিক্রী জারী করণের যে মোকদ্দমা নথীহইতে উঠান গিয়াছে এবং রোয়দাদ পাঠাওনের তারিখের পূর্ব্বে তাহা জারী করণের নিমিত্ত নূতন দরখাস্ত হইয়াছে সেই প্রকার মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠাইবেন না কিন্তু ঐ রোয়দাদের বদলে নথীহইতে মোকদ্দমা উঠাওনের হুকুমের নকল এবং ডিক্রী জারী করণের পুনর্ব্বার যে দরখাস্ত দেওয়া গিয়াছে তাহার নকল এবং ঐ দরখাস্তক্রমে তাঁহারা যাহা২ করিয়াছেন তাহার কৈফিয়ৎ পাঠাইবেন। ১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১০ দফা।

১৪ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে মুনসেফেরা যে টাকা পান্ তাহা রাখণ ও দেওন।

১৮০। ডিক্রী জারী করণের বাবৎ মুনসেফেরা যে সকল টাকা পান্ ও যে সকল টাকা দেন্ নীচের লিখিত পাঠানুসারে তাহার এক হিসাব রাখিবেন। ঐ হিসাব এক বহীর মধ্যে লিখিতে হইবেক এবং যত উত্তম ও শক্ত কাগজ পাওয়া যায় তাহাতে ঐ বহী করিয়া উপযুক্তমতে জেলদ করিবেন। ঐ বহীর মধ্যে কোন জমাখরচ লিখনের পূর্ব্বে মুনসেফের উচিত যে ঐ বহীর প্রত্যেক সফাতে নম্বর দিয়া জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান্ এবং তাহাতে যত পৃষ্ঠা থাকে তাহা ঐ বহীতে জজ সাহেব লিখিয়া মুনসেফের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবেন। টাকার জমা খরচের ঐ প্রকার রেজিষ্টরী বহী সমাপ্ত হইলে তাহা মুনসেফ জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং জজ সাহেব তাহা আপন সিরিশ্তায় রাখিবেন। ১৮৩৩ সালের ৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৮১। কোন টাকা মুনসেফের আদালতে দাখিল হইলে তাঁহার উচিত যে সাধ্যপর্য্যন্ত ঐ টাকা যে ব্যক্তির প্রাপ্য তাহাকে অগৌণে দেন্। যদ্যপি সেই ব্যক্তি অথবা তাহার মোখ্তার হাজির না থাকে তবে নিকটস্থ থানার আমলার দ্বারা ঐ টাকা জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হয়। মুনসেফের আদালতে যে টাকা দাখিল হয় তাহা অধিক কাল আপনার নিকটে রাখিবার কিছু আবশ্যক নাই। টাকার জমাখরচের হিসাব মাসে২ সমাপ্ত করিতে হয় এবং প্রতিমাসে যত টাকা পাওয়া গিয়াছে ও যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহার এক খোলাসা ঐ রেজিষ্টরী বহীহইতে লিখিয়া জজ সাহেবের দৃষ্টি করণার্থ এবং সিরিশ্তায় থাকিবার নিমিত্ত তাঁহার কাছারীতে পাঠাইতে হয়। জজ সাহেবের উচিত যে ঐ খোলাসায় দৃষ্টি করেন্ এবং তাহাতে যদি কোন বেদাঁড়া দেখা যায় তবে উচিত বোধ হইলে তাহা বুঝাইয়া দিতে মুনসেফকে হুকুম দেন্। ১৮৩৩ সালের ৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৮২। যে মুনসেফেরদের কাছারী জিলার জজ সাহেবের আদালতের নিকটে অথবা কএক ক্রোশমাত্র দূরে থাকে সেই মুনসেফেরদের এইক্ষণে টাকা দেওনের বিষয়ে যে ব্যবহার চলিতেছে তাহাতে প্রায় কোন ফেরফার করণের আবশ্যক দৃষ্ট হয় না তদ্বিষয়ে কেবল এইমাত্র বিশেষ করিতে হইবেক যে ডিক্রীদার টাকা পাইবার নিমিত্ত একেবারে মুনসেফের নিকটে দরখাস্ত দিবেক এবং মুনসেফ আপন আদালতে টাকা পাঠাইতে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন তাহা হইলে জজ সাহেবের নিকটে ডিক্রীদারের কোন দরখাস্ত করণের আবশ্যক থাকিবেক না। ১৮৩৯ সালের ২২ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৫ ধারা।

জিলার আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদকরণ।

১৮৩। তৎপরে আদালত তাহার ভূম্যাদি সকল বস্তু নীলামে বিক্রয় করিয়া কিম্বা তাহাকে কয়েদ রাখিয়া বরং যদি জজ সাহেব আবশ্যক জানেন্ তবে তাঁহার সাধ্য আছে যে তাহার সকল বস্তুও নীলাম করিয়া এবং তাহাকেও কয়েদ রাখিয়া ডিক্রী জারী করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

১৮৪। যদি দেওয়ানী আসামী জেলখানাহইতে পলায়নপ্রযুক্ত ফৌজদারী হুকুমক্রমে তাহার পায়ে বেড়ি দিবার হুকুম হয় নাই তবে তাহার পায়ে বেড়ি দেওয়া যাইতে পারে না অর্থাৎ দেওয়ানী আসামী জেলখানাহইতে পলাইতে না পারে কেবল এই নিমিত্ত তাহার পায়ে বেড়ি দেওয়া যাইতে পারে না। ৬২৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮৫। ময়মনসিংহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে কোন আসা-

মী ফৌজদারী হুকুমক্রমে কয়েদ থাকনের সময়ে দেওয়ানী বিষয়ে তাহাকে গ্রেপ্তার করণের হুকুম হইলে দেওয়ানী আদালত মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এইমত হুকুম করিতে পারেন্ না যে ঐ আসামীর কয়েদের মিয়াদ অতীত হইলে তাহাকে সোপর্দ্দ করেন্ কিন্তু সেই আসামী খালাস হইলে পর নিয়মিত দাঁড়াক্রমে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবেক। ১২৭৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮৬। আদালতের ডিক্রী জারী করণেতে যে আসামী কয়েদ হয় তাহাকে খালাস করণের বিষয়ে আইনমতে দেওয়ানী আদালতের কেবল এই ক্ষমতা আছে যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে কয়েদী ব্যক্তি যদি ঐ আইনের নির্দ্দিষ্টমতে আপনার যোত্রহীনতার প্রমাণ দেয় তবে তাহাকে খালাস করেন্। যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে আসামী কয়েদ হইয়াছে সেই ব্যক্তির সম্মতি না হইলে জজ সাহেব দেওয়ানী সম্পর্কীয় কোন আসামীকে পীড়াপ্রযুক্ত খালাস করিতে পারেন্ না। ১১১৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে দেওয়ানীসম্পর্কীয় কোন আসামী এক বৎসরের অধিক কয়েদ থাকিলে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের উচিত যে তাহার কয়েদ থাকনের কারণ সংক্ষেপে লিখিয়া সদর আদালতে জানান্। ১৮৩৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৮৮। দেওয়ানী হুকুমক্রমে দেওয়ানী জেলখানায় যে ব্যক্তিরা কয়েদ থাকে তাহারদের উপর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিপর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব আছে এ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও জিলার জজ সাহেবের মধ্যে বিরোধ হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ কয়েদী ব্যক্তিরদের সঙ্গে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোন কথাবার্ত্তা কহনের আবশ্যক হইলে কেবল জজ সাহেবের দ্বারা তাহা করিতে হইবেক এমত হুকুম দেওনের কোন ক্ষমতা ১৮২৬ সালের ৩ আইনের বিধির দ্বারা জজ সাহেবের প্রতি অর্পণ হয় নাই। ১০২১ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

১৮৯। কিন্তু সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ঐ আইনের ৬ ধারানুসারে ঐ কয়েদীরদের সঙ্গে জজ সাহেবের কোন কথা কহিতে হইলে তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি না লইয়া তাহা করিতে পারেন। ১০২১ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১৬ ধারা।

মুনসেফ কি সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী জারীক্রমে আসামীকে কয়েদ করণ।

১৯০। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১১ ধারা রদ হইল ও ঐ সালের ৫ আইনের ২২ ধারায় প্রধান সদর আমীনদিগকে আপনারদিগের করা ডিক্রী জারী করিবার যে হুকুম দেওয়া গিয়াছে ঐ হুকুম ঐ আইনানুসারে নিযুক্ত মুনসেফ ও সদর আমীনের উপরও খাটিবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে দেওয়ানী বিষয়ি কোন হুকুমনামা জারী করণের অর্থে ঐ কার্য্যকারকেরা উক্ত হুকুমক্রমে আপন২ ক্ষমতায় কোন আসামীকে কয়েদ করিবার হুকুম দিতে পারিবেন না ঐ প্রকার কয়েদ করণের হুকুম দেওনের আবশ্যক হইলে যে কার্য্যকারকের দ্বারা আসামী গ্রেপ্তার হইয়া থাকে ঐ কার্য্যকারক তাহাকে কয়েদ রাখণের নিমিত্তে যে খোরাকী আমানৎ হইয়া থাকে তাহাসমেত জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং জিলা বা শহরের জজ সাহেব তাহাকে কয়েদ না করিবার কোন হেতু দেখা যাওনব্যতিরেকে আপন আমলার দ্বারা তাহাকে জেলখানায় কয়েদ করিবার হুকুম দিবেন ঐ২ গতিকে

মুনসেফ বা সদর আমীনের করা হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা বা শহ-রের জজ সাহেব যে হুকুম করিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৭ ধা।

১৯১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার বিধি প্রধান সদর আমীন ও মুনসেফেরদের বিষয়ে খাটিবেক এমত অভিপ্রায় ছিল অতএব জজ সাহেবের অনুমতি না লইয়া প্রধান সদর আমীন কোন আসামীকে কয়েদ করিতে পারেন্ না। ৯৪৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯২। অল্প কাল হইল এক জন প্রধান সদর আমীন আপন আদালতে ৫০০০ টাকার উর্দ্ধ এক মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করণার্থ ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার বিধানানুসারে আসামীকে জেলখানায় কয়েদ করিবার নিমিত্তে এক পত্র জজ সাহেবের আদালতে প্রেরণ করিলেন। জজ সাহেব ঐ আসামীকে প্রধান সদর আমীনের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইয়া আপনার এই অভিপ্রায় লিখিলেন যে ৫০০০ টাকার উর্দ্ধ কোন মোক-দ্দমার সহিত আমার এলাকা নাহি। অতএব তোমার নিকটে নীচের লিখিতব্য বিধান পাঠাইতে আমি আজ্ঞা পাইয়াছি। আলাহাবাদ ও কলিকাতার সদর আদালতের অধি-কাংশ জজ সাহেবেরদের মত হইয়াছে যে কোন মোকদ্দমার বিষয়ে জজ সাহেবের যে হুকুম দেওনের ক্ষমতা আছে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীনেরও সেইরূপ হুকুম দেওনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে কিন্তু তাঁহার হুকুমের উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে। অতএব ৫০০০ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় তিনি আসা-মীকে কয়েদ করিবার হুকুমও দিতে পারেন্। এবং প্রধান সদর আমীনের লিখনানুসারে জজ সাহেব ঐ আসামীকে কয়েদ করিতে অথবা খালাস করিতে দেওয়ানী জেল রক্ষককে হুকুম দিতে পারিবার নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমায় জজ সাহেবের কর্ত্তৃত্ব যে থাকে ইহার আব-শ্যক নাই এমত গতিকে জজ সাহেবের এইমাত্র কর্ত্তব্য যে তিনি সেইরূপ পরওয়ানা দেন্ এবং ১৮৩৩ সালের ৪ জানুআরি তারিখের ৭৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে রাজস্বসম্পর্কীয় হুকুমানুসারে আসামীদিগকে জেলখানায় স্থান দিবার যেরূপ জেল-খানা রক্ষকের প্রতি হুকুম ছিল সেইরূপে এই গতিকে জেলখানা রক্ষক আসামীকে কয়েদ বা খালাস করিবেন। ঐ সরকুলর অর্ডরেতে কালেক্টর সাহেবেরদের প্রতি আপন২ বাকীদার আসামীদিগকে কয়েদ অথবা খালাস করণ বিষয়ে আপনারদের হুকুম পাঠা-ইতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল। ১৮৪০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৯৩। ঢাকা জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে লিখিলেন যে এই জিলার যে ভাগ ফরিদপুরের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন আছে সেই ভাগে নিযুক্ত প্রধান সদর আমীন ও মুনসেফেরদের হুকুমক্রমে ডিক্রী জারী করণেতে যে ব্যক্তিরা গ্রেপ্তার হয় তাহারদের বিষয়ে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার বিধির মতাচরণ অবিকল করিলে অনেক ক্লেশ ও শঙ্কা হইতে পারে। অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে আসামীরা যদ্যপি ঢাকায় প্রেরিত হইতে না চাহে তবে প্রধান সদর আমীন ও মুনসেফেরা ফরিদপুরের দেওয়ানী জেল-খানায় কয়েদ হওনার্থ কোন ব্যক্তিকে তথাকার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাই-লে যদি ঐ বিচারকেরা সেই সময়ে ঢাকার জজ সাহেবের নিকটে সেই সকল বৃত্তান্তের রি-পোর্ট করেন্ এবং জজ সাহেব যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ করেন্ সেইমত ঐ হুকুম অন্য-থা বা বহাল রাখেন্ তবে আইনের হুকুম যথোচিত প্রতিপালন হয়। এবং গবর্ণমেন্টের ইহাতে যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে ঢাকার জজ সাহেবকে সেইমত কার্য্য করিতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম দিতে চাহেন্। তাহাতে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত বৈস-প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে কহিলেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহে-বেরা এমত হুকুম দিতে পারেন্। ১৮৩৪ সালের ২১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

[অন্যান্য যে আদালত এইমতে অতিদূর স্থানে থাকে তাহার বিষয়েও এই বিধি খাটি-বেক।]

১৭ ধারা।

দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদীরদের খোরাকী টাকা।

১৯৪। ডিক্রী জারীপ্রযুক্ত কিম্বা দেওয়ানী আদালতের অন্য হুকুমানুসারে যে সকল লোক কয়েদ হয় তাহারদের খোরাকী টাকা আদায় করণসম্পর্কীয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারা যাহা ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ২ ধারামতে বারাণস দেশে চলন হইয়াছে এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১০ ধারা যাহা দত্ত দেশে পুনর্ব্বার চলন হইয়াছে ঐ ঐ ধারার লিখিত কোন২ কথা কিম্বা চলিত অন্য কোন আইনের ধারার কোন২ হুকুম শুধরণের নিমিত্তে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে ফরিয়াদী কোন ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্তে দরখাস্ত করিলে ও তাহা প্রাপণযোগ্য হইলে যে আসামীর উপর গ্রেফ্তারীর হুকুম জারী হইবেক গ্রেফ্তারীর খরচাব্যতিরেকে তাহার কয়েদ হওনের দিনাবধি ৩০ দিনের খোরাকী উপযুক্ত টাকা পূর্ব্বে আমানৎ না করিলে তাহাকে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতহইতে কোন হুকুম জারী হইবেক না এবং ঐ ৩০ ত্রিশ দিন গত হইলে আগামি ৩০ ত্রিশ দিনের খোরাকী টাকা আমানৎ রাখিবেক এইরূপে তাহার খালাস না হওয়াপর্য্যন্ত আমানৎ করিবেক।—১৮৩০ সা। ৬ আ। ২ ধা।

১৯৫। জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে গ্রেফ্তারীর হুকুম জারী করণসময়ে তাহার খোরাকী টাকার পরিমাণ নিরূপণ করেন্ কিন্তু যদি তাহার পর ঐ নিরূপিত টাকার কিছু পরিবর্ত্ত করিতে কোন প্রবল কারণ দেখা যায় তবে তাহা করা যাইবেক এবং পূর্ব্বের চলিত আইনানুসারে নিরূপণ হইবেক অর্থাৎ দিনপ্রতি ।০ চারি আনার অধিক ও /০ এক আনার ন্যূন না হয় ও ঐ খোরাকী টাকা নিরূপণ করণে আসামীর অবস্থা ও মর্য্যাদা এবং ফরিয়াদীর সাধ্যের প্রতি বিবেচনা করা যাইবেক কিন্তু যদি কোন বিশেষ অবস্থাপ্রযুক্ত ।০ চারি আনাহইতে অধিক করণের আবশ্যক হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে জজ সাহেবের রিপোর্ট দৃষ্টি করিয়া কিম্বা বিশ্বস্ত সম্বাদ শুনিয়া যে কিছু অধিক করণের আবশ্যক বোধ হয় তাহার হুকুম করেন্ কিন্তু কোন মতে দিনপ্রতি ১৲ এক টাকার অধিক না হয় ইতি।—১৮৩০ সা। ৬ আ। ২ ধা।

১৯৬। ফরিয়াদীর কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত ধারানুসারের খোরাকী টাকা পূর্ব্বমত আদালতের নাজিরের স্থানে দিতে হইবেক ও নাজিরের উচিত যে যে মাসের যে তারিখে তাহা পায় সেই মাসের সেই তারিখ নিদর্শনে ফরিয়াদীকে রসীদ দেয় এবং যদি ফরিয়াদী পূর্ব্বোক্ত খোরাকী টাকা দেওনের নিরূপিত দিনে কিম্বা তাহার পূর্ব্ব দিনে ঐ টাকা দিতে ত্রুটি কিম্বা অস্বীকার করে তবে নাজিরের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ তাহার কৈফিয়ৎ লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিয়া জজ সাহেবের হজুরে দাখিল করে এবং জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ আসামীর খালাসীর হুকুম জারী করেন্ আর যে আসামী এই প্রকারে খালাস হয় সে পুনর্ব্বার ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ ফরিয়াদীর ঐ দাওয়াতে গ্রেফ্তার ও কয়েদ হইবেক না কিন্তু যদি আদালতের সাহেবের বিবেচনাতে এমত স্থির হয় যে আসামী যে ডিক্রী কিম্বা অন্য দাওয়াপ্রযুক্ত প্রথমতঃ কয়েদ হয় সেই ডিক্রীর কিম্বা অন্য দাওয়ার টাকা আদায় হওনের সুলভ যে ধনেতে হইত

সেই ধন প্রবঞ্চনা ও দুষ্টতা করিয়া গোপন কিম্বা হস্তান্তর করিয়াছে তবে ঐ আসামী পুনর্ব্বার ঐ মোকদ্দমায় ঐ ফরিয়াদীর দাওয়াতে গ্রেস্তার ও কয়েদ হইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩০ সা। ৬ আ। ৩ধা।

১৯৭। জিলা ও শহরের জজ সাহেব লিখিলেন যে ১৮৩০ সালের ৬ আইনের ৩ ধারায় লেখে যে "যদি ফরিয়াদী পূর্ব্বোক্ত খোরাকী টাকা দেওনের নিরূপিত দিনে কি তাহার পূর্ব্ব দিনে দিতে ত্রুটি করে তবে জজ সাহেব আসামীর খালাসীর হুকুম জারী করিবেন আর যে আসামী এই প্রকারে খালাস হয় সে পুনর্ব্বার ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ ফরিয়াদীর ঐ দাওয়াতে গ্রেস্তার ও কয়েদ হইবেক না।" যে মোকদ্দমার বিষয়ে এক্ষণে রিপোর্ট করিতেছি তাহাতে দৃষ্ট হয় যে মৃত্যুঞ্জয় নামক ব্যক্তি ইহার পূর্ব্বে এই বিষয়েতে গ্রেস্তার হইয়া সাত দিবসপর্য্যন্ত নাজিরের চাপরাসীর জিম্মায় ছিল পরে ফরিয়াদী তাহার নিমিত্ত আর খোরাকী টাকা না দেওয়াতে সেই ব্যক্তি খালাস হইল। আমি এক্ষণে জানিতে চাহি যে ঐ মৃত্যুঞ্জয় সেই কর্জের নিমিত্ত পুনর্ব্বার গ্রেস্তার হইয়া কয়েদ হইতে পারে কি না অর্থাৎ কোন আসামী কিছু কালের নিমিত্ত পেয়াদার জিম্মায় থাকিয়া খালাস হইলে ঐ আসামী সেই২ বিষয়ে তৎপরে কয়েদ হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর দিলেন যে ঐ মৃত্যুঞ্জয়ের উপর যে দাওয়া আছে তাহার বাবৎ সে জেলখানায় কখনো কয়েদ হয় নাই অতএব পূর্ব্বকার কলিকাতার কোর্ট আপীলের ডিক্রীক্রমে ঐ ব্যক্তি গ্রেস্তার হইয়া জেলখানায় কয়েদ হইতে পারে। ১০৯০ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১৯৮। যে সকল আসামী দেওয়ানী আদালতের জেলখানায় কয়েদ হয় তাহারদিগের খোরাকী টাকাবিষয়ক দাঁড়া নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিতে আবশ্যক বোধ হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে অন্য কোন আইন জারী করণব্যতিরেকে তাহা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তের হুকুম জারী করেন্ ইতি।—১৮৩০ সা। ৬ আ। ৫ ধা।

১৯৯। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নাজিরের হাতে ত্রিশ দিনের খোরাকী টাকা না দেওয়া গেলে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনক্রমে বাকীদারকে গ্রেস্তার করণের দস্তক জারী করিতে ১৮৩০ সালের ৬ আইনের ২ ধারার দ্বারা নিষেধ আছে কি না। তাহাতে সদর আদালত লিখিলেন যে ১৮৩০ সালের ৬ আইনের এই অভিপ্রায় ছিল যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার বিধি এইপর্য্যন্ত শুধরাণ যায় যে যে২ আসামী জেলখানায় কয়েদ হয় তাহারদের মহাজন তাহারদের খোরাকী টাকা দিবার ত্রুটি করাতে তাহারদের অধিক ক্লেশ না হয়। অতএব ১৮৩০ সালের ৬ আইনের ২ ধারার এমত অর্থ করা যাইতে পারে না যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনক্রমে কোন বাকীদারের প্রতি দস্তক পাঠান যাইতে পারে না। কিন্তু ত্রিশ দিনের খোরাকী টাকা আমানৎ না হইলে ঐ বাকীদার জেলখানায় কয়েদ হইতে পারে না। ৫৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০০। যদি আসামী কোন মোকদ্দমায় আদালতের হুকুম না মানিবাতে কয়েদ হয় তবে তাহার খাদ্যখরচ ফরিয়াদীর স্থানহইতে লওয়া যাইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৮ ধা।

২০১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১০ ধারার মতে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে যে কোন ব্যক্তি কয়েদ হইয়া কয়েদের মধ্যে যে খোরাকী টাকা কি কড়ি পায় খালাস হইয়া তাহা তাহার প্রতিবাদিকে ফিরিয়া দিতে হইবেক কি না ইহাতে সন্দেহ ছিল অতএব এই ধারানুসারে এক্ষণে তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে জানা কর্ত্তব্য যে খোরাকী টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত বস্তু ঐ ব্যক্তির থাকিলে ঐ

খোরাকী টাকা আদালতের খরচার মধ্যে জ্ঞান করা গিয়া তাহা ঐ ব্যক্তিরে ফিরিয়া দিতে হইবেক কিন্তু যদি ঐ খোরাকী টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত কিছু জায়দাদ অর্থাৎ সংস্থান না থাকে তবে কেবল ঐ টাকার নিমিত্তে তাংহাকে কয়েদ করা উচিত হইবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১২ ধা।

২০২। পাটনার প্রবিন্স্যাল আদালত জিজ্ঞাসা করিলেন যে উকীলের রসুমের নিমিত্ত অথবা যে ইষ্টাম্প কাগজে ডিক্রী লেখা যায় সেই কাগজের নিমিত্ত যে ব্যক্তিরা কয়েদ হয় তাহারদের খোরাকী টাকা কে দিবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার ভাব ও অভিপ্রায় এই যে যে ব্যক্তির প্রার্থনাতে দেওয়ানী হুকুমানুসারে আসামী কয়েদ হয় সেই ব্যক্তি তাহার খোরাকী টাকা দিবেক। অতএব যদি কোন ব্যক্তি উকীলের রসুমের নিমিত্ত এবং তাঁহার প্রার্থনায় কয়েদ হয় তবে উকীল তাহার খোরাকী টাকা দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি ইষ্টাম্পের মাসুলের নিমিত্তে অথবা সরকারের প্রাপ্য অন্য কোন টাকার নিমিত্ত কয়েদ হয় তবে সরকার তাহার খোরাকী টাকা দিবেন কিন্তু প্রত্যেক গতিকে দেওয়ানী হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করণের পূর্ব্বে ঐ কয়েদ করণের দরখাস্ত আদালতে দিতে হইবেক এবং ঐ আসামীর স্থানে প্রাপ্য টাকার দাওয়া করণের পর প্রথমতঃ তাহার সম্পত্তির উপর এবং তৎপরে তাহার জামিনের সম্পত্তির উপর ডিক্রী জারী করিতে হইবেক। ২১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০৩। সদর আদালতে বারম্বার জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে যে বাকী রাজস্বের নিমিত্ত অথবা আইনের হুকুমকরা অন্য কোন হিসাবে যে ব্যক্তিরা কালেক্টর সাহেবের অথবা সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারকের প্রার্থনায় দেওয়ানী জেলখানার কয়েদ হয় সেই ব্যক্তিরদের নিয়মিত খোরাকী টাকা কি রূপে দিতে হইবেক। তাহাতে সদর আদালত অধস্থ আদালতেরদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্ত জানাইলেন যে যদ্যপি ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার লিখিত হুকুম প্রত্যেক ফরিয়াদীর বিষয়ে খাটিতে পারে না তথাপি ঐ আইনের ঐ ধারার ভাব ও মর্ম্ম এইমত সকল মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। এবং আসামী যে জজ সাহেবের দ্বারা কয়েদ হয় সেই জজ সাহেবকে আপন বিবেচনামতে তাঁহার খোরাকীর নিরিখ নিরূপণ করিতে ক্ষমতা আছে অতএব কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য কোন সরকারী কর্ম্মকারকের দরখাস্তক্রমে আসামী কয়েদ হইলে জজ সাহেব সেই ক্ষমতানুসারে যে খোরাকী টাকা নিরূপণ করেন্ সেই খোরাকী ঐ কালেক্টর সাহেব প্রভৃতির দিতে হইবেক। ১৮১৮ সালের ২০ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

২০৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদহওয়া ব্যক্তিরদের খোরাকী টাকা আমানৎ করণের বিষয়ে ১৮৩০ সালের ৬ আইনে যে বিধি আছে তাহা যেমন সাধারণ ব্যক্তির বিষয়ে খাটে তেমনি সরকারী কর্ম্মকারকের বিষয়েও খাটে। ৬৪৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮ ধারা।

কিস্তিবন্দীর দ্বারা ডিক্রীর টাকা শোধ করণ।

২০৫। জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিস্তিবন্দী মতে ডিক্রীর টাকা দিবার হুকুম ডিক্রীতে লিখিবার অথবা যাহার উপর ডিক্রী হয় সে ব্যক্তি দুস্থ ও অযোত্রাপন্ন হইলে ডিক্রী হওনের পরে কিছু কাল ব্যাজে ডিক্রীর টাকা দিবার হুকুম দিবার ক্ষমতা আছে কি না ইহাতে সন্দেহ আছে এ কারণ এই ধারানুসারে বিশেষ করিয়া ও স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হয় তাহার কিম্বা তাহার মালজামিনের ডিক্রীর টাকা আদায় হওনের যোগ্য কিছু জায়দাদ অর্থাৎ বিষয়বিভব যদি

থাকে তবে এমতে আদালতের সাহেবদিগকে শেষ ডিক্রী জারী করণেতে কোন প্রকারে বিলম্ব ও ব্যাজ করিতে অনুমতি নাহি কিন্তু যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হয় সে ব্যক্তি ডিক্রীর টাকা কিস্তিবন্দীমতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে পাওনের একরারনামা পাইয়া যদি ডিক্রী জারী হওনেতে কিছু কাল বিলম্ব হওয়া স্বীকার করে কিম্বা জজ সাহেব কোন বিশেষ হেতুপ্রযুক্ত ভূম্যাদি বস্তু বিক্রয় করণে কিছু গৌণ করা উচিত বুঝেন্ তবে কিছু বিলম্ব হইতে পারিবেক।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১০ ধা।

২০৬। আর যদি ডিক্রীর টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত কোন প্রকার কিছু বস্তু সম্পত্তি না থাকে ও যে আদালতের সাহেবের হুকুমক্রমে মোকদ্দমা ডিক্রী হয় অথবা যে আদালতের সাহেবের ব্যাপ্যাধিকারে ডিক্রী জারী করিতে হইবেক তাঁহারা যে মিয়াদ দেওয়া সঙ্গত ও বিহিত বুঝেন্ যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হইয়াছে সে কি তাহার মালজামিন সেই মিয়াদের মধ্যে কিস্তিবন্দীমতে ডিক্রীর টাকা দেওনের নিমিত্তে এক একরারনামা হাজিরজামিনী কি মালজামিনীর সহিত যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হয় সে ব্যক্তি কিম্বা তাহার মালজামিন আপন ইচ্ছাক্রমে অথবা আদালতের সাহেব তলব করিলে যদি দাখিল করিতে চাহে তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের কিম্বা কমিস্যনরদিগের করা ডিক্রী যে সাহেব জারী করিয়া থাকেন্ তাঁহার ক্ষমতা আছে যে সে একরারনামা মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য করেন্ ও ঐ একরারনামার নিয়মমতে কার্য্য করণে কিছু ত্রুটি না করিলে ঐ সাহেবেরা একরারনামার লিখিত নিয়মানুক্রমেই ডিক্রী জারী করিবেন।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১০ ধা।

২০৭। আর যে ব্যক্তি এমত একরারনামা দাখিল করে সে ব্যক্তি যদি বন্ধনে থাকে তবে একরারনামা দিবামাত্র তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন আর ঐ ব্যক্তি একরারনামার লিখিত নিয়মমতে কার্য্য করিতে ত্রুটি না করিলে ডিক্রীর টাকা আদায়ের কারণ কদাচ কয়েদ হইবেক না ও একরারনামাতে সুদের যে হার লেখা গিয়া থাকে তাহাহইতে অধিক হারে সুদ লওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১০ ধা।

২০৮। জঙ্গল মহালের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন মহাজনের নালিশক্রমে খাতক কয়েদ হইলে যদি সেই খাতক কিস্তিবন্দীক্রমে আপনার দেনা পরিশোধ করিতে একরারনামা লিখিয়া দেয় এবং সেই একরারনামা জজ সাহেবের সাক্ষাৎ খাতক ও মহাজন স্বীকার করিয়া তাহাতে দস্তখৎ করে এবং খাতককে কয়েদহইতে খালাস করিতে যদি মহাজন অনুমতি দেয় এবং যদি তৎপরে ঐ খাতক সেই একরারনামার নিয়মের মতাচরণ না করে তবে আদালত ঐ টাকা দেওয়াইবার বিষয়ে হুকুম করিতে পারেন্ কি না অথবা ঐ একরারনামার অনুসারে যে টাকা পাওনা হয় তাহা পাইবার নিমিত্ত ফরিয়াদীর নূতন নালিশ করিতে হইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ঐ কিস্তিবন্দী যদি ডিক্রী জারীক্রমে হইয়া থাকে এবং যদি তৎপ্রযুক্ত ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত হইয়া থাকে তবে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১০ ধারার ভাব ও অভিপ্রায়ের মধ্যে সেই বিষয় গণ্য করিতে হইবেক কিন্তু যদি খাতক কিম্বা তাহার জামিন কহে যে ঐ কিস্তিবন্দীক্রমে আমরা টাকা দিয়াছি এবং যদি মহাজন তাহা স্বীকার না করে তবে খাতককে তাহার প্রমাণ করিবার অনুমতি দিতে হইবেক। ৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০৯। আসামীর প্রতিকূলে যে ডিক্রী হয় যদি তাহা জারী করণার্থ সে ব্যক্তি এমত প্রার্থনা করে যে আমার ভূমির উপস্বত্বহইতে টাকা আদায় করিয়া ক্রমে২ পরিশোধ করিয়া লহ এবং যদি মহাজন সেই বন্দোবস্তেতে স্বীকৃত হয় তবে দেওয়ানী আদালতের

জজ সাহেবের উচিত যে তাহা অবশ্যই মঞ্জুর করেন্ এবং সেই ভূমি ক্রোক করিতে ও তাহার খাজানা আদায় করিয়া আদালতে দাখিল করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দেন্। ৭৫২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯ ধারা।

যোত্রহীন খাতকদিগকে খালাস করণ।

২১০। যে সকল অযোত্রাপন্ন কর্জ্জা খাতক ও তাহারদিগের জামিনেরা ডিক্রীর হুকুমমতাচরণার্থে কয়েদ হয় আর কিস্তিবন্দীমতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ডিক্রীর টাকা দিতে অশক্ত হয় তাহারদিগের সুগম ও সুবিদা নিমিত্ত মফঃসল দেওয়ানী আদালত ও কোর্ট আপীল আদালত এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ করা যাইতেছে যে এমত কোন কয়েদী ব্যক্তি আপনার যে ভূমি ও নগদ টাকা ও দ্রব্যসামগ্রীইত্যাদি বস্তু নিজ নামে কিম্বা বিনামে অথবা সাধারণে থাকে তাহার তালিকার ফর্দ্দ করিয়া আদালতে দাখিল করে তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ তালিকার ফর্দ্দ প্রমাণ কি অপ্রমাণ তাহা ও তাহার প্রতিবাদী যে২ কথা কহে তাহাও সুন্দর বিবেচনাপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া বুঝেন্।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা।

২১১। পরে ঐ তালিকার সত্যতা আর ঐ তালিকার ফর্দ্দের লিখিত ভূম্যাদি বস্তুসম্পত্তিভিন্ন ডিক্রীর টাকা সমুদায় আদায় হওনের উপযুক্ত আর কিছু যোত্র ও সংস্থান নাহি এ কথা প্রমাণ হইলে আর ঐ কয়েদী ব্যক্তি তালিকার ফর্দ্দের লিখিত বস্তুসম্পত্তি সমুদায় কিম্বা জজ সাহেব যাহা উচিত ও উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা আদালতে দাখিল করিলে পর আইনানুসারে ঐ সকল ভূম্যাদি বস্তু নীলাম করিয়া কয়েদী ব্যক্তির স্থানে জামিন না লইয়া কিম্বা আবশ্যক হইলে জামিন লইয়া কয়েদহইতে তাহাকে খালাস করিয়া দেন্।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা।

২১২। পরে জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল লোক প্রকৃতই অত্যন্ত দুস্থ ও অযোত্রাপন্ন ও ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ উপরের লিখিত কথা ও দাঁড়া কেবল তাহারদিগের সুখ ও সুবিদা নিমিত্ত ঠাহরা গেল এমতে কোন কর্জ্জা খাতক কিম্বা তাহার জামিন ডিক্রীর টাকার নিমিত্তে কয়েদ হইয়া আপনার কিছু বস্তুসম্পত্তি গোপন করিয়া রাখে কিম্বা অন্য কোন ছল ও চক্রান্ত অথবা এমত কোন অপরাধ করে যে সে হেতুক তাহারদিগকে উপরের উক্ত যে সকল ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ লোকেরা কর্জ্জা মহাজনের টাকা শোধ দিবার নিমিত্তে আপনারদিগের সমস্ত বস্তুসম্পত্তি দিতে উদ্যত তাহারদিগের মত আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দয়া ও অনুগ্রহের যোগ্য লোক যদি না বুঝা যায় তবে এমত অধার্ম্মিক লোকেরা যাবৎ ডিক্রীর সমস্ত হুকুমমতাচরণ না করে তাবৎ কদাচ বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে পারিবেক না।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা।

২১৩। আর কোন কয়েদী ব্যক্তি কয়েদহইতে খালাস হইলে পর যদি কিছু টাকা কি কোন বস্তুসম্পত্তি উপার্জ্জন করে তবে কর্জ্জা মহাজন আদালতের সাহেবের আজ্ঞা ও অনুমতি লইয়া ঐ বস্তুসম্পত্তিহইতে যাহা আপনার ডিক্রীর পাওনা টাকা সমুদায় আদায়হওনের উপযুক্ত ঠাহরে তাহা নীলাম করিয়া লইতে পারিবেক ঐ কয়েদী ব্যক্তির খালাস হওনহেতুক এমত নীলামের প্রতিবন্ধক হইবেক না। এবং কর্জ্জা খাতক আপনার এমত যে২ কোন বস্তু-

সম্পত্তি আপন নামে কিম্বা বিনামে ভোগদখল করিত কোন চক্রান্তে গোপনে রাখিয়াছিল ইহা প্রমাণ হইলে কর্জ্জা মহাজন ডিক্রীর টাকা আদায়ের কারণ পুনর্ব্বার তাহাকে কয়েদ রাখাইতে পারিবেক। আর আদালতের সাহেবেরা বিচারপূর্ব্বক এই ধারানুসারে যে হুকুম দেন্ তাহাতে ফরিয়াদী কিম্বা আসামী উভয় বিবাদির মধ্যে কেহ্ অসম্মত হইলে তাহারা কোর্ট আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার বিচার হওনার্থে নালিশ করিতে পারিবেক আর ঐ মত কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের বিচারক্রমে অসম্মত হইলে সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা।

২১৪। ১৮০৬ সালের ২ আইনের হেতুবাদ দৃষ্টে বোধ হয় যে ঐ আইনের ১১ ধারার বিধি যে যোত্রহীন কর্জ্জা খাতক কয়েদ হয় কেবল তাহার উপকারের নিমিত্ত হইয়াছিল। অতএব অমুক সাহেব কয়েদ না হওয়াতে তিনি ঐ ধারানুসারে আপনার দায়হইতে মুক্ত হইতে পারেন্ না। ১১৯৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২১৫। কিন্তু ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১০ ধারাতে এমত বিশেষ বিধি আছে যে "ডিক্রীর টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত কোন প্রকার কিছু সম্পত্তি যদি না থাকে এবং যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি কিস্তিবন্দীমতে ডিক্রীর টাকা দেওনের নিমিত্তে একরারনামা দাখিল করিতে চাহে তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই একরারনামা মঞ্জুর করেন্ এবং ঐ একরারনামার নিয়মমতে কার্য্য করণে কিছু ক্রটি না করিলে ঐ সাহেবেরা একরারনামার লিখিত নিয়মক্রমে ডিক্রী জারী করিবেন"। এমত গতিকে যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হইয়াছে পূর্ব্বে তাহার কয়েদ থাকনের আবশ্যক নাই যেহেতুক সেই প্রকরণে লেখে যে "যে ব্যক্তি এমত একরারনামা দাখিল করে সেই ব্যক্তি যদি কয়েদ থাকে তবে একরারনামা দিবামাত্র তাহাকে খালাস করিতে হইবেক"। ১১৯৬ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

২১৬। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে চলিত আইনানুসারে কর্জ্জা খাতককে দায়হইতে চূড়ান্তরূপে মুক্ত করিতে কোন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা নাই এবং যোত্রহীন যে খাতক খালাস হয় তাহার সম্পত্তির উৎপন্ন টাকাহইতে সরকারের পাওনা টাকা অগ্রে পরিশোধ হওনের পশ্চাৎ সাধারণ ব্যক্তির পাওনা শোধ হওনের হুকুম নাই যেহেতুক কর্জ্জা খাতক খালাস হইবার পর তাহার স্থানে যে কোন সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা তাহার কোন মহাজন ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে বিক্রয় করিয়া লইতে পারে। ১১৯৬ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

২১৭। বাবু গোবিন্দ দাস ফরিয়াদী কুসাগর আসামী এই মোকদ্দমায় সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদহওয়া যোত্রহীন কর্জ্জা খাতকের বিষয়ে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারাতে যে বিধি আছে তদনুসারে কয়েদহওয়া ব্যক্তিকে খালাস করিতে ঐ আদালতের কিপর্য্যন্ত ক্ষমতা আছে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ ধারার বিধির অনুসারে কর্জ্জা খাতকের যে সকল সম্পত্তি থাকে তাহার যথার্থ তালিকা আদালতে দাখিল হইলে এবং সেই সকল সম্পত্তি আদালতে অর্পণ করিলে তাহার কর্জ্জের সংখ্যার বিষয়ে এবং ডিক্রীক্রমে সেই ব্যক্তি যত কাল কয়েদ আছে এই দুই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই ব্যক্তি খালাস হইতে পারে। ৩০৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২১৮। জিলা চব্বিশপরগনার জজ সাহেব ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার অর্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে যে ব্যক্তিরা কয়েদ হয় কেবল সেই ব্যক্তিরদের বিষয়ে ঐ আইনের ঐ ধারা খাটে অতএব রাজস্বের বাকীদার এবং অন্যান্য যে ব্যক্তিরা আদালতের ডিক্রীক্রমে কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে যদ্যপি তাহা খাটে তথাপি যে বাকীদারের প্রতিকূলে কোন ডিক্রী

না হইয়া কেবল কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তক্রমে বাকীর নিমিত্তে সেই ব্যক্তি কয়েদ হইয়াছে সেই প্রকার বাকীদারের বিষয়ে ঐ আইনের ঐ ধারা খাটে না। ৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১৯। ১৮০০ সালের ৬ আইনের ১৫ ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেবের হুকুমানুসারে যে আবকারেরা কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধি খাটে না। ৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২০। যোত্রহীন কর্জা খাতকেরদের উপকারার্থ ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির এই অর্থ সদর দেওয়ানী আদালত করেন্ যে দেওয়ানী আদালতের জাবেতামত অথবা সরাসরী ডিক্রীক্রমে যে সকল ব্যক্তি কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে তাহা খাটে কিন্তু যাহারা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী বিনা অন্য কোন হুকুমেতে কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে খাটে না। ৩২৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২১। বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী ডিক্রীক্রমে যে২ যোত্রহীন কর্জা খাতক কয়েদ হয় তাহারা ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে কোন্ সরকারী কর্ম্মকারকের হুকুমে খালাস হইতে পারে। ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা হওয়াতে সদর দেওয়ানী আদালত এবং গবর্ণমেণ্ট হুকুম করিলেন যে বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী মোকদ্দমাতে ইহার পূর্ব্বে জজ সাহেবেরদের যে২ ক্ষমতা ছিল সেই সকল ক্ষমতা ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইল। অতএব ঐ প্রকার বাকীদার দরখাস্ত করিলে এবং আপনার যোত্রহীনতার প্রমাণ দিলে উক্ত ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা খালাস হইতে পারে। ১৮৩৬ সালের ১৮ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

২২২। যে ব্যক্তি যোত্রহীনমতে নালিশ করিতে অনুমতি পাইয়াছে তাহার মোকদ্দমা খরচাসমেত ডিসমিস হইলে ডিক্রীক্রমে তাহার প্রতি যে টাকা দেওয়ার হুকুম হয় তাহা সেই ব্যক্তি যদি অন্যান্য ফরিয়াদীর মত না দেয় তবে আসামী দরখাস্ত করিলে এবং নিয়মিত খোরাকী টাকা আমানৎ করিলে সেই যোত্রহীন কয়েদ হইতে পারে এবং অন্যান্য সকল যোত্রহীন কর্জা খাতকেরদের মত ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে খালাস হইতে পারে। ১১০ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

২২৩। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কয়েদী ব্যক্তি যে টাকার নিমিত্ত কয়েদ হইয়াছিল সেই টাকা পরিশোধ করিলে যদি কেবল মোকদ্দমার খরচার বাবৎ কয়েদ থাকে তবে যোত্রহীনেরদের বিষয়ে যে বিধি হইয়াছে তাহার দ্বারা সেই ব্যক্তি খালাস হইতে পারে। ৩০৯ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

২২৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করণের ভার যদি জিলার জজ সাহেবের প্রতি অর্পণ হয় তবে ডিক্রী জারীক্রমে যে আসামী কয়েদ হয় তাহাকে ঐ জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা না করিয়া ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে খালাস করিতে পারেন্। ১০৬২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে যে যোত্রহীন খাতক আপন সম্পত্তির বিষয়ে শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী দেয় সেই ব্যক্তি খতের দরুন আপনার যে টাকা পাওনা থাকে তাহা যদি জানিয়া শুনিয়া ছাপাইয়া রাখে তবে ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৩ ধারার ১ প্রকরণের অনুসারে সেই ব্যক্তির মিথ্যা শপথ করণের দোষ সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইতে পারে। ১০৮৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২২৬। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে এদেশীয় বিচারকেরদের ডিক্রীপ্রযুক্ত যে কোন ব্যক্তি কয়েদ হয় সে ব্যক্তি যোত্রহীন হইলে খালাস হইবার যোগ্য কি না ইহার নিষ্পত্তি করণের ভার সুতরাং ঐ আদালতের বিচারকের প্রতি আছে।

তথাপি ঐ দরখাস্ত ইউরোপীয় জজ সাহেবের নিকটে দেওয়া উচিত এবং তিনি ঐ কয়েদী ব্যক্তির জোবানবন্দী আপনি লইবেন অথবা ঐ এদেশীয় বিচারকের নিকটে তজবীজ করণার্থ অর্পণ করিবেন এবং যদি তাহাকে খালাস করণের হুকুম হয় তবে জজ সাহেবের নিকটে এমত দরখাস্ত দিতে হইবেক যে তিনি ঐ ব্যক্তিকে খালাস করণের বিষয়ে জেলরক্ষককে হুকুম দেন্ এবং ঐ অধস্থ আদালতের ডিক্রীতে যে ব্যক্তিরা নারাজ হয় তাহারা জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল করিতে পারে। ১১০৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২৭। কলিকাতাস্থ ইন্‌সালবেন্ট আদালতে কোন ব্যক্তির যোত্রহীনতার বিষয়ে হুকুম হইলে সেই হুকুমের দ্বারা মফঃসল আদালতের ডিক্রী কিপর্য্যন্ত মতান্তর হয় তদ্বিষয়ে আডবোকেট জেনরল সাহেবের মতের এক নকল সদর দেওয়ানী আদালত জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্ত তাঁহারদের নিকটে পাঠাইলেন। সেই মত এই "আমার বোধ হয় যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষস্থ অধিকারের মধ্যে সকল আদালত এবং সুতরাং মফঃসল আপীল আদালত যোত্রহীন খাতকের উপকারার্থ আইন অর্থাৎ আক্‌ট পার্লিমেণ্ট অবশ্য মানিতে হইবেক এবং তাঁহারদের নিকটে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় যদ্যপি ফরিয়াদীর দাওয়া যোত্রহীনের তফসীলের মধ্যে মঞ্জুর হইয়াছে অথবা যদি কেবল তাহার সংখ্যার বিষয়ে বিবাদ থাকে তবে ঐ ফরিয়াদীর আপন মোকদ্দমায় ক্ষান্ত হইতে হইবেক ইহা চতুর্থ জর্জের নবম বর্ষীয় আইনের ৭৩ ধারার ৪১ প্রকরণের দ্বারা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু ঐ আক্‌ট পার্লিমেণ্ট কিপর্য্যন্ত খাটে তাহা প্রত্যেক মোকদ্দমার বিষয় বিশেষে ধার্য্য করিতে হইবেক। যে দুই মোকদ্দমার বিষয়ে আমার নিকটে জিজ্ঞাসা হইয়াছে তাহা ঐ যোত্রহীনের তফসীলের মধ্যে লিখিত হইয়াছে কি না ইহা আমাকে জ্ঞাত করাণ যায় নাই যদ্যপি লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ দুই মোকদ্দমায় আমার ভিন্ন২ মত হইতে পারে। এমত বিষয়ে ইঙ্গলণ্ড দেশের কিম্বা কলিকাতার যোত্রহীন খাতকের উপকারার্থ আদালত কোন ফয়সলা করিয়াছেন কি না আমি অবগত নহি কিন্তু দেউলিয়ারদের বিষয়ি আইনের নিয়ম বিবেচনা করিয়া কহিতে পারি যে যোত্রহীনতা হুকুম হওনের পূর্ব্বে ফরিয়াদীর পক্ষে যদি ডিক্রীমাত্র হইয়া থাকে তবে তিনি যোত্রহীনতার বিষয়ে হুকুম হওনের পর যোত্রহীন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারেন্ না কিন্তু অন্যান্য মহাজনেরদের ন্যায় তাঁহার পাওনা টাকার বিষয়ে কলিকাতাস্থ আদালতে প্রমাণ দিতে হইবেক। ইঙ্গলণ্ড দেশে ডিক্রী হওনের পর দেউলিয়া ব্যক্তি ও যোত্রহীন ব্যক্তিরদের বিষয়ে এই বিধির অনুসারে কার্য্য হইতেছে কিন্তু যদি ফরিয়াদী আপনার ডিক্রী জারী করিয়া থাকে তবে যোত্রহীন ব্যক্তির সম্পত্তিহইতে তাহার পাওনা সমুদয় টাকা পাইতে পারে"। ১৮৩৭ সালের ২৫ আগস্টের সরকুলর অর্ডর।

২০ ধারা।

৬৪৲ টাকার ন্যূন সংখ্যার ডিক্রীর নিমিত্ত কয়েদ করণের মিয়াদ।

২২৮। অল্প২ টাকার বাবৎ ডিক্রীর হুকুমমতাচরণ না করাতে যে লোক কয়েদ হয় তাহারদিগের অনেক কাল কয়েদ না থাকিতে হয় এ নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার লেখা দাঁড়াছাড়া এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পর কোন ব্যক্তি ৬৪ চৌষট্টি টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যার টাকার বাবৎ কোন ডিক্রীর হুকুমমতাচরণ না করিলে ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিবেক না ও ঐ ছয় মাস মিয়াদ গত হইলে সেই কয়েদী ব্যক্তি এই প্রকরণের মতে খালাস হওনের যোগ্য হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কয়েদ থাকনের মধ্যে কি খালাস হওনের পরে এমত ব্যক্তির দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেলে ডিক্রীর টাকা সমুদয় কি তাহার মধ্যে যাহা বাকী থাকে তাহা

আদায় হইবার আন্দাজ মত ক্রোক ও বিক্রয়ের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৫ ধা। ৭ প্র।

২২৯। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণের দ্বারা ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির কেবল এইমাত্র বিশেষ হইয়াছে যে ৬৪ টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যার টাকার বাবৎ ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত খাতককে যে সময়ের অতিরিক্ত কয়েদ রাখা যাইতে পারে না তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। ৩০৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৩০। যে ব্যক্তিরা কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তে কয়েদ হইয়াছে তাহারদের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণের বিধি খাটিতে পারে না যেহেতুক ঐ প্রকরণে লেখে যে "ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১পহিলা তারিখের পর কোন ব্যক্তি ৬৪ চৌষট্টি টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যার টাকার বাবৎ কোন ডিক্রীর হুকুম মতাচরণ না করিলে ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিবেক না"। ৩০২ নম্বরী আইনের অর্থ।

[১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণ সরাসরী মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর খাটিবার বিষয়ে কখন হুকুম হয় নাই।]

২৩১। সদর আদালত জানাইতেছেন যে খাতক কিস্তিবন্দী লিখিয়া দিলে এবং মহাজন তাহাতে সম্মত হইলে সেই খাতককে দেওয়ানী আদালতের অবশ্য খালাস করিতে হইবেক। কিন্তু সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে যদ্যপি কোন খাতক সুদ ও আদালতের খরচা সমেত ৬৪ টাকার উর্দ্ধ সংখ্যার কিস্তিবন্দী লিখিয়া দেয় তথাপি ৬৪ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার ডিক্রী জারীক্রমে ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকনের পর ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে তাহার খালাস হওনের যে অধিকার আছে তাহা কিস্তিবন্দী লিখিয়া দেওনেতে লোপ হয় না। ৫৬৯ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৩২। সদর আদালত জিলার জজ সাহেবকে জানাইলেন যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণেতে কয়েদের সময়ের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা কেবল আদালতের ডিক্রীঅনুসারে কয়েদহওয়া খাতকের বিষয়ে খাটিতে পারে। কিন্তু আইনের এমত অভিপ্রায় নহে যে জরীমানার টাকা না দেওয়াতে দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে যে ব্যক্তিরা কয়েদ হয় তাহারা যাবজ্জীবন কয়েদ থাকে অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে যে কারণেতে ঐ জরীমানার হুকুম হইল তাহার প্রতি উপযুক্তমতে দৃষ্টি করিয়া জজ সাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে আসামীকে খালাস করিতে পারেন্। ৯৬৪ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৩৩। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণের বিধির দ্বারা তাহার পূর্ব্বকার আইনের কেবল এইমাত্র বিশেষ হইল যে যে ডিক্রীক্রমে কোন ব্যক্তি কয়েদ হয় তাহার সংখ্যা যদি ৬৪ টাকার উর্দ্ধ না হয় তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিতে পারে না। কিন্তু ঐ আইনের এমত অভিপ্রায় নহে যে ঐ ছয় মাসের মধ্যে ১৮০৬ সালের যোত্রহীনেরদের বিষয়ি আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তি খালাস হইতে পারে না। ৩২৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১ ধারা।

নিমক পোক্তানের সম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের নামে ডিক্রী জারীকরণ।

২৩৪। যদি জজ সাহেব নিমক মহালের মোতালক কোন এ দেশী আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদার কাহারু উপর কোন মোকদ্দমার ডিক্রী করিয়া

ইস্তক ১ কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় ইহার মধ্যে তাহা জারী করিতে হুকুম দেন্ তবে তাহাতে সে আসামী ঐ কালের মধ্যে আপনি আটক না হইয়া তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারিবেক কিন্তু সরকারের নিমক ও দাদনীর টাকা ও নিমকপোখ্তানীর যে সরঞ্জাম তাহার স্থানে থাকে তাহা সে ডিক্রীর আঞ্জামের কারণ ক্রোক করা যাইবেক না ও নিমকপোখ্তানীর কাল গেলে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের মাফিক তলব সে আসামীকে জজ সাহেবের নিকটে হাজির করিয়া দিতে হইবেক কিন্তু শ্রাবণ ও ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে এবং নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে ও নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব আদালতের সাহেবকে সরকারের কোন উকীলের মারফতে তৎকালে এমত আসামীর নিমকের কার্য্যেতে হাজির থাকিবার আবশ্যক না থাকনের সম্বাদ দেওনমতে তাহার নিজের এবং দ্রব্যাদির প্রতি দস্তুরমতে হুকুম জারী ও আচরণ করিতে পারা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২২ ধা।

২৩৫। যদি নিমকচৌকীয়াতের আমলার মধ্যে কাহারু নামে ডিক্রী হয় ও জজ সাহেব সে ডিক্রী জারী করেন্ তবে তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারে কিন্তু যদ্যপি তাহাকে ধরিয়া আনিতে হয় তবে সে ব্যক্তি তাবৎ চৌকীহইতে উঠিবেক না যাবৎ সে বার্ত্তা সে যে সাহেবের তাবে তাঁহাকে না দেওয়া যায় হেতু এই যে ঐ সাহেব সে আমলা চৌকীতে রুজু না থাকনপর্য্যন্ত তাহার পরিবর্ত্তে তথায় জনেককে নিযুক্ত করিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২৯ ধা।

২২ ধারা।

সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণ।

২৩৬। এই ধারার লিখিত সমস্ত মোকদ্দমার ফরিয়াদীর যে খরচা ও ক্ষতি হয় তাহা সরকারহইতে দিতে ডিক্রী হইবেক ও তাহা সরকারের খাজানাখানাহইতে দেওয়া যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১১ ধা।

২৩৭। সদর আদালত জানাইতেছেন যে সরকারী মোকদ্দমার বিষয়ে যে আইন চলন আছে তাহার মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম নাই এবং জিলা ও শহরের আদালতের অধীন সাধারণ ব্যক্তিরদের পক্ষে ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে যে বিধান আছে অর্থাৎ বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৭ ধারা এবং উত্তর পশ্চিম দেশের ১৮০৩ সালের ৯ আইনের ৯ ধারা সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে খাটিতে পারে না। ১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৩৮। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে কোন সরকারী মোকদ্দমায় সরকারের প্রতিকূলে ডিক্রী হইলে যে সরকারী কার্য্যকারক ঐমোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবেন তাঁহার প্রতি হুকুম আছে যে ঐ ডিক্রীর উপর আপীল করা কর্ত্তব্য কি না ইহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নিশ্চয় করিতে পারিবার নিমিত্ত ঐ ডিক্রী এবং রোয়দাদের নকল এবং ঐ ডিক্রীর বিষয়ে তাঁহার যে আপত্তি থাকে তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠান্ অথবা যে বোর্ডের অধীনে ঐ সরকারী কার্য্যকারক কার্য্য করিয়া থাকেন্ তাঁহার নিকটে পাঠান্ এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইবেন। ১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৩৯। পুনশ্চ ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৯ ধারাতে এমত বিধি আছে যে "যে মোকদ্দমাতে সরকার আসামী কিম্বা ফরিয়াদী থাকেন্ প্রথম বিচার কিম্বা আপীলের সময়ে এমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইলে পর তথাকার আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে চলিত আইনানুসারে উভয় বিবাদিকে যে ডিক্রীর নকল দেওয়া যায় তাহা ব্যতিরেকে আর এক নকল শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া তাহার এক কেতা ইঙ্গরেজী তরজমার সহিত শ্রীযুক্ত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন্"। ১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৪০। এই সকল বিধির অভিপ্রায় এই যে যে সকল প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমা বা আপীলী মোকদ্দমায় সরকার বাদী বা প্রতিবাদী হন্ সেই২ মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে জানিতে পারেন্ এবং ঐ সকল ডিক্রীর উপর যদি জাবেতামত অথবা খাস আপীল হইতে পারে তবে সেই ডিক্রীর উপর আপীল উপরিস্থ আদালতে করণের বিষয়ে অথবা যদি সেই ডিক্রী চূড়ান্ত হয় তবে তাহা জারী করণের বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া হুকুম দিতে পারেন্ অথবা আপীলের যোগ্য হইলেও যদি আপীল করণের কোন উপযুক্ত কারণ না দেখা যায় তবে তাহা জারী করণের বিষয়েও বিবেচনা করিয়া হুকুম দিতে পারেন্। ১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ৫ দফা।

২৪১। এমত কদাচ বোধ হইতে পারে না যে যে মোকদ্দমা চলিত আইনানুসারে দেশের আদালতে রীতিমত বিচার ও নিষ্পত্তি হইয়াছে সেই মোকদ্দমায় শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সরকারের বিরুদ্ধহওয়া ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী করিতে সরকারী কর্ম্মকারককে অনুমতি দিবেন না। ১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ৬ দফা।

২৪২। অতএব সদর আদালত বোধ করেন্ যে সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণার্থ সরকারী খাজানাখানায় যে টাকা থাকে তাহা জিলা বা শহর বা প্রবিন্স্যল আদালতের হুকুমক্রমে ক্রোক হয় ইহা ন্যায্য প্রতিপালনের নিমিত্ত কখন আবশ্যক হইতে পারে না এবং এমত অনাবশ্যক কার্য্য করাতে ভারি আপত্তি হইতে পারে যেহেতুক তাহাতে দেশের শাসনকর্ত্তারদের সম্ভ্রমের লাঘব হয় এবং যে সরকারী টাকা কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অন্য কার্য্যেতে ব্যয় করাতে সরকারী কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে। ১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ৭ দফা।

২৪৩। সদর আদালত বোধ করেন্ যে চলিত ব্যবহারানুসারে কার্য্য করিলে কোন আপত্তি হইতে পারে না। সেই ব্যবহার এই যে যে কালেক্টর সাহেব অথবা সরকারের তরফ অন্য সরকারী কার্য্যকারক মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন্ তাঁহাকে সরকারের প্রতিকূল হওয়া চূড়ান্ত ডিক্রীর মতাচরণ করিতে জিলা বা শহরের আদালত হুকুম দিয়া থাকেন্ এবং পরে যদি কালেক্টর সাহেব জানিয়া শুনিয়া ঐ হুকুম না মানেন্ তবে চলিত আইনেতে তাহার বিলক্ষণ প্রতিকারের উপায় আছে যেহেতুক যদ্যপি কোন কালেক্টর কোন দেওয়ানী আদালতের হুকুম বা ডিক্রী মানিতে ক্রটি বা অস্বীকার করেন্ তবে যে আদালত সেই হুকুম দিলেন সেই আদালতের জজ সাহেব অপরাধ বুঝিয়া তাঁহার জরীমানা করিয়া থাকেন্। যদ্যপি কালেক্টর সাহেব ঐ জরীমানা দিতে ক্রটি বা অস্বীকার করেন্ তবে ঐ আদালতের উচিত যে তাহার সকল বৃত্তান্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে জানান্ এবং শ্রীযুত ঐ জরীমানার বিষয়ে সম্মত হইলে ঐ টাকা কালেক্টর সাহেবের বেতনহইতে দেওয়াইতে হুকুম দিবেন। ১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ৮ দফা।

২৪৪। সদর দেওয়ানী আদালত আরো বোধ করেন্ যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ হুকুম পাইয়া যদি কালেক্টর সাহেব সরকারের বিরুদ্ধ ডিক্রী অগৌণে জারী করণের বিষয়ে আপত্তি জানান্ তবে উক্ত বিধি খাটিতে

পারে না। যে আদালতে এমত আপত্তি জানান যায় সেই আদালত যদি তাহা গ্রাহ্য না করেন্ এবং যদি সেই বিষয়ে কোন উপরিস্থ আদালতে আপীল হইতে না পারে তবে এমত বোধ করিতে হইবেক যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে আপনি সেই ডিক্রী জারী করিতে হুকুম দিবেন। যদি এমত না হয় তবে সেই মোকদ্দমার সমস্ত বৃত্তান্তের এক রিপোর্ট ঐ ডিক্রী এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য কাগজপত্রের নকলসমেত সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে হইবেক এবং যে গতিকে কোন বিশেষ বিধি না থাকে এমত গতিকে চলিত আইনের সাধারণ নিয়মানুসারে যেমত কার্য্য করিতে ঐ আদালত উপযুক্ত বোধ করেন্ সেই মতে ঐ বিষয়ের হুকুম দিবেন অথবা গবর্ণমেণ্টকে তাহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবেন। ১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা।

২৪৫। কোন আদালতের জাবেতামত ডিক্রীর দ্বারা যে টাকা দেওনের হুকুম হইয়াছে তাহা দিতে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম করিতে পারেন্ এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে ডিক্রী হওনপ্রযুক্ত অথবা আসামীরদের মৃত্যু কি দরিদ্রতাপ্রযুক্ত মোকদ্দমার খরচার নিমিত্ত যে টাকা আগাম দেওয়া গিয়াছিল তাহা নিতান্ত অপ্রাপ্য হইলে ঐ সকল টাকা কালেক্টর সাহেবের বহীহইতে উঠাইতে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম দিতে পারেন্ এবং তদ্বিষয় গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত রিপোর্ট করিবেন। সদর বোর্ডের ১৮৪২ সালের ২৭ জুনের বিধির ২৭ ধারা।

২৩ ধারা।

জিলা আদালতের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারী হওন।

২৪৬। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাসের পক্ষে রিসিবর অর্থাৎ খাজানা আদায়করণিয়া মাকনাটন সাহেব সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রীর এক নকল পাঠাইয়া তাহা জারী করণের বিষয়ে দরখাস্ত করাতে আমি সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি কি না অর্থাৎ আমার এলাকার মধ্যস্থিত ভূমির দখল দেওনের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রীতিমত বিশেষ হুকুম না হইলে আমি সেই ভূমির দখল দেওয়াইতে পারি কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে সুপ্রিম কোর্ট আপন ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে এক রিট অর্থাৎ পরওয়ানা না পাঠাইলে জজ সাহেবের সেই ডিক্রী করণের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করণের হুকুম নাই। ৫৬৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪ ধারা।

মফঃসলে ছোট আদালতের ডিক্রী জারী করণ।

২৪৭। শহর কলিকাতার ছোট আদালতে যে কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর হক পাওনের নিষ্পত্তি অর্থাৎ ডিক্রী হয় সে মোকদ্দমার আসামী তাহার ফয়সলা জারী হওনের পূর্ব্বে যদি জিলা চব্বিশপরগনার সীমার মধ্যে গিয়া রহে তবে ইহাতে ফরিয়াদী এবিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া এক দরখাস্ত ও ছোট আদালতের সাহেব লোকের করা ফয়সলার নকল ঐ আদালতের মোহর ও দস্তখতে নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা জিলা চব্বিশপরগনার জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করিলে ঐ সাহেবের উচিত যে আপন আদালতের ডিক্রীর মত হজুরের আইনসকলের মতে ঐ ফয়সলা জারী করেন্ ইতি।—১৮১২ সা। ১৬ আ। ২ ধা। ১ প্র।

২৪৮। জানা কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত মতেতে আসামী যদি ছোট আদালতের ফয়সলা জারী হওনের বিষয়ে এমত কোন ওজর করে যে তাহা ছোট আদালতের সাহেবের নিকটে দরপেশ হওয়া ঐ জজ সাহেবের বিবেচনাতে আবশ্যক বোধ হয় তবে ঐ জজ সাহেবের উচিত যে আবশ্যক হইলে আসামীর স্থানে মালজামিন লইয়া ফয়সলা জারী করা মৌকুফ রাখিয়া এমত অবকাশ কালের মিয়াদ দেন্ যে আসামী আপন ওজরসম্বলিত দরখাস্ত ছোট আদালতের সাহেব লোকের হজুরে দাখিল করে ও সেই মিয়াদের মধ্যে যদি ঐ আসামী ছোট আদালতের সাহেব লোকের তরফহইতে ফয়সলা জারী না হওনের কথাসম্বলিত এক হুকুমনামা জিলা চব্বিশপরগনার জজ সাহেবের নিকটে দাখিল না করে তবে ঐ জজ সাহেব অবিলম্বে উপরের ধারার নির্ণীতানুসারে ঐ ফয়সলা জারী করিবেন ইতি।—১৮১২ সা। ১৬ আ। ২ ধা। ২ প্র।

* ২৪৯। ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন আসামী ফয়সলার টাকার নিমিত্তে ঐ ছোট আদালতের জেলখানাতে পূর্ব্বে কয়েদ হইয়া ও নির্ণীত মিয়াদপর্য্যন্ত খোরাকী পাইয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১১ তারিখের নির্দ্দিষ্টকরা দাঁড়ানুসারে খালাস পাইয়া থাকে তবে সে আসামী ঐ ফয়সলার টাকার জন্যে জিলা চব্বিশপরগনার জজ সাহেবের হুকুমে পুনরায় কয়েদ হইবেক না কিন্তু এমতে কেবল আসামীর দ্রব্যজাত পাওয়া গেলে ঐ ফয়সলা জারী হইতে পারিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ১৬ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

২৫০। সদর আদালত জিলা ও শহরের জজ সাহেবকে জানাইলেন যে ১৮১২ সালের ১৬ আইনের অনুসারে কলিকাতাস্থ ছোট আদালতের ডিক্রী জারী করিতে হইলে জজ সাহেব আপনার ডিক্রী যেরূপে জারী করিতেন সেইরূপে তাহা জারী করিবেন এবং ১৮৩৩ সালের ২৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরে হুকুম আছে যে মোকদ্দমার বাদী বা প্রতিবাদী এদেশীয় হইলে জজ সাহেব যেরূপ আচরণ করিতে পারেন্ ইউরোপীয় হইলেও সেইরূপ আচরণ করিতে পারিবেন। ৯৩২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫ ধারা।

কলিকাতার ছোট আদালতের দ্বারা চব্বিশপরগনার ডিক্রী জারী করণ।

২৫১। যেহেতুক চব্বিশপরগনা জিলার আদালতের ফয়সলা যে আসামীর বিরুদ্ধে দেওয়া যায় সেই আসামীর উক্ত জিলার সীমানাহইতে কলিকাতা শহরের মধ্যে পলায়ন করাতে অনেকবার জারী হইতে পারে না এবং যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১৬ আইনের দ্বারা কলিকাতা শহরহইতে ঐ জিলার মধ্যে আসামীর পলায়ন করাতে সেইরূপ যে অপকার হয় ঐ কলিকাতা শহরের ছোট আদালতের ফয়সলা জারী করণের হুকুম ঐ জিলার জজ সাহেবদিগকে দেওনেতে তাহার প্রতিকার হইয়াছে।—১৮৩৯ সা। ২৭ আ।

২৫২। একারণ এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে চব্বিশপরগনা জিলার কোন আদালতে যে কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় এবং সেই মোকদ্দমার আসামী সেই ডিক্রী জারী হওনের পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ ছোট আদালতের এলাকার মধ্যে গিয়া রহে তবে ঐ ছোট আদালত উক্ত বৃত্তান্তজ্ঞাপক

লিখিত এক দরখাস্ত চব্বিশপরগনা জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের স্থানহইতে পাইলে এবং তাহার সঙ্গে আদালতের মোহর ও দস্তখৎ করা ঐ ডিক্রীর এক নকল থাকিলে ছোট আদালতের হওয়া ফয়সলা জারী করণার্থে যে রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে তাঁহার প্রতি ঐ ডিক্রী জারী করিতে হুকুম হইল এবং সামান্যতঃ ঐরূপ ডিক্রী জারী করণার্থে যে খরচা লাগে সেই খরচা এই স্থলেও দিতে হইবেক। কিন্তু এই আইনের এমত তাৎপর্য্য নহে যে যে নালিশের হেতু ছোট আদালতের এলাকার মধ্যে উপস্থিত হইলে ঐ নালিশ সে আদালতে শুননির যোগ্য হইত এইমত নালিশের হেতুসম্পর্কীয় ডিক্রীভিন্ন ঐ ছোট আদালত অন্য কোন প্রকার ডিক্রী জারী করেন্ ইতি।—১৮৩৯ সা। ২৭ আ। ১ ধা।

সপ্তম অধ্যায়।

সদর দেওয়ানী আদালত।

১ ধারা।

কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালত।

১। হুকুম হইল যে উপরের লিখিত ধারার উক্ত তারিখঅবধি কোন ব্যক্তি উপরের লেখা দেশ সকলেতে বংশ ও বাসস্থান দৃষ্টে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার নীচের লিখিতব্য আদালতসকলের ক্ষমতাহইতে বহির্ভূত হইবেন না অর্থাৎ ফোর্ট উলিয়মের প্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় বাঙ্গলা দেশের আদালতসকলের তফসীল। সদর দেওয়ানী আদালত। জিলা ও শহরের আদালতসকল। প্রধান সদর আমীনের আদালত। সদর আমীনের আদালত।—১৮৩৬ সা। ১১ আ। ২ ধা।

২। সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহের নিমিত্তে ইহার পর প্রধান জজ এক সাহেব ও আর যত জন জজ সাহেব ঐ২ আদালতের কর্ম্মাদি অবিলম্বে নির্ব্বাহ হওনের অর্থে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাতে আবশ্যক বোধ হয় তত জন সাহেব নিযুক্ত হইবেন ইতি।—১৮১১ সা। ১২ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৩। সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের প্রধান জজস্বরূপ খ্যাতি এবং ঐ২ আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের ১ প্রথম ও ২ দ্বিতীয় ও ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম জজরূপ খ্যাতি এঅবধি রহিত হইল ইতি।—১৮২৯ সা। ৩ আ। ২ ধা।

৪। সদর দেওয়ানী আদালতের জজের ভার যে প্রধান সাহেব ও নীচের সাহেবেরা পান্ তাঁহারা স্ব২ কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে সেইরূপ শপথ করিবেন যেরূপ শপথ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগকে ঐ হজুরে করাণ যায় ইতি।—১৮০১ সা। ২ আ। ৪ ধা।

শপথের পাঠ।

লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের এক জজের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম এ কারণ দিব্য করিতেছি যে আমি আপন এলাকার সমস্ত কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সাবধানে বিনাভয় ও মিত্রতায় আপন বুদ্ধিসাধ্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে বিনাপক্ষপাতে হজুরের যে সকল আইন সংপ্রতি জারী আছে ও পশ্চাৎ যে সকল আইন হয় তদনুসারে পর্য্যবসান করিব ও আমার এলাকার আদালতে যে সকল মোকদ্দমা রুজু অর্থাৎ উপস্থিত থাকে ও হয় ও নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার কোন মোকদ্দমায় কাহারো স্থানে কিছু নগদ ও জিনিস দর্শনী ও ভেটি অর্থাৎ নজর ও সওগাত লইব না এবং আমার এলাকার কাহাকেও আপন জ্ঞাতসারে লইতে

দিব না এবং আমার এলাকার আদালতে যে টাকা জমা ও খরচ হয় তাহার হিসাব প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের সরকারে দাখিল করিব এবং ইঙ্গরেজের জন্মভূমি বিলায়তে টাকা পাঠাইবার কারণ আমি কিম্বা আমার প্রস্থে কেহ ইঙ্গরেজের অধিকার কিম্বা কোন স্থানে কোন কারবার করিব না এবং করিবেক না এবং হজুরের হুকুম ও মঞ্জুরছাড়া কোন প্রকারে আপত্তি করিয়া কিছু লাভ করিব না এতদর্থে দিব্য করিয়া সুকুতিপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি।—১৭৯৩ সা। ৫ আ। ২ ধা।

৫। ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ২ আইনের যে ৪ এবং ১১ ধারানুসারে হুকুম হইয়াছে যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে যে২ জজ সাহেবেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সমক্ষে ঐ২ পদের শপথ করিবেন তাহা এই ধারাক্রমে রদ হইল এবং এক্ষণে যে আইন চলিত আছে তদনুসারে উপরের উক্ত জজ সাহেবেরদের ও সরকারী কর্ম্মকারি অন্য সকল সাহেবেরদের প্রতি হুকুম আছে যে তাঁহারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে শপথ করিবেন ইহার পর তাঁহারা ঐ ২ পদের শপথ নিজামৎ আদালতে কি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য যে কোন সাহেবকে শপথ করাইবার নিমিত্তে নিযুক্ত করেন্ তাঁহার সাক্ষাৎ করিবেন ও ঐ শপথপত্রে সহী করিবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ৩ আ। ৩ ধা।

৬। সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ২।০ সওয়া দুই বুরুল প্রশস্তে চক্রাকৃতি অর্থাৎ গোল হইয়া তাহাতে নীচের লিখিত ভাষা পারসী ও বাঙ্গলা ও নাগরী অক্ষরে খোদা যাইবেক মোহরের ভাষা এই যে মোহর্ সদর দেওয়ানী আদালত। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মোকাম কলিকাতার মধ্যে যে কোন বড় কোটায় উচিত হয় তথায় কার্য্যের আবশ্যকতাক্রমে বৈঠক করিবেন। তাহাতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপস্থিত কার্য্য বুঝিয়া সময়ক্রমে কোন নির্দ্দিষ্ট বৈঠকের দিনে বৈঠক মৌকুফ করেন্। এবং বৈঠকের দিন ও দরবারের সময়ছাড়া ঐ আদালতের এলাকার কোন হুকুম ও ডিক্রী ও ব্যাপার কার্য্যও না করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা।

৭। সদর দেওয়ানী আদালতের কাছারী দরবারের সময়ে খোলা থাকিবেক।—১৮০১ সা। ২ আ। ৬ ধা।

৮। ঐ জজ সাহেবেরা আপনারদিগের ভারের কার্য্য চালাইবার দাঁড়া যে রূপে আইনের মতে বহির্ভূত না হয় সেই রূপে ধার্য্য করিতে পারেন্।—১৮০১ সা। ২ আ। ৬ ধা।

৯। সদর দেওয়ানী আদালতে পূর্ব্বাহ্নের ১১ ঘন্টাবধি অপরাহ্নের ৫ ঘন্টাপর্য্যন্ত হাজির থাকিবার নিরূপণ আছে এবং যদি ঐ আদালতের আমলারা ও উকীলেরা ছুটী না পাইয়া থাকেন্ অথবা পীড়িত হওনের বিষয় না জানাইয়া থাকেন্ তবে সেই সময়ের মধ্যে তাঁহারদের প্রতি নিতান্ত হাজির হইবার হুকুম আছে। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ১৪ নবেম্বরের বিধান।

১০। উপরের লিখিত দুই পর্ব্বের [অর্থাৎ মোহরম ও দশহরার] কালে সদর দেওয়ানী আদালত বন্ধ করিবার কি না করিবার অর্থে তথাকার সাহেবেরা যাহা ভাল বাসেন্ তাহাই করিবেন ইতি।—১৭৯৮ সা। ৩ আ। ৩ ধা।

১১। সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা আবশ্যকমতে

সময়েং সকল বিবরণপত্র ও কালেণ্ডর ও রেজিষ্টরপ্রভৃতি অন্য যেং কাগজ-পত্র এ রাজধানীর তাবে দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের ইউরোপীয় কি এদেশীয় কার্য্যকারকেরদের অথবা আদালতের কিম্বা পোলীসের কার্য্য-কারক লোকেরদের দ্বারা পাঠাইতে হয় তাহার প্রকার ও পাঠাইবার সময় ও লিখনের প্রকার নিরূপণ করিবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

১২। ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত ঐ আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎকরা হুকুমের দ্বারা আপীলহওয়া মোকদ্দমা বিচা-রের নিমিত্ত প্রস্তুত করণের এবং ঐ আদালতের ডিক্রী ও হুকুম জারী করণের ভার ঐ রেজিষ্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন্ এবং আবশ্যক হুকুম দিতে এবং তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাধারণ আইনের নির্দ্দিষ্ট বিধ্যনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহাকে ক্ষমতা দিতে পারেন্ ইতি।—১৮৪১ সা। ১৭ আ। ১ ধা।

১৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ আদালতে উপস্থিত কোন মোক-দ্দমায় খরচার নিমিত্ত জামিন লওয়া আবশ্যক হইবেক না এবং ঐ উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে আইনের দ্বারা দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিষয়ক যে ক্ষমতা অর্পণ আছে তাহা উচিত মতে নির্ব্বাহ করণের নিমিত্ত ঐ উভয় আদালত কার্য্যের যেং নিয়ম সময়ক্রমে আবশ্যক বোধ করেন্ তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্। এবং ঐ নিয়ম এইরূপে প্রস্তুত হইলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে জ্ঞাপন করিতে হইবেক এবং ঐ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাহা মঞ্জুর করিলে এই আইনের মধ্যে তাহা লেখা থাকিলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপ প্রবল হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১৭ আ। ২ ধা।

২ ধারা।

সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের সাধারণ ক্ষমতা।

১৪। ঐ আদালতের জজ সাহেবদিগের জনেকে কি অধিক জনেইবা কা-হার জোবানবন্দী আপন কিম্বা আপনারদিগের সমক্ষে করাইয়া লওয়া উচিত জানিলে সাধ্য রাখেন্ যে তাহার জোবানবন্দী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের অনুসারে রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা না করিয়া লইয়া নিজ সমক্ষে করিয়া লন্।—১৮০১ সা। ২ আ। ৬ ধা।

১৫। মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজ সাহেবের প্রতি এই আইনের ২ ধারার মতে তাঁহার আপনার কিম্বা চলিত আইনানুসারে ঐ মফঃ-সল আপীল আদালতের অন্য এক জন কিম্বা ততোধিক জজ সাহেবের করা অসম্পূর্ণ ডিক্রী ও হুকুম শেষ এতাবতা পূরা করিতে পারিবার অনুমতি থাকি-বেক কিন্তু ঐ আদালতের অন্য এক জন কি ততোধিক জজ সাহেবের করা ডিক্রী কি হুকুম ফিরাইতে ও অদলবদল করিতে কোন প্রকারে ঐ এক জন জজ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

১৬। মফঃসল আপীল আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দ-মার বিচারকালে এবং আপীলমতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা শুনিতে তথা-

কার যে এক জন জজ সাহেব এই আইনের মতে বৈঠক করিবেন তাঁহার প্রতি সাক্ষির সাক্ষ্যবাক্য মঞ্জুর করণ ও জোবানবন্দী লওনের ও মোকদ্দমার বিচার-সম্পর্কীয় অন্য সমস্ত বিষয়েতে ন্যায় বিচারানুসারে ও চলিত আইনের মতে যে হুকুম দেওয়া বিহিত বুঝেন্ তাহা দিবার ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ১ আইনের ৭ ধারার লিখিত দাঁড়ানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে মফঃসল আপীল আদালতের দুই জন কিম্বা ততোধিক সাহেবের বৈঠককালে ঐ সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে যদি বিহিত বুঝেন্ তবে ঐ এক জন জজ সাহেবের সমক্ষে যে সাক্ষির জোবানবন্দী হইয়া থাকে পুনর্ব্বার নূতন করিয়া তাহার জোবানবন্দী লন্ ও আবশ্যক সময়ে নূতন সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লন্ বরং ঐ এক জন জজ সাহেবের দেওয়া হুকুমের পরিবর্ত্তে অথবা শুধরণে কিম্বা নিবর্ত্তে যে হুকুম বিহিত ও চলিত আইনের মতানুযায়ী হয় তাহা দেন্ সে সকল দাঁড়া ঐ সকল প্রকারেতে খাটিবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।

১৭। ঐ এক জন জজ সাহেবের অগ্রে এই আইনমতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে যদি তাঁহার চিত্তে এমত বোধ হয় যে কোন সাক্ষী ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৪ ধারার উক্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে তবে তাহার মোকদ্দমার বিচার দায়েরসায়েরী আদালতে হওনার্থে তাহাকে জামিনীতে কিম্বা কয়েদ রাখিতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ৫ প্র।

১৮। মফঃসল আপীল আদালতের যে এক জন জজ সাহেব এই আইনানুসারে বৈঠক করিবেন তাঁহার প্রতি ক্ষমতা থাকিবেক যে উপস্থিত মোকদ্দমা কিম্বা কোন জিলা কি শহরের আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার মুৎফরক্কা আরজী যে সকল প্রকারেতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেব লোক তাঁহারদিগের করা বৈঠকের সময়ে তাহা লইতে ক্ষমতা রাখেন্ তাহা সেই সকল প্রকারেতে বরং চলিত আইনানুসারে ঐ আদালতে উপস্থিত হওনের ও শুনা যাওনের যোগ্য আর২ সমস্ত আরজী লইয়া ঐ আদালতে অর্পণহওয়া ক্ষমতামতে এই আইনের লিখিত দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার বিষয়েতে আচরণ করেন্ ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ৬ প্র।

১৯। এই আইনের ৪ ধারানুসারে মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজ সাহেবের প্রতি যে সকল ক্ষমতা ও ভারার্পণ হইল সেইমত ক্ষমতা ও ভার সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবের প্রতি ঐ ধারার ৩ প্রকরণের নীচের লিখনক্রমে শুধরণের সহিত থাকিবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

২০। আদালতের বৈঠকের সময়ে ঐ এক জন জজ সাহেবের প্রতি আপন করা ফয়সলা কি দেওয়া হুকুমেতে আপীল হওনের মোকদ্দমাব্যতিরেকে আর সমস্ত মোকদ্দমার আপীলের কিম্বা খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর কি নামঞ্জুর করিতে পারিবার ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

২১। জানা কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতে এক জন জজ সাহেবের প্রতি কোনপ্রকারে ঐ আদালতের দুই জন কি ততোধিক জজ সাহেবের করা

ফয়সলা কি হুকুম রদ কি পরিবর্ত্ত করিতে পারিবার ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।

২২। সদর দেওয়ানী আদালতের কোন জজ সাহেবের প্রতি তাঁহারদিগের আপনার করা ফয়সলা কি দেওয়া হুকুমহইতে আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার বিচারেতে বৈঠক করিবার ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৬ ধা। ৪ প্র।

২৩। উপরের ধারামতে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবের বৈঠকেতে যে সকল ফয়সলা ও হুকুম হয় তাহা চলিত আইনানুসারে ঐ আদালতের দুই জন কি ততোধিক জজ সাহেবের বৈঠকেতে হওয়া ফয়সলা ও হুকুম সকলের মত পুরা হইবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৭ ধা।

২৪। ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ৬ ও ৮ ধারা এবং অন্য যে কোন চলিত আইন সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের স্বতন্ত্র২ বৈঠক করণের বিষয়ে এবং ঐ আদালতের প্রত্যেক জজ সাহেবের ক্ষমতার বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা শুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের গ্রাহ্য সকল বিষয়ে ঐ আদালতের প্রত্যেক জজ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনি একাকী নিরূপিত বৈঠক করিয়া চলিত আইনানুসারে হুকুম দিতে ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে নীচের বেওরাক্রমের কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আচরণ করেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ১ প্র।

২৫। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার হুকুম স্পষ্ট করা যাইবাতে জানান যাইতেছে যে প্রত্যেক সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব ঐ আইনের ঐ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমাভিন্ন জাবেতামত বা মুৎফরক্কা সমস্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ১৫ ধা।

২৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে প্রবিন্স্যল আদালত [এক্ষণে সদর আদালতের] এক জন জজ সাহেবের এমত ক্ষমতা আছে যে যে আপীলের যোগ্য সরাসরী মোকদ্দমা এবং সামান্যতঃ সকল মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় জিলা ও শহরের জজ সাহেব যে হুকুম করিয়াছিলেন তাহার উপর আপীল হইলে আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত সেই হুকুম জারী স্থগিত করিতে সেই জজ সাহেবকে হুকুম দেন্। ৫৯১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭। কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৫ ধারা শুধরিবাতে এক জন জজ সাহেবের ক্ষমতা হইল যে যদি ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুমমত কোন হেতু দেখেন্ তবে ঐ এক জন জজ সাহেব আপনি খাস আপীল মঞ্জুর করেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

৩ ধারা।

জজ সাহেবেরদের মতের অনৈক্য।

২৮। তিন জন জজ সাহেবের বৈঠক একত্র হইলে যদি তৎকালে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পরস্পর মতের ফের পড়ে তবে তন্মধ্যে অধিক

জনের যে মত হয় তদনুসারে সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পাইবেক। কিন্তু দুই জন জজ সাহেবের বৈঠক একত্র হইলে যদি তৎকালে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে উভয়তঃ মতের ঐক্য না হয় তবে সে কালে তিন জন জজ সাহেবের মধ্যে যে সাহেব উপস্থিত না থাকেন্ সে সাহেব উপস্থিত না হইবা-পর্য্যন্ত সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি স্থগিত করিতে হইবেক ইতি।—১৮০১ সা। ২ আ। ৬ ধা।

২৯। কিন্তু যখন কলিকাতাস্থ অথবা আলাহাবাদের সদর আদালতে কে-বল এক জন জজ সাহেব উপস্থিত থাকেন্ অথবা যখন দুই জন জজ উপস্থিত থাকেন্ এবং চলিত আইনানুসারে যে বিষয়ে দুই জন জজ সাহেবের সম্মতির আবশ্যক আছে সেই বিষয়ে ঐ দুই জন জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হয় তখন সেই বিষয় দেওয়ানীর হইলে কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালতের এবং ফৌজদারী হইলে কলিকাতাস্থ নিজামৎ আদালতের এক জন জজ সা-হেবের নিষ্পত্তির নিমিত্ত তাঁহার নিকটে সমর্পণ করিতে হইবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৬ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

৩০। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এইমতে যে জজ সাহেবের নিকটে সেই বিষয় সমর্পণ হয় সেই জজ সাহেবের উভয় বিবাদি কি তাহারদের উকীলেরদিগকে হাজির করিবার আবশ্যক নাই। তিনি রোয়দাদী কাগজপত্র পাঠ করিয়া বিবেচনা করিবেন এবং তদ্বিষয়ে আপনার যে নিষ্পত্তি হয় তাহা লিখিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৬ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

৩১। যখন কলিকাতার সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে চারি জন জজ সাহেব উপস্থিত থাকিবেন এবং যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে অনেকের সম্মতির অপেক্ষা থাকে সেই মোকদ্দমাতে দুই দিগের মত সমান অর্থাৎ দুই জন জজ সাহেবের মত অন্য দুই জন জজ সাহেবের মতের বিপরীত হইলে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজ সাহেবেরা বিষয়মতে পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী কিম্বা নিজামৎ আদালতের এক জন জজ সাহেবের নিকটে সেই মোকদ্দমা পাঠাইতে পারিবেন আর ঐ জজ সাহেবের উচিত যে সেই মোকদ্দমার উভয় পক্ষকে কি তাহারদিগের উকীলদিগকে তলব না করিয়া মনোযোগপূর্ব্বক রোয়দাদ দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া আপন মত লিখিয়া পাঠান্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ৯ ধা।

৩২। ১৮২৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে সদর আদালত বিধান করিলেন যে দুই জন জজ সাহেব কোন ডিক্রীর সকল বিষয়ে যদি ঐক্য হন্ তবে তাঁহারদের নিষ্পত্তি অন্য যে কোন দুই জন জজ সাহেবের মতের পরস্পর অনৈক্য আছে তাঁহারদের নিষ্পত্তির সঙ্গে না মিলে তথাপি তাহা চূড়ান্ত হইবেক। ৫২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩। দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর খরচার সংখ্যা অথবা তাহা বিলি করণের বিষয়ে কিম্বা ওয়াসিলাৎ অথবা সেই প্রকার অন্য কোন বিষয়ে যে জজ সাহেবেরা ডিক্রী করিয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যে যদি অনৈক্য হয় তবে কেবল সেই বিরোধি বিষয় তৃতীয় জজ সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ হইবেক এবং ঐ মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহাতে তিনি দোষ দিতে পারিবেন না কেবল যে বিষয় তাঁহার নিকটে সোপর্দ্দ হইল তা-হারই বিবেচনা করিবেন। ১৮৩৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরকুলের অর্ডর।

৪ ধারা।

অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার।

৩৪। কোন অধীন আদালতের ফয়সলা কিম্বা হুকুমের উপর হওয়া আপীলী মোকদ্দমার বিচারে কিম্বা আপীলের কোন আরজী শুননিতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব এমত বোধ করেন্ যে ঐ ফয়সলা কিম্বা হুকুম যথার্থ ও তাহা পরিবর্ত্ত করিবার যথেষ্ট হেতু দেখা না যায় তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে তাহা নম্বর বিলি না করিয়া প্রতিবাদিকে তলব করণব্যতিরেকে আর বিষয় বিবেচনাতে সমুদয় রোয়দাদ পুনর্দৃষ্টি করিয়া কি না করিয়া তাহা বহাল রাখেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৩৫। যখন ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুসারে জিলার জজ সাহেবের ডিক্রী বহাল হয় তখন রেস্পাণ্ডেণ্ট আপনার পক্ষের ডিক্রী জারী করণার্থ অগৌণে উদ্যোগ করিতে পারেন্ এই নিমিত্ত যে জজ সাহেবের দ্বারা ডিক্রী বহাল হইয়াছিল তিনি আপনার হুকুমের এক নকল জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হুকুম দিবেন। ১৮৩৫ সালের ২০ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৩৬। কিন্তু যদি এক জন জজ সাহেব এমত বুঝেন যে যে ফয়সলা কি হুকুমের উপর অপীল হইয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে অযথার্থ কিম্বা কোন চলিত আইনের বিরুদ্ধ কিম্বা হিন্দুর শাস্ত্রের ও মুসলমানের শরার মতের কিম্বা অন্য যে কোন শাস্ত্র ঐ বিষয়ে খাটে তাহার বিরুদ্ধ কিম্বা তাহা উপযুক্ত বিচার করণব্যতিরেকে জারী হইয়াছে কিম্বা তাহা স্পষ্টরূপে মিথ্যা কল্পনামূলক হয় অথবা ঐ বিরোধি বিষয়ের সহিত সম্পর্ক না রাখে আর উপরের লিখিত কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহা পরিবর্ত্ত কি শুধরিবার যোগ্য হয় তবে ঐ এক জন জজ সাহেবের উচিত যে আপীলী মোকদ্দমার রোয়দাদ কি ফয়সলা কিম্বা হুকুমেতে যে সকল বেদাঁড়া অবিধি কিম্বা অন্য কোন স্পষ্ট দোষ থাকে তাহা হুকুমনামাতে লিখিয়া যে আদালতহইতে হুকুম কি ফয়সলা জারী হইয়াছে ঐ আদালতের সাহেবের নিকটে পাঠান্ এবং তাহাতে ঐ সাহেবকে তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে এবং ঐ মোকদ্দমাতে ন্যায় ও আইনমতাচরণ করিতে হুকুম দেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৩৭। এই আইনমতে বৈঠককরণিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব অধীন আদালতসকলের রোয়দাদ কিম্বা আবশ্যকমতে তাহার কতক অংশ তলব করিতে পারিবেন এবং আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির হুকুম দিবার পূর্ব্বে কোন বিষয়ের বেওরা জানিবার আবশ্যক হইলে বিবেচনামতে ইঙ্গরেজী কিম্বা পারসী ভাষাতে লিখিয়া পাঠাইবার নিমিত্তে হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

৩৮। ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার বিধানের বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত বিধি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

৩৯। সদর আদালত বোধ করেন্ যে যদি রেস্পাণ্ডেণ্টকে হাজির না করাইয়া অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী বহাল হয় তবে আপেলাণ্ট যে ইষ্টাম্প কাগজে আপীলের দরখাস্ত লিখিয়াছিল সেই ইষ্টাম্পের মূল্যের কোন অংশ ফিরিয়া পাইবেক না এবং আ-

পেলান্ট উকীলের যে রসুম আমানৎ করিয়াছিল তাহা সমুদয় ঐ উকীল পাইবেন। ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৪০। যদি রেস্পাণ্ডেন্টের হাজির হইতে তলব না হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি তথাপি আদালতের এক জন উকীলের দ্বারা আপীলের দরখাস্তের উত্তর দাখিল করে তবে সেই উকীলের রসুম ঐ রেস্পাণ্ডেন্ট আপনি দিবেক। ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

৪১। যদি ডিক্রী পুনর্দৃষ্টি করিবার হুকুম অধস্থ আদালতে পাঠান যায় তবে ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৮ ধারার নিরূপিত বিধির অনুসারে আপেলান্ট আপন আপীলের দরখাস্তের যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিয়াছিল তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক অথবা আপীলের দরখাস্ত তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং যদি আপেলান্ট ও রেস্পাণ্ডেন্টের উকীল হাজির ছিলেন তবে তাঁহারা নিরূপিত রসুমের চারি অংশের এক অংশের অধিক পাইবেন না। ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

৪২। বিধান হইল যে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আপীলের দরখাস্ত শুনিবার বিষয়ে যে ক্ষমতা ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হইল সামান্য আইনানুসারে ঐ আদালত যে প্রকার আপীল শুনিতে পারেন্ কেবল তাহার বিষয়ে সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক। অতএব সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা- যে ডিক্রী করেন্ সেই ডিক্রীর উপর কোন আপীল সদর আদালত শুনিতে পানেন্ না যে- হেতুক ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারাতে হুকুম আছে যে সেই আপীলের মুখে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহা চূড়ান্ত। ৬৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৩। প্রথম আপীল যদ্যপি আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে করা যায় তবে সেই আপীল করিতে আপেলান্টের অধিকার আছে এই বোধে জজ সাহেবের তাহা গ্রাহ্য করি- তেই হইবেক অতএব আসল মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠ করণের পূর্ব্বে যদি জজ সাহেব অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখেন্ তবে তাহাতে আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না কিন্তু আপীলের দোষগুণ বিবেচনা করিয়া তাহা চূড়ান্তরূপে ডিসমিস হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। ৭৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৪। জিলা ও শহরের জজ সাহেব ৬ জুলাই তারিখে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে হুকুম বা ডিক্রীর উপর জাবেতামত অথবা সরাসরী আপীল হয় সেই হুকুম স্পষ্টতঃ অযথার্থ অথবা অবিধি বোধ হইলে অথবা ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত অন্য কোন কারণ হইলে উক্ত আইনে এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারায় তাঁহারদের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হই- য়াছে সেই ক্ষমতানুসারে সদর আদালত মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব না করিয়া সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে আপনারদের সাধ্য আছে এমত জ্ঞান করিলেন। এইমত গতিকে ঐ ডিক্রী অযথার্থ অথবা অবিধি কি না ইহা নিশ্চয় করণার্থ ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদ পুনর্দৃষ্টি করণের আবশ্যক নাই যেহেতুক ঐ হুকুম বা ডিক্রী পাঠ করিবামাত্র তাহা অযথার্থ অথবা অন্যায় দৃষ্ট হইতেছে অথবা তাহার যে সকল কাগজপত্র পাঠান গিয়াছে তাহার দ্বারা তাহা সাব্যস্ত হইতেছে। আরো ঐ ধারার ৩ প্রকরণে এমত হুকুম আছে যে ঐ আদালত তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিলে তাঁহারা অধস্থ আদালতের সকল রোয়দাদ অথবা যে ভাগ আবশ্যক বোধ হয় তাহা তলব করিতে পারেন্। এবং ঐ ধারাতে সদর আদালতে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতানুসারে তাঁহারা কার্য্য করিতে পারিবার নিমিত্ত ঐ ধা- রার ৭ প্রকরণেতে সকল অধস্থ আদালতের প্রতি এই হুকুম হইয়াছে যে উভয় বিবাদির মধ্যে যে বিশেষ বিষয় লইয়া বিবাদ আছে তাহা এবং যে হেতুতে ঐ আদালত ডিক্রী অথবা হুকুম করেন্ তাহা ডিক্রীর মধ্যে লিখিতে আইনে যে বিধান আছে তাহার মতাচরণ করিতে হুকুম হইল। ৮৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৫। যদি রেস্পাণ্ডেণ্টের রীতিমত তলব না হয় তবে তাহার প্রতিকূলে আদালত কোন চূড়ান্ত ডিক্রী করিতে পারেন্ না। ৯৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৬। এবং এক জন জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যেপর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমাসম্পর্কীয় চূড়ান্ত হুকুম না হইবেক সেপর্য্যন্ত যদি অধীন আদালতের ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় কোন ডিক্রী কি হুকুম স্থগিত রাখিতে উচিত বুঝেন্ তবে তাহা স্থগিত রাখিতে হুকুম করেন্ ইতি। ১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

৫ ধারা।

সদর আদালতের দ্বারা অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা হুকুম রদ করণ।

৪৭। কিন্তু জানান যাইতেছে যে যে ডিক্রী কি হুকুমের উপর আপীল হইয়া থাকে যদি সেই ডিক্রী কিম্বা হুকুম সম্পূর্ণ বিচারের পর জাবেতামতে করা নালিশ কি আপীলের উপর জারী হইয়া থাকে এবং ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় চূড়ান্ত হুকুমের কেবল মোকদ্দমার বৃত্তান্ত কিম্বা সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যসম্পর্কীয় ভিন্ন২ মতের কিম্বা সন্দেহ ও আপত্তি বিশিষ্ট শরা ও শাস্ত্রের মতের কিম্বা চলিত কোন আইনের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর থাকে তবে এক জন জজ সাহেব সেই ডিক্রী কি হুকুমের অন্যথা কি পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন না কিন্তু এমত বিষয়ে যে হুকুম ও ব্যবহার পূর্ব্বাবধি চলিত আছে তদনুসারে ঐ এক জন জজ সাহেব উপদেশ গ্রহণ করিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

৪৮। মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা জিলা কি শহরের আদালতের হওয়া ফয়সলা কি হুকুমহইতে আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার বিচার কালে সদর দেওয়ানী আদালতের যে এক জন জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমাতে বৈঠক করিয়া থাকেন্ যে হুকুম কি ফয়সলাহইতে আপীল হইয়াছে তাহা ফিরাণ কি পরিবর্ত্ত করা তাঁহার চিত্তে যদি বিহিত বোধ হয় তবে এমতে ঐ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতের আর এক জন কি ততোধিক জজ সাহেব তাঁহার সহিত বৈঠক করণবিনা সে মোকদ্দমাতে ডিক্রীর কিম্বা পূরা কোন হুকুম দিতে পারিবেন না ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

৪৯। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণেতে এমত হুকুম আছে যে মফঃসল আপীল [সদর দেওয়ানী] আদালতে উপস্থিতহওয়া আপীলের কোন মোকদ্দমাতে দুই জন সাহেবের বৈঠকব্যতিরেকে যে হুকুম কি নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়া থাকে সেই হুকুম কি নিষ্পত্তি রদ কি পরিবর্ত্ত হওনের হুকুম হইবেক না ও এক্ষণকার চলিত কোন২ আইনেতে ইহাও লেখা আছে যে আদালতের সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেব যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ তাহার নিষ্পত্তিপত্রেতে সেই সাহেবের দস্তখৎ হইবেক এক্ষণে উপরের লিখিত ঐ২ কথার ফেরফার করিয়া শুধরিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে কোন মোকদ্দমাতে জিলা ও শহরের কোন আদালতের জজ সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেব কি রেজিষ্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তির উপর প্রবিন্স্যাল কোর্ট [সদর দেওয়ানী] আদালতে আপীল হয় সে মোকদ্দমাতে ঐ আদালতের যে সাহেব এমত মোকদ্দমার বিচার করিবার কারণ একাকী বৈঠক করেন্ সেই

সাহেব যে নিষ্পত্তি কি হুকুমের উপর আপীল হইয়াছে যদি সেই নিষ্পত্তি কি সেই হুকুম রদ কি পরিবর্ত্ত করা বিহিত বুঝিয়া তাহাতে আপনার অন্তঃকরণবর্ত্তী ও অভিপ্রায়ের কথা লিখিয়া মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিলে রাখেন্ তবে তাহার পরে ঐ আদালতের সাহেবদিগের মধ্যে অন্য যে সাহেব সেই মোকদ্দমা করিবার কারণ বৈঠক করেন্ তাঁহার মত সাবেক জজ সাহেবের মতের সহিত যদি ঐক্য হয় ও একত্র ঐ দুই জন সাহেবের বৈঠক হওনপর্য্যন্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরা মৌকুফ রাখা বিহিত বোধ না হয় তবে এমতে যে জজ সাহেব সে মোকদ্দমার পুনরায় তজবীজ করেন্ তাঁহার ক্ষমতা আছে যে অন্য সাহেবের বৈঠক হওনবিনা সাবেক জজ সাহেবের মতানুসারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ও হুকুম করিয়া চলিত আইনের মতে তাহা জারী করণের বিষয়ে হুকুম দেন্ ও উপরের লিখিত প্রকারেতে যে জজ সাহেব শেষে বৈঠক করিয়া থাকেন্ সেই জজ সাহেব নিষ্পত্তিতে দস্তখৎ করিবেন ও তাহাতে সাবেক জজ সাহেবের দস্তখৎ হওনের আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্তু সাবেক জজ সাহেবের অভিপ্রায় ও মতের যে কথা উপরের উক্তমতে রোয়দাদের শামিলে রাখা গিয়া থাকে তাহাও আসল নিষ্পত্তি ও হুকুমেতে ও তাহার যেং নকল উভয় বিবাদিকে দেওয়া যাইবেক তাহাতে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৫ আ। ৮ ধা।

[ঐ আইনের ১৬ ধারার দ্বারা ঐ হুকুম সদর আদালতে চলন হইল।]

৫০। ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ১৬ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে কোন অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত আপীলের অথবা খাস আপীলের যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব বিচার করিয়া বোধ করেন্ যে ঐ আপীলহওয়া নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করা উচিত তবে তিনি সর্ব্বদাই ঐ আদালতের অন্য দুই জন জজ সাহেবকে আপনার সঙ্গে বৈঠক করিতে আহ্বান করিবেন এবং ঐ তিন জন জজ সাহেব এক সঙ্গে বৈঠক করিয়া ঐ আপীল শুনিবেন এবং অধিক কোন জজের মত না লইয়া তাঁহারা তাহা নিষ্পত্তি করিবেন। এইমত গতিকে যদি তিন জন জজ সাহেবের এক মত হয় তবে তাঁহারা তিন জনই ডিক্রী অথবা চূড়ান্ত হুকুমনামায় দস্তখৎ করিবেন কিন্তু যদি এক জন জজের মত অন্য দুই জনের সঙ্গে ঐক্য না হয় তবে যে দুই জন জজ ঐক্য হন্ তাঁহারা ঐ ডিক্রীতে দস্তখৎ করিবেন এবং অন্য জজ সাহেবের দস্তখৎকরা আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্তু ডিক্রী অথবা চূড়ান্ত হুকুমের মধ্যে তাঁহার মত লিখিতে হইবেক ইতি। —১৮৪৩ সা। ২ আ। ১ ধা।

৫১। কিন্তু উক্ত নিয়ম সরাসরী আপীলে অথবা মুৎফরক্কা মোকদ্দমার আপীলে খাটিবেক না এবং ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল ইহার দ্বারা তাহার কিছু অন্যথা হইবেক না ইতি।—১৮৪৩ সা। ২ আ। ২ ধা।

৫২। সদর আদালত বোধ করেন্ যে উল্লিখিত মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেবের যে হুকুমের অন্যথা হইয়াছিল তাহা জাবেতামত মোকদ্দমায় ঐ জিলার আদালতের ডিক্রী জারী করণের হুকুম। অতএব তাঁহারা বোধ করেন্ যে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ৪ প্রকরণে যে বর্জনীয় বিষয় লেখা আছে তাহার মধ্যে ঐ হুকুম গণ্য হইতে পারে

না এবং সদর দেওয়ানী আদালতের কোন এক জন জজ সাহেবের এমত ক্ষমতা আছে যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে যেমত উচিত বোধ হয় সেই মতে ঐ হুকুম শুধরান্ বা অন্যথা করেন্। ৮০৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৩। কিন্তু পুর্ব্বের প্রকরণের লিখিত [অর্থাৎ ৪৬ নম্বরী] কোন হুকুমক্রমে এমত বোধ না হয় যে কোন কঠিন কি ভারি মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে দুই কিম্বা ততোধিক জজ সাহেবের দ্বারা তাহার বিচারহওয়া উচিত বুঝিলে আপনার মত লিখিয়া ঐ মোকদ্দমা অন্য জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে এক জন জজ সাহেবের প্রতি বারণ আছে ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৬ প্র।

৫৪। কোন মোকদ্দমায় এক জন জজ সাহেব আপনার মত লিখিয়া সেই মোকদ্দমা অন্য জজ সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ করিলে পর যদি উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদের উকীল দরখাস্তের দ্বারা ঐ লিখিতমতে আপনারদের আপত্তি জানায় তবে তাহা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণের বিরুদ্ধ হয় যেহেতুক ঐ প্রকরণে লেখে যে আদালতের বিশেষ অনুমতি না হইলে কোন অবশেষ আরজী লওয়া যাইবেক না। ১৮৩৬ সালের ১১ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৫। কিন্তু যদি উভয় বিবাদী কি তাঁহারদের উকীল আপনারদের মোকদ্দমা স্পষ্ট করণের নিমিত্ত এক অবশেষ আরজী দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক বোধ করে তবে যে জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমা প্রথমে নিষ্পত্তি করিলেন সেই আরজী তাঁহাকে অর্পণ হইবেক এবং তিনি তাহা পাঠ করিলে পর ঐ অবশেষ সওয়াল জওয়াব বা আরজীর মর্ম্ম বিবেচনা করিয়া যথার্থ বিচারের নিমিত্ত যেরূপ উচিত বোধ হয় সেই মত হুকুম দিবেন। ১৮৩৬ সালের ১১ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৬ ধারা।

প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমা কি দরখাস্ত সদর আদালতের দ্বারা জিলার আদালতে সোপর্দ্দ করণ।

৫৬। সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের মোতালক মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব যে মোকদ্দমা না শুনিয়া থাকেন্ কিম্বা শুনিতে শৈথিল্য করিয়া থাকেন্ এমত প্রমাণ হয় তবে সে মোকদ্দমার নালিশী আরজী লইয়া সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ সেই জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের নামে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতে হুকুমনামা লিখিয়া পাঠান্। তাহাতে সে মোকদ্দমার ফরিয়াদী সেই হুকুমনামা পঁহুছিবার ও তাহার সংবাদ পাইবার তারিখহইতে ৬ ছয় হপ্তার মধ্যে সেই জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপন মোকদ্দমা না করিলে সে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে এমত হুকুম হইলেও সে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ অর্থাৎ অগ্রাহ্য করেন্। এবং সেই জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলে সেই ডিস্‌মিসের হেতুযুক্তে তাহার সামাচার দেওয়ানী আদালতের মোহর ও আপন দস্তখতে লিখিয়া সে মোকদ্দমা ডিস্‌মিসের তারিখহইতে সপ্তাহের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

৫৭। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে যে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতথাকা অথবা নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার সম্পর্কীয় আরজী পাইলে যদি এমত সাব্যস্ত হয় যে আরজীদায়ক সে আরজী পূর্ব্বে সেই দেওয়ানী আদালতে দিয়াছিল কিন্তু তথাকার জজ সাহেব তাহা লন্ নাই কিম্বা লইয়া তাহার বিচার করেন্ নাই ...... তবে সে আরজী লইয়া আইনমতে তাহার বিচার করিবার জন্যে এক হুকুমনামা সদর দেওয়ানী আদালতের মোহরে ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতে সেই দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নামে লেখাইয়া পাঠান্ ইতি।—১৭৯৮ সা। ২ আ। ৭ ধা।

৭ ধারা।

সদর আদালতে সরাসরী আপীল এবং মুৎফরক্কা দরখাস্ত।

৫৮। জাবেতামতে যে কোন মোকদ্দমা প্রথমতঃ কিম্বা বিশেষ কোন হেতু হওনব্যতিরিক্ত আপীলমতে প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের [কিম্বা জিলার আদালতের সাহেবেরদের কি ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনেরদের] শুনিবার যোগ্য হয় যদি ঐ সাহেবেরা সে মোকদ্দমার দাওয়ার আরজী কি আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ কিম্বা ঐ আরজী কি দরখাস্ত মঞ্জুর করণের পরে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টহইতে বিলম্ব হওন কি দাঁড়া ও জাবেতার অন্যমত কিম্বা অন্য কসুর হওনপ্রযুক্ত মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের বিচার করণবিনা তাহা ডিস্মিস্ করেন্ এমতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি কি দেওয়া হুকুমের উপর সরাসরী আপীল মঞ্জুর করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৫৯। উপরের প্রকরণের বিবরণ করিয়া লেখা সমস্ত প্রকারেতে সরাসরী আপীলের দরখাস্ত জাবেতামতে আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইবার বিষয়ে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক [ঐ প্রকরণের বিধান ৫ অধ্যায়ের ১ ধারাতে লেখা আছে]।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

[ভূম্যধিকারির অযোগ্যতার বিষয়ে সদর আদালত সরাসরী আপীল লইতে পারেন্ তদ্বিষয়ে ৪ অধ্যায়ের ২৪ ধারা দেখ।]

[নাবালকের অধ্যক্ষেরদের নিয়োগের বিষয়ে সদর আদালত সরাসরী আপীল লইতে পারেন্। সেই বিষয়ে ৪ অধ্যায়ের ২৫ ধারা দেখ।]

৮ ধারা।

সদর আদালতে জাবেতামত আপীল। যে২ মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য। সাধারণ বিধি।

৬০। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আইনের দ্বারা যে২ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন্ না সেই২ বিষয়ে যাহাতে বাদিপ্রতিবাদির ঐ আদালতে দরখাস্ত করণের প্রবোধ জন্মে এইমত কোন কথা জজ সাহেবেরা আপনারদের নিকটে দাখিলহওয়া কোন দরখাস্তের উপর অথবা তাঁহারদের রুবকারীতে লিখিবেন না যেহেতুক ঐ ব্যবহার স্পষ্টতঃ অনুচিত কেননা তাহার দ্বারা অকারণে আদালতের সময় হরণ হয় এবং দরখাস্ত-

করণিয়াদিগেরো অনেক অনাবশ্যক ক্লেশ ও খরচ হয়।—১৮৪২ সালের ১ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৬১। জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেব প্রথমতঃ যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন তাহার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ৩ প্র।

৬২। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ১ প্রকরণে যে টাকা বা মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যার বা মূল্যের যে সমস্ত মোকদ্দমা এই আইনের ১ ধারার ক্ষমতাক্রমে প্রধান সদর আমীনেরে অর্পণ হয় ঐ প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক এবং জিলার জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল যে২ বিধানানুসারে ঐ সদর দেওয়ানী আদালতে হইত সেই২ বিধানানুসারে সর্ব্ব প্রকারে এই আপীলেরও কার্য্য হইবেক এবং ঐ নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিবেচনা করণের দরখাস্ত করিতে হইলে তাহা প্রধান সদর আমীন এক কালে সদর দেওয়ানী আদালতে করিবেন এবং জিলার জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিবেচনার্থে দরখাস্ত হইলে যে বিধানানুসারে কার্য্য হইত সেই বিধানানুসারে ইহারো কার্য্য হইবেক ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৪ ধা।

৬৩। মধ্যস্থদিগের নিষ্পত্ত্যনুসারে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যে কোন মফঃসল আপীল আদালতে হইয়া থাকে সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তী আরজী যদি সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া যায় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে মধ্যস্থেরা সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে কিছু ঘুষ লইয়াছে কিম্বা পক্ষপাত করিয়াছে এমত প্রমাণ ২ দুই জন বিশ্বস্ত অর্থাৎ মাতবর সাক্ষির সুকৃতির দ্বারা না হইলে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া আদালতের খরচা দিবার কারণ সেই ফরিয়াদীর প্রতি হুকুম করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২২ ধা।

৬৪। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার ৩ প্রকরণে হুকুম আছে যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের বিধি যে২ জিলার মধ্যে চলন হয় সেই২ জিলাতে জজ সাহেবেরা প্রথমত উপস্থিতহওয়া সকল মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী করেন্ তাহার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে অতএব আদালতের হুকুমের বাধকতা করণের অথবা তাহা এড়াইবার মোকদ্দমায় জজ সাহেব যদি ভূমি জব্দ অথবা জরীমানা করেন্ তবে সেই ভূমির সালিয়ানা জমা বা উৎপন্ন অথবা সেই জরীমানার সংখ্যা অল্প হউক বা ভারী হউক সেইমত সকল হুকুমের উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে। এবং ইহার পূর্ব্বে সেইপ্রকার হুকুমের উপর আপীল প্রবিন্স্যল আদালতে হইলে তাঁহারদের নিষ্পত্তি যেরূপে জজ সাহেবের অপেক্ষা করণের হুকুম ছিল সেইরূপে জজ সাহেব এক্ষণে সদর আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষা করিবেন। ৭৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৫। কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা এই ধারানুসারে গণতা কিম্বা ক্ষতির বিষয়ে যে নিষ্পত্তিপত্র কোন কালেক্টর সাহেব কিম্বা সরবরাহকার অথবা অধ্যক্ষের নামে পাঠান্ তাহাতে ঐ কোর্টের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার নকল সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ও এমত সকল নিষ্পত্তিপত্র সেই আদালতের ডিক্রীর ন্যায় জ্ঞান হইয়া তাহার জারী আদালতের অন্য২ ডিক্রীর মতে হইবেক কিন্তু এপ্রকার মোকদ্দমাসকলের আপীল যদি তাহার দরখাস্ত সেই নিষ্পত্তিপত্রের তারিখ-

হইতে তিন মাসের মধ্যে সেই দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের অথবা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া যায় তবে সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইতে পারে বরং যদি ঐ নিয়মিত কাল গতেও আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া যায় তবে আপেলাণ্ট ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে আপীলের দরখাস্ত না দিবার বিশিষ্ট হেতু কহিলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে সে মোকদ্দমার আপীল লন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৩২ ধা। ২ প্র।

৬৬। যেহেতুক ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার ১ প্রকরণানুসারে সদর আমীনের ফয়সলার উপর আপীল হইলে জিলার জজ সাহেব যে ডিক্রী করেন্ তাহা চূড়ান্ত হইবেক এবং যেহেতুক ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে ঐ ডিক্রী করণের বিষয়ে জজ সাহেব যে হুকুম দেন্ তাহা চূড়ান্ত অতএব ঐ প্রকার আপীল শুনিবার সময়ে জজ সাহেব যেং হুকুম করেন্ তাহার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে না।—১৮৩৩ সালের ১৩ ডিসেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৬৭। সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি শীঘ্র হইবার নিমিত্তে সদর আদালতের এক নির্দ্ধারণ এই পত্রের সঙ্গে তোমার নিকটে পাঠান যাইতেছে এবং তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে যে তোমার আদালতে যে মোকদ্দমা মুলতবী থাকে তাহার উভয় পক্ষকে যে উপায়েতে হইতে পারে তদ্দ্বারা সদর আদালতের এই নির্দ্ধারণ জানাইবা। ১৮৪১ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুালর অর্ডরের ২ দফা।

৬৮। সামান্যতঃ জামিনীনামা এবং আপীল করণের হেতু এবং তাহার জওয়াব আদালতে দাখিল করিতে অতিশয় বিলম্ব হইতেছে সদর আদালতের সাহেবেরা ইহা বিবেচনা করিয়া বাদি প্রতিবাদিরদিগকে এবং তাহারদের উকীলদিগকে ইহা জানাইতেছেন যে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র করিয়া এবং তদ্বিষয়ে সরকারী আইনের নির্দ্দিষ্ট হুকুমানুসারে অবিকল কার্য্য করিবেক। বাদি প্রতিবাদী কিম্বা তাহারদের উকীলেরা মোকদ্দমা বিলম্ব করণের নিমিত্ত কিম্বা তাহারদের সওয়াল জওয়াব প্রস্তুত করণার্থ অধিক মিয়াদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে যদি অত্যাবশ্যক এবং উপযুক্ত হেতু না দর্শায় তবে তাহাতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না। ১৮৪১ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুালর অর্ডর।

৬৯। সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবেরা ঐ সকল আদালতের উপস্থিত সকল মোকদ্দমার নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াবআদি কাগজপত্রের উপর যেমত নম্বর দাগ ও নিশান ও তারিখবন্দ ও আপনারদিগের দস্তখৎ করেন্ সেই মতে সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমার নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াব ও জোবানবন্দীআদি সকল কাগজপত্রের উপর নম্বর দাগ ও নিশান ও তারিখবন্দী ও আপন দস্তখৎ করিতে থাকিবেন।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২৮ ধা।

৭০। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল বিষয়ের কারণ কোন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে সে সকল বিষয়ে ন্যায় ও যাথার্থ্য ও সদ্বিচার অনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৩১ ধা।

৭১। যে কোন আইনের অনুসারে যে মোকদ্দমার বিচার প্রথমকরণের শক্তি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের থাকে এবং মফঃসল আপীল আদালতের নিষ্পত্তির উপর যে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদা-

লতে হয় ঐ সকল মোকদ্দমায় সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা যেরূপে আপনারদিগের আদালতে উপস্থিতহওয়া সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির সাধ্য রাখেন্ এবং যে সকল হুকুম ও ত্বরা তাঁহারদিগের সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট আছে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগেরো কর্ত্তব্য যে সেই সাধ্যানুসারে ও সেই সকল হুকুম ও ত্বরার দৃষ্টে সাক্ষিরদিগের কথা শুনিবার মতছাড়া মতান্তরে উপরের লিখিত সকল মোকদ্দমার বিচার করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৭ ধা।

আপীল করণের মিয়াদ।

৭২। আপীল করণের মিয়াদ ৫ অধ্যায়ের ৪ ধারাতে দেখ।

৭৩। যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে পরন্তু আপীল গুজরাণ যায় নাই এমত মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তি ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে তাহার পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত দরখাস্ত করে এবং সেই দরখাস্ত মঞ্জুর না হয় তবে প্রথম ডিক্রীর উপর জাবেতামত আপীল করণের যে মিয়াদ আইনে নিরূপণ আছে তাহা হিসাব করণেতে অধস্থ আদালতে তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যত কাল উপস্থিত ছিল তত কাল ঐ মিয়াদহইতে বাদ দিতে আপন হক বলিয়া দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে তাহার আপীলের দরখাস্ত না দেওনের এই কারণ জানায় যে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তপ্রযুক্ত তাহার মোকদ্দমা অধস্থ আদালতে উপস্থিত ছিল তবে ঐ আপীল আদালতের উচিত যে সেই কারণের বিষয় বিবেচনা করিয়া বিলম্বের অন্য কোন কারণ দর্শান গেলে যেরূপ হইত সেইরূপে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বুঝিয়া যেমতে যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইমতে ঐ কারণ মঞ্জুর করেন্ কি না করেন্। ১১২৭ নম্বরী আইমের অর্থ।

আপীলের দরখাস্ত ও জওয়াব।

৭৪। আপীলের আরজীর মর্ম্ম এবং আপীলী আরজী পাইলে জজ সাহেবের যাহা করিতে হয় এবং আপীলের আরজীর সঙ্গে যে২ কাগজপত্র উপরিস্থ আদালতে পাঠাইতে হয় তাহা এবং যে২ গতিকে আরজীর সঙ্গে ডিক্রীর দস্তখৎহওয়া নকল দিতে হইবেক বা না হইবেক তাহা ৫ অধ্যায়ের ১০ ধারাতে পাওয়া যাইবেক।

৭৫। আপীলের প্রথম আরজী অথবা অবশেষ আরজীতে আপীলের হেতু জানাইবার বিষয়ি বিধি ৫ অধ্যায়ের ৪০ ও ৪১ নম্বরী বিধানে আছে।

৭৬। ফরিয়াদী কি আসামী আপীলের যে সকল দরখাস্ত মফঃসলের আদালতে অথবা সদর আদালতে দাখিল করে তাহার মধ্যে সমস্ত রেস্পাণ্ডেন্টের নাম না লিখিয়া ওগয়রহ অথবা অন্যান্য ব্যক্তি এমত শব্দ লিখিয়া থাকে তাহাতে প্রত্যেক রেস্পাণ্ডেন্টের নামে নির্দ্দিষ্ট হুকুম জারী হইতে পারে না এইপ্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে শুননির নিমিত্ত প্রস্তুত করিতে বারবার বিলম্ব হইতেছে। এই ব্যবহার ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার (দত্ত দেশের নিমিত্ত ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার ৩ প্রকরণের) বিধানের বিরুদ্ধ। অতএব আপীলের যে২ দরখাস্তে সমস্ত রেস্পাণ্ডেন্টের নাম না লেখা যায় তাহা বেদাঁড়া জ্ঞান করিতে হইবেক এবং আইনানুসারে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। এবং রীতিমতে আপীলের দরখাস্ত হইলে আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ হিসাব করণের বিষয়ে যেরূপ কার্য্য হয় সেইরূপ কার্য্য এই প্রকার বেদাঁড়া দরখাস্তের বিষয়ে হইবেক না।—১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৭৭। অতএব ইহার পর অধস্থ আদালতে আপেলান্টের বিপক্ষ যাহারা ছিল তাহারদের কোন এক ব্যক্তির নাম লিখিতে যদি আপেলাণ্ট ত্রুটি করে এবং তাহা না লিখনের কোন কারণ না দর্শায় তবে আপীলের মিয়াদের মধ্যে তাহারদের নাম লিখিয়া দা-

খিল করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাইবেক কিন্তু তাহা যদি না করে তবে তাহার আপীল বেদাঁড়া বোধ হইবেক।—১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৭৮। আপীলের উক্ত প্রকার বেদাঁড়া দরখাস্ত সদর আদালতে পাঠাইবার নিমিত্ত যে জজ সাহেবেরদের এবং প্রধান সদর আমীনেরদের হজুরে দাখিল হয় তাঁহারা ঐ দরখাস্তকারিরদিগকে পূর্ব্বোক্ত হুকুমের বিষয় জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৭৯। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের সম্পর্কে সদর আদালতে যে সকল সওয়ালজওয়াব দাখিল হয় তাহা আদালতের নিরূপণহওয়া পাঠানুসারে তৈয়ার করিতে হইবেক এবং যদি তাহা অন্য কোন প্রকারে তৈয়ার করা যায় তবে যে ব্যক্তি এই রূপে বেদাঁড়া সওয়ালজওয়াব করে সেই ব্যক্তি উক্ত ধারার লিখিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক। ১৮৪০ সালের ২৯ মের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৮০। আপীল করণের যে মিয়াদ আইনে নিরূপণ আছে তাহার মধ্যে যদি আপেলাণ্ট স্বয়ং অথবা তাহার উকীল কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্তারের দ্বারা অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল সমেত আপনার আপীলের আরজী সিরিশ্তায় দাখিল করে তবে ডেপুটী রেজিষ্টর ইহার তহকীক করিবেন যে ইষ্টাম্প কাগজ ও অন্যান্য বিষয়ে ঐ দরখাস্ত আইনমতে হইয়াছে কি না এবং যদি হইয়া থাকে তবে ঐ আপীলের দরখাস্ত আদালতের নথীতে রাখিবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ১ দফা।

৮১। আপীলের দরখাস্ত আদালতের নথীতে রেজিষ্টরী হইলে ডেপুটী রেজিষ্টর রীতিমত রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর এত্তেলানামা জারী করিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার মিসিল তলব করিয়া হুকুম করিবেন যে ঐ ডেপুটী রেজিষ্টরের রুবকারী জিলার আদালতে পঁহুছনের পর দুই মাসের মধ্যে জিলার জজ সাহেব তাহা পাঠাইবেন। এবং রেস্পাণ্ডেণ্টের হাজির হওনের এত্তেলানামা ও ইশ্তিহারনামা তৎসমকালে জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ২ দফা।

৮২। জজ সাহেবের আদালতে কিম্বা প্রধান সদর আমীনের আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে মোকদ্দমার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হয় তাহার কাগজপত্র তলবের প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুম প্রাপ্তহওনের তারিখের পর দুই মাসের মধ্যে ঐ২ মোকদ্দমার সমস্ত মিসিল নকল করিয়া পাঠাইতে হইবেক। ১৮৪১ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৮৩। যদি আপীলের দরখাস্তের মধ্যে আপীলের হেতু লেখা গিয়াছে এবং যদি অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল তাহার সঙ্গে দাখিল হইয়াছে তবে পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুসারে জিলার জজ সাহেবের নিকটে যে২ হুকুম ডেপুটী রেজিষ্টর পাঠাইয়াছিলেন তাহার রিটর্ণ না পঁহুছনপর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমা আপনার দপ্তরে রাখিবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ৩ দফা।

৮৪। যদ্যপি আপীলের দরখাস্তে আপীলের হেতু না লেখা গিয়াছে এবং যদি অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল তাহার সঙ্গে দাখিল না হইয়াছে তবে ডেপুটী রেজিষ্টর আপীলের হেতু এবং আপীলহওয়া যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহার নকল দাখিল করণের নিমিত্ত আপীলের দরখাস্ত সিরিশ্তায় দাখিল করণের তারিখের পর আপেলাণ্টকে ছয় সপ্তাহ মিয়াদ দিবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ৪ দফা।

৮৫। যে কাগজপত্র এইরূপে তলব হয় তাহা যদি পূর্ব্বোক্ত বিধির নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সিরিশ্তায় দাখিল হয় তবে দ্বিতীয় বিধির অনুসারে জিলার আদালতে যে হুকুম

পাঠান গিয়াছিল তাহার রিটর্ণ না পঁহুছনপর্য্যন্ত ডেপুটী রেজিষ্টর ঐ মোকদ্দমা আপনার দপ্তরে রাখিবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ৫ দফা।

৮৬। যদি নিরূপিত সময়ের মধ্যে আপীলের হেতু এবং ডিক্রীর নকল দাখিল না হয় তবে ডেপুটী রেজিষ্টরের জিজ্ঞাসিত সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে সদর আদালতের যে২ জজ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদের কোন এক জন জজ সাহেবকে ডেপুটী রেজিষ্টর নিরূপিত মিয়াদ অতীত হইলে তাহা জানাইবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ৬ দফা।

৮৭। যদি আপীলের দরখাস্ত জিলার আদালতের সিরিশ্তায় দাখিল হইয়া থাকে তবে আপীলের হেতু এবং ডিক্রীর নকল দাখিল করণের নিমিত্ত যে ছয় সপ্তাহ মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহা সদর আদালতে দরখাস্ত পঁহুছনের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ৭ দফা।

৮৮। যদি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারার বিধির অনুসারে আপেলান্ট আপনার আপীলের হেতু দাখিল করিতে অধিক মিয়াদের দরখাস্ত করে তবে পূর্ব্বোক্ত মতে সদর আদালতে যে জজ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাকে ডেপুটী রেজিষ্টর ঐ দরখাস্ত এবং আপীলের দরখাস্ত দিবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ৮ দফা।

৮৯। আপেলান্টের মোকদ্দমার সমস্ত তদবীর সমাপ্ত হইলে এবং জিলার আদালতহইতে আবশ্যকসকল রিটর্ণ এবং মিসিল পঁহুছিলে পর রেস্পাণ্ডেন্টকে আপনার জওয়াব দাখিল করণের নিমিত্ত ডেপুটী রেজিষ্টর পনের দিন মিয়াদ দিবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান নির্দ্ধারণের ৯ দফা।

৯০। রেস্পাণ্ডেন্টের জওয়াব দাখিল হইলে অথবা না হইলে দাখিল করণের নিরূপিত মিয়াদ অতীত হওনের পর ডেপুটী রেজিষ্টর বিলি করণের উপযুক্ত মোকদ্দমার ফিরিস্তিতে ঐ মোকদ্দমা রাখিবেন। যদি ঐ জওয়াব নিরূপিত মিয়াদের পর কিন্তু কোন এক জন জজ সাহেবের নিকটে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হওনের পূর্ব্বে গুজরাণ যায় তবে ডেপুটী রেজিষ্টর তাহা লইয়া মোকদ্দমার মিসিলের সঙ্গে রাখিবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ১০ দফা।

৯১। আপীল করণের যে মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহা অতীত হইলে যদি আপীল মঞ্জুর করণের দরখাস্ত দেওয়া যায় তবে যে জজ সাহেব ডেপুটী রেজিষ্টরের সিরিশ্তার জিজ্ঞাসিত বিষয় নিষ্পত্তি করিতে নিযুক্ত আছেন্ তাঁহার নিকটে তাহা অর্পণ হইবেক। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ১১ দফা।

৯২। যদি ডেপুটী রেজিষ্টর দেখেন্ যে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল প্রস্তুত এবং পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিতে ঐ আদালতে কোন বেদাঁড়া হইয়াছে তবে তাঁহার উচিত যে ঐ বেদাঁড়ার রিপোর্ট পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে দেন্। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ১২ দফা।

৯৩। কোন আপীলের বাদী বা প্রতিবাদী মরিলে ডেপুটী রেজিষ্টর তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে হাজির করাইবার যথোচিত উদ্যোগ করিবেন। যদি তহকীক করণেতে মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত কে এই বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে ডেপুটী রেজিষ্টর পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে সেই বিষয় জানাইবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ১৩ দফা।

৯৪। যদি মৃত ব্যক্তির আইনমতে স্থলাভিষিক্ত নাবালক কিম্বা উন্মাদ হয় তবে এক জন সংসারাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওনের নিমিত্ত যথোচিত উদ্যোগ হয় এতদর্থে ডেপুটী রেজিষ্টর পূর্ব্বোক্তমত নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে ঐ বিষয় জ্ঞাত করিবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ১৪ দফা।

৯৫। আপেলান্টের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদের হাজির হওনের যে মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে যদি সেই মিয়াদের মধ্যে তাহারা হাজির না হয় অথবা স্থলাভিষিক্তের ন্যায় হাজির হওনের অনুমতি হইলে পর অথবা সৎসারাধ্যক্ষরূপে নিযুক্তহওনের পর যদি ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুসারে নিযুক্ত সৎসারাধ্যক্ষ ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপীলের সওয়ালজওয়াব করিতে ত্রুটি করে তবে পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে ডেপুটী রেজিষ্টর ঐ বিষয় জানাইবেন এবং ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধির অনুসারে কার্য্য হইবেক। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ১৫ দফা।

৯৬। জিলার আদালতের স্থানে ডেপুটী রেজিষ্টর যে বিষয় তলব করেন্ সেই বিষয়েতে কিছু বিলম্ব হইলে যে আদালতের স্থানে তলব হইয়াছিল সেই আদালতের জজ সাহেবকে ডেপুটী রেজিষ্টর তাহা জানাইবেন। যদি এইরূপে দ্বিতীয়বার তলব হইলে পর বিলম্ব হয় তবে পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া সদরের জজ সাহেবের নিকটে ডেপুটী রেজিষ্টর তাহার রিপোর্ট করিবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ১৮ দফা।

আপীলের সময়ে ডিক্রী জারী বা স্থগিত করণ। জামিনী।

৯৭। সদর আদালতে আপীল হইলে অধস্থ আদালতের ডিক্রী জারী বা স্থগিত করণের বিষয়ি বিধি ৫ অধ্যায়ের ১২। ১৩। ১৪। ১৫ ধারাতে লেখা আছে।

৯৮। আপীল হইলে আপীলহওয়া ডিক্রী জারীকরণ বা স্থগিত রাখণের বিষয়ে যে ব্যক্তি জামিন হয় তাহার একরারের মজমুন এই যে আপীলের ডিক্রী হওনের সময়ে আপেলান্ট ও রেস্পাণ্ডেন্টের স্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকুক না কেন আপীলের যে ডিক্রী হয় তাহার টাকার নিশা করণের বিষয়ে আমি এবং আমার জামিনী পত্রের লিখিত জায়দাদ দায়ী আছে অতএব যখন আপেলান্ট কিম্বা রেস্পাণ্ডেন্ট অথবা জামিন আপীল উপস্থিত থাকিতে মরে তখন নূতন জামিন তলব করিবার আবশ্যক নাই যেহেতুক তাহাতে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব হয়।—১৮৩২ সালের ১৩ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৯৯। আপীলের মোকদ্দমায় আপেলান্ট জামিন দেওনের পরিবর্ত্তে আপনার ভূমি অর্পণ বা বন্ধক দিতে পারে না। ১৮৩৬ সালের ৭ জুনের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

আপেলান্টের কসুর।

১০০। ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত আপেলান্ট অপান মোকদ্দমা চালাইতে ত্রুটি করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা ৫ অধ্যায়ের ১৫৩ এবং ১৫৬ নম্বরী বিধানে আছে।

১০১। সদর দেওয়ানী আদালতের মিসিলে যে কোন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তী আরজী যে কালে দাখিল হয় সেই কালহইতে ৬ ছয় হপ্তার মধ্যে যদি আপেলাণ্ট তাহার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করে তবে ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে না করিবার বিষয়ে শুনিবার যোগ্য কিছু বিশিষ্ট হেতু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে না জানাইতে পারিলে তাহার মোকদ্দমা তথায় ডিস্মিস্ হইবেক বরং যদি ঐ সাহেবেরা উচিত জানেন্ তবে আদালতের খরচাও রেস্পাণ্ডেণ্ট অর্থাৎ আপীলের আসামীকে দেওয়াইতে হুকুম করিবেন। কিন্তু ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে হেতুতে সে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন্ কিম্বা লন্ তাহার বেওরা রোয়দাদে লেখেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৯ ধা।

১০২। যখন আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া যায় তখন যে তারিখে দরখাস্ত আদালতে গুজরাণ যায় সেই তারিখঅবধি আপীল উপস্থিতহওয়া সুতরাং

গণ্য হইবেক। কিন্তু যে আদালতে মোকদ্দমা হইয়াছিল তথায় যখন আপীলের দরখাস্ত গুজরাণ যায় তখন ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারানুসারে যে তারিখে সদর আদালতে ঐ আপীলের দরখাস্ত দেওয়া যায় অর্থাৎ যে তারিখে দরখাস্ত ঐ আদালতে পঁহুছে সেই তারিখঅবধি আপীল উপস্থিতহওয়া গণ্য করিতে হইবেক। ইহার উত্তর গতিকে আপীল উপস্থিতহওনের তারিখঅবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে মোকদ্দমা চালাইতে আপেলান্টের প্রতি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারায় হুকুম আছে অতএব জিজ্ঞাসা হইতেছে যে "মোকদ্দমা চালাইতে" ইহার অর্থ কি।

তাহাতে বিধান হইল যে আপেলান্টকে যে ছয় সপ্তাহ মিয়াদ দেওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে যদি স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা আপীলের হেতু না গুজরায় তবে তাহার কসুর হইয়াছে বোধ করিতে হইবেক এবং তাহার আপীল ডিসমিসহওনের যোগ্য হইবেক। সুদ্ধ উকীল নিযুক্তকরণেতে তাহার আপীল ডিসমিসহওনের প্রতিবন্ধক হইবেক না। ১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আইনের অর্থ।

১০৩। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ২ ধারায় এই কথা লেখা আছে "যে কোন গতিকে মোকদ্দমা বা আপীল ডিস্‌মিস্‌ হয়" অতএব মুরাদাবাদের জজ সাহেব এই বিধির এই সাধারণ কথার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপীলহওয়া মোকদ্দমার জওয়াব দিতে রেস্পাণ্ডেণ্টের তলব না হইলে যদি সেই ব্যক্তি জওয়াব দেয় এবং উকীলকে নিযুক্ত করে এবং ঐ আপীল উক্ত আইনানুসারে ডিসমিস হয় তবে ঐ রেস্পাণ্ডেণ্টকে আদালতের খরচা দেওয়াইতে ডিক্রী করি ত হইবেক কি না। তাহাতে বিধান হইল যে প্রতিবাদি ব্যক্তির তলব না হইয়া আদালতে যে উপস্থিত হইবেক এমত গতিক জজ সাহেবের উল্লেখহওয়া ধারার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না বোধ হইতেছে। যেহেতুক ঐ প্রতিবাদি ব্যক্তিকে "রেস্পাণ্ড" করিতে অর্থাৎ জওয়াব দিতে তলব না হইলে তাহাকে প্রকৃতমতে "রেস্পাণ্ডেণ্ট" বলা যায় না। পুনশ্চ জজ সাহেবকে ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ দেখিতে হুকুম হইল। ঐ নম্বরী আইনের অর্থেতে "রেস্পাণ্ডেণ্ট" শব্দ কেবল "প্রতিবাদি ব্যক্তি" বুঝায় এমত লেখে। ১৩২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

উকীল।

১০৪। জিলার আদালতের উকীলেরদের বিষয়ে যে২ নিয়ম আছে তাহা সদর আদালতের উকীলের বিষয়ে খাটে। ২ অধ্যায়ের ১৪ ধারাঅবধি ২০ ধারাপর্য্যন্ত দেখ।

১০৫। যে মোখ্তারনামাক্রমে ওকালৎনামা দেওয়া গিয়াছে তাহা এবং খরচার এবং ডিক্রী জারী বা স্থগিতকরণের জামিনীপত্র এবং ওকালৎনামা এবং যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহার নকল আপেলান্টকে আপীলের আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে সদর আদালত অনুমতি দিয়া থাকেন্। অন্যান্য সকল দলীলদস্তাবেজ পৃথক্ দরখাস্তে নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে দাখিল করা গিয়া থাকে। ৯৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৬। সদর আদালতে যে উকীল অথবা মোখ্তারেরদের মোকদ্দমা থাকে সেই মোকদ্দমা যত কাল উপস্থিত থাকে তত কাল তাহারা নিয়মমতে সদর আদালতে হাজির হইবেক অথবা হাজির না হওনের কারণ এক আরজীর দ্বারা জানাইবেক। যদি তাহারা এই বিধানানুসারে কার্য্য না করে তবে মোখ্তারী কর্ম্মহইতে তগীরহওনরূপ দণ্ডের যোগ্য হইবেক।—১৮৪০ সালের ২০ নবেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১০৭। যদি কোন উকীল ছুটী লইয়া স্থানান্তর হন্ তবে যে দিবসে তাঁহার ছুটীর শেষ হয় সেই দিবসে ফিরিয়া আসিতে হইবেক এবং যদ্যপি তিনি এমত না করেন্ তবে তাঁহার নাম উকীলের ইসমনবিসীহইতে কাটা যাওনের যোগ্য হইবেক।—১৮৪০ সালের ২৭ মার্চের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১০৮। যদি কোন উকীল ছুটী পাইয়া স্থানান্তরে যান্ এবং অতিরিক্ত কালের ছুটী পাইবার বাসনা করেন্ তবে ঐ অতিরিক্ত ছুটীর দরখাস্ত আদালতে এমত সময়ে দাখিল

করিবেন যে অতিরিক্ত ছুটী না দেওয়া গেলে পূর্ব্বকার দেওয়া ছুটীর মিয়াদের মধ্যে আদালতে ফিরিয়া আসিতে পারেন্। যদি পূর্ব্বোক্তমতে আদালতের অনুমতি না পাইয়া কোন উকীল প্রাপ্ত ছুটীর অতিরিক্ত কাল গরহাজির থাকেন্ তবে তাঁহার নাম উকীলের-দের ইসমনবিসীহইতে উঠান যাইবার যোগ্য হইবেক। ১৮৪০ সালের ২৭ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

১০৯। যখন কোন উকীল দশ দিনের অধিক কালের নিমিত্ত ছুটীর দরখাস্ত করেন্ তখন যত মোকদ্দমায় তিনি একাকী অথবা অন্য উকীলের সঙ্গে মোকরর থাকেন্ তাহার এক কৈফিয়ৎ দাখিল করিবেন।—১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১১০। উকীলের ছুটীর দরখাস্ত সদর আদালতের নাজির লইতে পারে না কিন্তু সেই প্রকার সকল দরখাস্ত রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক এবং তিনি তাহা সদর আ-দালতে জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১১১। ১৮৩৩ সালের ১২ আইনানুসারে নিযুক্ত উকীল অথবা মোখ্তার যে২ মো-কদ্দমাতে মোকরর হন্ সেই২ মোকদ্দমার কাগজপত্র দৃষ্টি করিতে এবং দরখাস্ত ও সওয়ালজওয়াবপ্রভৃতি দাখিল করিবার জন্য আদালতের মুহুরীরদের নির্দ্দিষ্টকামরায় যাইতে পারিবেন। ১৮৩৪ সালের ১৮ ফেব্রুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১১২। প্রত্যেক উকীল এবং মোখ্তার এক জন মুহুরীর নিযুক্ত করিতে পারে এবং তাহার কার্য্যের বিষয়ে ঐ উকীল অথবা মোখ্তার দায়ী হইবেন এবং তাঁহারদের যে সকল কাগজপত্রের আবশ্যক হয় তাহার নকল লইবার নিমিত্ত ঐ মুহুরীর রিকার্ড দফ্তরে যাইতে পারিবেক। ১৮৩৪ সালের ১৮ ফেব্রুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১১৩। যে উকীল এবং মুহুরীর সদর দেওয়ানী আদালতের সিরিশ্তাদারের দফ্তরে আপনারদের ওকালৎনামা ও অন্যান্য কাগজপত্র দাখিল করেন্ ঐ কাগজপত্র দাখিল করণের প্রমাণের ন্যায় তাহা লইবার নিমিত্ত যে আমলা নিযুক্ত আছেন্ তাঁহার বহীতে তাঁহারা সহী করিবেন। ১৮৩৫ সালের ৯ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধা-রণ।

১১৪। ১৮৩৩ সালের ১২ আইনানুসারে নিযুক্ত উকীল অথবা মোখ্তার কোন বিশেষ জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিতথাকা কিম্বা তাঁহার সম্পর্কে হওয়া মোকদ্দমা বা বিষয়ের দরখাস্ত দাখিল করিলে সেই দরখাস্তে তাঁহারা আপনারদের ঝুঁকীতে ঐ জজ সাহেবের নাম লিখিবেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে সেই বিষয় মুৎফরক্কা সিরিশ্তার ভারপ্রাপ্ত জজ সাহেবের নিকটে দরপেশ করণের আবশ্যক না হইয়া একেবারে ঐ বিশেষ জজ সাহেবের নিকটে অর্পণ হয়। ১৮৩৪ সালের ৮ আগষ্টের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১১৫। যে মোকদ্দমায় সরকার এক পক্ষ হন্ সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে সরকারী উকীল রেবিনিউ বোর্ডের দ্বারা অথবা অন্য যে কর্ম্মকারক ঐ আপীল করিয়াছিলেন কিম্বা জওয়াব দিয়াছিলেন সেই কর্ম্মকারকের দ্বারা সরকারের স্থানে তাঁহার পাওনা রসুম আদায় করিতে পারেন্ এই নিমিত্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকারি জজ সাহেব ঐ সরকারী উকীলের পাওনা রসুম আপন হুকুমের উপর টুকিয়া রাখিবেন। ১৮৩৪ সালের ৩ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১১৬। যে গতিকে সদর আদালত আমানৎহওয়া রসুমের কতক অংশ উকীলেরদিগকে দিতে এবং অবশিষ্টাংশ উভয় বিবাদিকে ফিরিয়া দিতে হুকুম করিয়া থাকেন্ অথবা যে গতিকে যে ইষ্টাম্প কাগজে আপীল ও খাস আপীলপ্রভৃতির দরখাস্ত লেখা গিয়া থাকে সেই ইষ্টাম্পের সমুদয় টাকা কিম্বা কতক অংশ ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের লিখিত সর্টিফিকটক্রমে উভয় বিবাদিকে ফিরিয়া দিতে হয় সেই২

গতিকে যদি ঐ উকীল বা মোখ্তার আপনার ওকালৎনামার অথবা মোখ্তারনামার লিখিত বিশেষ কথার দ্বারা ঐ টাকা লইতে ক্ষমতা না পাইয়া থাকেন্ তবে আদালতের খাজাঞ্চীর প্রতি ঐ উকীল অথবা মোখ্তারকে টাকা দিতে নিষেধ আছে এবং তাঁহারা যখন টাকা লইবার এরূপ ক্ষমতা দেখাইতে না পারেন্ তখন যে ব্যক্তি ঐ টাকা পাইবার অধিকার রাখে সে ব্যক্তি যাবৎ ঐ টাকার নিমিত্ত সদর আদালতে দরখাস্ত না করে এবং ঐ টাকা দিতে সদর আদালত হুকুম না করেন্ তাবৎ ঐ টাকা সদর আদালতে আমানৎ থাকিবেক। ১৮৩৪ সালের ৩ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১১৭। সদর আদালতের উকীলেরা আদালতে যে সকল বিজ্ঞাপন করেন্ তাহার সত্যাসত্যতার বিষয়ে তাঁহারদিগকে দায়ী জ্ঞান করা যাইবেক। ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১১৮। কোন মোকদ্দমায় নিযুক্তহওয়া উকীল কিম্বা মোখ্তারকে ডেপুটী রেজিষ্টরের কোন হুকুমের লিখিত এত্তেলা দেওয়া গেলে সেই হুকুম হওনের বিষয়ে ঐ উকীল বা মোখ্তারকে যথোচিত সম্বাদ দেওয়া হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক। কিন্তু যদ্যপি সেই হুকুম উকীল অথবা মোখ্তারের সাক্ষাতে দেওয়া গিয়া থাকে তবে সেইমত এত্তেলা সুতরাং তাঁহাকে দেওনের আবশ্যক হইবেক না। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ২৪ দফা।

১১৯। আদালতের মোকররী কোন উকীল অথবা মোখ্তার যদি জানিয়াশুনিয়া ডেপুটী রেজিষ্টরের দফ্তরে হাজির হইতে ত্রুটি করেন্ তবে সেই উকীল বা মোখ্তার আপন কর্ম্ম হইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ২৫ দফা।

১২০। সদর আদালতের উকীলের মরণ বা সসপেণ্ড হওন কি ইশ্তাফা দেওন বা তগীর হওনের সম্বাদ ডেপুটী রেজিষ্টর ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণের নিরূপিতমতে দিবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ১৬ দফা।

১২১। যদি ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপেলাণ্ট অন্য উকীল নিযুক্ত করিয়া অথবা স্বয়ং হাজির হইয়া মোকদ্দমা চালাইতে ত্রুটি করে তবে ডেপুটী রেজিষ্টর পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে তাহা জানাইবেন এবং ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধির অনুসারে কার্য্য হইবেক। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ১৭ দফা।

৯ ধারা।

সদর আদালতে সাক্ষী ও সাক্ষ্য।

১২২। যে কালে মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হয় সে কালে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা অনুমান করেন্ যে মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার বিচার যথার্থ হয় নাই তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে এইহেতুক অথবা কারণান্তরেই বা হউক চাহেন্ আপনারা অন্য যে সাক্ষিদিগের কথা সে মোকদ্দমার যথার্থ নিষ্পত্ত্যর্থে শুনন আবশ্যক জানেন্ তাহারদিগের কথা শুনিয়া নিষ্পত্তি করেন্ অথবা যে মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে পুনর্ব্বার সেই মফঃসল আপীল আদালতে অর্পণ করেন্ যদি সে মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে সমর্পণ হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সে বিষয়ে অন্য সাক্ষিদিগের

কথা শুনিতে হইলে যে হেতুতে শুনিতে হয় সেই হেতুপ্রযুক্ত উভয় ববাদী ও সেই সাক্ষিদিগের সম্বন্ধে ক্লেশ না হইবার এবং সঙ্গত বিচার হইবার কারণ বিহিত বুঝিয়া মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের হুকুম লিখেন্। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে কালে ঐ ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন্ সে কালে তাহার হেতু রোয়দাদে লেখান্। যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই সকল সাক্ষির কথা সদর দেওয়ানী আদালতে শুনন উচিত জানেন্ তবে চাহেন্ আপনারা সেই সকল সাক্ষির কথা দরবারের সময়ে সুকৃতিপূর্ব্বক শুনিয়া জোবানবন্দীতে তাহারদিগের স্বাক্ষর করাইয়া লন্ অথবা রেজিষ্টর সাহেবকে অনুমতি করেন্ যে সেই সাক্ষিদিগের কথা সুকৃত্যনুসারে শুনিয়া জোবানবন্দীতে তাহারদিগের স্বাক্ষর করাইয়া তাহাতে আপনিও সহী করেন্ এই মতের যাহা সঙ্গত বিচারের এবং মোকদ্দমার বেওরা বোধের ও সাক্ষিদিগের গতিকে বিহিত বুঝেন্ তাহাই করিবেন যদি রেজিষ্টর সাহেবকে সাক্ষিদিগের কথা শুনিতে হয় তবে সেই রেজিষ্টর সাহেব উভয় বিবাদি কিম্বা উভয় পক্ষের উকীলদিগের সমক্ষে সেই সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী করাইবেন এবং উভয় বিবাদী ও উভয় পক্ষের উকীলদিগেরে হুকুম আছে যে সেই সাক্ষিদিগের স্থানে যে কিছু প্রশ্ন অর্থাৎ সওয়াল করিতে চাহে তাহা করে এবং উভয় পক্ষের সকল সওয়াল ও সাক্ষিরা তাহার যে জওয়াব দেয় তাহা একত্র লেখা গিয়া তাহাতে প্রত্যেক সাক্ষির স্বাক্ষর করা যাইবেক এবং রেজিষ্টর সাহেবের সহীও তাহার উপর হইবেক কিন্তু যদি উভয় বিবাদী কিম্বা উভয় পক্ষের উকীলেরা সেই সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী রেজিষ্টর সাহেবের সাক্ষাৎ হইবেক এমত সংবাদ পাইয়া সে সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীর কালে হাজির না হয় তবে রেজিষ্টর সাহেব উভয় বিবাদী ও উভয় পক্ষের উকীলেরা হাজির না হইলেও উপরের লিখনক্রমে সে সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দী করাইবেন ও সে জোবানবন্দী মাতবর জ্ঞান হইবেক ইতি —১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৬ ধা।

১২৩। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারায় যে সকল স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহারদিগের ন্যায় যদি কোন স্ত্রীলোক সাক্ষী হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকার কাছারীহইতে ৫০ পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তরে কোন সাক্ষির অবস্থিতি থাকে তবে সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে এ প্রকার সাক্ষির জোবানবন্দীর কারণ আমীন পাঠাইবার বিষয়ে যে ধার্য্য আছে তদনুসারে সেই সাক্ষির জোবানবন্দীর নিমিত্তে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আমীন পাঠাইবেন এবং সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দীর জন্যে আমীনের মতে স্ত্রীলোকদিগকে পাঠাইবার বিষয়ে ও পত্রাদি পাঠাইতে যেমত সাধ্য রাখেন্ তদনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরাও সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীর কারণ আমীন পাঠাইতে ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগকে পত্রাদি লিখিতে ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৭ ধা।

[অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর বিষয়ি বিধি ৩ অধ্যায়ের ২১ ধারাতে আছে।]

১২৪। সদর দেওয়ানী আদালতহইতে কোন সাক্ষির নামে সফীনা অর্থাৎ পরওয়ানা গেলে যদি সে সাক্ষী হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া সুকৃতি করি-

তে কিম্বা সাক্ষ্য দিতে অথবা জোবানবন্দীতে স্বাক্ষর করিতে না চাহে কিম্বা সেই সাক্ষী অথবা অন্য কেহ কোন মোকদ্দমায় সুকৃতির অন্যথা করে এতাবতা সাক্ষ্য দেয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের কিছু অবজ্ঞা করে তবে এই সকল রূপে এ প্রকার লোকদিগের প্রতি যে মত উদ্যোগ করিতে সকল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে হুকুম আছে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরাও সেই মত সকল উদ্যোগ তাহারদিগের প্রতি করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৮ ধা।

১২৫। যদি দেওয়ানী কোন মোকদ্দমার রুবকারীর কি তজবীজের সময়ে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের কি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা ঐ২ আদালতের এক জন সাহেবের প্রতি ক্ষমতা থাকন মতে তাঁহার বিবেচনায় বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের কোন পক্ষকে কি কোন সাক্ষিকে মিথ্যা হলফ করণ কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়ানপ্রযুক্ত দায়েরসায়েরী আদালতের তজবীজের নিমিত্তে সোপর্দ্দ করা উচিত বোধ হয় তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার কথাসম্বলিত আপনারদিগের মতের কথা লেখান্ ও আসামীকে জামিনীতে কি কয়েদে রাখিবার হুকুম দেন্ ও ঐ হুকুমের নকল আদালতের মোহর ও আপন২ দস্তখৎযুক্তে মোকদ্দমার সমস্ত আসল কাগজসহিত আসামীর নিবাস যে জিলা কি শহরের অধিকারে হয় সেই জিলা কি শহরের মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ও তাহা সেই মাজিস্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে পর তাঁহার কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণের লিখিতমতে কার্য্য করেন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ১৭ আ। ১৪ ধা। ৩ প্র।

১০ ধারা।

সদর আদালতের হুকুমনামা ও পরওয়ানা।

১২৬। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানহইতে তাঁহারদিগের আদালতের উপস্থিত যে মোকদ্দমার উভয় বিবাদী কিম্বা উভয় পক্ষের সাক্ষিদিগের তলবে অথবা ডিক্রী জারী কিম্বা অন্য২ কার্য্যের নিমিত্তে যে সকল হুকুম হয় তাহাতে কর্ত্তব্য যে সে সকল হুকুম সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় লেখা গিয়া কিম্বা ছাপা হইয়া প্রকাশ পায় ও তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎ হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৩ ধা।

১২৭। সদর দেওয়ানী আদালতে উভয় বিবাদী ও উকীল ও অন্য যে সকল লোক হাজির থাকে তাহাছাড়া উভয় বিবাদী ও সাক্ষী ও অন্য লোকদিগের প্রতি এমত সকল হুকুম জারীর কারণ যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার উত্থাপন হইয়া থাকে কিম্বা সেই বিরোধের ভূমি যে এলাকায় রহে অথবা উভয় বিবাদী যে এলাকায় থাকে কিম্বা বসত করে সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নামে হুকুমনামা লিখেন্ এবং উভয় বিবাদিপ্রভৃতির প্রতি সকল হুকুম জারী করিবার ও সদর দেওয়ানী আদালতে সেই হুকুমনামা ফিরিয়া পাঠাইবার বিষয়ে মিয়াদ অর্থাৎ কালের নিয়ম সেই হুকুমনামায় লেখা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৩ ধা।

১২৮। সদর দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞাক্রমে তোমাকে জ্ঞাত করিতেছি যে ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১৩ ধারাক্রমে তোমার আদালতে অর্থাৎ মফঃসল আপীল আদালতে এবং তোমার এলাকার জিলা ও শহরের আদালতে উভয় বিবাদি এবং সাক্ষিরদের প্রতি যে সমস্ত হুকুমনামা এবং মোকদ্দমাঘটিত ঐ আদালতের ডিক্রী ও হুকুম পাঠাইতে হয় তাহা দেশীয় ভাষায় লিখিয়া ইঙ্গরেজী ভাষার প্রিসেপ্টের মধ্য করিয়া পাঠাইবেন অতএব এই সদর আদালতের সঙ্গে তোমার যখন কিছু লিখন পঠন করিতে হয় তখন তুমি তদনুরূপ কার্য্য করিবা। ১৮০১ সালের ২০ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

১২৯। সদর দেওয়ানী আদালতের উপস্থিত যে মোকদ্দমার উভয় বিবাদী কিম্বা উভয় পক্ষের সাক্ষিদিগের তলবে অথবা ডিক্রী জারী কিম্বা অন্য২ কার্য্যের নিমিত্তে সে সকল হুকুম জারীর বিষয়ে যে হুকুমনামা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানহইতে কোন মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নামে যায় সে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে সকল হুকুম জারী করিয়া সেই হুকুমনামা নিয়মিত কালের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে ফিরিয়া পাঠান্ কিম্বা তাহা জারী না হইলে যে হেতুতে না হয় তাহা লিখেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৪ ধা।

১৩০। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে নানা জিলার ও শহরের জজ সাহেবেরদের যে সকল সম্বাদ সদর আদালতে জানাইতে হয় তাহা ইঙ্গরেজী ভাষার সর্টিফিকট অথবা রিটর্ণের মধ্যে না লিখিয়া সেই সকল সম্বাদ তাঁহারদের রোয়দাদের খোলাসার মধ্যে এবং ঐ খোলাসাসম্পর্কীয় আসল দস্তাবেজে লেখা থাকিবেক। তাহার তাৎপর্য্য এই যে যে বৃত্তান্ত সদর আদালতে জানাইতে হয় তাহা ইঙ্গরেজী সর্টিফিকটে অথবা রিটর্ণে দৃষ্টি না করিয়া সদর আদালত অবগত হইতে পারেন্। ১৮০১ সালের ২৫ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৩১। সকল হুকুমনামা ও ডিক্রী জারী হইবার বেওরা তাহার পৃষ্ঠে অথবা পৃথক্ কাগজে লিখিয়া সেই হুকুমনামা কিম্বা ডিক্রীর সহিত সংলগ্ন করিয়া পাঠান্ যদি পৃথক্ কাগজে তাহা জারী হইবার বেওরা লিখেন্ তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সেই হুকুমনামা কিম্বা ডিক্রীর পৃষ্ঠে এমত কিছু শব্দ লিখেন্ যে তদনুসারে সে বেওরা পৃথক্ কাগজে লিখিতহওন সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের বোধ হয়। এবং সেই হুকুমনামা কিম্বা ডিক্রী ও তাহা জারী হইবার নকল আপনারদিগের আদালতের সিরিশ্তায় রাখেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৪ ধা।

১৩২। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের নিকটে সদর আদালতের যে প্রিসেপ্ট পাঠান যায় তাহার রিটর্ণ করিবার বারম্বার বিলম্ব হইয়াছে সদর আদালত ইহা দেখিয়া জিলার জজ সাহেবকে তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিতে হুকুম দিতেছেন এবং তাঁহারদিগকে আরো হুকুম করিতেছেন যে ঐ হুকুম যখন মিয়াদের মধ্যে জারী করিতে তাঁহারা অক্ষম হন্ তখন তদ্বিষয়ে যাহা করিয়াছেন এবং যাহা করিতে বাকী থাকে তাহার এবং যে মিয়াদের মধ্যে সম্পূর্ণ রিটর্ণ করিবার সম্ভাবনা আছে তাহার কৈফিয়ৎ এক সর্টিফিকটের সঙ্গে পাঠান্। এবং প্রথম সর্টিফিকটে যে মিয়াদ তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট করিলেন সেই মিয়াদের মধ্যে যদি অগত্যা কর্ম্ম সিদ্ধ হইল না তবে তাহার পুনশ্চ এক রিপোর্ট করেন্। ১৮৩৪ সালের ২৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৩৩। সদর আদালতে যে বহুল মোকদ্দমা মুলতবী আছে তাহা নিষ্পত্তি করিতে এবং তাঁহারদের সমক্ষে যে সাধারণ কার্য্য উপস্থিত থাকে তাহা নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ চেষ্টিত আছেন্। কিন্তু যদি জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা তাঁহারদের হুকুম

অগৌণে জারী করিয়া তাঁহারদের সাহায্য না করেন্ তবে তাঁহারদের সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হইবেক। এপ্রযুক্ত তাঁহারা জানাইতেছেন যে উত্তর কালে তোমার কাছারীতে যদি কোন কার্য্যের বিলম্ব হয় এবং যদি তুমি সেই বিলম্বের কোন মাতবর কারণ না দর্শাইতে পার তবে তাঁহারা তদ্বিষয়ে তোমাকে দায়ী জ্ঞান করিবেন। ১৮৩৪ সালের ২৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৩৪। সদর আদালতের প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুমের রেজিষ্টরীতে যে নম্বর নিয়ত লেখা গিয়া থাকে সেই নম্বর ঐ আদালতের প্রিসেপ্টের মিয়াদী রিটর্ণ যে সর্টিফিকটের সঙ্গে পাঠান যায় সেই সর্টিফিকটে লেখা না থাকাতে ঐ সর্টিফিকট রেজিষ্টরী করণেতে অনেক বিলম্ব হইতেছে অতএব সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে উত্তর কালে যে মোকদ্দমার প্রিসেপ্ট পাঠান যায় সেই মোকদ্দমার নম্বর এবং উভয় বিবাদির নামের অতিরিক্ত জিলা ও শহরের জজ সাহেব ঐ প্রিসেপ্টের উত্তরক্রমে যখন সর্টিফিকট পাঠান্ তখন সেই সর্টিফিকটের মধ্যে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুমের রেজিষ্টরীর নম্বর লিখেন্। ১৮৩৫ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

১৩৫। যে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুমের রিটর্ণ করিবার আবশ্যক না থাকিলেও জজ সাহেব সদর আদালতে তাহার বিষয়ে কোন সম্বাদ অথবা আপনার অভিপ্রায় জানাইতে চাহেন্ অথবা ঐ আদালতহইতে নূতন্ হুকুম আনাইতে চাহেন্ সেই হুকুমসম্পর্কীয় জজ সাহেবেরদের লিখন পঠন একি প্রকার হয় এনিমিত্ত সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত পশ্চাৎ লিখিত ৯ নম্বরী সর্টিফিকটের পাঠ পাঠাইতেছেন। ঐং হুকুমসম্পর্কীয় কোন বিষয় সদর দেওয়ানী আদালতে জজ সাহেবের জানাইতে হইলে তিনি সেই মত লিখিবেন।

৯ নম্বরী সর্টিফিকট।

অমুক ফরিয়াদী। অমুক আসামী।

কলিকাতাস্থ অথবা আলাহাবাদের সদর আদালতের রেজিষ্টর সাহেব বরাবরেষু।

উপরের লিখিত মোকদ্দমায় অমুক মাসের অমুক তারিখের অমুক আদালতের শ্রীযুত অমুক জজ সাহেবের রোয়দাদের যে চুম্বক অমুক মাসের অমুক তারিখের আদালতের প্রিসেপ্টের সঙ্গে পাঠান গিয়াছিল ঐ প্রিসেপ্টের রিটর্ণ করিবার আবশ্যক নাই তাহার সম্পর্কে আমি অমুক তারিখের আমার আদালতের রোয়দাদের চুম্বক পাঠাইতেছি।

[এই স্থানে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের মর্ম্ম লিখিতে হইবেক।]

আমার দস্তখতে এবং এই আদালতের মোহরে।
অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

অমুক আদালত।

শ্রী অমুক জজ অথবা অমুক প্রধান সদর আমীন।

১৮৩৬ সালের ৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৩৬। ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মুল্যের মোকদ্দমায় সদর আদালতের সকল প্রিসেপ্ট একেবারে প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং ঐ সকল প্রিসেপ্টের রিটর্ণ প্রধান সদর আমীনেরা রীতিমতে সর্টিফিকট সমেত একেবারে সদর আদলতে পাঠাইবেন। কিন্তু সদর আদালতহইতে যদি অন্যরূপ হুকুম হয় তবে প্রধান সদর আমীনেরাও সেই অন্য হুকুম মতে কার্য্য করিবেন। ১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

১৩৭। ১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরি তারিখের সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফার বিধির সম্পর্কে সদর আদালত জানাইতেছেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রিসেপ্টের রিটর্ণের সঙ্গে প্রধান সদর আমীনেরদের যে সর্টিফিকট পাঠাইতে হয় যদি ঐ প্রধান সদর আমীন ইঙ্গরেজী ভাষা না বুঝেন্ তবে ঐ সর্টিফিকট ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিবার আবশ্যক নাই। এই হুকুম প্রধান সদর আমীনেরদিগকে জানাইতে জিলা ও শহরের আদালতের প্রতি হুকুম হইল। ১৮৩৮ সালের ১০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

১৩৮। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীনেরা আপীলের দরখাস্তের যে সর্টিফিকট সদর আদালতে পাঠান্ এবং সদর আদালতের হুকুমনামার যে রিটর্ণ করেন্ তাহা কোন নিয়মিত পাঠানুসারে করেন্ না তাহাতে অনেক অনৈক্য দৃষ্ট হইতেছে। এইরূপ অনৈক্যেতে ক্লেশ হইতেছে অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে জিলার জজ সাহেবেরা যে পাঠানুসারে সর্টিফিকট ও রিটর্ণ লিখিয়া থাকেন্ সেই পাঠানুসারে প্রধান সদর আমীনেরাও তাহা লিখিবেন কেবল ইঙ্গরেজী ভাষাতে তাহা না লিখিয়া উর্দ্দু ভাষাতে লিখিবেন। ১৮৩৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৩৯। যে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমার উভয় বিবাদির কাহারো প্রতি কিছু হুকুম জারীর বিষয়ে অধীন আদালতে হুকুমনামা পাঠান্ সে কালে যদি সে লোক অনেক তত্ত্বে না মিলে কিম্বা পলায় অথবা আপন ঘরে কিম্বা অন্যের ঘরে লুকায় কিম্বা কোন স্থানে যায় যে এই সকল কারণে সে হুকুম তাহার প্রতি জারী হইতে না পারে তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই হুকুমনামার নকল সহিত এক ইশ্‌তিহারনামা এই মজমুনে যে যদি সে লোক নিয়মিত কালের মধ্যে হুকুমমতে কার্য্য না করে তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা অন্য হুকুম ও খবর না দিয়া তাহার গরহাজিরীতে ও অসমক্ষে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যার মধ্যে হইলে পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারের মধ্যে হইলে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় লেখাইয়া মফঃসল আপীল আদালতের কাছারীতে অনেকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্‌কাইয়া তাহার নকল যত ত্বরাতে হয় সে লোকের বসত বাটীর পুরদ্বারে অর্থাৎ সদর দরওয়াজায় কিম্বা যে গ্রামে সে লোক বাস করে তথায় অনেক লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়াইয়া সে হুকুমনামার লিখিত সকল হুকুম জারীর বেওরাযুক্তে সেই ইশ্‌তিহারনামার নকল করিয়া উপরের লিখনানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৪ ধা।

১৪০। কোন মোকদ্দমার উভয় বিবাদির কাহারো প্রতি কিছু হুকুম জারীর বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমনামা কোন অধীন আদালতের সাহেবদিগের নামে গেলে সেই অধীন আদালতের সাহেবেরা সে হুকুম জারী হইবার বেওরা সেই হুকুমনামার পৃষ্ঠে এই মতে লিখিয়া তাহা ফিরিয়া পাঠাইবেন যে সে লোক পলাইয়াছে কিম্বা আপন ঘরে অথবা অন্যের ঘরে লুকাইয়াছে কিম্বা কোন স্থানে গিয়াছে একারণ তাহার প্রতি সে হুকুম জারী হইল না অথবা তাহার তত্ত্ব অনেক করা গেল তথাচ মিলিল না এবং নিয়মানুসারে ইশ্‌তিহারনামাও লট্‌কান গিয়াছিল। এমতে সে হুকুমনামা ফিরিয়া আসিবাতক যদি সে লোক হাজির না হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যেরূপে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সে লোক হাজির থাকিলে করিতেন এ গতিকেও সেইরূপে তাহার অসাক্ষাৎ সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৫ ধা।

১৪১। কলিকাতাস্থ ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই রাজধানীর অধীন দেশে যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত কিম্বা অন্য উপরিস্থ আদালত থাকে সেই আদালতের কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী হুকুম কলিকাতা ও মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই শহরে শ্রীযুক্ত বাদশাহের আদালত স্থাপন

হইলেও তাহাতে জারী করণের ক্ষমতা পাওয়া উচিত অতএব হুকুম হইল যে ঐ সদর দেওয়ানী এবং নিজামৎ আদালত এক্ষণে যেরূপে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই শহরের বাহিরে আপনারদের হুকুমনামা জারী করিতে বা করাইতে পারেন্ সেই মতে ঐ আদালতের অধীন ব্যক্তিরদের উপর গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কলিকাতা ও মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই শহরের মধ্যে জারী করিতে পারেন্ এবং ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন বা চার্টর কি অন্য কোন বিষয় থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ সীমানায় যে সকল হুকুমনামা জারী করিতে হয় তাহা লিখিতক্রমে হইবেক এবং তাহার ইঙ্গরেজী ভাষা ও অক্ষরের এক তরজমা অথবা মর্ম্মের তরজমা তাহার নিম্নভাগে কি পৃষ্ঠে কি অন্য প্রকারে লেখা যাইবেক কি তাহার সঙ্গে গাঁথা যাইবেক এবং তাহাতে যে আদালতহইতে তাহা বাহির হয় তাহার কোন এক জন জজ সাহেবের দস্তখৎ হইবেক।—তৃতীয় জর্জের ৫৩ বৎসরীয় আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের ১১৩ ধারা।

প্রিসেপ্ট ও রিটর্নের বিষয়ি বিধান।

প্রথম। সকল প্রিসেপ্ট ১। ২। ৩। ৪। ৬। ৭ নম্বরী পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে প্রস্তুত করিতে হইবেক। ১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।

দ্বিতীয়। প্রিসেপ্ট পাঠাওনের সকল হুকুমে লিখিতে হইবেক যে ঐ প্রিসেপ্টের রিটর্নের আবশ্যক আছে কি না এবং যে মিয়াদের মধ্যে ঐ রিটর্ন করিতে হইবেক তাহা। ঐ ঐ।

তৃতীয়। সদর আদালতহইতে ঐ প্রিসেপ্ট পাঠাওনের তারিখঅবধি ঐ মিয়াদ গণ্য হইবেক। ঐ ঐ।

চতুর্থ। ইহার পূর্ব্বে প্রিসেপ্টের ও রিটর্নের সঙ্গে যে রোয়দাদ পাঠান যাইত সেই রোয়দাদের তারিখ ঐ প্রিসেপ্ট ও রিটর্নের তারিখ লেখা যাইত কিন্তু উত্তর কালে ঐ প্রি-সেপ্ট ও রিটর্ন যে তারিখে পাঠান যায় সেই তারিখ তাহাতে থাকিবেক। এবং অধীন আদালত আপন২ রিটর্ন ঐ মিয়াদের মধ্যে পাঠাইবেন। ঐ ঐ।

পঞ্চম। সদর আদালতের কোন জজ সাহেব প্রিসেপ্ট পাঠাইবার কোন চিঠীতে সহী করিলে পেশ্কারের উচিত যে এক রুবকারী প্রস্তুত করিয়া ও তাহাতে দস্তখৎ করিয়া তাহা এবং তাহার সঙ্গে যে সকল কাগজপত্র পাঠাইতে হয় তাহা জজ সাহেবের চিঠী সহী করণের তারিখের পর সাত দিবসের মধ্যে এক মুহুরীরের মারফতে প্রিসেপ্টের দফ্তরের ইঙ্গরেজী কেরাণির নিকটে পাঠান্। তাহার সঙ্গে যে কাগজ পাঠান যায় তাহার ফিরিস্তি রুবকারীর নিম্নে থাকিবেক এবং ঐ কাগজপত্র ঠিক ও সম্পূর্ণ থাকনের বিষয়ে ঐ পেশ্-কার দায়ী হইবেন। ঐ ঐ।

ষষ্ঠ। প্রত্যেক রুবকারী যে তারিখে পঁহুছে তাহা ইঙ্গরেজী কেরাণি তাহার উপর লিখিবেন এবং তৎপরে প্রিসেপ্ট প্রস্তুত করিয়া রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে তাহা সহী করিবার নিমিত্ত লইয়া যাইবেন। তৎপরে তিনি তাহা নির্দ্দিষ্ট বহীর মধ্যে লিখিবেন এবং সাধ্য হইলে তাহা সেই দিবসে পাঠাইবেন যদ্যপি তৎপর দিবসে কিম্বা তাহার পর কোন দিবসে তাহা পাঠান যায় তবে ঐ রসীদের তারিখ বদলাইয়া যে দিবসে পাঠান যায় সেই দিবসের তারিখ তাহাতে লিখিতে হইবেক। ঐ ঐ।

সপ্তম। যে কর্ম্মকারকের নিকটে ঐ প্রিসেপ্ট পাঠান যায় তিনি যদি নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ রিটর্ন করিতে না পারেন্ তবে পশ্চাৎ লিখিত ৫ নম্বরী পাঠানুসারে সর্টিফিকটসমেত এক রুবকারী পাঠাইবেন এবং রিটর্ন না পাঠাওনের কারণ এবং সদর আদালতের হুকুম জারী করণার্থ আর কত মিয়াদের আবশ্যক আছে তাহা ঐ রুবকারীতে লিখিবেন। ঐ ঐ।

অষ্টম। ঐ রিটর্ন ও সর্টিফিকট সদর আদালতে পঁহুছিলে এবং তাহার পৃষ্ঠে নিরূপিত

মতে বিবরণ লিখিত হইলে এবং তাহা বহীর মধ্যে লেখা গেলে যে জজ সাহেবের দ্বারা প্রিসেপ্টের হুকুম হইয়াছিল সেই জজ সাহেবের পেশ্‌কারের নিকটে প্রিসেপ্টের কেরাণি পাঠাইবেন এবং যে তারিখে তাহা পাওয়া গেল পেশ্‌কার তাঁহা টুকিয়া জজ সাহেবের নিকটে দরপেশ করিবেন। ১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

নবম। ঐ প্রিসেপ্টের মধ্যে যে মিয়াদ নিরূপিত হয় তাহা এবং পত্রের ডাকের দ্বারা তাহা যাইতে আসিতে যত দিবস লাগে তত দিবস অতীত হইলে পর যদি ঐ রিটর্ণ এবং সর্টিফিকট সদর আদালতে না পঁহুছে অথবা ঐ রিটর্ণ না পাঠাওনের কোন কারণ লিখিয়া না পাঠান যায় তবে রেজিষ্টর সাহেব তাহা না পাঠাওনের কারণ কোন নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে জানাইবার নিমিত্ত এক পত্র পাঠাইবেন। যদি সেই মিয়াদের মধ্যে কোন উত্তর না পঁহুছে তবে যে জজ সাহেব প্রিসেপ্ট পাঠাইলেন তাঁহাকে সেই বিষয় জানাইতে হইবেক এবং তিনি যেরূপ উচিত বোধ করেন্ সেইরূপ তদ্বিষয়ে হুকুম দিবেন। ঐ ঐ।

দশম। যে কর্ম্মকারকের দ্বারা রিটর্ণ অথবা সর্টিফিকিট পাঠান যায় ঐ সর্টিফিকটের সঙ্গে যে সকল কাগজ পাঠান্ তিনি তাহার এক ফিরিস্তি রুবকারীর নিম্নভাগে লিখিবেন। ঐ ঐ।

একাদশ। কোন প্রিসেপ্ট অথবা রিটর্ণের সঙ্গে যে সকল কাগজপত্র পাঠাইতে হয় তাহা যদি এমত ভারী হয় যে পত্রের ডাকের দ্বারা পাঠান যাইতে পারে না তবে তাহা ডাকবাঙ্গীতে পাঠাইতে হইবেক এবং যে মোকদ্দমা ও প্রিসেপ্ট অথবা রিটর্ণের সঙ্গে ঐ কাগজপত্রের সম্পর্ক আছে তাহা ঐ পুলিন্দার মধ্যে লিখিয়া রাখিতে হইবেক এবং ঐ প্রিসেপ্ট অথবা রিটর্ণ আদালতের রুবকারীর সঙ্গে পত্রের ডাকের দ্বারা পাঠাইতে হইবেক। ঐ ঐ।

দ্বাদশ। যে সকল প্রিসেপ্টের রিটর্ণ ও পত্রের উত্তর পাইবার মিয়াদ শেষ হইয়াছে এবং ঐ রিটর্ণ কিম্বা উত্তর পঁহুছে নাই তাহার এক ফিরিস্তি প্রিসেপ্টের কেরাণি প্রতি সপ্তাহের শেষ দিবসে রেজিষ্টর সাহেবকে দিবেন।

প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণ ও সর্টিফিকটের ফিরিস্তি।

১। ডিক্রী জারী করণের প্রিসেপ্ট এবং তাহার পৃষ্ঠে রিটর্ণ।

২। আপীল গ্রাহ্য হওনের পর রেস্পাণ্ডেণ্টপ্রভৃতির উপর সমন জারী করণের হুকুমের প্রিসেপ্ট এবং তাহার রিটর্ণ।

৩। আদালতের অন্যান্য হুকুমের প্রিসেপ্ট ও তাহার রিটর্ণ।

৪। আদালতের যে হুকুমের কোন রিটর্ণ পাঠাইবার আবশ্যক নাই তাহার প্রিসেপ্ট।

৫। ১ বা ২ কি ৩ নম্বরী প্রিসেপ্টের সম্পূর্ণ রিটর্ণ যখন নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে পাঠান যাইতে পারে না তখন তদ্বিষয়ের সর্টিফিকট।

---

১ নম্বরী প্রিসেপ্ট।

প্রিসেপ্টের রেজিষ্টরের অমুক নম্বর।

সদর দেওয়ানী আদালত।

অমুক নম্বরী মোকদ্দমা।

যে বৎসরে ডিক্রী হইল তাহা।

অমুক আপেলাণ্ট। অমুক রেস্পাণ্ডেণ্ট।

অমুক জিলার শ্রীযুত অমুক জজ সাহেব বরাবরেষু।

বর্ত্তমান। শ্রীযুত অমুক জজ। এই পত্রের সঙ্গে উক্ত মোকদ্দমায় অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখের সদর দেওয়ানী আদালত যে ডিক্রী করিলেন তাহা এবং অমুক ব্যক্তির দরখাস্তের নকল এবং শ্রীযুত অমুক জজ সাহেবের সমক্ষে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের আদালতের কার্য্যের রুবকারীর চুম্বক তোমার

নিকটে পাঠান যাইতেছে। সেই হুকুমানুসারে তুমি কার্য্য করিবা এবং ঐ ডিক্রী রীতিমত জারী করিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে ঐ প্রিসেপ্ট ফিরিয়া পাঠাইবা অথবা তাহা জারী না করণের উত্তম ও মাতবর কারণ জানাইবা এবং তাহা জারী করণার্থ যাহা২ করিয়াছ তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইবা।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে।

শ্রী অমুক রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

উক্ত প্রিসেপ্টের পৃষ্ঠে যে রিটর্ণ লিখিতে হইবেক তাহা।

অমুক জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালত।

আমি অমুক জিলার জজ সাহেব জানাইতেছি যে এই প্রিসেপ্টের লিখিত হুকুম রীতিমত জারী হইয়াছে।

আমার দস্তখতে এবং এই আদালতের মোহরে অমুক
সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

শ্রী অমুক জজ।

দেওয়ানী আদালত।
অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

---

২ নম্বরী প্রিসেপ্ট। প্রিসেপ্টের রেজিষ্টরের অমুক নম্বর।

সদর দেওয়ানী আদালত।
অমুক নম্বরী আপীল।
অমুক সালে উপস্থিত হয়।

অমুক আপেলাণ্ট। অমুক রেস্পাণ্ডেণ্ট।

অমুক জিলার শ্রীযুত অমুক জজ সাহেব বরাবরেষু।

বর্ত্তমান। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক জিলার জজ শ্রীযুত শ্রীযুত অমুক অমুক সাহেব এই মোকদ্দমায় যে ডিক্রী করিলেন তাহার উপর আপীল জজ। সদর আদালত গ্রাহ্য করিয়াছেন। অতএব এই পত্রের সঙ্গে শ্রীযুত অমুক সাহেবের সমক্ষে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের সদর আদালতের কার্য্যের রুবকারীর চুম্বক এবং রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর যে এত্তেলানামা জারী করিতে হইবেক তাহা তোমার নিকটে পাঠান যাইতেছে। সেই হুকুমানুসারে তুমি কার্য্য করিবা এবং ঐ ডিক্রী রীতিমত জারী করিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে ঐ প্রিসেপ্ট ফিরিয়া পাঠাইবা অথবা তাহা জারী না করণের উত্তম ও মাতবর কারণ জানাইবা এবং তাহা জারী করণার্থ যাহা২ করিয়াছ তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইবা।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে।

শ্রী অমুক রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

উক্ত প্রিসেপ্টের পৃষ্ঠে যে রিটর্ণ লিখিতে হইবেক তাহা।

অমুক জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালত।

আমি অমুক জিলার জজ সাহেব জানাইতেছি যে এই প্রিসেপ্টের লিখিত হুকুম জারী হইয়াছে।

আমার দস্তখতে এবং আদালতের মোহরে অমুক
সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

শ্রী অমুক জজ।

দেওয়ানী আদালত।
অমুক সাল অমুক মাস অমুক তারিখ।

৩ নম্বরী প্রিসেপ্ট।

প্রিসেপ্টের রেজিষ্টরের অমুক নম্বরী।

সদর দেওয়ানী আদালত।
অমুক নম্বরী মোকদ্দমা।
অমুক বৎসর।

অমুক আপেলাণ্ট অথবা দরখাস্তকারী। অমুক রেস্পাণ্ডেণ্ট।

অমুক জিলার শ্রীযুত অমুক জজ সাহেব বরাবরেষু।

বর্ত্তমান। শ্রীযুত অমুক জজ। এই পত্রের সঙ্গে অমুক২ কাগজ তোমার নিকটে পাঠান গেল এবং শ্রীযুত অমুক জজ সাহেবের সমক্ষে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্যের রুবকারীর চুম্বক তোমার নিকটে পাঠান গেল। সেই হুকুমানুসারে তুমি কার্য্য করিবা এবং ঐ প্রিসেপ্ট রীতিমত জারী করিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে ঐ প্রিসেপ্ট ফিরিয়া পাঠাইবা অথবা তাহা জারী না করণের উত্তম ও মাতবর কারণ জানাইবা এবং তাহা জারী করণার্থ যাহা২ করিয়াছ তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইবা।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে।

ফোর্ট উলিয়ম। শ্রী অমুক রেজিষ্টর।
অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

উক্ত প্রিসেপ্টের পৃষ্ঠে যে রিটর্ণ লিখিতে হইবেক তাহার নম্বর।

অমুক জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালত।

আমি অমুক জিলার জজ সাহেব জানাইতেছি যে এই প্রিসেপ্টের লিখিত হুকুম জারী হইয়াছে।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

দেওয়ানী আদালত।
অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ। শ্রী অমুক জজ।

---

৪ নম্বরী প্রিসেপ্ট।

সদর দেওয়ানী আদালত।
অমুক নম্বরী মোকদ্দমা।
অমুক সাল।

অমুক আপেলাণ্ট অথবা দরখাস্তকারী। অমুক রেস্পাণ্ডেণ্ট।

অমুক জিলার শ্রীযুত অমুক জজ সাহেব বরাবরেষু।

বর্ত্তমান। শ্রীযুত অমুক জজ। এই পত্রের সঙ্গে তোমার বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্ত শ্রীযুত অমুক জজ সাহেবের সমক্ষে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতের রুবকারীর চুম্বক এবং অমুক ব্যক্তির দরখাস্তের নকল তোমার নিকটে পাঠান যাইতেছে (যদি তাহার সঙ্গে অন্যান্য কাগজপত্র পাঠান যায় তবে তাহার বেওরা লিখিতে হইবেক।)

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে।

ফোর্ট উলিয়ম। শ্রী অমুক রেজিষ্টর।
অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

৫ নম্বরী সর্টিফিকট। প্রিসেপ্টের রেজিষ্টরের অমুক নম্বরী।

দেওয়ানী আদালত।

যে মোকদ্দমায় প্রিসেপ্ট বাহির হইয়াছে তাহার নম্বর।

কলিকাতাস্থ শ্রীযুত সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেব বরাবরেষু।

অমুক ফরিয়াদী। এই মোকদ্দমায় শ্রীযুত অমুক সাহেবের সমক্ষে হওয়া অমুক সালে অমুক আসামী। অমুক মাসের অমুক তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্যের রুবকারীর যে চুম্বক অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতের প্রিসেপ্টের সঙ্গে পাঠান গিয়াছিল তাহার সম্পর্কে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের আমার রুবকারীর পশ্চাৎ লিখিত চুম্বক সদর আদালতে পাঠাইতেছি তাহার মধ্যে ঐ প্রিসেপ্টের রিটর্ন লেখা আছে। এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে এই বিষয়ের পুনশ্চ এবং সম্পূর্ণ রিটর্ন পাঠাইবার কল্প আছে।

আমার দস্তখতে এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

দেওয়ানী আদালত। শ্রী অমুক জজ।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

১১ ধারা।

অধস্থ আদালতের ত্রুটি ও সদর আদালতে হুকুমের বাধকতা করণ কিম্বা হুকুম না মানন।

১৪২। অধস্থ আদালতসকলের সাহেবেরা সেই হুকুমনামা পাইয়া যদি তাহার লিখিত সকল হুকুম জারী না করেন্ কিম্বা তাহা জারী না করণের বেওরা সঙ্গত না লিখেন্ তবে যে অধস্থ আদালতের সাহেবেরা এমত করেন্ তাঁহারা সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমে আপনারদিগের কার্য্যহইতে যবেস্থবে রহিবার যোগ্য হইবেন। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যদি উপরের লিখনানুসারে অধস্থ আদালতের সাহেবদিগের কাহাকেও তাঁহার কার্য্যহইতে যবেস্থবে রাখেন্ তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে যবেস্থবে রাখেন্ যেহেতুক তাহার ১০ দশ দিনের মধ্যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরে সম্বাদ দেন্ এবং সেই সাহেব যবেস্থবে রহিবার হেতু বোধের নিমিত্তে রোয়দাদ ও জোবানবন্দীআদি কাগজ পত্র যাহা আবশ্যক হয় তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের মোহরে ঐ শ্রীযুতের হজুরে দাখিল করেন্ ও তাহাছাড়া সে মোকদ্দমার সম্পর্কীয় অন্য যে যে কাগজপত্র ঐ শ্রীযুত দৃষ্টিকরণ উচিত জানেন্ ও চাহেন্ তাহাও দেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৩ ধা।

১৪৩। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম আছে যে কোন আদালতের বিষয়লিপ্ত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবরদিগের কেহ কখন আদালতের সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমার বিচার কিম্বা হুকুম জারী করিতে জানিয়া ও শুনিয়া শৈথিল্য করিলে অথবা কোন গর্হিত কর্ম্মে আসক্ত হইলে তাঁহার যে মর্ম্ম কোন মফঃসল কোর্ট আপীলের কিম্বা কোন জিলার অথবা শহরের দেওয়ানী আদালতের চালানী হকীকৎ দৃষ্টে কিম্বা আপনারদিগের সাক্ষাৎহওয়া রোয়দাদের অনুসারে কি আপনারদিগের সমক্ষে দাখিলহওয়া কাগজপত্রদৃষ্টেই বা বুঝিয়া থাকেন্ তাহা বেওরা করিয়া লিখিয়া ঐ হজুর কৌন্সেলে চালান করিবেন। কিন্তু যে সময়ে

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা জানেন্ যে কেবল বুঝিবার ভ্রান্তিতে সেই শৈথিল্যাদি ক্রটি হইয়া লঘু অপরাধ ঠাহরিয়াছে ও সে অপরাধের শাস্তির সীমা কেবল চেতানপর্য্যন্তই হয় তবে সে সময়ে সাধ্য রাখেন্ যে সে-মতাপরাধের কর্ম্ম করিলে তাঁহাকে চেতাইয়া দেন্। অথবা যদি গুরুতরাপ রাধ করেন্ তবে তদুপযুক্ত দমন করেন্ ইতি।—১৮০১ সা। ২ আ। ৭ ধা।

[জিলার আদালতের কোন হুকুম কিম্বা বিধান অথবা ডিক্রীর বাধকতা করিবার বিষয়ে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সদর আদালতের হুকুম কি বিধান বা ডিক্রীর বাধকতা হইলে সেই দণ্ড হইবেক। তাহার বৃত্তান্ত ৩ অধ্যায়ের ১২ ধারায় লেখা আছে।

১২ ধারা।

সদর আদালতের ডিক্রী।

১৪৪। কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমা সকলের সকল ডিক্রীর উপর ডিক্রীর হুকুম হইবার কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের মধ্যের যে সাহেব উপস্থিত থাকেন্ তাঁহার দস্তখৎ এবং দুরস্তের কারণ তাহাতে রেজিষ্টর সাহেবেরো সহী হইতে থাকে ও উপরের লিখিত দস্তখতে সেই সকল ডিক্রীর নকল উভয় পক্ষকে দেওয়া যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২৮ ধা।

১৪৫। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণেতে এমত হুকুম আছে যে মফঃসল আপীল (সদর) আদালতে উপস্থিতহওয়া আপীলের কোন মোকদ্দমাতে দুই জন সাহেবের বৈঠকব্যতিরেকে যে হুকুম কি নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়া থাকে সেই হুকুম কি নিষ্পত্তি রদ কি পরিবর্ত্তহওনের হুকুম হইবেক না ও এক্ষণকার চলিত কোন২ আইনেতে ইহাও লেখা আছে যে আদালতের সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেব যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ তাহার নিষ্পত্তিপত্রেতে সেই সাহেবের দস্তখৎ হইবেক এক্ষণে উপরের লিখিত ঐ২ কথার ফেরফার করিয়া স্থধরিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে কোন মোকদ্দমাতে জিলা ও শহরের কোন আদালতের জজ সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেব কি রেজিষ্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তির উপর প্রবিন্স্যল কোর্ট (সদর) আদালতে আপীল হয় সে মোকদ্দমাতে ঐ আদালতের যে সাহেব এমত মোকদ্দমার বিচার করিবার কারণ একাকী বৈঠক করেন্ সেই সাহেব যে নিষ্পত্তি কি হুকুমের উপর আপীল হইয়াছে যদি সেই নিষ্পত্তি কি সেই হুকুম রদ কি পরিবর্ত্ত করা বিহিত বুঝিয়া তাহাতে আপনার অন্তঃকরণবর্ত্তি ও অভিপ্রায়ের কথা লিখিয়া মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিলে রাখেন্ তবে তাহার পরে ঐ আদালতের সাহেবদিগের মধ্যে অন্য যে সাহেব সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার কারণ বৈঠক করেন্ তাঁহার মত সাবেক জজ সাহেবের মতের সহিত যদি ঐক্য হয় ও একত্র ঐ দুই জন সাহেবের বৈঠক হওনপর্য্যন্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা মৌকুফ করা বিহিত বোধ না হয় তবে এমতে যে জজ সাহেব সে মোকদ্দমার পুনরায় তজবীজ করেন্ তাঁহার ক্ষমতা আছে যে অন্য সাহেবের বৈঠকহওন বিনা সাবেক জজ সাহেবের মতানুসারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ও হুকুম করিয়া চলিত আইনের মতে তাহা জারী করণের বিষয়ে হুকুম দেন্ ও উপরের লিখিত প্রকারেতে যে জজ সাহেব শেষে বৈঠক করিয়া থাকেন্ সেই জজ সাহেব নিষ্পত্তিপত্রেতে দস্তখৎ

করিবেন ও তাহাতে সাবেক জজ সাহেবের দখস্তৎহওনের আবশ্যক বোধ হইবেক না। কিন্তু সাবেক জজ সাহেবের অভিপ্রায় ও মতের যে কথা উপরের উক্তমতে রোয়দাদের শামিলে রাখা গিয়া থাকে তাহারও আসল নিষ্পত্তি ও হুকুমেতে ও তাহার যে২ নকল উভয় বিবাদিকে দেওয়া যাইবেক তাহাতে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৫ আ। ৮ ধা।

১৪৬। এই ধারার ৮ ও ৯ ও ১০ প্রকরণের লিখিত হুকুমের কথার যে সকল ডিক্রীর উপর কেহ খাস আপীল কি সরাসরী আপীল করিবার মনস্থ রাখে তাহার নকলের সহিত এবং জিলা কি শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগের কি রেজিস্টর সাহেবদিগের কি প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবদিগের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুজুরহইতে হওয়া যে সকল হুকুমনামার নকল কোন আইনের লিখনানুসারে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের কোন পক্ষকে দেওয়া ঐ সকল আদালতের সাহেবদিগের উচিত সে সমস্ত নকলেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ১১ প্র।

১৪৭। (শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হুজুর কৌন্সেলে আপীলহওয়া মোকদ্দমা-ছাড়া) সকল মোকদ্দমাতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের ডিক্রী চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২৯ ধা।

১৪৮। সদর আদালতে অমুক মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে সকল কাগজপত্র অর্পণ হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা স্মিথ সাহেবের মতে ঐক্য হইয়া বিধান করিতেছেন যে সকল মুৎফরক্কা বিষয়ে সদর আদালতের হুকুম চূড়ান্ত। অতএব ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের মধ্যে যে২ প্রকার আপীলের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাবিনা শ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হুজুর অন্য কৌন্সেলে করা কোন আপীল গ্রাহ্য করিবেন না। ১১০২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪৯। উপরের লিখিত হুকুমের ভাবের বৈলক্ষণ্য দর্শিতে এবং মোকদ্দমাসকলের আপীল অনর্থক হইতে না পারিবার জন্যে কর্ত্তব্য যে মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রী সাব্যস্ত রাখিলে ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা অধস্থ আদালতসকলের কোন ডিক্রী মঞ্জুর করিলে সে ডিক্রী যে সংখ্যায় হইয়া থাকে তাহার উপর সেই ডিক্রীর তারিখহইতে শতকরা এক টাকার হারে সুদ ধরিয়া সমেতসুদ ডিক্রীর টাকা রেস্পাণ্ডেণ্টকে দেওয়ান্ এবং অনর্থক আপীল হইবার বোধে সে মোকদ্দমার মর্ম্ম ও আপেলাণ্টের গতিকদৃষ্টে যে দণ্ড সরকারে করণ বিহিত জানেন্ তাহা করেন্ ইতি।—১৭৯৬ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।

১৫০। যদি ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারার অনুসারে ব্যামোহদায়ক আপীল করণের নিমিত্ত জরীমানা হয় এবং যদি তাহা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় তবে যে২ বিধিক্রমে আদালতের ডিক্রী জারী হয় সেই২ বিধির অনুসারে তাহা উসুল করিতে হইবেক। ১০৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩ ধারা।

সদর আদালতের ডিক্রী জারী করণ।

১৫১। যে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীমতে জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারিদিগের যাহার যে মোকদ্দমায় যে

টাকা প্রকৃত দেনা হয় সে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে সে টাকা উসুলের কারণ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে এমত অনুমতি করেন্ যে নগদ টাকার মোকদ্দমায় তাঁহারদিগের আদালতের ডিক্রীক্রমে এমত লোকের স্থানে টাকা উসুলের যেরূপ নির্ণয় আছে তদনুসারে ঐ টাকা উসুল করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২১ ধা।

১৫২। ডিক্রী জারীর সকল দরখাস্ত ডেপুটী রেজিষ্টর লইবেন এবং রীতিমত তাহার মোকাবিলা করিয়া জিলার আদালতে জারী হইবার নিমিত্ত পাঠাইবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ২০ দফা।

১৫৩। ডিক্রী জারী করণের দরখাস্তে যদি ডেপুটী রেজিষ্টর কোন দোষ দেখেন্ তবে ডিক্রীদার অথবা তাহার উকীলের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত তাহা এক রুবকারীতে লিখিবেন এবং যাবৎ ঐ দোষ সংশোধিত না হয় তাবৎ ঐ ডিক্রী জারী হইবার নিমিত্তে জিলার আদালতে পাঠাইবেন না। যদি ডিক্রী জারী করিতে কোন ওজর হয় তবে ডেপুটী রেজিষ্টর পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে তাহা জানাইবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ২১ দফা।

১৫৪। যখন জিলার আদালতের জজ সাহেব কোন ডিক্রী জারী না হওনের পূর্ব্বে তাহা ফিরিয়া পাঠান্ এবং তাহা জারী করিবার বিষয়ে সদর আদালতে পুনর্ব্বার দরখাস্ত হয় তখন ডেপুটী রেজিষ্টর পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে তাহা জানাইবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ২২ দফা।

১৫৫। যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রীহওনের বিষয় ডিক্রীতে লেখা থাকে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত করে তবে সেই দরখাস্ত পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে জানাইতে হইবেক। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ২৩ দফা।

১৫৬। সদর আদালত নিশ্চয় করিয়াছেন যে ডিক্রী জারী করণের পুনর্ব্বার যে দরখাস্ত হয় তাহা ১৮৪১ সালের ১৭ আইনানুসারে ডেপুটী রেজিষ্টরের নিকটে অর্পণ হয় এবং যদি ঐ ডিক্রী বারো বৎসরের অধিক কালের না হয় এবং যদ্যপি পক্ষান্তর ব্যক্তি তাহাতে কোন ওজর না করে তবে ডেপুটী রেজিষ্টর ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবেন কিন্তু যদি কোন ওজর হয় তবে পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবের নিকটে তাহা অর্পণ করিবেন। ১৮৪২ সালের ১৫ অপ্রিলের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৫৭। যে জিলা বা শহরের মধ্যে মোকদ্দমার হেতু হইল সেই জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে সদর আদালত সেই বিষয়ে আপনার ডিক্রী জারী করণার্থ রীতিমতে পাঠাইলে যদি ডিক্রীদারকে কিম্বা তাহার উকীলকে এত্তেলানামা দেওয়া যায় এবং ডিক্রীদার ঐ বিষয়ের মিয়াদের মধ্যে তদবীর করণের ত্রুটি করাতে সেই মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হয় তবে জিলা বা শহরের জজ সাহেব আপনার ক্ষমতাক্রমে সেই ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিতে অথবা পুনর্ব্বার তাহা আপন আদালতের নথীর শামিল করিতে পারেন্ না। ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৫৮। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের প্রতি হুকুম আছে যে তাঁহারা নিরন্ত উক্ত প্রকার ডিক্রী জারীর এত্তেলানামা দিতে মনোযোগ করেন্ কিন্তু যখন রীতিমত এত্তেলানামা দিলে পর ডিক্রীদারের কসুরপ্রযুক্ত সেই মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে হয় তখন জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ হুকুম যে আদালতহইতে তাঁহার নিকটে পাঠান গিয়াছিল সেই আদালতে তাহা ফিরিয়া পাঠাইয়া ইহা লেখেন্ যে সাধ্যপর্য্যন্ত ইহা জারী করিয়াছি এবং আদালতের হুকুমক্রমে যাহা২ করিয়াছেন তাহার বেওরাও লেখেন্। ডিক্রীদার যদ্যপি উত্তর কালে কোন সময়ে ঐ ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে পুনর্ব্বার দরখাস্ত করে তবে যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে তাহার দরখাস্ত করিতেই হইবেক যেহেতুক কেবল

সেই আদালত তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে এবং অধস্থ আদালতে তাহা পুনর্ব্বার নথীর শামিল করিতে হুকুম দিতে পারেন্। ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৫৯। যখন ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণের লিখিত কোন গতিকে যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত হইয়াছে সেই ডিক্রী জারী না করণের কারণ দর্শাইতে ঐ ব্যক্তির প্রতি এত্তেলা দেওনের আবশ্যক হয় তখন উক্ত এত্তেলা দিতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে হুকুম দিলেই হইবেক। তাহার পর যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী জারীর দরখাস্ত হয় সে ব্যক্তি যদি কোন ওজর না করে তবে জিলা অথবা শহরের জজ সাহেব সদর আদালতে আর জিজ্ঞাসা না করিয়া রীতিমতে ডিক্রী জারী করিবেন। যদ্যপি কোন ওজর হয় তবে জজ সাহেব আবশ্যকমতে তাহার তহকীক করিবেন এবং ঐ তহকীকে যাহা দৃষ্ট হয় তাহাতে সদর আদালতের হুকুম পাইবার নিমিত্ত তাহার রিপোর্ট করিবেন এবং হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত ডিক্রী জারীকরণের সকল ব্যাপার স্থগিত রাখিবেন।—১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

১৬০। এই সদর আদালতের ডিক্রী জারী করণবিষয়ে যে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুম দেওয়া যায় তাহার মিয়াদী রিটর্ণ প্রস্তুত করণেতে জিলার জজ সাহেবেরদের এবং তাঁহারদের আমলারদের অনাবশ্যক কাল হরণ এবং অতিরিক্ত ক্লেশ হয় ইহা বিবেচনা করিয়া সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবধি এইমত মিয়াদী রিটর্ণ একেবারে রহিত হইবেক। ১৮৪১ সালের ২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৬১। এই অতিগুরুতর কার্য্যে সদর আদালতের সাহেবেরা উচিতমত কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন্ এবং তাঁহারদের ডিক্রী যেপর্য্যন্ত জারী হইতেছে তাহা নিশ্চয় জ্ঞাত হন্ এইহেতুক তাঁহারা হুকুম করিতেছেন যে তুমি বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ১ তারিখঅবধি আরম্ভ করিয়া ইঙ্গরেজী এবং এদেশীয় ভাষাতে নীচের লিখিত পাঠানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের জারী না হওয়া ডিক্রীর এক কৈফিয়ৎ তিন২ মাসে এই আদালতে প্রেরণ করিবা। এবং তাঁহারদের ডিক্রী জারীকরণে কোন অনাবশ্যক বিলম্ব হইলে তাহা কোন্ কর্ম্মকর্ত্তার কসুরেতে হইয়াছে তাহা সদর আদালত জ্ঞাত হন্ এ নিমিত্তে মন্তব্য কথার ঘরে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত লিখিবা। ১৮৪১ সালের ২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৬২। জারী না হওয়া ডিক্রীর যে সকল ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ ১৮৪১ সালের ২ আপ্রিল তারিখের ১১০০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের অনুসারে পাঠান যায় তাহা সদর আদালতের সাহেবেরা একিপ্রকার নহে দেখিয়াছেন অতএব তাঁহারা আদেশ করেন্ যে তুমি ঐ অর্ডরের নির্দ্দিষ্ট উপদেশমতে অবিকলরূপে কার্য্য করিয়া যে২ আদালতে কোন মোকদ্দমা মুলতবী থাকে সেই২ আদালতের স্বতন্ত্র কৈফিয়ৎ পাঠাইবা এবং যে আদালতের ডিক্রী জারী হইতেছে তাহার নাম বিশেষ করিয়া লিখিবা অর্থাৎ

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের
কি সদর দেওয়ানী আদালতের
অথবা প্রবিন্স্যাল আদালতেরি হউক।

সম্প্রতি প্রাপ্ত অনেক কৈফিয়তের দ্বারা বোধ হয় যে ঐ কৈফিয়ৎ তৈয়ার করণের বিষয়ে উপযুক্ত মনোযোগ হয় না এবং তাহা পাঠাইবার পূর্ব্বে জজ সাহেবেরা উপযুক্তমতে তাহা স্বয়ং মোকাবিলা করেন্ না। পরন্তু সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন্ যে মোকদ্দমার ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী করণের অপেক্ষা জজ সাহেবের আর আবশ্যক কার্য্য নাই।—১৮৪২ সালের ৬ মের সরক্যুলর অর্ডর।

১৬৩। প্রবিন্স্যাল আদালতের অথবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের কোন ডিক্রী তোমার জিলার মধ্যে যদি জারী না হওয়া অবস্থায় থাকে তবে তাহার এক স্বতন্ত্র কৈফিয়ৎ পাঠাইবা। ১৮৪১ সালের ২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৮৪১ সালের ১ আপ্রিল তারিখে অমুক জিলার আদালতে সদর দেওয়ানী আদালতের জারী না হওয়া ডিক্রীর ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ।

জিলার রেজিষ্টরের নম্বর।	সদর আদালতে মোকদ্দমার নম্বর এবং তাহার নিষ্পত্তি হওনের তারিখ।	প্রথম প্রিসেপ্টের নম্বর ও তারিখ।	উভয় পক্ষের নাম।	ডিক্রীর খোলাসা।	জারী না হওয়ার কারণ।
১	১৮৩৯ সালের ১১৮ নম্বর ১৮৩৯ সালের ১০ জুন তারিখে নিষ্পত্তি হয়।	৬১ নম্বর। ১৮৪০ সাল ২ ফেব্রুআরি।	রামমোহন ঘোষ আপেলাণ্ট খয়রুল্লা শা রেস্পাণ্ডেণ্ট ও ডিক্রীদার।	বিষ্ণুপুর জমীদারীতে দুই বৎসরের ওয়াসীলাৎ সমেত রেস্পাণ্ডেণ্টের দখল দিবার নিমিত্ত।	এক জন আমীন ওয়াসীলাতের জুমলা নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত মফঃসলে পাঠান গিয়াছে। রেস্পাণ্ডেণ্টকে দখল দেওয়ান গিয়াছে।
২	১৮৩৯ সালের ২৩০ নম্বর। ১৮৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে নিষ্পত্তি হয়।	৮৭ নম্বর। ১৮৪০ সাল ৫ মে।	তিনকড়ি সেখ আপেলাণ্ট আসমান বিবি রেস্পাণ্ডেণ্ট ও ডিক্রীদার।	আদালতের খরচা সমেত দশ হাজার টাকা উসুল করিবার নিমিত্ত।	পরওয়ানা দুইবার পাঠান গিয়াছে কিন্তু আপেলাণ্টকে ধরা যায় নাহি।

১৬৪। সদর দেওয়ানী আদালতের যে ডিক্রীর প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুম ঐ আদালত-হইতে একেবারে প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠান গিয়া থাকে সেই প্রকার জারী না হওয়া ডিক্রীর বিষয়ে গত ২ আপ্রিল তারিখের ১১০০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে কোন বিশেষ উল্লেখ নাই। অতএব উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের অনুযায়ি সদর আদালতের সাহেবেরা জ্ঞাত করেন্ যে মিয়াদী রিটর্ন না পাঠাওন এবং তিন২ মাসে রিটর্ন প্রেরণের বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া গিয়াছিল তাহা প্রধান সদর আমীনের বিষয়েও খাটিবেক। তাঁহারা রীতিমতে ঐ রিটর্ন জজ সাহেবের নিকটে এইমত কালে পাঠাইবেন যে ইঙ্গরেজী ভাষায় তাঁহার যে তিন২ মাসীয় কৈফিয়ৎ পাঠাওনের হুকুম আছে তাহার মধ্যে লিখিতে পারেন্। ১৮৪১ সালের ১৬ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

১৬৫। গত ২ আপ্রিল তারিখের ১১০০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে জারী না হওয়া ডিক্রীর যে কৈফিয়তের হুকুম হইয়াছিল তাহার মন্তব্য কথার ঘরে অনেকবার এমত কোন বৃত্তান্ত লেখা নাহি যে তাহাতে উপরিস্থ আদালতের ডিক্রী জারী করিতে বিচারকেরা ক্রমে যে২ উপায় করিয়াছেন তাহা দৃষ্ট হয়। ঐ কৈফিয়ৎ তুষ্টিকররূপে প্রস্তুত করণার্থ সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে উত্তর কালে জজ সাহেবের এবং প্রধান সদর আমীনের আদালতের ডিক্রী জারীর মুহুরীর এক রেজিষ্টরী বহী রাখে এবং যে হুকুম যে সময়ে হয় তাহার মর্ম্ম সেই সময়েই তাহাতে লেখা যায় এবং ঐ হুকুমানুসারে যাহা হইয়াছে তাহা সেইরূপে তাহাতে লেখা যায়। ১৮৪১ সালের ২০ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডর।

১৪ ধারা।

সদর আদালতের ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার।

১৬৬। উপরের প্রকরণানুসারে কোন মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান গেলে যদি ঐ আদালতের সাহেবেরা স্পষ্ট করিয়া লেখা হেতুর ও মোকদ্দমার সমস্ত বেওরা ও ভাব দৃষ্টে এমত বুঝেন্ যে ন্যায়মতে তাহার পুনর্ব্বিচার করা কর্ত্তব্য তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিবার অর্থে হুকুম দেন্ ও ঐ মত তাঁহারদিগের নিষ্পত্তি করা যে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীলশ্রী ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুরে না হইয়া থাকে কিম্বা আপীলহওনমতেও মোকদ্দমার মোতালক কাগজপত্র ঐ বাদশাহের হজুরে পাঠান না গিয়া থাকে সে মোকদ্দমাতে যদি তাঁহারদিগের হজুরে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দাখিল হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপরের লিখিত কথার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ ও যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমাতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করণের হেতু আপনারদিগের রুবকারীর বহীতে লিখেন্ ও এমত মোকদ্দমার নূতন কোন দলীল প্রমাণ লওয়া কি না লওয়া যাওনের বিষয়ে ন্যায়মতে যাহা উচিত বুঝেন্ তাহার হুকুম করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

১৬৭। জানা কর্ত্তব্য যে যদি জিলা ও শহরের কোন আদালতের সাহেব কি কোন প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতের সাহেবেরা কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা প্রথমতঃ তাঁহারদিগের নিকটে দেওয়া পুনর্ব্বিচারের কোন দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাঁহারদিগের তাবে কোন আদালতহইতে ঐ বিষয়ে অনুমতি চাহিয়া পাঠা-

নমতে তাহা নামঞ্জুর করণের বিষয়ে হুকুম দেন তবে তাহাতে ঐ দরখাস্ত দেওনিয়াকে মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য হইলে জাবেতামতে যে আদালতে সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত শুনা যাওনের যোগ্য হয় সে আদালতে আপীলের দরখাস্ত এমত আপীল শুনা যাওনের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত হুকুমের দৃষ্টে দাখিল করিতে নিষেধ আছে এমত বোধ না হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।

[ডিক্রীর পুনর্দৃষ্টি করণের দরখাস্তের ইষ্টাম্পের বিষয়ি বিধি ৫ অধ্যায়ের ২১ ধারাতে পাওয়া যাইবেক]

১৬৮। জাবেতামতে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতে ও প্রবিন্স্যাল কোর্টে নিষ্পত্তি পায় তাহার কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিপাওয়া মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দরখাস্তের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার লিখিত হুকুমের অতিরিক্ত এই ধারাতে ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে জজ সাহেব কি সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ সেই সাহেব কি সাহেবেরা কিম্বা ঐ নিষ্পত্তি দুই কি ততোধিক জজ সাহেবের দ্বারা হইয়া থাকিলে ঐ জজ সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হওনের সময়ে ঐ আদালতে নিযুক্ত থাকিলে এবং অনুপস্থিত থাকন কি অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্যহওনানন্তর ছয় মাসপর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে ও তাহার বিষয়ে আপনার হুকুম কি মত বহীতে লিখিতে অপারক না হইলে ঐ আদালতের অন্য কোন জজ সাহেব কি সাহেবেরা ঐ দরখাস্তের বিষয়ের ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিতে এবং তাহার বিষয়ে আপন কোন হুকুম কি মত বহীতে লিখিতে ক্ষমতা রাখিবেন না কেননা উপরের লিখিত হুকুমের স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে তদনুসারে যে সকল মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দরখাস্ত দাখিল হয় তাহা সাধ্যানুসারে যে জজ সাহেব কি সাহেবেরা ঐ সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ তাঁহার কি তাঁহারদিগের দ্বারা ঐ সকল মোকদ্দমা উচ্চতর আদালতে আপীলহওনের যোগ্য হইলে সামান্য নিয়মমত তাহার আপীল হওনের অধীনতায় গ্রাহ্য হয় ও নিষ্পত্তি পায় ও আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ নিষ্পত্তিপত্রের লিখনক্রমে যদি স্পষ্ট জানা যায় যে প্রবিন্স্যাল কোর্টের অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের একাকী এক জজ যে মোকদ্দমার উপর আর আপীল না হইতে পারে সেই মোকদ্দমার বিষয়ে আইনের লিখনক্রমে তাঁহাকে অর্পণহওয়া ক্ষমতার অতিক্রম করিয়াছেন তবে সে মোকদ্দমার বিষয়ে উপরের লিখিত নিয়ম সম্পর্ক রাখিবেক না ও ঐ মত মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তি অসমপূর্ণ এবং আইনবিরুদ্ধ হইয়া থাকনপ্রযুক্ত তাহা হওনের বিষয়ে প্রবিন্স্যাল কোর্টের কি সদর দেওয়ানী আদালতের অধিক জজের মতের ঐক্য হইলে ঐ জজ সাহেবেরা ক্ষমতা রাখিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার এবং এই আইনের লিখিত মতে পুনর্বিচারার্থে দেওয়া ঐ দরখাস্তের বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করেন্ ইতি।—১৮২৫ সা। ২ আ। ৩ ধা।

১৬৯। দুই জন জজ সাহেব এক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন্ এবং তাঁহারা দুই জন ঐ সদর আদালতে অদ্যাপি আছেন্ তাহাতে জিজ্ঞাসা হইল যে পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে দরখাস্ত হইলে তাহা উভয় জজ সাহেবের হজুরে দরপেশ করিতে হইবেক কি এক জন জজ

সাহেব তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্যের বিষয়ে যে হুকুম দেন্ তাহা চূড়ান্ত হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এইমত গতিকে যে জজ সাহেবেরা ডিক্রী করিলেন তাঁহারদিগকে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দিতে হইবেক এবং যদি সেই পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্যের বিষয়ে তাঁহারা অনৈক্য হন তবে যেপর্য্যন্ত সেই বিষয়ে অধিকাংশ জজের সম্মতি না পাওয়া যায় সেইপর্য্যন্ত ঐ আদালতের এক বা ততোধিক জজ সাহেবের নিকটে তাহা অর্পণ করিতে হইবেক। ৭৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭০। আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে এক জন জজ সাহেব মোকদ্দমার ডিক্রী করিলে এবং ঐ ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হইয়া যদি তিনি তাহা মঞ্জুর না করেন্ তবে তাহার পর কোন দরখাস্তক্রমে যদি তিনি আপনি তাহা মঞ্জুর না করেন্ তবে তাঁহার ঐ নামঞ্জুর করণের হুকুম সর্ব্বতোভাবে চূড়ান্ত হইবেক। এবং ঐ জজ অনুপস্থিত হইলে এবং ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় দরখাস্ত শুনিতে না পারিলে সদর আদালতের এমত সাধ্য নাই যে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের হুকুম পুনর্ব্বিচার করিতে অন্য জজ সাহেবকে হুকুম দেন্। ৯৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭১। সদর আদালতের দুই জন জজ সাহেব মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিলেন। ঐ দুই জন জজ সাহেব তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিলেন। পরে তাহার মধ্যে এক জন আদালত ছাড়িয়া গেলেন অপর এক জন জজ ঐ দুই জনের করা হুকুম বহাল রাখিলেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে অবশিষ্ট জজের ঐ দ্বিতীয় হুকুম চূড়ান্ত এবং অন্য কোন জজের সম্মতি লওনের আবশ্যক নাই। ৬৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫ ধারা।

সদর আদালতে খাস আপীল।

১৭২। প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি প্রধান সদর আমীনের দ্বারা হয় তাহার আপীল জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইবেক এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল চলিত আইনের লিখিত যে হুকুম এই বিষয়ে খাটে তদনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ২ প্র।

১৭৩। যে সকল ডিক্রী প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে হইবেক তাহা জিলা ও শহরের জজ সাহেবের করা ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে যে সকল সামান্য হুকুম আছে তদনুসারে ঐ প্রধান সদর আমীনের দ্বারা জারী হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত বিষয়সকলে প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর প্রথমতঃ জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল ও খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২২ ধা।

১৭৪। এই আইন জারী হওনের পরে প্রবিন্স্যাল কোর্টের ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা খাস কিম্বা দ্বিতীয় আপীল গ্রাহ্যকরণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৭ ধারার এবং ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৩ ও ৪ ও ৫ ধারার লিখিত হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

১৭৫। জিলার আদালতের জজ সাহেবেরদের নিমিত্ত খাস আপীলের বিষয়ে যে বিধি আছে সেই বিধি সদর দেওয়ানী আদালতের খাস আপীলের বিষয়ে খাটে। ঐ সকল বিধি ৫ অধ্যায়ের ১৬। ১৭। ১৮ ধারাতে পাওয়া যাইবেক।

১৭৬। খাস আপীল মঞ্জুর হইলে বিচারার্থে মোকদ্দমা তৈয়ার করণের বিষয়ে জাবেতামত আপীলের যে বিধি আছে সেই অনুসারে কার্য্য হইবেক।—১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৭৭। খাস আপীলের আরজীর সঙ্গে যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল হয় তাহার বিষয়ে দাখিল করণের সময়ে কিছু রসুম দিতে হইবেক না।—৫৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭৮। খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর না হইলে আপীলহওয়া মোকদ্দমার মিসিলে যে সকল আসল কাগজপত্র কি নকল ছিল তাহাছাড়া অন্য সকল কাগজপত্রের উপর ছয় সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ আইনানুসারে দস্তাবেজের যে রসুম দেয় হয় তাহা দিতে হইবেক। ১৮৪১ সালের ৭ মের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৭৯। যদি রসুমের টাকা না দেওয়া যায় তবে অন্য২ প্রকার কসুর হইলে যেরূপ করা যায় সেইরূপ এই স্থলে করা যাইবেক।—৫৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮০। ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবধি এবং তাহার পর কলিকাতার এবং আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত ও মান্দ্রাজের সদর আদালত এবং বোম্বাইয়ের সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন দেওয়ানী আদালতসকলে জাবেতামত আপীলের যে সকল নিষ্পত্তি কোন আইনের বিরুদ্ধ অথবা আইনের তুল্য প্রবল কোন ব্যবহারের বিরুদ্ধ কিম্বা আদালতের কোন দস্তুরের বিপরীত দৃষ্ট হয় অথবা আইনের বা দস্তুরের কিম্বা ব্যবহারের যে কোন নিয়মে উপযুক্ত সন্দেহ হইতে পারে এইমত কোন নিয়মঘটিত হয় সেই আপীলের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল ঐ২ সদর আদালতে হইতে পারে ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ১ ধা।

১৮১। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাবেতামত আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণের যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদের মধ্যে খাস আপীলের দরখাস্ত উপরের উক্তমতে নির্দ্ধারিত আদালতে দাখিল না হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ২ ধা।

১৮২। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে মোকদ্দমার সম্পর্কে খাস আপীল হয় তাহাতে পূর্ব্বে যে সকল ডিক্রী হইয়াছিল তাহার নকল খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৩ ধা।

১৮৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খাস আপীলের প্রত্যেক দরখাস্ত উপরের উক্তমতে নির্দ্ধারিত আদালতে রীত্যনুসারে দাখিল হইলে তাহা খাস আপেলাণ্ট কি তাহার উকীল বা মোখ্তারকারের সম্মুখে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব শুনিবেন এবং ঐ জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে ঐ মোকদ্দমার মিসিলের সম্পর্কীয় কোন দলীলদস্তাবেজ তলব করিয়া পাঠ করিতে পারেন্ এবং ঐ দরখাস্তের জওয়াব দেওনের নিমিত্ত পক্ষান্তর ব্যক্তিকে তলব করিতে পারেন্ ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৪ ধা।

১৮৪। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ জজ সাহেবের যদি এই মত বোধ হয় যে এই আইনমতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে তবে তিনি তদনুসারে হুকুম দিবেন এবং সেই সময়ে আপীলের যে মূল বিষয় বা বিষয়সকলের বিচার করিতে হইবেক তাহা সর্টিফিকটের ন্যায় ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিবেন

পরে ঐ আদালতে যে দেশীয় ভাষা চলিত আছে তাহাতে তাহার তরজমা করা যাইবেক এবং তাহার পর ঐ খাস আপীল দাঁড়ামতে শুননি ও নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্ত আদালতের নথীর শামিল করা যাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সর্টিফিকটের মধ্যে লেখা আইনের মূল বিষয় বা বিষয়সকলের নিষ্পত্তি করণার্থ মোকদ্দমার রোয়দাদের যে অংশের আবশ্যকতা নাই সেই অংশ তলব করিয়া তাহাতে দৃষ্টি করণের প্রয়োজন নাই ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৫ ধা।

১৮৫। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ জজ সাহেবের যদি বোধ হয় যে এই আইনমতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না তবে তিনি দরখাস্ত না মঞ্জুর করিবেন এবং খাস আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের বিষয়ে তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৬ ধা।

১৮৬। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উপরের উক্ত মতে কোন খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে উপরের উক্ত ধারামতে যে মূল বিষয় বা বিষয়সকল সর্টিফিকটে লেখা যায় সদর দেওয়ানী আদালত কেবল তাহার বিচার করিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার অন্য কোন বিষয় বা অংশের বিচার করিবেন না ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৭ ধা।

১৮৭। কিন্তু আপীলের বিশেষ কারণ যদি অশুদ্ধ বা অসম্পূর্ণরূপে সর্টিফিকটের মধ্যে লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ সদর আদালত ঐ সর্টিফিকট শুদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু সর্টিফিকটের মধ্যে যে মূল বিষয় বা বিষয়সকল আদৌ লেখা গিয়াছিল কেবল তাহাই এরূপে শুধরাণ যাইতে পারে এবং কোন নূতন বিষয় বা বিষয়সকস লইতে কিম্বা ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে তাহা লিখিতে ঐ আদালতের ক্ষমতা নাই ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৮ ধা।

১৮৮। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে খাস আপীলের বিষয়ে বাঙ্গালা এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর যে সকল আইন ও বিধি আছে তাহা যেপর্য্যন্ত এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ না হয় সেইপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৯ ধা।

১৮৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি মে মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল মঞ্জুর হইয়া মুলতবী থাকে এই আইনের কোন হুকুমের দ্বারা তাহা শুননির ব্যতিক্রম হইবেক না এবং এই আইন জারী না হইলে ঐ দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীলের যেরূপে শুননি ও নিষ্পত্তি হইত সেইরূপে শুননি ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ১০ ধা।

১৬ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল। মোকদ্দমার সংখ্যা। আপীলের মিয়াদ।

১৯০। যেহেতুক শ্রীশ্রীযুক্ত "মহারাজার হজুর কৌন্সেলে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে যথার্থ বিচারহওনের নিমিত্ত আইন" নামে বিখ্যাত মৃত চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের অধিকারের চতুর্থ বৎসরে এক আইন হয় এবং যেহেতুক ঐ আইনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এমত হুকুম আছে যে "সদর দেওয়ানী আদালতের অথবা ভারতবর্ষের অন্য যে কোন আদালতের অথবা কেপ অফ গুডহো-

পের পূর্ব্ব দিগে অন্য কোন স্থানে যে কোন আদালতের নিষ্পত্তির উপর শ্রীযুক্ত মহারাজার হজুর কৌন্সেলে আপীল হইতে পারে সেই আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল যে রীত্যনুসারে ও যে প্রকারে ও যে মিয়াদের মধ্যে করিতে হইবেক তাহা নির্ণয়করণের জন্য যে কোন বিধান ও হুকুম উচিত বোধ হয় তাহা ইঙ্গলণ্ডের শ্রীযুক্ত বাদশাহ্ হজুর কৌন্সেলে সময়েং করিতে পারেন্ এবং ঐ প্রকার আপীলকরণের অথবা শুননির বিলম্ব নিবারণের নিমিত্ত এবং ঐ আপীলের খরচার বিষয়ে এবং যে সংখ্যা অথবা মূল্যের সম্পত্তির মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে সেই মূল্য বা সংখ্যার বিষয়ে সময়েং নিয়ম করিতে পারেন্।" এবং যেহেতুক উক্ত মৃত মহারাজা উক্ত সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীলের রীতি ও প্রকার ও মিয়াদ নিরূপণ করণের জন্য ১৮৩৬ সালের ১৬ জানুআরিতে কএক বিধান ও হুকুম মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং ঐ আপীল করণের বা শুনিবার বিলম্ব নিবারণার্থ এবং ঐ আপীলসম্পর্কীয় খরচের বিষয়ে কএক নিয়ম করিয়াছিলেন এবং ঐ বিধান ও হুকুম ও নিয়ম A এবং B চিহ্নিত তফসীলের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল এবং ১৬ জানুআরিতে হজুর কৌন্সেলের হুকুমে তাহা সংযোগ হইল। এবং যেহেতুক মৃত মহারাজা ১৮৩৬ সালের ১০ আগষ্টের হজুর কৌন্সেলের অন্য হুকুমক্রমে ঐ B চিহ্নিত তফসীল মতান্তর করিয়া শুধরিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রকারে মঞ্জুরহওয়া ঐ B চিহ্নিত তফসীলের পঞ্চম ধারা রদ করিয়া হুকুম দিলেন যে ঐ পঞ্চম ধারার পরিবর্ত্তে ঐ ১৮৩৬ সালের ১০ আগষ্টের হুকুমের লিখিত এক বিধান অদ্য নির্দ্দিষ্ট হয়। এবং যেহেতুক শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হজুর কৌন্সেলে উক্ত বিধান ও হুকুম ও নিয়ম রদ ও বাতিল করিতে এবং তাহার পরিবর্ত্তে অন্য হুকুম ও বিধান ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিতে উচিত বোধ করিয়াছেন অতএব।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের হওয়া বিধান।

১৯১। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের পরামর্শক্রমে উক্ত ১৮৩৬ সালের ১৬ জানুআরি এবং ১৮৩৬ সালের ১০ আগষ্টের হজুর কৌন্সেলের হুকুমে নির্দ্দিষ্ট উক্ত সকল বিধান ও হুকুম ও নিয়ম রদ ও বাতিল করিয়াছেন এবং এই হুকুমের নিয়ম সংযোগহওয়া পশ্চাৎ লিখিত নানা বিধান ও হুকুম ও নিয়ম মঞ্জুর করিয়াছেন। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ সকল নিয়ম বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম এবং ফোর্ট সেণ্ট জর্জ অর্থাৎ মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে এবংপুলোপিনাঙ্গ ও সিংহপুর ও মলাকার আদালতে এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে নানা সদর দেওয়ানী আদালতে এবং অন্যান্য আদালতে চলন হইবেক এবং যত ব্যক্তির তাহার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তাঁহারা ঐ নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এবং ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেল এবং বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের গবর্নর্ সাহেব এবং ফোর্ট সেণ্ট জর্জ অর্থাৎ মান্দ্রাজের গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে এবং বোম্বাইয়ের গবর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্সেলে এবং আগরার গবর্নর্ সাহেব এবং ফোর্ট উলিয়মের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের চিফ জুষ্টিস ও অন্য জজ সাহেব এবং মান্দ্রাজের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের চিফ জুষ্টিস ও অন্য জজ সাহেব এবং বোম্বাইয়ের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের চিফ জুষ্টিস এবং অন্য জজ সাহেব এবং পুলোপিনাঙ্গ ও সিংহ-

পুর ও মলাকার আদালতের জজ সাহেব ও কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে ভারতবর্ষের নানা সদর দেওয়ানী আদালতের জজ এবং অন্যান্য সকল আদালতের জজ সাহেব এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি ঐ হুকুমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন্ তাঁহারা সেই হুকুম অবধান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের হওয়া বিধান।

উক্ত তফসীল।

১৯২। ১। আগামি ৩১ ডিসেম্বরঅবধি এবং তাহার পর যে ফয়সলা কি ডিক্রী বা ডিক্রীর হুকুমের উপর আপীল হয় ঐ ফয়সলা কি ডিক্রীর তারিখের পর ছয় মাসের মধ্যে যদি শ্রীশ্রীমতী মাহারাণীর হজুর কৌন্সেলে যে আপীল হয় তাহার দরখাস্ত এদেশে না দেওয়া যায় এবং যদি ঐ আপীল সম্পর্কে বিরোধি বিষয়ের মূল্য ন্যূন সংখ্যা কোম্পানির দশ হাজার টাকা না হয় তবে বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালত ও পুলোপিনাঙ্গ ও সিংহপুর ও মলাকার আদালত কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যের কোন সদর দেওয়ানী আদালত বা অন্য কোন আদালত ঐ শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কি তাঁহার উত্তরাধিকারী অথবা তাঁহার পর রাজত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য রাজার হজুর কৌন্সেলে যে কোন আপীল হয় তাহা গ্রাহ্য করিবেন না। এবং আগামি ৩১ ডিসেম্বরঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মহইতে আপীলের বিষয়ে যে পাঁচ হাজার পৌণ্ড ষ্টর্লিঙ্গের নিয়ম ইহার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে শেষ ও রহিত হইল।— শ্রীশ্রীমতীমহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের হওয়া বিধান।

১৯৩। ২। যে কোন গতিকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ও তাঁহার উত্তরাধিকারী ও তাঁহার পর রাজত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য রাজার হজুর কৌন্সেলে আপীল উক্ত কোন আদালতে গ্রাহ্য হয় সেই গতিকে ঐ আদালত আপনার রুবকারীতে সর্টিফিকট করিয়া ইহা লিখিবেন যে ঐ আপীলসম্পর্কীয় বিরোধি বিষয়ের মূল্য নিতান্ত দশ হাজার টাকা কিম্বা তাহাহইতে অধিক এবং ঐ সর্টিফিকটের দ্বারা ঐ মূল্যের বিষয়ের চূড়ান্তরূপে নির্ণয় হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক এবং ঐ আপীলহওয়া মোকদ্দমাসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি ঐ আপীলী মোকদ্দমার মূল্যের বিষয়ে তাহার পর আর কোন ওজর করিতে পারিবেন না।— শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের হওয়া বিধান।

১৯৪। ৩। কিন্তু এই হুকুমের লিখিত কোন কথার এমত অভিপ্রায় নহে এবং তাহার এমত অর্থও করিতে হইবেক না যে পূর্ব্বোক্ত কোন আদালতের কোন ফয়সলা কি ডিক্রী অথবা ডিক্রীর হুকুমের দ্বারা যে ব্যক্তি অন্যায়গ্রস্ত হয় সেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি তাঁহার উত্তরাধিকারী অথবা তাঁহার পর রাজত্বপ্রাপ্ত অন্য রাজার হজুর কৌন্সেলে অন্য কোন নিয়মে এবং অন্য যে কোন সীমা ও নিষেধ ও হুকুম ঐ বিশেষ গতিকে নির্দ্দিষ্ট করিতে উচিত বোধ করেন্ সেইং নিয়মপ্রভৃতিক্রমে আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে যে ক্ষমতা ও পরাক্রম নিতান্ত আছে তাহা রহিত বা কম কি ব্যাঘাত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের হওয়া বিধান।

১৯৫। ৪। উক্ত সদর দেওয়ানী আদালত অথবা ভারতবর্ষের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের দ্বারা কি তাঁহারদের কোন গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত অন্য যে কোন আদালতের হুকুমের উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল হইতে পারে তাঁহার হুকুমের উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি তাঁহার উত্তরাধিকারী অথবা তাঁহার পর রাজত্বপ্রাপ্ত অন্য রাজার হজুর কৌন্সেলে আপীল হইলে ঐ আপীলের কাগজপত্রের নকল পঁহুছিলে পর কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা সময়ে২ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি তৎক্ষণাৎ হজুর কৌন্সেলের ক্লার্ক সাহেবকে তাহার বিষয় এত্তেলা করিবেন এবং আপীলের উভয় বিবাদির নাম এবং যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহার তারিখ তৎসময়ে তাঁহাকে জানাইবেন এবং ঐ এত্তেলানামা কৌন্সেলের দফ্তুরে রীতিমতে রেজিষ্টরী হইবেক। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের হওয়া বিধান।

১৯৬। ৫। ঐ কাগজপত্রের নকল ইষ্ট ইণ্ডিয়া হৌসনামক বাটীতে অথবা লণ্ডন কি ওএষ্টমিনষ্টর শহরে কি অন্য যে কোন উপযুক্ত স্থান কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা সময়ক্রমে নির্দ্দিষ্ট করেন তথায় রাখা যাইবেক এবং ঐ ইঙ্গলণ্ড দেশে ঐ আপীলের আপেলাণ্টের ও রেস্পাণ্ডেণ্টের মোখ্তারেরা ঐ কাগজপত্রের যে সকল নকল বা চুম্বকের আবশ্যক রাখে তাহা লইতে পারেন এবং সময়ে২ ঐ কাগজপত্রের তদারক করিতে পারেন এবং ঐ কর্ম্মকারকের উচিত যে তিনি অথবা তাঁহার উপযুক্ত কোন প্রতিনিধি রীতিমতে হুকুম পাইলে ঐ আপীল শুননি হওনের সময়ে এবং অন্য যে কোন সময়ে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে অথবা ঐ কৌন্সেলের বিচারসম্পর্কীয় কমিটি তাহা তলব করেন ঐ বিচারসম্পর্কীয় কমিটির সম্মুখে আসল কাগজপত্রের নকল উপস্থিত করেন। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের হওয়া বিধান।

১৯৭। ৬। ঐ নকল পঁহুছনের সম্বাদ রেজিষ্টরী হওনের পর যদি তিন মাসের মধ্যে আপেলাণ্টের আপীলের দরখাস্ত কৌন্সেলের সিরিশ্তায় দাখিল না করা যায় অথবা যদি ঐ রেজিষ্টরী হওনের পর এক বৎসরের মধ্যে আপেলাণ্ট মোকদ্দমা না চালায় তবে রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ উভয় গতিকে এমত দরখাস্ত করিতে পারে যে কসুরপ্রযুক্ত ঐ আপীল ডিসমিস হয় এবং যদি ঐ রেজিষ্টরী হওনের পর এক বৎসরের মধ্যে রেস্পাণ্ডেণ্ট আপনার মোকদ্দমা না চালায় তবে ঐ মোকদ্দমা একতরফা শুননি হইবার নিমিত্ত আপেলাণ্ট দরখাস্ত করিতে পারে। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের হওয়া বিধান।

১৯৮। ঐ মত প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে সকল মোকদ্দমার আপীল জাবেতামতে সদর দেওয়ানী আদালতে শুনা যাওনের যোগ্য হয় সে সকল মোকদ্দমাতে এবং সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে সকল মোকদ্দমার আপীল প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীলশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুরে হওনের যোগ্য হয় সে সকল মোকদ্দমাতে যে ব্যক্তি আপীল করণের মনস্থ রাখে তাহাকে অনুমতি আছে যে এই ধারার উপরের প্রকরণের লিখনমতে আপন আপীলের দরখাস্ত যে ডিক্রীর উপর আপীল করিবেক

তাহার নকলব্যতিরেকে ঐ ডিক্রী যে আদালতে হইয়া থাকে সেই আদালতে দাখিল করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৬ প্র।

১৯৯। যাহারা সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমা সকলের আপীল শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহ তৃতীয় জর্জের বাদশাহী ২১ সন জলুসের আক্‌ট পার্লিমেণ্টের ৭০ বাবের ২১ দফার লিখিত বিধানক্রমে ঐ বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের হজুরে করিতে চাহে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী হইলে পর তথায় ছয় মাসের মধ্যে আপনি কিম্বা ঐ আদালতের চিহ্নিত উকীল জনেককে এখ্তিয়ারনামা দিয়া তাহার দ্বারা আপীলের আরজী দেয়। ও এ হুকুমমতে কার্য্য করিলে পর যদি সে মোকদ্দমা নীচের লিখিত হিসাবে তহখরচাছাড়া পাঁচ হাজার পৌণ্ড সংখ্যার হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে আরজীকে মঞ্জুর করিয়া নীচের ধারার লিখিত নিষেধ ও বিধিমতে কর্ম্ম করিবেন ইতি। —১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ২ ধা।

২০০। ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের হজুরে পাঁচ হাজার পৌণ্ডের ও তদতিরিক্ত সংখ্যার মোকদ্দমার আপীল হইবার যে নির্ণয় হইল তাহার অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্যে লেখা যাইতেছে জানিবেন যে এক পৌণ্ড সংজ্ঞা বিলায়তের হুণ্ডী দিবার ও লইবার মুখে হারহারিতে চলন দশ টাকা হয় এই দৃষ্টে আপীলের মোকদ্দমার মূল্যাবধারণ করিতে ফি পৌণ্ড চলন ১০ দশ টাকার হিসাবে পাঁচ হাজার পৌণ্ডে পঞ্চাশ হাজার টাকা চলন কিম্বা সিক্কার হিসাব করিলে উপর কএক আনাবাদে তেতাল্লিশ হাজার এক শত তিন টাকা সিক্কা ধরিতে হইবেক ইহাতে হুকুম আছে যে যে মোকদ্দমার আপীল ঐ হজুরে হয় সে মোকদ্দমার ভূমির কিম্বা নগদ অথবা জিনিস যাহার হউক তাহার সংখ্যা ও মূল্যের বিবেচনা যেমতে সদর দেওয়ানী আদালতের ও অন্য আদালতসকলের উপস্থিত মোকদ্দমাসকলের সংখ্যা ও মূল্যের বিবেচনা করিবার নির্ণয় আছে সেই মতে উপরের লিখিত হিসাব দৃষ্টে করিতে হইবেক।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৩ ধা।

[পূর্ব্বোক্ত তফসীলের দ্বারা ঐ টাকা কম হইয়া দশ হাজার টাকা ধার্য্য হইল।]

২০১। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তি সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীতে নারাজ হইয়া পুনর্ব্বিচারের বিষয়ে দরখাস্ত করে তবে যত কাল পুনর্ব্বিচারের বিষয়ে তাহার দরখাস্ত আদালতে উপস্থিত থাকে তত কাল আপীলের নিরূপিত মিয়াদহইতে বাদ দিতে তাহার অধিকার নাই। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিয়াছেন যে যে ব্যক্তি আপীল করিতে চাহে সে ব্যক্তি আপীলের মিয়াদ রক্ষা করিবার জন্যে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত নিষ্পত্তি না হইলেও আপীলের দরখাস্ত সিরিশ্‌তায় দাখিল করিতে পারে। এমত প্রত্যেক গতিকে দরখাস্তকারী আপন আরজীতে লিখিবেক যে আমি পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করিয়াছি এবং তাহার নিষ্পত্তি অদ্যাপি হয় নাই অতএব আপীলের দরখাস্তের প্রার্থনা করি এবং পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত মঞ্জুর না হইলে আসল ডিক্রীর উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীল করিতে আমার মানস আছে। ১৮৪২ সালের ১৭ জুনের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২০২। আপীলের দরখাস্ত সিরিশ্‌তায় দাখিল হইলে খরচার জামিনের মাতবরীর বিষয়ের তহকীক করণের হুকুম রীতিমতে পাঠান যাইবেক। যদি পরিশেষে পুনর্ব্বিচারের

দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় তবে কাগজপত্র তরজমা করণের নিমিত্ত রীতিমত হুকুম দেওয়া যাই-বেক এবং আপীল রীত্যনুসারে চলিবেক। ১৮৪২ সালের ১৭ জুনের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৭ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল। খরচার ও ডিক্রী জারী কিম্বা স্থগিত করণের জামিনী।

২০৩। ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের হ-জুরে মোকদ্দমার আপীল হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষম-তা আছে যে জয়ি ব্যক্তির স্থানে এইমতে জামিন লন্ যে তাহার মোকদ্দমায় বাদশাহ্ কিম্বা তাঁহার ওয়ারিসান অথবা তাঁহার মরণানন্তর তখ্তনশী যে হুকুম কিম্বা ডিক্রী করেন্ তাহা মানে ও এমত জামিন লইয়া পরে আপনারদিগের কৃত ডিক্রী জারী করেন্। অথবা পরাজয়ি লোকের স্থানে ঐ মত জামিন লইয়া সবিরোধ বস্তু তাহাকে গতাইয়া ডিক্রী জারী মৌকুফ করেন্। কিন্তু ডিক্রী জারী করেন্ কিম্বা না করেন্ তথাচ সর্ব্বদাই আপেলাণ্টের স্থানে যত টাকা খরচার জামিন লওয়া বিবেচনায় আইসে তাহা লইবেন অতি-রিক্ত বাদশাহের কিম্বা তাঁহার ওয়ারিসদিগের অথবা তাঁহার অনন্তর তখ্তনশীর কৃত হুকুম কিম্বা ডিক্রী মানিবার অর্থেও জামিন লইবেন ও ঐ সাহে-বেরা জামিন লইলে পর সে মোকদ্দমায় আপীল মঞ্জুর হইবার সংবাদ আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টকে এতদনুসারে দিবেন যে ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের হজুরে তাহার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব দাঁড়ামতে করে ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৪ ধা।

২০৪। যদি কেহ আপীলের যোগ্য মোকদ্দমার আপীল করিয়া তাহার ওকালতীতে আদালতের চিহ্নিত কোন উকীলকে নিযুক্ত করিতে চাহে তবে কর্ত্তব্য যে সে উকীলের রসুমের ও আপীলের খরচার নিশার কারণ মাতবর মালজামিনী তাহার আপীলের আরজীর সঙ্গে দাখিল করে। জামিনী দাখিল না করিলে যদি যোত্রহীনদিগের সম্পর্কীয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ ষট-চত্বারিংশৎ আইনের অনুসারে আপেলাণ্ট যোত্রহীন প্রমাণ না হয় তবে তাহার আপীলের আরজী লওয়া যাইবেক না এবং যেরূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারায় কেহ আপীলের আরজী দিয়া নির্দ্ধা-রিত মিয়াদের মধ্যে ঐ আইনের লিখিত আপীলের নিরূপিত রসুম দাখিল না করিলে সে মিয়াদ গতে তাহার আপীল করিবার অধিকার না থাকিবার হুকুম আছে সেইরূপে এই ধারার অনুসারে কেহ আপীলের আরজী দিয়া এই ধারার নির্ণীত জামিনী নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করিলে সে মিয়াদ গতে তাহার আপীল করণের অনধিকার হইবেক।—১৭৯৮ সা। ২ আ। ১০ ধা।

২০৫। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীল হইলে যে ফয়সলা বা ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার তারিখের পর আপীলী মোকদ্দমার যে খরচা হওনের সম্ভাবনা আছে তাহার নিশার কারণ ছয় মাসের মধ্যে এক মালজামিনী পত্র আপীলের আরজীর সঙ্গে সিরিশ্তায় দাখিল করিতে হইবেক তাহা না হইলে আপেলাণ্ট আপনার আপীল

করণের অধিকার রাখেন্ নাই এমত জ্ঞান হইবেক। পরে ঐ জামিন মাতবর কি না ইহা তহকীক করণের নিমিত্ত ঐ জামিনী পত্র জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং সেই নিমিত্ত আপেলান্টকে আর ছস মায় মিয়াদ দেওয়া যাইবেক। যদি ঐ ছয় মাস অতীত হইলে ঐ জামিনীর মাতবরীর বিষয়ে আপেলান্ট সদর দেওয়ানী আদালতের উপযুক্ত প্রমাণ না দিয়া থাকেন্ তবে যত টাকার জামিনীর দাওয়া হইয়াছিল তত টাকা নগদে অথবা, সরকারের প্রোমিসরি নোটে আদালতে দাখিল করিতে তাঁহার প্রতি হুকুম হইবেক এবং তিনি যদি তাহার পর তিন মাসের মধ্যে ঐ টাকা কিম্বা নোট আমানৎ না করেন্ তবে ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের বিধির অনুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীল করিতে তাঁহার যে অধিকার আছে তাহা রহিত হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক। ১৮৪১ সালের ২৪ ডিসেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২০৬। যে২ গতিকে আপীলের আরজীর সঙ্গে অথবা যে ফয়সলা বা ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার তারিখের পর ছয় মাসের মধ্যে খরচার নিশা করণের মালজামিনীনামা সিরিশ্তায় দাখিল না হয় সেই২ গতিকে আপেলান্ট উক্ত ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে আপীলের মিয়াদ অতীত হওনের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে যদি তলবহওয়া জামিনীর তুল্য নগদ টাকা কিম্বা প্রোমিসরি নোট আমানৎ করিবার অনুমতির দরখাস্ত না করেন্ তবে তাঁহার আপীল নথীহইতে উঠান যাইবেক। কিন্তু যদ্যপি সে ব্যক্তি টাকার জামিন দেওনের অনুমতির দরখাস্ত আদালতে করেন্ তবে পূর্ব্বোক্তমতে হিসাব করা আর তিন মাস মিয়াদ সেই নিমিত্ত তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক এবং যদি ঐ ব্যক্তি টাকা আমানৎ না করেন্ তবে তাঁহার আপীল করণের অধিকার রহিত হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২০৭। যদ্যপি কোন জামিনী আদালতের দ্বারা মঞ্জুর হওনের পর মাতবর নহে এমত দৃষ্ট হয় তবে আপেলান্টকে তিন মাসের মধ্যে পুনর্ব্বার মালজামিন দিতে এবং তাহার মাতবরীর বিষয়ে আদালতে প্রমাণ দিতে হুকুম হইবেক। অথবা তিন মাসের মধ্যে জামিন না দিলে জামিনী সংখ্যার টাকা তৎপরে তিন মাসের মধ্যে আমানৎ করিতে হুকুম হইবেক এবং তাহা না করিলে আদালতের নথীহইতে তাঁহার আপীল উঠান যাইবেক এবং ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের বিধানানুসারে আপীল করিতে তাঁহার যে অধিকার আছে তাহা রহিত হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ৩০ ডিসেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২০৮। এই সদর আদালতের নির্দ্ধারণানুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপেলান্ট যে জামিনের প্রস্তাব করে তাহা তহকীক করিয়া এই সদর আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবার নিমিত্ত জিলার আদালতে তাহা পাঠাইবার ব্যবহার হইতেছে এবং তহকীক করণের ছয় মাস করিয়া মিয়াদ দেওয়া গিয়া থাকে কিন্তু ঐ মিয়াদের মধ্যে জামিনের মাতবরীর বিষয়ে তহকীক ও নিশ্চয় করণে যেপর্য্যন্ত কার্য্য হইয়াছে তাহার মিয়াদী রিটর্ণ বারম্বার এই আদালতে পাঠান গিয়া থাকে।—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২০৯। অতএব সদর আদালত চলিত ব্যবহার মতান্তর করিয়া উত্তর কালে আপনারদের প্রিসেপ্টের দ্বারা হুকুম দিবেন যে এইমত গতিকে ছয় মাস অতীত হইলে বা তাহার পূর্ব্বে একটা সম্পূর্ণ রিটর্ণ করিতে হইবেক এবং সমস্ত মিয়াদী রিটর্ণ মৌকুফ হইবেক। কেবল তিন মাসের পর ইঙ্গরেজী ও এদেশীয় ভাষার এক রিটর্ণ করিতে হইবেক এবং প্রত্যেক মোকদ্দমায় যে কার্য্য হইয়াছে তাহার বিবরণ নীচের লিখিত পাঠানুসারে ঐ রিটর্ণের মধ্যে লিখিতে হইবেক। এই নিয়ম করাতে সদর ও মফঃসল আদালতের আমলারদের অনেক সময় বাঁচিবেক এবং তাঁহারা অনেক অনাবশ্যক ক্লেশহইতে মুক্ত হইবেন।—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২১০। কিন্তু সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে তোমার এই কর্ত্তব্য কার্য্যের বিষয়ে তুমি বিশেষ মনোযোগ কর এবং প্রত্যেক গতিকে যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র জামিনের তহকীক করণের কার্য্য নিষ্পত্তি করিতে উদ্যোগ কর এবং নিরূপিত মিয়াদের অতিরিক্ত কদাচ না হয় এমত সাবধান কর। ছয় মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ রিটর্ণ করণের যে হুকুম তোমার নিকটে পাঠান যাইবেক তদনুসারে কার্য্য না করিলেই নয় এরূপ জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং তহকীক করণের মিয়াদ কিঞ্চিৎ অধিক করণের কোন ক্ষমতা জজ সাহেবকে সেই হুকুমে দেওয়া যাইবেক না। এবং যদি ঐ মিয়াদ বাড়াইবার কোন দরখাস্ত করিতে হয় তবে তাহা এই আদালতে করিতে হইবেক যদ্যপি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ তহকীক করণের শেষ না হইয়াছে তবে তোমার শেষ রিটর্ণের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ না হওনের সমস্ত কারণ বিশেষ করিয়া লিখিবা এবং যে ব্যক্তির ক্রটিতে তাহার শেষ না হয় তাহার নাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবা। ১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২১১। ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে যে রিটর্ণ করিতে হইবেক তাহা পাঠাওনের পর নাজির অথবা অন্য যে আমলার প্রতি ঐ তহকীক করণের ভার অর্পণ হইয়াছিল তিনি যে কোন কার্য্যের বিবরণ অথবা রিপোর্ট তোমার আদালতে দাখিল করেন্ তাহা সদর আদালতে প্রেরণ করিতে যে নিষেধ হইয়াছে এইমত এই সরক্যুলর অর্ডরের অর্থ করিবা না। ১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

২১২। আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে শ্রীলশ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে মোকদ্দমার আপীল হইলে যে সদরপত্তনি তালুকের বিষয়ে কোন আপত্তি নাই এমত তালুকে ঐ পত্তনিদারের যে লাভ আছে তাহা উপযুক্ত জামিনীর ন্যায় জ্ঞান হইতে পারে। ১০০৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১৩। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীলের বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা যাহা খরচ করিয়া থাকেন্ তাহা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত যে২ মোকদ্দমায় সরকার বাদী বা প্রতিবাদী হন্ সেই২ মোকদ্দমায় যেরূপ হইয়া থাকে তদনুসারে সরকারের উকীল গবর্ণমেন্টের হুকুমক্রমে জিলা বা শহরের আদালতে তাহার বিষয়ে উদ্যোগ করিবেন।—১৮৩৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২১৪। ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোম্পানি বাহাদুরের উকীলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে খরচা দেওনের হুকুম হইলে ঐ খরচা কিরূপে উসুল হয় এবং কিরূপে ও কি ভাওঅনুসারে ইঙ্গলণ্ড দেশে পাঠান যায়। তাহাতে ঐ উকীল সাহেব উত্তর করিলেন যে ঐ খরচার বিষয়ে যদি ইঙ্গলণ্ড দেশে মোখ্তারেরা বন্দোবস্ত না করেন্ এবং যদি তাহা এদেশে আদায় হয় তবে সেই সময়ের বাজার ভাওঅনুসারে পাঠান যায়।—১৮৩৭ সালের ১১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২১৫। ইঙ্গলণ্ড দেশে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা যে খরচা দিয়াছেন তাহার উপর যদি সুদের দাওয়া হয় তবে সরকারের উকীল প্রত্যেক গতিকে যে হারঅনুসারে সুদের দাওয়া হয় তাহা জানাইবেন এবং পক্ষান্তরে ঐ দাওয়ার বিষয়ে যে কোন ওজর থাকে তাহা জানাইতে পারেন্।—১৮৩৯ সালের ৫ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২১৬। আলাহাবাদের সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিয়াছিলেন যে শ্রীলশ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল হইলে অন্যান্য আপেলাণ্টেরদের যেরূপ মালজামিন দিতে হয় সেইরূপে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন আপেলাণ্টেরদেরও জামিনী দিতে হইবেক অর্থাৎ আপীলের আসল খরচার বাবৎ সিক্কা ৫০০০৲ টাকা এবং চতুর্থ

উলিয়ম বাদশাহের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষীয় আইনের ৪১ অধ্যায়ের ২২ ধারার বিধির অনুসারে শ্রীযুক্ত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের আপেলাণ্টের তরফে আপীল নির্ব্বাহ করিতে হইলে তাঁহারদের যে খরচ লাগিবেক তাহার বাবৎ সিক্কা ৫০০০৲ টাকা। ১০৩২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১৭। প্রতিমোকদ্দমার খরচার দরুণ আপেলাণ্টের যে জামিন দিতে হইবেক তাহা ২৫,০০০ কোম্পানির টাকায় নিরূপণ হইল। ১৮৪২ সালের ২৫ নবেম্বরের সদর দেওয়ানী আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২১৮। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে যে মোকদ্দমার আপীল হয় সেই মোকদ্দমার খরচার জামিনস্বরূপ কোম্পানির প্রোমিসরি নোট দাখিল হইলে সেই নোটের বাজারে সময়ক্রমে যে মুল্য হয় সেই মূল্যে গ্রহণ হইবেক। ১৮৪২ সালের ২৫ নবেম্বরের সদর দেওয়ানী আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২১৯। যোত্রহীনের ন্যায় ইঙ্গলণ্ড দেশে শ্রীশ্রীমতী মাহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীল করণের অনুমতির দরখাস্ত মুৎফরক্কা আরজীর মত ২৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ১৫ আপ্রিলের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২২০। আদালতের বিবেচনায় আপীলের যে খরচা হইতে পারে তাহার নিশার কারণ এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কি তাঁহার উত্তরাধিকারি অথবা তাঁহার পর রাজত্বপ্রাপ্ত রাজার কৌন্সেলের হজুরে যে হুকুম বা ডিক্রী হয় তাহা মানিবার বিষয়ে যে জামিন সদর আদালত উপযুক্ত বোধ করেন্ এমত জামিন যোত্রহীন আপেলাণ্ট না দিলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে কোন যোত্রহীনের আপীল মঞ্জুর হইবেক না।—১৮৩১ সালের ১৫ আপ্রিলের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২২১। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত যে কোন মোকদ্দমার আপীল যে আদালতে উপস্থিত হয় সে আদালতের সাহেবের চিত্তে ঐ বিরোধের বস্তু আপীলের অবস্থাতে কোন বিশেষহেতুক আপেলাণ্টের ভোগদখলে রহিত বোধ হয় তবে সে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে আপেলাণ্টের স্থানে উপরের লিখিতমতে এক কেতা জামিনী লইয়া ঐ বস্তু তাহার ভোগদখলে রাখান্ ইতি।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা। ৩ প্র।

১৮ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল। কাগজপত্র পাঠান। ডিক্রী জারী।

২২২। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের সময়াবধি ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতহইতে যে আপীল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে হয় তাহার কোন কার্য্যসম্পর্কীয় বা তাহা চালাইবার নিমিত্তে যে কাগজপত্র বা কাগজপত্রের নকলের আবশ্যক হয় তদ্বিষয়ে ইষ্টাম্পের কোন মাসুল কি উপস্থিত রসুম দিতে হইবেক না ইতি। ১৮৩৯ সা। ১১ আ।

২২৩। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের হজুরে আপীল হইবার মোকদ্দমার আরজী মঞ্জুর করিলে কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার সম্পর্কীয় ডিক্রী কিম্বা হুকুমের রোয়দাদ্ ও সাক্ষিগণের জোবানবন্দী ও নিদর্শনী লিখন এদেশীয় চলন ভাষায় থাকিলে তাহার তরজমা ইঙ্গরেজীতে করাইয়া সেই তরজমার নকল দুই

প্রস্থ অবিশেষে করাইয়া প্রস্তুত করিয়া পশ্চাৎ আপনারদিগের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতে সটীক করিয়া তাহা ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের হজুরে অগ্রপশ্চাৎক্রমে চালানের যে গতিক চাহরে সেই গতিকে পৃথক্ করিয়া চালানের কারণ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করেন। বিশেষতঃ ঐ আদালতের রেজিষ্টর সাহেব আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টকে তাহারা সে রোয়দাদ প্রস্তুত করিবার খরচা দিতে স্বীকার করিলে তাহারদিগের দরখাস্তমতে সে রোয়দাদের এক কিম্বা অধিক নকল দিবেন নতুবা দিবেন না। ও সে রোয়দাদ প্রস্তুত হইলে পর তাহার নকল চাহিলে রেজিষ্টর সাহেবের উচিত নহে যে যাবৎ তাহার খরচা তাহারা না দেয় তাবৎ তাহার নকল তাহারদিগেরে দেন্। কর্ত্তব্য যে ইহাতে যত খরচা দেয় তাহা সরকারে দাখিল করেন্ ও সরকারহইতে খরচ দিয়া সে নকল আদৌ তৈয়ার করান্ ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৫ ধা।

২২৪। যদি আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার ডিক্রী শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন স্থানের চিহ্নিত আইনের অনুসারে কোন আদালতের সাহেবেরা গোড়াগুড়ি বিচারক্রমে অথবা আপীলের মতে করিয়া সে ডিক্রী করিতে সে আইনের প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন্ তবে সে আইন সমুদয়ের কিম্বা তাহার যত কথা সে মোকদ্দমায় খাটে তাহার নকল উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে কেবল বাদশাহের হজুরে চালান কারণ অথবা তথায় চালান ও বাদি প্রতিবাদিকে দিবার জন্যে রোয়দাদের শামিলে উঠাইয়া প্রস্তুত করিতে হইবেক ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৬ ধা।

২২৫। প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের হজুরে সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে মোকদ্দমার আপীল হয় তাহা এ আইনের ব্যতিক্রমেও যদি আক্ট পার্লিমেণ্টের বিধানক্রমে আপীলের যোগ্য হয় তথাচ তাঁহারা মঞ্জুর করিতে ও তদ্বিধানমতে অযোগ্য হইলে নামঞ্জুর করিতে পারিবেন জানিবেন যে এ আইনের মতে এ দুই প্রকারেই তাঁহারদিগের কর্তৃত্বের হানি কিছুই হইতে পারে না। এইহেতুক যে এ আইন কেবল এদেশীয় অন্য২ দেওয়ানী আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্য চলিবার উপায় ও দাঁড়াক্রমে লেখা গেল ও এ আইনের লিখিত সমস্ত উপায় ও দাঁড়ার ফের বদল ঐ বাদশাহের এবং তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের অভীষ্টক্রমে হইতে পারে ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৭ ধা।

২২৬। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীল হইলে ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের ৫ ধারায় যে কাগজপত্রের বিষয় লিখিত আছে কেবল তাহারই তরজমা হইবেক। —১৮৪০ সালের ৩ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২২৭। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীলী মোকদ্দমার কাগজপত্রের তরজমা করণের হুকুম হইলে যে কাগজপত্রের তরজমা করিতে হইবেক তাহার এক ফিরিস্তি রেজিষ্টর সাহেব প্রস্তুত করিয়া তাহার দুই নকল মুৎফরক্কা সিরিশ্তার জজ সাহেবকে দিবেন। পরে জজ সাহেব তাহার এক২ নকল ফরিয়াদী ও আসামীর উকীলকে দিয়া তাহারদিগকে এমত হুকুম করিবেন যে ঐ ফিরিস্তিতে তাহারদের যদি কোন ওজর থাকে তবে তাহা নিরূপিত কোন মিয়াদের মধ্যে দাখিল করে এবং ইঙ্গলণ্ড দেশে যে মিসিল পাঠান যাইবেক তাহার সঙ্গে অন্য কোন কাগজপত্র তরজমা করিয়া পাঠাইতে তাহারদের

ইচ্ছা আছে কি না এবং কোন্ কাগজ তাহাও জানায়। ১৮৪০ সালের ৩ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২২৮। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীলহওয়া মোকদ্দমায় যে কাগজ-পত্র তরজমা করিতে হইবেক তাহার ফিরিস্তি প্রস্তুত করিতে যে সময় লাগে তাহার বিষয়ে সদর আদালতের দপ্তরে প্রস্তুতহওয়া এক কৈফিয়ৎদৃষ্টে ঐ আদালত হুকুম করিতেছেন যে ঐ২ ফিরিস্তি প্রস্তুত করণের নিমিত্ত এক মাস মিয়াদ দেওয়া যাইবেক এবং তাহাঅপেক্ষা অধিক কদাচ দেওয়া যাইবেক না। ১৮৪২ সালের ৬ মের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২২৯। যে২ গতিকে মোকদ্দমার কাগজপত্র ইঙ্গলণ্ড দেশে পাঠান গিয়াছে সেই২ গতি-কে যদি উভয় বিবাদী রফানামা দাখিল করে তবে উপস্থিতহওয়া আপীলের নথীহইতে ঐ আপীল উঠাইবার রীতিমতে হুকুম হইবার নিমিত্ত ঐ রফানামা তরজমা হইয়া রীত্যনু-সারে গবর্ণমেন্টের দ্বারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে পাঠান যাইবেক। ১৮৩৪ সালের ২ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২৩০। কিন্তু যে২ গতিকে মোকদ্দমার কাগজপত্র ইঙ্গলণ্ড দেশে পাঠান যায় নাই সেই২ গতিকে সদর দেওয়ানী আদালত ঐ রফানামা গ্রাহ্য করিতে পারেন্। ১৮৩৪ সালের ২ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২৩১। সদর আদালত জানাইতেছেন যে যে জিলার মধ্যে মোকদ্দমার হেতু হইয়া থাকে সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে শ্রীশ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের ডিক্রী পাঠান গিয়া থাকে এবং তাঁহারদিগকে এমত হুকুম দেওয়া গিয়া থাকে যে আদালতের ডিক্রী যে বিধির অনুসারে জারী হয় সেই বিধির অনুসারে ঐ ডিক্রী জারী করেন্ এবং তাঁহারদের হুকুম বা কার্য্যে যাহারা নারাজ হয় তাহারা চাহিলে রীতিমত আপীল করিতে পারে। ১০৬৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৩২। সদর আদালত জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে লিখিলেন যে খরচা ও ওয়াসিলাত দেওনের বিষয়ে তোমার পত্রের ৫ দফাতে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহাতে সদর আদালত সম্মত আছেন্। ১০৬৬ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

২৩৩। কিন্তু শ্রীলশ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের নিষ্পত্তির কথা বি-বেচনা করিয়া সদর আদালত বোধ করেন্ যে ঐ নিষ্পত্তির অভিপ্রায় এই জ্ঞান করিতে হইবেক যে সদর দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী না হইলে বাদি প্রতিবাদিরা যে অবস্থায় থাকিত সেই অবস্থায় তাহারদিগকে রাখিতে হইবেক। অতএব ১৮২৯ সালের ১১ সেপ্টে-ম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের নিয়মানুসারে ডিক্রীদার নূতন মোকদ্দমা না করিয়া সদর আদা-লতের হুকুমক্রমে যে সকল ওয়াসিলাত ফিরিয়া দিয়াছিল তাহা এবং তৎপরে যত কাল বেদখল ছিল তত কালের ওয়াসিলাত ও তাহার সুদ এবং সদর দেওয়ানী আদালতের আপীলের খরচা রেস্পাণ্ডেন্টের স্থানে ফিরিয়া পাইবেক। এবং ডিক্রী জারী করণের সময়ে ডিক্রীদারকে তাহা দেওয়াইতে জিলার আদালতের ক্ষমতা আছে। ১০৬৬ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

১৯ ধারা।

সদর আদালতের আমলা।

২৩৪। হুকুম হইল যে বাঙ্গলার শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব বাহাদুর অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্‌টেনণ্ট গবরনর্ বাহাদুর কিম্বা ঐ দেশের লেপ্‌টেনণ্ট গবরনরী ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব কলিকাতা ও আলাহাবাদের প্রত্যেক সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে ডেপুটী

রেজিষ্টরী অথবা আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্টরী পদে কোম্পানির চিহ্নিত চাকরভিন্ন অন্য ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে উচিত বোধ করিলে ঐ২ আদালতের রেজিষ্টরেরা এক্ষণে যে২ কর্ম্ম করিতেছেন তাহার কোন কর্ম্ম পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারকদিগকে অর্পণ করিতে ঐ২ সদর আদালতের ক্ষমতা হইল ইতি।—১৮৪০ সা। ৭ আ।

২৩৫। ১৮৪০ সালের ৭ আইনের বিধি দৃষ্টে সদর আদালত এই নির্দ্ধারণ করিলেন যে ডেপুটী রেজিষ্টর শ্রীযুত কর্কপাত্রিক সাহেব সরকুলর অর্ডর সহী করিতে এবং ইষ্টাম্প কাগজের উপর ফরিয়াদী কি আসামীকে দলীলদস্তাবেজের যে নকল দেওয়া যায় তাহাতে প্রমাণস্বরূপ দস্তখৎ করিতে এবং এই নির্দ্ধারণের দ্বারা প্রথম আসিষ্টাণ্ট সাহেবের প্রতি যে ভার অর্পণ হইয়াছে ঐ সাহেবের অবর্ত্তমানতা সময়ে সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এবং প্রধান আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত ষ্টুয়ার্ট সাহেব প্রিসেপ্ট সহী করিতে এবং শাদা কাগজে লিখিত যে কাগজপত্র এই আদালতের আজ্ঞাক্রমে প্রেরণ হয় অথবা এই আদালতের রিকার্ড দস্তুরে রাখা যায় সেই কাগজপত্রের নকলে দস্তখৎ করিতে ক্ষমতা পাইলেন। ১৮৪০ সালের ৩ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।

২৩৬। বাবু রামগোবিন্দ সোম ১৮৪০ সালের ৭ আইনানুসারে ডেপুটী রেজিষ্টরী পদে নিযুক্ত হইয়া সদর আদালতের অদ্যকার তারিখের নির্দ্ধারণানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমার প্রস্তুত করণ এবং ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে অধঃস্থ আদালতের প্রতি হুকুম পাঠাইতে নিযুক্ত হইয়াছেন অতএব সদর আদালতের অন্য২ হুকুমের বিষয়ে যেমত মনোযোগ আছে সেইমত ঐ কার্য্যকারকের রুবকারীর বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবেক। ১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরকুলর অর্ডর।

২৩৭। ডেপুটী রেজিষ্টর জিলার আদালতের সাহেবের নিকটে প্রিসেপ্ট না পাঠাইয়া রুবকারী পাঠাইবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ২৬ দফা।

২৩৮। সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের এবং মফঃসল কোর্ট আপীল ও দায়েরসায়েরী আদালতের এবং বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড ত্রেড এবং বোর্ড কমিস্যনরের সাহেব লোকদিগের প্রতি তাঁহারদিগের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য কর্ম্মে নিযুক্ত এদেশীয় প্রধান২ আমলা ও আর২ কার্য্যকারক লোকদিগের তগীর ও বহালী ও ইশ্‌তাফা মঞ্জুর করণের বিষয়েতে হজুরের মঞ্জুরীর কারণ আপন২ রোয়দাদের কৈফিয়ৎ পাঠান বিনা এই ধারানুসারে ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোকদিগের তগীর ও বহালী ও ইশ্‌তাফার কৈফিয়ৎ পূর্ব্ব রীতিমতে মঞ্জুরীর কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮০৯ সা। ৮ আ। ৩ ধা।

২৩৯। এই ৯ ধারার লিখনানুসারে কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারীর আমলার নামে রেশ্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লইবার মোকদ্দমা বিচারক্রমে ডিসমিস হইলে সেই ফরিয়াদী যে আদালতের মোতালক হয় সেই আদালতে তাহার নামে সেই আমলা আপন মর্য্যাদা ও নোক্‌সানের দাওয়ায় নালিশ করিতে পারিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ৯ ধা। ১২ প্র।

২৪০। সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এদেশি আমলাদিগের নামে রেশ্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার মোকদ্দমাসকলের নালিশের প্রতি যে সকল দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৯ নবম ধা-

রায় লেখা আছে সমস্ত আদালতের কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতদিগের নামে সে-মত নালিশ হইলে তাহাতেও নীচের লিখিত বিশেষ মর্ম্মছাড়া সেই সকল দাঁড়া চলিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

২৪১। আদালতের ও মালের ও তেজারতের ও নিমকের ও আফীনের ও পরমিটের এলাকাসকলের মোখ্তার সমস্ত সাহেবদিগকে পূর্ব্বাবধি তাঁহারদিগের যাঁহার যে ভারানুযায়ি শপথ পত্রানুসারে এবং সরকারের হুজুরী সামান্য হুকুমের অনুক্রমে নিষেধ আছে যে তাঁহারা আপনারদিগের তাবে আমলা-সকলের কাহার বেতনহইতে কোনপ্রকারে কিছু লাভ না করেন্ এ আইনের অনুসারেও বারণ হইতেছে যে ভাগাভাগিক্রমে একের নির্দ্ধারিত বেতনহই-তে কিছু কর্ত্তন করিয়া অন্যকে না দেন্ এবং যত জন আমলা নিযুক্ত থাকে তাহার কমী ও বেশী হুজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে না করেন্ ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ২৩ ধা।

২৪২। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের নাজিরেরা আপনার-দিগের তাবে নায়েব ও মৃধাসকল ও পেয়াদাগণ ইত্যাদিপ্রকার যে চাকর-দিগের কৃত কর্ম্মের দায়ে ঠেকে সে চাকরদিগকে নিজ প্রভুত্বে পূর্ব্বমতে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেক। এবং যদি কখন সেমত কোন চাকরের কর্ম্মস্থান শূন্য হয় তবে তৎকালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার অনুসারে সে কর্ম্মের দায় আপন শিরে রাখিয়া তথাকার জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট ইহার যে সাহেবের মোতালক হয় তাঁহার মঞ্জুরীক্রমে তৎকর্ম্মে অন্য লোককে নিযুক্ত করিতে পারিবেক। এবং এমতে নিযুক্তকরা লোকদিগের তগীর করিতে চাহিলে যদি তাহা করণের বিশিষ্ট হেতু সেই জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে দর্শাইতে পারে তবে তগীর করিতেও শক্ত হইবেক। কিন্তু সে তগীর জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট সাহেবের অগোচরে ও বিনামঞ্জুরে করিতে পারিবেক না ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ১২ ধা।

২৪৩। সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী লোকের নিযোজনের এবং কর্ম্মচ্যুত হওনের সম্বাদ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের মঞ্জুরের নিমিত্তে এই আইনেতে ইহার পরে যে২ হুকুম লেখা যাইবেক তাহার অধীনতায় তাঁহার হুজুরে পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১১ আ। ৩ ধা।

[জিলার আদালতের খাজাঞ্চী ও নাজিরের স্থানে জামিনী লইবার বিষয়ে যে বিধি আছে সদর আদালতের খাজাঞ্চী ও নাজিরের বিষয়েও সেই বিধি খাটিবেক।]

২০ ধারা।

বাদি প্রতিবাদিকে কাগজপত্রের নকল দেওন।

২৪৪। সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিস্টর সাহেব এদেশীয় ভাষার সিরিশ্তাহইতে কাগজপত্রের নকল দিতে পারেন্ এবং যদি কোন সময়ে ঐ প্রকার কাগজ দেওয়া উচিত কি না এবিষয়ে সন্দেহ হয় তবে সদর আদালতের বিশেষ হুকুম প্রার্থনা করিবেন। ১৮৩২ সালের ২৪ আগস্টের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২৪৫। ইঙ্গরেজী ভাষার সিরিশ্তার পত্র ও রিপোর্ট এবং লিপিপ্রভৃতির নকলের বি-

ষয়ে যে সকল দরখাস্ত হয় তাহা রেজিষ্টর সাহেব সদর আদালতের হুকুম পাইবার নিমিত্ত তথায় জানাইবেন। ১৮৩২ সালের ২৪ আগষ্টের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২৪৬। রেজিষ্টর সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের যে ডিক্রী মোকদ্দমার বাদি বা প্রতিবাদিছাড়া অন্য ব্যক্তিরা দৃষ্টান্ত অর্থাৎ নজিরের কর্ম্মের নিমিত্ত চাহে তাহার নকল ৪৲ টাকা কি ।।০ আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দিতে হইবেক। তাহাতে সদর আদালত এই নির্দ্ধারণ করিলেন।

সদর আদালত রেজিষ্টর সাহেবের ৫ তারিখের পত্র বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে বাদি বা প্রতিবাদিছাড়া অন্যের দিগকে ।।০ আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ডিক্রীর নকল দিতে যে ব্যবহার এইপর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে তাহার কিছু মতান্তর না হয়। ১৮৩৬ সালের ১২ ফেব্রুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২৪৭। জজ সাহেবেরদের যেং রুবকারীতে মোকদ্দমার দোষগুণের বিষয়ে তাঁহারদের নিজের মত লেখা আছে সেই রুবকারীর দস্তখতী নকল রেজিষ্টর সাহেব দিতে পারেন্ না কিন্তু কেবল চূড়ান্ত ডিক্রীর নকল দিবেন। ১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২৪৮। ১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখের সদর আদালতের নির্দ্ধারণের অনুক্রমে সদর আদালত এইং হুকুম করিয়াছেন।

উক্ত নির্দ্ধারণের “শেষ নিষ্পত্তি” এই কথাতে কেবল শেষ ফয়সলাকারি জজ সাহেবের রুবকারী বুঝায় না কিন্তু যে ডিক্রীর মধ্যে মোকদ্দমার বিবরণ লেখা থাকে এবং দুই বা ততোধিক জজ সাহেব আপনং মত লিখিলে সেই সকল জজ সাহেবের মত লেখা থাকে সেই ডিক্রী বুঝায়। আদালতের দ্বারা যে সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় তাহার বিষয়ে এই হুকুম খাটে। ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ১ দফা।

২৪৯। অধস্থ আদালতে পুনর্ব্বার তজবীজ হওনের নিমিত্তে যে সকল মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান যায় সেইং মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাওনের শেষ হুকুমের নকল দেওয়া যাইতে পারে। এমত মোকদ্দমায় যে ব্যক্তি নকলের দরখাস্ত করে তাহার এমত কিছু আবশ্যক নাই যে অন্যান্য যে জজ সাহেব সে মোকদ্দমার বিচারের সময়ে বৈঠক করিয়াছেন তাঁহারদের মত কিম্বা হুকুমের নকল লয়। ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ২ দফা।

২৫০। এক জন জজ সাহেবের অধিক জজের বৈঠকে যেং মুৎফরক্কা মোকদ্দমা সদর আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তি হয় সেইং মোকদ্দমায় কোন এক জন জজ সাহেবের হুকুম অথবা মতের নকল দেওয়া যাইবেক না কিন্তু দরখাস্তকারির উচিত যে একাদিক্রমে যে সকল মত রোয়দাদে লেখা গিয়া থাকে তাহার নকল যোড়াদেওয়া কএক ইষ্টাম্প কাগজে লয়। ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ৩ দফা।

২৫১। সদর আদালত এই বিধান করিয়াছেন যে জাবেতামত অথবা মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় জজ সাহেবের মত যে কোন রুবকারীতে লেখা থাকে সেই মত যদি ঐ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারকের মত না হয় তবে সে রুবকারীর নকল দেওয়া যাইবেক না। যে বিধান এক্ষণে ধার্য্য হইল তাহার দ্বিতীয় বিধানের অনুসারে এক রুবকারীর নকল দেওয়া যাইতে পারে এবং এক জন জজ সাহেবের দ্বারা নিষ্পত্তিহওয়া মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় তাহার রুবকারীর নকল দেওয়া যাইতে পারে। ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ৪ দফা।

২৫২। যে মিয়াদী হুকুম কেবল কর্ম্মের দাঁড়ার বিষয়ে হয় অথবা যে হুকুমে সদর আদালতের জজ সাহেবের মত অথবা ডিক্রী না থাকে তাহার বিষয়ে উক্ত বিধান খাটিবেক না। ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ৫ দফা।

২১ ধারা।

সদর আদালতের নিমিত্ত যে২ কাগজপত্র তরজমা হয় তাহার বিষয়।

২৫৩। সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের তরজমানবীসী কর্ম্ম নিবৃত্ত করা গেল ইহাতে যদি কখন কোন কাগজের তরজমার আবশ্যক ঐ দুই আদালতে হয় তবে তৎকালে তাহা তথাকার রেজিষ্টর কিম্বা আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের দ্বারা করাইতে হইবেক। কিম্বা যে কোন সময়ে কার্য্যের ভীড়ে তাঁহারদিগের অবসর না থাকে সে সময়ে যেরূপে নিজামৎ আদালতে চালাইবার মোকদ্দমার রোয়দাদের তরজমা করাইবার সাধ্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ১০ দশম আইনের ৩ তৃতীয় ধারায় নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে ঐ আদালতসকলের জজ সাহেবেরা সে কাগজের তরজমা তৎকর্ম্মে নিপুণ ব্যক্ত্যন্তরের দ্বারা করাইতে সাধ্য রাখিবেন ইতি।—১৮০১ সা। ২ আ। ১৭ ধা।

২৫৪। যে সময়ে কোন মোকদ্দমার কাগজপত্রের তরজমা মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবদিগের স্থানে কিম্বা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে তলব হয় সে সময়ে তাহার তরজমা করিবার দায় সেই২ আদালতের রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের সহিত রাখে। আর হুকুম আছে যে তাঁহারা আপনারদিগের সম্পর্কীয় অন্য২ কার্য্যের হানি না হয় এমত সকল সময়েই সে কাগজপত্রের তরজমা করেন্ কিন্তু যদি আপনারদিগের সম্পর্কীয় অপর কর্ম্মের বাহুল্যহেতুক ঐ সকল কাগজপত্রের তরজমা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে করিতে না পারেন্ তবে আদালতসকলের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে সমাচার এরূপে লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের সন্নিধানে পাঠান্ যে রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা আপনারদিগের সম্পর্কীয় বিষয়ান্তরের বিনাবাধায় এত দিনের মধ্যে তাহার তরজমা করিতে পারিবেন। তাহাতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে কাগজপত্রের তরজমা অতিশীঘ্র করণে আবশ্যক জানেন্ তবে ক্ষমতা আছে যে তাহার তরজমা করাইবার কারণ যে কেহ এ ক্রিয়ায় পারক হয় তাহার দ্বারা করাইতে হুকুম দেন্ ও তদনুসারে জিলা কিম্বা শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে যে কাগজপত্রের তরজমা হয় তাহা তথাকার রেজিষ্টর সাহেবেরা এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলে যে কাগজপত্রের তরজমা হয় তাহা মফঃসল আপীল আদালত সকলের রেজিষ্টর সাহেবেরা বিবেচিয়া মুলাহেজা হইল এমত শব্দে দস্তখৎ করিয়া সে তরজমা শুদ্ধ হইবার প্রবোধক থাকিবেন ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৯ আ। ৪ ধা।

২৫৫। যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিমিত্তে রুবকারী এবং অন্যান্য কাগজপত্র তরজমা করণের নিমিত্তে যে বেতন দেওয়া যায় তাহার হারের বিষয়ি যে বিধি বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩৩ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা মতান্তর করণ আবশ্যক বোধ হইল। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩৩ ধারা রদ হইবেক ইতি। ১৮৪২ সা। ৭ আ। ১ ধা।

২২ ধারা।

সদর আদালতের নিমিত্ত নকল ও কাগজপত্র প্রেরণ করণ।

২৫৬। মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের কৃত নিষ্পত্তি মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে তাহার আপীলের দরখাস্তী আরজী লইবার তারিখহইতে ১৫ পনের দিনের মধ্যে সে মোকদ্দমার রোয়দাদের নকল সমেত আপীলের দরখাস্তী আসল আরজী ও উভয় বিবাদির জওয়াবআদির সমস্ত আসল কাগজপত্র ও সে মোকদ্দমার যে সকল লিখন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতহইতে তাঁহারদিগের নিকটে পঁহুছিয়া থাকে তাহা এবং যে সকল সাক্ষির জোবানবন্দী মফঃসল আপীল আদালতে হইয়া থাকে তাহারদিগের সমস্ত আসল জোবানবন্দী এবং সে মোকদ্দমার বিচারকালে অন্য যে সকল কাগজপত্র পাঠান গিয়া থাকে তাহা সমস্ত আপনারদিগের দস্তখতে ও সেই মফঃসল আপীল আদালতের মোহরে সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিস্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। কিন্তু সকল কাগজপত্র পাঠাইবার পূর্ব্বে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই সমস্ত আসল কাগজপত্রের নকল লেখাইয়া তাহাতে সেই মফঃসল আপীল আদালতের সিরিশ্তাদারের দস্তখৎ মোতাবেকে আসল শব্দে করাইয়া সেই সকল আসল কাগজপত্রের নকল মফঃসল আপীল আদালতের সিরিশ্তায় রাখিবেন। এবং সেই সকল নকললিখন সেই মফঃসল আপীল আদালতের মাতবর বোধ হইয়া অন্য২ আদালতে সাক্ষির ন্যায় গণ্য হইবেক। দৈবাৎ যদি মফঃসল আপীল আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমার সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী কিম্বা রোয়দাদওগয়রহের ন্যায় অন্য কাগজ যে কোন বহীতে অন্য২ মোকদ্দমার রোয়দাদ লেখা থাকে তাহাতে লেখা গিয়া থাকে ও সে কারণে তাহার আসল সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার বিচারকালে পৃথক্ করিয়া পাঠাইতে না পারা যায় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই বহীহইতে তাহার নকল লেখাইয়া তাহাতে আপন দস্তখতে মোতাবেকে আসল শব্দ এবং তাহার নকল অমুক বহীতে দাখিল আছে লিখিয়া সেই নকল উপরের লিখনানুসারে নিয়মিত কালের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন কিন্তু এমতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপীলের আসল আরজী ও উভয়ের সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ ও অন্য যে সকল আসল লিখন মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার বিচারকালে দাখিল হয় সে সমস্তের মধ্যে যাহা প্রস্তুত থাকে তাহা উপরের লিখনক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান। এবং যদি দৈবাধীন কোন আসল কাগজ হারায় ও তাহার নকল মফঃসল আপীল আদালতের কোন বহীতে দাখিল থাকে তবে সেই নকল আসলের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মফসঃল আপীল আদালতের সাহেবেরা বহীহইতে তাহার নকল লেখাইয়া তাহাতে এই শব্দে যে এ নকল বহীর মোতাবেক আসল অনেক তত্ত্বও করা গেল মিলিল না দস্তখৎ করিয়া তাহা উপরের লিখনানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১১ ধা।

২৫৭। আপীলী মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদের নথী পাঠাইবার বিষয়ি

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারা এবং ঐ সনের ৬ আইনের ১১ ধারা স্তুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে জিলা কিম্বা শহরের কি প্রবিন্স্যল কোর্টের জজ সাহেবেরা উপস্থিত বিষয়মতে কেবল আসল সওয়ালজওয়াবের কাগজ ও জোবানবন্দী ও দস্তাবেজ যাহা দাখিল করিয়া থাকে তাহা ফিরিস্তি-সমেত পাঠাইবেন আর প্রথমতঃ সাক্ষির হাজির করিবার দরখাস্ত ও পরওয়া-না ও নাজিরের কৈফিয়ৎ ও অন্যং নানা প্রকার কাগজপত্র ও রোয়দাদ যাহা আপীলের বিচারের নিমিত্তে আবশ্যক নহে তাহা পাঠাইবার আবশ্যক হই-বেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে আদালতে আপীল করা গিয়া থাকে সেই আদালতের সাহেবেরা সর্ব্বদা এমত নানা প্রকার কাগজ দৃষ্টি করিতে উচিত বোধ হইলে তাহা তলব করিতে কিম্বা তাহার নকল দাখিল করিবার নিমিত্তে উভয় পক্ষকে হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ৮ ধা।

২৫৮। সদর আদালতে যে সকল মোকদ্দমার আপীল হয় সেই মোকদ্দমার কাগজপত্র নকল করিবার নিমিত্ত যখন কার্য্যের ভীড়প্রযুক্ত অথবা কারণান্তরে কিছু কালের নিমিত্ত মুহুরীর রাখিতে হয় তখন তাহাকে নিযুক্ত করণের বিষয়ি দরখাস্ত এবং তাহারদের বিল এই সদর আদালতে পাঠাইতে হইবেক। ঐ বিল মঞ্জুর হইলে ঐ আদালতের রেজিস্টর সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং তাহা জিলার জজ সাহেবের নিকটে ফিরিয়া পাঠাই-বেন এবং তিনি ঐ দস্তখৎহওয়া বিল সিবিল আডিটর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। উপরি যে মুহুরীরেরা নিযুক্ত হয় তাহারা মাসে দশ টাকার অধিক বেতন পাইবেক না। জজ সাহেবেরা অতিসাবধান হইয়া কেবল যেখানে সেইরূপ উপরি মুহুরীর না রাখিলে নয় সেখানে এমত মুহুরীর রাখিবার বিষয়ে সদর আদালতে দরখাস্ত করিবেন। ১৮৩৭ সালের ২৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৫৯। যে আপীলী মোকদ্দমার কাগজপত্র নকল করিবার নিমিত্ত কিছু কালের জন্য মুহুরীর রাখিতে হয় তাহারদের বেতনের বিষয়ে উক্ত ১৮৩৭ সালের ২৪ নবেম্বর তারি-খের সরক্যুলর অর্ডরে যে বিধান আছে তাহাতে অধিক খরচ এবং সময় হরণ হইতে পারে অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ঐ কাগজপত্র ফারসী কি উর্দ্দু কি বাঙ্গলা ভাষায় হইলে তাহার নকল করণের মেহনতানা সেরেসন লিখিবার মেহনতানায় যত দিতে হইবেক অর্থাৎ ৪০০০ কথায় এক কোম্পানির টাকা। ১৮৩৯ সালের ২৮ জুনের সরক্যু-লর অর্ডরের ১ দফা।

২৬০। যে বিল মঞ্জুর হইবার নিমিত্ত পাঠান যায় তাহাতে লিখিতে হইবেক যে কোন মোকদ্দমার বিষয় এবং প্রত্যেক মোকদ্দমাতে কত কথা ছিল এবং যে প্রত্যেক নথী আদালতে পাঠান যায় তাহার সঙ্গে এক ফর্দ্দে সিরিশ্তাদার লিখিবেন যে তাহাতে কত কথা আছে এবং তাহা নকল করিবার নিমিত্ত কত টাকা দেওয়া গিয়াছে। ১৮৩৯ সালের ২৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৬১। প্রধান সদর আমীনের আদালতহইতে যে সকল কাগজপত্র তলব করেন্ তাহার বিষয়ে উপরের উক্ত বিধি খাটিবেক এবং জিলার জজ সাহেব ঐ প্রধান সদর আ-মীনকে এইমত হুকুম দিয়া কহিলেন যে তাঁহার সিরিশ্তার মুহুরীরের দ্বারা যখন তলব হওয়া কাগজের নকল করাইতে পারেন্ না তখন উপরি মুহুরীর নিযুক্ত করণের অনুমতির বিষয়ে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন। ১৮৩৯ সালের ২৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৬২। সদর আদালতের হুকুমক্রমে আদেশ করিতেছি যে ১৮৩৯ সালের ২৮ জুন তারিখের ৪০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরেতে সিরিশতাদারের দস্তখতী যে লিপি পাঠাওনের হুকুম হইয়াছিল তাহার দুই নকল নীচের লিখিত শরওয়ামতে পাঠান যায় অর্থাৎ এক

সর্টিফিকট বাক্সে মুহুরীরের বিলের সঙ্গে এবং অপর সর্টিফিকট নথীর সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিতে হইবেক। ১৮৪১ সালের ১৩ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।

আরো তোমাকে আদেশ করিতেছি যে যে নথীর নিমিত্ত বিল হয় তাহা প্রেরিত না হওনপর্য্যন্ত মুহুরীরের বিল পাঠাইবা না। বিলের সঙ্গে ইঙ্গরেজী চিঠী পাঠাওনের প্রয়োজন নাহি। ১৮৪১ সালের ১৩ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।

২৬৩। নানা বিচারকেরা সদর আদালতে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করণের সময়ে ইহার পূর্ব্বে রোয়দাদের নকল না পাঠাইয়া এক্ষণে আসল কাগজপত্র পাঠাইতেছেন এবং তাহা তাঁহারদের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইতে দরখাস্ত করেন্ তাহাতে সদর আদালতে যে নকল হয় তাহা মোকাবিলা করাতে অনেক বিলম্ব হইতেছে এবং আদালতের অন্যান্য কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত হইতেছে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ বিচারকেরা এই আদালতে কেবল নকল পাঠাইবেন যদ্যপি তাঁহারা আসল কাগজপত্র পাঠান উচিত বোধ করেন্ এবং যদি তাঁহারা সেই কাগজপত্রের নকল আপন কাছারীর সিরিশ্তায় রাখা আবশ্যক বোধ করেন্ তবে আসল কাগজপত্র পাঠাইবার পূর্ব্বে আপন আদালতে তাহার নকল প্রস্তুত করিবেন। ১৮৩৩ সালের ১৬ নবেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

২৩ ধারা।

উভয় বিবাদির সঙ্গে সদর আদালতের লিখনপঠন।

২৬৪। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে ঐ আদালতের উপস্থিত অথবা সম্পর্কীয় মোকদ্দমার উভয় বিবাদির সহিত পত্রাদি লিখন পঠন না করেন্। যদি ঐ আদালতের তাবের এমত মোকদ্দমার উভয় বিবাদির কেহ কিম্বা অন্যে চাহে যে ঐ সাহেবদিগের হুজুরে কিছু আরজী করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তাহা লিখিয়া আপনি আদালতে হাজির হইয়া দেয় অথবা ঐ আদালতের চিহ্নিত উকীলদিগের একের দ্বারা দাখিল করায় তাহাতে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার আরজী করণের বিষয়ে আইনের মতে যে হুকুম উচিত জানেন্ তাহাই লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতে সেই হুকুমের নকল তাহাকে কিম্বা তাহার উকীলকে দেন্ ইতি। ১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৬ ধা।

২৪ ধারা।

সদর আদালতের দ্বারা আইনের অর্থ করণ।

২৬৫। মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতহইতে জজের কিম্বা ফৌজদারীর সম্পর্কীয় দেওয়ানী অথবা ফৌজদারীর কোন মোকদ্দমার হুকুমনামা পঁহুছিলে যদি সেই দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেব বুঝেন্ যে সে হুকুম আইনের ব্যতিক্রম এবং আইনমতে গ্রাহ্যের যোগ্যও নহে তবে সেই জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবের সাধ্য আছে যে সেই ব্যতিক্রম ও অগ্রাহ্যতা জানাইবার নিদর্শনে এত্তেলানামা লিখিয়া সেই মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতে পাঠান্। এবং যাবৎ তথাহইতে তদুপযুক্ত উত্তরের অন্য হুকুমনামা না মিলে তাবৎ সেই ব্যতিক্রম হুকুম জারী করিতে বিলম্ব করেন্ তাহাতে যদি সেই মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা সে হুকুমনামার হুকুম

সমুদয় কিম্বা তাহার মধ্যের কিছু সাব্যস্ত রাখিয়া তাহাতে অপর আপত্তি করিতে নিষেধ করিয়া তাহা জারীর কারণ দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবকে হুকুম দেন্ তবে সে সাহেব তৎক্ষণাৎ তদনুসারে কার্য্য করিবেন। কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেব তাহাতে নিশ্চয় জানেন্ যে মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতহইতে পশ্চাৎ যে হুকুম আসিয়াছে তাহাও আইনের অনুসারে নহে তবে সেই জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবকে শক্তি দেওয়া যাইতেছে যে পশ্চাতের সেই হুকুম জারী হইবার বার্ত্তা জানাইবার নিদর্শনী এত্তেলানামা সেই মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতে পাঠাইবার সময়ে তথায় তাহার সঙ্গে সে হুকুম জারী করিবার অর্থে যে হুকুমনামা পাইয়া থাকেন্ তাহার এবং আপনি যে এত্তেলানামা পাঠান্ তাহার নকল ও সে মোকদ্দমার কৈফিয়ত্তী অপর সকল কাগজপত্রসমেত এক দরখাস্ত লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালত যথাকার মোতালক মোকদ্দমা হয় তথায় সে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জানাইবার কারণ চালানের জন্যে পাঠাইয়া দেন্ মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই দরখাস্ত পাইয়া বিলম্ব করণের আবশ্যক না থাকিলে অব্যাজে সেই সকল কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতে পাঠান্। কিন্তু দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবদিগের অনুমান এই আইনের অনুসারে এমত না হয় যে আইনমতে যে কোন মোকদ্দমায় যে হুকুম মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের সচরাচর করিবার ভার স্পষ্টক্রমে আছে তদনুসারে তাঁহারা যে হুকুম দেন্ তাহাতে সঙ্গতাসঙ্গতের কিছু আপত্তি করেন্। আর জানিবেন যে এই আইনের অনুসারে দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে যে শক্তি তকরারী লিখনাদি কাগজপত্র পশ্চাৎ সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতে চালান করাইবার অর্থে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতে পাঠাইবার জন্যে অর্পণ হইল ইহা কেবল যে মোকদ্দমায় আইনের অর্থবোধের ব্যতিক্রম জন্মে ও স্পষ্ট বুঝা যায় তাহারি সহিত দায় রাখে ইতি।—১৭৯৬ সা। ১০ আ। ২ ধা।

২৬৬। যে সময়ে উপরের লিখিত হুকুমমতে কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতে পঁহুছে সে সময়ে তথাকার সাহেবেরা তদর্থে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালত অথবা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে যে হুকুম দেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইবেক কারণ এই যে তথাকার সাহেবেরা যদি জানেন্ যে সে মোকদ্দমায় যে মতে কার্য্য করিতে হইবেক তাহা আইনে লেখা আছে তবে সে কার্য্য তদনুসারেই করিতে হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।—১৭৯৬ সা। ১০ আ। ৩ ধা।

২৬৭। যদি সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের সন্দেহ কোন আইনের অর্থবোধে হয় তবে কর্ত্তব্য যে সে সন্দেহভঞ্জনার্থ নয়া আইন ধার্য্য করিবার জন্যে তাহার বেওরা লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দেন্ আর ঐ সাহেবদিগের নিকটে কোন এলাকার মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আ-

দালতের ও কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহাতে যদি তাঁহারা বুঝেন্ যে সেমত সকল মোকদ্দমার সম্পর্কে কিছু উদ্যোগের ধার্য্য কোন আইনে স্পষ্টক্রমে হয় নাই তবে তাঁহারদিগের উচিত যে তদর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২০ বিংশতি আইনের হুকুমমতে নয়া আইনের ব্যবস্থা করেন্ ইতি।—১৭৯৬ সা। ১০ আ। ৪ ধা।

২৬৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে স্থলে মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় আইনের অর্থের বিষয়ে মতের বৈলক্ষণ্য হয় কেবল সেই স্থলে উপরের উক্ত আইন খাটিবেক এবং ডিক্রীর হুকুমের বিষয়ে খাটে না। সেই ডিক্রী যদি বাদী বা প্রতিবাদী অসঙ্গত বোধ করে তবে তাহারা আইনের নিরূপিতমতে আপীল করিবেক অথবা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের বিষয়ে দরখাস্ত করিবেক। ৪৭৯ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

২৬৯। ১৭৯৬ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২২ আইনের ৩ ধারা ও তদনুযায়ি আইনের বিধি মতান্তর হইয়া আইনের অর্থের বিষয়ে কিছু বৈলক্ষণ্য না হয় এই নিমিত্ত হুকুম হইল যে কোন আইনের অর্থ বা অভিপ্রায়ের বিষয়ে ঐ আইনের ২ ধারানুসারে কলিকাতাস্থ অথবা আলাহাবাদের সদর আদালতের নিকটে জিজ্ঞাসা হইলে ঐ উভয় আদালত সেই বিষয়ে আপনারদের মত পরস্পর একে অন্যকে জানাইবেন এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়ে আইনের অর্থে উভয় আদালত সম্মত না হইলে তাহা প্রকাশ হইবেক না। ১৮৩১ সালের ২২ নবেম্বরের গবর্ণমেন্টের হুকুম।

আপেণ্ডিক্স।

পাট্টার বিষয়ি বিধান।

১ ধারা।

পাট্টার হার।

১। জানিবেন যে কালেক্টর সাহেব পাট্টা মঞ্জুরকরণের বিষয়ে যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫৮ ধারায় নির্দ্দিষ্ট আছে সে হুকুম কেবল পাট্টার নকশা মঞ্জুর করিবার কারণেই কালেক্টর সাহেবের প্রতি লেখা গিয়াছে ও তদনুসারে কাহারো স্থানে প্রজা লোকে পাট্টা লইলে যদি তাহার নিরিখের বিষয়ে কিছু আপত্তি জন্মে তবে সেমতে মালগুজারী নগদ কিম্বা জিনিসে দিতে হইলে সে আপত্তির নিষ্পত্তি সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে সেই পরগনার শরেমাফিক সেই রকম ভূমির জমার নিরিখদৃষ্টে হইবেক ইতি।—১৭৯৪ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

২। জানিবেন যে উপরের লিখিত ধারার হুকুম কেবল ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫৮ ধারার মতে প্রথম পাট্টা লইবার বিষয়েই নহে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালর ৪৪ আইনের মতে কোন পাট্টার মিয়াদ গেলে কিম্বা কোন পাট্টা রদ হইলে দুসরা পাট্টা লইবার বিষয়েও ঐ হুকুম কাফী ও অটল রহিবেক এবং নয়া পাট্টা লইবার বিষয়ের সকল সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করা গেল যে পশ্চাতের লিখিত ঐ আইনের মতে যে প্রজার পাট্টার মুদ্দৎ যায় কিম্বা যাহার পাট্টা রদ হয় সে প্রজা নয়া পাট্টা লইলে তাহার স্থানে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা অন্য লোকে সেই পরগনার শরেমাফিক সেই রকম ভূমির নিরিখছাড়া বেশী তলব করিতে পারিবেক না কিন্তু যাহার স্থানে পাট্টা লইবার বিষয় তাহার স্থানে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের মতে প্রজা লোকে যে নিরিখে প্রথম পাট্টা লইয়া থাকে সেই নিরিখেই নয়া পাট্টা লইবেক ইতি।—১৭৯৪ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

৩। যদি পরগনার শরে ও দাঁড়ার কিছু নিরূপণ ও ঠিক না পাওয়া যায় তবে নীলামী ভূমির নিকটবর্ত্তি স্থানসকলেতে তাহার মত অন্য ভূমির খাজানার যে শরে ও দাঁড়া থাকে সেই শরে ও দাঁড়ামতে ঐ নিলামী ভূমির পাট্টা দিয়া খাজানা লওয়া যাইবেক কিন্তু নীলামী ভূমি যদি সম্যক্ গ্রাম কি মহাল কি পরগনা হয় ও তাহার সম্পর্কীয় ইজারদার ও প্রজাইত্যাদিদিগের সমস্ত পাট্টা উপরের উক্ত দাঁড়ানুসারে বাতিলহওনের যোগ্য হয় তবে গুজস্তা তিন সনের মধ্যে যে কোন সনে ঐ ভূমিতে বেশী খাজানা উসুল হইয়া থাকে সেই সনের খাজানার হারহইতে অধিক না হয় এমত হারেতে নূতন পাট্টা লিখিয়া দেওয়া গিয়া খাজানা তহসীল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ৭ ধা।

৪। পূর্ব্বের ও এক্ষণকার আইনানুসারে ভূমির নীলামী খরীদারদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ ভূমির পূর্ব্বের অধিকারির ও তাহার পেটার ইজারদার ও প্রজাইত্যাদিদিগের মধ্যে যে করারদাদ হইয়া থাকে কএক প্রকরণব্যতিরেকে তাহা রদ করে কিন্তু এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে চলিত আইনানুসারে জমীদারের তরফহইতে কোন ইজারদার কি প্রজাইত্যাদির স্থানে বেশী খাজানা তলব হইতে পারিলেও উভয়ের মধ্যে ঐ বেশী খাজানা দেওনের কথা সম্বলিত লেখাপড়া হওনবিনা কিম্বা বাঙ্গলা হাল সালে কি ফসলী আইন্দা সনে যে বেশী খাজানা ঐ ইজারদার কি অন্য ব্যক্তির দিতে হইবেক তাহার পরিমাণ লিখিয়া এক এত্তেলানামা ঐ ইজারদার কি প্রজাইত্যাদির নিকটে আবাদ তরদুদের সময়ে এভাবতা জ্যৈষ্ঠ মাসে কি তাহার পূর্ব্বে পাঠাইয়া দেওনবিনা কিছু বেশী খাজানা তাহার শিরে দেনা ঠাহরিবেক না ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ৯ ধা।

৫। ভূম্যধিকারির পেটার কোন ইজারদার কি প্রজাইত্যাদির নিকটে উপরের উক্ত এত্তেলানামা পাঠান না গেলে পূর্ব্বের করারদাদমতে যে মালগুজারী তাহার ওয়াজিবী দিতে হয় তাহাহইতে বেশী খাজানা জিনিস ক্রোক্ করণ কি তাহাকে কয়েদ করণ কিম্বা দেওয়ানী আদালতে নালিশ করণের দ্বারা তাহার স্থানে উসুল হয় তবে আদালতের কোন কাছারীতে এ কথা প্রমাণ হইলে সে ব্যক্তি ঐ বেশী টাকা ও তাহাতে তাহার যে ক্ষতি ও খরচ হইয়া থাকে তাহাসমেত পাইতে পারিবেক অতএব ঐ এত্তেলানামা খোদ ইজারদার কি প্রজাইত্যাদির হাতে দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু সে ব্যক্তির অস্পষ্ট থাকন কি পলাইয়া যাওনপ্রযুক্ত তাহার হাতে দেওয়া যাইতে না পারিলে তাহার বাসস্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ইহাতে এত্তেলানামা তাহার হাতে দেওয়া যাওনের মত বোধ হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১০ ধা।

৬। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারা দৃষ্টি করিলে প্রথমতঃ অনুভব হয় যে জমীদারেরা কিম্বা তাহারদের কার্য্যকারকেরা রাইয়তের নিকটে পাঠান এত্তেলানামার মধ্যে যত খাজানার টাকা লিখিতে ইচ্ছা করে তত টাকা তাহারা ঐ রাইয়তের স্থানে প্রথমতঃ ক্রোকের দ্বারা অথবা সরাসরী হুকুমক্রমে উসুল করিতে ক্ষমতা রাখে এবং হয় রাইয়তের আপনার ভূমি ছাড়িয়া দিতে হইবেক কিম্বা যাবৎ জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা ঐ দাওয়ার অযথার্থ প্রমাণ দিতে না পারে তাবৎ ঐ ভূমির নিমিত্ত সেইরূপ বেশী খাজানা দিতেই হইবেক। কিন্তু এই অর্থ ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের ৭ ধারার এক ভাগের সঙ্গে মিলে না ঐ ধারার মধ্যে রাইয়তেরা যে হারানুসারে পাট্টার দাওয়া করিতে পারে এবং আপনারদের ভূমি রাখিতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ঐ ধারা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৩ ধারার দ্বারা রদ হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইতে পারে না অতএব যে জমীদার ও ইজারদারেরা বেশী খাজানার বাবৎ সরাসরী নালিশ করে অথবা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারানুসারে তাহারদের নামে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার জওয়াব দেয় তাহারদিগকে আমি নিয়ত এইমত হুকুম দিয়া আসিতেছি যে তাহারদের রাইয়তের উপর জারীহওয়া এত্তেলানামাতে তাহারা যে খাজানার দাওয়া করে তাহা পরগনার নিরিখের অনুযায়ী এবং ভূমির পরিমাণের উপযুক্ত ইহার প্রমাণ দেয়। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার উক্ত যে অর্থ স্কট সাহেব করিয়াছিলেন তাহাতে সদর আদালত সম্মত আছেন্। তাঁহারা কহেন্ যে কোন লিখিত করারদার না থাকিলে ঐ আইনের ৯ ধারার লিখিত যে এত্তেলানামা দিবার বিষয়ে হুকুম আছে তাহা চলিত আইনানুসারে বেশী

খাজানা দেওনের যোগ্য রাইয়তেরদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখে। সুতরাং ঐ চলিত আইনের মধ্যে পরগনার নিরিখঅনুসারে নূতন পাট্টা দিবার বিষয়ে ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের রদ না হওয়া ৭ ধারার বিধি গণ্য করিতে হইবেক। ২৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে সরাসরী মোকদ্দমার দ্বারা রাই-য়তেরদিগকে পাট্টা লইতে এবং কবুলিয়ৎ দিতে কোন হুকুম ১৮১২ সালের ৫ আইনের মধ্যে নাই কিন্তু ভূম্যধিকারিরা ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ধারানুসারে কার্য্য করিতে পারে। ২৫৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮। কোন ভূম্যধিকারী ও ইজারদার এবং তাহারদিগের কার্য্যকারক-দিগের সাধ্য থাকিবেক না যে খোদকস্তা প্রজাদিগের পাট্টাসকল এমত প্রমাণ নহিলে রদ করে যে সেই সকল পাট্টা গণতাক্রমে লইয়া থাকে কিম্বা এই আ-ইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে সেই প্রজার তিনসনী মালগুজারীতে পরগনার শরেহইতে কমী হইয়া থাকে অথবা সেই প্রজারা গণতাক্রমে জমায় কমী করা-ইয়া থাকে কিম্বা দরোবস্ত পরগনার মাপ তাহার মালগুজারীর হারহারীর কারণ হইয়া থাকে। আর জানিবেক যে এই ধারার লিখিত সকল দাঁড়া সুবে বেহারে চলিবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬০ ধা। ২ প্র।

৯। যদি জমীদার কি ইজারদার অথবা তালুকদার লোক কিম্বা তাহার-দিগের কার্য্যকারকেরা প্রজাদিগের কাহারু স্থানে পোস্তের চাসকরণহেতু মো-কররী খাজানাহইতে কিছু বেশী তলব করে ও লয় তবে সেই প্রজা ও এজেণ্ট-সাহেবের ক্ষমতা আছে যে দেওয়ানী আদালতের সাহেবের নিকটে তাহার-দিগের নামে ইহার নালিশ করেন্ ও ঐ আদালতের সাহেব অবিলম্বে এ বি-ষয়ের তজবীজ করিয়া যদি ইহা সাবুদ হয় তবে যত বেশী লইয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দিবার ও তাহার তিনগুণ জরীমানা দাখিল করিবার হুকুম এমত অপ-রাধির প্রতি দেন্ ইতি।—১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১৭ ধা।

২ ধারা।

আবওয়াবপ্রভৃতি।

১০। প্রজাদিগের স্থানে আবওয়াব ও মাথোটওগয়রহের যে টাকা জবর করিয়া লওয়া যায় তাহার জেয়াদতীতে ও তায়দাদ না থাকিবাতে তাহা নিরূপণ হওয়া দুষ্কর হয় এবং সেই আবওয়াবওগয়রহ অন্যায় ও অত্যাচা-রেরো বীজদর্শন হইতেছে অতএব সমস্ত ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার-দিগের কর্ত্তব্য যে প্রজাদিগের ঐক্যক্রমে সেই আবওয়াবওগয়রহের বিবে-চনা ও তহকীক করিয়া সে সমস্ত আবওয়াবওগয়রহ আসল জমাভুক্ত করিয়া এক মোট করে আর যে সকল জমীদারী ও অন্য যে ভূমি বড় ও প্রশস্ত আছে তাহার অধিকারিদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল পরগনার আবওয়াবওগয়রহ অন্য২ স্থানের অপেক্ষা অতিরিক্ত থাকে তাহা উপরের লিখনানুসারে অগ্রে আসল জমার সহিত মোট করে আর তাহা করিবার গতিক এমত করে যে বাঙ্গলা ১১৯৮ সালের শেষপর্য্যন্ত সুবে বাঙ্গালায় ও ফসলী ও বিলায়তীর ঐ সন আখিরীতক্ সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যায় তাহারদিগের সম্পর্কীয় সকল ভূমির সে কার্য্য নিষ্পত্তি হয় আর ঐ মিয়াদ ধার্য্যের হেতু এই যে সেই সময়ে

সকল পাট্টা দিবার নির্ণয় আছে অতএব ইহার হুকুম পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৪ ধা।

১১। কোন ভূম্যধিকারী এবং কোন প্রকার ইজারদার ও মফঃসলী তালুকদারের কর্ত্তব্য নহে যে কিছু নয়া আবওয়াব কিম্বা মাথোট কোন প্রকারে প্রজারদিগের উপর ধার্য্য করে যদি এমত করে তবে তাহার তিনগুণ দণ্ড ঐ দোষকরণিয়ার স্থানে লওয়া যাইবেক আর যদি পশ্চাৎ জানা যায় যে কিছু নয়া আবওয়াব অথবা মাথোট ধার্য্য হইয়া কাহারো উসুলে আসিয়াছে তবে সেই আবওয়াবওগয়রহ্ যত দিনের লওয়া গিয়া থাকে তত দিনের দণ্ড ঐ অনুসারে গ্রহীতার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৫ ধা।

৩ ধারা।

পাট্টার শরওয়া এবং তাহাতে যাহা লিখিত হইবেক তাহা।

১২। কর্ত্তব্য যে যে কোন ডৌল ও দাঁড়াক্রমে প্রজাদিগের মালগুজারী দেওয়া সঙ্গত হয় তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ বরং নির্দ্ধার্য্যের কালে যত টাকা মালগুজারী তাহার সংখ্যা পাট্টাসকলে লেখা যায়।—১৭৯৩ সা। ৮আ। ৫৭ ধা। ১ প্র।

১৩। যেং কালে জমার বেওরাছাড়া তাহার সংখ্যা না হইতে পারে সেইং কালে কর্ত্তব্য যে যেমতে যেং সময়ে চাসের পর ভূমির জমা মাপের মুখে কিম্বা তাহার চাসদৃষ্টে নির্দ্ধার্য্য হয় অথবা ভূমির জমা তাহার উৎপন্ন শস্যে আদায় হয় সেইমতে সেইং সময়ে মালগুজারী হইবার বেওরা ও একরার যত নগদ ও যত জিনিস এবং অন্য যে সকল কট হউক তাহা পাট্টাসকলে স্পষ্ট ও পরিস্কার লেখা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৭ ধা। ২ প্র।

১৪। আশা এবং উম্মেদ অতিশয় ইহাই জানা যায় যে কিছু কাল ব্যাজে সমস্ত ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারেরা ও ইজারদারেরা ও প্রজা-বর্গে ইহাতে আপনারদিগের লাভদর্শন করিবেক যে ভূমির মালগুজারীর করারদাদের সকল সময়ে ভূমির নির্দ্ধার্য্য একং সংখ্যার উপর জমাও নিরূপণ করা যায় এবং যোতদারেরা ও চাসিরাও যে চাস অধিক লাভের তরে জানে তাহা সেই ভূমিতে করে আর যে স্থানে এমত দাঁড়া থাকে যে ভূমির পাট্টাসকল চাসের ফেরফারে পাঠের ফেরফারে হয় ও সে ভূমির অধিকারিরা চাহে যে সেই দাঁড়া সাব্যস্ত রাখে তবে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে ভূমির তায়দাদ ও চাসের রকম ও জমার বেওরা ও যত টাকা জমা তাহার সংখ্যা ও মিয়াদের ধার্য্য এবং এই একরার যে নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে ভূমির চাস উঠিলে সে ভূমির মালগুজারীর করারদাদ হয় সেই মিয়াদের বাকী মুদ্দতের নিমিত্তে অথবা উভয় স্বেচ্ছায় তাহাহইতে অধিক মুদ্দতের জন্যে নয়া ডৌলে হইবেক ভূমির পাট্টাসকলে লেখায় ও তদনুসারে সেই ভূমির চাস উঠিতে লাগিলে তাহার মালগুজারীর কারণ নয়া পাট্টা উপরের লিখিত মর্ম্ম ও একরার নিদর্শনে করা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৬ ধা।

১৫। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ও ১৭৯৪ সালের ৪ আইনা-

নুসারে প্রত্যেকে সমস্ত ভূম্যধিকারিরা পাট্টার শরওয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কালেক্টর সাহেরের মঞ্জুরী করাইয়া লইবার ও ঐ আইনের নির্ণীত শরওয়া-মতে যে পাট্টা প্রস্তুত না হয় তাহা মাতবর বোধ না হইবার হুকুমসম্বলিত যে সকল কথা লেখা গিয়াছে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল অতএব উত্তর কালে ভূম্যধিকারিদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাইত্যাদি আপনারদিগের পেটার সমস্ত লোককে আপনার-দিগের ও তাহারদিগের উভয়সম্মত ও মনোনীত যে শরওয়া হয় সেই শরওয়া-মতে পাট্টা লিখিয়া দিয়া কবুলিয়ৎ লয় কিন্তু এই হুকুমানুসারে কোন ভূম্যধি-কারিকে তাহার আপন পেটার কাহার প্রতি অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট না করিয়া আব-ওয়াব কি মাথোট কিম্বা এই প্রকারের আরং কোনরূপে কিছু নির্দ্ধার্য্য করিতে অনুমতি আছে ইহা কোন ব্যক্তি না বুঝে বরং ঐং প্রকারে বাবসবাবের যে কিছু অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট বিনা যে কোন প্রকারে নিয়মিত হয় তাহা দেওয়ানী আদা-লতের বিচারে অত্যসঙ্গত ও বাতিল বোধ হইবেক কিন্তু এমত অসঙ্গত নিয়ম লেখা থাকিলেও অঙ্ক নির্দ্দিষ্টক্রমে উভয়ের লিখিয়া পড়িয়া দেওয়া খাজানা আদায় করিবার হুকুম দেওয়ানী আদালতহইতে হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

১৬। সদরের মালগুজার সকল ভূম্যধিকারি ও ইজারদারেরদের কবু-লিয়তের লিখিত যে সকল একরার ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখনানুসারে ছাপা ও জারীহওয়া কোন আইনের মতে মৌকুফ না হইয়া থাকে তাহা স্থিরতর ও বহাল জানা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৭ ধা। ১ প্র।

১৭। জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের সাধ্য আছে যে আপনার-দিগের অবশিষ্ট ভূমির বন্দোবস্ত যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তদ্দৃষ্টে যে-রূপে উচিত জানে করে কিন্তু কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের তাবের ইজারদার-দিগের সহিত যে করারদাদ করে তাহাতে মালগুজারীর তায়দাদ এবং করারের নির্দ্ধার্য্যও হয় অর্থাৎ যবেস্থবে না থাকে যদি কোন ভূমির অধিকারি কিম্বা ইজারদার কাহারো স্থানে কিছু করারদাদহইতে অধিক লয় তবে সেই অধিক টাকা অসঙ্গতের ন্যায় বোধ হইয়া তাহার স্থানহইতে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড দেওয়ান যাইবেক আর যে সকল নিষেধ হুকুমের প্রস্তাব এই ধারায় হইল তাহার বেওরা নীচের কএক ধারায় লেখা আছে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫২ ধা।

১৮। সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে জমীদার এবং অন্যান্য ভূম্যধিকারি-দিগের অন্যায়রূপে টাকা তহসীল করণের যে দণ্ড পূর্ব্বোক্ত ধারাতে নিরূপণ আছে সেই দণ্ড তাহারা দিবেক এবং তাহার অতিরিক্ত যে টাকা তাহারা বেআইনমতে উসুল করিয়াছে প্রমাণ হয় তাহা ফিরিয়া দিবেক। ১২৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪ ধারা।

পাট্টা দেওন।

১৯। কোন প্রজার মালগুজারী দেওয়া সঙ্গত নির্দ্দিষ্ট হইলে পর সেই প্রজার শক্তি আছে ভূম্যধিকারী কিম্বা মফঃসলী তালুকদার অথবা ইজারদার

যাহার স্থানে ভূমি লয় তাহার স্থানে কিম্বা তাহার গোমাশ্‌তার নিকটে সেই ভূমির পাট্টা চাহে যদি সেই ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি সে পাট্টা দিতে স্বীকার না করে তবে জিলার দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণ পূর্ব্বকে সেই ভূম্যধিকারি-প্রভৃতি স্বীকার না করণের কারণ সেই প্রজা যে খরচান্ত হইয়া থাকে কিম্বা ব্যামোহ পাইয়া থাকে তদনুসারে দণ্ড ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির উপর হইবেক আর সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদারদিগের প্রতিও হুকুম আছে যে তাহারা প্রজারদিগের মালগুজারীর ডৌল ধার্য্য করিলে পর একং খান পাট্টা হয় আপনারা সেই প্রজারদিগেরে দেয় না হয় আপনারদিগের গোমাশ্‌তাদিগের দ্বারা দেওয়ায়। কিন্তু কোন মফঃসলী তালুকদার ও ইজার-দারের সাধ্য হইবেক না যে আপন দখলী ভূমির পাট্টা তাহার অধিকারির বিনাঅনুমতিতে আপন তাহুতের মিয়াদহইতে অধিক মুদ্দতের জন্য কাহাকেও দেয় এবং কোন গোমাশ্‌তার ক্ষমতাও থাকিবেক না যে ভূম্যধিকারী কিম্বা মফঃসলী তালুকদার অথবা অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমির সরবরাহকার ফলতঃ যে তাহার মুনিব হয় তাহার বিনাঅনুমতিতে কাহাকেও পাট্টা দেয় ইতি। —১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৯ ধা।

২০। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার পাট্টা দিতে কিম্বা খাজানার রসীদ দিতে কবুল না করিলে তাহারদের নামে রাইয়ত এবং অন্যান্য পেটাও প্রজারা যে নালিশ করে তাহা চলিত আইনানুসারে কোন সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে না। যে রাইয়ত অথবা পেটাও প্রজা ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের নামে সেইরূপে জাবেতামত নালিশ করিয়া রসীদ কি পাট্টা পাইবার দাওয়া সাব্যস্ত করে তা-হারা ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫৯ এবং ৬৩ ধারার বিধির অনুসারে ঐ পাট্টা অথবা রসীদ পাইতে পারে এবং তদতিরিক্ত ঐ গরকবুল জমীদারের স্থানে ক্ষতিপূরণের টাকা পাইতে পারে। ৬৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১। জানা গেল যে ঐ আইনের হুকুমমাফিক মোকররী নিরিখ ও নক্‌শামতে স্থানেং ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও শামিলাৎ তালুকদারেরা প্রজা-দিগেরে পাট্টা দিতে উদ্যত ছিল কিন্তু প্রজারা তাহা লয় নাই অতএব নির্দ্দিষ্ট করা গেল যে ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার কিম্বা শামিলাৎ তালুকদারেরা আইনের হুকুমমাফিক মোকররী নিরিখ ও নক্‌শামতে পাট্টা কিম্বা পাট্টাসক-লের নক্‌শা তৈয়ার করিয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫৮ ধারার অনুসারে কালেক্‌টর সাহেবের মঞ্জুর করাইয়া সেই নক্‌শামাফিক পাট্টা প্রজাদি-গেরে দিবার কারণ আপনং অধিকার কিম্বা ইজারার মহালের সদর কাছারী অথবা কাছারীসকলে আপনং মোহর ও দস্তখতে একং লিখন লট্‌কাইয়া সেই সংবাদ দিবেক ও প্রজা লোকে সেই মোকররী নিরিখও নক্‌শা মাফিক পাট্টা চাহিলে তাহা যে স্থানে যে কালে যাহার মারফতে পাইবেক তাহার জিগির সেই লিখনে লিখিতে হইবেক ও তাহাতে জানিবেক যে সেই লিখ-নের দ্বারা সংবাদ করা ও পাট্টা দেওয়া সমান অর্থ এবং তদনুসারে ইহাও জানা যাইবেক যে ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও শামিলাৎ তালুকদারেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫৯ ধারার হুকুম বজায় রাখিয়াছে এবং এমতে সংবাদ করিয়া যে কেহ পাট্টা দিতে উদ্যত থাকে সে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনে যে মতে দ্রব্যাদি ক্রোক করণের হুকুম লেখা যায় সেই মতে প্রজাদিগের দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া কিম্বা তাহারদিগের নামে

দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া আপন পাওনা মালগুজারী লইতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৪ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

৫ ধারা।

পাট্টার মিয়াদ।

২২। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের যে ২ ধারা ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের যে ২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪৭ আইনের ২ ধারার যে ২ প্রকরণেতে জমীদার ও হজুরী তালুকদারইত্যাদি ভূম্যধিকারিদিগকে তাহারদিগের আপন পেটার কাহাকেও ১০ দশ সনের অধিক মিয়াদে পাট্টা দিতে নিষেধ লেখা গিয়াছে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ও ভূম্যধিকারিদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইতেছে যে তাহারদিগের ও তাহারদিগের পেটার ইজারদারইত্যাদির যে মিয়াদের ইচ্ছা হয় ও তাহাতে চাসবাস ও যোত আবাদের আধিক্য হইতে পারে সেই মিয়াদে পাট্টা লিখিয়া দেয় ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২ ধা।

২৩। ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারার লিখনের মর্ম্মেতে সন্দেহ জন্মিল একারণ সুস্পষ্ট বিবরণ করা যাইতেছে যে ঐ ধারার যথার্থ মর্ম্মানুসারে এই অনুমতি হইয়াছে যে ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের ফলোদয়ের নিমিত্তে যে জমায় ও যে মিয়াদে ইচ্ছা বরং সর্ব্ব কালের নিমিত্তে পাট্টা লিখিয়া দেয় কিন্তু যে কোন ব্যক্তি নিরূপিত কোন মিয়াদপর্য্যন্ত কি আপন জীবনাবধি ভূমির স্বত্ব রাখে কি তাহার শস্যাদি ভোগ কি দানবিক্রয়াদি করণে সম্পূর্ণ ক্ষমতা কি স্বাধীনতা না রাখে সে ব্যক্তি আপন স্বত্বের মিয়াদ কি ক্ষমতার অতিক্রমে তাহার পাট্টা দিতে পারিবেক এমত বোধ না হয় ইতি।—১৮১২ সা। ১৮ আ। ২ ধা।

২৪। অংশিগণের দরখাস্তে কিম্বা আদালতের ডিক্রীঅনুসারে যদি সাধারণ কোন ভূমির অংশাংশি হয় তবে যদি ভূমি বিভাগ হওনের পূর্ব্বে তাহার মালিক অর্থাৎ অধিকারিদিগের ও প্রজা ও ইজারদার ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৭ ধারার লিখিত তালুকদারছাড়া মফঃসলী তালুকদারদিগের মধ্যে কোন করারদাদ হইয়া থাকে তথাপি তাহাতে দৃষ্টি না করিয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ও ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৭ ধারার লিখনানুসারে ঐ ভূমির প্রতি অংশেতে হিস্যাওয়ারী জমার নিরূপণ হইবেক কিন্তু সাধারণ ভূমি অংশিগণের মধ্যে বিভাগ কি আদালতের ডিক্রীক্রমে ঐ ভূমি সম্যক কি তাহার কিছু বিক্রয় কি উত্তরাধিকারিত্ব কি বিক্রয় কি দানক্রমে হস্তান্তর হইলেও যে পাট্টা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ও ৩ ধারার ও এই আইনের ২ ধারামতে দেওয়া গিয়া থাকে তাহা বহাল থাকিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ১৮ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

২৫। এই আইনের অনুসারে এমত নিষেধ অনুমান না হয় যে ভূম্যধিকারিরা বিলায়তী সাহেব লোকছাড়া অন্য কাহাকেও আপনারদিগের কিছু ভূমি কিঞ্চিৎকাল মুদ্দতে কিম্বা চির কালের নিমিত্তে কোন এমারৎ ও অন্যং ব্যাপারের গৃহ ও বাগাৎআদি করিতে সরকারের কার্য্যকারকদিগের বিনা-হুকুমে না দেয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৪ আ। ৮ ধা।

৬ ধারা।

খাজানা দেওন।

২৬। ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে হুকুম আছে যে তাহারা কোন প্রজা কিম্বা অপর যোতদারের স্থানে কিস্তিবন্দীর কিম্বা অন্য লিখনপঠনের অথবা যেখানকার যে দাঁড়া সেইমতে খাজানা তলবের নির্ণীত সময়ের পূর্ব্বে কাহার স্থানে কিছু মালগুজারী তলব না করে ও না লয় এবং প্রজাদিকেও সেমতে মালগুজারী দিতে বারণ আছে। ইহাতে যদি প্রজাদির কেহ পশ্চাৎ এই নিষেধের অন্যথায় নির্ণীত সময়ের পূর্ব্বে কিছু মালগুজারী কাহাকেও দেয় ও পশ্চাৎ সে ভূমি সরকারে ক্রোক হয় কিম্বা ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার ক্রোক করে তবে সেই পূর্ব্বে দেওয়া মালগুজারীর দাখিলা সরকারের তরফ ক্রোকী আমলা কিম্বা ক্রোককরণিয়া ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার যাহার নিকটে দর্শাইবেক তাহার নিকটেই সে দাখিলা প্রকৃত কি অপ্রকৃতইবা হউক কদাচ মঞ্জুর হইবেক না।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ৩ প্র।

২৭। সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও সকল প্রকার ইজারদারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের তাবের মালগুজারেরদের শিরের মালগুজারীর কিস্তিসকলের ধার্য্য তাহারদিগের এলাকার ভূমির শস্য কাটিবার ও বিক্রয় করিবার কাল নিদর্শনে করে ইহাতে অতিসরিলে মালগুজারেরদের যে ক্ষতি হয় তাহার নালিশ সেই অধিকারিপ্রভৃতির উপর হইতে পারে ইতি। —১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৪ ধা।

২৮। কর্ত্তব্য যে এক২ ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ভূমির যে প্রকার ইজারদার ও ঐ সকলের যে প্রকার গোমাশ্তারা মালগুজারীর তহসীলের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহারা যে কালে ভূমির যত মালগুজারী তালুকদারের ও ইজারদারের ও প্রজারদিগের স্থানে লয় সে কালে তাহার কবজ লিখিয়া দেয় আর এক২ কিস্তির টাকা বেবাক আদায় হইলে পরেও ফারখতী দেয় ইহাতে যে কেহ মালগুজারীর টাকা দেয় সে যদি কবজ না পায় তবে সেই কবজ দিতে চাহে নাই এমত প্রমাণ জিলার দেওয়ানী আদালতে হইলে পর যে মালগুজারীর টাকার কবজ না পাইয়া থাকে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড আসামীর স্থানে পাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৩ ধা। ১ প্র।

পত্তনি তালুক।

১ ধারা।

সাধারণ বিধি।

১। যেং ভূম্যধিকারিদিগের সহিত সরকারের জমার বন্দোবস্ত হইয়া থাকে দশসালা বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে সেইং জমীদারের ক্ষমতা আছে যে আপন জমীদারীর বিলি বন্দোবস্তের নিমিত্তে আপন হিতবোধানুসারে আপনার অধিকারের মহালাৎ মফঃসলী তালুক ও ইজারাআদিরূপে দিতে পারে কিন্তু এ ক্ষমতা ইচ্ছানুরূপ নহে বরং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনেতে এই নিয়মে লেখা আছে যে দশ সালের অধিক কালের নিমিত্তে জমা মোকরর না করে ও ঐ ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনেতে আর এই হুকুম আছে যে জমীদার আপন জমীদারীর বন্দোবস্তের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির সহিত যে কোন করারদাদ করিয়া থাকে সরকারের বাকীর নিমিত্তে জমীদারী নীলাম হইলে নীলামের তারিখহইতে সে করারদাদ বাতিল হইবেক কিন্তু ঐ আইনের ২ ধারার লিখিত যে নিয়মেতে দশ সালের অধিক কালের নিমিত্তে মোকররী জমাতে তালুকইত্যাদি দিতে বারণ আছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারানুসারে রদ হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্ব কালের নিমিত্তে সিদ্ধ হওনের কথা স্পষ্ট তাহাতে লেখা নাহি ও ঐ সালের ১৮ আইনেতে ইহা স্পষ্ট লেখা আছে যে জমীদারেরা আপন ইচ্ছাক্রমে ইস্তমরারী জমাতে মফঃসলী তালুকওগয়রহ্ দিতে পারে কিন্তু সরকারের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হওনের সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ও আরং আইনের লিখিত অন্য হুকুমমতে তাহা অসিদ্ধ হইবেক ও এ হুকুম এখনপর্য্যন্ত পুর্ব্বমত জারী আছে ও ইহাতে বুঝা গেল যে জমীদারের ইস্তমরারী জমাতে তালুকইত্যাদি দিতে ঐ ৫ আইনমতে ক্ষমতা আছে ও তাহার পুর্ব্বে দশ সালের অধিক কালের নিমিত্তে মোকররী জমাতে তালুক দিতে নিষেধ ছিল কিন্তু নিষেধসত্ত্বেও বাঙ্গালার অনেকং জমীদার এ প্রকার তালুক দিয়াছিল ও নিষেধ করণের তাৎপর্য্য এই ছিল যে সরকারের মালগুজারীতে বিঘ্ন না হয় কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা কোন হানি বোধ হইল না ইহাতে সরকার তাহা জারী করাতে ক্ষান্ত হইলেন অতএব ১৮১২ সালেতে তাহা রদ হইল কিন্তু তাহা জারী করণে ক্ষান্ত হওন ও রদ করণমতে ও ১৮১২ সালের ঐ দুই আইনের কোন আইনেতে ইহার বেওরা স্পষ্ট কিছু লেখা নাহি যে তখনকার রেওয়াজমত হওয়া যে সকল অধিকারের করারদাদের নির্দ্ধার্য্য ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ধারার অন্যমতে এতাবতা ইস্তমরারীইত্যাদি জমাতে হইয়াছে সে সকল অধিকার সিদ্ধ বোধ হইবেক কি না ও সেই করারদাদের দস্তাবেজ আদালতে উপস্থিত হইলে ঐ আইনের মতে তাহা বাতিল কি মাতবর দলীল হইবেক এক্ষণে এই দ্বিধা মিটাইবার নিমিত্তে যে সকল মফঃসলী তালুক ও ইজারাওগয়রহের জমা ইস্তমরারীরূপে কি দশ সালের অধিক কালের নিমিত্তে জমীদা-

রের তরফহইতে ১৮১২ সালের পূর্ব্বে এতাবতা তাহা দেওনের নিষেধ ও বাতিল হওনের হুকুম বহাল থাকনের সময়ে মোকরর হইয়াছে সে সকল তালুক ও ইজারাওগয়রহ সিদ্ধ ও সঙ্গত হওনের বেওরা লেখা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় এই যে দশসালা বন্দোবস্তের তাহুতদারেরা আপনারদিগের ইজারাইত্যাদি দিতে ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা আছে দেখিয়া নূতন করারদাদের সৃষ্টি করিয়াছে ও প্রথমতঃ তাহা বর্দ্ধমানের রাজার জমীদারীতে প্রকাশ হইয়াছে এক্ষণে অন্য স্থানেও হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকারে এই যে জমীদার কোন ব্যক্তিকে ইস্তমরারী জমাতে তালুক দেয় ও তাহার মুনাফা যে ব্যক্তি তাহা লয় তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিদিগের পাওনা সর্ব্ব কালের নিমিত্তে করিয়া দেয় ও তালুকদারের স্থানে মালজামিন ও ফেয়ালজামিন লওয়া ও না লওয়ার ক্ষমতা আপনি রাখে কেননা যদি তালুকদারকে জামিন দেওনহইতে মাফ করে তবে তাহার পরে ঐ তালুক বিক্রয়াদির দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াইতে পারে না বরং তাহার স্থানে লইতে পারে ও ইহা এক্ষণকার রেওয়াজ অর্থাৎ চলনমতে জানা গেল ও তাহার দস্তাবেজেতে নিয়মের মধ্যে ইহা লেখা থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমীদার তাহা বিক্রয় করাইতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পণ বাকীর সংখ্যা যত তত না হয় তবে যাহা বাকী থাকে তাহা তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমিত্তে তাহার মালআমওয়াল বিক্রয় হইতে পারে ও ঐ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তনি তালুক বলে ও তাহালওনিয়া অনেক২ লোক ঐ সকল নিয়ম ও নির্ব্বন্ধে তাহা অন্য২ লোককে দেয় ও তাহারা দরপত্তনীদার কহলায় ও দরপত্তনিদার অন্যেরে দেয় ও ক্রমে এইমত। ও ইহারদিগের প্রত্যেকের দস্তাবেজ এক মজমুনে হয় ও এই সকল তালুকের দস্তাবেজেতে যেখানে লিখে জমীদার বিক্রয় করাইতে পারিবেক বোধ হয় না যে ঐ বিক্রয়েতে জমীদারের হক্ বিক্রয় হয় কি তাহার তালুকদারের হক্ এতাবতা তালুক ইহারদিগের মধ্যে কাহার হক্ বলা যায় যে বাকীহইতে অধিক মূল্য পাওয়া যাওনমতে বাকীর উপর বেশী যে টাকা থাকে তাহাকে পাইতে পারে ইহা জানা যায় ও ইহাও বুঝা যায় না যে বিক্রয়ের ভাবার্থ নীলাম কি বিক্রয়ের আর কোন প্রকার ও সরকারের আইনে ও দেশব্যবহারেতে এমত কোন দাঁড়া ও দস্তুর পাওয়া যায় না যে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া দস্তাবেজেতে স্পষ্ট লেখা না থাকনহেতুক হওয়া দ্বিধা মিটাইবার নিমিত্তে এক স্থির মতাবলম্বন করা যায় এ নিমিত্তে ও বাঙ্গালাতে ঐ তালুক হওনের রেওয়াজ অতিশয় হইয়াছে ও এমত কোন দাঁড়া পাওয়া যায় না যে আদালতেতে তদনুরূপ কার্য্য করা যায় এ জন্যে অনেক হানি হইয়াছে এ কারণ সরকারের আবশ্যক হইল যে এ বিষয়ে এমত বিশেষ আইন নির্দ্দিষ্ট করা যায় যে তদ্দ্বারা পত্তনিদার পত্তনির করারদাদমতে কোন২ হকের মালিক হইতে পারে তাহা জানা যায় এবং তাহাতে ইহা বেওরা করিয়া লেখা যায় যে পত্তনিদারের অন্যেরে দস্তুরমত দরপত্তনি দেওন সিদ্ধ হইবেক কি না এবং দরপত্তনিদার ও তাহার পেটার এলাকাদার জমীদারের সহিত পত্তনিদারের করা সাজশহইতে রক্ষা পাইতে পারিবার ও জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হওনেতে জমীদারের স্বত্বলোপ ও হানি না হইতে পারিবার নিমিত্তে কোন উপায় স্থির করা যায় এবং নীলামের নকশা মোকরর ও তাহা হওনের যে২ নিয়ম তাহার বিবরণ করাও আবশ্যক বোধ হইল ও যেহেতুক সরকারের মাল-

প্রজারীর মাহওয়ারী এক কিস্তির বাকীর নিমিত্তে জমীদারদিগের জমীদারী নী-লাম হওনের যোগ্য হয় অতএব যদি জমীদার আপন এলাকার অর্থাৎ অধিকারের করারদাদেতে আপন বাকীর নিমিত্তে নীলাম হওনের নিয়ম করিয়া থাকে তবে তাহাকে বৎসরের মধ্যেতে নীলাম করাইবার ক্ষমতা দেওয়া ও এক্ষণকার দস্তুরমত আখেরী সালেতে হওনের নির্ভর না থাকা অন্যায় বোধ হইল না ও ইহা সেই জমীদারের নিমিত্তে যে আপন এলাকার করারদাদেতে নীলাম হওনের নিয়ম করিয়া থাকে যদ্যপিও সাবেক আইনের মতে সাল আখেরীতে বাকীর জন্যে নীলামের নিয়ম করিয়া থাকে এবং তহসীলের বাবৎ এক্ষণকার আইনের কোনং নিয়ম লোকদিগের চাতুরী ও প্রবঞ্চনা-প্রযুক্ত কার্য্যোপযুক্ত নহে অতএব চাতুরী না হইতে পাইবার ও সেইং নিয়মের বাঞ্ছিত ফলোদয় হইবার নিমিত্তে তাহার তাৎপর্য্য বয়ান ও তাহার কোনং নিয়ম শুধরা আবশ্যক বোধ হইল অতএব এই সকল বিষয়ের দৃষ্টে নীচের লিখিত নিয়ম শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল যে তাহা জারী হওনের তারিখহইতে মেদিনী-পুরের সহিত বাঙ্গালার জিলাতে জারী ও চলন হয় ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। হেতুবাদ।

২। হুকুম হইল যে যে কোন করারদাদ পাট্টা ও কবুলিয়তের অনুসারে অথবা অন্য নিদর্শনপত্রানুসারে দশ সালের অধিক নিরূপিত মিয়াদে কি সর্ব্ব কালের নিমিত্তে জমার ধার্য্য হইয়া সরকারের তাহুতদার জমীদারের কি অন্য যে ব্যক্তি এমত করারদাদ করিবার ক্ষমতা রাখে তাহার তরফহইতে হইয়া এপর্য্যন্ত বহাল থাকে তাহা তাহার নিয়মমত সিদ্ধ হইবেক ও তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সা-লের ৪৪ আইনের ২ ধারামতে দশ সালের অধিক মিয়াদে তালুকের জমা মো-করর করিয়া দিতে নিষেধ ও এমত করারদাদ বাতিল হইবার হুকুম ছিল সে সময়ে হইয়া থাকিলেও নিদর্শনপত্রেতে সেংসময়ের আইনের নিয়মের অন্য-মতে অধিক মিয়াদের কি সর্ব্বকালের নিয়ম লেখা থাকিলেও বহাল রাখা যাইবেক। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ ধারার হুকুম এই মজমুনে যে জমীদার আপন জমীদারীর মহালাৎ যে কোন করার-দাদে দিয়া থাকে সরকারের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইলে তাহা নীলামের তারিখহইতে বাতিল হইবেক এখনপর্য্যন্ত বহাল আছে এই ধারা তাহার প্রতিবন্ধক হইবেক না বরং যেং এলাকা অর্থাৎ অধিকার ঐ ৪৪ আইনের কি অন্যং আইনের হুকুমের বহির্ভূত নহে তাহার বিষয়ে জমীদারের করা করারদাদ সরকারী নীলামের তারিখহইতে বাতিল হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ২ ধা।

৩। পত্তনি তালুকনামে যে সকল অধিকারের বয়ান এই আইনের হেতু-বাদে লেখা গেল তাহা তাহার নিদর্শনপত্রের নিয়মমত সর্ব্বকালে সঙ্গত ও সিদ্ধ জানা যাইবেক ও তাহার নিদর্শনপত্রের লিখিত নিয়মের মধ্যে তাহা উত্তরাধিকারিকে পঁহুছনের নিয়মো সিদ্ধ হইবেক ও তদ্ব্যতিরিক্ত হুকুম হইল যে ঐ সকল তালুক তালুকদারের ইচ্ছামতে বিক্রয় কিম্বা দানক্রমে অথবা অন্য প্রকারে হস্তান্তর হইতে পারিবেক ও দেনার নিমিত্তে আরং বস্তুর মত বিক্র-য়ের যোগ্য হইবেক ও আদালতের ক্রোক্ ও জব্দের হুকুম যেমত অন্যং

স্থাবর বস্তুতে জারী হয় সেইমত ইহাতেও জারী হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

২ ধারা।

পত্তনি তালুক হস্তান্তর করণ।

৪। পত্তনিদারেরা আপনারদিগের পত্তনি তালুক আপনং হিতবোধক্রমে দরপত্তনি ও ইজারাইত্যাদিরূপে অন্যেরে দিতে পারিবেক ও অন্যং করারদাদের ন্যায় তাহারদিগের করা ঐং করারদাদমত তাহাকরণিয়া উভয় পক্ষের ও তাহারদিগের ওয়ারিসানের ও স্বরূপ ব্যক্তিরদিগের কার্য্য করিতে হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের কোন কৌলকরারেতে বাকীর নিমিত্তে জমীদারের নীলাম করাইতে পারিবার আটক হইবেক না ও ঐ নীলামেতে পত্তনি তালুক জমীদারের স্থানহইতে যেমত কাহারু দখলবিনা পত্তনিদার পাইয়াছিল সেই মত নীলামের খরীদারকে পঁহুছিবেক ও পত্তনিদারের তরফহইতে ঐ তালুকের বিষয়ে যেং করারদাদ হইয়া থাকে তাহা বাতিল হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৫। যদি পত্তনিদার হেতুবাদের লিখিত যে সকল নিয়মেতে আপনি পত্তনী লইয়াছে সেই সকল নিয়মেতে অন্যেরে দরপত্তনী দেয় তবে লওনিয়া এতাবতা দরপত্তনীদার উপরের ধারার হুকুমেতে জমীদারের সম্বন্ধে পত্তনীদারের তুল্য হইবেক ও তৃতীয় পত্তনি ও চতুর্থ পত্তনিআদিও ঐ মত হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৪ ধা।

৬। যেহেতুক পত্তনি তালুকের মালিকদিগের উপরের লিখনমত বিক্রয় ও দানাদি করিবার ক্ষমতা আছে অতএব যদি ঐ তালুকদার তালুক বিক্রয়াদি করে তবে তাহাতে জমীদারের খারিজদাখিল করণের প্রতিবন্ধকতা ও আটক করা কর্ত্তব্য নহে বরং উচিত যে বিক্রয়করণিয়াকে ছাড়িয়া খরীদারের স্থানে তাহুতওগয়রহ লয় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জমীদারের দাখিল ও খারিজের রসুম লইবার ক্ষমতা যেমত এক্ষণে আছে তাহা থাকিবেক কিন্তু রসুম এই হিসাবে নিরূপণ হইল যে পত্তনীর অধিকারের সালিয়ানা জমার হিসাবে শতকরা ২ টাকা করিয়া রসুম এক শতপর্য্যন্ত লইতে পারিবেক ও কোন প্রকারে এক শত টাকাহইতে অধিক লইতে পারিবেক না ও অর্দ্ধেক জমাপর্য্যন্তের মাতবর মালজামিন লইতে পারিবেক কেননা পত্তনি তালুক যে পায় জমীদার আপন খাতিরজমার নিমিত্তে চাহিলে তাহার কি তাহার জামিনের মাতবরীর আবশ্যকতা আছে ও জানা কর্ত্তব্য যে আদালতের ডিক্রী জারীর নিমিত্তে নীলাম হওনমতে ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করা দানবিক্রয়ের প্রকরণের উক্তমত এই ধারার লিখিত রসুম ও মালজামিন লইবার ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু জমীদারের কি বাকীদারের প্রধান পত্তনিদারের আপনং বাকীর নিমিত্তে করাণ নীলামের প্রকরণেতে ঐ নীলামের খরীদারের নাম দাখিলখারিজের রসুম বিনা রেজিষ্টরীতে দাখিল হইবেক ও জমীদার রসুম তলব না করিয়া দখল দিবেক কিন্তু মালজামিন লইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৫ ধা।

৭। জমীদারের ক্ষমতা আছে যে উপরের মোকররকরা রসুম দাখিল না হইলে কি মাতবর মালজামিন না দিলে খারিজদাখিল করিতে না দেয় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি খরীদার কি অন্য যে ব্যক্তি পায় সে জামিনী উপ-

স্থিত করে ও জমীদার তাহা মঞ্জুর না করে ও খরীদারইত্যাদি তাহাতে নারাজ হয় তবে জিলার দেওয়ানী আদালতে মুৎফরক্কারূপে দরখাস্ত দিতে পারিবেক। যদি আদালতের তজবীজে জামিনী মাতবর ঠাহরে তবে জমীদারের উপর হুকুম হইবেক যে মঞ্জুর করিয়া বিক্রয় সিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে দাখিল খারিজ করে জানা কর্ত্তব্য যে ৫ ধারার ও এই ধারার লিখিত নিয়ম কেবল পত্তনীর সম্যক্ অধিকার দানবিক্রয়াদিক্রমে হস্তান্তর হওনের সহিত সম্পর্ক রাখে নিরূপিত জমাতে তাহার কতক বিক্রয় ও দানের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না কেননা জমীদারের জমার তফ্‌রিক ও তক্‌সীম জমীদারের বিনানুমতিতে হইতে পারে না ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৬ ধা।

৮। ডিক্রী জারী বাবতে পত্তনী তালুকের নীলামের খরীদার যদি নীলামেতে খরীদ করণের তারিখহইতে এক মাসপর্য্যন্ত এই আইনের ৫ ধারার হুকুমেতে তাহার খরীদা তালুকের দাখিলখারিজ করণের নিমিত্ত জমীদারের কিম্বা অন্য যে ব্যক্তিকে তাহার জমা দিতে হয় তাহার কাছারীতে না যায় তবে এক মাসের পরে জমীদারইত্যাদিরা যাবৎ দাখিল ও খারিজের নিয়মমতাচরণ না করে তাবৎ অধিকার ক্রোকে ও দখলে রাখণের কারণ আপন ক্ষমতাক্রমে সরেজমীনে সাজওয়াল পাঠাইতে পারিবেক এবং যদি জমীদার আপন বাকীর নিমিত্তে এই আইনের নিয়মমতে পত্তনির অধিকার নীলাম হইলে জামিনী তলব করে ও নীলামের খরীদার খরীদের তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে তাহা না দেয় তবে জমীদারের ঐ মত ক্ষমতা আছে যে তাহার খরীদা অধিকার যাবৎ মালজামিন না দেয় তাবৎ ক্রোকে ও দখলে রাখণের কারণ সাজওয়াল পাঠায় ও ক্রোকের কালের উৎপন্ন যত টাকা এই ধারানুসারে পাওয়া যায় তাহাহইতে খরচখরচাসমেত জমা মিনাহ দিয়া যত টাকা বেশী থাকে তাহা খরীদারের নিমিত্তে আমানৎ থাকিবেক ও যদি ক্রোকী আমলের উৎপন্ন টাকা জমাহইতে কম হয় তবে বাকীর জওয়াব খরীদারের দিতে হইবেক ও তাহার এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলামইত্যাদি হওনের যোগ্য হইবেক যেমত তাহার দখলে থাকিলে হইত ও এপ্রকারেতে জমীদার কি অন্য যে ব্যক্তি ক্রোক করিয়া থাকে তাহার দরপেশকরা হিসাবে যাহা লেখা থাকে তাহাই প্রথমতঃ প্রমাণ বোধ করা যাইবেক ও তহসীলের উপায়ের প্রকরণে সরাসরীতে এই প্রমাণি বিস্তর ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৭ ধা।

৩ ধারা।

বাকী খাজানার নিমিত্ত পত্তনি তালুকের নীলাম।

১। এই ধারার প্রস্তাবিত এলাকাদারদিগের শিরে বাকী পড়াতে তাহারদিগের এলাকা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণের হুকুমমতে ইজারাআদি বাতিল হওনের মত বাতিল হইবেক না বরং ঐ এলাকা পত্তনীদারের করারদাদের মধ্যে থাকিয়া জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলামেতে বিক্রয় হইবেক অতএব পণের মধ্যে যত টাকা বাকীহইতে বেশী হয় তাহা পত্তনীদারের হক্ হইবেক ও তাহা পাইবার অধিকারী পত্তনিদার বরং তাহা যেং বিষয়ে বিলি হইবেক তাহার নিরূপণের হুকুম ১৭ ধারাতে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

১০। বৈশাখ মাসের ১ পহিলা তারিখে এতাবতা যে সালের বাকীর তলব থাকে তাহা তামাম হওনের পর হালসালের ১ প্রথম দিবসে জমীদার তালুকদারদিগের কি অন্য যাহারদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের দস্তাবেজে উপরের প্রকরণের উক্ত প্রকারের হয় তাহারদিগের নামে গুজস্তা সনের বাকীর তফসীলসম্বলিত এক আরজী জিলার দেওয়ানী আদালতে ও এক আরজী জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করিবেক ও ঐ কৈফিয়তের আরজী ঐ২ কাছারীতে যেখানে সকলে দেখিতে পায় সেই স্থানে এই মজমুনের ইশ্‌তিহারসহিত লট্‌কান যাইবেক যে যদি তলবী বাকী এই সনের আগামি মাস অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের ১ পহিলা তারিখের পূর্ব্বে আদায় না হয় তবে ঐ তারিখেতেই কৈফিয়তের লিখিত এলাকা ঐ তারিখপর্য্যন্ত বাকী দাখিল না করণমতে নীলাম হইবেক কিন্তু যদি পহিলা জ্যৈষ্ঠ রবিবার কি পালি পর্ব্বের দিন হয় তবে তাহার পর যে দিন পর্ব্বের ও রবিবার না হয় সেই দিন নীলামের নিমিত্তে মোকরর হইবেক ও ঐ মজমুনের দোসরা ইশ্‌তিহার জমীদারী কাছারীতে লট্‌কান যাইবেক ও তাহার নকল কিম্বা ভিন্ন২ লাট লাটের কথা লেখা খোলাসা মফঃসলেতে পাঠান যাইবেক যে বাকীদারদিগের কাছারীতে কি তাহারদিগের এলাকার প্রধান কসবা কি মৌজাতে দেওয়া যায় ও যদি এই সকল নিয়মের কোন নিয়ম ছাড়া যায় তবে তাহার জওয়াব জমীদারের দিতে হইবেক ও মফঃসলেতে পাঠাইবার ইশ্‌তিহার এক জন পেয়াদার মারফতে পাঠান যাইবেক ও ঐ পেয়াদার আবশ্যক যে বাকীদারের কি তাহার নায়েবের স্থানে দিয়া তাহার রসীদ লয় ও তাহা যদি না হইতে পারে তবে তাহার আশপাশের তিন জন মাতবর সাক্ষির সাক্ষ্য প্রমাণে ঐ ইশ্‌তিহার পঁহুছিবার ও জারী হইবার মজমুনে এক লিখন লেখাইয়া লয় যদি রসীদ কি ঐ লিখনের দ্বারা এমত জানা যায় যে ১৫ বৈশাখের পূর্ব্বে মফঃসলেতে পঁহুছিয়াছিল তবে ঐ লিখন নিরূপণকরা দিনে নীলাম করণের অর্থে মাতবর দলীল হইবেক ও যদি আশপাশের নিবাসি লোকেরা তাহা লিখিয়া দিতে ওজর করে তবে পেয়াদার আবশ্যক যে নিকটের মুনসেফের কাছারীতে কি মুনসেফ না থাকিলে থানাদারের কাছারীতে গিয়া ইশ্‌তিহার লইয়া যাওনের ও জারী করণের অর্থে তাহার নিকটে হলফ করিয়া এ বিষয়ের সর্টিফিকট তাহারদিগের একের দস্তখৎ ও মোহরে লেখাইয়া আনে ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

১১। ঐ মত কার্ত্তিক মাসের ১ পহিলা তারিখেতে জমীদারের কর্ত্তব্য যে হালসালের আখিরী আশ্বিন লাগাইতের বাকীর কৈফিয়ৎসম্বলিত আরজী ঐ দুই কাছারীতে দাখিল করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের ১ পহিলা তারিখে বাকীদারের এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলাম হওনের কথাসম্বলিত ইশ্‌তিহার এ কথাযুক্তে লট্‌কাইয়া দেওয়ায় যে ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকী তামাম আদায় না হইলে কিম্বা ইস্তক বৈশাখ লাগাইৎ আখিরী কার্ত্তিক মাফিক কিস্তিবন্দী জমীদারের যত টাকা পাওনা হয় তাহার চৌথাই বাকী থাকিলে ইশ্‌তিহারের লিখিত তারিখে নীলাম করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।

১২। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইল যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারায় যে উপকারি বিধান আছে তাহা লাখেরাজদারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে কি না। তাহাতে সদর

আদালত বিধান করিলেন যে ঐ ধারার মধ্যে কেবল জমীদার অর্থাৎ যে ভূম্যধিকারিরা একেবারে সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহারদের বিষয় লেখে অতএব অন্য কোন প্রকার জমীদারের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। ৩১৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে আগামি ছয় মাসীয় নীলামের নিমিত্ত জমীদারের তরফে দরখাস্ত দাখিল করণের যে দিবস নিরূপণ আছে তাহা পরবের মধ্যে পড়িল অতএব ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার মর্ম্মানুসারে তৎপরে যে প্রথম দিবসে দেওয়ানী আদালতের কাছারী হয় সেই দিবসে তাহারদের ঐ দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবেক এবং সেই দিবসের পর এক মাস অতীত না হইলে নীলাম হইবেক না। ৩২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪। উক্ত আইন ও ধারানুসারে বাকী খাজানার নিমিত্ত কোন২ প্রকার ভূমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে নীলাম করিতে জমীদারেরদের যে অধিকার আছে সেই অধিকার তাঁহারা আপনারদের ইজারদারকে দিতে পারেন্ কি না অর্থাৎ যে ভূম্যধিকারী আপনার মালগুজারী একেবারে সরকারে দাখিল করেন্ সেই ভূম্যধিকারী আপনার ভূমি ইজারা দেওয়াপ্রযুক্ত ৮ ধারার উপকারজনক নিয়মের বহির্ভূত হন্ কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনানুসারে বাকী খাজানার নিমিত্ত পত্তনি তালুক নিয়মিত কালে নীলাম করিতে জমীদারের যে অধিকার আছে তাহা তিনি ইজারদারকে দিতে পারেন্ না যেহেতুক উক্ত ধারার অনুসারে যে জমীদারেরা সরকারের সঙ্গে একেবারে বন্দোবস্ত করিয়াছেন কেবল তাঁহারাই ঐ সাময়িক নীলামের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে পারেন্। ৪৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন যে ব্যক্তি ভূমির ইজারা লয় সেই ইজারদার ১৮১৯ সালের ৮ আইনানুসারে মফঃসলী তালুক নীলাম করিতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে কালেক্টর সাহেব ফলতঃ কোর্ট ওয়ার্ডস জমীদারের স্থলে আছেন্ এবং জমীদার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যে সরবরাহকারকে নিযুক্ত করেন্ তাহার যে ক্ষমতা আছে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত সরবরাহকারেরো সেই ক্ষমতা আছে এবং ভূমির সরবরাহকার্য্যে যাহা২ করে তাহার বিষয়ে সেই ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকটে দায়ী। কালেক্টর সাহেবের স্থানে যে ইজারদার ইজারা করিয়া ভূমি লয় সেই ইজারদার কেবল ঐ খাজানার বাবৎ কালেক্টর সাহেবের নিকটে দায়ী এবং জমীদারের ইজারদার যে অবস্থায় আছে কালেক্টর সাহেবের ইজারদারও সেই অবস্থায় আছে। এবং ৪৬১ নম্বরী আইনের অর্থে সদর আদালত বিধান করিয়াছিলেন যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারানুসারে ভূম্যধিকারিদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল ভূম্যধিকারিরদের ইজারদার সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারে না। সদর আদালতের সেইরূপ আইনের অর্থ করণের অভিপ্রায় এই যে সেই আইনে কেবল ভূম্যধিকারিরদের বিষয় লেখে অতএব সেই আইনের নির্দ্দিষ্ট ভারি ক্ষমতা জমীদারভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে যে দেওয়া গিয়াছে এইমত অর্থ হইতে পারে না। ৫২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬। এই আইনমতে দরখাস্ত করিলে পর যে এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলাম হইতে পারে তাহা তাহার জিলার দেওয়ানী কাছারীতে দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের হজুরে নীলাম হইবেক ও রেজিষ্টর সাহেব উপস্থিত না থাকিলে তাঁহার স্থানে যিনি থাকেন্ তাঁহার হজুরে নতুবা জজ সাহেবের হজুরে হইবেক ও নীলামী এলাকা অর্থাৎ অধিকার যে ব্যক্তি মূল্য বেশী কহে তাহাকে দেওয়া যাইবেক ও বাকীদার সেওয়ায় জমীদার কি বাকীদারের পেটার এলাকাদার যে হউক সে নীলামেতে লইতে পারিবেক ও পণের টাকার মধ্যে শতকরা ১৫ টাকা নীলাম সারা হইবামাত্র নগদ দিতে হইবেক ও যে সাহেবের

হজুরে নীলাম হয় তাঁহার ক্ষমতা আছে যে যাহার স্থানে ঐ আন্দাজ টাকা থাকনের কি দুই ঘড়ি পরে দিতে পারিবার প্রত্যয় না হয় তাহার ডাক নামঞ্জুর করেন্ ও শতকরা ১৫৲ টাকা নগদ কি তাহার বাঙ্গাল বেঙ্ক নোট কি কোম্পানির কাগজইত্যাদি দুই ঘড়ির মধ্যে না দিলে ইশ্‌তিহারী লাট পুনরায় ঐ মজলিসেতে নীলাম করা যাইবেক ও শতকরা ১৫৲ টাকা দিয়াও যদি পণের বাকী টাকা নীলামের অষ্টম দিবসের দুই প্রহরপর্য্যন্ত না দেয় তবে দুই প্রহরের পরে লোকদিগকে নবম দিবসে এত্তাবতা তাহার পর দিবস নীলামের নিমিত্তে জমা হইবার কারণ জানাইবার নিমিত্তে জিলার সদর শহরের সদর বাজারেতে ঢোল ফিরাইয়া ধেঁড়রা [illegible]ওয়া যাইবেক তাহার পরে ঐ লাট নিরূপিত সময়ে বিক্রয় করা যাইবেক ও যদি প্রথম নীলামহইতে কম মূল্যেতে বিক্রয় হয় তবে দ্বিতীয় নীলামহইতে প্রথম নীলামেতে যত টাকা বেশী হইয়া থাকে তাহা প্রথম নীলামের খরীদারের দেনা হইবেক ও তাহা ডিক্রী জারীর মতে লওয়া যাইবেক ও তাহার দাখিলকরা শতকরা ১৫৲ টাকা পণের টাকার মধ্যে ধরা গিয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি। —১৮১৯ সা। ৮ আ। ৯ ধা।

১৭। ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের এবং ১৮২০ সালের ১ আইনের যেং ভাগে লেখা আছে যে পত্তনি তালুক অথবা বিক্রয়যোগ্য অন্যং অধিকার রেজিষ্টর সাহেব অথবা আকটিঙ্গ রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা অথবা তিনি উপস্থিত না থাকিলে জজ বা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের দ্বারা নীলাম হইবেক এবং ঐ আইনের যেং ভাগে হুকুম আছে যে ঐ তালুক অথবা বিক্রয়যোগ্য অন্য কোন অধিকার নীলামের পুর্ব্বে যাহাং করিতে হইবেক তাহা এবং ঐ নীলামসম্পর্কীয় অন্যং কর্ম্ম জজ সাহেব করিবেন তাহা মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে উত্তর কালে সেই সকল নীলাম এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যং কার্য্য মালগুজারীর কালেক্টর অথবা ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের দ্বারা কি কালেক্টর বা ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের প্রধান আসিষ্টাণ্ট সাহেবের দ্বারা হইবেক এবং অন্যং সরাসরী মোকদ্দমার উপর ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৪ ধারার হুকুমানুসারে আইন না খাটনহেতুক যেমত রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে সেইমত আইন না খাটনহেতুক এ মোকদ্দমারো উপর ঐ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক ইতি।— ১৮৩২ সা। ৭ আ। ১৬ ধা। ১ প্র।

১৮। সদর আদালত বোধ করেন্ যে নীলামের খরীদার যদি খরীদের টাকা নীলামের দিবসের পর অষ্টম দিবসের দুই প্রহর বেলার মধ্যে না দেয় তবে নীলামের দিবসে যে শতকরা ১৫৲ টাকা করিয়া আমানৎ করিয়াছিল তাহা হারিবেক এবং দ্বিতীয় নীলামে যদি কিছু অধিক টাকা পাওয়া যায় তবে তাহা পাইবেক না এবং যদি কম টাকায় বিক্রয় হয় তবে তাহার নিশা করিবেক। এবং যে শতকরা ১৫৲ টাকা এইরূপে জব্দ হয় তাহা বাকীদারের নামে জমা হইবেক। জমীদার যে বাকী টাকার দাওয়া করে তাহা যদি ঐ জব্দহওয়া টাকায় পোষাইয়া উঠে তবে আর নীলাম করণের আবশ্যক নাই যদি না পোষায় এবং বাকীদার বাকীর টাকা না দেয় তবে ঐ তালুক নবম দিবসে পুনর্ব্বার বিক্রয় হইবেক এবং ঐ জব্দহওয়া শতকরা ১৫৲ টাকা এবং দ্বিতীয় নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে জমীদারের দাওয়া পরিশোধ হইলে পর যাহা বাঁচে তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবেক। ৫৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে বাকী খাজানার বাবৎ সরাসরী ডিক্রী জারী করণার্থ ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণের বিধির অনুসারে জজ অথবা রেজিষ্টর সাহেব তালুক নীলাম করিতে পারেন্ কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে সকল তালুকে দখীলকার ব্যক্তির লাভ নীলাম হইতে পারে সেই তালুকের বাকী খাজানার নিমিত্ত তাহা নীলাম হইতে পারে এবং ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ এবং ১৬ ধারার বিধির অনুসারে পত্তনি ও দরপত্তনি তালুক যেরূপে নীলাম হইতে পারে সেইরূপে ঐ তালুকের নীলাম রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা অথবা তাঁহার অবর্ত্তমানে জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা হইতে পারে। ...৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে এক জন পত্তনি তালুকদার খাজানা বাকী রাখিল তাহাতে তাহার পত্তনি তালুক নীলাম হইল এবং বাকীদার ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার বিরুদ্ধে আপনি বেনামীতে তাহা খরীদ করিল এবং দরপত্তনিদারকে বেদখল করিল ইহাতে দরপত্তনিদারের কিরূপে প্রতিকার হইতে পারে। সেই ব্যক্তি আপনার দরপত্তনি তালুক ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারে কি কেবল ঐ আইনের ১৩ ধারার এবং ১৭ ধারার ৫ প্রকরণের লিখিতমতে প্রতিকার পাইতে পারে। তাহাতে বিধান হইল যে বাকীদার আপনি পত্তনি তালুক বেনামীতে খরীদ করিতে পারে না তাহার ঐ খরীদ বেআইনী অতএব দরপত্তনিদারকে বেদখল করিতে তাহার কোন ক্ষমতা নাই। এইপ্রযুক্ত ঐ দরপত্তনিদার যদি বেদখল হইয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি ভূমি ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত বেনামী খরীদারের নামে নালিশ করিতে পারে এবং সেই তালুকে তাহার যে লাভ ছিল তাহা মোকদ্দমার মুল্য ধরিবেক। ১২৪৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১। পত্তনিদারের পেটার যে সকল তালুকদারের তালুকের দস্তাবেজের মজমুন পত্তনিদারের দস্তাবেজের মজমুনমাফিক তাহার বিষয়েতে ইহা লেখা গিয়াছে যে বাকী পড়াতে করারদাদ বাতিল হয় না অতএব তাহারদিগের স্থানে জমা তলবকরণিয়া ব্যক্তি যদি আপন বাকীর নিমিত্তে যাহার শিরে তলব এতাবতা বাকী থাকে তাহার এলাকা করারদাদের নিয়মমতে নীলাম করাইতে চাহে তবে উচিত যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারা ও চলিত অন্য আইনের মতে সালআখেরীতে নীলাম করাইবার অনুমতি পাইবার নিমিত্তে দস্তুরমত কার্য্য করে কিন্তু উচিত যে ঐ নীলাম পূর্ব্বে যেমত লেখা গেল সেইমত ভরা পূরা মজ্‌লিসে ও রেজিষ্টর সাহেবের কি তাঁহার আকটিং অর্থাৎ স্বরূপ যে সাহেব থাকেন্ তাঁহার ও তিনি উপস্থিত না থাকিলে জজ সাহেবের মারফতে হয় ও দশ দিন মিয়াদে ঐ নীলামের ইশ্‌তিহার আদালতের ও কালেক্টরীর কাছারীতে লট্‌কান যায় ও এই আইনের লিখিত নীলামের অন্য যে২ নিয়ম তাহারদিগের অবস্থাযোগ্য হয় তাহা পত্তনিদারের ন্যায় তাহারদিগের প্রতি বর্ত্তিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৬ ধা।

২২। যদি জমীদারের তলবী যে বাকী টাকার নিমিত্তে ইশ্‌তিহার হইয়া থাকে তাহা নীলামের নিমিত্তে মোকরর হওয়া দিবসপর্য্যন্ত আদায় না হয় তবে এই আইনের ৯ ও ১০ ধারার উক্তমতে নিশ্চয় নীলাম করা যাইবেক কোন প্রকারে উপরের লিখনমতে তলবী টাকা আমানৎ হওনব্যতিরিক্ত মৌকুফ ও বিলম্ব করা যাইবেক না যদি কেহ জমীদারের বাকী স্বীকার না করে কি অন্য কোন হেতুতে নীলাম সিদ্ধ না হওনের ও তাহা করাইতে জমীদারের ক্ষমতা না থাকনের দাওয়া দরপেশ করিতে চাহে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে

আদালতেতে নম্বরী নালিশ করে ও তাহার দাওয়া সাবুদ হইলে আদালতের তামাম খরচা ও খেসারৎ ধরিয়া পাওনের সহিত নীলাম রদ হওনের ডিক্রী হইবেক ও ঐ নীলামের খরীদার দস্তুরমত এই দাওয়াতে আসামী হইবেক ও যদি নীলাম রদ হওনের ডিক্রী হয় তবে আদালতের হাকিমের এমত সাবধান হওয়া আবশ্যক যে খরীদারের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় যাহা হয় তাহা জমীদারের পক্ষে হয় ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।

২৩। এবং যদি তালুকদার জমীদারের ইশ্‌তিহারের কৈকিয়তের লিখনমত পাওনা স্বীকার না করে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে ইশ্‌তিহারের মিয়াদের মধ্যে সরাসরী তজবীজ হওনের নিমিত্তে দরখাস্ত করে পরে জমীদারকে অল্প মিয়াদের মধ্যে কবুলিয়ৎ ও বাকী সাবুদ হওনের অন্যং দলীল গুজরাইবার হুকুম হইবেক যে হইতে পারিলে সরাসরী মোকদ্দমা নীলামের দিবস উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে নিষ্পত্তি করা যায় ও ঐ নিষ্পত্তিমতে নীলাম হইবেক অথবা তাহা হওয়া রহিত হইবেক কিন্তু যদি নীলামের অবধারিত দিবসপর্য্যন্ত নিষ্পত্তি না হয় তবে দাওয়া করা লাট বিলিমতে নীলামে ধরা যাইবেক ইহাতে যদি জমীদার কি তাহার স্বরূপ ব্যক্তি ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকী লওনের নিমিত্তে জেদ করে তবে নীলাম মৌকুফ হইবেক না ও তাহার জওয়াব দিবার দায় জমীদারের শিরে থাকিবেক ও তাহার পরে সরাসরী নালিশেতে তজবীজ করা যাইবেক না কিন্তু যদি বাকীদার তলবী টাকা নগদ কি তাহার বাঙ্গাল বেঙ্ক নোট অথবা কোম্পানির কাগজ আমানৎ করে তবে হইবেক ও তাহা সেওয়ায় নীলাম রদ হইবার ও তাহাতে হওয়া ক্ষতি ধরিয়া পাইবার নিমিত্তে নম্বরী নালিশ করণব্যতিরিক্ত আর কোন উপায় নাহি ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

৪ ধারা।

নীলাম স্থগিত করিতে পেটাও পত্তনিদারের ক্ষমতা।

২৪। প্রথম দরজার তালুকদারের এলাকা অর্থাৎ অধিকার জমীদারের বাকীর কারণ নীলামের নিমিত্তে এই আইনের ৮ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখনমত ইশ্‌তিহারের কৈফিয়তে লেখা গেলে দ্বিতীয় দরজার সমস্ত এলাকাদারেরা কি তাহারদিগের কোনং জন জমীদারের মোখ্তারকার নীলামের মজলিসেতে বাকী যত টাকা জাহির করে তাহা আমানৎ রাখিয়া নীলাম মৌকুফ করাইতে পারিবেক ও ঐ মত নীলামের দিবসের পূর্ব্বে তাহারদিগের প্রথম দরজার তালুকদারের শিরে বাকী থাকনের অনুমান হইলেও সাবধানার্থে আমানৎ রাখিতে পারিবেক কারণ এই যে আমানতের টাকার সংখ্যা নীলামের দিবসে জমীদারের তলবী বাকীর সমান সাবুদ হইলে নীলাম মৌকুফ হইবেক ও যদি বেশী হয় তবে যত বেশী হয় তাহা আমানৎরাখনিয়াকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও আমানৎ রাখা টাকা জমীদারকে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।

২৫। যদি ঐ আমানৎ যে ব্যক্তির শিরে তাহার ব্যাপক ব্যক্তির ওয়াজিবী বাকী থাকে তাহার তরফহইতে হয় তবে বাকীর অর্থে দেওয়া যাওনের জিগির দিয়া দিতে হইবেক কারণ এই যে যদি ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকীদার

সেই সালের ও কিস্তির বাকীর দাওয়া তাহার নামে করিয়া থাকে তবে তত টাকা শোধ পায় এবং তাহার পরে সে নিমিত্তে তাহার নামে আদালতে নালিশ হইলেও তাহা শোধ হয় ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৩ ধা। ৩ প্র।

২৬। যদি আমানৎকরণিয়ার শিরে কিছু বাকী না থাকে তবে তাহার রাখা টাকা আগামি কিস্তিতে নীলাম মৌকুফ হওনের নিমিত্তে কাটিয়া লওয়া যাইবেক না বরং ইশ্তিহারের লিখিত এলাকাদার তাহার ঐ টাকার দেনদার বোধ হইবেক ও যে তালুক ঐ টাকা দেওয়াতে নীলামহইতে বাঁচে তাহা ঐ দেওয়া টাকাতে বন্ধক হইবেক ও বন্ধক দ্রব্যেতে বন্ধকলওনিয়ার যেমত দাওয়া থাকে সেইমত টাকাদেওনিয়ার দাওয়া ঐ তালুকেতে থাকিবেক এতাবতা তাহা দখলের দরখাস্ত করিবামাত্র দেওয়ান যাইবেক যে আমানতের টাকা তাহার মুনাফাহইতে সে পায় ও ইশ্তিহারের লিখিত বাকীদার যদি তাহার স্থানহইতে তালুক ফিরিয়া লইতে চাহে তবে তাহার এই দুই কর্ম্মের এক কর্ম্ম করা উচিত যে হয় আমানতের টাকা আমানতের তারিখহইতে দখল পাওনের তারিখপর্য্যন্ত শতকরা ১২৲ টাকার হিসাবে সুদসমেত দেয় কি নম্বরী নালিশ করিয়া ইহা সাবুদ করে যে ঐ আমানতের টাকা সুদসমেত তালুকের মুনাফাহইতে সে পাইয়াছে ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৩ ধা। ৪ প্র।

৫ ধারা।

নীলামে খরীদারেরদিগকে যে স্বত্বার্পণ হয় তাহা।

২৭। এই আইনানুসারে জমীদারের বাকীর নিমিত্তে যে২ তালুক নীলাম হয় সেই২ তালুক তাহার বিষয়ে বাকীদারের কি তাহার উত্তরাধিকারির কি অন্য স্বরূপ ব্যক্তির তরফহইতে যে২ করারদাদ ও নিয়ম হইয়া থাকে সে সমস্ত করারদাদ ও নিয়ম ছাড়াইয়া নীলামের খরীদারকে পঁহুছিবেক কিন্তু যদি জমীদার ঐ বাকীদারকে যে সে করারদাদে কি বিশেষ কোন কৌলকরারেতে তালুক দিতে ক্ষমতা দিয়া থাকে ও দস্তাবেজেতে তাহার কথা স্পষ্ট লেখা থাকে তবে তাহার বহির্ভূত হইবেক না ও এ বিষয়ে বিশেষ ও স্পষ্ট হুকুম হইল যে এলাকাদারের করা কোন বিক্রয় কি দানে কি দেওয়া বন্ধকে কিম্বা কটে বিক্রয় করাতে অথবা অন্য আচরণেতে তাহার শিরে বাকী পড়িলে এলাকা জমীদার যেরূপে দিয়াছিল সেইরূপে এতাবতা তাহাতে অন্য কোন জনের দখল থাকনব্যতিরেকে নীলামের নিমিত্তে জমীদারের হাতে আসিবার আটক ও বাধা হইবেক না কিন্তু যদি নীলাম হইলে তাহা বহাল থাকিবার নিয়ম করারদাদের নিয়মের মধ্যে থাকে এবং নীলামের পরে তাহা বহাল থাকিবার স্পষ্ট অনুমতি জমীদারের স্থানে লইয়া থাকে তবে বহাল থাকিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১১ ধা। ১ প্র।

২৮। এবং বাকীদার ইজারাওগয়রহের যে সকল পাট্টানুসারে উপরি ব্যক্তিকে আপনার ও চাসী প্রজা লোকদিগের মধ্যগত করিয়া থাকে সে সমস্ত পাট্টা ও তাহা দিবার ক্ষমতা তাহাকে স্পষ্টরূপে দেওয়া গিয়া থাকনব্যতিরিক্ত নীলাম হওয়াতে বাতিল হইবেক কেননা এমত এলাকাদারেরা বাকীদারের যে হক্ এতাবতা অধিকার তাহার কিছু ও কিঞ্চিদংশ পাইয়াছে ও তদ্দ্বারাব্যতিরিক্ত জমীন দখল করণের ও প্রজা লোকের স্থানে তহসীল করণের অধিকারী

নহে ও ঐ অধিকার সম্যক্ জমার জন্যে নীলাম হওয়াতে যায় অতএব ঐ এলাকাদারদিগের হক্ যাহা তাহারি হিস্যা তাহা সুতরাং যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১১ ধা। ২ প্র।

২৯। এই ধারানুসারে তালুকের খরীদারপ্রভৃতি যাহারা প্রজা লোক ও জমীদারের মধ্যেতে থাকে তাহারা খোদকস্তা প্রজা লোক কি বহুকালের কি পুরুষানুক্রমের নিবাসি অন্য চাসী লোককে তাহারদিগের জমীহইতে বেদখল করিতে পারিবেক না এবং বাকীদার কি তাহার স্বরূপ যে ব্যক্তি হয় সে উপরের উক্ত চাসী ও প্রজা লোকের সহিত জমা নিশস্তীর যে নিয়ম ও কৌলকরার বিনা চক্রান্ত ও চাতুরীতে করিয়া থাকে তাহাও বাতিল করিতে পারিবেক না কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতে নম্বরী নালিশেতে ইহা সাবুদ হয় যে পাট্টা দিবার সময়ে পাট্টাতে লেখা থাকা জমাহইতে অধিক জমা চাসীর শিরে ওয়াজিবী দেনা ছিল তবে পারিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১১ ধা। ৩ প্র।

৬ ধারা।

নীলামের পর তালুকের দখল পাওনের নিয়ম।

৩০। এই আইনমতে হওয়া নীলামের খরীদারের স্থানে সমুদয় টাকা আদায় হইবামাত্র ঐ খরীদার নীলামকরনিয়া সাহেবের স্থানহইতে টাকার রসীদসম্বলিত এক সর্টিফিকট পাইবেক পরে উচিত যে সর্টিফিকটসমেত জমীদারের কাছারীতে দাখিল খারিজের নিমিত্ত যায় ও জামিন তলব হইলে অর্দ্ধেক জমাপর্য্যন্তের জামিন দিতে হইবেক ও জামিন দিলে পর দখলের হুকুমনামা ও এক ইশ্‌তিহার এই মজমুনে পাইবেক যে সমস্ত প্রজা ও অন্য অন্যেরা খরীদারের নিকটে রুজু হইয়া নীলামের তারিখহইতে তাহার নিকটে মালগুজারী করে এবং জমীদারের আবশ্যক যে বিক্রয়হওয়া তালুকের যে সকল কাগজ তাহার কাছারীতে মৌজুদ থাকে তাহা সমস্ত খরীদারকে দেখায় ও যদি জমীদারের তলবমত জামিন দিলে পর জমীদার আবশ্যকী হুকুমনামা দিতে ও দাখিলখারিজ করিতে টালমটাল করে তবে খরীদার আদালতেতে এ বিষয়ের নালিশ করিয়া দখলের হুকুমনামা লইয়া নাজিরের মারফতে ডিক্রী জারী করণেতে যেমত দস্তুর আছে সেইমতে দখল পাইতে পারিবেক কিন্তু যদি জামিনের মাতবরীর বিষয়ে জমীদারের আপত্তির নিমিত্তে টালমটাল হয় তবে এই আইনের ৬ ধারার মতে তাহার তদারক করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।

৩১। খরীদার তাহার অধিকারের সরেজমীতে দখল পাইবার নিমিত্তে গেলে যদি বাকীদার কি তাহার পেটার তালুকদারেরা প্রতিবন্ধক হয় কিম্বা প্রতিবন্ধকতার চেষ্টা ও তদবীরে থাকে অথবা তাহার খরীদার এলাকাহইতে তহসীল করণেতে ব্যাঘাত জন্মায় তবে খরীদারের ক্ষমতা আছে যে তৎক্ষণাৎ জিলার দেওয়ানী আদালতে সহায়তা করণের অর্থে দরখাস্ত করে ও ঐ আদালতহইতে আদালতের মোহর ও জজ সাহেবের দস্তখতে এক ইশ্‌তিহার এই মজমুনে জারী হইবেক যে যেহেতুক দরখাস্তকরনিয়া জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলামহওয়া এলাকার খরীদার বটে অতএব বাকীদারের তালুকের সমস্ত হক্ অর্থাৎ স্বত্ব যেমত ঐ বাকীদার জমীদারের স্থানে পাইয়াছিল সেই-

মত তাহা সমুদয় দরখাস্তকরণিয়ার হইয়াছে ও কাহারু ভাগী হওয়া বিনা মফঃসলের তহসীলের ক্ষমতা তাহারি বটে ইহাতে যদি প্রজাদিগের মধ্যে কেহ খরীদার কি তাহার মোখ্তারভিন্ন অন্য জনকে এক কপর্দ্দক দেয় তবে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারামতে সরাসরী নালিশেতে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের মতে তাহার মালআমওয়াল ক্রোক মৌকুফীর নিমিত্তে আপন করা দরখাস্তের তজবীজেতে কি কোন প্রকারেতে শোধ পাইতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

৩২। ঐ ইশ্তিহারনামা জারী হইলেও যদি সাবেক বাকীদার তালুকদার কি তাহার পেটার অন্য এলাকাদারেরা খরীদারের দখল পাওনে প্রতিবন্ধক হয় কিম্বা কোন প্রকারে কাহারু তরফহইতে দাঙ্গা হইবার অনুমান হয় তবে এমত হুকুম আছে যে ঐ খরীদার সহায়তার দরখাস্ত করিলে পোলীসের কার্য্যকারক লোকেরা কিম্বা সরকারের অন্য যে কার্য্যকারক থাকে তাহারদিগ্হইতে যে সহায়তা হইতে পারে তাহা করে ও যদি দাঙ্গা ও হঙ্গামা উপস্থিত হয় তবে যে ব্যক্তি খরীদারের হক্ পাওনের প্রতিবন্ধকতা ও বাধা করিয়া থাকে তাহার জওয়াব তাহাকেই দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৫ ধা। ৩ প্র।

বাকী রাজস্বের নিমিত্ত ভূমির নীলাম।

১। যেহেতুক ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদিগের উপকারের নিমিত্ত মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ জমীদারীর সাময়িক নীলামের সংখ্যা নিরূপণ করিতে এবং ঐ বাকীর উপর সুদ ও জরীমানা লওয়া রহিত করিতে এবং যে মহালের সমুদয় ভূমির মালগুজারী নিয়মিত দিবসে বা নিয়মিত দিবসের পূর্ব্বে না দেওয়া যায় সেই মহাল নিশ্চিত এবং প্রকাশিত সময়ে নীলাম করণের হুকুম করিতে এবং অন্যং প্রকারে ভূমির মালগুজারী আদায় করণার্থ আইন শুধরিতে উচিত বোধ হইল

২। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২ ধারা ও ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারা এবং ৩৬ ও ৩৮ ধারাব্যতিরিক্ত ১৮২২ সালের ১১ আইন এবং ১৮৩০ সালের ৭ আইন রদ হইল কেবল উক্ত আইনের যে বিধির দ্বারা অন্য আইন বা আইনের কোন ভাগ রদ হইয়াছিল তাহা বহাল থাকিবেক।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ১ ধা।

৩। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩৫ ধারার নিরূপিত তারিখের পর যে ভূমির মালগুজারী বাকী পড়ে তাহার উপর কিছু সুদ বা জরীমানার দাওয়া হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ।২ ধা।

৪। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তাঁহারদের অধীন ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া প্রত্যেক জিলা বা প্রদেশের বিষয়ে প্রতিবৎসরে যেং নিশ্চিত

তারিখে মহাল বিক্রয়ের দ্বারা তাহার ভূমির মালগুজারীর বাকী আদায় করণের কার্য্য আরম্ভ হইবেক তাহা নিরূপণ করিবেন। এবং বোর্ডের সাহেবেরা ঐ নিরূপণকরা তারিখের সমাচার কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন। আরো প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেবের কিম্বা এই আইনক্রমে নীলাম করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের কাছারীতে এবং জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও সদর মুনসেফের কাছারীতে ঐ সমাচার প্রত্যেক জিলার চলিত ভাষায় ঘোষণা করিতে হুকুম দিবেন। এবং যে২ তারিখ ঐমত নিরূপণ হইবেক সেই২ তারিখ ঐ বোর্ডের সাহেবেরা পূর্ব্বোক্তমতে ইশ্‌তিহার ও এত্তেলা দেওনের দ্বারা পরিবর্ত্ত না করিলে পরিবর্ত্ত হইবেক না। এবং ঐ ইশ্‌তিহার ও এত্তেলা উক্তমতে প্রথমবার প্রকাশ হওনের পর যে বৎসরে নূতন তারিখ বা তারিখসকল আমলে আসিবেক তাহার পূর্ব্বের মালগুজারীসম্পর্কীয় বৎসর সমাপ্ত না হওনের অন্যূন তিন মাস পূর্ব্বে ঐমত ইশ্‌তিহার ও এত্তেলা দিতে হইবেক। এবং নীলামের নিমিত্ত যে প্রত্যেক দিবস নিরূপিত হয় তাহার অন্যূন পূর্ব্বে সম্পূর্ণ ১৫ দিবসপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক কাছারী ও আদালতে ইশ্‌তিহার লট্‌কাওনের দ্বারা নিয়ত অন্য এক এত্তেলা দিতে হইবেক। এবং ঐ মিয়াদের মধ্যে কালেক্টর সাহেব যে২ মহালে বাকী পড়িয়াছে এবং প্রত্যেকের উপর যত টাকা বাকী আছে তাহার সম্পূর্ণ বেওরা যত ব্যক্তি জানিতে চাহে তাহারদিগকে নিতান্ত দিবেন ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৩ ধা।

৫। ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া ভূমির ১৮৪২। ৪৩ এবং তৎপর২ সালের বাকী মালগুজারী আদায়কারণ ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৩ ধারানুসারে তাহা নীলাম করিবার নিমিত্ত সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা নীচের লিখিত তারিখ নিরূপণ করিয়াছেন এবং ঐ বোর্ডের দফ্তরহইতে অন্য এত্তেলা না হওনপর্য্যন্ত ঐ২ তারিখ বহাল থাকিবেক।

ছিল্হট জিলাভিন্ন যে জিলা ও মহালে বাঙ্গলা অথবা অমলী সন চলন আছে তাহাতে এই২ তারিখে নীলাম হইবেক।

২৮ জুন।
২৮ সেপ্টেম্বর।
২৮ ডিসেম্বর ও
২৮ মার্চ।

যে২ জিলা ও মহালে ফসলী সন চলন আছে তাহাতে এই২ তারিখে নীলাম হইবেক।

৭ জুন।
২৮ সেপ্টেম্বর।
২৮ ডিসেম্বর এবং
২৮ মার্চ।

যে ক্ষুদ্র২ মহালের জমা ১০০৲ টাকার অনধিক তাহার জমা বুঝিয়া বৎসরের মধ্যে এক কিম্বা দুই বা তিনবার নীলাম হইবেক অর্থাৎ।

যে মহালে বাঙ্গলা ও অমলী সন চলন আছে তাহাতে

১০৲ টাকা ও তাহার কম জমা ধার্য্যহওয়া ভূমি ... ... মার্চ মাসে।
১০৲ টাকার অধিক কিন্তু ৫০৲ টাকার অনধিক জমা ধার্য্যহওয়া ভূমি ... ... } ডিসেম্বর ও মার্চ মাসে।
৫০৲ টাকার অধিক কিন্তু ১০০৲ টাকার অনধিক জমা ধার্য্যহওয়া ভূমি ... ... } ডিসেম্বর ও মার্চ এবং জুন মাসে।

যে মহালে ফসলী সন চলন আছে তাহাতে।

১০৲ টাকা ও তাহার কম জমা ধার্য্যহওয়া ভূমি … … … … জুন মাসে।
১০৲ টাকার অধিক কিন্তু ৫০৲ টাকার অনধিক জমা ধার্য্যহওয়া ভূমি … … … … … … … … … … … … … ডিসেম্বর ও জুন মাসে।
৫০৲ টাকার অধিক কিন্তু ১০০৲ টাকার অনধিক জমা ধার্য্যহওয়া ভূমি … … … … … … … … … … … … ডিসেম্বর ও মার্চ ও জুন মাসে।

জিলা ছিলটের নিমিত্ত নীচের লিখিত তারিখ নিরূপণ হইয়াছে।

২৮ সেপ্টেম্বর।
১৮ জানুআরি এবং
১৮ আপ্রিল।

মন্তব্য কথা। এই এক্টেলা চাটিগাঁর এলাকার মধ্যে অর্থাৎ চাটিগাঁ ও ত্রিপুরা এবং বলুআ জিলার নানা মহালে খাটিবেক না। ঐ২ জিলার মহাল নীলাম করণের নিরূপিত দিবস ঐ এলাকার কমিস্যনর সাহেবের হুকুমক্রমে পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছে। সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ২২ জানুআরির সরকুলর অর্ডর।

৬। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ইস্তমরারী জমা যে২ জিলাতে ধার্য্য হয় নাহি সেই২ জিলায় এবং সুবে বারাণসে ভূমির রাজস্বের বাকীর অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার নিমিত্ত নীলাম করিতে হইলে প্রত্যেক নীলামের বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর বিশেষ অনুমতি পূর্ব্বে প্রাপ্ত না হওয়া গেলে কোন নীলাম হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৪ ধা।

৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যেপ্রকার সন ধরিয়া কোন মহালের বন্দোবস্ত ও কিস্তিবন্দী হইয়াছিল সেই সনের কোন মাসের সমুদয় কিস্তী অথবা কিস্তীর কতক অংশ সে বৎসরের তৎপর মাসের প্রথম তারিখে যদি না দেওয়া যায় তবে ঐ না দেওয়া টাকা রাজস্বের বাকী জ্ঞান হইবেক ইতি। —১৮৪১ সা। ১২ আ। ৫ ধা।

৮। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিত বর্জ্জিত বিষয়ব্যতিরেকে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তসময়ে যে সকল ভূমির মালগুজারী বাকী থাকে তাহা ঐ নিরূপিত দিবসে অথবা পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহার পর দিবস বা দিবসসকলে কালেক্টর সাহেবের অথবা নীলামের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের যে ক্ষমতা আছে সরকারহইতে সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ নীলামে ধরা যাইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকে তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্ত সময়ের পর খাজানার টাকা দেওয়া গেলে অথবা দিবার প্রস্তাব হইলে তাহাতে ঐ নীলামের সময়ে অথবা তাহার পরে নীলামের নিবারণ অথবা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৬ ধা।

৯। ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৬ ধারার বিধির উপলক্ষে সদর বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব আপনার এলাকার কালেক্টর সাহেবদিগকে এমত হুকুম করিবেন যে যে জিলার মধ্যে কোন মহাল থাকে তাহাছাড়া অন্য জিলার খাজানাখানায় যে ব্যক্তিরা আপনারদের খাজানা দেয় তাহারদিগকে ইহা জানান্ যে যে খাজানাখানায় টাকা দাখিল করে তাহার কালেক্টর সাহেবের টীপ অথবা চালান কি রসীদ লইয়া যে জিলার মধ্যে তাহারদের মহাল থাকে তাহার খাজানাখানায় নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবসে কি তাহার পূর্ব্বে দাখিল করে সুদ্ধ বাকী খাজানা ঐ খাজানাখানায় পূর্ব্বোক্ত দিবস বা তাহার পূর্ব্বে দাখিল করিলে এবং আপনারদের জিলার

খাজানাখানায় ঐ খাজানার রসীদ না দেখাইলে তাহারদের জমীদারীর নীলাম রহিত হইবেক না। সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

১০। ১৮৪১ সালের ১২ আইনমতে ভূমি নীলাম করিবার অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের জিজ্ঞাসা করাতে বোর্ডের যে মত গত জুন মাসের ৬ তারিখের ২০৭ নম্বরী সদর বোর্ডের সেক্রেটারীর পত্রে লেখা ছিল সেই পত্রের সম্পর্কে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেব হুকুম করিতেছেন যে সেই বিষয়ে উত্তর কালে নীচের লিখিত বিধানমতে কর্ম্ম করা যায়। সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ২৪ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১১। প্রত্যেক গতিকে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইবার সময় থাকিলে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি না পাইলে অচিহ্নিত কোন ডেপুটী কালেক্টর ভূমি নীলাম করিতে পারিবেন না। যে ডেপুটী কালেক্টরকে ঐ কার্য্যের নিমিত্ত পসন্দ করা গিয়াছে তাঁহার নাম ঐ অনুমতি পাইবার দরখাস্তে লেখা থাকিবেক এবং যদি ঐ জিলার মধ্যে কএক জন ডেপুটী কালেক্টর থাকেন তবে যে কারণে ঐ ব্যক্তিকে পসন্দ করা গিয়াছে তাহা ঐ দরখাস্তে লেখা থাকিবেক। সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ২৪ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১২। যদি আবশ্যক গতিকে কমিস্যনর সাহেব কি অত্যাবশ্যক গতিকে কালেক্টর সাহেব বোধ করেন যে উপরিস্থ কার্য্যকারকেরদের অনুমতি না লইয়া ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৬ ধারানুসারে ভূমি নীলাম করিতে ডেপুটী কালেক্টরকে ক্ষমতা না দিলে নয় তবে গবর্ণমেণ্টে তাহা মঞ্জুর হওনের নিমিত্ত উপযুক্ত কার্য্যকারকের দ্বারা ঐ বিষয়ের রিপোর্ট তৎক্ষণাৎ করিতে হইবেক। সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ২৪ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর কমী বা মাফ হওনের বিষয়ে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা যদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জুর না হইয়া থাকে তবে ঐ দাওয়ার দ্বারা অথবা সরকারের স্থানে বাকীদারের কোন দাওয়ার দ্বারা কিম্বা সরকারের সহিত মোকদ্দমা করণের কোন কারণ বা অনুমানহওয়া কোন কারনের দ্বারা ঐ নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না এবং তৎপ্রযুক্ত এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ হইতে পারিবেক না কিম্বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক না। এবং যাহাতে বাকীপড়া টাকা অথবা তাহার কোন ভাগ প্রচুরমতে পরিশোধ হইতে পারে এমত বাকীদারের টাকা কালেক্টর সাহেবের হাতে আছে এই ওজরে নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না কিম্বা এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ঐ টাকা বিনাবিরোধে কেবল বাকীদারের নামে লেখা থাকে এবং যদি বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিলে পর কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা ঐ মহালের নামে জমা করিতে ত্রুটি করিয়াছিলেন অথবা অপ্রচুর কারণেতে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ হইতে পারে এবং এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম রদ হইতে বা রদ হইবার যোগ্য হইতে পারে ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৭ ধা।

১৪। কিন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে এক এস্তেলানামাতে বাকী টাকার অথবা দাওয়ার প্রকার ও সংখ্যা বিশেষরূপে জিলার চলিত ভাষায় লেখাইয়া নীলামের তারিখঅপেক্ষা সম্পূর্ণ পনের দিনের কম না হয় এত পূর্ব্বে ঐ এস্তেলানামা কালেক্টর সাহেবের কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে কোন

কার্য্যকারকের দ্বারা নীলাম হইবেক তাঁহার কাছারীতে এবং ইশ্‌তিহারহওয়া ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকায় থাকে সেই সাহেবের কাছারীতে ও জিলার সমস্ত প্রধান সদর আমীন এবং সদর আমীন ও মুনসেফদিগের কাছারীতে এবং এস্তেলানামাসম্পর্কীয় জমীদারী বা জমীদারীর অংশ যে পোলীসের এলাকায় থাকে সেই এলাকার পোলীসের থানায় এবং জমীদারীর মালের কাছারীতে কি জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কাইয়া না দেওয়া গেলে নীচের লিখিত প্রকার বাকী বা দাওয়া আদায় করণের কারণ কোন জমীদারী নীলাম হইবেক না। উক্ত যে২ কার্য্যকারকের কাছারীতে ঐ এস্তেলানামা ঘোষণা হয় তাঁহারা একং রসীদ দিয়া ঐ ঘোষণাহওয়া জ্ঞাত করিবেন এবং জমীদারীতে প্রকাশ হওনের প্রমাণ ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত পেয়াদা বা অন্য ব্যক্তি দিবেক। এবং ঐ এস্তেলাতে ইহা জ্ঞাত করা যাইবেক যে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিন সূর্য্যাস্তের পর বাকী বা দাওয়ার টাকা দেওয়া গেলে বা দিবার প্রস্তাব হইলে তাহাতে নীলামের সময়ে বা তাহার পরে নীলামের নিবারণ বা ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৮ ধা।

১৫। উত্তর পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে জানান গিয়াছে যে এক জন জজ সাহেব ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট নীলামের এস্তেলা কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাইয়া তাহা অধীন আদালতে তৎক্ষণাৎ পাঠান্ নাই এবং সেই বিলম্বপ্রযুক্ত বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে যে নীলামের হুকুম ছিল তাহা মৌকুফ হইল অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম করিতেছেন যে উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট নীলামের এস্তেলা অধীন আদালতে পাঠাওন এবং কাছারীতে লট্‌কাওন এবং তাহা প্রাপ্ত হওনের সর্টিফিকট দেওনের বিষয়ে অতিশয় তাকীদ করেন্ এবং কোন প্রকার বিলম্ব হইতে না দেন্। ১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৬। জজ সাহেব আপন অধীন আদালতের বিচারকদিগকে এই সরক্যুলর অর্ডরের বিষয়ে মনোযোগ করাইবেন। ১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৭। ইস্তমরারী জমা ধার্য্য না হওয়া জমীদারীর বাকী অথবা সেইরূপে জমীদারী নীলামের দ্বারা যে বাকী আদায় করিতে হয় তাহা।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

১৮। হালের অথবা তাহার পূর্ব্ব বৎসরের ছাড়া বাকী।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

১৯। যে জমীদারী বিক্রয় হইবেক তাহাছাড়া অন্য জমীদারীর বাকী।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।

২০। আদালতের কার্য্যকারকেরদের হুকুমক্রমে যে মহাল ক্রোক হইয়াছে তাহার বাকী।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ৪ প্র।

২১। তাগাবী বা পুলবন্দীর বিষয়ে পাওনা বাকী টাকা অথবা অন্য যে কোন দাওয়া ভূমির রাজস্বের বিষয়ে না হইয়া ভূমির রাজস্বের বাকী আদায় করণের নিয়মানুসারে আদায় হইতে পারে তাহা।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ৫ প্র।

২২। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কোন সময়ে বাকীপড়া জমীদারীর মালিকব্যতিরিক্ত

অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে ঐ জমীদারীর বিষয়ে পাওনা মালগুজারীর বাকী টাকা কালেক্টর সাহেব আমানৎস্বরূপ লইতে পারেন্ এবং যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ জমীদারীর মালিক ঐ বাকী টাকা পরিশোধ না করিয়া থাকে তবে ঐ আমানতী টাকা সূর্য্যাস্তসময়ে ঐ জমীদারীর হিসাবে জমা করিবেন। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারীর হিসাবে জমা করা যায় সেই ব্যক্তি যদি ঐ জমীদারী কি তাহার কোন অংশের দখল পাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতথাকা কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদী হয় তবে যে জিলার মধ্যে ঐ জমীদারী থাকে তাহার জজ সাহেব আপেলাণ্ট ও আসামীর স্থানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া ঐ জমীদারী কিছু কালের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে দখল দেওয়াইতে হুকুম করিতে পারেন্। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা করা গিয়া থাকে সে ব্যক্তি যদ্যপি কোন ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে এমত প্রমাণ দিতে পারে যে ঐ জমীদারীতে আমার যে সম্পর্ক তাহা নীলামের দ্বারা বিঘ্ন বা ক্ষতি হইতে পারিত অতএব তাহা বজায় রাখিবার নিমিত্ত আমি টাকা আমানৎ করিয়াছি তবে সে ঐ আমানতী টাকা সুদসমেত ঐ জমীদারীর মালিকের স্থানে আদায় করিতে পারিবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৯ ধা।

২৩। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের তাবে জমীদারী থাকনসময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ জমীদারী নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী এক কিং ততোধিক নাবালকমাত্রেরি সম্পত্তি হয় এবং উত্তরাধিকারিত্বক্রমে তাহারি বা তাহারদেরি অর্শিয়াছে এবং তাহার বিষয় কোর্ট ওয়ার্ডসের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত করা গিয়াছিল কিন্তু ১৮২২ সালের ৬ আইনক্রমে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা তাহার তত্ত্বাবধারণের ভার লন্ নাহি ঐ জমীদারী তাহার বা তাহারদের উত্তরাধিকারিত্বক্রমে হওনের পর তাহাতে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ এক কি ততোধিক নাবালক কি তাহারদের কোন এক জন সম্পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক না হওয়াপর্য্যন্ত বিক্রয় হইবেক না। এবং রাজস্বের কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুমব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে যে কোন জমীদারী ক্রোক করেন্ তাহা ক্রোক থাকনসময়ে বাকীপড়া মালগুজারীর নিমিত্তে নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী আদালতের হুকুমক্রমে রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হইয়া থাকে তাহাতে ক্রোক থাকনসময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত যে বৎসরে ঐ বাকী পড়িল সেই বৎসরের শেষ না হইলে ঐ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ১০ ধা।

২৪। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন্। এবং সেই প্রকারে জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব কালেক্টর সাহেবকে প্রত্যেক গতিকে বিশেষ আজ্ঞা দিয়া ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন্। এবং কোন জমীদারীর বিষয়ে ক্ষমার হুকুম প্রাপ্ত হওনের পর সেই জমীদারী নীলাম হইলে তাহা সিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এইরূপ ক্ষমা করণের কারণ কালেক্টর সাহেব অথবা কমিস্যনর সাহেব রীতিমত এক

রুবকারীতে লিখিবেন। কিন্তু যদ্যপি নীলাম ক্ষমা করণের ঐ হুকুম কালেক্টর সাহেবের নিকটে পঁহুছনের পুর্ব্বে নীলাম হইয়া গিয়া থাকে তবে কমিস্যনর সাহেব নীলাম ক্ষমার যে হুকুম পাঠাইয়াছিলেন তাহার দ্বারা ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ১১ ধা।

২৫। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেবের অথবা সরকারহইতে নীলাম করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা জিলার সদর মোকামে ভূমির রাজস্বের কাছারীতে নীলাম সামান্যতঃ হইবেক কিন্তু যখন ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তির পক্ষে উপকারক বোধ হয় তখন সদর বোর্ডের সাহেবেরা ঐ কাছারীভিন্ন অন্য কোন স্থানে নীলাম করণের হুকুম দিতে পারেন্ ইতি। ১৮৪১ সা। ১২ আ। ১২ ধা।

২৬। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্তমতে নীলামের নিরূপিত দিন উপস্থিত হইলে যদ্যপি কালেক্টর সাহেব কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক পীড়া কি পর্ব্ব অথবা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত নীলাম আরম্ভ করিতে না পারেন্ কিম্বা আরম্ভ করিয়া যদ্যপি কোন কারণপ্রযুক্ত তাহা শেষ করিতে না পারেন্ তবে তাহার পর দিবস রবিবার না হইলে অথবা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন না হইলে পর দিনপর্য্যন্ত ঐ নীলাম বিলম্ব করিতে পারেন্। এবং ঐরূপ বিলম্ব করণের কারণ রুবকারীতে লিখিয়া তাহার নকল রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবের সমীপে পাঠাইবেন ও ঐ বিলম্ব করণের সমাচার ইশ্‌তিহারনামাতে লেখাইয়া আপন কাছারীতে লট্‌কাইয়া সকলকে জানাইবেন। এবং এইরূপে যেপর্য্যন্ত ঐ নীলাম আরম্ভ করিতে অথবা তাহা শেষ করিতে না পারেন্ সেইপর্য্যন্ত দিনদিন এপ্রকার কর্ম্ম করিবেন কিন্তু যদি এরূপে নীলামের বিলম্ব না হয় ও তাহা রুবকারীতে না লেখা যায় এবং তাহার সম্বাদ না দেওয়া যায় তবে নীলামের উক্তমত নিরূপিত দিবসেই প্রত্যেক নীলাম নিয়ত হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ১৩ ধা।

২৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩ ধারার নীলামের নিরূপিত দিনে নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশ্চয়হওয়া যে জমীদারী ঐ জিলার তৌজীতে অথবা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিষ্টরের শেষ নম্বরে থাকে তাহা নীলামে প্রথম ধরা যাইবেক এবং ঐমতে একাদিক্রমে নীলাম হইবেক। এবং ঐ নম্বর অর্থাৎ সংখ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী নীলামে ধরিয়া দিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন্ কার্য্যকারকের ক্ষমতা নাহি ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ১৪ ধা।

২৮। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্তমতে জমীদারী নীলাম হইলে যে ব্যক্তি ঐ জমীদারীর খরীদার নির্দ্ধারিত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অথবা নীলাম শেষ হওনের পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘ্র আবশ্যক বোধ করেন্ তাহার মধ্যে আপন ডাকের সংখ্যার চতুর্থাংশ টাকা নগদ কি বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট অথবা ঐ ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিম্বা দাঁড়ামত দস্তখৎকরা কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়নাস্বরূপ দিবেক এবং ঐ বায়নার টাকা না দিলে ঐ জমীদারী তৎক্ষণাৎ নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ১৫ ধা।

২৯। সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুমক্রমে কমিস্যনর সাহেবকে আদেশ হইল যে তিনি আপন এলাকার কালেক্‌টর এবং স্বাধীন ডেপুটী কালেক্‌টর সাহেবদিগকে ইহা জানান্ যে ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ১৫ ধারানুসারে তাঁহারা কোন প্রোমিসরি নোট আমানৎ-স্বরূপ লইলে তাহার এইমত মুল্য ধরিতে হইবেক যে তাহা বিক্রয় হইলে যত টাকার নিমিত্ত আমানৎ হইয়াছিল তত্তুল্য টাকা পাওয়া যাইতে পারে।* কালেক্‌টর সাহেবেরা অবশ্যই অবগত আছেন্ যে আইনমতে গবর্ণমেণ্টের কোন প্রোমিসরি নোট কোন ভূমির মুল্য টাকা অথবা অন্য কোন সরকারী দাওয়া পরিশোধ করণের নিমিত্তে লওয়া যাইতে পারে না কিন্তু যে টাকা পরিশোধ করিতে হইবেক সেই টাকা উপযুক্ত সময়ে দেশের চলিত মুদ্রাতে দেওনের বিষয়ে ঐ নোট কেবল আমানৎস্বরূপ লওয়া যাইবেক। ১৮৪২ সালের ২৭ আপ্রিলের সদর বোর্ড রেবিনিউর সরক্যুলর অর্ডর।

৩০। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ক্রেতা যে দিবসে জমীদারী খরীদ করে সেই দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহার মূল্যের সমুদয় টাকা ঐ খরীদারের দিতে হইবেক। এবং যে দিবসে নীলাম হইয়া থাকে তাহা ঐ ত্রিংশত্তম দিনের এক দিন গণ্য হইবেক। যদি ঐ ত্রিংশত্তম দিবস রবিবার বা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন হয় তবে ত্রিংশত্তম দিবসের পর যে প্রথম দিবসে কাছারীতে কার্য্য হয় সেই দিবসে সমুদয় টাকা দিতে হইবেক। এবং যদি পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত দিবসে টাকা দিতে ত্রুটি করে তবে সেই সময়ে এবং তৎপরে যতবার ত্রুটি হয় ততবার বায়নার টাকা সরকারে দণ্ডস্বরূপ লওয়া যাইবেক এবং ঐ জমীদারী পুনর্ব্বার নীলাম হইবেক এবং ত্রুটিকারি ক্রেতার ঐ জমীদারীর উপর অথবা পশ্চাৎ তাহা যত টাকায় বিক্রয় হয় তাহার কোন অংশের উপর কোন দাওয়া থাকিবেক না। এবং যে নীলাম শেষে সিদ্ধ হয় তাহাতে যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত ত্রুটিকারি ডাকনিয়া যে মূল্যে ডাকিয়াছিল তাহাহইতে কম মূল্য হয় তবে যত কম হয় তাহা সরকারী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্ত যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কোন এক হুকুমমতে তাহার স্থানে আদায় হইবেক এবং ঐ টাকা সেইরূপে আদায় হইয়া বিক্রয়হওয়া জমীদারীর বাকীদার মালিকের নামে জমা হইবেক এবং যদি এক বারের অধিক খরীদের টাকা দেওনে ত্রুটি হয় তবে ত্রুটিকারি ডাকনিয়ারা প্রত্যেক জন যত ডাকিয়াছিল তাহার সংখ্যাপর্য্যন্ত ঐ কমী টাকার বিষয়ে তাহারা সাধারণের এবং একে২ দায়ী হইবেক কিন্তু এইরূপ যতবার পুনর্নীলাম হয় তাহা এই আইনের ৮ ধারার নির্দ্ধারিত এস্তেলা ও নিয়মানুসারে করা যাইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ১৬ ধা।

৩১। বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট গত মাসের ৫ তারিখে যে পত্র লিখিলেন তাহাতে এই বিধান করিলেন যে ১৮৪১ সালের ১২ আইনানুসারে কোন মহাল নীলাম হইলে পর যদি খরীদার ঐ আইনের ১৬ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে খরীদের টাকা দাখিল করিতে ত্রুটি করে তবে কালেক্‌টর সাহেবের উচিত যে ঐ মহাল পুনর্ব্বার নীলাম করেন্। এবং পুনর্ব্বার এইরূপ নীলাম না হইবার নিমিত্তে তিনি বাকীদার ভূম্যধিকারির স্থানে বাকী মালগুজারী লইতে পারেন্ না। পুনর্ব্বার নীলামের এস্তেলা ঐ আইনের ৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে দিতে হইবেক কিন্তু

---

* ফিনান্সিয়াল ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ১৮৪২ সালের ২৩ মার্চ তারিখের হুকুম।

বাকী মালগুজারী দেওনের বিষয়ের কোন কথা তাহার মধ্যে লেখা থাকিবেক না। ১৮৪২ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের সদর বোর্ড রেবিনিউর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩২। সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে কমিস্যনর সাহেব আপন এলাকার প্রত্যেক কালেক্টর সাহেবের নিকটে এই পত্রের এক নকল তাঁহারদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে পাঠান্। সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৩। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে কোন জমীদারী বিক্রয় হইলে কালেক্টর সাহেব অথবা উক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারক আপন কাছারীতে এবং তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে যে মুনসেফ ও পোলীসের দারোগার এলাকা বা এলাকাসকলের মধ্যে ঐ জমীদারীর কোন অংশ থাকে তাঁহারদের কাছারীতে এবং ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ জিলার চলিত ভাষায় লেখা এক ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কাইয়া দেওয়াইবেন। ঐ ইশ্‌তিহারনামাতে ঐ জমীদারীর রাইয়ত ও পাট্টাদার প্রজাদিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে ইশ্‌তিহারের লিখিত তারিখঅবধি এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত ২১ ধারার নিরূপিত ইশ্‌তিহারের তারিখপর্য্যন্ত যে খাজানা দেনা হয় তাহারা তাহা না দেয় এবং ঐ দুই তারিখের মধ্যে তাহারা যত খাজানা দেয় তাহা জমীদারীর ক্রেতার হিসাবে তাহারদের নামে জমা হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ১৭ ধা।

৩৪। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন নীলাম হয় তাহার উপর আপীল যদি রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে ১৬ ধারার অনুসারে হিসাব করিয়া নীলামের তারিখঅবধি পঞ্চদশ দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে করা যায় অথবা যদ্যপি কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরণ হওনের নিমিত্ত নীলামের দিবসের পর দশম দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব ঐ আপীল লইতে পারেন্ নতুবা লইতে পারেন্ না এবং এইরূপে আপীল হইলে যদি কমিস্যনর সাহেব বোধ করেন্ যে এই আইনানুসারে হওয়া কোন জমীদারীর নীলাম এই আইনের বিধিমতে নির্ব্বাহ হয় নাহি তবে সেই নীলাম রদ করিতে পারেন্ এবং যদি ভূম্যধিকারির ত্রুটিপ্রযুক্ত নীলাম হইয়া থাকে তবে খরীদারের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তাহার উপযুক্ত টাকা দিতে ভূম্যধিকারিকে হুকুম দিবেন। ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে যে আমানতী টাকা কিম্বা খরীদের অবশিষ্ট টাকা যত কাল গচ্ছিত ছিল তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সুদঅপেক্ষা অধিক হইবেক না। এবং এইমত গতিকে কমিস্যনর সাহেবের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ১৮ ধা।

৩৫। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি এইমত বোধ করেন্ যে নীলাম করণেতে অতিকঠিন ব্যবহার বা অন্যায় হইয়াছে তবে আপীলের চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া স্থগিত রাখিতে পারেন্ এবং সেই বিষয় সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে জানাইতে পারেন্ এবং তাঁহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে তথাকার গবর্ণমেণ্টকে নীলাম অন্যথা করিতে পরামর্শ দিতে পারেন্ এবং তথাকার গবর্ণমেণ্ট এমত গতিকে ঐ নীলাম রহিত করিতে এবং যে নিয়ম তাঁহার যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেই নিয়মে ঐ

জমীদারী মালিককে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারেন্‌ ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ১৯ধা।

৩৬। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল নীলামের খরীদের টাকা এই আইনের ১৬ ধারার নিরূপিতমতে দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর আপীলের কোন প্রস্তাব হয় নাই সেই সকল নীলাম নীলামের দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক। ঐ নীলামের দিবস ত্রিংশত্তম দিবসের প্রথম দিবস গণ্য হইবেক। এবং যে নীলামের উপর আপীল হইয়াছে এবং ঐ আপীল কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা ডিসমিস হইয়াছে যদি নীলামের দিবসের পর ত্রিশ দিবসের অধিক হইলে তাহা ডিসমিস হয় তবে ঐ ডিসমিসের তারিখঅবধি তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং যদি ত্রিশ দিবসের কমে ডিসমিস হয় তবে পূর্ব্বোক্তমতে ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ২০ ধা।

৩৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম চূড়ান্ত এবং সিদ্ধ হইবামাত্র কালেক্টর সাহেব অথবা কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন কার্য্যকারক নীচের লিখিত পাঠানুসারে ক্রেতাকে অধিকারের সর্টিফিকট অর্থাৎ নিদর্শনপত্র দিবেন।

আমি অমুক জ্ঞাপন করি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪১ সালের ১২ আইনক্রমে অমুক মহাল নীলামে খরীদ করিয়াছে এবং তাহার খরীদ অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি অর্থাৎ নীলামের দিবস এবং তাহার পরঅবধি আমলে আসিবেক।

অমুক কালেক্টর।

এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখঅবধি নিদর্শনপত্রের লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের বিক্রয়হওয়া জমীদারীতে অধিকার হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ সকল আদালতে উক্ত নিদর্শনপত্র জ্ঞান হইবেক। এবং কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারী খারিজ দাখিল হওনের কার্য্য এক লিখিত ইশ্‌তিহারের দ্বারা আপনার কাছারীতে এবং যে মুনসেফ ও দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয়হওয়া জমীদারীর কোন ভাগ থাকে তাঁহারদের কাছারীতে এবং জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে প্রকাশ করিবেন। এবং নীলামের দিবসে যে সকল টাকা বাকী ছিল তাহা খরীদের টাকা লইয়া পরিশোধ করিবেন অথবা যদি পুনর্নীলামের দ্বারা ঐ নীলাম শেষে সম্পন্ন হয় তবে প্রথম নীলামের দিবসে যে টাকা বাকী ছিল তাহা পরিশোধ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ জিলার সরকারী হিসাবে ঐ মহালের নামে যে সকল পাওনা লেখা থাকে তাহা পরিশোধ করিবেন। যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা বিক্রীত জমীদারীর রেজিষ্টরীহওয়া সাবেক মালিকের কি মালিকেরদের নামে আমানৎ রাখিবেন ও তাহারা দাওয়া করিলে তাহারদের রসীদদৃষ্টে নীচের লিখিতমতে ঐ টাকা দিবেন অর্থাৎ যদ্যপি বিক্রীত জমীদারীর অংশ ভিন্ন২ লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ লিখিত অংশমতে তাহারদিগকে টাকা দিবেন কিন্তু যদ্যপি তাহার প্রত্যেক অংশ ভিন্নরূপে না লেখা গিয়া থাকে তবে তাহারদের সকলের দস্তখৎকরা একি রসীদদৃষ্টে মোট টাকা সমস্ত ভূম্যধিকারিকে দিবেন। কিন্তু সরকারের সমস্ত বাকী এবং পাওনা পরি-

শোধ করণের পর যদ্যপি খরীদের টাকার অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বিক্রয়-হওয়া মহালের মালিককে অথবা তাহার প্রতিনিধিকে দেওনের পুর্ব্বে মহাজনেরা অথবা কোন এক মহাজন ঐ মালিকের স্থানে আপনার পাওনা আছে বলিয়া তাহার দাওয়া করে তবে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ আদালতের হুকুমভিন্ন এবং ঐ কর্জের বিষয়ে আদালতের ডিক্রী জারী করণভিন্ন ঐ অবশিষ্ট টাকা ঐ দাওয়াদারকে দেওয়া যাইবেক না এবং ক্রোক করণপুর্ব্বক তাহা ঐ ভূম্যধিকারিকে দিতে আটক হইবেক না। এবং যদ্যপি ঐ খরীদের অবশিষ্ট টাকা উক্ত কোন গতিকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে ভূম্যধিকারির যথার্থ দেনা পরিশোধের কারণ দেওয়া গিয়া থাকে এবং যদি তাহার পর ঐ নীলাম অন্যথা করণের ডিক্রী হয় তবে এইরূপ দেওয়া টাকা ভূম্যধিকারী যেপর্য্যন্ত সুদসমেত ফিরিয়া না দেয় সেইপর্য্যন্ত সে আপনার ঐ ভূমির দখল পাইবেক না ইতি।—১৮৪২ সা। ১২ আ। ২১ ধা।

৩৮। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত মত সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারকে বেদখল করিবার নিমিত্ত যদি এই বাবতে নালিশ করা যায় যে ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত জমীদারী খরীদ হইয়াছিল কিন্তু আপোসের দ্বারা ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামে দেওয়া গিয়াছিল তবে খরচাসমতে নালিশ ডিসমিস হইবেক ইতি।—১৮৪২ সা। ১২ আ। ২২ ধা।

৩৯। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি নীলাম অসিদ্ধ করেন্ তবে এই আইনের ২১ ধারায় যেরূপ নীলাম সিদ্ধ ও চূড়ান্ত হওনের সংবাদ দিতে হুকুম আছে সেইরূপ কালেক্টর সাহেব কি উপরের উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক অসিদ্ধ হওনের সংবাদ সর্ব্বত্র দিবেন। এবং খরীদার যে বায়নার টাকা দাখিল করিয়াছিল ও খরীদের যে অবশিষ্ট টাকা দিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং ঐ টাকা দাখিল করণের তারিখঅবধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে তাহাকে সুদ দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৩ ধা।

৪০। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলামহওয়া জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ্ করিয়া মালিকের সর্টিফিকট পাইয়াছে সে ব্যক্তি নীলামের দিনের পর সরকারী মালগুজারীর যে সকল কিস্তী দেয় হয় তাহার দায়ী হইবেক কিম্বা যদ্যপি পুনর্নীলাম হয় তবে প্রথম নীলামের দিবসের পরঅবধি মালগুজারীর যত কিস্তী দেয় হয় তাহার দায়ী খরীদার হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৪ ধা।

৪১। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর মালগুজারীর বাকীর নিমিত্ত অথবা অন্য যে কোন দাওয়া তাহার ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহার নিমিত্ত যে নীলাম হয় তাহা কেবল এই হেতুতে কোন আদালতে অন্যথা হইতে পারে যে এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ নীলাম হইয়াছিল। এবং যদি ঐ বিরুদ্ধ কর্ম্ম এই আইনের ১৮ ধারাক্রমে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা আপীলেতে বিশেষরূপে লেখা ও নির্দ্দিষ্ট না হইয়াছিল এবং এই আইনের ২০ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের তারিখঅবধি এক বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত

না হয় তবে কোন দেওয়ানী আদালত নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারেন্ না। এবং কোন ব্যক্তি খরীদের টাকাহইতে কিছু টাকা গ্রহণ করিলে পর নীলাম বেআইনী হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিতে পারিবেক না। এবং আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে এই আইনক্রমে হওয়া নীলামঘটিত কোন কার্য্যে বা ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে যে ব্যক্তির কার্য্যেতে অথবা ত্রুটিতে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করে সেই ব্যক্তির নামে ক্ষতিপূরণের দাওয়ায় নালিশ করণের দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিতে নিষেধ হইল ইতি। —১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৫ ধা।

৪২। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীক্রমে অসিদ্ধ হইলে খরীদের টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে সুদ খরীদারকে সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৬ ধা।

৪৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং বারাণসের ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া জিলার কোন জমীদারীতে মালগুজারী বাকী পড়িলে ঐ বাকী আদায়ের নিমিত্ত এই আইনক্রমে বিক্রয়হওয়া ঐ জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করে সে ব্যক্তি বন্দোবস্তের সময়ের পর ঐ জমীদারীতে যে সকল দায় সংযোগ করা গিয়া থাকে সে সকল রহিত হইয়া জমীদারী পাইবেক এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা দিলে পর আপন ইচ্ছাক্রমে নীচের লিখিত বর্জিত বিষয়ব্যতিরেকে ঐ জমীদারীর সমস্ত পাট্টাদার প্রজাদিগের খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারে এবং সমস্ত রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারে এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে কিছু থাকিলেও প্রতিবন্ধক হইবেক না।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৭ ধা।

৪৪। ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হওনের ১২ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যে ভূমি ইস্তমরারী কি মোকররী পাট্টাক্রমে নির্দ্ধারিত খাজানাতে দেওয়া গিয়াছিল তাহা।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৭ ধা। ১ প্র।

৪৫। দশসনী বন্দোবস্তের সময়ের বর্ত্তমান যে পাট্টার বিষয়ে এমত প্রমাণ দেওয়া যায় নাহি অথবা দেওয়া যাইতে পারে না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতুপ্রযুক্ত বেশী খাজানার যোগ্য সে পাট্টা।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৭ ধা। ২ প্র।

৪৬। যে২ খোদকস্তা অথবা কদিমী রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজানায় অথবা চলিত আইনের নিশ্চিত বিধানানুসারে যে খাজানা নিরূপণ হইতে পারে এইমত খাজানায় ভোগদখল করণের অধিকার আছে তাহারদের ভূমি। —১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৭ ধা। ৩ প্র।

৪৭। যে২ ভূমি বসতবাটী বা কারখানা নির্ম্মাণের নিমিত্ত অথবা ধাতু-কয়লাপ্রভৃতির আকরের নিমিত্ত কিম্বা বাগান কি পুষ্করিণী অথবা খোদা খাল কি ঈশ্বরের আরাধনার স্থান কি গোরস্থানের নিমিত্ত কি জঙ্গল কাটিবার নিমিত্ত বা অন্য২ সেইরূপ উপকারক কার্য্যের নিমিত্ত প্রকৃতার্থে মিয়াদী বা চির কালের পাট্টাক্রমে উপযুক্ত খাজানায় দেওয়া গিয়া পাট্টার নির্দ্দিষ্ট

কার্য্যে এইপর্য্যন্ত আসিতেছে সেইং ভূমি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৭ ধা। ৪ প্র।

৪৮। ভূমির সাবেক মালিক নির্দ্দিষ্ট ভূমির যে ইজারা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় ২০ বৎসরের অনধিক মিয়াদে লিখিত পাট্টাক্রমে দিয়াছিলেন এবং তাহার তারিখের পর এক মাসের মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী হইয়াছিল সেই ইজারা। কিন্তু সেই সময় প্রত্যেক গতিকে ইজারদারেরা কালেক্টর সাহেবকে এক লিখিত এত্তেলা দিবেন এবং তাহাতে ঐ ভূমি যে স্থানে আছে তাহা ও তাহার খাজানা ও তাহার পরিমাণ ও পাট্টার নিয়ম ও ইজারদারের-দের নাম লেখা থাকিবেক এবং যদ্যপি কালেক্টর সাহেবের এমত বোধ হয় যে ঐ ইজারাতে সরকারী রাজস্বের নিতান্ত ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তবে তিনি তাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন্ এবং কালেক্টর সাহেব ইজারদারের স্থানে সেইরূপ এত্তেলা পাওনের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে কমিস্যনর সাহেবের সম্মতিক্রমে আপনার কাছারীতে এক ইশ্‌তিহার লট্‌কাইয়া যে ইজারার বিষয়ে আপনার আপত্তি জানান্ সেই ইজারা এই প্রকরণের দ্বারা বর্জ্জিত হইবেক না। কিন্তু এইরূপ সকল ইজারা লিখিত ও রীতিমত রেজিষ্টরী-হওয়া পাট্টাক্রমে দেওয়া গেলেও এবং পূর্ব্বোক্তমতে তাহার বিষয়ে এত্তেলা দেওয়া গেলেও যদ্যপি তাহা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া যায় নাহি তবে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে কোন জমীদারীর খরীদার আদা-লতে নালিশ করিয়া তাহা অন্যথা করিতে পারে ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৭ ধা। ৫ প্র।

৪৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ২৭ ধারার লিখিত জিলাভিন্ন অন্য কোন জিলায় যে জমীদারীর মালগুজারী বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে এই আইনক্রমে সেই জমীদারী বিক্রয় হইলে তাহার খরীদার বন্দো-বস্তের সময়ের পর যে সকল দায় তাহাতে সংযোগ হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া সেই জমীদারী পাইবেক এবং প্রথমতঃ যে ব্যক্তি বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার স্থলাভিষিক্ত বা লিখনাদির দ্বারা তৎস্বত্বপ্রাপ্ত বাকীদার কিম্বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোক যেং নির্শদনপত্রাদি দিয়াছে তাহা এবং শেষ বন্দোবস্তের পরে সেই প্রথম বন্দোবস্তকারী কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত লোক প্রজাইত্যাদির-দিগকে যেং পাট্টা দিয়া থাকে কিম্বা বহাল রাখিয়া থাকে তাহা এবং প্রথম বন্দোবস্তকারী আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যেং পাট্টাইত্যাদি রদ কি মতান্তর করিতে অথবা পুনর্নূতন করিয়া দিতে পারিত তাহা ঐ খরীদার রহিত ও রদ করিতে পারিবেক। কিন্তু বসতবাটী এবং তৎসম্পর্কীয় কার্য্যার্থে অন্য গৃহ কিম্বা বাগান অথবা পুষ্করিণী কি খোদা খাল কিম্বা জলের নালা-ইত্যাদির নিমিত্তে ভূমির যেং পাট্টা হইয়া থাকে যাবৎকাল ঐ ভূমি ঐং কার্য্যে আইসে ও তাহার নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া যায় তাবৎ কাল কখন সেইং পাট্টা রদ করিতে পারিবেক না। কিন্তু এই আইনের তাৎপর্য্য এমত নহে যে যাহারা ভূমি নীলামে খরীদ করে তাহারা যে পাট্টাদারের পাট্টা বা বন্দোবস্ত উক্তমতে রহিত হয় সেই পাট্টাদার রাইয়তের স্থানে পূর্ব্বের মাল-গুজার যে খাজানা লইতে পারিত তাহারদের স্থানে তাহার বেশী লইতে পারে কিন্তু যদি ইহা বোধ হয় যে বিশেষ অনুগ্রহপ্রযুক্ত কিম্বা কোন লাভইত্যাদি-প্রযুক্ত পূর্ব্বের মালগুজারেরা পূর্ব্বের নিরূপিত জমার কিছু কমী দেওয়াতে

পাট্টাদার প্রজারা ওয়াজীবী জমাহইতে কম জমার পাট্টার অনুসারে ভূমি ভোগ করে কিম্বা এমত প্রমাণ হয় যে ঐ ভূমি যে পরগনার কিম্বা মৌজার কি ভূমির অন্য কিসমতের মধ্যগত হয় তথাকার যে দস্তুর থাকে তদনুসারে সেই পাট্টাদার প্রজাদিগের স্থানে সরকারের আইনের অনিষিদ্ধ কিছু বেশী কিম্বা আর কিছু তলব করা যাইতে পারে তবে বেশী জমা লইতে পারিবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৮ ধা।

৫০। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যখন উপযুক্ত বুঝেন্ মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ ভূমির তৎকালের অধিকারী কিম্বা তাহার পিতৃপিতামহইত্যাদিরা অথবা তাহার পুর্ব্ববর্ত্তি লোকেরা সেই ভূমিসম্পর্কীয় যে২ পাট্টা কিম্বা হস্তান্তর করণের পত্র দিয়া থাকে কিম্বা ঐ ভূমিতে আর যে কোন দায় সংযোগ করিয়া থাকে সে সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা বহাল রাখিয়া নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন্ যদি ইহা হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমিতে যে২ নিয়ম বহাল রাখনের হুকুম করেন্ সেই ভূমির লাট নীলাম করণের সময়ে কালেক্টর সাহেব সেই২ নিয়মের কথা সকল লোককে জানাইবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমির বিষয়ে আর যে২ হুকুম করেন্ তাহাও প্রচার করাইবেন কিন্তু এই প্রকার নিয়মযুক্ত ভূমি নীলাম করণেতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি নীলামের তারিখপর্য্যন্ত ঐ ভূমির উপর মালগুজারীর যত টাকা বাকী হয় তাহার কম হয় কিম্বা সেই ভূমিতে ঐ২ নিয়মযুক্ত থাকিলে উত্তর কালে তাহার রাজস্ব পাওনের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক এমত বোধ হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ নিয়মযুক্ত ভূমির নীলাম এই আইনের ২০ ধারার নিরূপিত প্রকারে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ নীলাম রদ করিতে এবং এই আইনের ২৭ ধারার ১। ২। ৩। ৪। ৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জিত বিষয়ের নিয়মব্যতিরিক্ত অন্য সকল নিয়ম ছাড়াইয়া পুনর্ব্বার নীলাম করিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পরে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত নীলামকরা ভূমি মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে পুনর্ব্বার নীলাম করণের প্রয়োজন হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা হুকুম দিতে পারেন্ যে এই আইনের ২৭ ধারার ১। ২। ৩। ৪। ৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জিত বিষয়ব্যতিরেকে অন্য২ নিয়ম বর্জ্জিত করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত করিয়া সেই মহাল নীলাম করা যায়। এই দুই কল্পের প্রথম কল্প হইলে ঐ নিয়ম বর্জ্জিত নীলামেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা যদি নিয়মযুক্ত নীলামেতে পাওয়া মূল্যের টাকাহইতে অনেক অধিক হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ অধিক টাকার কোন অংশ কিম্বা তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের উপস্বত্ব বহাল রাখা গিয়াও দ্বিতীয় নীলামেতে রহিত হইল সেই লোকেরদিগকে দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন্ ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৯ ধা।

৫১। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে জমীদারী বাঁটওয়ারা হইতেছে তাহার যে অংশিরা ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ এবং ৩৪ ধারাক্রমে আপনারদের অংশ নীলামহইতে রক্ষা করিয়াছে এমত অংশিভিন্ন যদি কোন রেজিষ্টরীহওয়া বা রেজিষ্টরী না হওয়া ভূম্যধিকারী অথবা শরীক যে জমীদারীর মালিক অথবা শরীক হন্ তাহা আপন নামে অথবা বি-

নামে খরীদ করেন্ অথবা এই আইনক্রমে বাকীর নিমিত্ত ঐ জমীদারী নীলাম হওনের পর পুনর্ব্বার খরীদের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে তাহার পুনর্ব্বার দখল পান্ সেই ভূম্যধিকারী এবং জমীদারীর উপর যে বাকী পড়িয়াছে বা যে দাওয়া হইয়াছে তাহাছাড়া অন্য বাকী অথবা দাওয়ার নিমিত্ত সেই জমীদারী নীলাম হইলে তাহার খরীদার ঐ খরীদের দ্বারা নীলামের সময়ে জমীদারীর উপর যে সকল দায় সংযোগ হইয়াছিল সেই দায়সমেত তাহা পাইবেন এবং নীলামের সময়ে রাইয়ত এবং পাট্টাদার প্রজাদিগের উপর উক্ত জমীদারীর সাবেক মালিকের যে স্বত্ব ছিল না তিনি এমত স্বত্ব পাইবেন না ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৩০ ধা।

৫২। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীলামের তারিখে আপন রাইয়তের স্থানে বাকীদারের যে বাকী খাজানা পাওনা থাকে তাহা নীলামের পূর্ব্বে যে কোন রীতিক্রমে আদায় করিয়া থাকেন্ সেই রীতিক্রমে নীলামের পর তিনি আদায় করিতে পারিবেন্ কেবল ক্রোক করিতে পারেন্ না ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৩১ ধা।

৫৩। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন কালেক্টর সাহেব অথবা নীলামের বিষয় কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক খোলা কাছারীতে অথবা যে দফ্তরে কোন সময়ে কার্য্য করেন্ তাহাতে আপনার সাক্ষাৎ করা কোন অবজ্ঞার ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিকপর্য্যন্ত জরীমানা করিতে পারেন্ এবং যদি তাহা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্ত্তে এক মাসের অনধিক কাল দেওয়ানী জেলখানায় অপরাধিকে কয়েদ করিতে পারেন এবং পূর্ব্বোক্তমতে কালেক্টর সাহেব যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠান্ তিনি ঐ দণ্ডের হুকুম জারী করিবেন। কিন্তু এই ধারাক্রমে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের সমীপে হইতে পারে এবং তাঁহার করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৩২ ধা।

৫৪। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৫ ধারায় যে বায়না করণের দ্বারা ডাক সিদ্ধ করিতে হয় সেই বায়না না দেওয়া আদালতের অবজ্ঞা গণ্য হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৩৩ ধা।

৫৫। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের উভয় রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণসের যে দেশ এক্ষণে সাধারণ আইনের অধীন আছে এবং দত্ত ও জয়করা যে দেশ সেইরূপে সাধারণ আইনের অধীন আছে কেবল সেই২ দেশে এই আইনের কার্য্য হইবেক এবং এই আইনের লিখিত কোন বিধি শহর কলিকাতা অথবা সিংহপুর বা পিনাঙ্গ কি মলাকার বসতির ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৩৪ ধা।

৫৬। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪২ সালের ১ জানুআরি তারিখে এবং তাহার পর এই আইনের কার্য্য আরম্ভ হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ৩৫ ধা।

৫৭। সদর দেওয়ানী আদালতের পরামর্শানুসারে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কমিস্যনর সাহেবকে হুকুম দিতেছেন যে তিনি আপনার এলাকার কালেক্টর সাহেবদিগকে জানান্ যে জমীদারী নীলামবিষয়ক নূতন আইন কেবল সরকারের বাকী মালগুজারীর বিষয়ে

অথবা সরকারের অন্য যে কোন দাওয়া বাকী মালগুজারীর ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহার বিষয়ে খাটে (১৮২২ সালের ১১ আইনও কেবল সেই২ বিষয়ে খাটিত) এবং ১৭৯৩ সালের ৪৫* আইনে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ ভূমির নীলাম করণের বিষয়ে চলন আছে। সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ২৭ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।

ক্রোক করণের বিষয়ি বিধান।

১ ধারা।

ক্রোকহওয়া সম্পত্তির নীলাম করণের ক্ষমতা।

১। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর ১ মে তারিখঅবধি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের মধ্যের যে আইনের বা আইনের কোন অংশের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বা কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে আপন২ পদের উপলক্ষে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই আইনের ঐ প্রকার ক্ষমতা দেওনবিষয়ক কথা রদ হইবেক ইতি।—১৮৩৯ সা। ১ আ। ১ ধা।

২। আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ তারিখঅবধি বাঙ্গলার ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেবকে অথবা কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সাহেবকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তিনি এই আইনের শেষের সংযুক্ত তফসীলের কথাক্রমে এবং ঐ বিষয়ে যেং হুকুম প্রাপ্ত হন তদনুসারে আপনার জিলার প্রত্যেক পরগনা বা ডিহীতে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি বিক্রয় করণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আপনার দস্তখৎ ও মোহরকরা সনদের দ্বারা কোন এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন এবং ঐ ব্যক্তিরদিগকে শতকরার হিসাবে সম্পত্তিহইতে বাদ দিয়া লওনের দ্বারা আপনারদের মেহনতানা পুষিয়া লইতে হুকুম করেন কিন্তু তাহারা নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে শতকরা ১০৲ দশ টাকার অধিক লইতে পারিবেক না ইতি।—১৮৩৯ সা। ১ আ। ২ ধা।

৩। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের যে সমস্ত চলিত আইনের বা আইনের অংশের দ্বারা মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি নীলামের কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে অথবা যাহার দ্বারা তাহারদের কার্য্যনির্ব্বাহের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অথবা যাহার দ্বারা তাহারদের কার্য্যের ক্রটি করণের বিষয়ে কোন জরীমানা বা অন্য কোন শাস্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই আইনানুসারে ঐরূপ সম্পত্তি বিক্রয়ের কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের উপর খাটিবেক ইতি।—১৮৩৯ সা। ১ আ। ৩ ধা।

---

* ১৭৯৬ সালের ১২ আইন এবং ১৮৪১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২৫ নম্বরী সরকুলর অর্ডর দেখ।

৪। আমি অমুক জিলার কালেক্টর সাহেব কি কালেক্টরের ক্ষমতা-প্রাপ্ত ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১ আইনের মতে যে ভার রাখি তদনুসারে তোমাকে গবর্ণমেণ্টের আইনের প্রস্তাবিতমতে খাজানার বাকী আদায়ের কারণ ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের নিমিত্তে কমিস্যনরী কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তুমি অমুক পরগনার অমুক মোকামে থাকিয়া ঐ সমস্ত আইনের লিখিত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা অপর যে আজ্ঞা তোমার কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে পাঠান যায় তদনুসারে ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের কার্য্য করিবা এবং আপনার কর্ম্মের প্রতিদিনের রুবকারী অর্থাৎ নিত্যবিবরণলিপি সাবধানে রাখিবা এবং তাহা আমার দ্বারা অথবা আদালতের দ্বারা তলব হইলে তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক। তোমার মেহনতানার নিমিত্তে নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে শতকরা এত টাকা বাদ দিয়া নিজের নিমিত্তে লইতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল ইতি।

২ ধারা।

ক্রোক করণের ক্ষমতা।

৫। সকল জমীদার ও হজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারী ও সদর ইজারদারদিগেরে শক্তি দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা মালগুজারীর বাকীর কারণ আপনারদিগের তাবে সমস্ত কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাবর্গের সমস্ত ভূমির উৎপন্ন নানাবিধ শস্যাদি সামগ্রী এবং গরুপ্রভৃতি পশু ও গৃহস্থালী দ্রব্য সামগ্রীআদি অস্থাবর সম্পত্তি যাহা সেই বাকীদারদিগের নিজ বাটীতে কিম্বা তদ্ভিন্ন স্থানে অথবা অন্যের বাটীতে কিম্বা স্থানান্তরে তাহারদিগের অধিকারভূমি অথবা ইজারা মহালের মধ্যে কিম্বা বাহিরে থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব কিম্বা সরকারের অন্য আমলার বিনাএত্তেলায় ক্রোক করিয়া বিক্রয় করে কিন্তু যে সকল বাকীদার শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুতের ও নিমকপোখ্তানীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদিগের সরঞ্জাম ও গৃহস্থালী দ্রব্যাদি অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পর যেমতে এত্তেলা দিতে ৩১ একত্রিংশৎ ধারায় লেখা আছে সেই মতে এত্তেলা দেয় আর তাবে তালুকদারেরা ও তাহারদিগের পেটার সকল কট্‌কিনাদার ও প্রজাবর্গের স্থানহইতে যথার্থ বাকী লইতে উপরের লিখনানুসারে ক্ষমতা রাখে এবং জমীদার ও হজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও সদর ইজারদারদিগের স্থানে যে সকল কট্‌কিনাদার কট্‌কিনা লইয়া থাকে তাহারাও আপনারদিগের পেটার সমস্ত দরকট্‌কিনাদার ও শামিলাৎ তালুকদার ও প্রজাবর্গের স্থানহইতে বাকী লইবার জন্যে উপরের লিখনক্রমে সাধ্য রাখে অতএব উপরের লিখিত সকল প্রকার ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে এই ধারাক্রমে যে শক্তি অর্পণ হইল তাহারা এতদনুসারে নীচের লিখিত সমস্ত ধারার মর্ম্মদৃষ্টে সাবধানে কার্য্য করিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২ ধা।

৬। সদর আদালত বিধান করিলেন যে বাকী খাজানার নিমিত্ত ভূম্যধিকারিদিগকে আপনারদের রাইয়তের প্রতি যে কার্য্য করণের বিধি ১৭৯৯ সালের ৭ আইন এবং ১৭৯৩ সালের ১৭ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনে আছে সেই বিধি অতি সা-

ধারণ এবং সকর বা নিষ্কর ভূমির বাকী খাজানার দাওয়ার বিষয়ে তুল্যমতে খাটে। ৩৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২ ধারানুসারে সদরের মালগুজার জমীদার ও তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের যাহার২ প্রতি মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ স্বস্বব্যাপ্য প্রজাদির ভূমির শস্য ও পশ্বাদি জন্তু এবং অপর দ্রব্যাদি অস্থাবর যে সকল সম্পত্তি যে২ মতে ক্রোক অর্থাৎ আটক করিবার ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তাহারা তদর্থে এ আইনের হুকুমদৃষ্টেও সেই২ মতে সে সকল সম্পত্তি ক্রোকের ভার আপনারদিগের তহসীলের সংক্রান্ত নায়েব ও গোমাশ্তাওগয়রহ আমলাদিগের ঐ ১৭ আইনের ৩২ ধারার প্রস্তাবিত ঝুকী শিরে রাখিয়া দিতে পারে। ও সে নায়েবওগয়রহ আমলারাও পাওয়া ভারক্রমে বাকী আদায়ের নিমিত্তে আপন২ মনিবের ধার্য্যমতে ক্রোকের ব্যাপার করিতে পারিবেক ও তাহা করিতে সে আমলারা আইনের মর্ম্ম জানিয়া ও শুনিয়া তাহার অন্যথাচরণ করিলে দণ্ডের দায়ে তাহারা ও তাহারদিগের মনিবেরাও ঠেকিবেক। কিন্তু জানিবেক যে এ ধারাক্রমে সম্যক্ ঐ ১৭ আইনের কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের অথবা ক্রোকের সংক্রান্ত অপর কোন আইমের হুকুমের অন্যথাচরণ করিলে সেহেতুক যে দণ্ড করিবার নিরূপণ ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের চাকর নায়েবওগয়রহ আমলার প্রতি আছে তাহা তৎকালে করা যাইবেক না যে কালে এমত স্পষ্ট না বুঝা যাইবেক যে তাহারা ঐ সকল আইনের মর্ম্ম জানিয়া ও শুনিয়া কিম্বা ক্রোকের সংক্রান্ত অপর সমুদায় হুকুম জ্ঞাত হইয়া সে কর্ম্ম করিয়াছে। ও তৎকালে এমত স্পষ্ট না বুঝা গেলে আইনের অন্যথায় সে কর্ম্ম করিতে উৎপাতগ্রস্তের যে অপচয় হইয়া থাকে কেবল তাহারি নিশা সেই ক্রোককরণিয়ার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক। তাহাতেও যদি এমত প্রমাণ হয় যে ক্রোককরণিয়া সে কর্ম্ম করিয়া পরে আইনের অন্যথা হওন ঠাহরিয়া সে সময়ে কিম্বা দাওয়ার নালিশ তাহার নামে হইবার পূর্ব্বে অন্য কোন সময়ে সেই অপচয় ধরিয়া দিতে চাহিয়াছিল ও উৎপাতগ্রস্ত ফরিয়াদী তাহা লয় নাই তবে সে অপচয়ের কিছুই দিবার দায়ে সেই ক্রোককরণিয়া ঠেকিবেক না ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২ ধা।

৮। যে সকল লোক দ্রব্যাদি ক্রোক করণের ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের কাহারো গোমাশ্তা কিম্বা পেশ্কার অথবা চাকর কিম্বা কার্য্যকারক আমলায় যদি তাবের কট্কিনাদার কিম্বা তালুকদার অথবা প্রজাবর্গের কিম্বা তাহারদিগের মালজামিন কাহারো দ্রব্যাদি ক্রোক কিম্বা বিক্রয় করে অথবা তাহা ক্রোক ও বিক্রয়ের বিষয়ে এমতে উদ্যুক্ত হয় যে তাহাতে এই আইনের বিপরীত দর্শে তবে কর্ত্তব্য যে এমত ক্রোক কিম্বা বিক্রয় অথবা নিষিদ্ধ বিষয় সেই গোমাশ্তাপ্রভৃতির মনিবদিগের অনুমতিতে কিম্বা জ্ঞাতসারে হইয়া থাকে কিম্বা না হইয়া থাকে তথাচ উৎপাতগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার নালিশ সেই গোমাশ্তা প্রভৃতির মনিবদিগের নামে করে কিন্তু জানিবেক যে সেই মনিব যাহাকে যে দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে পাঠায় দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে যদি সেই মনিবের অনুমতি ও জ্ঞাতসারে ২১ একবিংশতি ধারার ব্যতিক্রমে সেই লোক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার ও সদর দ্বারাদি ভাঙ্গিবার বিষয়ে প্রমাণ

না হয় তবে এই ধারার মতানুসারে সে মনিব কয়েদ হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩২ ধা।

৯। যে কালে ক্রোককারকদিগের কোন ব্যক্তির মরণ হয় সে কালে তাহার যেং উত্তরাধিকারী সেই মৃত ব্যক্তির পাওনা যে সকল বাকী টাকার স্বত্ববান অর্থাৎ হকদার থাকে তাহারা সেই স্বত্বের অধিকারী রহিবেক ও তাহারা সেই সকল বাকী টাকা উসুলের কারণ বাকীদারের ও সে সকলের জামিনদারদিগের যে দ্রব্যাদি এই আইনের মতে ক্রোক হইতে পারে তাহা এই আইনের মতানুসারে ক্রোক করিতে পারিবেক। এবং জানিবেক যে অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের অধিকারের সরবরাহকারেরা এবং সাধারণ যে ভূমির অধিকারী অযোগ্য ও যোগ্য দুই কিম্বা অধিক জনে থাকিয়া তাহার মধ্যে যোগ্যতাক্রমে যে কেহ সেই অধিকার সমুদয়ের সরবরাহকার রহে সেই ব্যক্তিরা ও উপরের প্রস্তাবিত সরবরাহকারেরা সেই সকল অধিকারের স্বয়ং কর্ত্তা হইলে যেরূপে দ্রব্যাদি ক্রোক করিবার ক্ষমতা রাখিত ইহারা ঐ সকল অধিকারের সরবরাহকারীতেও সেইরূপে ক্ষমতা রাখিবেক এবং এমতে কর্ত্তাদিগের প্রতি যে নিষেধ ও দণ্ড বিধান আছে সেই নিষেধ ও দণ্ডেতেও তাহারা বদ্ধ থাকিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩০ ধা।

১০। জানিবেন যে উপরের ধারাসকলের লিখিত যেং হুকুম সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের প্রতি মালগুজারীর বাকী উসুলের ভারার্পণের নিদর্শনে আছে সেইং হুকুম যাবদীয় অযোগ্য অধিকারির অধিকারের ও সাধারণ অধিকারভূমিসকলের সরবরাহকারদিগের সরবরাহকারীতে এবং কালেক্টর সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্বে ও সরকারী অন্য যে আমলারা কোন অধিকারের সরকারী জমা ধার্য্যের নিমিত্তে কিম্বা বিষয়ান্তরজন্যে অথবা ভূম্যধিকারি কিম্বা ইজারদারের সহিত বন্দোবস্ত না হওনপ্রযুক্ত খাস তহসীলে আসিয়া থাকা কোন ভূমির তহসীলের নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের কর্ম্মকারিত্বেও চলিবেক। আর এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে যে শক্তি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের চাকরেরা পাইয়াছে সে শক্তি এমত সরবরাহকারদিগের এবং কালেক্টর সাহেবদিগের ও সরকারী অন্য আমলাদিগের নিযুক্তকরা গোমাশ্তাপ্রভৃতিতেও পাইতে পারিবেক যদি তাহারদিগের মনিবেরা সে শক্তি তাহারদিগেরে দেয় ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৯ ধা।

৩ ধারা।

অপরাধের দণ্ড।

১১। ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে তাহারদিগের তাবের কোন কট্কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাকে কিম্বা তাহারদিগের মালজামিন কাহাকেও বাকী টাকা উসুলের কারণ কয়েদ কিম্বা নিগ্রহ করিতে নিষেধ আছে ইহাতে যদি কোন ভূম্যধিকারী ও ইজারদার এই নিষেধের অন্যথায় কাহাকেও কয়েদ কিম্বা নিগ্রহ করে তবে সে কারণে উৎপাতগ্রস্তের সাধ্য আছে যে তাহার নালিশ সেই অত্যাচারির নামে ফৌজদারী আদালত কিম্বা দেওয়ানী আদালতে করে তাহাতে জজ সাহেব সে মোকদ্দমার গতিকানুসারে দণ্ডক্রমে

টাকা আদালতের খরচাসমেত অত্যাচারির স্থানহইতে উৎপাতগ্রস্তকে দেওয়াইবেন।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৮ ধা।

১২। ক্রোককারকদিগের কেহ আপন তাবের কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের সরঞ্জাম ও গৃহস্থালী দ্রব্যাদি ক্রোক করিলে যদি দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে বিচারে এমত প্রমাণ হয় যে তাহারদিগের শিরে কিছু বাকী নিতান্তই নাই তবে এমতে সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি তাহার কর্ত্তাকে ক্রোককারক ব্যক্তির ফিরিয়া দেওয়া উচিত হইবেক কিম্বা সেই দ্রব্যাদি বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়া থাকিলে সেই ক্রোককারক দণ্ডক্রমে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের তুল্য টাকা আদালতের খরচাসমেত দিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৬ ধা।

৪ ধারা।

বাকীদার।

১৩। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৫ ধারার লিখিতের মধ্যে হুকুম আছে যে তাবের কট্‌কিনাদারেরা ও তালুকদারেরা ও প্রজাবর্গ যাবৎ আপন২ শিরের বাকী টাকা তলব হইলে পর দিতে ক্রুটি না করে ও যদি মালজামিন দিয়া থাকে ও সেই মালজামিনও হাজির থাকিলে তলবমতে বাকী টাকা দিতে যাবৎ আপত্তি না করে তাবৎ কট্‌কিনাদারওগয়রহ বাকীদারদিগের মধ্যে গণ্য হইবেক না এ হুকুম রদ হইল। হর্‌রকম মালগুজারেরা অর্থাৎ নানাপ্রকার রাজস্বদায়কেরা কিস্তিবন্দীর নির্দ্দিষ্ট দিনে কিম্বা অন্য করারী দিবসে অথবা দিন নির্দ্দিষ্ট কোন করার না হইয়া থাকিলে তথাকার দাঁড়াক্রমে খাজানা তলব হইবার দিবসে আপনারদিগের শিরের মালগুজারী না দিলেই বাকীদার ঠাহরিবেক। ও সেই বাকীদারেরা তলবমতে বাকী না দিলে সে বাকীমালজামিনের স্থানে তলব হইয়া থাকে কি না থাকে তথাচ তৎক্ষণাৎ সেই বাকীর অনুসারে তাহারদিগের দ্রব্যাদি ক্রোকের যোগ্য হইবেক। তাহাতে যদি কেহ মালজামিন দিয়া থাকা কোন প্রজাদির দ্রব্যাদি সে মালজামিনের নিকটে বাকী তলব না করিয়া আগে ক্রোক করে তবে সে প্রজাপ্রভৃতিতে সে সমাচার আপন মালজামিনকে দিবেক এবং সে দ্রব্যাদি নীলাম হইবার পুর্ব্বে সেই বাকী দিতে চাহিলেও দিতে পারিবেক। অথবা সেই ক্রোককরনিয়া নিজে সে সমাচার সেই মালজামিনকে জানাইয়া তাহার স্থানে বাকী টাকা চাহিবেক। ইহাতে যদি ক্রোককরনিয়া বাকীদারের কিম্বা মালজামিনের অথবা ঐ উভয়ের দ্রব্যাদি ক্রোক করা বিহিত বুঝে তবে তাহা ও তত ক্রোক করিতে পারে যাহা বাকীর অনুসারাপেক্ষা অধিক ঠাহর না হয় কিন্তু মালজামিনের দ্রব্যাদি তাবৎ ক্রোক হইবেক না যাবৎ বাকীদারের স্থানে বাকী তলব না করা যায় ও সে তলব ব্যর্থ না হয়। তাহাতে যদি বাকীদার পলায় কিম্বা অদেখা হয় ও মালজামিনেও সে বাকী তলবমতে শোধ না দেয় তবে সে মালজামিনের সম্পত্তি ক্রোকের উপযুক্ত সেইরূপে হইবেক কিন্তু যেরূপে বাকীদার সাক্ষাৎ থাকিলেও তলবমতে বাকী শোধ না দিলে ক্রোক হইত ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৩ ধা।

১৪। যে যে লোক আপন২ সন্তান কিম্বা অন্য সম্পর্কীয়দিগের নামে

অথবা বিনামে যে সকল ভূমি কট্‌কিনা লইয়া স্পষ্টতঃ আপনারদিগেরে তাহার-দিগের মালজামিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই কট্‌কিনার বন্দোবস্ত ও সমস্ত কর্ম্মের ভার স্বহস্তে রাখিয়া বস্তুতঃ আপনারা কট্‌কিনাদার হয় তাহারা সেই সকল ভূমির স্বয়ং কট্‌কিনাদার গণ্য হইবেক ও তাহারদিগের অস্থাবর সমস্ত দ্রব্যাদি এই আইনের লিখনানুসারে যেমতে তাহারদিগের নিজনামে কট্‌কিনা থাকিলে বাকীর কারণ ক্রোকের যোগ্য হইত সেই মতে ক্রোক হইবেক ইতি। —১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৭ ধা।

৫ ধারা।

ক্রোক করণের বিধান।

১৫। ক্রোককারকেরা যাহাকে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে পাঠায় কর্ত্তব্য যে তাহাকে আপন২ মোহর ও দস্তখতে এক লিখন যে বাকী নিমিত্তে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে হয় সেই বাকীর মোট ও যে তারিখে সে বাকী দেওয়া সঙ্গত ছিল সে তারিখযুক্তে দেয় ও সেই লোক সেই লিখনকে ক্রোকের কর্ত্তৃত্বের নিদর্শন লিপির মতে জানায় আর যে দিনে দ্রব্যাদি ক্রোক করে সেই দিনে সেই লিখনের নকলের পৃষ্ঠে ক্রোকী দ্রব্যাদির ফিরিস্তি যে স্থানে ক্রোকী দ্রব্যাদি রাখে সেই স্থান নির্দ্দিষ্টে লিখিয়া বাকীদারকে দেয় এবং জ্ঞাতকারণ সেই নকলের পৃষ্ঠে ইহাও লিখে সেই দ্রব্যাদি ক্রোক হইবার পর দিনহইতে ১৫ পঞ্চদশ দিনের দিবসে বিক্রয় হইবেক কিন্তু ভূমির উৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় কোন দ্রব্য ক্ষেত্রহইতে কাটা না গিয়া ক্রোক হইয়া থাকিলে তাহাতে সেই নকলের পৃষ্ঠে এমত লিখে যে সেই দ্রব্য কাটা গিয়া এই আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে যে দিনে সংগ্রহ অর্থাৎ জমা হয় সেই দিনহইতে ১৫ পঞ্চদশ দিনের দিবসে সেই দ্রব্য বিক্রয় হইবেক ইহার ছাড়ান কদাচ হইবেক না যদি বাকীদার ক্রোকী খরচাসমেত বাকী টাকা ক্রোকী দ্রব্যাদি বিক্রয়ের নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে না দেয় কিম্বা অসঙ্গত বাকী কহিয়া আপত্তি উপস্থিত করিয়া নীচের লিখনানুসারে ক্রোক খালাসের হুকুম না পায় আর যদি বাকীদার গরহাজির হয় তবে পৃষ্ঠে লিখিবার প্রস্তাবিত সকল বিষয় যুক্তে সেই লিখনের নকল ক্রোক হইবার দিনহইতে ৩ তিন দিনের মধ্যে তাহার বসতির স্থানে লট্‌কান যাইবেক যদি ক্রোককারকেরা কাহারো দ্রব্যাদি ক্রোকের নিমিত্তে কাহাকেও এমত লিখন না দিয়া নিযুক্ত করিয়া দ্রব্যাদি ক্রোক করায় কিম্বা সেই নিযুক্তহওয়া লোক সেই লিখন হস্তে রাখিয়া পৃষ্ঠে লিখিবার প্রস্তাবিত নকল বিষয়যুক্তে তাহার নকল বাকীদারকে না দেয় অথবা বাকীদার হাজির না থাকিলে সে লিখনের নকল নিয়মিত কালের মধ্যে তাহার বসতির স্থানে না লট্‌কায় তবে এই তিন গতিকের কোন গতিক প্রকাশ হইলে ক্রোককারকদিগের যে বাকীর দাওয়ায় সেই দ্রব্যাদি ক্রোক হয় সে বাকীর দাওয়া মিথ্যা হইবেক জজ সাহেব বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে ফিরাইয়া দেওয়াইবেন কিম্বা সে দ্রব্যাদি বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়া থাকিলে দণ্ডের মতে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের তুল্য টাকা আদালতের খরচাসমেত দেওয়াইয়া দিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৮ ধা।

১৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ৯ নবম ও ১০

দশম যে দুই ধারায় তলবের বাকী টাকা বাকীদারের অসঙ্গত কহিয়া বিচারক্রমে সে বাকী দেওয়া সঙ্গত হইলে তাহা নিষ্পত্তির তারিখপর্য্যন্ত সুদ ও আদালতের খরচাসমেত দিবার করারে মালজামিন দিয়া নিয়মিত কালের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে চাহিয়া তদনুসারে মালজামিন দিলে সেই বাকীদারের দ্রব্য ক্রোক করণে ক্রোককারক ক্ষান্ত হইবার হুকুম ছিল এইক্ষণে সে দুই ধারা সমুদয় রদ হইল এবং ঐ ১৭ আইনের ৮ অষ্টম ধারার মধ্যে এই বৃত্তান্ত যে কিম্বা বাকীর আপত্তি উপস্থিত করিয়া ঐ ৯ নবম ও ১০ দশম ধারার লিখনানুসারে ক্রোক মৌকুফের হুকুম পায় রদ করা গেল ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৫ আ। ২ ধা।

১৭। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার মধ্যের লিখিত যে হুকুম দ্রব্যাদি ক্রোক্ হইবার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিনের দিবসে তাহা বিক্রয় হইবার নিদর্শনে লিখিয়া বাদীদারকে জানাইবার অর্থে আছে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৫ ধারার মধ্যের যে হুকুম দ্রব্য ক্রোক্ হইবার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিবসে তাহা নীলাম হইবার নির্ণয়ে আছে সেই২ হুকুম এই ধারাক্রমে রদ হইল। আর ক্রোকী দ্রব্যাদির ফিরিস্তিযুতে যে লিখন লিখিয়া বাকীদারকে দিতে হয় তাহাতে কেবল বাকী টাকার সংখ্যা ও যত শীঘ্র নীলাম করা কর্ত্তব্য তাহার মিয়াদ ধার্য্য করিয়া লিখিয়া বিশেষ জানাইবেক যে সেই মিয়াদের মধ্যে ক্রোকী খরচাসমেত বাকী শোধ না দিলে মিয়াদ পূর্ণের দিবসে তাহার ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলাম হইবেক। তাহাতে যদি বাকীদার সে লিখন পাইয়া বাকী টাকা না দেয় কিম্বা শীঘ্র বাকী দিবার অর্থে ক্রোক্করণিয়ার হৃদ্বোধ না জন্মায় অথবা সে বাকীদার পলায় কিম্বা এমতে গাঢাকা হয় যে কোনপ্রকারে সে লিখন তাহার স্থানে না পঁহুছিতে পারে তবে ক্রোক্করণিয়ার কর্ত্তব্য যে যে কাজী কিম্বা ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলামের শক্তিমান অন্য যে কেহ নিকটে থাকে তাহার স্থানে সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি শীঘ্র নীলাম করিবার কারণ দরখাস্ত পাঠাইয়াদেয়। ও সে দরখাস্তে বাকীর পরিমাণ এবং সে দ্রব্য থাকিবার ঠিকানা লিখে এবং যদি ক্রোক্করণিয়া ঐ ১৭ আইনের ১২ ধারা ক্রমে একস্থানহইতে স্থানান্তরে দ্রব্য উঠাইয়া লইবার বাসনা করে তবে যথায় উঠাইয়া লইবার বাসনা করে তথাকার নাম সেই দরখাস্তে লিখিয়া দেয়। তাহাতে কাজী কিম্বা অন্য যে কেহ সে বিষয়ের ভার রাখে তাহার উচিত যে সে দরখাস্ত পাইলে পর ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৫ ধারার হুকুমমতে এবং নীচের লিখিত বিধিক্রমে কার্য্য করে বাক্যার্থ দ্রব্য ক্রোকের পর ১৫ দিনের দিবসে নীলামের মিয়াদনির্ণয়ের বদলে ঐ ৫ ধারার অপর বিধিদৃষ্টে দ্রব্যের মূল্য ঠাহর করাইয়া যত শীঘ্র তাহা নীলাম করা কর্ত্তব্য তাহার মিয়াদ ধরিয়া লিখিয়া সে সমাচার জানাইবার কারণ হাটের দিন ঢোল পিটায়। ও তাহাতে এমত নিষ্কর্ষ জানায় যে সেই দিনের পর মধ্যে এক হাট বাদে দ্বিতীয় হাটের দিন সে দ্রব্য নীলাম হইবেক। কিন্তু কখন কোন দ্রব্য ক্রোক্ হইবার দিনহইতে পাঁচ দিন গত না হইলে নীলাম হইতে পারিবেক না। আর কাটা না গিয়াথাকা কোন শস্য কেহ কখন ক্রোক্ করিলে তাহা ঐ ১৭ আইনের ১৩ ধারার হুকুমেতে কাটাইয়া জড় করাইয়া যাবৎ উপরের লিখনানুসারে ঢোল পিটাইয়া জানান না দেয় তাবৎ তাহা নীলাম হইতে পারিবেক না। ইহাতে ক্রোক্করণিয়ার উচিত যে ক্রোকী দ্রব্য শীঘ্র নীলামের কারণ তাহার পূর্ব্বে

এই যে দাঁড়া ফেরফার হইতেছে এ জন্যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী ব্যাপারের কিম্বা নিমকপোখ্তানীর ব্যাপারের এলাকাদার কাহার দ্রব্যাদি মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ক্রোক করিলে পর সে সমাচার তথাকার কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবপ্রভৃতির স্থানে ঐ ১৭ আইনের ৩১ ধারার লিখনানুসারে যত ঝটিতি পঁহুছাইতে পারে পঁহুছায়। ও সে কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবপ্রভৃতিতে সে সমাচার পাইয়া সে বাকী টাকা আদায় পঁহুছাইতে যত দিন বিলম্ব সম্ভবে তত দিনের মধ্যে সে দ্রব্যাদি নীলাম না করে। এমতে ক্রোককরণিয়ার সাধ্য আছে যে সে সমাচার লিখিয়া মহাজনী কুঠীর সাহেব কিম্বা নিমকমহালের সাহেব অথবা কুঠীর গোমাশ্তা কিম্বা নিমক চৌকীর দারোগা ফলতঃ যাঁহার ব্যাপ্য সেই বাকীদার হয় তাঁহার নিকটেই বিহিত বুঝিয়া পাঠাইতে পারে ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৪ ধা।

১৮। কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা সদরী ইজারদার খাজানার বাকী উসুলের নিমিত্তে তাহার পেটার মফঃসলী তালুকদার কিম্বা ইজারদার অথবা প্রজাইত্যাদির জিনিসপত্র ক্রোক করিতে চাহিলে তাহার উচিত যে ক্রোক করণের সময়ে কিম্বা তাহার পুর্ব্বে ঐ বাকী টাকা তলবের কথা লিখিয়া এক দস্তাবেজ ঐ বাকীর তফসীলসুদ্ধা জমাওয়াসীলবাকীর হিসাবসমেত বাকীদারের নিকট পাঠাইয়া দেয় ও যাবৎ এই দাঁড়ার মতাচরণ যথার্থরূপে না হয় তাবৎ খাজানার বাকী আদায়ের নিমিত্তে জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলামহওয়া সঙ্গত ও সিদ্ধ হইবেক না অতএব উপরের লিখিত ঐ দস্তাবেজ জমাওয়াসীলবাকীর হিসাবসমেত খোদ বাকীদারের হাতে দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু তাহার অস্পষ্ট থাকন কি পলাইয়া যাওনপ্রযুক্ত ইহা না হইতে পারিলে ঐ দস্তাবেজ জমাওয়াসীলবাকীর হিসাব সহিত তাহার বাসস্থানে লট্কাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ইহাতে তাহার হাতে দেওনের মত বোধ হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৩ ধা।

১৯। ক্রোককারকদিগের তরফহইতে যে লোক যে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে যায় তাহার নিকটে সেই বাকীদার ২ দুই জন সাক্ষির সমক্ষে সে বাকী টাকা দিতে চাহিলে সেই লোকের উচিত যে সেই বাকী টাকা তৎক্ষণাৎ লইয়া সেই দ্রব্যাদি ক্রোকহইতে হস্ত উঠায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৭ ধা।

২০। কর্ত্তব্য যে বাকী আদায়ের কারণ সূর্য্যোদয় হইলে পর ও অস্ত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ দিবাভাগে দ্রব্যাদি ক্রোক হয়। ইহাতে যদি ক্রোককারকদিগের কেহ সূর্য্যাস্তোদয়ের মধ্যে এতাবতা রাত্রে দ্রব্যাদি ক্রোক কিম্বা ক্রোকের যত্ন করে তবে তাহার বাকীর দাওয়া মিথ্যা হইবেক ও দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া থাকিলে তাহা তাহার কর্ত্তাকে ফিরিয়া দিবেক কিম্বা তাহা বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অসংস্থান হইয়া থাকিলে আদালতের খরচাসমেত তাহার নিশা করিতে হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৭ ধা।

২১। তাবের কট্কিনাদার কিম্বা তালুকদার অথবা প্রজাদিগের কেহ যদি আপন দ্রব্যাদি ক্রোকহইতে রক্ষাকরণের নিমিত্তে তঞ্চকক্রমে কাহাকেও দান করে তবে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকট ইহা প্রমাণ হইলে সেই সাহেব সেই দ্রব্যাদি ক্রোককারককে সোপর্দ্দ করিবেন। এবং যাহাকে

সেই দ্রব্যাদি তঞ্চকে দান হইয়া থাকে তাহার স্থানহইতে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের অর্দ্ধেক আনওয়ান দণ্ড আদালতের খরচাসমেত ক্রোককারককে দেওয়াইবেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৮ ধা।

২২। তাবের কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের কেহ যদি আপন দ্রব্যাদি ক্রোকের প্রতিবাদী হয় কিম্বা ক্রোক হইলে তাহা বলক্রমে কিম্বা গোপনে উঠাইয়া লয় তবে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব প্রমাণপূর্ব্বকে তাহাকে তাহার এ বিষয়ের সহকার লোকদিগের সহিত বন্দীশালে তাবৎ বদ্ধ রাখিবেন যাবৎ সেই দুষ্ট সেই দ্রব্যাদি পুনরায় ক্রোককারকদিগেরে অর্পণ না করে কিম্বা আপন শিরের বাকী আপন দ্রব্যান্তর ক্রোক ও বিক্রয়ে অথবা মতভেদে ক্রোক ও আদালতের খরচাসমেত না দেয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৯ ধা।

২৩। সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ও ২০ ধারা এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমা হয় তাহা সরাসরী জ্ঞান করিতে হইবেক কিন্তু আসামীর জওয়াব শুনিতে হইবেক এবং ক্রোকের বাধকতার বিষয়ে তাহার নামে নালিশ হইলে সেই নালিশ খণ্ডনার্থ যে সাক্ষ্য দেয় তাহা শুনিতে হইবেক। ২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪। ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ধারাতে যে সরাসরী নালিশের বিষয় লেখে তাহা ক্রোকহওয়া সম্পত্তি বেআইনীতে উদ্ধার করণের বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের দ্বারা যে দণ্ড হয় তাহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। সেই কার্য্য অপরাধ হওনের পর এক বৎসরের মধ্যে করিতে হইবেক কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী হন্ (এবং ফলতঃ কালেক্টর সাহেবের কি গবর্ণমেণ্টের নালিশ করা একি কথা) তবে বিলম্বের উপযুক্ত হেতু দর্শান গেলে এক বৎসর অতীত হইলেও নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারে। ৩১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫। যদি মালগুজারদিগের কেহ ক্রোকী আইনমতে মালগুজারীর বাকীর কারণ তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে লাগিলে তাহাতে নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা এমত প্রতিবন্ধক হয় যে তাহাতে ক্রোক না হইতে পারে কি ক্রোক হইলে পরেই বা জোরে কিম্বা ছাপাইয়া সে দ্রব্য উঠাইয়া লয় তবে সেপ্রযুক্ত এইক্ষণে হুকুম হইতেছে যে দেওয়ানী আদালতে এরূপ প্রমাণ হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ধারার লিখিত দণ্ড এবং যত দ্রব্য উঠাইয়া লইয়া থাকে তাহার মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড সে লোকের উপর করা যাইবেক। ও তাহাতে ক্রোককরণিয়ার সাধ্য আছে যে যথায় সে দ্রব্য পায় তথায় পুনরায় ক্রোক করে। এবং এমতাপরাধী ও যাহার সেই প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে সে অপরাধির সহকার হইয়া থাকে তাহারাও সেই দ্রব্য ক্রোক হইবার কালে হঙ্গামা ও গণ্ডগোল বাধাইয়া ছিল একারণ ধরা পড়িবার এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতে বিচারের যোগ্য হইবেক। তাহাতে পোলীসের দারোগাগণের কর্ত্তব্য যে এমত সমাচার পাইবামাত্র অবিলম্বে আপনি যথা স্থানে গিয়া সে গণ্ডগোলের মধ্যবর্ত্তি লোকদিগেরে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবার অর্থে আইনমতে যথাসাধ্য চেষ্টা পায়। এবং ক্রোককরণিয়া আইনের অনুসারে ক্রোকী কর্ম্ম করিতে পারিবার কারণেও সহায় হয়। আর বাকীদার ও তাহার মালজামিনছাড়া অন্য কেহ কোন ক্রোকী দ্রব্য আপন সম্পত্তি কহিয়া দাওয়া করিলে যদি ক্রোককরণিয়া সে দ্রব্য বিক্রয় করে তবে সে দাওয়াদার আপন দাওয়ার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ করিতে

পারিলে ও ক্রোককরনিয়া যে বাকীর কারণ সে দ্রব্য ক্রোক করিয়াছিল সে বাকীর দায়ী সে দাওয়াদার বটে এমত প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে সেই দাওয়াদার সেই ক্রোককরণিয়ার স্থানে সে দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য এবং সে মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে যত খরচা ও অপচয় ধরিয়া দেওয়ান সম্ভবে তাহাও পাইবেক। কিন্তু বাকীদারের দখলে থাকা ভূমির কাটা কি অকাটা অর্থাৎ অসংগৃহীত শস্য ক্রোক হইলে যদি কেহ তাহাতে এমত দাওয়া করে যে সে শস্য ক্রোকের পূর্ব্বে তাহার স্থানে বিক্রয় কিম্বা বন্ধকাদি হইয়াছে তবে সে দাওয়া মালগুজারীর বাকীর দাওয়ার উপর বলবৎ হইবেক না কারণ এই যে আদ্যোপান্ত সর্ব্বতোভাবে ভূমির উৎপন্ন শস্য ভূম্যধিকারিগণের মালগুজারীর টাকার ভুক্তানে আছে ও করারদাদের অনুসারে কিম্বা কোন করারদাদ না থাকিলে তথাকার দাঁড়ামতে মালগুজারী উসুল না হইলে সে বাকী উসুলের কারণ ভূমির যত শস্য নীলাম করিবার আবশ্যক হয় ততই ক্রোক ও নীলাম করিতে ভূম্যধিকারী শক্তি রাখে ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৯ ধা।

২৬। ক্রোকী ধনাধিকারিভিন্ন কেহ সেই ধন বলক্রমে কিম্বা গোপনে উঠাইয়া লইলে ইহা দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে প্রমাণপূর্ব্বকে সে সাহেব তাহাকে বন্দীশালে তাবৎ বদ্ধ রাখিবেন যাবৎ সেই দ্রব্য ক্রোককারকদিগেরে পুনরর্পণ না করে কিম্বা তাহার মূল্যের তুল্য টাকা না দেয় ও অধিকন্তু সেই দ্রব্যের মূল্যের সমানে দণ্ড আদালতের খরচাসমেত দাখিল না করে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২০ ধা।

৬ ধারা।

খানাতলাশী।

২৭। ক্রোককারকদিগের সাধ্য আছে যে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোকের কারণে ঘোড়াশাল কিম্বা গোহালী অথবা খামার কিম্বা গোলা অথবা গোলাবাটী কিম্বা অপর যে যে স্থানে বাকীদারের দ্রব্যাদি থাকে সেই২ স্থান বলক্রমে খোলে এবং যে বসত বাটীর পুরদ্বার অর্থাৎ সদরদরওয়াজা খোলা থাকে তথায় গিয়া অন্তঃপুরের দ্বারছাড়া এই সকল স্থানের যে যে স্থানে দ্রব্যাদি রহে তাহা ক্রোককরণের নিমিত্তে সেই২ স্থানের দ্বার ভাঙ্গে। কিন্তু এই ধারার লিখিত মর্ম্মহইতে কোন প্রকারে ক্রোককারকদিগের এমত শক্তি বোধ ও অনুভব না হয় যে তাহারা কিম্বা তাহারদিগের চাকর অথবা পেশকারেরা অন্তঃপুরের দ্বার ও খিড়কীর গমনাগমনের পথ খোলা থাকে কি না থাকে তথায় যায়। এবং যে বাটীর সদর দ্বার রোধ কিম্বা কুলুপ দেওয়া থাকে তাহা ভাঙ্গিতে ও তাহার মধ্যে যাইতে চেষ্টা করে। যে কেহ ইহার অন্যথায় অন্তঃপুরে যায় কিম্বা কোন বাটীর কুলুপলাগান সদর দ্বার ভাঙ্গে সে লোক ছয় মাসপর্য্যন্ত কারাগারে বদ্ধ রহিবেক এবং যে বাকী টাকার কারণ দ্রব্যাদি ক্রোক হয় সে টাকা ক্রোককারকেরা পাইবেক না এবং যে দ্রব্যাদি ক্রোক হইয়া থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব ক্রোককরকদিগের স্থানহইতে বাকীদারকে ফিরিয়া দেওয়াইবেন কিম্বা তাহা বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়া থাকিলে সেই দ্রব্যাদির অনুসারে ভারী দণ্ড আদালতের খরচাসমেত নিশা দেওয়াইবেন। যে কোন বাটী কিম্বা ঘোড়াশাল অথবা গোহালী কিম্বা খামার

অথবা গোলা কিম্বা গোলাবাটী কিম্বা অপর যে স্থানে বাকীদারের দখলের বিষয় না থাকে সেই বাটীওগয়রহে যদি তাহার দ্রব্যাদি ক্রোকের নিমিত্তে কোন ক্রোককারক প্রবেশ করে ও যায় ও তথায় সে বাকীদারের কিছু দ্রব্যাদি না মিলে তবে এমতে সেই বাটীওগয়রহের কর্ত্তা তাহার ক্ষতির দাওয়ায় সেই ক্রোককারকের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে জজ সাহেব সেই মোকদ্দমার গতিকক্রমে দণ্ড আদালতের খরচাসমেত সেই ক্রোককারকের স্থান-হইতে সেই বাটীওগয়রহের কর্ত্তাকে দেওয়াইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২১ ধা।

২৮। জানা গেল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২১ ধারার লিখনানুসারে কাহার বসতবাটীর সদর দ্বার বলক্রমে না খুলিতে এবং অন্তঃ-পুরে প্রবেশিতে যেহেতুক ক্রোককরণিয়ার প্রতি নিষেধ আছে সেহেতুতে দোষ দর্শিল অতএব ঐ নিষেধকে নীচের লিখনানুসারে নিবৃত্ত ও পরিবর্ত্ত করা গেল। ইহাতে যদি বুঝা যায় যে কোন বাকীদার আপন দ্রব্যাদি আপন বসতবাটীতে রাখিয়া সদর দ্বার রোধ করিয়াছে কিম্বা যে অন্তঃপুরে এদেশা-চারক্রমে অন্যের প্রবেশ করণ অনুচিত তথায় রাখিয়াছে তবে ক্রোককরণিয়ার সাধ্য আছে যে সেই এলাকার পোলীসের দারোগার নিকটে তাহার দরখাস্ত করে ও তাহাতে সে দারোগার উচিত যে আপন পক্ষের জনেক লোককে তথায় পাঠায় ও সেই লোকের সাক্ষাৎ ক্রোককরণিয়া সে বাটীর সদর দ্বার সেইরূপে জোর করিয়া খোলে যেরূপে পূর্ব্বে অন্তঃপুরছাড়া অন্য মহলের দ্বার সহসা খুলিতে পারিত। ও দারোগা লোকের সমক্ষে অন্তঃপুরস্থা স্ত্রীগণকে ইহাও জানায় যে তাহারা তথাহইতে স্থানান্তরে যায় তাহাতে যদি সে স্ত্রীগণ বিশিষ্ট ঘরণী হয় ও এদেশাচারে অন্য পুরুষের সম্মুখ দিয়া তাহারদিগের গতি করণ না সম্ভবে তবে তাহারা স্থানান্তর যাইতে যে আয়োজন আবশ্যক চাহি তাহা যোগাইয়া দেয় ও তাহার সে অন্তঃপুর ছাড়িলে পর তথায় প্রবেশিয়া বাকী শোধের যোগ্য যে কিছু দ্রব্য পায় তাহা ক্রোক করিতে পারে ও সে দ্রব্য মিলিলে কর্ত্তব্য যে অব্যাজে তথাহইতে উঠাইয়া লইয়া পরে সেই স্ত্রীগণের রহিবার নিমিত্তে সেই অন্তঃপুর ছাড়িয়া দেয়। ও এ আইনমতে এমত বোধ না হয় যে কেহ এই প্রস্তাবিত দাঁড়াছাড়া অন্য দাঁড়ায় কাহার বসতবাটীর সদর দ্বার খোলে কিম্বা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয় যদি কখন কেহ এ ধারার অন্য-থাচরণ করে তবে তাহার ভারী দণ্ড করা যাইবেক এবং যে বাকীর কারণ দ্রব্য ক্রোক হয় সে বাকীর দাওয়াও মিথ্যা হইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১০ ধা।

২৯। যদি ক্রোকের শক্তিমানদিগের কেহ তথাকার এলাকার পোলী-সের দারোগার নিকটে দ্রব্য ক্রোকের কালে প্রতিবন্ধক ও গণ্ডগোল না হইতে পারিবার কারণ তথায় পোলীসের কোন আমলা সাক্ষাৎ থাকিবার নিমিত্তে দরখাস্ত করে তবে সে দারোগার কর্ত্তব্য যে তাহাতে যথাসাধ্য আনুকূল্য করে। এবং যাহাকে আপন পক্ষহইতে পাঠায় তাহারো উচিত যে গণ্ডগোল না হইতে পারিবার নিমিত্তে যথাশক্তি ব্যাপার পায় এবং ক্রোককরণিয়া যে কর্ম্ম করে তাহাও গোড়াগুড়ি জ্ঞাত হয় এইহেতুক যে পশ্চাৎ কখন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানে সে বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার তাৎপর্য্য হইলে তাহা তথায় দিতে পারে ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭। আ। ১১ ধা।

৭ ধারা।

ক্রোকহওয়ার যোগ্য সম্পত্তি এবং তাহার বিষয়ি বিধান।

[২ ধারার পর ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের যে ২ ধারা লিখিত হইয়াছে তাহা দেখ।]

৩০। বাকীদার ও তাহার মালজামিনছাড়া অন্য কেহ কোন ক্রোকী দ্রব্য আপন সম্পত্তি কহিয়া দাওয়া করিলে যদি ক্রোককরণিয়া সে দ্রব্য বিক্রয় করে তবে সে দাওয়াদার আপন দাওয়ার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ করিতে পারিলে ও ক্রোককরণিয়া যে বাকীর কারণ সে দ্রব্য ক্রোক করিয়াছিল সে বাকীর দায়ী সে দাওয়াদার বটে এমত প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে সেই দাওয়াদার সেই ক্রোককরণিয়ার স্থানে সে দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য এবং সে মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে যত খরচা ও অপচয় ধরিয়া দেওয়ান সম্ভবে তাহাও পাইবেক। কিন্তু বাকীদারের দখলে থাকা ভূমির কাটা কি অকাটা অর্থাৎ অসংগৃহীত শস্য ক্রোক হইলে যদি কেহ তাহাতে এমত দাওয়া করে যে সে শস্য ক্রোকের পূর্ব্বে তাহার স্থানে বিক্রয় কিম্বা বন্ধকাদি হইয়াছে তবে সে দাওয়া মালগুজারীর বাকীর দাওয়ার উপর বলবৎ হইবেক না কারণ এই যে আদ্যোপান্ত সর্ব্বতোভাবে ভূমির উৎপন্ন শস্য ভূম্যধিকারিগণের মালগুজারীর টাকার ভুক্তানে আছে ও করারদাদের অনুসারে কিম্বা কোন করারদাদ না থাকিলে তথাকার দাঁড়ামতে মালগুজারী উসুল না হইলে সে বাকী উসুলের কারণ ভূমির যত শস্য নীলাম করিবার আবশ্যক হয় ততই ক্রোক ও নীলাম করিতে ভূম্যধিকারী শক্তি রাখে ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৯ ধা।

৩১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কথিত বাকীদার কিম্বা তাহার জামিনছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোকহওয়া সম্পত্তির উপর দাওয়া করিলে সেই ব্যক্তি জামিন দিয়া ঐ সম্পত্তি খালাস করিতে পারে না এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে তাহার দাওয়ার তজবীজ হইতে পারে না। ৩৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২। যাহারদিগেরে ক্রোকের শক্তি অর্পণ হইল তাহারা আপনারদিগের তাবে সকল কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাবর্গের ভূমি ও বাটী ও অন্য স্থাবর বস্তু ক্রোক ও বিক্রয় করিতে পারিবেক না এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুতের কার্য্যে নিযোজিত তাঁতী কিম্বা কারীগর অথবা অপর যাহারদিগের স্থানে ঐ সরকারের বস্ত্রাদি সামগ্রী ও দাদনীর টাকা থাকে তাহা এবং তাঁতী কিম্বা কারীগরপ্রভৃতি ব্যবসায়ী অথবা মজুরদিগের তাঁত ও সূতা ও কাঁচা রেশমআদি এবং ঐ ব্যাপারের অন্য ব্যাপারী ও মজুরলোকের যে যন্ত্র ও হাতিয়ারওগয়রহ সরঞ্জাম বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোক ও বিক্রয়ের অযোগ্য ও এ প্রকার ক্রোক ও বিক্রয় শরার মতের ব্যতিক্রম ও নামঞ্জুর তাহা ক্রোক ও বিক্রয়ের নিষেধ জানা গিয়া বাকীদারের শিরের যে বাকীর কারণ তাহা ক্রোক করা গিয়া থাকে সে বাকী মাফ হইবেক। এবং দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি তাহার কর্ত্তাকে ফিরাইয়া দেওয়াইবেন কিম্বা সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি যদি অস্থাবরতাপ্রযুক্ত নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়া থাকে তবে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের তুল্যে ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে নিশা দেওয়ান যাইবেক এবং যে দ্রব্যাদি

ক্রোক ও বিক্রয়ের জন্য তাহার কর্ত্তার যে ক্ষতি প্রমাণ হয় তাহাও দণ্ডের মতে আদালতের খরচাসমেত সেই কর্ত্তাকে দেওয়ান যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩ ধা।

৩৩। বাকী আদায়ের কারণ তাবের সকল কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের লাঙ্গলওগয়রহ চাসের হাতিয়ার ও হালিয়া গরু ও বীজধান্যাদি ক্রোক হইবেক না যদি বাকী আদায়ের আনওয়ানে তাহারদিগের অন্য গরু-আদি পশু কিম্বা ধান্যাদি শস্য অথবা দ্রব্যান্তর যাহা তাহারদিগের স্থানে থাকে তাহা ক্রোককারকদিগের হস্তগত হয়। যদি কেহ এই ধারার হুকুমের ব্যতিক্রম করে তবে তাহাতে যাহার যে ক্ষতি হয় দণ্ডক্রমে তাহার তুল্য টাকা আদালতের খরচাসমেত সেই ব্যতিক্রমকারির স্থানহইতে উৎপাতগ্রস্তকে দেওয়ান যাইবেক অতএব ক্রোককারকদিগের কর্ত্তব্য যে এই ধারার মর্ম্মদৃষ্টে অতিসাবধানে থাকে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৪ ধা।

৩৪। খাজানার বাকীর নিমিত্তে লাঙ্গলইত্যাদি কৃষিকর্ম্মের দ্রব্যজাত ও হালের গরুইত্যাদি ও কারীগরলোকের হেত্যার সরঞ্জাম বাকী টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত অন্য দ্রব্য বাকীদারের না থাকিলেও ক্রোক ও নীলামের যোগ্য বোধ হইবেক না ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৪ ধা।

৩৫। ক্রোককারকেরা যে কালে আপনারদিগের তাবের কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের ভূমির উৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় যে দ্রব্য ক্ষেত্রহইতে কাটা না গিয়া থাকে তাহা ক্রোক করে সে কালে তাহা সময়শিরে কাটাইয়া সেই ভূমির শিরে উপযুক্ত স্থানে কিম্বা খামারে অথবা গোলায় সংগ্রহ করাইবেক ও সেই ভূমির শিরে খামারআদি না থাকিলে কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির শিরে সেই পরগনার সীমার মধ্যে যত নিকটে খামার কিম্বা উপযুক্ত স্থান মিলে তথায় সংগ্রহ করায় ইহাতে সেই দ্রব্য কাটাইবার ও সংগ্রহ করিবার খরচ তাহা ছাড়িয়া দিবার কালে তাহার কর্ত্তার স্থানে কিম্বা তাহা বিক্রয় হইলে তাহার মূল্যহইতে আদায় হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৩ ধা।

৩৬। যে পরগনায় যে পশু ও দ্রব্যাদি ক্রোক হইয়া থাকে তাহা ক্রোককারকেরা সেই পরগনার সীমান্তরে না লয় বরং যে স্থানে ক্রোক হয় তথায় যাহার স্থানে তাহা গচ্ছিতকরণ উচিত জানে তাহার স্থানে গচ্ছায়। অথবা সেই স্থানের নিকট যে স্থান সেই পরগনার বাহির না হয় এমত স্থানান্তরে সর্ব্বতোভাবে সাবধানে রাখে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১২ ধা।

৩৭। ক্রোককারকেরা ক্রোকী পশুকে আপন চাস কর্ম্মে ও অপর কার্য্যে না খাটায় এবং ক্রোকী অন্য দ্রব্যাদিও ব্যয় ও ব্যবহার না করে। এবং সেই পশুর আবশ্যক খোরাক দিতে থাকে তাহার খরচ তাহা ছাড়িয়া দিবার সময়ে তাহার কর্ত্তার স্থানে কিম্বা তাহা বিক্রয় হইলে তাহার মূল্যহইতে আদায় হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৪ ধা।

৩৮। ক্রোকী ধন যাবৎ ক্রোককারকের হস্তবশ থাকে তাবৎ আদ্যোপান্ত সর্ব্বপ্রকারে তাহার রক্ষণাদি না করিবাতে যদি সেই ধন চোরে যায় কিম্বা হারায় অথবা শীতলে কিম্বা উত্তাপে অর্থাৎ জলে কিম্বা রৌদ্রাদিতে অথবা অন্য হেতুতে নষ্ট ও ক্ষতি হয় তবে তাহার নিশা তাহার কর্ত্তার স্থানে ক্রোককারকেরা করিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৫ ধা।

৩৯। বাকীর নিমিত্তে যে দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে হয় তাহা বাকীর আনওয়ানে সম্ভবক্রমে ক্রোক হয় তাহার বহির্ভূত না হয়। তাহাতে ক্রোককারকদিগের কেহ বাকীর আনওয়ানছাড়া দ্রব্যাদি ক্রোক করিলে যদি বিচারক্রমে এমত প্রকাশ হয় যে ক্রোককারকেরা বাকী আদায়ের অনুমানে সেই ক্রোকী দ্রব্যাপেক্ষা অল্প মূল্যের দ্রব্যান্তর ক্রোক করিতে পারিত তবে এমতে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে সেই মোকদ্দমার গতিকের যোগ্য দণ্ড আদালতের খরচাসমেত সেই দ্রব্যাধিকারিকে দেওয়াইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৬ ধা।

৮ ধারা।

ক্রোকহওয়া সম্পত্তিতে নীলামের কার্য্যকারকেরদের যাহা কর্ত্তব্য।

[১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৪ ধারা দেখ।]

৪০। যে কালে কাহারো দ্রব্য ক্রোক হয় সে কালে ক্রোককারকের কর্ত্তব্য যে যে দিন সেই দ্রব্য ক্রোক হয় তাহার পর দিনহইতে পাঁচ দিনগতে অষ্টাহের মধ্যে এবং সে দ্রব্য ভূমির যে শস্য কাটা না গিয়া থাকে তাহার ন্যায় হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে সেই শস্য কাটা গিয়া যে দিন খামারে রাশি হয় তাহার পর দিনহইতে পাঁচ দিন গতে অষ্টাহের মধ্যে সেই দ্রব্যের মূল্য ঠাহর ও নীলামের জন্যে পরগনার কাজীর নিকটে দরখাস্ত করে। কাজীর উচিত যে সেই দ্রব্যের ফিরিস্তি অর্থাৎ তফসীল জায়ের ফর্দ্দ নীচের লিখিত মর্ম্মযুক্তে আপন বাটীর সদর দ্বারে এবং দ্রব্য নীলামের কারণ যে স্থান নিরূপণ হয় তথায় লট্‌কাইয়া দেওয়ায়। সেই মর্ম্মের বেওরা এক এই যে দ্রব্য নীলামের স্থাননিরূপণ যে স্থানে ক্রোককারক সেই দ্রব্য রাখিয়া থাকে অথবা তাহার নিকটস্থ যে গঞ্জ কিম্বা বাজার অথবা হাট হয় অথবা অন্য যে স্থানে সকলের গমনাগমন থাকে ফলতঃ যে স্থানে সে দ্রব্য উচ্চ মূল্যে বিক্রয়হওন কাজী ঠাহর করে সেই স্থান হইবেক। দ্বিতীয়। দ্রব্যনীলামের তারিখ নির্ণয় যে দিন সেই দ্রব্য ক্রোক হয় তাহার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিবস ইহাতে সে দ্রব্য ভূমির যে শস্য কাটা না গিয়া থাকে তাহার ন্যায় হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে সেই শস্য কাটা গিয়া যে দিন খামারে রাশি হয় তাহার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিবস হইবেক। তৃতীয় দ্রব্য নীলামের সময় নির্দ্দিষ্ট যে সময়ে অনেক লোক ঐহিক ব্যাপার কার্য্য করিবার বাসনা রাখে সেই সময়ে হইবেক এইহেতুক যে সে সময়ে বিস্তর লোক একত্র হইতে পারে। তদনন্তর কাজীর কর্ত্তব্য যে সেই দ্রব্যের মূল্য ঠাহরিবার জন্যে বিশ্বাসী ও মাতবর যে লোকেরা আপনং ব্যবসায় কিম্বা ভারক্রমে তাহা ঠাহরের যোগ্যতা রাখে তাহারদিগেরে আমীন মোকরর করে। সেই আমীনদিগের উচিত যে সেই পরগনার সময়শিরের দরের অনুসারে একং দ্রব্যের মূল্য ঠাহরিয়া সেই সকল দ্রব্যের তফসীলের ফর্দ্দ একং দ্রব্যের মূল্য নিদর্শনে দুরস্ত করিয়া সেই ফর্দ্দের নীচে এই পাঠ যে আমরা এই সকল দ্রব্যের মূল্য ঠাহর আপনারদিগের যথাসাধ্য বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে করিয়াছি লিখিয়া তাহাতে আপনারদিগের মোহর ও দস্তখৎ করে। কাজীর কর্ত্তব্য যে সেই ফর্দ্দের উপর

আপন মোহর করিয়া তাহা আপন বাটীর সদর দ্বারে এবং নীলামের কারণ যে স্থান নিরূপণ হয় তথায় লটকাইয়া দেওয়ায়।—১৭৯৫ সা। ৩৫ আ। ৫ ধা।

[ক্রোক বরখাস্ত করণের সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ে ৪ অধ্যায়ের ১৪ ধারা দেখ।]

৪১। এই আইনের দ্বিতীয় ধারার লিখিত নানা প্রকার ভূম্যধিকারী ও ইজারদারপ্রভৃতিরা এই আইনের লিখিত সমস্ত মর্ম্মদৃষ্টে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুতের কার্য্যে ও নিমকপোখ্তানীর ব্যাপারে যে সকল লোক নিযুক্ত আছে তাহারদিগের দ্রব্যাদি মালগুজারীর বাকী টাকা আদায়ের কারণ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের তেজারতী কুঠীর সাহেবদিগকে ও নিমক মহালের সাহেবদিগকে ও অপর আমলাকে এত্তেলা না করিয়া প্রথমতঃ ক্রোক করিবার ক্ষমতা রাখে কিন্তু ক্রোককারকেরা যে কোন তাঁতী কিম্বা মলঙ্গীর দ্রব্যাদি বাকীর দায়ে যে দিন ক্রোক করে তাহার পর দিনহইতে তিন দিনের মধ্যে সেই দ্রব্যাদি ক্রোক করণের বিষয় এক লিখনের দ্বারা তেজারতী কুঠীর সাহেব কিম্বা নিমক মহালের সাহেবের নিকটে অথবা যে স্থানে দ্রব্যাদি ক্রোক হয় তাহার সন্নিকটে তেজারতী কারখানার পেটার যে কুঠী কিম্বা নিমক মহালের মফঃসল যে কাছারী থাকে তথাকার আমলাদিগের স্থানে সংবাদ দিবেক এইহেতুক যে সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি বিক্রয়ের যে দিন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার পূর্ব্বে সেই সাহেবেরা এই আইনের ব্যতিক্রম না হয় এমতে সেই তাঁতী কিম্বা মলঙ্গীর দ্রব্যাদির ক্রোক খালাস অথবা অপর যে গতিক উচিত জানেন্ তাহা করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩১ ধা।

৪২। খাজানার বাকী আদায়ের কারণ নীলাম হওনার্থে জিনিস ক্রোক হইলে কর্ত্তব্য যে নীলাম হওনের পূর্ব্বে ঐ২ প্রকার জিনিস কেনাবেচার ওয়াকীফহাল লোকদিগের দ্বারা তাহার মূল্য ঠাহরা ও নিরূপণ করা যায় অতএব ঐ ওয়াকীফহাল লোকদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার মূল্য নিরূপণের বৃত্তান্তসম্বলিত এক সর্টিফিকট অর্থাৎ দস্তাবেজ লিখিয়া দেয় যে ঐ সর্টিফিকট নীলাম হওনের দিবসের তিন দিবস কি ইহাহইতে অধিক দিবস পূর্ব্বে জ্ঞাত হওনার্থে জিনিসের মালিক অর্থাৎ স্বামিকে দেওয়া যায় ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৮ ধা।

৪৩। যদি বাকীদার তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইলে পর সেই দ্রব্যাদি বিক্রয় হইবার দিন নিষ্কর্ষের পূর্ব্বে তাহার স্থানের তলবের টাকা ক্রোকী আবশ্যক খরচাসমেত ২ দুই জন মাতবর সাক্ষির সমক্ষে দিতে চাহে তবে ক্রোককারকের কর্ত্তব্য যে সে বাকী টাকা খরচাসমেত তাহার স্থানে তৎক্ষণাৎ লইয়া ক্রোকী দ্রব্যাদি অবিলম্বে ছাড়িয়া দেয় ইহাতে ক্রোকী খরচার বিষয়ে কিছু বচসা ও আপত্তি হইলে তাহা পরগনার কাজীর নিকটে নিষ্পত্তি পাইবেক। যদি ক্রোককারকদিগের কেহ এই ধারার ব্যতিক্রমে কার্য্য করে তবে সে নালিশ দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের স্থানে হইলে সেই সাহেব মোকদ্দমার গতিকানুসারে তাহার দণ্ড আদালতের খরচাসমেত ফরিয়াদীকে দেওয়াইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১১ ধা।

৯ ধারা।

নীলামের নিয়ম।

৪৪। উচিত যে সেই দ্রব্য নীলামের দিন প্রাতঃকালে যে সকল লোক তাহা কিনিবার বাসনা করে তাহারদিগের দৃষ্টির নিমিত্তে নীলামের স্থানে আনা যায় কিম্বা ভূমির যে শস্য এক স্থানহইতে স্থানান্তরে উঠাইতে ও লইতে ব্যয়বাহুল্য হয় তাহার ন্যায় সেই দ্রব্য হইলে সেই একং দ্রব্যের নমুনা বা-চনি না করিয়া আনা যায়। এবং কাজী সেই দ্রব্য এক লাটে কিম্বা অনেক লাটে অর্থাৎ একত্র অথবা পৃথক্ং করিয়া যেমতে নীলাম করণ বিহিত জানে সেই মতেই করে ও যে কেহ অধিক মূল্য কহে কর্ত্তব্য যে সেই ব্যক্তিই সে দ্রব্য খরীদ করে। ইহাতে যদি সেই দ্রব্য নীলামের টাকা বাকীর অনুসারঅপেক্ষা অধিক হয় তবে যে টাকা অধিক হয় তাহা ক্রোক ও নীলামের খরচা বাদে সেই দ্রব্যের অধিকারী পাইবেক। যদি সেই দ্রব্য নীলামের টাকা বাকী টাকা এবং ক্রোক ও নীলামের খরচায় না কুলায় তবে ক্রোককারকের ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই অবশিষ্ট বাকী টাকা আদায়ের কারণ সেই বাকীদারের অন্যং সামগ্রী ক্রোক করিয়া নীলাম করায়। ইহাতে কাজীর উচিত যে ক্রোক ও নীলামের যে সকল খরচের ফর্দ্দ তাহার নিকটে ক্রোককারক দেয় তাহা দেখিয়া ও তহকীক করিয়া সে সকল খরচের মধ্যে যাহা অসঙ্গতানুমান করে তাহা বাদ দেয় যে লোকেরা ক্রোক করিবার সাধ্য রাখে তাহারদিগের কেহ যদি ক্রোক-হওয়া দ্রব্যসামগ্রী এই ধারার লিখনানুসারছাড়া মতান্তরে বিক্রয় করায় তবে যে বাকীর নিমিত্তে দ্রব্যসামগ্রী ক্রোক হইয়া থাকে সে তাহা না পাইয়া অপ-রাধী হইবেক এবং বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যও আদালতের খরচাসমেত দ্রব্যাধি-কারিকে দেওয়ান যাইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৫ আ। ৫ ধা।

৪৫। ক্রোকী জিনিস নীলাম হওনের সময় যদি নিরূপণকরা মূল্যেতে কোন ব্যক্তি তাহা খরীদ করিতে না চাহে তবে সেখানকার আইন্দা বাজারের দিবসপর্য্যন্ত নীলাম মৌকুফ থাকিবেক ও সে দিবস নীলামের দস্তুরেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা প্রথম দিবস নীলাম হইলে যে মূল্য পাওয়া যাইতে পারিত তাহাহইতে কম না হইলে সেই মূল্যেতে ঐ জিনিস বিক্রয় করা যাই-বেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৯ ধা।

৪৬। ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলামের সাধ্যবান কাজীপ্রভৃতিতে দ্রব্য নীলামের ইশ্‌তিহার দিবার ও নীলাম করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আ-ইনের ৫ ধারানুসারে তাহার মূল্য ঠাহরিবার খরচের নিমিত্তে ও নিজ বেত-নের অর্থে রসুম দ্রব্য নীলামে বিক্রয়মুখে যত টাকা হয় তাহার টাকার প্রতি /০ এক আনার হারে পাইবেক ও সে রসুম নীলামী টাকায় কর্ত্তন হইয়া অবশিষ্ট যে থাকিবেক তাহা ক্রোকী খরচাসমেত বাকীর মোটে মজুরা পড়িয়া যত অকুলান হয় তাহার দায় সেই বাকীদারের শিরে রহিবেক কিন্তু বাকীদার আপন দেনা দিবাতে কিম্বা অপর কোন হেতুতে যদি নীলাম থামে তবে তা-হারা রসুম পাইবেক না। কেবল সে দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে যথার্থ যে খরচ লাগিয়া থাকে তাহাছাড়া অন্য কিছু খরচা সে বাকীদারের স্থানে লওয়া যাই-বেক না ইহাতে এই প্রার্থনা যে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের সাধ্যবানেরা এই

রসুম পাইবার ভরসায় সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ ভারিত কর্ম্ম বিশিষ্ট রূপে করে। আর যদি বাকীদার কিম্বা ক্রোককারক অথবা খরীদার কিম্বা নী-লামকার বিরুদ্ধাচরণ কিম্বা কোন অত্যহিত এতৎ কর্ম্ম করে তবে আইনমতে তৎক্ষণাৎ তগীরের যোগ্য হইবেক অধিকন্তু আইনের লিখিত অন্য দণ্ডের এবং উৎপাতগ্রস্তের ক্ষতি পোষাইয়া দিবার দায়েও ঠেকিবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৫ ধা।

৪৭। ক্রোককারক ও কাজী ও মুকীমদিগেরে এই নিষেধ আছে যে ক্রোকী দ্রব্যাদির কোন দ্রব্য চক্রান্তে ও তঞ্চকে আপনারা ক্রয় না করে যদি কোন কাজী কিম্বা মুকীম এই হুকুমের অন্যথায় কার্য্য করে তবে সে দ্রব্য তাহার কর্ত্তাকে ফিরিয়া দেওয়া তাহারদিগের সঙ্গত হইবেক কিম্বা তাহা নষ্ট অথবা অস্থিত হইলে সেই দ্রব্যের আনওয়ানে নিশা দিবেক এবং সেই দ্রব্যের মূল্যের টাকা জব্দ হইয়া বাকীদারের বাকী আদায়ে আসিবেক এবং আদাল-তের খরচাও তাহারদিগের দেওয়া উচিত হইবেক দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব তাহার বেওরা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের এত্তেলাকারণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে লিখিবেন তদ্দৃষ্টে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে সে কাজীকে কজায়ী খেদ-মৎহইতে তগীর করণ উচিত জানিলে তাহা করিতে হুকুম দিবেন আর যদি ক্রোককারকদিগের কেহ এই ধারার নিষেধের অন্যথায় কার্য্য করে তবে যে দ্রব্য খরীদ করে তাহা সেই দ্রব্যাধিকারিকে ফিরিয়া দিবেক কিম্বা তাহা নষ্ট অথবা অস্থিত হইয়া থাকিলে তাহার মূল্যের তুল্যের নিশা করিবেক এবং যে বাকীর দাওয়ায় সে দ্রব্য ক্রোক করিয়া থাকে সে দাওয়াও মিথ্যা হইবেক এবং আদালতের খরচাও তাহার দেওয়া উচিত হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৪ ধা।

৪৮। বাকীদার কিম্বা তাহার পক্ষের কাহাকেও ক্রোকী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আজ্ঞা নাহি ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৫ ধা।

৪৯। কর্ত্তব্য যে ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের সময়ে তাহার মূল্যের টাকা নগদ লওয়া যায় এবং খরীদার তাহার টাকা না দিয়া কোন দ্রব্য উঠাইয়া লইতে না পারে ইহাতে যে দিন নীলাম হয় তাহার পর দিনহইতে পাঁচ দি-নের মধ্যে যদি খরীদার দ্রব্যের মূল্য টাকা সমস্ত না দেয় তবে যত দ্রব্যের মূল্য আদায় না হইয়া থাকে তত দ্রব্য পুনরায় কাজীর মারফতে সে যে দিনাবধারণ করে সেই দিনে যে রূপে হইতে পারে সেই রূপেই নীলাম হইবেক আর যদি মূল্যের টাকা কিছুই না দেয় তবে সমস্ত দ্রব্যই পুনর্ব্বার নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক এবং সেই প্রথম খরীদার প্রথম নীলামের মূল্য টাকার শত তঙ্কায় ১০৲ টাকার হারে এবং তদ্ভিন্ন যে ক্ষতি প্রথম নীলামের মূল্যের উপর দ্বিতীয় নীলামে হয় সে তাহা সেই দ্বিতীয় নীলামের খরচাসমেত সেই বাকী-দারকে দিবেক আর দ্বিতীয় নীলামে লাভ হইলে সে লাভের টাকাও বাকী-দারের হিসাবে মজুরা হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৫ আ। ৭ ধা।

*৫০। কাজীর কর্ত্তব্য যে দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ ও বিক্রয় করণে কিছু বিরুদ্ধাচরণ না করে যদি করে তবে তাহা দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে প্রমাণ হইলে সেই বিরুদ্ধাচরণে বাকীদারের যে ক্ষতি হয় তাহা আ-

দালতের খরচাসমেত জজ সাহেব দেওয়াইয়া তাহার বেওরা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের এত্তেলাকারণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখিবেন তদ্দৃষ্টে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে সেই কাজীর ক্রটি নিশ্চয় জানিলে তাহাকে কজায়ী খেদমৎহইতে তগীর করণ উচিত হইলে করিতে হুকুম দিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৩ ধা।

দলীলদস্তাবেজের ইষ্টাম্প।

এ আইন জারী হওনের তারিখঅবধি এ আইনের শেষের লিখিত A চিহ্নেতে চিহ্নিত তফসীলের বিশেষ করিয়া লিখিত মুল্যানুসারে প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শন পত্র ও লেখাপড়ার উপর পূর্ব্বমতে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করণের দ্বারা মাসুল তলব করা ও লওয়া যাইবেক এবং টাকা শোধকরণ কি লওন বিষয়ের কি এ আইন যে সকল দেশে কি স্থানে চলে ঐ২ দেশে কি স্থানে থাকা কোন স্থাবর কি অস্থাবর বস্তুর বিক্রয় কি হস্তান্তর করণ কি অর্পণ করণ বিষয়ের অথবা ঐ২ বস্তুতে কোন অধিকারিত্ব বিষয়ের কোন একরারনামা কি চুক্তি পত্র কি টাকাইত্যাদি দিবার অনুজ্ঞাপত্র কি কবুলিয়ৎ কি নিরূপণপত্র পূর্ব্বোক্ত কোন দেশে কি স্থানে সফল হইবার নিমিত্তে ঐ২ একরারনামাইত্যাদি এ আইন কি চলিত অন্য কোন আইনানুসারের ইষ্টাম্পকাগজে না লেখা গেলে কোন আদালতে সাক্ষ্য কি অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্তে গ্রাহ্য হইবেক না এবং হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তি কোন স্থানে করা সামান্য প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া ঐ উপরের উক্ত তফসীলেতে ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া করিবার নিমিত্তে নিরূপিত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্ট কি অন্য কোন বস্তুতে লিখিত না হইলে ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন কোন জিলা কি আদালতে কি সরকারী অন্য কোন কাছারীতে দাখিল করণের যোগ্য কি গ্রাহ্য হইবেক না এবং উপরের উক্ত তফসীল সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বতোভাবে এই আইনের এক অংশ বোধ করা যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট হইল যে এ আইনের শেষের লিখিত তফসীলের নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে না লেখা কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া যদি তাহার নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজের অধিক মুল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় অথবা এই আইন নির্দ্দিষ্ট ও জারী করিবার পূর্ব্বে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া যে কাগজইত্যাদিতে লেখা গিয়াছে তাহাতে যে ইষ্টাম্প ছাপা হইয়াছে তাহা যদি ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি করণসময়ে তাহার ইষ্টাম্প কাগজের যে মুল্য উপযুক্ত তাহার সহিত মিলে তবে তাহা গ্রাহ্যহওনে কোন আপত্তি হইবেক না ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

কলিকাতা শহর এবং দেশের অন্য২ স্থানের নিমিত্তে ভিন্ন২ ইষ্টাম্প ব্যবহার করা গেলে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি এবং তাহাতে ছাপা ইষ্টাম্প অন্য২ প্রকারে শুদ্ধ হইলে এবং ঐ ইষ্টাম্পেতে জানান মুল্য এই আইনের নিরূপিত ইষ্টাম্পের মুল্যের সহিত মিলিলে কলিকাতা শহরের মুদ্রাতে ছাপাকরা ইষ্টাম্প কাগজ দেশের মধ্যবর্ত্তি অন্য কোন স্থানে সফল হইবার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হইলে ঐ ইষ্টাম্প অনুপযুক্ত বলিয়া কোন প্রতিজ্ঞা-

পত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়াতে কোন আপত্তি হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

যে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়াব কি অন্য লেখাপড়া ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম হইয়াছে এবং ঐ হুকুমকরা ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখিত হইয়াছে যদি তাহা কোন আদালত কি সরকারী কোন কাছারী কিম্বা কোন জজ সাহেব কি কালেক্টর কি রেজিষ্টর কি সরকারী কর্ম্মকারি কোন সাহেবের নিকটে নথীতে গাঁথান কি দাখিল করা কি রিকার্ড করা যায় এবং ঐ ইষ্টাম্প কাগজের পৃষ্ঠে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয়করণিয়ার দস্তখৎ না থাকে অথবা ঐ কাগজ এই আইনের নিরূপিতমত না পাওয়া গিয়া থাকে এবং অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত বিক্রেতার নিকটে পাওয়া গেলেও উপযুক্তরূপে ঐ মত দস্তখৎআদি তাহাতে না থাকে তবে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়াবের কাগজ কি অন্য লেখাপড়া যে জন কি জনেরা নথীতে গাঁথিয়াছে কি দাখিল করিয়াছে কি রিকার্ড করিয়াছে কি অন্যের দ্বারা ঐ সকল করাইয়াছে সে জন কি জনেরা ঐ ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজের মুল্যের পাঁচগুণ টাকা জরীমানা দিবেক এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়াবের কাগজ কি অন্য কোন লেখাপড়া যদি নথীতে গাঁথান কি দাখিল করা কি রিকার্ড করা যায় ও তাহাতে কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপা কি দস্তখৎইত্যাদি থাকে তবে ঐ২ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়াইত্যাদি নথীতে গাঁথনিয়া কি দাখিলকরণিয়া কি রিকার্ডকরণিয়া জন অর্থাৎ যে জন নথীতে গাঁথান কি দাখিল করণ কি রিকার্ড করণের নিমিত্তে তাহা আনিয়াছে সেইজন কি তাহার কর্ম্মকর্ত্তা জন এই আইনেতে যে প্রকার দস্তখৎ ও তাহার পৃষ্ঠে লেখা থাকনব্যতিরেকে অথবা ঐ জন কি জনেরা জিলার জজ সাহেব কি কালেক্টর সাহেব কি ইহার পরে অনুসন্ধান করিতে কর্ম্মকারি অন্য যে২ সাহেব সরকারহইতে অনুমতি পান্ ঐ কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজইত্যাদির পৃষ্ঠেতে লেখা তারিখ এপ্রকারে পাওয়া গিয়াছে অথবা এই আইনেতে হুকুম করা কি অসিদ্ধ অন্য কোন প্রকারে পাওয়া গিয়াছে এবিষয়ে তাঁহার হৃদ্বোধজনক প্রমাণ দিতে না পারিলে ঐ কাগজে যে ইষ্টম্প ছাপা উপযুক্ত ঐ ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের বিংশতিগুণ জরীমানা সরকারে দিবেক উপরের লিখিত মতে কৃত্রিম ইষ্টাম্প ছাপা কাগজইত্যাদির পৃষ্ঠে ঐ দস্তখৎ ও ক্রয়করণের তারিখইত্যাদি লেখা থাকিলে এবং ঐ ক্রয়করণের তারিখের প্রমাণ যদি জজ সাহেব কি অন্য কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের কাছারীতে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখা নথীতে গাঁথান কি দাখিল কি রিকার্ড করা গিয়াছে ঐ২ সাহেবের হৃদ্বোধজনক হয় তবে ঐ কর্ম্মকারি জন আপনি কালেক্টর সাহেব না হইলে ঐ বিক্রয়কর্ত্তার নামে নালিশ করিবার নিমিত্তে তদ্বিষয়ে আপনার করা বিবেচনার কথার সহিত কালেক্টর সাহেবের নিকটে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি পাঠাইবেন এবং কালেক্টর সাহেব ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রইত্যাদি যত মুল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা উপযুক্ত তত টাকা ঐ জনের স্থানে পাইয়া উপযুক্তমতে তাহাতে ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার নিমিত্তে ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং ঐ প্রকারে দেওয়া মুল্যের টাকা ঐ ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণিয়ার স্থানে অথবা ঐ কর্ম্মহেতুক তাহার উপর করা কোন জরীমানার টাকাহইতে আদায় করা যাইবেক ইতি।—১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধা। ১ প্র।

১১৬১ নম্বরী আইনের অর্থেতে এবং ১৮৪০ সালের ৩ জানুআরি তারিখের ৬৪ নম্বরী সরকুলর অর্ডরে যে বিধি আছে তাহা এই পত্রের দ্বারা রদ হইয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের এবং উত্তর পশ্চিম দেশের সদর আদালতের সাহেবেরা আপনারদের অধীন আদালতের উত্তর কালে কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্তে নীচের লিখিত বিধি জারী করিতেছেন। ১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরকুলর অর্ডর।

যে দলীলদস্তাবেজ ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম আছে তাহা শাদা কাগজে লিখিয়া

যদি কোন ব্যক্তি দাখিল করে তবে তাহার ঐ কাগজ ইষ্টাম্প করণার্থ রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিবার নিমিত্তে তাহাকে দেওয়ানী আদালত উচিত বোধ করিলে উপযুক্ত মিয়াদ দিতে পারেন্। ১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

উপরের উক্ত বিধি আসামীরদের পক্ষে কেবল এইমত গতিকে খাটিতে পারিবেক অর্থাৎ যে দলীল আসামীর জওয়াবের মুল অথবা যদ্দ্বারা তাহার জওয়াবের সাহায্য হয় এমত দলীলের বিষয়ে উক্ত প্রকার অনুগ্রহ না করিলে যদি যথার্থ বিচারের ব্যাঘাত হয় তবে আসামীকে উক্ত প্রকার অনুগ্রহ করা যাইবেক। ফরিয়াদীরদের বিষয়ে কেবল বিশেষ গতিকে এবং সাধারণ নিয়ম বর্জিতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সেইরূপ অনুগ্রহ করিতে হইবেক কেননা ফরিয়াদীর বিষয়ে এই সাধারণ নিয়ম করা উচিত যে যে দলীল তাহার দাওয়ার মুল কিম্বা যদ্দ্বারা তাহার দাওয়ার সাহায্য হইতে পারে এমত দলীলদস্তাবেজ শাদা কাগজে দিলে তাহার মোকদ্দমা ননসুট হইবেক। যখন এই প্রকার অনুগ্রহ করা যায় তখন তাহার বিশেষ হেতু এক স্বতন্ত্র রুবকারীতে লিখিতে হইবেক। ঐ ঐ ঐ।

কোন ব্যক্তি অনুপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে দস্তাবেজ দাখিল করিলে তাহাতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসাইবার নিমিত্তে রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিতে দেওয়ানী আদালত উচিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত মিয়াদ দিতে পারেন্। ঐ ঐ ২ দফা।

যথার্থ বিচার করণের নিমিত্তে ঐ মিয়াদ দেওয়া উচিত বোধ হইলে উক্ত নিয়ম সাধারণ বিধির ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং এমত গতিকে মিয়াদ না দেওয়া বর্জিতের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক। ঐ ঐ ঐ।

যে২ গতিকে শাদা কাগজের উপর অথবা অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখিত দলীলদস্তাবেজ ইহার পূর্ব্বে দাখিল হইয়াছে সেই২ গতিকে উপরের লিখিত দুই বিধির নিয়ম এবং তাহার নীচে যে স্পষ্ট কথা লেখা গিয়াছে তাহা খাটিবেক। ঐ ঐ ৩ দফা।

১ এবং ২ বিধির নির্দ্দিষ্ট প্রকার দলীলদস্তাবেজ মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় দাখিল হইলে তাহা শাদা কাগজে লেখা হউক অথবা অনুপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা হউক আদালত একেবারে তাহা অগ্রাহ্য করিবেন। ঐ ঐ ৪ দফা।

রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের অধীন কোন কালেক্টর সাহেবের পরামর্শক্রমে ঐ কমিস্যনরের হুকুমানুসারে যে দলীলের উপর উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসান গিয়াছে তাহা প্রমাণস্বরূপ আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে। ঐ ঐ ৫ দফা।

রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের পরস্পর ক্ষমতার বিষয় নির্দ্ধার্য্যকরা দেওয়ানী আদালতের এলাকা নহে। কিন্তু যে দলীলদস্তাবেজ আদালতে দাখিল হয় তাহাতে যদি উপযুক্ত ইষ্টাম্প থাকে তবে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করিতে হইবেক এবং যে কার্য্যকারকের হুকুমক্রমে ঐ ইষ্টাম্প বসান গিয়াছে তাঁহার ক্ষমতার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক না। ঐ ঐ ৬ দফা।

যদি অনুপযুক্ত ইষ্টাম্পহওয়া দলীলের প্রমাণে অথবা ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখনের আবশ্যক থাকিলে কেবল শাদা কাগজের লিখিত দলীলের প্রমাণে যদি কোন মোকদ্দমা আদৌ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে এবং যদি তাহার উপর খাস আপীল হয় তবে অধঃস্থ উভয় আদালতের নিষ্পত্তি রদ করিতে হইবেক এবং যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমতঃ উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতকে ঐ মোকদ্দমা আসল নম্বরে পুনর্ব্বার নথীর শামিল করিতে হুকুম দিতে হইবেক। পরে যে ব্যক্তি ঐ দলীল দাখিল করিয়াছিল তাহার প্রথম অথবা দ্বিতীয় বিধানের লিখিত নিয়মানুসারে অর্থাৎ যে গতিকে যে বিধি খাটে সেই বিধির অনুসারে ঐ দোষ শুধরণের উপায় দেওয়া বা না দেওয়ার বিষয়ে ঐ আদালত আপনার বিবেচনানুসারে কার্য্য করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন। ঐ ঐ ৭ দফা।

শাদা কাগজে লিখিত এক দলীলের উপর ইষ্টাম্প বসাইবার নিমিত্ত ঢাকার জজ সাহেব তাহা ফিরিয়া দিলেন। কিন্তু রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরা বোধ করিলেন যে তাহাতে ইষ্টাম্প বসাইবার আবশ্যক নাই এবং উক্ত জজ সাহেব তাহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে উক্ত প্রকার বিষয় নির্ণয় করণের ক্ষমতা আইনমতে জিলার রাজস্বের কার্য্যকারক সাহেবেরদিগকে এবং হাসিল ও নিমক ও আফীন বোর্ডের সাহেবেরদিগকে অর্পণ হইয়াছে। অতএব তাঁহারা যদি কহেন্ যে কোন দলীলদস্তাবেজ ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই তবে আদালতে তাহা গ্রাহ্য করিতে হইবেক।—১৩৩১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮২৯ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার এবং সেই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের সম্পর্কে সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে বেণিয়া এবং দোকানদার লওয়া ও দেওয়া টাকার এবং জিনিসপ্রভৃতির যে হিসাবের বহী রাখে তাহা ইষ্টাম্পকাগজে লেখা নহে অতএব দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে হিসাবের বহী ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে কোন আইনের মধ্যে হুকুম নাহি অতএব তাহা শাদা কাগজে লেখা হইলেও সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে। ৫৯২ নম্বরী আইনের অর্থ।

সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে মহাজনের খাতা বহীতে কোন ব্যক্তির হিসাব নিষ্পত্তি হইলে এবং রীতিমতে সেই ফর্দ্দের নিম্ন ভাগে খাতকের স্থানে যত পাওনা আছে তাহা লেখা হইলে যদি অন্য ব্যক্তি তাহাতে দস্তখৎ করিয়া মহাজনের ঐ পাওনা টাকার বিষয়ে খাতকের জামিন হয় তবে ঐ প্রকার জামিনী শাদা কাগজে লেখা থাকাতে তাহা মাতবর হইবেক কি না। তাহাতে বিধান হইল যে মহাজনের পক্ষে ঐ জামিন মাতবর হওনের নিমিত্ত তাহার উচিত যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৪ ধারানুসারে তাহার খাতা বহীর যে পৃষ্ঠায় ঐ হিসাব ও জামিনী লেখা থাকে তাহাতে ইষ্টাম্প বসায় পরন্তু যদ্যপি ঐ মহাজন সেইরূপ না করে তবে সেই জামিনীর দ্বারা মহাজনের উপকার হইবার নিমিত্ত তাহার উচিত যে ঐ কাগজভিন্ন ঐ জামিনীর অন্য মাতবর প্রমাণ দেয় যেহেতুক শাদা কাগজে ঐ জামিনী থাকিলে তাহা আইনমতে প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে না। ৯৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।

যদি মহাজন কোন ব্যক্তিকে টাকা কর্জ দিলে তাহা মহাজনের বহীর এক স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় খাতকের খতের ডৌলের অনুসারে লেখা গেলে এবং যদি তাহার উপর সুদ চলে খাতক এবং সাক্ষী তাহাতে সহী করে তবে ঐ পৃষ্ঠার কাগজে কোন ইষ্টাম্প না থাকাতে সেই লিপি শাদা কাগজের খতের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং আদালতে তাহা কোনপ্রকারে মঞ্জুর হইতে পারে না। ৩২৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে উক্ত ৩২৫ নম্বরী আইনের অর্থের এইমাত্র অভিপ্রায় যে খত বা তমঃসুক বা টাকা দেওন বিষয়ের অন্য একরার মহাজনের খাতা বহীতে লেখা গেলে যে কাগজের উপর লেখা যায় তাহাতে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৭ প্রকরণে সেই প্রকার নিদর্শনপত্রের যে ইষ্টাম্প নিরূপিত আছে তাহা না দেওয়া গেলে দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে তাহা সাক্ষ্যের ন্যায় মঞ্জুর হইতে পারে না কিন্তু পূর্ব্ববৎ খাতাবহীর সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হওনের বিষয়ে যে হুকুম ছিল তাহা নিষেধ করিতে ঐ অর্থের অভিপ্রায় ছিল না। যেহেতুক ৫৯২ নম্বরী আইনের অর্থে এই মত বিধান আছে যে খাতাবহী ইষ্টাম্পকাগজে করিবার কোন হুকুম আইনে নাই অতএব তাহা শাদা কাগজে লেখা থাকিলেও সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে। ঐ ৫৯২ নম্বরী আইনের অর্থ রদ করিতে সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরের তাৎপর্য্য নহে।—১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

এ আইনের ৩ ধারার উক্ত A চিহ্নেতে চিহ্নিত তফসীলের লিখিত হস্তান্তর করণপত্র ও চুক্তিপত্র ও তমঃসুক ও জামিনীপত্র এবং সামান্যতঃ সকল প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদি যে২ মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার বিশেষ নীচে লেখা যাইতেছে।

১ প্রথম।—আগ্রিমেন্ট অর্থাৎ একরারনামা অথবা একরারনামার বিষয় স্মরণার্থে যে কোন লেখাপড়া এই তফসীলেতে অন্য প্রকার মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম না হইল কিম্বা ইষ্টাম্পরহিত কাগজে লিখিতে নিষেধ না হইল চুক্তির প্রমাণের নিমিত্তে হউক কিম্বা ঐ একরারকরণিয়ার বন্ধ হওনের নিমিত্তেই বা হউক অবধার্য্য মূল্য বস্তুর বিষয়ে হইলে এবং সেই মূল্যের কথা তাহাতে লেখা গেলে — যত টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম হইল তত টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।

২ দ্বিতীয়।—মাসমাসে কি বৎসরে২ টাকা দিবার একরারনামা — যত টাকা দশ বৎসরে দিতে হইবেক তাহার তুল্য টাকার অথবা সমুদয় টাকা ঐ দশ বৎসরের টাকার কম হইলে তাহার তুল্য টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা উচিত ঐ মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।

৩ তৃতীয়।—আইনানুসারে কোন কর্ম্ম করিতে অথবা যে কোন কর্ম্ম টাকার সহিত সম্পর্ক না রাখে কি যাহাতে টাকা বিশেষরূপে না লেখা যায় এমত কোন বিশেষ একরারনামা — উভয় পক্ষীয় লোক যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ নিরূপণ করে সেই মত কাগজে লিখিতে হইবেক কিন্তু এই তফসীলেতে তমঃসুকের নিমিত্তে যে২ ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য লেখা যায় ঐ একরারনামা তাহার মধ্যের যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে তাহার অধিক টাকা ঐ একরারনামাপ্রযুক্ত কোন আদালতে পাওয়া যাইবেক না।

বর্জনীয়।

কর্ম্মের বেতনের নিমিত্তে একরারনামা।

মহাজন এবং অন্য২ লোকেরদের যে২ পত্র সরকারী ডাকে পাঠান যায় ঐ পত্রেতে যে একরার লেখা যায় তাহা।

৪ চতুর্থ।—এক কি তাহাহইতে অধিক সাক্ষির দস্তখৎযুক্ত দলীলদস্তাবেজ কি নিদর্শনপত্র কি লিপিব্যতিরেকে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ হুণ্ডী কি ড্রাফ্‌ট অর্থাৎ বরাৎ চিঠী কি প্রোমিসরি নোট কি হুণ্ডী কিম্বা টীপ কি

	দৃষ্টিমাত্র কি দাওয়া মাত্র কি তিন মাসের অনধিক মিয়াদী হইলে।	তারিখের পর তিন মাসের অধিক কিন্তু এক বৎসরের অনধিক মিয়াদী হইলে।
বরাৎ কি টাকা দিবার অন্য হুকুম কি অঙ্গীকার পত্রের টাকা (রাজধানীর অধীন প্রদেশের মধ্যে দেয় হইলে) দৃষ্টিমাত্রে অথবা দাওয়ামাত্রে অথবা নীচের লিখিত মিয়াদের মধ্যে দিতে হইবেক তাহা এবং ঐ প্রদেশের বাহিরে যে কোন মিয়াদে বিল অফ এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ হুণ্ডী দিতে হইবেক তাহা ২৫ পাঁচিশ টাকার অধিকের না হইলে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য ..	/০	৶০

অধিকের হইলে।

যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।		
২৫৲	৫০৲	৶০	।০
৫০৲	১০০৲	।০	॥০
১০০৲	২০০৲	॥০	৸০
২০০৲	৪০০৲	৸০	১৲
৪০০৲	৮০০৲	১৲	১॥০
৮০০৲	১৬০০৲	১॥০	২৲
১৬০০৲	৩০০০৲	২৲	২॥০
৩০০০৲	৫০০০৲	২॥০	৪৲
৫০০০৲	১০০০০৲	৪৲	৬৲
১০০০০৲	২০০০০৲	৬৲	৮৲
২০০০০৲	৩০০০০৲	৮৲	১২৲
৩০০০০৲	৫০০০০৲	১২৲	১৬৲
৫০০০০৲	১০০০০০৲	১৬৲	২০৲
১০০০০০৲ এক লক্ষের উপর যত হউক।		২০৲	২৫৲

উভয় সদর আদালতের জজ সাহেবেরা বিধান করিলেন যে হুণ্ডী মহাজনের দ্বারা স্বীকার হইলে এবং তাহা কেনা বেচা হইলে যদ্যপি তাহাতে ইষ্টাম্প না বসান যায় কিম্বা তাহার সঙ্গে উপযুক্ত ইষ্টাম্পযুত না লাগান যায় তবে তাহা আইনসিদ্ধ নিদর্শনপত্রের মত গ্রাহ্য হইতে পারে না।—১২৭৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫ পঞ্চম।—যে সকল হুণ্ডী কি অনুজ্ঞাপত্রইত্যাদি পুনর্ব্বার চালান হয়।	তাহা তিন মাসের অনূর্দ্ধ মিয়াদে যে অনুজ্ঞা পত্র বোধ করিতে হইবেক ঐ পত্র যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হয় তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক।
৬ ষষ্ঠ।—যে হুণ্ডী কি অনুজ্ঞাপত্রইত্যাদির এক বৎসরের অধিক মিয়াদ নাহি।	তাহার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় ঐ ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

মন্তব্য।—শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে এমত কর্ত্তৃত্ব থাকিবেক যে কোন বাঙ্ক কি সম্প্রদায় যে২ অনুজ্ঞাপত্র চালান করেন্ ঐ পত্র যে মুল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক তদ্বিষয়ে ঐ বাঙ্ক কি সম্প্রদায়ের সহিত চুক্তি করেন্ এবং ঐ২ চুক্তির সমাচার সরকারী গেজেটেতে ছাপা করা যাইবেক।

বর্জনীয়।

যে২ হুণ্ডীর টাকা যে২ স্থানে পাওয়া যাইবেক ঐ২ স্থানহইতে এক শত মাইলের অধিক দূর কোন স্থানেতে যে২ হুণ্ডী কোন সংখ্যার টাকার নিমিত্তে লেখা যায় এবং গ্রাহ্যকরণানন্তর চালান না হয় তাহা এবং দোকর তেকর একরূপ যে হুণ্ডী ভিন্নাধিকারের কোন দেশহইতে আইসে তাহা।

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যদি হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তি কোন স্থানে যে কোন হুণ্ডী লেখা যায় এবং এই রাজধানীর তাবে কোন দেশে তাহার টাকা প্রাপ্তব্য হয় তাহা স্বাক্ষর করণের পরে যদি অন্যকে দেওয়া যায় কিম্বা স্বাক্ষরহওনানন্তর ঐ স্বাক্ষরকারক এবং টাকাদেওনিয়াব্যতিরেকে তৃতীয় জনকে কোনপ্রকারে দেওয়া যায় তবে ঐ হুণ্ডীইত্যাদি চালাইবার পূর্ব্বে তাহার উপর ইষ্টাম্প ছাপাইবার নিমিত্তে তাহা ইষ্টাম্প আফিসে না লইয়া গেলে অথবা প্রত্যেক হুণ্ডীর সহিত এই তফসীলেতে যে মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজ ঐ প্রকার হুণ্ডীতে উপযুক্তরূপে লেখা গিয়াছে ঐ প্রকার ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখিত ঐ হুণ্ডীর নকল গাঁথা না গেলে ঐ প্রকার চালানকরা হুণ্ডীইত্যাদির সহিত এই রাজধানীর কথা সম্পর্ক রাখিবেক না।

অন্য বর্জনীয়।

হুণ্ডী ও করারী তমঃসুক অর্থাৎ সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে সরকারের যে২ কার্য্যকারক সাহেবেরা সরকারের খাজানাদফ্তরের উপর হুণ্ডী দিবার ও তথাহইতে টাকা দেওয়া যাইবার অর্থে করারী তমঃসুকইত্যাদি লিখিয়া দিবার ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহারদিগের দেওয়া হুণ্ডী ও করারী তমঃসুক।

লিখনের স্থানহইতে কুড়ি মাইলের মধ্যগত কোন বাঙ্কের কি বাঙ্কের কোন মালিকের কি মোখ্তারের নামে চাহিবামাত্র লইয়া যাওনিয়াকে টাকা দিবার নিমিত্তে লিখনের নামযুক্ত যে সকল বরাৎ কি অনুজ্ঞাপত্র লেখা যায় তাহা।

বিক্রয়পত্র।——হস্তান্তরকরণপত্র ও বন্ধকীপত্রের প্রকরণ দেখ।

৭ সপ্তম।—বণ্ড অর্থাৎ তমঃসুক এতাবতা টাকা আদায়ের কারণ এক কি ততোধিক সাক্ষির দস্তখৎযুক্ত করারী তমঃসুক ও হুণ্ডী ও টীপ ও বরাৎ ইত্যাদি এক বৎসরের অধিক মিয়াদে হইলে ২৫৲ পঁচিশ টাকার অনধিক হইলে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মুল্য। .. ..

অধিকের হইলে।

যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত	মূল্য।
২৫৲	৫০৲	।০
৫০৲	১০০৲	॥০
১০০৲	২০০৲	১৲
২০০৲	৩০০৲	২৲
৩০০৲	৫০০৲	৪৲
৫০০৲	১০০০৲	৬৲
১০০০৲	২০০০৲	১০৲
২০০০৲	৩০০০৲	১৬৲
৩০০০৲	৫০০০৲	২০৲
৫০০০৲	১০০০০৲	৩২৲
১০০০০৲	২০০০০৲	৪০৲
২০০০০৲	৫০০০০৲	৬৪৲
৫০০০০৲	৭৫০০০৲	৭০৲
৭৫০০০৲	১০০০০০৲	৮০৲
১০০০০০৲	১৫০০০০৲	১০০৲
১৫০০০০৲	২০০০০০৲	১২০৲
২০০০০০৲	..	১৫০৲

২০০০০০৲ দুই লক্ষের ঊর্দ্ধ যত হয় তাহার প্রত্যেক লক্ষের উপর ইহার অতিরিক্ত এক২ শত।

জিলার আদালতের জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে তমঃসুকের মধ্যে লেখা আছে যে পরস্পর অসম্পর্কীয় দুই ব্যক্তিকে কর্জ দেওয়া গিয়াছে এমত তমঃসুকের বাবৎ ফরিয়াদী নালিশ করিলে আমার কি কর্ত্তব্য অর্থাৎ সেই খতে লেখে যে ৫৲ টাকা আনন্দকে এবং ২৯৲ টাকা বক্‌সুকে কর্জ দেওয়া গিয়াছে ঐ দুই ব্যক্তির পরস্পর কিছু সম্পর্ক নাই তাহারা আপনারদিগকে জানে না এইমত প্রমাণ হইয়াছে যে ঐ দুই কর্জ একি তমঃসুকের মধ্যে লিখনের অভিপ্রায় এই যে প্রত্যেক কর্জের বাবৎ খতের যে ৶ আনা করিয়া লাগিত তাহা এড়ান যায় যদি আমি সেই তমঃসুকক্রমে ডিক্রী করি তবে ইষ্টাম্প আইনের অভিপ্রায় বিফল হয়। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে সময়েতে তমঃসুক লেখা গেল সেই সময়ের চলিত আইনানুসারে যদি ইষ্টাম্পের মূল্য উভয় কর্জা টাকার অর্থাৎ ৩৪৲ টাকার উপযুক্ত হয় তবে ৫৲ টাকার কর্জ এবং ২৯৲ টাকার আর এক কর্জের একি খত হইলে সেই খত নামঞ্জুর হইবেক না।—১০৮৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮ অষ্টম।—তমঃসুক অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ হস্তান্তরকরণের কিম্বা নিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা সংখ্যা নিরূপিত টাকা দিবার অথবা মূল্য নিরূপণ করণযোগ্য কোন বিষয় কি বস্তু অর্পণের কি তাহার হিসাব দেওনের নিমিত্তে জামিনস্বরূপ যে তমঃসুক দেওয়া যায় তাহা। .. ..

উপরের লিখিত মত যে টাকা দিবার কি তাহার হিসাব দিবার কিম্বা যে দ্রব্য অর্পণ করণের কি হস্তান্তরকরণের কথা ঐ তমঃসুকে লেখা যায় সেই টাকার সংখ্যার কি দ্রব্যের মূল্যানুসারে নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

৯ নবম।—তমঃসুক অর্থাৎ যাবজ্জীবন ইত্যাদির ন্যায় অনিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা টাকা দিবার তমঃসুক। ..	সন২ যত টাকা দিতে হইবেক তাহার দশগুণ সংখ্যার নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।
১০ দশম।—তমঃসুক অর্থাৎ যে টাকা রক্ষা পাওনের কিম্বা অবশেষে ফিরিয়া পাওয়া যাওনের নিমিত্তে যে তমঃসুক লেখা যায় সেই টাকার সংখ্যা অলিখিত ও অনিরূপিত হইলে ঐ তমঃসুক।	তাহা লেখনিয়া লোক যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে ইচ্ছা করে তাহা লিখিতে পারে কিন্তু ঐ ইষ্টাম্প কাগজ যত টাকার নিমিত্তে উপযুক্ত হয় তাহার অধিক টাকা ঐ তমঃসুকের দ্বারা কোন আদালতে পাইতে পারিবেক না।
১১ একাদশ।—তমঃসুক অর্থাৎ কোন পদের কর্ম্ম কিম্বা অন্য কোন কার্য্য উপযুক্তরূপে করিবার নিমিত্তে যে তমঃসুক অথবা মুচলকাইত্যাদি লওয়া যায় তাহা এবং অন্য মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে যাহা লিখিবার হুকুম নাহি কিম্বা ইষ্টাম্প রহিত কাগজে যাহা লিখিবার নিষেধ নাহি তদ্ব্যতিরেকে অন্য সকল প্রকার তমঃসুক।	উপরের লিখিতমতে এবং নিয়মে যদৃচ্ছা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইতে পারিবেক।
১২ দ্বাদশ।—টাকার সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইলে।	এমত নির্দ্ধারিত টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যায় তত্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

বর্জ্জনীয়।

তমঃসুক অর্থাৎ সালিয়ানা।

তমঃসুক অর্থাৎ পরস্পর রাজ্যের নীতিবিষয়ক পদসম্পর্কীয় কিম্বা নিজ রাজ্যশাসন কর্ত্তৃত্বপদসম্পর্কীয় সরকারী কোন কার্য্যের কি বস্তুর নিমিত্তে সরকারের কর্ম্মকারি সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া কি তাঁহারদিগের নিকটহইতে দেওয়া তমঃসুক।

১৩ ত্রয়োদশ।—সিকুরিটিবণ্ড অর্থাৎ জামিনীপত্র এতাবতা কোন আদালতের সাহেব কি কালেক্টর সাহেব কি আদালত কি রাজসম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবের লওয়া কি তাঁহারদিগের হুকুম দ্বারা লওয়া জামিনীপত্র এবং কোন আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে দাখিলহওয়া রাজীনামা ও সোলেনামা ও রফানামা।	B চিহ্নিত তফসীলেতে আদালতের কাগজের নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের হুকুম হইল ঐ মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কোন ব্যক্তি খতের টাকা দেওনের বিষয়ে জামিন হইলে এবং জামিনী স্বীকারস্বরূপ সেই খতে আপনার নাম লিখিলে সেই ব্যক্তির নামে খাতকের নামে যেরূপে নালিশ হইতে পারে সেইরূপে নালিশ হইতে পারে যেহেতুক সেই কর্জেতে উভয় ব্যক্তিই দায়ী অতএব সেই জামিনের নামে নালিশ গ্রাহ্য হওনের

নিমিত্ত আসল কর্জের তুল্য মুল্যের স্বতন্ত্র ইষ্টাম্প কাগজে রীতিমতে জামিনী লিখিবার কোন প্রকার আবশ্যক নাই।—৩৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।

সদর আদালতে জ্ঞাপন করা গিয়াছে যে কোন২ জিলাতে খত যে মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয় সেই মূল্যের কাগজে লিখিত খতের উপর জামিনী লেখা গিয়া থাকে এই ব্যবহার অসঙ্গত যেহেতুক এই প্রকার লিখিত জামিনীনামা জামিনীর প্রতিকূলে আদালতে সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে না অতএব এই বিষয়ে জিলার আদালত মনোযোগ করিবেন এবং তাঁহারদের অধীন আদালতেরদিগকে মনোযোগ করাইবেন।—১৮৩৭ সালের ২৭ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

তৎপরে জিলা মৈনপুরীর জজ বেগবি সাহেব সদর আদালতে লিখিলেন যে উক্ত ২৭ অক্টোবর তারিখের সরকুলর অর্ডর ৩৪১ নম্বরী আইনের অর্থের সঙ্গে মিলে না তাহাতে সদর আদালত জানাইলেন যে ঐ সাহেব আইনের অর্থের বিষয়ে যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহা এই যে এক জন এক খাতকের সঙ্গে কর্জ্জার বিষয়ে দায়ী হইল এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ সেই খতের উপর আপনার নাম দস্তখৎ করিল তাহাতে উভয় ব্যক্তি তাহার বিষয়ে সমানরূপে দায়ী হইল এবং আদালত বিধান করিলেন যে ঐ জামিনের নামে নালিশ গ্রাহ্য হওনের নিমিত্ত ঐ খতের তুল্যমুল্যের আলাহিদা ইষ্টাম্প কাগজে তাহার জামিনীনামা লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ২৭ অক্টোবর তারিখের সরকুলর অর্ডরের বিষয় এই যে এক জন আসল খতের উপর জামিনীনামা লিখিয়া দিল এবং ইষ্টাম্পবিষয়ক আইনানুসারে সেই প্রকার জামিনীনামা ঐ জামিনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে না। উক্ত দুই বিষয়ের মধ্যে অনেক বিশেষ আছে এবং ঐ কন্‌ষ্ট্রক্‌সন ও সরকুলর অর্ডর পরস্পর বিরুদ্ধ নহে।—১১২১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪ চতুর্দ্দশ।—চার্ত্তরপার্ত্তি অর্থাৎ কোন জাহাজ কি নৌকার ভাড়ার নিমিত্তে কোন একরারনামা কি চুক্তিপত্র কিম্বা জাহাজ কি নৌকার কাপ্তানের কি কর্ত্তার কি স্বামির অন্য কাহারু সহিত ঐ জাহাজ কি নৌকাযোগে কোন দ্রব্য কি দ্রব্য কি মাল বোঝাই করিবার ও অন্য স্থানে লইয়া যাইবার বিষয়ে যে কোন লেখাপড়া ও পত্রাদি হয় তাহা লিখিবার ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য। .. .. — যদি ঐ তমঃসুকের দ্বারা এক হাজার টাকার অধিক পাওয়া যায় তবে ৮৲ আট টাকা মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ও ১০০০৲ এক হাজার টাকার কম হইলে ঐ তমঃসুকের নিমিত্তে যে মুল্যের ইষ্টাম্পকাগজের হুকুম হইল সেই মুল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

বর্জনীয়।

চার্ত্তরপার্ত্তি অর্থাৎ সিপাহীদিগকে কি সৈন্যসম্বন্ধীয় দ্রব্যজাত লইয়া যাইবার কিম্বা পরস্পর রাজসম্পর্কীয় অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্তে সরকারেতে ভাড়ালওয়া জাহাজ কি নৌকার বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যে একরারনামা কি চুক্তিপত্র লেখা যায়।

১৫ পঞ্চদশ।—কন্ত্রাক্টর অর্থাৎ চুক্তিপত্র কি প্রতিজ্ঞাপত্র তাহার কাগজের অন্য প্রকার মুল্যের নিরূপণ না হইয়া থাকিলে কিম্বা তাহা ইষ্টাম্প কাগজহইতে বর্জ্জিত না হইলে। — চুক্তিপত্রানুসারে।

১৬ ষোড়শ।—কোপার্টনরসিপ ডীড অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা যৌতা কারবারের লেখাপড়া অর্থাৎ সংসৃষ্টিপত্র। .... — ৮৲

১৭ সপ্তদশ।—কম্পোসিস্যন্ ডীড অর্থাৎ সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র কিম্বা

অশক্ত খাতক কি খাতকদিগের তাহার কি তাহারদিগের মহাজনের মধ্যেতে রফাসুরতে দেনা পরিশোধ করণার্থে অন্য যে কোন লেখা পড়া হয় তাহা যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মুল্য। .. ৮৲

১৮ অষ্টাদশ।—কন্‌বেয়ন্স অর্থাৎ হস্তান্তরকরণপত্র এত্তাবতা কওয়ালা কি বয়নামা কি হেবানামা কিম্বা কোন ভূমি কি ঘরবাটী কি খাজানা কি সালিয়ানা প্রাপ্তি পৈতৃক কি স্বোপার্জ্জিত স্থাবর জঙ্গম অন্য কোন বস্তু বিক্রয়ের বিষয়ে কিম্বা কোন ভূমি কি ঘরবাটী কি খাজানা কি সালিয়ানা লাভ কি অন্য কোন বস্তুতে থাকা কোন স্বত্ত্ব কি অধিকারিত্ব কি প্রাপ্য কিম্বা অন্য কোন প্রকার দাওয়ার বিষয় বিক্রয়ের বিষয়ে যে কোন প্রকার লেখাপড়া হয় অর্থাৎ যে মুখ্য কি অদ্বিতীয় পত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়ার দ্বারা বিক্রয়করা বস্তু ক্রয়কর্ত্তা কি ক্রয়কর্ত্তাদিগের কি তাহার কি তাহারদিগের অনুমতিক্রমে অন্য কোন জনের হস্তগত হয় কি অর্পণ করা যায় ঐ২ বিষয়ের পত্র তাহার মধ্যে লেখা ক্রয়ের মুল্য কি তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ের টাকা ৫০৲ পঞ্চাশের অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মুল্য। ... ... ॥০

পঞ্চাশের অধিক হইলে।

যাহার উপর।	যেপর্য্যন্ত।	মুল্য।
৫০৲	১০০৲	১৲
১০০৲	২০০৲	২৲
২০০৲	৫০০৲	৪৲
৫০০৲	১০০০৲	৮৲
১০০০৲	২০০০৲	১২৲
২০০০৲	৩০০০৲	১৬৲
৩০০০৲	৫০০০৲	২০৲
৫০০০৲	৮০০০৲	৩২৲
৮০০০৲	১২০০০৲	৪০৲
১২০০০৲	২০০০০৲	৫০৲
২০০০০৲	৩০০০০৲	৬৪৲
৩০০০০৲	৫০০০০৲	৮০৲
৫০০০০৲	১০০০০০৲	১০০
১০০০০০৲	২০০০০০৲	১৫০৲
২০০০০০৲ দুই লক্ষের অধিক প্রত্যেক লক্ষের নিমিত্তে।		এক২ শত।

মন্তব্য।—অনেক প্রতিজ্ঞাপত্রের কি নিদর্শনপত্রের কি লেখাপড়ার মধ্যে কোন্ পত্র মুখ্য ইহাতে সন্দেহ হইলে ঐ পত্রাদির কর্ত্তারা তাহার মধ্যে যে পত্র মুখ্য হয় তাহা স্থির করিতে এবং ঐ পত্রেতে লিখিত টাকার সংখ্যাদৃষ্টে উপযুক্ত মুল্যের ইষ্টাম্পযুত কাগজে কি পার্চমেণ্টে কি বেলমে তাহার নকল করাইতে পারে।

১৯ উনবিংশ।—কিন্তু ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে একহইতে অধিক পত্রাদি থাকিলে ঐ মুখ্যপত্রভিন্ন অন্য২ সকল পত্র আট আট টাকা মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজআদিতে লেখা যাইবেক এবং ঐ প্রতিপোষক পত্র আট টাকার অধিক মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই এবং ঐ সকল পত্রেতে বস্তু হস্তান্তর হওনের মুখ্য পত্রের নিরূপণ এবং ঐ মুখ্যপত্র উপযুক্ত মুল্যের ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা গিয়া থাকনের কথা ঐ প্রতিপোষক পত্রেতে লেখা যাইবেক।

বর্জনীয়।

যে সকল দানপত্র কি পাট্টা কি বিক্রয়পত্রাদিতে সরকার পরস্পর রাজ্যের নীতিবিষয়ক পদের কি স্বীয় রাজ্যশাসনকর্ত্তৃত্ব পদের এক পক্ষ হন্ তাহা।

মন্তব্য।—মালগুজারী কি খাজানার বাকী উসুল করিবার কি আদালতের ডিক্রীর লিখনমতে কার্য্য করণের নিমিত্তে যে ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যায় তাহার বিক্রয়পত্রেতে ঐ বর্জনের কথা সম্পর্ক রাখিবেক না ও এমতে নীলাম হইলে তাহার খরীদ্দারের খরীদের টাকার সহিত ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য দিতে হইবেক এবং যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ নীলাম করেন্ তাঁহার নিকটহইতে ঐ খরীদার সেই মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত বয়নামা অর্থাৎ বিক্রয়পত্র পাইবেক।

অন্য বর্জনীয়।

সরকারের লওয়া কর্জের খত কি সরকারের লিখিয়া দেওয়া অন্য প্রকার খত এবং বাঙ্কের অংশ হস্তান্তর করণের পত্র।

ঘাটের মাসুলের ইজারদার জজ সাহেবের নিকটে এই দরখাস্ত করিল যে আমারদের কবুলিয়ৎ এবং জামিনীনামা শাদা কাগজে লেখা যাইবার অনুমতি হয়। জজ সাহেব সেই বিষয় সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সদর আদালত এই উত্তর দিলেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের বর্জনীয় বিষয়ের অর্থের মধ্যে সেই প্রকার কবুলিয়ৎ এবং জামিনীনামা গণ্য করিতে হইবেক এবং সরকারী বিষয়ের ইজারদারেরদের যে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবার হুকুম আছে তাহা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই।—১১১১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০ বিংশ।—নকল কোন প্রকার প্রমাণযুক্ত কিম্বা ঠিক নকলবোধক দস্তখৎযুক্ত কোন তমঃসুকের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের যে কোন নকল প্রমাণস্বরূপে দাখিল করিবার নিমিত্তে প্রকৃতরূপে করা যায় তাহা উভয় পক্ষের কোন পক্ষের হিতের নিমিত্তে করা গেলে তাহার ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য।	এই আইনানুসারে আসল পত্রের কাগজের মূল্যের তুল্য।
২১ একবিংশ।—ঐ একরারনামা কি নিদর্শনপত্রাদির যে নকল উভয়পক্ষব্যতিরেকে অন্য জনের হিতের কি কার্য্যসাধনের নিমিত্তে করা যায় তাহার ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য।	॥০
২২ দ্বাবিংশ।—পূর্ব্বোক্ত কোন একরারনামা কি চুক্তিপত্র কি তমঃসুক কি প্রতিজ্ঞাপত্র কি অন্য নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠের লেখা কি তাহার সঙ্গে গাঁথা কোন তফসীলের ফর্দ্দের কি রসীদের কি অন্য কোন লিখনের কোন প্রকার প্রমাণযুক্ত কোন নকল লেখা যাইবার ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য।	॥০
২৩ ত্রয়োবিংশ।—কোন রিকার্ড কি পত্র কি হিসাব কি বেওরাপত্র কি রিপোর্ট কিম্বা অন্য কোন লেখাপড়ার দস্তখৎকরা যে নকল সরকারের কোন কাছারীহইতে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহা ইষ্টাম্প আফিসে কাপিকাগজ নামেতে খ্যাত যে প্রকার কাগজে এখন লেখা যায় এমত কাগজে লিখিতে হইবেক এবং তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দের মুল্য।	।০

আদালতসম্পর্কীয় যে লেখাপড়ার নকল আদালতহইতে অথবা মালগুজারীর কাছারীহইতে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহার বিষয়ে B চিহ্নিত তফসীল দেখ।

বর্জনীয়।

ঐ আসল পত্রাদি যাহার স্থানে থাকে তাহার কিম্বা তাহার উকীলের কি-সলিসিটরের নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে করা নকল এবং ফিরিয়া দেওনসময়ে সরকারী কাছারীতে রাখা প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদির নকল।

কোন আইনের দ্বারা সরকারী কর্ম্মকারক সাহেবদিগকে যে কোন কাগজের নকল করিতে কি চাহিতে কি অন্যেরে দিতে হুকুম আছে সেই নকল ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার নিমিত্তে বিশেষরূপে হুকুম না থাকিলে তাহা।

২৪ চতুর্ব্বিংশ।—ডীড অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা এই তফসীলেতে বিশেষরূপে যে২ প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রসঙ্গ অন্য প্রকার না হইয়া থাকে সে সকল প্রতিজ্ঞাপত্রের ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য। — একরারনামার ইষ্টাম্প কাগজের তুল্য।

২৫ পঞ্চবিংশ।—এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ এওজনামা এতাবতা অন্য কোন প্রকার বস্তুর পরিবর্ত্তে স্থাবর কোন বস্তু যে প্রতিজ্ঞাপত্রের দ্বারা হস্তান্তর কি ত্যাগ হয় তাহা।

যদি ঐ এওজ সমান করিবার নিমিত্তে কিছু টাকা না দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম না হয় তবে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মুল্য। ... ৮৲

২৬ ষড়্‌বিংশ।—যদি ঐ এওজ সমান করিবার নিমিত্তে কিছু টাকা দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম হয় তবে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মুল্য। .. .. .. — তত টাকার বস্তু হস্তান্তর করণপত্রের ইষ্টাম্প কাগজের মুল্যের তুল্য।

২৭ সপ্তবিংশ।—এঙ্গেজমেণ্ট অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা দেওয়া দাদনপ্রযুক্ত নীলগাছের কৃষিকার্য্যকরণের কি তাহা যোগাইবার কি দাখিল করণের কিম্বা বাণিজ্যব্যাপারের অন্য কোন বস্তু জন্মাইবার কি বানাইবার কি যোগাইবার কি দাখিল করিবার অর্থে যে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া যায় তাহা। .. — তমঃসুক কি অন্য খতের ইষ্টাম্পকাগজের মুল্যানুক্রমে দাদনের টাকার সংখ্যানুসারে নিরূপিত মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

২৮ অষ্টাবিংশ।—লীস অর্থাৎ পাট্টা এতাবতা কতক টাকা আগাম পাইয়া ইস্তমরারী পাট্টা কিম্বা এক জনের কি ততোধিক জনের পরমায়ুর সংখ্যাপর্য্যন্ত মিয়াদের কি অনিরূপিত অন্য কতক কাল মিয়াদের নিমিত্তে যে পাট্টা দেওয়া যায় যদি খাজানা দিতে না হয় তবে তাহার ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য। .. .. — ঐ আগাম দেওয়া টাকার তুল্য মুল্যের বস্তু হস্তান্তর কি বিক্রয় করণের কাগজের মুল্যের তুল্য।

২৯ উনত্রিংশ।—আগাম কিছু টাকা পাওনব্যতিরেকে মাস২ কি সন২ খাজানা পাওনের কারণ ভূমি কি বাটীঘর কি অন্য স্থাবর বস্তুর যে পাট্টা লেখা যায় তাহার ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য সালিয়ানা খাজানা ১২৲ বারো টাকার উপর ২৪৲ টাকাপর্য্যন্ত হইলে।	এক বৎসরের নিমিত্তে হইলে।	এক বৎসরের অধিক হইলে।
	।০	৷৷০

অধিকের হইলে

যাহার উপর।		যেপর্য্যন্ত।		মুল্য।		
২৪৲ ...	...	৫০৲	...	৷৷০	...	৷৷৶০
৫০৲ ...	...	১০০৲	...	৷৷৶০	...	১৲
১০০৲ ...	...	২৫০৲	...	১৲	...	২৲
২৫০৲ ...	...	৫০০৲	...	২৲	...	৪৲
৫০০৲ ...	...	১০০০৲	...	৪৲	...	৮৲
১০০০৲ ...	...	২০০০৲	...	৮৲	...	১২৲

যাহার উপর।		যেপর্য্যন্ত।		মুল্য।		
২০০০৲ ...	...	৪০০০৲	...	১২৲	...	১৬৲
৪০০০৲ ...	...	৬০০০৲	...	১৬৲	...	২০৲
৬০০০৲ ...	...	১০০০০৲	...	২০৲	...	৩২৲
১০০০০৲ ...	...	৫০০০০৲	...	৩২৲	...	৬৪৲
৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক যত হয়।				৬৪৲	...	৮০৲

৩০ ত্রিংশ।—আগাম টাকা পাওনপ্রযুক্ত বৎসর২ খাজানা পাইবার কারণ দেওয়া ভূমি কি বাটী কি অন্য কোন স্থাবর বস্তুর পাট্টা। ... ... — উপরের উক্ত দুই প্রকার মুল্য একুন করিয়া যত হয় তত মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজআদিতে লেখা যাইবেক।

৩১ একত্রিংশ।—পাট্টার প্রতিরূপ কবুলিয়ৎইত্যাদি। ... — আসল পাট্টার মুল্যের ইষ্টাম্পকাগজ কি বেলম কি পার্চমেন্টে লেখা যাইবেক।

বর্জনীয়।

সালিয়ানা খাজানা ১২৲ বারো টাকার অধিক না হয় এমত ভূম্যাদির পাট্টা।

সরকারের কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোকের দেওয়া পাট্টা ও তাহার প্রতিরূপ কবুলিয়ৎ এবং ঐ কার্য্যের অংশস্বরূপে করা সকল জামিনী তমঃসুক এবং রাইয়ত ও অন্য২ কৃষিকারকেরদিগকে যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহা ও তাহার প্রতিরূপ কবুলিয়ৎ।

মন্তব্য।—জমীদারেরদের কি তালুকদারদিগের কি ভূমির অন্য দখীলকার কি স্বত্বাধিকারিদিগের তাহারদিগের ভূমি সকর হউক কি নিষ্কর হউক এবং ইজারদারু কি কট্‌কিনাদার কি ভূমির অন্য দখীলকারদিগের ও সদর মালগুজার কি লাখেরাজদারেরদের ও প্রজাদিগের মধ্যবর্ত্তি অন্য কোন তালুকদার কি কট্‌কিনাদার কি ইজারদার কি অন্য পাট্টাদারেরদের মধ্যে দেওয়ালওয়ার সকল পাট্টা ও কবুলিয়ৎ কি তদ্রূপ অন্য লেখাপড়া। ... ... — পাট্টার নিমিত্তে উপরের নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজআদিতে লেখা যাইবেক।

সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৩১ প্রকরণের বর্জ্জিত বিষয়ানুসারে কৃষাণেরদিগকে যে পাট্টা দেওয়া যায় এবং তাহারদের স্থানহইতে যে কবুলিয়ৎ লওয়া যায় তাহাতে গবর্ণমেন্ট লিপ্ত থাকুন্ বা থাকুন্ তাহা শাদা কাগজে লেখা যাইবেক।—৬৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

ওকালৎনামা অর্থাৎ ওকালৎনামা ও মোখ্তারনামাইত্যাদি।

৩২ দ্বাত্রিংশ।—কোন মোকদ্দমা কি বিষয় কি কার্য্যসম্পর্কীয় বিশেষ কোন এক কর্ম্ম করণার্থের পত্র হইলে। ... ... ॥০

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ।—সামান্য অর্থাৎ অনেক কর্ম্ম করিবার ক্ষমতার্পণের পত্র হইলে। ... ... ৪৲

বর্জনীয়।

এতদ্দেশীয় আদালত অথবা ভূমির মালগুজারীর ভারাক্রান্ত সাহেবদিগের সমক্ষে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার সমাধা করণের নিমিত্তে যে

ওকালৎনামা কি মোখ্তারনামা কি অন্য পত্রার্পণ করিতে হয় B চিহ্নেতে চিহ্নিত তফসীলেতে তদ্বিষয়ে যে২ নিয়ম আছে তাহা আদালতের কাগজ এই শব্দ দেখ।

৩৪ চতুস্ত্রিংশ।—বোধক লাইসেন্স লেটর অর্থাৎ অভয়পত্র এতাবতা খাতকদিগকে মহাজনদিগের দেওয়া অভয়পত্র যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মুল্য। ... ... ৮৲

৩৫ পঞ্চত্রিংশ।—মর্টগেজ অর্থাৎ বন্ধকপত্র এতাবতা পূর্ব্বের করা কর্জের টাকা কি যে টাকা কর্জ করিতে হইবেক তাহা আদায় করিবার মাতবরীর নিমিত্তে দখল দেওনের সহিত কি তাহাব্যতিরেকে কোন ভূমি কি জমীদারী কি অন্য স্থাবর কিম্বা অস্থাবর বস্তুর বন্ধকপত্র কি সনিয়ম বিক্রয়পত্র কি কট কওয়ালা কি বয়বেলওফা কি সম্ভোগ বন্ধকপত্র কি পূর্ব্বের করা কর্জের টাকা কি যে টাকা কর্জ করিতে হইবেক তাহা আদায় হইবার মাতবরীর নিমিত্তে কোন বস্তুর স্বত্বজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞাপত্রের সহিত দেওয়া বন্ধকইত্যাদিপত্রের ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য। ... ... — বন্ধক না দিয়া কর্জ লওয়া টাকার তমঃসুক লেখা যাইবার নিরূপিত মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য।

৩৬ ষট্ত্রিংশ।—বন্ধকপত্র অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ হস্তান্তর করণের কিম্বা নিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা টাকা দিবার কিম্বা মূল্য নিরূপণ হওনযোগ্য কোন বস্তু উত্তর কালে কোন সময়ে অন্যের হস্তগতকরণের মাতবরীর নিমিত্তে দেওয়া বন্ধকপত্রইত্যাদি। ... ... — ঐ বস্তুর পূর্ণ ও যথার্থ মূল্যানুসারের নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজআদিতে লেখা যাইবেক।

৩৭ সপ্তত্রিংশ।—বন্ধকপত্র অর্থাৎ যাবজ্জীবনের ন্যায় অনিরূপিত সময়পর্য্যন্ত সালিয়ানা টাকা আদায় করিবার মাতবরীর নিমিত্তে যে বন্ধকপত্র দেওয়া যায় তাহার ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য। ... ... — সন২ দিতে হইবার টাকার দশগুণ টাকা খতের নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজের মুল্যের তুল্য।

৩৮ অষ্টাত্রিংশ।—যে বন্ধকপত্রের দ্বারা যে টাকা আদায়হওনের মাতবরী হয় সেই টাকার সংখ্যার নিরূপণ না থাকিলে। — ঐ বন্ধকপত্রলেখনিয়া যে মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে ইচ্ছা করে ঐ মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে পারে কিন্তু ঐ মুল্যের ইষ্টাম্পকাগজের নিমিত্তে যত টাকা উপযুক্ত হয় তাহার অধিক টাকা কোন আদালতে পাওয়া যাইবেক না।

৩৯ উনচত্বারিংশ।—যে বন্ধকপত্রের দ্বারা যে টাকা আদায় হইবার মাতবরী হয় সেই টাকা নিরূপিত কোন সংখ্যার অধিক না হইবার নিয়ম তাহাতে লেখা থাকিলে। ... — ঐ নিয়মানুসারে ইষ্টাম্প কাগজে ঐ বন্ধকপত্র লেখা যাইবেক।

মন্তব্য।—সমুদয় টাকা পাওয়া যাইবার নিমিত্তে পূর্ব্বে কোন তমঃসুক লওয়া গিয়া থাকিলে তাহার কিম্বা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা অন্য পত্রের সহিত কেবল প্রতিপোষকের নিমিত্তে বন্ধকপত্র দেওয়া যাইতে হইলে ঐ কথা ঐ বন্ধকপত্রে লেখা গেলে ঐ বন্ধকপত্র লেখা যাওনের ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য। .. .. — প্রতিপোষকপত্র যে মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা উপযুক্ত ঐ মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

ও উভয়পক্ষের ইচ্ছামত বন্ধকপত্র পাকা করিবার নিমিত্তে এক হইতে অধিক প্রতিজ্ঞাপত্রের আবশ্যক হইলে কেবল মুখ্য প্রতিজ্ঞাপত্র তাহার লিখিত টাকার সংখ্যার দৃষ্টে নিরূপিত মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক এবং ঐ কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য২ প্রতিজ্ঞাপত্রের ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য। .. .. — ১৮ নম্বর কনবেয়ন্‌স নামেতে প্রতিপোষক পত্রের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প কাগজের হুকুম হইয়াছে তত্তুল্য ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

৪০ চত্ত্বারিংশ।—রসীদ কি করারী তমঃসুক অর্থাৎ বাঙ্গাল বাঙ্কের নিমিত্তে তথাকার খাজাঞ্চী সাহেবকে কিম্বা অন্য কর্ম্মকারির কিম্বা ঐ বাঙ্কব্যতিরেকে অন্য কোন বাঙ্কের মালিকের কি কর্ম্মকারির নিকটে বন্ধকস্বরূপ রাখা কোম্পানির কাগজ কি ধাতুদ্রব্য কি রূপাইত্যাদির বাসন কি জওয়াহের কি অন্য কোন দ্রব্যেতে লওয়া কর্জ কি আগাম টাকা লওয়ার নিমিত্তে দেওয়া রসীদ কি করারী তমঃসুক। ... ... — করারী তমঃসুকের ইষ্টাম্প কাগজের মত মুল্যের কাগজে লেখা যাইবেক।

৪১ একচত্ত্বারিংশ।—পার্টিসান অর্থাৎ বিভাগপত্র এতাবতা সাধারণ বিষয়ের অধিকারি কি অংশিদিগের পরস্পর একবাক্যতাক্রমে অথবা জমীদারী এতাবতা স্থাবর কি অস্থাবর বস্তুর বিষয়ে সরকারের কার্য্যকারক কোন সাহেবের হুকুমক্রমে কিম্বা হিন্দুর ব্যবহারমতে সাধারণ বস্তুর বিভাগ হইলে এক২ অংশির অংশ ৮০০৲ আট শত টাকার অধিক না হইলে প্রত্যেক অংশির ঐ বিভাগপত্রের নকল যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মুল্য। ... ... ৮৲

যদি প্রত্যেক ভাগির ভাগ আট শত টাকার অধিকের না হয় তবে এক শত টাকার অনধিক হইলে বিভাগপত্র যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মুল্য। ... ... ॥০

এক শত টাকার অধিকের হইলে।

যাহার উপর।		যেপর্য্যন্ত	
১০০৲	... ...	২০০৲	... ... ১৲
২০০৲	... ...	৪০০৲	... ... ২৲
৪০০৲	... ...	৬০০৲	... ... ৪৲
৬০০৲	... ...	৮০০৲	... ... ৬৲

ভাগ সমান হইবার নিমিত্তে যদি কিছু টাকা দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম হয় তবে। .. .. — ঐ টাকা দিবার বিষয়ে যে মুখ্য প্রতিজ্ঞাপত্র হয় তাহা উপরের লিখিত মুল্যের অতিরিক্ত হইলে তত্তুল্য টাকার বস্তু হস্তান্তরকরণ কি বিক্রয় পত্রের নিমিত্তে নিরূপিত মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

৪২ দ্বাচত্বারিংশ।—আসুরান্স কি ইন্সুরান্সবোধক পলিসি অর্থাৎ বিমা-পত্র এতাবতা বিমাপত্র কি অন্য যে কোন নামেতে খ্যাত অন্য যে কোন পত্রের দ্বারা কোন জনের কি জনেরদের আয়ুর উপর বিমা কিম্বা কোন জন কি জনেরদের আয়ুতে আর যে কোন বিষয়ের ঘটনা হইতে পারে তাহার উপর বিমা করা যায় তাহার বিমার নিরূপিত টাকা পাঁচ হাজারের অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মুল্য। .. .. ৪৲

অধিকের হইলে।

যাহার উপর।			যেপর্য্যন্ত।		
৫০০০৲	..	..	১০০০০৲	..	৮৲
১০০০০৲	..	..	২০০০০৲	..	১২৲
২০০০০৲	..	..	৫০০০০৲	..	১৬৲
৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজারের উপর যত হয়।				..	২০৲

সম্প্রতি সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে ইন্সুরান্সের পলিসি অর্থাৎ বিমাপত্র শাদা কাগজে লিখিত হইয়া আদালতে গ্রাহ্য হইয়াছে। এই বেদাঁড়া কর্ম্ম যদ্যপি অনেক আদালতে না হইয়া থাকে বোধ হয় তথাপি ঐ প্রকার বিমাপত্র উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত না হইলে আদালতে গ্রাহ্য না হয় এ নিমিত্ত তাঁহারা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৪২। ৪৩ প্রকরণে দৃষ্টি রাখিতে হুকুম দিতেছেন।—১৮৩৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৩ ত্রয়শ্চত্বারিংশ।—বিমাপত্র অর্থাৎ কোন জাহাজ কি সুলুপ কি ভড় কি নৌকাইত্যাদির উপর কি কোন জাহাজ কি সুলুপ কি ভড় কি নৌকা-ইত্যাদিতে বোঝাইকরা মালের উপর কি ঐ জাহাজইত্যাদির ভাড়ার উপর কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ের কিম্বা ঐ জাহাজইত্যাদি কি তাহাতে বোঝাইকরা মাল স্থানান্তরে পঁহুছনসম্পর্কীয় কোন বিষয়ের উপর যে বিমাপত্র হয় সেই পত্র বিমার টাকার উপর শতকরা যাহা দেওয়া যায় তাহা দুই টাকার অধিক না হইলে ও বিমার সমুদয় টাকা ১০০০৲ এক হাজারের অধিক না হইলে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মুল্য। .. .. ‖০

এক হাজার টাকার অধিক হইলে যত অধিক হয় তাহার প্রতিহাজারেতে এবং হাজারের উপর হাজারের ন্যূন যত টাকা থাকে তাহার নিমিত্তেও। ‖০

বিমার নিমিত্তে শতকরা যাহা দিতে হয় তাহা দুই টাকার অধিক হইলে ও বিমার সমুদয় টাকা এক হাজারের অধিক না হইলে তাহার পত্রের ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য। .. .. ১৲

এক হাজারের অধিক হইলে যত অধিক হয় তাহার প্রতিহাজারেতে ও হাজারের উপর হাজারের ন্যূন যত থাকে তাহার নিমিত্তেও। ... ১৲

প্রমিসরি নোট।—অর্থাৎ করারী তমঃসুক। .. .. .. { হুণ্ডীর কাগজের মত নিরূপিত মূল্য।

করারী তমঃসুক অর্থাৎ তারিখের পর এক বৎসরের অধিকে মি-য়াদে টাকা দিতে হইবার করারী তমঃসুক। ... ... { তমঃসুকের ইষ্টাম্প কা-গজের নিরূপিত মুল্য।

৪৪ চতুশ্চত্বারিংশ।—করারী তমঃসুক অর্থাৎ নোটের সংখ্যা নিরূপণহওয়া টাকা কিস্তিবন্দীতে কি তারিখবিশেষে বিশেষ সংখ্যার আদায় করিবার করারে যে করারী তমঃসুক হয় তাহার ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য। ... ... { ঐ মোট টাকার তমঃসুক যে মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় সেই মুল্যের তুল্য।

রসীদ অর্থাৎ কোন বাঙ্ক কি বাঙ্কের মালিকের কি মোখ্তারকারের নিকটে রাখা টাকার সকল রসীদ তাহাতে যদি ঐ রাখা টাকার সুদ দিবার করার থাকে তবে ঐ রসীদ করারী তমঃসুকের ন্যায় বোধ করা যাইবেক।

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ।—রসীদ অর্থাৎ কোন টাকা পাওনের যে রসীদ ও ফারখতী দেওয়া যায় তাহা যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মুল্য।

যাহার উপর			যেপর্য্যন্ত।			
৫০৲	..	..	১০০৲	..	..	৶০
১০০৲	..	..	২০০৲	..	..	।০
২০০৲	..	..	৫০০৲	..	..	॥০
৫০০৲	..	..	১০০০৲	..	..	৸০
১০০০৲	..	..	২০০০৲	..	..	১৲
২০০০৲	..	..	৩০০০৲	..	..	১॥০
৩০০০৲	..	..	৫০০০৲	..	..	২৲
৫০০০৲	..	..	৮০০০৲	..	..	২॥০
৮০০০৲ আট হাজারের অধিক যত হয়।				..	..	৪৲
পাওনা বেবাক টাকার রসীদের ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য।				..	..	৪৲

এবং টাকা দিবার সময়ে দাতব্য সমুদয় টাকা কি তাহার কোন অংশ আদায়হওন কি পাওয়া যাওনের অন্য উপায় করা যাওন কি অন্য প্রকারে পরিশোধহওনবোধক কথাযুক্ত যে নিদর্শনপত্র কি স্মৃতিজনক পত্র কি অন্য লেখাপড়া দেওয়া যায় তাহা তাহার লিখিত টাকার রসীদস্বরূপ বোধ করা যাইবেক।

এবং যদি ইষ্টাম্প কাগজে রসীদ লিখিয়া দিতে সে জন অসম্মত হয় তবে টাকা শোধকরণিয়া জন ইষ্টাম্প কাগজ কিনিয়া দাতব্য টাকাহইতে তাহা বাদ দিতে পারে।

যদি ঐ নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়াতে ঋণের টাকা কি হিসাবী টাকা কি আর কোন দেনার টাকার সংখ্যা লেখা না গিয়া ঐ দেনা কি হিসাবী টাকা পাওনের কি পাওনের উপায়ান্তর হওনের সামান্য অঙ্গীকার থাকে তবে ঐ নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া বেবাক টাকা পাওনের রসীদের ন্যায় বোধ করা যাইবেক ও তাহার মত নিরূপিত মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

এবং যদি হুণ্ডী কি বরাৎ কি করারী তমঃসুকইত্যাদি টাকা দিতে হইবার করারী অন্য কোন খতপত্রদেওনের দ্বারা দেনা শোধ করা যায় তবে সেই পত্রাদি এই তফসীলের লিখিত রসীদ শব্দের অন্তর্গত বোধ করা যাইবেক।

বর্জনীয়।

সরকারের বাণিজ্যব্যাপারের ভারাক্রান্ত সাহেবব্যতিরেকে সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারকের দেওয়া কি লওয়া টাকার রসীদ।

কোন জমীদার কি তালুকদার কি ইজারদার কি অন্য সদর মালগুজার কি নিষ্কর ভূমির কোন দখীলকার কি স্বত্বাধিকারী অথবা কোন মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার কি কট্‌কিনাদার কি অন্য কোন পাট্টাদার কি পূর্ব্বোক্ত ঐ জমীদারইত্যাদির গোমাশ্তা কি কর্ম্মকারী কি অন্য মো-

খারকার কোন প্রজাকে কি অন্য কৃষিকারককে তাহার কৃষি করা ভূমির খাজানার জন্য যে রসীদ অর্থাৎ দাখিলা দেয় তাহা।

মন্তব্য।—কোন জমীদার কি তালুকদার কি ভূমির অন্য দখীলকার কি স্বত্বাধিকারী বা কোন ইজারদার কি কট্‌কিনাদার কি অন্য পাট্টাদার প্রজাদিগের কি বাস্তব কৃষিকারকদিগের ও সদর মালগুজার কি লাখেরাজদারদিগের মধ্যবর্ত্তি অন্য কোন তালুকদার কি কট্‌কিনাদার কি ইজারদার কি অন্য কোন পাট্টাদারকে যে রসীদ কি টাকা পাওনের অন্য অঙ্গীকারপত্র দেয় তাহা উপরের লিখিত রসীদের নিমিত্তে উপরের লিখিত প্রকার নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

অন্য বর্জনীয়।

কোম্পানির কোন কাগজ কিম্বা বাঙ্গাল বাঙ্কের কোন অংশ ক্রয়ের টাকা পাওনের রসীদ কি অঙ্গীকারপত্র।

কোন বাঙ্কে কি সওদাগরী কুঠীতে যে টাকা চাহিবামাত্রে পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্তে রাখা যায় তাহার সুদ দিবার নিয়ম না থাকিলে ঐ টাকা পাওনের রসীদ কি অঙ্গীকারপত্র।

যদি সুদ দিবার নিয়ম থাকে তবে উপরের লিখিত মত ঐ রসীদ করারী তমঃসুকের নিমিত্তে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা করারী তমঃসুক কি হুণ্ডী কি বরাৎ কি টাকা দিবার অন্য কোন অনুমতিপত্রের কোন স্থানে লিখিত রসীদ কি অঙ্গীকারপত্র।

কোন করারী তমঃসুক কি হুণ্ডী কি টাকা রক্ষাহওনার্থে অন্য কোন পত্র পাইবার অঙ্গীকারযুক্ত যে২ পত্র ডাকে পাঠান যায় তাহা।

উপযুক্ত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা কোন তমঃসুক কি বন্ধকপত্র কি অন্য রক্ষাপত্র কি হস্তান্তরকরণের কোন পত্র কি অন্য প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে কি উপরে তাহার লিখিত টাকা কিম্বা কোন আসল কি সুদের টাকা কি সালিয়ানা টাকা পাইবার রসীদ কি অঙ্গীকার পত্র।

সদর আদালত বোধ করেন্ যে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারার বিধানানুসারে দেওয়ানী আদালতের খাজানাখানাহইতে ৫০৲ টাকার অনধিক যে টাকা দেওয়া যায় তাহার রসীদ অদ্যাপি ইষ্টাম্প কাগজে লওয়া যাইতেছে অতএব তাঁহারা বিধান করিতেছেন যে যে টাকা বাহির করা যায় তাহা যদি আমানৎহওয়া সমুদয় টাকা হয় এবং যদি ইষ্টাম্পের মাসুল এড়াইবার নিমিত্ত আমানৎহওয়া টাকার এক অংশ না হয় তবে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৪৫ প্রকরণানুসারে রসীদ শাদা কাগজে দেওয়া যাইবেক।—১৮৩৬ সালের ৫ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৬ ষট্‌চত্বারিংশ।—সেটল্‌মেণ্ট আর বিবাহ সেটল্‌মেণ্ট অর্থাৎ নিরূপণপত্র এতাবতা যে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্রেতে সংখ্যানিরূপিত কোন টাকা কিম্বা কোম্পানির কাগজ কি স্থাবর কি অস্থাবর কোন বস্তু কোন প্রকারে অন্য কোন জন কি জনেরদের হিতের নিমিত্তে সেই জন কি জনেরদিগকে দেওনের কি দিতে হইবার নিরূপণ হইয়া থাকে তাহা। .. .. } তাহাতে টাকার কি বস্তুর মূল্যের যে সংখ্যা লেখা থাকে তত টাকার তমঃসুক যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় তত টাকার ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক টাকার কি মূল্যের নিরূপণ না থাকিলে তমঃসুক এবং একবারনামার নিমিত্তে যে নিয়ম করা গিয়াছে সেই নিয়মদৃষ্টে উভয় পক্ষে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ পসন্দ করে তাহা।

দানপত্র কি কাবীননামা তাহা তৎক্ষণেই কি উত্তর কালে নিরূপিত কি অনিরূপিত কোন সময়ে সফল হইবার নিয়মযুক্ত হইলে।	নিরূপণপত্রের নিমিত্তে নিরূপিত মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৪৬ প্রকরণানুসারে হেবাবেলাএওজ A চিহ্নিত তফসীলের ৩ প্রকরণানুসারে একরারনামার মত লেখনিয়া ব্যক্তিরদের বিবেচনামতে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক।—৮৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

বর্জনীয়।

উইল অর্থাৎ ওসিয়ৎনামাইত্যাদি এবং পূর্ব্বের করা কোন নিরূপণপত্রের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের কি ওসিয়ৎনামার অনুসারে তাহার লিখিত কার্য্যনির্ব্বাহবোধক পত্র।

সাধারণ বর্জনীয়।

যে সকল প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র এবং নিদর্শনপত্র এবং লেখাপড়াতে সরকার কি কোন বোর্ড কি কমিস্যন কি আদালত কিম্বা সরকারী কার্য্যকারক কোন জন সরকারের কর্ম্মের নিমিত্তে এক পক্ষ হন্ অথবা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তেজারতের সিরিশ্‌তাসম্পর্কীয় কি তেজারতের অন্য কোন কর্ম্মসম্পর্কীয় কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়াব্যতিরেকে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রাদি লেখা যাইবার ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য লাগিবেক না কিন্তু ঐ সকল পত্র সামান্য লোকদিগের কারণ হইলে ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র কি লেখাপড়ার নিমিত্তে যে মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজ নিরূপণ হইল তত্তুল্য কাগজে লেখা যাইবেক।

মন্তব্য।—উপরের লিখিত বর্জনীয় কথা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের অথবা তাঁহারদিগের তাবে কর্ম্মকারি লোকদিগের লিখিত এবং দস্তখৎকরা প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শনপত্র ও লেখাপড়াইত্যাদির সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না সামান্য লোক ঐ প্রকার কর্ম্মের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প কাগজে ঐ পত্রাদি লিখিত তত্তুল্য ইষ্টাম্প কাগজে ঐ২ পত্র লেখা যাইবেক।

সামান্য নিয়ম।

এই তফসীলের লিখিত কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখাপড়া এক ফর্দ্দ কাগজ কি অন্য কোন বস্তুতে যদি লিখিতে অকুলান হয় তবে উভয় পক্ষীয় লোক এবং সাক্ষিরদের দস্তখৎ কিম্বা মোহর তাহাতে থাকিলে এক ফর্দ্দরূপ ইষ্টাম্প ছাপা হইলে যথেষ্ট হয়।

ভূমির দখলবিষয়ে দাঙ্গাহঙ্গামা নিবারণ এবং বলক্রমে ভূমির বেদখলের প্রতিকার করণ।

১। যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের অর্থের বিষয়ে যে সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা ভঞ্জন করণ এবং ভূমির দখলবিষয়ে দাঙ্গাহঙ্গামা নিবারণের আইন শুধরণ এবং বলক্রমে বেদখলবিষয়ের প্রতিকার দেওন এবং ইহার পূর্ব্বে যে২ বিষয়ে বিধি নির্দ্দিষ্ট ছিল না সেই ২ বিষয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত আইন বিস্তার করণ এবং কি ব্রিটনীয় প্রজা কি অন্য২ ব্যক্তি সকল সম্প্রদায় ও সকলপ্রকার ব্যক্তিরদের উপর ঐ আইন খাটাওন উচিত বোধ হইল।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ১ ধা।

২। একারণ এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ১৪ আইন ও ১৮০৩ সালের ৩২ আইন এবং ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮২৪ সালের ১৫ আইন এবং ১৮২৯ সালের ২ আইন এবং অন্য২ আইনের যে ভাগের দ্বারা উক্ত কোন আইন বা আইনের কোন অংশ বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন স্থানের উপর বিস্তার হইয়াছে সেই ভাগ রদ হইল ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ১ ধা।

৩। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে তাঁহার অধিকারের সীমার মধ্যে কোন ভূমি কি বাটীইত্যাদি কি জল কিম্বা মৎস্য ধরিবার জলাশয় অথবা ফসল বা ভূমির উৎপন্ন অন্য দ্রব্যের বিষয়ে এমত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহাতে হঙ্গামাহওনের সম্ভাবনা তখন যে হেতুপ্রযুক্ত তিনি এমত এত্তেলা পাইয়াছেন তাহা এক রুবকারীতে লিখিয়া কি ভূম্যধিকারী কি মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার কি দরইজারদার কি রাইয়তইত্যাদি ঐ বিবাদসম্পর্কীয় সমস্ত ব্যক্তিকে স্বয়ং কি মোখ্তারকারের দ্বারা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে তাঁহার আদালতে হাজির হইতে এবং বিবাদি বস্তুর নিশ্চিত দখল বিষয়ে স্ব২ দাওয়া এক নিদর্শনপত্রে লিখিয়া দাখিল করিতে হুকুম দিবেন। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব দখলের স্বত্বের বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাওয়ার যাথার্থ্যাযাথার্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল এই বিষয় অনুসন্ধান করিবেন যে বিবাদ উপস্থিতসময়ে ঐ বস্তু কোন্ ব্যক্তির দখলে ছিল এবং তদ্বিষয় নিশ্চয় অবগত হইয়া এক রুবকারীতে এমত লিখিবেন যে যে ব্যক্তির দখলে থাকনবিষয় তিনি নিশ্চয় করিয়াছেন সেই ব্যক্তি যেপর্য্যন্ত আইনের রীতিমতে বেদখল না হয় সেইপর্য্যন্ত তাহা আপন দখলে রাখিতে পারিবেক এবং ঐ সাহেব সেইপর্য্যন্ত দখলের কোন প্রকার ব্যাঘাতকরণ নিষেধ করিবেন। এবং আবশ্যক হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব বিবাদি ব্যক্তিরদের স্বত্ব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে নিশ্চয় না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ

ব্যক্তিকে দখল দেওয়াইবেন এবং তাহা তাহার দখলে রাখিবেন ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ২ ধা।

৪। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব এই আইনের ২ ধারার লিখিত স্থলে বিরোধ উপস্থিতসময়ে বিরোধি বস্তু কাহার দখলে ছিল ইহা যদি নিশ্চয় করিতে না পারেন্ তবে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা বিবাদিরদের স্বত্ব নির্ণয় না হওয়াপর্য্যন্ত বিরোধি বস্তু ক্রোক্ করিতে পারেন্ তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবকে ক্রোকের সম্বাদ দিতে হইবেক। এবং যদি বিরোধি বস্তু ভূমি হয় তবে জিলা বা শহরের আদালতের হুকুমক্রমে ক্রোকহওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের ৫ আইনে যে বিধান আছে তাহা এই ধারাক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমক্রমে হওয়া ক্রোকের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ৩ ধা।

৫। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি কেহ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে এমত দাওয়া করে যে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এলাকার মধ্যে আমি আইনের অনুমতিব্যতিরিক্ত কোন ভূমি বা বাটীইত্যাদি কি জল কি মৎস্য ধরিবার জলাশয় কি ফসল কি ভূমির উৎপন্ন অন্য দ্রব্যহইতে অন্যের বলক্রমে বেদখল হইয়াছি ঐ দাওয়াকারী যদ্যপি ভূম্যধিকারী বা মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার বা দরইজারদার কি রাইয়তইত্যাদিস্বরূপ ঐ ভূমির দখীলকার ছিল তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে নালিশ হয় তাহাকে কি তাহারদিগকে এবং ঐ ব্যাপারে লিপ্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং কিম্বা মোক্তারকারের দ্বারা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিতে হুকুম করিবেন। এবং আবশ্যক সাক্ষির জোবানবন্দী লইলে এবং দলীল দস্তাবেজ বিবেচনা করিলে পর যদ্যপি তাহার ঐ দাওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে বোধ করেন্ তবে তিনি এক রুবকারী লিখিয়া দাওয়াকারি ব্যক্তিকে বিরোধি বস্তুর পুনর্ব্বার দখল দেওয়াইতে এবং উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা দখলের স্বত্বের বিষয়ের নির্ণয় না হওয়াপর্য্যন্ত তাহার দখলে রাখিতে হুকুম করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বেদখল হওনবিষয়ের দাওয়া করে সে যদি বেদখলহওনের পর ১ এক মাসের মধ্যে আপনার দাওয়া না করে তবে এমত হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ৪ ধা।

৬। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে যদ্যপি বিরোধি বস্তু চড়া ভূমি হয় এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এমত বোধ হয় যে তাহা কখনো কোন ব্যক্তির দখলে ছিল না তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে ব্যক্তির আইন বা দেশের ব্যবহারানুসারে দখলের স্বত্ব থাকে তাহার দখল পাইবার হুকুম দিবেন এবং যেপর্য্যন্ত উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা দখলের নিশ্চয় না হয় সেপর্য্যন্ত তাহা তাহার দখলে রাখিবেন ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

৭। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি কোন ভূমি বা জলের ব্যবহারকরণের স্বত্ববিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এলাকার মধ্যে বিরোধি বস্তু থাকে তিনি সেই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন এবং যদি তাঁহার এমত বোধ হয় যে ঐ বিরোধি বস্তু সর্ব্ব সাধারণ লোকের বা কোন ব্যক্তির কি কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তির ব্যবহারের নিমিত্তে খোলা ছিল তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব এমত হুকুম দিতে পারেন্ যে ঐ দখলের দাওয়াকারি ব্যক্তির পক্ষে যেপর্য্যন্ত উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত এমত ফয়সলা না করেন্ যে কেবল তাহারি দখলের অধিকার আছে সেইপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি সর্ব্ব সাধারণ লোককে বা কোন ব্যক্তিকে কি কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে বাহির রাখিয়া আপনি তাহার দখল লইতে বা দখলে রাখিতে পারিবেক না। কিন্তু যদ্যপি সে এমত বিষয় হয় যে বারো মাস ঐ বস্তুর ব্যবহারের স্বত্বানুযায়ি কার্য্য হইতে পারে তবে তজবীজ আরম্ভকরণের তারিখের পুর্ব্বে ৩ তিন মাসের মধ্যে যদি সেই স্বত্বের ব্যবহার না হইয়া থাকে অথবা যদি কেবল বিশেষ ২ কালে ঐ বস্তুর ব্যবহারের স্বত্ব থাকে তবে বেদখলের বিষয়ে যে নালিশ হইয়াছে তাহার পূর্ব্বে অনবরত যদি তাহার ব্যবহার না হইয়া থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐমত হুকুম দিবেন না ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

৮। আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে দখল বা ব্যবহারের বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া যায় তাহা বলবৎ থাকিতে যদ্যপি কেহ বলপূর্ব্বক তাহা জারী করণের ব্যাঘাত করে অথবা তাহা প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করে কিম্বা জানিয়াশুনিয়া তাহাতে অবহেলা করে তবে সেই ব্যক্তির এবং যাহারা তাহার সাহায্য বা পোষকতা করে তাহারদের অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের সমক্ষে সাব্যস্ত হইলে তাহারা ৬ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে শুদ্ধ কয়েদের কি ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং যদ্যপি ঐ টাকা না দেওয়া যায় তবে ৬ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে শুদ্ধ কয়েদের যোগ্য হইবেক অথবা কয়েদ ও জরীমানা উভয়ের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

৯। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমের উপর আপীলহওনের বিষয়ে যে আইন ও ব্যবস্থা চলন আছে বা উত্তর কালে চলন হইবেক তদনুসারে এই আইনসম্পর্কীয় সমস্ত হুকুমের উপর রীতিমতে আপীল হইতে পারে ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ৮ ধা।

১০। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া সকল মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব সমস্ত বিবাদির সম্মতিক্রমে বিবাদের বিষয় যেপর্য্যন্ত এই আইনানুসারে বিবেচ্য হয় সেইপর্য্যন্ত সেই বিষয় নিষ্পত্তির নিমিত্তে এক বা ততোধিক সালিসকে অর্পণ করিতে পারেন্ এবং তাঁহার বা তাঁহারদের করা

ফয়সলা মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের ফয়সলার ন্যায় জারী হইবেক ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ৯ ধা।

১১। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে আইনানুসারে কোন ব্যক্তিরদের ক্রোক বা ধৃতকরণের যে অধিকার থাকে আইনমত তাহার কার্য্য করিতে এই আইনের কোন কথার দ্বারা নিষেধ হইল না ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ১০ ধা।

১২। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের সীমার বাহিরে কোন স্থানে কিম্বা পুলোপিনাঙ্গ ও সিঙ্গাপুর ও মলাকার বসতিতে কিম্বা কলিকাতাস্থ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার মধ্যস্থিত কোন স্থানে এই আইন চলন হইবেক না ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ১১ ধা।

১৩। বেদখলহওনের কোন২ মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের কিপ্রকার অর্থ করিতে হইবেক তাহার বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিত পত্র বদাউনের একটিং মাজিষ্ট্রেট সাহেব বরেলির সেশন জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইলেন এবং তিনি পশ্চিম দেশের নিজামৎ আদালতে তাহা পাঠাইলেন।

১৮৪০ সালের ৪ আইন সম্পর্কে বেদখল হওনের বিষয়ি কএক মোকদ্দমা আপনার দৃষ্টির নিমিত্ত পাঠাইতেছি।

তাহা দেখিয়া আপনি অবগত হইবেন যে এই সকল মোকদ্দমা জমীদার ও কট্‌কিনাদারের মধ্যে বিরোধের বিষয়ে পরন্তু ভূমির বিশেষ লেখা অংশের দখলের বিষয়ে নহে কিন্তু জমীদারীর সরবরাহ করণের এবং তাহার খাজানা আদায় করণের স্বত্বের বিষয়ে। এই প্রকার মোকদ্দমায় উক্ত আইন খাটে কি না আমার অনেক সন্দেহ হয় অতএব আপনার কি অভিপ্রায় তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

এই প্রকার যে অন্য তিন মোকদ্দমা এই জিলার পূর্ব্বকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহাও পাঠাইতেছি। ঐ মোকদ্দমায় কট্‌কিনাদারেরদের সেই জমীদারীতে পূর্ব্বে দখল ছিল বলিয়া তাহারদিগকে দখল দেওয়ান গেল এবং জমীদারেরা আপন২ ভূম্যধিকারের স্বত্বের বিষয়ে যে দাওয়া করিলেন তাহা অগ্রাহ্য হইল।

আমার বোধ হয় যে এই প্রকার মোকদ্দমা যদি ঐ আইনের অভিপ্রায়ের মধ্যে জ্ঞান করা যায় তবে ঐ আইনের ১০ ধারানুসারে তাহার নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল এবং জমীদারেরদিগকে বেদখল না করিয়া বরং তাঁহারদের জমীদারীর সরবরাহকার্য্যে তাঁহারদিগকে বহালরাখা উচিত ছিল এবং যে ব্যক্তি তাঁহারদিগকে বেদখল করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহাকে ঐ বেদখল করণের ক্ষমতা পাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে হুকুম দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এইক্ষণে যে ভূম্যধিকারিরদের ক্রোক ও বেদখল করণের শক্তি আছে তাঁহারদের ভূম্যধিকারিত্বক্রমে সেই ক্ষমতা থাকিতেও ঐ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণের নিমিত্ত আদালতে তাঁহারদের নালিশ করিতে হইতেছে। কিন্তু ঐ আইনের এমত কদাচ অভিপ্রায় হইতে পারে না। আমি তাহার এই অর্থ করি যে যে আইনের দ্বারা কোন২ নিয়মক্রমে জমীদারকে ক্রোক ও বেদখলকরণের শক্তি দেওয়া গিয়াছিল সেই শক্তিক্রমে তিনি যথার্থরূপে কার্য্য করিয়াছেন কি না এই বিষয় ঐ২ আইনানুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক এবং এই বিষয় ১৮৪০ সালের ৪ আইনের দ্বারা কোন মতান্তর হয় নাই।

আর বি মরগেন।

তাহাতে বিধান হইল যে উক্ত প্রকার মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা না থাকন বিষয়ে উক্ত পত্রে মরগেন যাহা লেখেন্ তাহা যথার্থ। ১৩৩৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪। নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৭—১০ ধারা ও ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩২ এবং ৩৩ ধারা দৃষ্টে অনুমান করিলেন যে কোন ব্যক্তি নীলামে জমীদারী খরীদ করিলে তাহার মধ্যে যে২ তালুক সাবেক ভূম্যধিকারী পত্তনি দিয়াছিলেন তাহা ঐ খরীদার সুদ্ধ ক্রোক করণের দ্বারা অন্যথা করিতে পারেন্ না কিন্তু তাঁহার অন্যথা করণের যে অধিকার আছে ইহা পূর্ব্বে আদালতে সাব্যস্ত না করিলে অন্যথা করিতে পারেন্ না। এবং ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ১০ ধারাদৃষ্টে তিনি বোধ করিলেন যে এমত গতিকে ঐ পত্তনি তালুকের দখল পাওনের নিমিত্ত আইনের মধ্যে যে পথ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাছাড়া নীলামী খরীদারের অন্য কোন পথ নাহি।

তাহাতে বিধান হইল যে ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহাতে যদি কোন মহালের নীলামী খরীদার কহেন যে আইনমতে আমার যে স্বত্ত্ব আছে তদনুসারে কার্য্য করিতেছি তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উচিত যে যে ভূমিহইতে মোকদ্দমা করণ বিনা ঐ আইনের ১০ ধারাক্রমে বেদখল করিতে নাই বিরোধি ভূমি সেই প্রকার কি না ইহা নিশ্চয় করেন্। এবং যদ্যপি ভূমি সেই প্রকার না হয় তবে খরীদারের আপনার স্বত্ত্বের অনুযায়ি কার্য্য করিবার নিমিত্ত কোন আদালতে দরখাস্ত করিবার আবশ্যক নাই।—১৮৪২ সালের ২২ অক্টোবরের আইনের অর্থ।

১৫। বিধান হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আসিষ্টাণ্ট সাহেব ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন্।—১৩৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬। চব্বিশপরগনার সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি না হইতে২ মাজিষ্ট্রেট সাহেব মালগুজারীর অথবা পাট্টাদারীর কোন ভূমি ক্রোক করিতে পারেন্ না এবং উক্ত আইনানুসারে তিনি কোন বিষয়ে নিষ্পত্তি করণের পূর্ব্বে ১৮২৭ সালের ৫ আইনক্রমে কালেক্টর সাহেবকে কোন ভূমি ক্রোক করিবার হুকুম দিতে পারেন্ না।—১৩৪৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭। আজিমগড়ের সেশন জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে অন্যায়মতে এবং জবরদস্তীতে কোন ব্যক্তি কোন জায়দাদ কি অন্য অস্থাবর সম্পত্তিহইতে বেদখল হইলে ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া দেওয়ানের নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন্ কি না। তাহাতে বিধান হইল যে ঐ সম্পত্তি অন্যায়মতে এবং জবরদস্তীতে বেদখল করা গিয়াছে এই বিষয় সাব্যস্ত হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন্। কিন্তু যদি এইমত প্রমাণ হয় যে ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির নিকটে পাওয়া গিয়াছে সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি জবরদস্তী করিয়া অথবা বেআইনী কোন কর্ম্মের দ্বারা দখল করে নাই এবং ঐ সম্পত্তির উপর তাহার কোন দাওয়া অথবা অধিকার আছে বলিয়া সেই ব্যক্তি তাহা আটক করিয়া রাখিয়াছে তবে সেই মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে শুননির যোগ্য ফৌজদারী আদালতে শুননির যোগ্য নহে।—১৩৪৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮। মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জিলার সেশন জজ সাহেবের দ্বারা নীচের লিখিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

রামনামে এক জন রাইয়ত আদালতে এই আরজী দিল যে B নামক এক জন নীলকর সাহেবের স্থানে দাদন লইয়া যে নীলগাছের বিষয়ে বিরোধ হইতেছে তাহা তাঁহার নিমিত্ত উৎপন্ন করিলাম। কিন্তু C নামক অন্য এক জন নীলকর সাহেব আমার উৎপন্ন ঐ গাছ লইয়া যাইতে উদ্যত আছেন্। অপর C নামক ঐ নীলকর সাহেব কহেন্ যে আমি ঐ রামকে দাদন দিয়াছিলাম এবং সে ব্যক্তি আমার নিমিত্তেও নীলের কৃষি করিয়াছে। রাইয়ত কহে যে এ সকল মিথ্যা।

এই প্রকার মোকদ্দমা ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ২ ধারানুসারে বিচার করিতে-

হইলে আমি বোধ করি যে ঐ বিবাদি ফসলের দখীলকার রামকে জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেই ব্যক্তি আপন বিবেচনামতে B নামক সাহেব অথবা C নামক সাহেব অর্থাৎ যাঁহাকে সে উচিত বোধ করে তাঁহাকে ফসল দিতে পারিবেক এবং C নামক সাহেবকে জবরদস্তী করিয়া ঐ ফসল লইতে মাজিস্ট্রেট সাহেব নিষেধ করিতে পারেন্। এবং C নামক সাহেব সুতরাং রাইয়তের নামে অথবা B নামক সাহেবের নামে ১৮২৩ সালের ৬ আইন ও ১৮৩৬ সালের ১০ আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারেন্ এবং যদি ঐ সাহেব বিলম্ব না করিয়া ঐ আদালতে নালিশ করেন্ ও তাঁহার দাওয়া যদি B নামক সাহেবের দাওয়াহইতে বলবৎ হয় তবে সরাসরী তজবীজক্রমে জামিন দিয়া ঐ বিবাদি নীলগাছ কাটিয়া লইয়া যাইতে পারেন্। আমি বোধ করি যে এইরূপ কার্য্য করাতে C নামক সাহেবের স্বত্ব উপযুক্তমতে রক্ষা হইতে পারে।

সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কহিলেন যে মাজিস্ট্রেট সাহেব এই বিষয়ে যাহা বিবেচনা করিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে।—১৩৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে কোন এক জন মাজিস্ট্রেট সাহেব এমত বিচার করিলেন যে ভূম্যধিকারি ও পত্তনিদারের মধ্যে ভূমির দখলের বিষয়ি বিরোধ হইলে তাহার মোকদ্দমার সঙ্গে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের বিধান সম্পর্ক রাখে। কিন্তু সেশন জজ সাহেব বোধ করিলেন যে ১৮৩০ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখের ৫৭৯ নম্বরী আইনের অর্থের বিধানমতে এমত মোকদ্দমার ১৮২৪ সালের ১৫ আইনানুসারে বিচার হইতে পারে না এবং জমীদার নীলামে ভূমি খরীদারেরদের তুল্য ক্ষমতাপন্ন হওনের যোগ্য এবং সেইপ্রযুক্ত পত্তনিদারকেও বেদখল করিতে পারেন্ ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া সেশন জজ সাহেব মাজিস্ট্রেট সাহেবের কার্য্য অন্যথা করিলেন। এই নিমিত্ত সদর আদালতের সাহেবেরা ১৮৪০ সালের ৪ আইনের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা আপনারদের এলাকার মধ্যে প্রত্যেক সেশন জজ সাহেবের উপদেশের নিমিত্ত নীচের লিখিত নির্দ্ধারণের মধ্যে লিখিতে উপযুক্ত বোধ করিয়াছেন।

নির্দ্ধারণ।

১৮৪০ সালের ৪ আইনের কথা অতি সাধারণ। এবং ঐ আইনের দ্বারা ১৮২৪ সালের ১৫ আইন রদ হইয়াছে অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন্ যে ঐ ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের যে অতিসঙ্কীর্ণ সীমানা ছিল কেবল সেই সীমানার মধ্যে ১৮৪০ সালের ৪ আইন খাটে এমত নহে। ঐ ১৮২৪ সালের ১৫ আইন রদ হওনের স্পষ্টত এই অভিপ্রায় বোধ হইতেছে যে ১৮৪০ সালের ৪ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে ভূমির দখলের বিষয়ে যে বিরোধ মাজিস্ট্রেট সাহেবের তহকীক করণের ক্ষমতা ছিল না তাহার তহকীক করণের ক্ষমতা এক্ষণে হইয়াছে। ১৮৪২ সালের ২৯ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

অবশেষ আইনইত্যাদি

অর্থাৎ এই পুস্তক মুদ্রিত হওনের সময়ে যে২ নূতন আইন এবং কনষ্ট্রকসন ও সরক্যুলর অর্ডর হয় অথবা ভ্রমক্রমে যে আইনপ্রভৃতি দেওয়া যায় নাহি তাহা নীচে দেওয়া যাইতেছে।

[৪ অধ্যায়ের ১ ধারার ৭ নম্বরের পর ইহা পড়।]

তোমার এলাকার কালেক্টর সাহেবেরদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্ত সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তোমাকে জানাইতেছেন যে দেওয়ানী আদালত বন্দ থাকনের সময়ে ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে সরাসরী মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবেরদের নিষ্পত্তি করা উচিত কি না এই বিষয় বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে জিজ্ঞাসা হওয়াতে তাঁহারা বিধান করিয়াছেন যে সাধারণ কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবেরদের কাছারী যে কোন সময়ে খোলা থাকে সেই সময়ে তাঁহারা সেই প্রকার মোকদ্দমা শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ কিন্তু যে সময়েতে দেওয়ানী আদালত বন্দ হয় এবং দেওয়ানী কার্য্য প্রায় স্থগিত থাকে এইমত সময়ে বাদিপ্রতিবাদিরদের গরহাজির হওনের নিমিত্ত তাঁহারদের মোকদ্দমা ডিসমিস করণ বা করণের বিষয়ে তাঁহারা অতি সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিবেন। সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ১৪ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

[৪ অধ্যায়ের ৪৮ ধারার ৪৩০ নম্বরের পর ইহা পড়।]

যেহেতুক বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর অধীন মফঃসলে রেজিষ্টরীবিষয়ক যে আইন চলে তাহাতে হুকুম আছে যে ভূমির অধিকার ও ভূমিবিষয়ক অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী হইলে যদি রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি জানিল যে রেজিষ্টরী না হওয়া সেই বিষয়ের পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি আছে তবে ঐ রেজিষ্টরী হওয়া পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী না হওয়া সেইরূপ পাট্টাপ্রভৃতির অপেক্ষা প্রবল হইবেক না। এবং যেহেতুক রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তিরদের সেইরূপ জ্ঞান থাকনের বিষয়ে এবং তাহারদের সেই২ স্থলে পূর্ব্বে সম্বাদ পাওনের বিষয়ে যে২ বিধি আছে তাহার অর্থ করণেতে আদালতের নিয়মের অত্যন্ত পেঁচ পড়িয়াছে। এবং যেহেতুক সেইরূপ সম্বাদ দেওন অথবা জ্ঞান থাকনের বিষয়ে যে তজবীজ হইয়াছে তাহাতে অনেক মিথ্যা শপথ হইয়াছে এবং ঐ তজবীজে আদালতের অনেক সময় লাগিয়াছে এবং যেহেতুক জাল কাগজপ্রযুক্ত এবং মিথ্যা শপথ এবং প্রবঞ্চনাক্রমে বিষয় ছাপানপ্রযুক্ত এবং অন্যান্য কুব্যবহারপ্রযুক্ত যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে অথবা ভূমি বন্ধক লইয়া টাকা কর্জ দেয় এইমত কোন ব্যক্তি ঐ ভূমির অধিকার অথবা তাহার অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী করি-

লেও তাহার উপর এমত নির্ভর করিতে পারে না যে অন্য দাওয়াদার রেজিষ্টরী না হওয়া কোন পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি পূর্ব্বের তারিখের বলিয়া উপস্থিত করিয়া তাহার স্বত্বাদি মিথ্যা করিবেক না।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের চলিত কোন আইনেতে ভূমির অধিকার বা তাহার অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় রেজিষ্টরী না হওয়া পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি পূর্ব্বে ছিল ইহা জ্ঞাত থাকনের অথবা তাহার সম্বাদ পাইবার বিষয়ে যে সকল বিধি আছে তাহা আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবধি রদ হইবেক। এবং ভূমির অধিকার অথবা তাহার কোন লাভসম্পর্কীয় যে পাট্টা কি দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি ঐ২ রাজধানীর আইনানুসারে রেজিষ্টরী করণের হুকুম আছে তাহা যদি তৎপরের লিখিত সেই বিষয়ের পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী হওনের পূর্ব্বে রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে তবে তৎপরের লিখিত যে পাট্টা কি দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী হয় তাহার অনুসারে যে ব্যক্তি দাওয়া করে তাহার দাওয়া বলবৎ হইবেক এবং পূর্ব্বের হওয়া পাট্টা বা অন্য দলীলদস্তাবেজ থাকনের বিষয় সেই ব্যক্তি জানিয়াছিল বা তাহার সম্বাদ পাইয়াছিল এমত কথিত হইলেও তাহার পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজ অসিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু আরো জানা কর্ত্তব্য যে আগামি ১৮৪৩ সালের ১ মে তারিখের পূর্ব্বে যে কোন পাট্টা কি অন্য দলীলদস্তাবেজ হইয়াছিল তাহার সঙ্গে এই আইনের সম্পর্ক আছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি। ১৮৪৩ সা। ১ আ।

[৫ অধ্যায়ের ১০ ধারার ১৫৮ নম্বরের পর ইহা পড়।]

সম্প্রতি সদর দেওয়ানী আদালত অবগত হইয়াছেন যে ফরিয়াদী অথবা আপেলান্টের উকীল মোকদ্দমা চালাইতে শৈথিল্য করাতে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারানুসারে কোন২ মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হইয়াছে। অতএব সদর আদালত দেওয়ানী আদালতেরদিগকে নীচের লিখিত উপদেশ ও হুকুম করিতেছেন।

২। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ঐ আইনের প্রথম ধারার কথা অতিশয় আঁটা-আঁটি করিয়া লেখা গিয়াছে এবং তাহাতে অতিদৃঢ় হুকুম আছে যে কোন মোকদ্দমা অথবা আপীলের ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত উদ্যোগ না হইলে তাহা কাযে২ ডিসমিস হইবেক এবং যে আদালতে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের কোন হুকুম দেওনের প্রয়োজন নাই এবং পক্ষান্তর ব্যক্তির সেই বিষয়ে কোন দরখাস্ত করণের আবশ্যক নাই। ফলতঃ যে মোকদ্দমায় এইরূপ ঘটে তাহা আপনাআপনি নিবৃত্ত ও শেষ হয় কেবল এইমাত্র বর্জিত থাকিল যে ফরিয়াদী অথবা আপেলান্ট যদি উক্ত ছয় সপ্তাহ মিয়াদ অতীত হওনের পূর্ব্বে বিশেষ দরখাস্ত করিয়া অধিক সময় পাইবার উত্তম ও মাতবর কারণ আদালতে দর্শায় তবে সেই মোকদ্দমা নিবৃত্ত হইবেক না। অতএব যখন কোন মোকদ্দমা উক্ত আইনানুসারে কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হয় তখন দ্বিতীয় ধারানুসারে মোকদ্দমা পুনর্ব্বার উপস্থিত করণবিনা আর কিছু প্রতিকার নাই যেহেতুক আদালতের জজ সাহেব যদ্যপি ডিসমিস করণের হুকুম পুনর্ব্বিচার করেন্ তথাপি প্রথম হুকুমভিন্ন আর কোন হুকুম দিতে পারেন্ না। এবং ঐ আইনের লিখিত নানা প্রতিবন্ধকের কোন এক প্রতিবন্ধকের দ্বারা যদি মোকদ্দমা পুনর্ব্বার উপস্থিত করা যাইতে পারে না* তবে সেই মোকদ্দমা আর কখন হইতে পারিবেক না।

---

* এই বিষয়ে ১৩৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ দেখ।

৩। উক্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া যে২ গতিকে এমত প্রমাণ হয় যে উকীলেরদের শৈথিল্য এবং মোকদ্দমা চালাওনের ত্রুটিপ্রযুক্ত অথবা তাঁহারদের মওক্কেলের কার্য্য রীতিমতে নির্ব্বাহ না করাতে উক্ত প্রকারে মোকদ্দমা গিয়াছে সেই২ গতিকে এমত কঠিন দণ্ড দেওয়া উচিত বোধ হয় যে তাহার ভয়ে ঐ উকীলেরা আপনারদের মওক্কেলের মোকদ্দমা বিফল অথবা নষ্ট না করেন্। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে যখন উপযুক্ত মতে তহকীক করাতে দৃষ্ট হয় যে ফরিয়াদী কি আপেলান্টের উকীলের দূষণীয় ত্রুটি এবং শৈথিল্যপ্রযুক্ত সেই প্রকার কসুর হইয়াছে তখন ঐ উকীলের সনদ সেই ত্রুটিপ্রযুক্ত কাযে২ বাতিল হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক এবং যে আদালতে ঐ কসুর হইয়াছিল সেই আদালতের জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতের বিশেষ অনুমতি না পাইয়া ঐ উকীলকে নূতন সনদ দিতে পারিবেন না।

৪। অধস্থ বিচারকেরদের আদালতে এই প্রকার কোন ত্রুটি হইলে তাহার রিপোর্ট তৎক্ষণাৎ জিলার জজ সাহেবের নিকটে করিবেন এবং তিনি ঐ উকীলকে তগীর করিবার হুকুম দিবেন। ১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

[৬ অধ্যায়ের ১ ধারার ২৩ নম্বরের পর ইহা পড়।]

১। সিরিশ্তার প্রধান কর্ম্মকারকেরদের প্রতি ডিক্রী জারী করণার্থ তাঁহারদের অধীন ব্যক্তিরদের মাহিয়ানাহইতে বাদ দেওনের বিষয়ে দরখাস্ত হইলে তাঁহারদের যে২ কার্য্য করা কর্ত্তব্য ক্লেশ নিবারণার্থ তাহা ধার্য্য ও নিরূপণ করা উচিত বোধ হওয়াতে কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা আপন২ অধীন কর্ম্মকারকদিগকে নীচের লিখিত বিধির বিষয়ে মনোযোগ করিতে হুকুম দিতেছেন।

২। আসামীর নিতান্ত পাওনা টাকা যে কোন দফ্তরখানায় থাকে তাহাভিন্ন অন্য টাকার বিষয়ে উক্ত প্রকার গতিকে সিরিশ্তায় প্রধান কর্ম্মকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিতে হইবেক না এবং তাঁহারা কোন হুকুম দিবেন না। কিন্তু যদি উভয় বিবাদী উপস্থিত হইয়া আপোসে সে দাওয়া মিটায় এবং যদি আসামীর মাহিয়ানার উপর বরাৎ লইতে ফরিয়াদী স্বীকৃত হয় তবে যে জজ অথবা কর্ম্মকারক সাহেব ঐ দরখাস্ত পাঠান্ তাঁহার এইমাত্র কর্ত্তব্য যে আসামী যে সিরিশ্তায় থাকে সেই সিরিশ্তার প্রধান কর্ম্মকারককে ঐ বন্দোবস্তের বৃত্তান্ত জানান্। পরে ঐ মোকদ্দমা আপন নথীহইতে উঠাইবেন এবং ঐ বন্দোবস্তের শেষ করণের ভার বাদিপ্রতিবাদির প্রতি থাকিবেক। ১৮৪৩ সালের ২০ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

[৬ অধ্যায়ের ২ ধারার ৪৬ নম্বরের পর ইহা পড়।]

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ২৭ সপ্তবিংশতি ধারার ও ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশৎ আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশৎ ধারার ও বিংশতি আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার অনুসারে নীলামী ভূমির মূল্যের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার হারে আমানৎক্রমে খরীদারের প্রতি রাখিবার যে হুকুম আছে তাহার পরিবর্ত্তে এই আইন জারীর তারিখের পর যে ভূমি নীলামে বিক্রয় হইবেক সে ভূমির মূল্যের উপর শতকরা ১৫ পনের টাকার হারে আমানৎ খরীদের সময়ে খরীদার দাখিল করিবেক তদনন্তর যদি সেই নীলামী ভূমির মূল্যের টাকা

সমস্ত মিয়াদের মধ্যে না দেয় তবে সেই আমানতী টাকা ঐ সকল আইনের লি-খনানুসারে জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৭৯৬ সা। ১২ আ। ২ ধা।

[৬ অধ্যায়ের ৮ ধারার ১৪৩ নম্বরের পর ইহা পড়।]

বারাণসের অতিরিক্ত জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে সরকারের পক্ষে যে ডিক্রী হইয়া থাকে সেই ডিক্রী হওনের বারো বৎসরের পর সরকার তাহা জারী করণের দর-খাস্ত করিবার অধিকার রাখেন্ কি না। তাহাতে বিধান হইল যে ১৮০৫ সালের ২ আ-ইনের ২ ধারাতে যে কথা লেখা আছে অর্থাৎ সরকারের তরফহইতে কোন মোকদ্দমার হেতু আরম্ভঅবধি ৬০ বৎসরের মধ্যে যদি নালিশ হয় তবে আদালত তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন্ সেই কথা সরকারের তরফহইতে উপস্থিতহওয়া সকল দাওয়া দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের দ্বারা " শুননি ও বিচার এবং নিষ্পত্তি হওনের" বিষয়ে সম্পর্ক রাখে কিন্তু যে দাওয়ার" নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে" তাহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। অতএব ১৩৬ নম্বরী আইনের অর্থেতে যে বিধি আছে অর্থাৎ ডিক্রী জারী করণের দর-খাস্ত করিতে বিলম্বের কোন যথার্থ ও মাতবর কারণ দর্শান গেলে ঐ ডিক্রী বারো বৎ-সরের পরেও জারী হইতে পারে সেই বিধির অনুসারে কি সরকারের পক্ষে কি সাধারণ ব্যক্তির পক্ষের ডিক্রী জারীর বিষয়ে সর্ব্বত্র কার্য্য করিতে হইবেক।—১৩৪৮ নম্বরী আই-নের অর্থ।

[৬ অধ্যায়ের ১৩ ধারার ১৬৮ নম্বরের পর ইহা পড়।]

সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে কালেক্টর সাহেবের নাজির মালগুজারীর বাকীর নিমিত্ত যে অস্থাবর সম্পত্তি এবং বাটী ক্রোক করিলেন তাহা বিক্রয় করিতে জজ সাহেবের অনুমতিভিন্ন কালেক্টর সাহেব মুনসেফের উপর পরওয়ানা পাঠাইতে পারেন্ না। ৯১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

মুনসেফেরা আপন২ আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি নীলাম করেন্ তাহার কমি-স্যন পাইতে পারেন্ না কেবল অন্যান্য আদালতের ডিক্রীক্রমে যাহা নীলাম করেন্ তা-হার কমিস্যন পাইতে পারেন্। ৮৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

[৭ অধ্যায়ের ১ ধারার ১৩ নম্বরের পর ইহা পড়।]

১৮৪১ সালের ১৭ আইনানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহের যে সকল নিয়ম করা যায় ঐ২ নিয়ম ইঙ্গরেজী এবং উর্দ্দু ভাষাতে লিখিত হইয়া আদালতের প্রবেশ দ্বারে এক মাস ব্যা-পিয়া লট্‌কান থাকিবেক তাহার অভিপ্রায় এই যে সুপ্রিম গবর্ণমেন্টের মঞ্জুরীর নিমিত্ত পাঠাওনের পূর্ব্বে সাধারণ লোকেরা তাহার মধ্যে যাহা মতান্তর করা উচিত বোধ করেন্ তাহার প্রস্তাব করিতে কি কোন বিষয়ে আপত্তি করিলে তাহা জানাইতে পারিবেন।—১৮৪৩ সালের ২০ জানুআরির কার্য্যনির্ব্বাহের বিধান।

[৭ অধ্যায়ের ১৫ ধারার ১৭৫ নম্বরের পর ইহা পড়।]

কোন বাদী কি প্রতিবাদী খাস আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিবার নিমিত্তে উকীলদিগকে নিযুক্ত করিলে তাহারদের উচিত যে ঐ উকীলেরা কেবল ঐ প্রথম দরখাস্ত দাখিল করিবেন কি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবেন ইহা তাহা-রদের ওকালৎনামায় স্পষ্ট করিয়া লেখে।—১৮৪২ সালের ২৫ নবেম্বরের কার্য্য-নির্ব্বাহের বিধান।

এই গ্রন্থে যে সকল আইন আছে তাহার ফিরিস্তি।

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৭৯৮	৫	৪		১৫০
"	"	"		১৫১
"	"	৫		১৫১
"	"	৬		১৫২
১৭৯৯	৫	২		৬৭
"	"	৩		৬৭
"	"	৪		৬৮
"	"	৫		৬৮
"	"	৬		৬৮
"	"	৭		৬৯
"	"	"		৭০
"	৭	২		৩২৭
"	"	৩		৩২৯
"	"	৪		৩৩২
"	"	৪		৩৪১
"	"	৯		৩৩৪
"	"	"		৩৩৬
"	"	১০		৩৩৫
"	"	১১		৩৩৫
"	"	১৫	১	৭
"	"	"	২	৯
"	"	"	৩	৯
"	"	"	৪	১২
"	"	"	৫	১৩
"	"	"	৬	২১
"	"	"	৭	২৩
"	"	"	"	২৪
"	"	"	৮	২৭
"	"	১৬		১৭
"	"	১৭		১৭
"	"	১৯		৭
"	"	"		৩২৮
"	"	২০		৩২
"	"	২৩	৩	২৯৭
১৮০০	১	১		৪৪
"	"	২		৪৭
"	"	৩		৪৭
"	"	৪		৪৮
"	"	৫		৪৮
"	"	৬		৪৮
"	"	৭		৪৯
"	১০	২		৭৪
১৮০১	২	৪		২৩০
"	"	৬		২৩১
"	"	"		২৩২
১৮০১	২	৬		২৩৫
"	"	৭		২৬১
"	"	১৭		২৮৪
"	৯	২		১০
১৮০৪	৫	১২		২৮২
"	"	১৩		২৮২
১৮০৫	২	৪	১	৪
"	"	"	২	৩২
"	"	৮		১২৪
"	১৪	৯	১	৫১
"	"	"	২	৫২
"	"	"	৩	৫২
"	"	"	৪	৫২
"	১৭	৫		৪৬
১৮০৬	২	৭		১৫২
"	"	৮		১৫৩
"	"	১০		২১৯
"	"	১১		২২০
"	"	"		২২১
"	"	১২		২১৮
"	১৫	৬		৭২
"	১৭	৭		৬১
"	"	৮		৬৩
১৮০৮	১৩	১১	২	১৪৮
"	"	"	৩	১৪৮
"	"	"	"	২৭৮
"	"	"	৪	১৪৯
"	"	১২	১	১৫২
"	"	"	২	১৫২
"	"	১৩		১৫৩
১৮০৯	৮	৩		২৮১
১৮১০	১৩	৪	২	২৩২
"	"	"	৪	২৩৩
"	"	"	৫	২৩৩
"	"	"	৬	২৩৩
"	"	৬	৩	২৩৮
"	"	"	৪	২৩৪
"	"	৭		২৩৪
"	"	৮	১	২৩৩
"	"	"	২	২৩৩
"	"	"	৩	২৩৪
১৮১১	১২	২	২	২৩০
১৮১২	৫	২		২৯৬
"	"	৩		২৯৪
"	"	৭		২৯০

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।	সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮১৪	২৬	১৫	৯	১৮০	১৮১৯	৮	১৫	২	৩১০
”	২৭	১৯		৯৩	”	”	”	৩	৩১০
১৮১৬	১৩	১৭		২৯২	”	”	১৬		৩০৬
১৮১৭	৫	১		৮৮	”	”	১৮	১	২২
”	”	২		৮৯	”	”	”	২	২২
”	”	৩		৮৯	”	”	”	৩	১১
”	”	৪		৮৯	”	”	”	৪	২৫
”	”	৫		৮৯	”	”	”	৫	২৬
”	”	৬		৯০	”	৮	১৯		১০
”	”	৭		৯০	”	৯	৪		১৬০
”	”	৮		৯০	”	”	৬		১৬০
”	”	৯		৯০	”	১০	২২		২২৫
”	”	১০		৯০	”	”	২৯		২২৫
”	১৭	১৪	৩	২৫২	১৮২১	২	৪		৫
”	১৯	৭	১	১৫৮	১৮২২	৭	২০	৩	৩
”	”	”	২	১৬১	”	”	২৩	২	১৬
”	”	৮		১৬২	”	”	”	৩	১৪
”	”	১৫	১	১৮	”	”	৩১	১	১৮
”	”	”	২	৮	১৮২৩	৬	২		৩২
”	”	”	”	১৯	”	”	৩	১	৩৩
”	”	”	৩	১৯	”	”	”	২	৩৩
”	”	”	৪	২০	”	”	”	৩	৩৩
”	”	১৬	২	১৩	”	”	”	৪	৩৪
১৮১৮	৩	১০	২	১৮৯	”	”	”	৫	৩৪
”	”	”	৩	১৮৯	”	”	”	৬	৩৪
১৮১৯	৮	২		৩০০	”	”	”	৭	৩৫
”	”	৩	১	৩০১	”	”	”	৮	৩৬
”	”	”	২	৩০১	”	”	”	৯	৩৭
”	”	”	৩	৩০২	”	”	৪	১	৩৮
”	”	৪		৩০১	”	”	”	২	৩৮
”	”	৫		৩০১	”	”	৫	১	৩৯
”	”	৬		৩০২	”	”	”	২	৩৯
”	”	৭		৩০২	”	”	”	৪	৩৯
”	”	৮	২	৩০৩	”	”	৬		৩৬
”	”	”	৩	৩০৩	”	”	৭		৪০
”	”	৯		৩০৫	”	”	৮		৪০
”	”	১১	১	৩০৮	১৮২৪	৪	২		১০৮
”	”	”	২	৩০৯	”	”	৩		১০৮
”	”	”	৩	৩০৯	”	”	৪		১০৮
”	”	১৩	২	৩০৭	”	”	৫		১০৮
”	”	”	৩	৩০৮	”	”	৬		১০৮
”	”	”	৪	৩০৮	”	”	৭		১০৯
”	”	১৪	১	৩০৭	”	১৪	৪		১১
”	”	”	২	৩০৭	”	”	৬		১২
”	”	১৫	১	৩০৯	”	”	৭		১২

সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।	সাল	আইন	ধারা	প্র।	পৃষ্ঠা।
১৮৩১	৯	২	২	২৩৬	১৮৩৮	২২	২		১১২
”	”	”	৩	২৩৬	”	৩০	১		১১০
”	”	”	৪	১৫৬	”	”	২		১১০
”	”	”	”	২৩৪	”	”	৩		১১০
”	”	”	”	২৩৮	”	”	৪		১১১
”	”	”	৫	১৪০	”	”	৫		১১১
”	”	”	”	২৩৮	”	”	৬		১১১
”	”	”	৬	২৪০	১৮৩৯	১	১		৩২৫
”	”	৭		১৪০	”	”	২		৩২৫
”	”	৮		১৩৭	”	”	৩		৩২৫
”	”	”		২৮৬	”	১১			২৭৮
”	”	৯		২৩৫	”	২৭	১		২২৮
১৮৩২	৭	২	১	১৩৪	”	”	”		২২৯
”	”	”	৩	১২৩	”	৩২	”		৫৬
”	”	”	৪	১২৫	১৮৪০	৪	১		৩৬২
”	”	৩		১২০	”	”	২		৩৬৩
”	”	৪		১১০	”	”	৩		৩৬৩
”	”	৭		২১০	”	”	৪		৩৬৩
”	”	৮		৭৫	”	”	৫		৩৬৩
”	”	৯		৭৫	”	”	৬		৩৬৪
”	”	১০		১৮	”	”	৭		৩৬৪
”	”	১৫		২৩৪	”	”	৮		৩৬৪
”	”	১৬	১	৩০৫	”	”	৯		৩৬৫
১৮৩৩	৯	১৫		৪	”	”	১০		৩৬৫
১৮৩৫	৮	১		৯৫	”	”	১১		৩৬৫
”	”	২		১৫	”	৭			২৮১
১৮৩৬	৫	”		১৮২	১৮৪১	১২	১		৩১০
”	১০	২		৩৮	”	”	২		৩১০
”	”	৩		৩৪	”	”	৩		৩১১
”	”	”		৩৫	”	”	৪		৩১২
”	”	৪		৩৫	”	”	৫		৩১২
”	”	৫		৩৭	”	”	৬		৩১২
”	১১	২		২৩০	”	”	৭		৩১৩
১৮৩৭	৩	১		১২০	”	”	৮	১	৩১৪
”	”	২		১২০	”	”	”	২	৩১৪
”	২৫	২		১৭	”	”	৭	৩	৩১৪
”	”	৪		১৩৪	”	”	”	৪	৩১৪
”	”	”		১৭৩	”	”	”	৫	৩১৪
”	”	”		২৪০	”	”	৯		৩১৫
”	”	”		২৪২	”	”	১০		৩১৫
”	”	৫		১১৮	”	”	১১		৩১৬
”	”	৬		১১৮	”	”	১২		৩১৬
”	”	৭		১১৯	”	”	১৩		৩১৬
”	”	৯		১২৩	”	”	১৪		৩১৬
১৮৩৮	৭	”		১২৬	”	”	১৫		৩১৬
”	”	১		১১২	”	”	১৬		৩১৭

এই গ্রন্থে যে সকল আইনের অর্থ আছে তাহার ফিরিস্তি

এই গ্রন্থে যে সকল সরকুলর অর্ডর আছে তাহার ফিরিস্তি।

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৪২	২৫ ফেব্রুআরি	২৭৭
"	১৫ মার্চ	১৯১
"	১ আপ্রিল	২৪২
"	২২ "	১৭৫
"	" "	১৭৬
"	২৯ "	৩
"	৬ মে	২৬৪
"	১০ জুন	২০০
"	" "	২০১
"	১ জুলাই	১৩৬
"	" "	২৪৪
১৮৪২	৮ জুলাই	১৬২
"	" "	২৬৪
"	১২ আগষ্ট	৫৪
"	" "	৫৫
"	" "	৭১
"	" "	২০৯
"	২ ডিসেম্বর	৩১৪
"	" "	৩৭০
"	১৪ "	৩৬৮
"	২৯ "	৩৬৭
১৮৪৩	২০ জানুআরি	৩৭০

সদর আদালতের বিধান ও নির্দ্ধারণের ফিরিস্তি।

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা।
১৮৩১	১৫ আপ্রিল	২৭৮
১৮৩২	২৪ জানুআরি	২৮২
"	১৩ জুলাই	২৪৭
"	২৪ আগষ্ট	২৮৩
১৮৩৩	১৩ ডিসেম্বর	২৪৩
১৮৩৪	২ জানুআরি	২৮০
"	৩ "	২৪৯
"	" "	২৫০
"	১৮ ফেব্রুআরি	২৪৯
"	৪ জুলাই	১৮০
"	৮ আগষ্ট	২৪৯
"	১৪ নবেম্বর	২৩১
১৮৩৫	৯ জানুআরি	২৪৯
১৮৩৬	১২ ফেব্রুআরি	২৮৩
"	৭ জুন	২৪৭
"	৩০ ডিসেম্বর	২৭৬
১৮৩৭	১১ জানুআরি	২৭৭
"	২৮ সেপ্টেম্বর	২৭৭
১৮৪০	২৭ মার্চ	২৪৮
"	২৯ মে	২৪৫
"	৩ জুলাই	২৭৯
১৮৪০	৩ জুলাই	২৮০
"	২০ নবেম্বর	২৪৮
১৮৪১	১৫ আপ্রিল	২৭৮
"	৭ মে	২৬৯
"	২৪ সেপ্টেম্বর	২৮৩
"	২৪ ডিসেম্বর	২৭৬
১৮৪২	২১ জানুআরি	২৪৫
"	" "	২৪৬
"	" "	২৪৭
"	" "	২৫০
"	" "	২৬৩
"	" "	২৬৯
"	" "	২৮১
"	১৫ আপ্রিল	২৬৩
"	৬ মে	২৮০
"	১৭ জুন	২৭৪
"	৮ জুলাই	২৫০
"	" "	২৮৩
"	১৫ "	২৪৯
"	" "	২৭৬
"	২৫ নবেম্বর	২৭৮

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরক্যুলর অর্ডরের ফিরিস্তি

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা
১৮৪২	২২ জানুআরি	৩১২
"	২৩ ফেব্রুআরি	৩১৩
"	২৭ আপ্রিল	৩১৭
"	" "	৩২৫
"	২৭ জুন	২২৭
"	৭ সেপ্টেম্বর	৩১৮
"	২৪ অক্টোবর	৩১৩

গবর্ণমেন্টের হুকুমের ফিরিস্তি।

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা
১৮৩১	২২ নবেম্বর	২৮৯
১৮৩৪	১৫ জানুআরি	২০৩

কার্য্য নির্ব্বাহের বিধানের ফিরিস্তি।

সাল	তারিখ	পৃষ্ঠা
১৮৪২	২৫ নবেম্বর	৩৭১
১৮৪৩	২০ জানুআরি	৩৭১

সমাপ্তঃ।

অশুদ্ধ শোধন।

খোলাসা।

পৃষ্ঠা	পঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১৬	১৫	তাহা ছাড়া	হাতছাড়া
৪৫	৮	কি টাকা	ফি টাকা
৬০	২৯	ইজারামানা	ইজারানামা
৭৪	৩৫	রেস্পাণ্ডেন্ট	রেস্পাণ্ডেন্টের
১৩২	৯	পার্লিমেন্টে	পার্লিমেন্ট
১৪৬	৩১	স্থলাভিষিক্ত-	স্থলাভিষিক্ত
১৫১	১৯	জজ সজ্র	[জজ

মূলগ্রন্থ।

পৃষ্ঠা	পঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৫৭	১৯	উপর টাকার	টাকার উপর
৭১	২৭	কি	ফি
৮৬	৩৭	সংসারাধ্যক্ষ	সম্পত্তিরক্ষক
„	৪২	ঐ	ঐ
৮৭	২	ঐ	ঐ
৮৮	৩৫	৩৬০	৩৬০[১]
৮৯	৬	৩৬০	৩৬০[২]
৯১	২৪	একবাক্য হয়	একবাক্য না হয়
৯৪	৮	৭৯	৩৭৯
১৩৩	১৪	মঞ্জুর করণ	বহাল রাখণ
১৪১	৪৩	১৮১৩	১৮৩৩[১]
১৪২	১৪	[১৪১ নম্বরী] এই কথা উঠাইয়া ফেল	
১৬২	৫	অথবা	অর্থাৎ
১৬৩	২৩	এবং	অথবা
১৬৯	৩২	তিনি আদালতে	তিনি সদর আদালতে
১৭০	৭	দরখাস্তের মুল্য	দরখাস্তের ইষ্টাম্পের মুল্য
১৯৯	১৫	কেবল তাহারদিগকে	তাহারদিগকে কেবল
২৬২	২৩	অন্য কৌন্সেলে করা	কৌন্সেলে করা অন্য
২৭৬	৪	ছস মায়	ছয় মাস
২৯৯	২৭	তাহাকে	তাহা কে
৩১৭	৩০	সাধারণের	সাধারণে
৩২০	১২।১৮	১৮৪২	১৮৪১
৩৩১	১৩	বাদীদার	বাকীদার
৩৩৫	২৫	তাহার	তাহারা
৩৬৬	২৩	বিষয়ে	বিষয়ের

[দ্বিতীয় বালম।]